…ন্ করুন্, হর-গৌরীর পুনর্ম্মিলনটি শীগ্ গির …।"—বলিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পদধূলি এবং …পেক্ষা সারবান্ টাকার পুঁটুলি লইয়া সতীশ …চিত্তে প্রস্থান করিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

রসগোল্লা ও ক্ষীরমোহন।

ও…ক "গৌরী" কিন্তু "হরের" উদ্দেশে এমন সকল …ক্তি করিতেছিল—যাহা কুমারসম্ভবে নাই, শিবপুরাণে নাই। প্রভাবতী ওরফে পটলি তাহার প্রবীণ হ…ক্কার প্রতি "হুতুম্ থুম্মো"; "ঘাড়ে গদ্দানে", "ভাগা মিন্সে" প্রভৃতি কর্ণরসায়ন উপনামগুলি স… প্রয়োগ করিতে লাগিল। অবশ্য, এ সকল তা… বয়স্যা সখীদেরই সম্মুখে। কিন্তু তাহার পিতা…ও ক্রমে জানিতে পারিলেন, এ বিবাহে মেয়ের … আপত্তি। কিন্তু উপায় কি? প্রভা মুখখানি সর্ব্বদা …স করিয়া থাকে, তাহার খাওয়া অর্দ্ধেক কমিয়া গে… চোখের কোলে কালি পড়িল। দেখিয়া তাহার …পনে অশ্রু মুছিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট বিবৃত … দত্তের "…সংবাদ" সমস্তই তাহার স্ব-…লকল্পিত।

…বাবুপাড়ায় জগ… চট্টোপাধ্যায়ের একতালা …খানির এখন একেবারেই ভগ্নদশা। বাহিরে এবং ভিতরে… দেওয়াল হইতে সমস্ত চুণ বালি অনেক দিন … পড়িয়াছে। … গায়ে নোণা লাগিয়া বোড়ের মুখগুলি ফাঁক হইয়া গিয়াছে। ভিতরে … ঘরে বসিলে … হয়, দেওয়ালগুলা দাঁত …হি… করিয়া যেন …তে আসিতেছে। দরজা-…না… কবাটগুলার … সিকিভাগ উইপোকায় …ইয়া … লইয়াছে। অন্য তিন দিকে যে প্রাচীর …ল, …াও স্থানে …নে ভগ্ন। যেখানে … না করিলে … বে-আব্রু হইয়া যায়, … স্থানে ছিটাবেড়া বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছে, … -ছাগল আটকাইবার জন্য কাঁটার ডাল …ওয়া আছে।

…ম এখন একাশং বর্ষ। পূর্ব্বে সুন্দরবনে কোনও জমিদারের অধীনে কর্ম্ম করিতেন, দশটি টাকা বেতন ছিল। দুই পয়সা উপরিপাওনাও ছিল। প্রতি বৎসর পূজার সময় একবার বাড়ী আসিতেন, একমাস থাকিতেন। পৈতৃক দশ বিঘা-মাত্র ব্রহ্মোত্তর জমি ছিল, আর দশ বিঘা খাজনার জমি জগদীশ ক্রয় করিয়াছিলেন। গত পাঁচ বৎসর হইতে তাঁহার চাকরী নাই, বাড়ীতেই বসিয়া আছেন। এই কুড়ি বিঘা জমিই এখন তাঁহার একমাত্র জীবনোপায়। ষোল আনা ফসল পাওয়া গেলে বৎসরের খরচ চলিয়া যায়, জমিদারের খাজনা সঙ্কুলান হয়। কিন্তু যে বৎসর অজন্মা হয়, সেই বৎসরই বিপদ—ঋণ করিতে হয়। ঋণের জন্য এই ভাঙ্গাচুরা বসত-বাটী-খানি এবং ব্রহ্মোত্তর জমিগুলি গিরিশ মুখোপাধ্যায়ের নিকটেই বন্ধক পড়িয়া আছে। প্রভার বিবাহ হইলে বন্ধকী দলিলগুলি ফেরৎ দিবেন, মুখোপাধ্যায় এ প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

গুডফ্রাইডের ছুটীতে জগদীশের পুত্র হরিপদ আজ বাটী আসিয়াছে। প্রভার অপেক্ষা পাঁচ ছয় বৎসরের বড়, গোঁফের রেখা উঠিয়াছে, বড় শান্ত ও সচ্চরিত্র। গ্রামের স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দশ টাকা বৃত্তি পায়, তাহাই সম্বল করিয়া কলিকাতায় গিয়া, প্রাইভেট মাষ্টারী যোগাড় করিয়া সে এফ-এ পড়িতে থাকে। গত বৎসর পাস হইয়াছে, কিন্তু বৃত্তি পায় নাই। অনেকে, এমন কি, তাহার পিতা পর্য্যন্ত পড়া ছাড়িয়া চাকরীর অনুসন্ধান করিতে তাহাকে পরামর্শ দিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা সে শোনে নাই। আবার কলিকাতায় গিয়া প্রাইভেট মাষ্টারী যোগাড় করিয়া সে বি-এ পড়িতেছে।

এখন জগদীশ বাবুর এক ছেলে, এক মেয়ে। অপরাপর সন্তান-সন্ততি যাহা হইয়াছিল, শিশুকালেই মারা গিয়াছে। গ্রীষ্মের ছুটীতে ও পূজার ছুটীতে বাড়ী আসিয়া হরিপদ তাহার বোন্‌টিকে বড় যত্ন করিয়া লেখাপড়া শেখায়। প্রতিবারই বাড়ী আসিবার সময় প্রভার জন্য দুই একখানি ভাল বহি, দুই একটি সস্তা বডি ও সেমিজ প্রভৃতি দ্রব্য আনয়ন করে। বেশী পারে না, কোথায় পাইবে? প্রভাও দাদা বলিতে অজ্ঞান।

হরিপদ আসিয়াই ভগিনীর ভাবান্তর লক্ষ্য করিল। দেখিল, তাহার সে আনন্দময় হাসি নাই, সে প্রফুল্লতা নাই, দেহখানিও কৃশ হইয়া গিয়াছে। …

বলিল,—"প্রভা, তুই এমন রোগা হয়ে গেলি কেন? অসুখ—বিসুখ কিছু হয়েছিল না কি?"

প্রভা বলিল, —"না অসুখ করেনি।"

"তবে তোর মুখ এমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে কেন?"

"কি জানি।"—বলিয়া প্রভা অন্যত্র গেল।

হরিপদ তখন জননীকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল; তিনি বলিলেন,—"কি জানি বাছা, বিয়ের কথা হয়ে অবধি প্রভার ঐ রকম চেহারা খারাপ হয়ে গেছে।"

হরিপদ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—"প্রভার বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে না কি? কোথায়? কার সঙ্গে?"

"ঐ ও-পাড়ার গিরিশ মুখুয্যের সঙ্গে।"

"গিরিশবাবু? নরেনের বাপ।"

"হ্যাঁ।"

হরিপদ উত্তেজিত হইয়া বলিল,—"বল কি মা?—গিরিশ মুখুয্যের সঙ্গে প্রভার বিয়ে? তুমি মত দিয়েছ? বাবা মত দিয়েছেন? গিরিশবাবু যে বাবার বয়সী!"

মা বামহস্তের অঙ্গুলি দক্ষিণহস্তে ধারণ করিয়া বলিলেন,—"মতামত আর কি? ভাল পাত্তর পেলে কারু কি ইচ্ছে যে, বুড়ো বরের সঙ্গে দেয়? উপায় কি, জাত যায় যে।"

হরিপদ কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। শেষে জিজ্ঞাসা করিল,—"সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে গেছে না কি?"

"তা—হয়েছে বৈ কি। ৫ই জষ্টি বিয়ের দিন স্থির হয়েছে।"

"আশীর্ব্বাদ ত হয়নি এখনও?"

"না।"

হরিপদ কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল,—"মা, এমন কাযটি কোরো না। প্রভাকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিও না। আহা. ও বালিকা; পঞ্চাশ বছরের বুড়োর সঙ্গে বিয়ে দিলে কি সুখ ওর হবে মা?"

মা বলিলেন,—"কেন বাবা, অমন বড়লোক—কত টাকা, বিষয়-সম্পত্তি—সুখ হবে না কেন?"

হরিপদ বলিল,—"মা, তুমি বুদ্ধিমতী হয়ে এমন কথাটা বল্লে? টাকা বিষয়-সম্পত্তিই কি স্ত্রীলোকের সুখ?"

মা বলিলেন,—"তা বটে বাবা। আমি কি তা বুঝিনে? সবই বুঝি। কিন্তু উপায় কি? গিরিশ যখন প্রভার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব ক'রে পাঠালেন, তখন আমরা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলাম। শে[illegible] মত হ'ল। গিরিশ বল্লেন, তোমাদের বা[illegible] কিছু আমার কাছে বন্ধক আছে, সমস্তই [illegible] প্রভাকে দুহাজার টাকার অলঙ্কার দে[illegible] তোমাদের একটি পয়সাও খরচ হবে না—খরচের টাকাও আমি দেব। এই সব শু[illegible] মত করলেন—শেষে আমাকেও মত [illegible] কি করি?"

হরিপদ বলিল,—"মা, কেবল টাকার [illegible] টাকে ভাসিয়ে দেবে? তোমার সাতটা [illegible] নয়, ঐ এক মেয়ে। এ বিয়ের কথা [illegible] দুর মনঃকষ্ট হয়েছে, তা বুঝতেই পারছ [illegible] কোরো না মা।"

মা বলিলেন,—"সাধে কি করছি [illegible]? যেঠের কোলে চৌদ্দ বছর বয়স হ'ল, [illegible] চেষ্ট[illegible] গেল, মনের মতন পাত্তর ত একটি [illegible]ল না। মতন পাত্তর যা পাওয়া গেল, [illegible] কেউ পাঁচ হাজার। পাঁচ কড়া[illegible] করি বল্?"

হরিপদ বলিল,—"মা, [illegible] যদি [illegible] যোটাতে পারি?"

"যোটাতে পারিস্ ত এত যোটাস্ [illegible] বাবা? আজ দুবছর [illegible] পাত্তর [illegible] মরছি।"

"যদি এমন একটি পাত্র টা[illegible] পারি, কিন্তু লেখাপড়া জানে, সচ্চ[illegible] বয়স—তা বিয়ে বন্ধ করবে?"

"তা করব বৈ কি। [illegible]ন্তু যোটা[illegible] না যদি পারিস্, তবে ও যাবে, [illegible] হবে কি?"

হরিপদ বলিল,—"জ্যৈষ্ঠ ত দেও[illegible] স্থির হয়েছে? আমি যদি বৈশাখ মাসের [illegible] পারি, তবে বৈশাখে বিয়ে ত?"

"তা দেব না কেন এখনও আশীর্ব্বা[illegible] কিছুই না। কিন্তু খ[illegible]"

"খরচ, সে পাত্রকে একপয়সাও [illegible]"

"নিজেদের খরচ ত?" [illegible] সে[illegible]

"গাঁ-সুদ্ধ লোককে খাওয়াতেই [illegible] কোনও কথা নেই। মরা কাউকেই [illegible] যাই। পুরুতের দক্ষিণা নাপিতের [illegible]বখা[illegible]

গড়টা পনেরো কুড়ি টাকার মধ্যেই সব হয়ে যাবে। হবে না মা ?"

"আচ্ছা, ওনাকে বলি, উনি কি বলেন দেখি"—বলিয়া জননী কার্য্যান্তরে গেলেন।

হরিপদ পাঁজি আনিয়া দেখিল, বৈশাখে বিবাহের অনেকগুলি দিন আছে। ২৫শে বৈশাখ শেষ দিন। তারিখগুলি সে কাগজে টুকিয়া লইল।

বিকালে মস্ত এক চাঙারি মাথায় করিয়া এক ঝি আসিয়া চট্টোপাধ্যায়গৃহে প্রবেশ করিল। বলিল, কনের ভাই আসিয়াছেন শুনিয়া গিরিশবাবুর পিসী-মাতা যৎসামান্য কিঞ্চিৎ উপহারদ্রব্য পাঠাইয়াছেন। এক হাঁড়ি রসগোল্লা, এক হাঁড়ি ক্ষীরমোহন, এক এক ধুতি ও শাড়ী, দুই বাক্স সাবান, দুই শিশি গন্ধ-তৈল, দুই শিশি সুগন্ধি চাঙারি হইতে নামাইয়া ঝি বারান্দায় রাখিল।

এই সকল দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া হরিপদ তাহার মাতাকে ঘরের মধ্যে ডাকিয়া বলিল,—"মা, ফিরে দাও ব।"

মা নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

হরিপদ বলিল,—"ভাবছ কি ?"

মা বলিলেন, —"ভাবছি, কোথায় কি তার ঠিকানা নেই, এখনই থেকে ভাঙ্গাভাঙ্গিটে করব ? তুই যদি বাছা এই বৈশাখের মধ্যে একটি ভাল পাত্তর আন্‌তে পারিস্, বিয়ে দেব বল্‌ছি ত।"

হরিপদ রাগে গস্ গস্ করিতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় জলখাবারের রেকাবীতে সেই রসগোল্লা ও ক্ষীর-মোহন দেখিয়া, ছুড়িয়া সেগুলি উঠানে ফেলিয়া দিল। মুড়ি চাহিয়া লইয়া জলযোগ সম্পন্ন করিয়া, ছুটীর তিন দিন বাকী থাকিতেই, পরদিন প্রভাতে কলিকাতা-যাত্রা করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কলিকাতায়।

বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে একদিন বৈকালে, হাওড়া ষ্টেশন হইতে ঠিকা গাড়ী করিয়া গিরিশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় চুনাপুকুর লেনে আসিয়া পৌছিলেন। এখানে তাঁহার বাল্যবন্ধু রেলওয়ে অডিট আপিসের বড় বাবু হেমচন্দ্র ঘোষাল বাস করেন—ত্রিবেণীতেই বাড়ী। হাঁড়ি, পোটলা, তোরঙ্গ বোঝাই গাড়ীখানি বাড়ীর দাঁড়াইবামাত্র, ভিতর হইতে হেমবাবুর ছোট পুত্রকন্যারা ছুটিয়া আসিল এবং "গিরিশ কাকা ছেন" বলিয়া নৃত্য জুড়িয়া দিল। মুখোপাধ্যায় তাহাদিগকে আদর করিলেন। ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা জানিলেন, বাবু তখনও আপিস হইতে ফেরেন ফিরিতে সন্ধ্যা হইবে। সন্দেশের হাঁড়ি অ পাঠাইয়া দিয়া, তোরঙ্গ, পুঁটলি প্রভৃতি বৈঠব রাখাইয়া হস্তপদাদি ধৌত করিয়া মুখো তামাক খাইতে বসিলেন—বালকবালিকাগণ কাছে বসিয়া জটলা করিতে লাগিল।

মুখোপাধ্যায় আসিয়াছেন, নিজের কও জিনিষপত্র কিনিতে এবং গহনা গড়াইতে দিতে। ও দ্বিতীয়া পত্নীর অনেকগুলি অলঙ্কার গৃহে আ কিন্তু সেগুলি "সেকেলে"—প্রভাবতীকে তিনি গোড়া নূতন অলঙ্কারে সাজাইবেন। গ্রামের স্যাঁক গড়ে ভাল বটে, কিন্তু কলিকাতার স্যাকরাদে হাই-পালিশটি দিতে পারে না—ইহা তিনি ছিলেন তাই কলিকাতায় আসা।

কিয়ৎক্ষণ পরে অন্তঃপুর হইতে জলযোগে তাঁহার আহ্বান হইল। হেম ঘোষাল গিরিশ বয়সে দুই এক বছরের বড়, তাঁহাকে ইনি সম্বোধন করিয়া থাকেন। হেমবাবুর স্ত্রী বধূকাল হইতেই ঠাকুরপো বলিয়া সম্ভাষণ আসিতেছেন।

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া গিরিশবাবু ব রাণীকে প্রণাম করিলেন। দেশে থাকিতে সা না করিয়া তিনি জলযোগ করিতেন না—কিন্ত কি জানি কেন, সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইল। বে এ সকল প্রথা "সেকেলে" বলিয়া ক্রমে তাঁহার জন্মিতেছিল। আসনের উপর বসিয়া, বউঠাকু সহিত কথোপকথন করিতে করিতে তিনি খ মিষ্টান্ন মাত্র গ্রহণ করিলেন।

গ্রামের সংবাদ, পাড়ার সংবাদ জিজ্ঞাসা অবশেষে বউঠাকুরাণী বলিলেন—"বিয়ের ঠি হয়েছে ?"

গিরিশ নতমুখে বলিলেন,—"হ্যাঁ, ৫ই তোমরা শুনলে কার কাছে ?"

বউঠাকুরাণী বলিলেন,—"জনরবে শুনলাম।

"নরেন-সুরেন এসেছিল ?"

"হ্যাঁ, তারা ত প্রায়ই আসে। গেল বুধবারে বুঝি—না, মঙ্গলবারে সুরেন এসেছিল।"

"তারাই বলেছে?"

বউঠাকুরাণী সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন,—"তোমার নরেন সুরেন ছেলে দুটি বড় ভাল, ভাই। ভগবান্ করুন, বেঁচে থাকুক। ওদের পিতৃভক্তিটিও খুব আছে।"

গিরিশ বুঝিলেন, নরেন-সুরেনই আসিয়া খবরটা দিয়াছে। তাহারা বোধ হয় এ সংবাদে প্রীত নহে—তাই ডায়মণ্ডহারবারের মত্স্য খাইবার অছিলায় গুড্‌ফ্রাইডের ছুটীতে বাড়ীও যায় নাই। একটু নীরব থাকিয়া বলিলেন,—"কি করিব ঠাকরুণ, এ বয়সে বিয়ে করা কি আমার সাধ?—কিন্তু পিসীমা যে কিছুতেই ছাড়লেন না।"

গৃহিণীর ওষ্ঠযুগলের উভয় প্রান্তে একটু হাসি খেলিয়া গেল। তিনি বলিলেন,—"না, করছ বেশ করছ ভাই—তোমার এমন এমনই কি বয়স হয়েছে? তোমার চেয়েও বেশী বয়স হয়েছে, এমন কত লোক ত করছে। এই আমিই ধর যদি আজ মরে যাই—তোমার দাদা কি—"

গিরিশ বাধা দিয়া বলিলেন—"আর সে প্রার্থনায় কায নেই বউঠাকরুণ। পিসীমার কথা শুনেও আমি করতাম না। তবে সংসারে নিতান্ত লোকাভাব—"

ক্রমে অলঙ্কারের কথা উঠিল। এ প্রসঙ্গে বধূঠাকুরাণী খুব উৎসাহের সহিতই যোগ দিলেন। কোন্ কোন্ গহনা আজকাল ফেসান হইয়াছে, কোন্ কোন্ গুলি একেবারে নহিলেই নয়, কত ভরির হইলে কোন্‌খানি বেশ মানানসই হইবে—এ সমস্ত তিনি ঠাকুরপোকে বুঝাইতে লাগিলেন। গিরিশ বলিলেন, গিনি তিনি সঙ্গে করিয়াই আনিয়াছেন। গৃহিণী বলিলেন,—"তবে কা'ল সকালবেলাই হীরেলালকে ডেকে পাঠাব—সেই আমাদের স্যাকরা কি না—আমার মেয়েদের বিয়ের যত গহনা সে-ই গড়েছে। বানীটে একটু বেশী নেয়—কিন্তু লোকটা খুব বিশ্বাসী—গড়ন, পালিশও চমৎকার। সে সবই ঠিক হয়ে যাবে।"

হাত ধুইয়া, আসন ছাড়িয়া ইতিমধ্যে মুখোপাধ্যায় মহাশয় চেয়ারে বসিয়া পান খাইতেছিলেন। ঝি তামাক দিল। তামাক খাইতে খাইতে তিনি বলিলেন,—"বিয়েতে আমায় কিন্তু যেতে হবে বউঠাকরুণ। না গেলে ছাড়ব না।"

বউঠাকুরাণী বলিলেন,—"যেতে ত ইচ্ছে করে—কিন্তু আমার যে মুস্কিল। মেজ মেয়েটি এই আসবে, প্রসব হবে। তাকে ফেলে যাই কি ক'রে? ভাল ভালয় বিয়েটি হয়ে যাক্, এখানে এসে বউ দেখিয়ে নিয়ে যেও।"

"আচ্ছা বউঠাকরুণ, পটলিকে তুমি দেখেছ?"—এই প্রশ্নে মুখোপাধ্যায় মহাশয় অবতারণা করিলেন। পটলির রূপ-গুণের আলোচনা আরম্ভ হইয়া গেল। এই ভাবে প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা কাটিল। ক্রমে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল—সন্ধ্যাদীপ জ্বলিল। তখন গিরিশবাবু থানায় গিয়া, তোরঙ্গ হইতে আফিমের কৌটা বাহির করিয়া একটি গুলী সেবন করিলেন। অল্পক্ষণ পরে গৃহস্বামী গৃহে ফিরিলেন। উচ্ছ্বসিত আনন্দে বন্ধুকে অভ্যর্থনা করিয়া, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

পুত্র-সম্ভাষণে।

"গিরিশ, চা খাবে ত?"

"না হেমদা, চা খাওয়া ত আমার অভ্যেস নেই।"

"বিলক্ষণ—চা ত আজকাল সকলেই খায়। সেকেলে বুড়োরা ছাড়া সবাই ত খায়। অভ্যেস নেই, অভ্যেস কর। গোবিন্দ—যা, দু' পেয়ালাই নিয়ে আয়।"

পরদিন প্রাতে দুই বন্ধুতে বসিয়া উক্ত প্রকার কথোপকথন হইল। গোবিন্দ ভৃত্য দুই পেয়ালা চা লইয়া আসিল। বহুকাল পরে আজ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্নানাহ্নিক না করিয়াই (গরম) জল-গ্রহণ করিলেন।

গতরাত্রে দুই বন্ধুতে বিবাহের আলোচনা হইয়া গিয়াছে। হেমবাবু এ কার্য্যে কোনও দোষ দেখিতে পান নাই—বরং তিনি একটি নূতন যুক্তির অবতারণা করিয়া ইহার সমর্থন করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "নরেন-সুরেন বড় হয়েছে। ছমাস পরে হোক, এক বছর পরে হোক, ওদের বিয়ে দিতে হবে, বউমা আসবেন,—সবই যেন হ'ল। কিন্তু ছেলে দুটি চিরকাল ত বাড়ীতে ব'সে থাকবে না। কেউ বা চাকরী নেবে, কেউ বা ওকালতী করবে, বিদেশে থাকবে—কাযেই বউমা দুটিকেও ওদের কাছেই পাঠিয়ে দিতে হবে।

তোমায় দেখবে শুন্‌বে কে? সম্বলের মধ্যে ত ঐ পিসীমা, তিনি ত গঙ্গাপানে পা করেই রয়েছেন—গেলেই হয়। তখন তোমার উপায় কি হবে ভায়া? সেবা-যত্ন ত দূরের কথা - হাঁড়ী তোমার গলায় প'ড়ে যাবে যে।—তার পর ধর, মানুষের যতই বয়স হয়, ততই শরীর অপটু হয়ে আসে। একটু সেবা-শুশ্রূষার আবশ্যক হয়ে পড়ে। অসুখ হয়ে যদি দুদিন প'ড়ে থাক—তোমার মুখে জল দেবে কে বল দেখি? না ভায়া, কারু কথা তুমি শুনো না—বিয়েটি ক'রে ফেল।"

সুতরাং এরূপ বন্ধুর অনুরোধে আনাহ্নিক না করিয়া মুখোপাধ্যায় যে চা-পান করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

চা-পানান্তে হুঁকায় মুখ দিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় কি যেন ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখখানি বিপন্নের মত দেখাইতে লাগিল। একটু পরে ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন,—"গোবিন্দ, বউঠাকরুণ কি হীরে স্যাকরাকে ডাক্‌তে লোক পাঠিয়েছেন?"—গোবিন্দ বলিল,—"না,—চায়ের বাসন কখানা ধুয়ে আমি বাজারে যাব, তাকে ব'লে যাব।"—মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—"তবে আজ থাক—আজ আর দরকার নেই। কা'ল তখন তাকে ডাক্‌লেই হবে।"—"যে আজ্ঞে"—বলিয়া গোবিন্দ প্রস্থান করিল।

ইহার অল্পক্ষণ পরেই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্রদ্বয় আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। ইহারা পটলডাঙ্গায় মেসের বাসায় থাকে। জ্যেষ্ঠ নরেন্দ্র সিটি কলেজে বি-এ পড়ে—কনিষ্ঠ সুরেন্দ্র গত বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রিপণ কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছে। গত রাত্রেই মুখোপাধ্যায় বাসায় গিয়া ইহাদিগকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু হেমবাবু বারণ করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন—"সে বাসায় ত্রিবেণীর অন্য ছোকরারাও থাকে, তোমার বিয়ের গুজব নিশ্চয়ই তারা শুনেছে। তুমি সেখানে গেলে, চলে আসবার পর তারা সবাই হয় ত হাসা-হাসি করবে—তাতে নরেন-সুরেন লজ্জিত হবে।—তুমি যেও না, কা'ল সকালে আমি মোনাকে তাদের বাসায় পাঠিয়ে, তাদেরই এখানে আনাব এখন।"

নরেন বলিল,—"বাবা, আপনি আসবেন, আগে ত কছুই জান্‌তে পারি নি।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—"হ্যাঁ—একটু হঠাৎই আসা হ'ল। গুড্ ফ্রাইডের ছুটীতে তোমরা ডায় হার্বারে বেড়াতে গেলে, বাড়ী গেলে না—তোমা ঠাকুমা কত দুঃখ করতে লাগিলেন।"

হেমবাবু আসিয়া বলিলেন,—"ওরা সব বেঙ্গল, তোমার সেই পানা পুকুর আর শেওড়া ত কি ওদের ভাল লাগে? ছুটীতে ওরা একটু দেশ করতে চায়। সমুদ্র দেখলে?"

সুরেন বলিল,—"হ্যাঁ, দেখলাম—কিন্তু সে সুবিধে হ'ল না। সমুদ্র ত নয়, সেখানটা গ মোহানা। আসল সমুদ্র, সে একটু দূরে।"

কলেজের পড়াশুনা, বাসার আহারাদি প্রভৃ কথা জিজ্ঞাসা করিয়া শেষে মুখোপাধ্যায় মহ বলিলেন,—"তোমাদের গ্রীষ্মের ছুটী কবে থেকে হচ্ছে?"

সুরেন বলিল,—"আর উনিশ দিন পরে।"

"কত দিন বন্ধ থাকবে?"

"দু মাসের উপর। সেই জুন মাসের খুল্‌বে।"

অতঃপর দুই ভায়ে একটু ইসারা, টেপা চলিল। নরেন চুপে চুপে বলিল,—"তুই বল্ ন — সুরেন বলিল—"না দাদা, তুমি বল।"

হেমবাবু হাসিয়া বলিলেন,—"কি? তোমাদের ভায়ে কিসের ঝগড়া হচ্ছে?"

সুরেন বলিল,—"দাদা বলছেন, পুরী থেকে খুব ভাল দেখা যায়। গ্রীষ্মের বন্ধে আমরা পু বেড়াতে যাব ভাবছিলাম।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—"গুড্ ফ্রাইডের ছু বাড়ী গেলে না, আবার গ্রীষ্মের ছুটীতেও বা চ'লে যাবে?"

হেমবাবু বলিলেন,—"তা যাক্ না; বেড়িয়ে আ জল-হাওয়া সেখানকার খুব ভাল, স্বাস্থ্যের উ হবে।—হ্যাঁ হে নরেন, দুমাস তোমাদের ছুটী তা, একমাস পুরীতে থেকে তার পর বাড়ী এখন।"

নরেন-সুরেন পিতার অভিমতের অপে তাঁহার মুখপানে সলজ্জভাবে চাহিয়া রহিল। মু পাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সেখানে থা কোথায়?"

সুরেন বলিল,—"আমাদের কলেজে পড়ে ছেলে আছে, তার বাপ ওখানকার ডাক্

প্রথমে সেই ছেলেটির বাড়ীতে গিয়ে উঠব, তার পর একটা বাসাটাসা ঠিক ক'রে নেব।"

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—"আচ্ছা, তোমাদের বিশেষ ইচ্ছা হয়ে থাকে, যেও। টাকাকড়ি কি লাগবে, হিসাব ক'রে আমায় বোলো। একমাসের বেশী দেরী না হয় কিন্তু।"

উভয় ভ্রাতা উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিল,—"আজ্ঞে না, একমাসের বেশী দেরী হবে না।"

আবার আসিবে বলিয়া যুবকদ্বয় বিদায় হইল। তাহারা চলিয়া গেলে হেমবাবু মুচকি হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি ভাবছিলে ভায়া, ছেলে দুটি তখন বাড়ীতে থাক্‌বে, তাদের সামনে দিয়ে কি ক'রে টোপর মাথায় দিয়ে বিয়ে করতে বেরুবে—তা ওরা ত আপনারাই স'রে দাঁড়াচ্ছে।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—"হ্যাঁ। ও বিষয়ে আমার মনে একটা অশোয়াস্তি ছিল বটে। আর তুমি যা বল্লে, কলকাতায় থেকে থেকে ওদের মেজাজ অন্য রকম হয়ে গেছে পাড়াগাঁয়ে গিয়ে থাক্‌তে ওদের ভালও লাগে না।"

হেমবাবু বলিলেন,—"তুমি শেষে এই সিদ্ধান্ত করলে বুঝি?"

"কেন? তুমিই ত বল্লে।"

"আমি ওদের সামনে ঐ কথা বল্লাম। আসল কথা কি, বুঝতে পারছ না? সমুদ্র দেখার আগ্রহ, ওদের ছল মাত্র। আসল কথা, সে সময় ওরা বাড়ী থাকলে পাছে তুমি লজ্জিত হও—সেই জন্যেই বাড়ী থাচ্ছে না। ছেলে দুটি তোমার বড় ভাল। ঈশ্বরের ইচ্ছায় মানুষ হোক, বেঁচে থাকুক। ওরা যে রকম বুদ্ধিমান্, তুমি বিবাহ করলেও ওদের দ্বারা তোমার কোনও অশান্তির কারণ উপস্থিত হবে ব'লে বোধ হয় না।"

আপিসের বেলা হয় দেখিয়া হেমবাবু উঠিয়া স্নানাদির জন্য অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

মুখোপাধ্যায়ের বেসাতি।

সন্ধ্যার পর বৈঠকখানায় তক্তপোষের উপর বসিয়া হেমবাবু ও গিরিশবাবু চা-পান করিতেছিলেন। হেমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আজ সারা দিন কি করলে হে?"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—"খাওয়া-দাওয়া ক'রে দুপুরবেলা একটু ঘুমান [illegible]। বেলা তিনটের সময় উঠে, মুখ-হাত ধুয়ে, চাঁদনিতে গিয়েছিলাম—কিছু কাপড়-চোপড় কিনে আনলাম।"

হেমবাবু হাসিয়া বলিলেন,—"শ্বশুরবাড়ী যাবার সজ্জা না কি?"

"যা বল।"

"কি কিনলে, বের কর, দেখি।"

চা-টুকু শেষ করিয়া, পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়া মুখোপাধ্যায় তোরঙ্গ খুলিলেন। খবরের কাগজে দড়ি দিয়া বাঁধা বাঁধা কয়েকটি পুলিন্দা বাহির করিয়া তক্তপোষের উপর রাখিলেন। দড়ি বাঁধা একটা মস্ত কাগজের বাক্সও বাহির করিলেন—দেখিয়াই বোঝা গেল, তাহার মধ্যে জুতা আছে।

হেমবাবু বলিলেন—"তাই ত, অনেক বাজার করেছ যে হে! এ সব খোল, দেখি।"

মুখোপাধ্যায় প্রথম পুলিন্দাটির দড়ি খুলিলেন। তাহার মধ্য হইতে বাহির হইল, শাদা টুইল কাপড়ের চারিটি কামিজ এবং ছয়খানি রুমাল।

হেমবাবু সেগুলি হাতে লইয়া পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—"এই কামিজ গায়ে দিয়ে তুমি শ্বশুরবাড়ী যাবে?"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—"হ্যাঃ—তোমার যেমন কথা! শ্বশুরবাড়ী যাবার জন্যেই কিনেছি কি না? বাড়ীতে গায়ে দেব।"

একখানি রুমাল হাতে করিয়া হেমবাবু বলিলেন,—"এ খেলো রুমাল। এখন নূতন বেলায় দেখ্‌তে চক্ চক্ করছে, ধোয়ালে নিজ মূর্ত্তি ধরবে। কত ক'রে দাম নিয়েছে?"

"দশ পয়সা একো খানা।"

"পাঁচ ছ আনার কমে ভাল রুমাল হয় না। আর কি কিনেছ দেখ।"

মুখোপাধ্যায় আর একটি পুলিন্দা খুলিলেন, তাহার মধ্যে হইতে বাহির হইল একটি গরদের কোট, একটি ধূসর আলপাকার কোট, চারিটি গেঞ্জি এবং তিন যোড়া মোজা। জিনিষগুলি পরীক্ষা করিয়া ব্যঙ্গ স্বরে হেমবাবু বলিলেন,—"তুমি এই কোট গায়ে দি[illegible] শ্বশুরবাড়ী যাবে?"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—"যাই-ই যদি, কি হয়েছে?"

"পাগল! ধুতির উপর কোট পরা কি আর রেওয়াজ আছে? যারা আজকালকার ফেসানেবল্ লোক, তারা বলে, বাঙ্গালা ধুতির উপর ইংরেজি কোট পরাও যা, মুর্গীর ডিম ভাতে দিয়ে হবিষ্যান্ন খাওয়াও তাই।"

"তবে তারা কি পরে?"

"পাঞ্জাবী গায়ে দেয়। ধুতির উপর কোট দেখ্‌লে তারা বলে, হয় এ রেলের বাবু, নয় পাড়াগেঁয়ে ভূত। শোন বলি। কা'ল, কোনও একটা ভাল দর্জ্জির দোকানে গোটা কতক পাঞ্জাবী জামার মাপ দাও। ভাল আদ্দির—বাঘমার্কা কিংবা অন্ততঃ পক্ষে শাঁথ মার্কা আদ্দির গোটা চারেক, আর উনিশ নম্বর গ্লাস্‌গো নয়ানসুকের গোটা চারেক করাও। কোট গায়ে দিয়ে শ্বশুরবাড়ী যেও না, যেও না। জুতো কি রকম কিন্‌লে দেখি।"

জুতার বাক্স খুলিতে খুলিতে মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—"বিলাতী জুতো, ন'টাকা দাম নিয়েছে।"

জুতা দেখিয়া হেমবাবু বলিলেন,—"মন্দ নয়, তবে মুখটা বড্ড সরু।"

মুখোপাধ্যায় হাসিয়া বলিলেন,—"মুখ সরুই ত তোমাদের আজকাল ফেসান শুনতে পাই।"

"এককালে ছিল বটে। এখন চাঁদনীর ফ্যাসান, ভদ্রসমাজের ফ্যাসান নয়। ভদ্রসমাজের ফ্যাসান এখন মীডিয়ম্ টোজ্। মুখ সরু জুতো পরা, মাংস দেখা যায় এমন ক'রে পিছনের চুল ছাঁটা—এ সব এককালে ফ্যাসান ছিল বটে, এখন উঠে গেছে। আর এক যোড়া জুতো তোমায় কিন্‌তে হবে। এক যোড়া ভাল দেখে পম্প শূ। কা'ল শনিবার আছে—ছুটোর সময় আপিসের ছুটী হবে—তুমি বরং আমার আপিসে যেও, ফেরবার পথে তোমার জুতো, রুমাল, গেঞ্জি, আরও যা যা দরকার, সব কিনে দেব এখন। পাঞ্জাবীরও ফরমাস দেব।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—"তোমরাই আমায় মাটী করলে দেখছি!"

পরদিন স্বর্ণকার আসিল। গৃহিণী দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া তাহাকে যথোপযুক্ত উপদেশাদি দিলেন। বারংবার করিয়া বলিলেন, "দেখো হীরেলাল, কোনও জিনিষে যেন একটুও খুঁৎ না থাকে, কুটুম্বস্থানে নিন্দে না হয়।"—"আজ্ঞে না, সে আমায় বলতে হবে না"—বলিয়া স্বর্ণকার অলঙ্কারের ফর্দ্দ ও একরাশি গিনি গণিয়া লইয়া গেল।

বেলা দুইটার সময় গিরিশবাবু হেমবাবুর আপিসে গেলেন—আবশ্যক জিনিষপত্র হেমবাবু সমস্তই কিনিয়া দিলেন। অবশেষে একটা ঔষধের দোকানে প্রবেশ করিয়া হেমবাবু কি একটা শিশি কিনিলেন। গিরিশবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি ওষুধ?"

হেমবাবু বলিলেন,—"আছে একটা।"

সে দিন রাত্রে আহারাদির পর হেমবাবু গিরিশকে নিজ শয্যাগৃহে লইয়া গেলেন। টেবিলের উপর যেখানে বাতি জ্বলিতেছিল, সেইখানে চেয়ারে তাঁহাকে বসাইয়া দ্বারটি ভেজাইয়া দিলেন।

গিরিশ বলিলেন—"ব্যাপার কি হে?"

হেমবাবু একটুখানি হাসিলেন মাত্র, কোনও উত্তর দিলেন না। বিকালে ক্রীত সেই শিশিটি বাহির করিয়া, ছিপি খুলিয়া খানিকটা তরল পদার্থ একটা কাচের বাটীতে ঢালিলেন। একটি ছোট বুরুষ তাহাতে ডুবাইয়া মুখোপাধ্যায়ের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

গিরিশ বলিলেন,—"এ কি?"

হেমবাবু বলিলেন,—"একটা ওষুধ। তোমার গোঁফে লাগিয়ে দেব—যতগুলো পাকা গোঁফ্ আছে, সব কাঁচা হয়ে যাবে।"

মুখোপাধ্যায় শিহরিয়া বলিলেন,—"কলপ?"

হেমবাবু বলিলেন,—"দূর! কলপ কেন, হেয়ার ডাই—একটা ওষুধ হে ওষুধ। এ বয়সে বিয়ে করছ, এখন কত রকম ওষুধ-বিষুধ দরকার হবে।" বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

মুখোপাধ্যায় চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন,—"না ভাই, রক্ষে কর। ও সব কলপ-টলপ আমি মাখব না। বিয়ে করছি বলেই যে সঙ সাজতে হবে, এমন কি কথা? কা'ল সকালে নরেন-সুরেন আসবে, নেমন্তন্ন করেছ তাদের এখানে—আমায় দেখে কি ভাববে তারা? ছি ছি।"

এমন সময় হেমবাবুর স্ত্রী দ্বার খুলিয়া প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"তোমাদের ঝগড়া কিসের?"

গিরিশ বলিলেন,—"দেখ দেখি বউঠাকরুণ, দাদা আমায় কলপ মাখিয়ে দিচ্ছেন।"

হেমবাবু অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু মুখে কিছুতেই কলপ মাখিতে রাজি হইলেন না। শেষে গিয়া

—"চা খেতে বল, খাব ; পাঞ্জাবী গায়ে দিতে বল, দেবো ; পম্প শু পরতে বল, পরবো—কিন্তু ঐ কার্য্যটি না।"

গৃহিণী বলিলেন,—"থাক্ থাক্—আর কলপ মেখে কায নেই। চুল দুগাছা পেকেছে বলেই লোকে বুড়ো বলবে না।"

হেমবাবু ওষুধটুকু শিশিতে ঢালিতে ঢালিতে বলিলেন,—"পয়সা দিয়ে কিনলাম, নষ্ট হবে ?"

গৃহিণী বলিলেন—"ও গো—ও কলপের শিশি তুমি তুলে রাখ। আমার যে রকম শরীর—বেশী দিন যে আর টিকি, তা বোধ হয় না। তোমার নিজেরই এর পরে দরকার হ'তে পারে।"—বলিয়া তিনি মৃদুহাস্য করিলেন।

রাত্রে শয্যায় শয়ন করিয়া মুখোপাধ্যায় অনেকক্ষণ ঘুমাইতে পারিলেন না। অনভ্যাসের চা-পানে এ কয়রাত্রিই তাঁহার নিদ্রা ভাল হইতেছিল না। কলিকাতায় আসা অবধি কতগুলি টাকা ব্যয় হইল, মনে মনে তাহার হিসাব করিতে লাগিলেন। অনেকগুলি টাকা। এখনও গায়ে-হলুদের তত্ত্বের জিনিষ কেনা হয় নাই। দিন দশ বারো পরে আবার কলিকাতায় আসিতে হইবে—তখন গহনাও লইয়া যাইবেন, গায়ে-হলুদের তত্ত্বের জিনিষও কিনিবেন। বউঠাকুরাণী ফর্দ্দ করিয়া দিয়াছেন, বলিয়াছেন, দুই শত টাকায় এক রকম হইয়া যাইবে। উভয় বাড়ীর ভোজের খরচ আছে। খতাইয়া দেখিলেন, জগদীশের বন্ধকী দলিলগুলির মূল্য সুদ্ধ ধরিলে, পাঁচ হাজার টাকার কমে এ বিবাহটি সম্পন্ন হইবে না। ভাবিলেন, ভট্টাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, সেটা যদি ফলিয়া যায়, তবে অমন কত পাঁচ হাজার আসিবে।

পরদিন প্রাতে উঠিয়া বৈঠকখানায় বসিয়া দুই বন্ধু চা-পান ও কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময় পাড়ার একজন যুবক প্রবেশ করিয়া বলিল,—"ডার্ব্বির টিকিটের বই এনেছি,—নেবেন ?"—বলিয়া যুবক টিকিটের বহি বাহির করিল।

হেমবাবু বলিলেন—"দাও একখানা, ফি বছরই ত নিই। হয় না ত কিছু।"

মুখোপাধ্যায় কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যাপারটা কি ?"

হেমবাবু বলিলেন,—"ঘোড়দৌড়ের লটারি আর বিলেতে ঘোড়দৌড় হয়, এখানে তারই লটারি হেমবাবু অদৃষ্টে থাকে, সে পায়।"

"কি পায় ?"

"প্রথম প্রাইজ বুঝি ছয় লাখ—নয় হে ?"

যুবক বলিল,—"গেল বছর ছ'লক্ষ বিশ হাজার প্রথম প্রাইজ হয়েছিল।"

মুখোপাধ্যায় সবিস্ময়ে বলিলেন—"ছ লাখ ? দশ টাকার টিকিট কিনে ছ'লাখ ? বল কি হে !"

হেমবাবু বলিলেন,—"দশ টাকার টিকিট ত লক্ষ লক্ষ লোকেই কেনে। আমি ত আজ বিশ বছর ধ'রে কিনছি—কই, পেলাম না ত কখনও ! ও সব অদৃষ্টের কথা।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"আমিও একবার অদৃষ্টটা পরীক্ষা ক'রে দেখব না কি ?"

হেমবাবু হাসিয়া বলিলেন,—"দেখ না, নতুন বউয়ের পয়ে যদি হয়ে যায়।"

মুখোপাধ্যায় একটু ভাবিলেন, শেষে বাক্স খুলিয়া দশটি টাকা বাহির করিয়া দিলেন।

যুবকটি গিরিশবাবুর নাম ঠিকানা টিকিটে লিখিল। শেষে বলিল,—"একটা ছদ্মনাম ?"

মুখোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"সে আবার কি ?"

হেমবাবু বুঝাইয়া বলিলেন,—"একটা কোন কল্পিত নাম লিখে দিতে হয়, সেই নামে স্মৃতি হয়। হিন্দু অনেকেই ঠাকুর-দেবতার নাম লিখে দেয়। যা হয় একটা নাম বল।"

মুখোপাধ্যায় বিষম ভাবনায় পড়িয়া গেলেন—কোন্ ঠাকুরকে রাখিয়া কোন্ ঠাকুরের নাম লেখান। হেমবাবু বলিলেন—"আচ্ছা দাও, আমি তোমার হয়ে লিখে দিচ্ছি।" বলিয়া তিনি কি লিখিয়া টিকিটখানি খাতা হইতে ছিঁড়িয়া লইলেন। যুবক টিকিটের বহি লইয়া চলিয়া গেল।

মুখোপাধ্যায় নিজের টিকিটখানি নাড়িতে চাড়িতে বলিলেন—"কোন্ ঠাকুরের নাম লিখ্‌লে ?"

হেমবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন—"ঠাকুরের নয়, ঠাকরুণের নাম লিখেছি।"

"কালী—না দুর্গা ?"

"কালীও নয়, দুর্গাও নয়। পটলি লিখে দিয়েছি।"

"না—না, বল না। এ সব বিষয়ে ঠাট্টা কর্‌তে নেই।"

"সত্যই বলছি, পটলি লিখে দিয়েছি, এই দেখ না—P—o"

মুখোপাধ্যায় ইংরাজি অক্ষর পড়িতে পারিতেন। দেখিলেন, বাস্তবিকই লেখা রহিয়াছে পটলি। মনটা একটু যেন খুসী হইল—কিন্তু তাহা গোপন করিয়া, "হুঁ—যত সব—" বলিয়া তিনি টিকিটখানি সযত্নে বাক্সে তুলিয়া রাখিলেন।

সেই দিন অপরাহ্ণের গাড়ীতে তিনি ত্রিবেণী যাত্রা করিলেন। যখন সন্ধ্যা হইল, গাড়ী বৈষ্ণবাটী ছাড়াইল, জানালার নিকট বসিয়া বাহিরের তরল-অন্ধকারের প্রতি চাহিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলেন—"দেখ একবার যোগাযোগ! এতদিন ধ'রে ত কলকাতায় যাতায়াত করছি—পূর্ব্বে ডার্ব্বি লটারির নামও কখনও শুনিনি। পটলির সঙ্গে বিয়ের কথাও হ'ল—টিকিটও কিন্‌লাম। হেমদাদার কাণ্ড দেখ, এত দেব-দেবী থাকতে, টিকিটে নাম লিখলেন কি না পটলি! এ সমস্ত ঘটনাই দৈবাধীন। সে ছোকরাটি ঐ টিকটের বই নিয়ে, আজ না এসে কালও আস্‌তে পারত—আমি দেখতেও পেতাম না, জানতেও পারতাম না। দেবতারা দেখলেন, এ ব্যক্তি ত আজ চারটে বিশ মিনিটের গাড়ীতে চল্ল—তাই তাঁরা তাড়াতাড়ি সে ছোক্‌রাটিকে পাঠালেন। আর হেমদাদা যে ঐ পটলির নাম লিখলে, সে কি ও নিজে লিখেছে? দেবতারাই ওকে দিয়ে লেখালেন। শাস্ত্র কি মিথ্যে হবার যো আছে? নাঃ—হিন্দুধর্ম্ম আছে বৈ কি। এ সকল মানাই উচিত।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

পিসীমার দৌত্য।

কলিকাতা হইতে ফিরিয়া গিরিশ তাঁহার পিসীমাকে বলিলেন,—"পিসীমা, আজ হ'ল গিয়ে মাসের আটুই, আর বেশী দিন নেই, আশীর্ব্বাদটা হয়ে গেলে হ'ত না?"

ভাইপোর এই আগ্রহদর্শনে মনে মনে হাস্য করিয়া [পিসী]মা বলিলেন—"এখনও দিন আছে বৈ কি বাবা—[প্রা]য় একমাস রয়েছে। এ দিকের সব যোগাড়যন্ত্র হোক্, [তা]র শেষাশেষি আশীর্ব্বাদ হইলেই হবে।"

গিরিশ বলিলেন—"তুমি বোঝ না পিসীমা। চারিদিকে শত্রু। গ্রামের লোককে বিশ্বাস নেই। কেউ ত কারু ভাল দেখতে পারে না, বুক ফেটে মরছে সব। কত লাগাচ্ছে, কত ভাঙাচ্ছে, আমরা কি সব খবর পাই? অতগুলি টাকার গহনাপত্র গড়াতে দিয়ে এলাম, যদি শেষে কোনও রকম গোলযোগ হয় ত দাঁড়িয়ে লোকসান।"

পিসীমা বলিলেন,—"আচ্ছা, পটলির মা'র সঙ্গে দেখা হ'লে বলব।"

কবে পিসীমা পটলিদের বাড়ীতে যাইবেন, কি ভাবে কথাটা তুলিবেন, অতঃপর এই সকল পরামর্শ চলিতে লাগিল। গিরিশ বলিলেন,—"বরং এই রকম বোলো পিসীমা, বুঝলে? বোলো যে, গিরিশের কলকাতায় অনেক কায রয়েছে, পাঁচ সাত দিনের মধ্যেই তাকে কল্‌কাতায় যেতে হবে। ফিরবে হয় ত বিয়ের দু তিন দিন থাকতে। তখন আশীর্ব্বাদ-টাশীর্ব্বাদ করতে হ'লে বড়ই তাড়াতাড়ি হবে, ওগুলো তার চেয়ে এই বেলা সেরে ফেল্লেই ভাল।"

আগামী কল্য বেলা পড়িলে পিসীমা পটলিদের বাড়ীতে যাইবেন স্থির হইল। গিরিশ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা পিসীমা, আশীর্ব্বাদ হয়ে গেলে একরকম পাকাপাকি হ'ল ত?"

পিসীমা বলিলেন,—"একেবারে পাকা বলা যায় না। তবে হ্যাঁ, কতকটা পাকা বৈ কি। গায়ে-হলুদ হয়ে গেলে যেমন বিয়ে হতেই হবে, নইলে মেয়ে দো-পড়া হয়ে যাবে, তেমনতর নয়।"

"আশীর্ব্বাদ হয়েও বিয়ে ভেঙ্গে যায়?"

"যায় বৈ কি। সে বছর আমার শ্বশুরবাড়ীর দেশে—"

গিরিশ বাধা দিয়া বলিলেন—"আশীর্ব্বাদের পর কোনও পক্ষ যদি বিয়ে ভেঙ্গে দেয়, তা হ'লে তার একটা নিন্দে আছে ত?"

"তা আর নেই? নিন্দে আছে বৈ কি। তবে, মেয়ের জাত যায় না, এই পর্য্যন্ত।"

পিসীমা যথা-পরামর্শ পরদিন অপরাহ্ণকালে, তসর পরিয়া নামাবলী গায়ে দিয়া জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে উপনীত হইলেন। সকল কথা শুনিয়া জগদীশের স্ত্রী স্পষ্ট কিছুই বলিলেন না। কেবল বলিলেন, কর্ত্তা বাড়ী আসুন, তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিয়া যেরূপ হয়, কল্য সংবাদ পাঠাইবেন।

বাড়ী আসিয়া পিসীমা ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট গিয়া

বলিলেন—"কি জানি বাবা, ওদের ভাবভঙ্গি কিছু বুঝতে পারলাম না।"

গিরিশ উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন?"

"কেমন যেন আড়ো-আড়ো ছাড়ো-ছাড়ো ভাব। একটা আঁঠা নেই। আচ্ছা—দেখি—হচ্ছে হবে—এই ভাবের সব কথা।"—বলিয়া পিসীমা, উহাদের বাড়ীতে যাহা কিছু কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, সমস্তই বিবৃত করিলেন।

শুনিয়া গিরিশ বলিলেন,—"দেখ্‌লে পিসীমা—বলেছিলাম কি না। লোকে ভাঙচি দিচ্ছে। তা, ভাল পাত্র পান, দিন না ওঁরা মেয়ের বিয়ে অন্য যায়গায়।"—মনে মনে গিরিশ স্থির করিলেন, যে দিন ওরূপ কোনও কথা তাঁহার কর্ণগোচর হইবে, তৎপরদিনই হুগলির আদালতে নালিশ দায়ের করিয়া জগদীশের ঐ বাড়ী ক্রোক করাইবেন।

পিসীমা গিরিশের মনের ভাব বুঝিয়া, তাঁহাকে সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন,—"দিলে দিলে, না দিলে না দিলে। কিসের খোসামোদ? ওঃ—মেয়ে আর দুনিয়ায় নেই কি না! ওরা রাজি না হয়, স্পষ্ট বলুক—মেয়ের ভাবনা কি? এই জ্যৈষ্টিমাসেই ওর চেয়ে ভাল মেয়ে দেখে তোমার বিয়ে দেবো। এদ্দিন তুমি বিয়ে করতে চাওনি, তাই। কত মেয়ে—ওর চেয়ে ভাল মেয়ে—গড়াগড়ি যাচ্ছে।"

"দেখা যাক, ওরা কি খবর পাঠায়"—বলিয়া গিরিশ বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ও দিকে জগদীশের বাড়ীতে, কর্ত্তা ও গৃহিণী বড়ই দুশ্চিন্তান্বিত অবস্থায় বসিয়াছিলেন। গৃহিণী বলিলেন,—"তাই ত, করাই বা যায় কি? ওদের যে রকম আকিঞ্চন, টালমাটাল করলে হয় ত চটেই যাবে। হরিপদ যদি কিছু করতে না পারে, তখন কি এ-কূল ও-কূল দুই যাবে?"

কর্ত্তা বলিলেন—"তাই ত! বিষম সমস্যায় পড়া গেল যে!"—বলিয়া তিনি শেষ-প্রাপ্ত হরিপদর চিঠিখানি বাহির করিয়া, চশমা চোখে দিয়া প্রদীপের আলোতে আবার পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

অর্দ্ধেক রাত্রি অবধি পরামর্শ করিয়া অবশেষে ইহাই স্থির হইল, আশীর্ব্বাদ এখন হউক, পরে ও দিকে যদি সুবিধা হয়, তখন এ সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া দিলেই হইবে। লোকে নিন্দা করিবে—কিন্তু উপায় কি?

সুতরাং জগদীশ পরদিন বেলা দশটার সময় ডাকঘর হইয়া (হরিপদর কোনও পত্র আসে নাই) গিরিশের বাড়ী গিয়া তাঁহার পিসীমাকে বলিয়া আসিলেন, আগামী কল্য বেলা চারিটা অবধি বারবেলা আছে, বারবেলা গতে গোধূলি লগ্নে আসিয়া 'বাবাজী'কে আশীর্ব্বাদ করিতে ইচ্ছা করেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে পিসীমাতার অমত হইল না।

গিরিশ শুনিয়া, ময়রাবাড়ীতে সন্দেশের ফরমাইস দিতে লোক ছুটাইলেন। কল্য বৈকালে আসিয়া মিষ্টমুখ করিবার জন্য কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবকেও নিমন্ত্রণ পাঠাইলেন।

———

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

আশীর্ব্বাদ।

বেলা চারিটা বাজিয়াছে। গিরিশবাবুর বৈঠকখানায় আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়, সতীশ দত্ত, মাধব চক্রবর্ত্তী এবং পাড়ার নিত্যানন্দ রায়, দুর্গাদাস অধিকারী প্রভৃতি কয়েকজন ভদ্রলোক সমবেত হইয়াছেন। এই বৈঠকখানা-ঘরটি আজ সারাদিন ঝাড়পোঁচ হইয়াছে। মেঝের উপরকার সেই মলিন মসী-চিহ্নিত পুরাতন জাজিমখানি অন্তর্হিত, পীতবর্ণের জমির উপর খদিরবর্ণের বুটিছাপা অন্য একখানি তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। ধোলাইকরা ওয়াড়-দেওয়া কয়েকটি মোটা মোটা তাকিয়া এখানে সেখানে পড়িয়া আছে। দুইটা বাঁধা হুঁকায় অনবরত তামাক চলিতেছে। গিরিশ আজ বেশ ফিটফাট—তাঁহার পরিধানে একখানি ধোপদস্ত নরুণপেড়ে ধুতি, গায়ে ইস্ত্রীকরা একটি হাতকাটা পিরাণ। দাড়ী কামাইয়াছেন; মস্তকে কেশগুলি (যাহা অবশিষ্ট আছে)—সুবিন্যস্ত। অন্য সকল অভ্যাগতগণও একটু সাজিয়া আসিয়াছেন। সকলেরই মুখ প্রফুল্ল, হাস্যরঞ্জিত—সতীশ দত্ত ত আজ কথায় কথায় উদ্ভট শ্লোক আওড়াইতেছে। হাস্য ও গল্প-গুজবে বৈঠকখানা-ঘরটি যেন জম্‌জম্ করিতেছে... পিত চক্রবর্ত্তী যেন একটু ম্রিয়মাণ, ক... প্র... সর্দ্দিটা কিছু বাড়িয়া উঠিয়াছে। ... মনে থ

নিত্যানন্দ বলিল,—"গিরিশ

আমাকে আগে যদি বল্‌তেন, আমি এর চেয়ে ঢের ভাল সম্বন্ধ জুটিয়ে দিতে পারতাম।"

চক্রবর্ত্তী বলিল—"কেনো? এটাই বা বল্‌দো কি?"

নিত্যানন্দ বলিল—"মন্দ বল্‌ছিনে। তবে বড্ড গরীব, এক পয়সা পাওনা নেই। শুন্‌লাম, উল্টে গিরিশ ভায়ারই অনেক টাকা খরচ।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—"মেয়েটি ভাল। দেখতেও সুন্দরী—তার বড় লক্ষ্মী। গিরিশের টাকা খরচ সার্থক হবে।"

সতীশ দত্ত রূপার রেকাবী হইতে একটা পাণ তুলিয়া লইয়া বলিল—

"ক্রতৌ বিবাহে ব্যসনে রিপুক্ষয়ে
যশস্করে কর্ম্মণি মিত্রসংগ্রহে।
প্রিয়াসু নারীষ্বধনেষু বন্ধুষু
ধনব্যয়স্তেষু ন গণ্যতে বুধৈঃ॥"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"এর প্রায় সকলগুলিই মিলে যাচ্ছে। ক্রতৌ কিনা যজ্ঞে—কত বড় একটা যগ্যি হবে, তা ভাবুন। এত বড় যগ্যি—এটা যে যশস্কর কর্ম্ম, তাতে সন্দেহ কি? তার পর, মিত্রসংগ্রহে—এই বিবাহটির সূচনাতেই আমরা এতগুলি মিত্র এসে আজ যুটেছি ত—আরও কত যুটবে। অধনেষু বন্ধুষু—আমরা এই সব গরীব বন্ধু, বিবাহের সাত দিন আগে থাক্‌তে আর সাত দিন পর পর্য্যন্ত বাড়ীতে আর হাঁড়ী চড়াচ্ছিনে বাবা।"—বলিয়া তিনি এক টিপ নস্য লইলেন। সকলে হাসিতে লাগিল।

মাধব চক্রবর্ত্তী সর্দ্দির প্রভাবে ভাল করিয়া হাসিতে না পারিয়া বলিল,—"দিন্ ত একটু নস্যি। নস্য নিলে র্দ্দি কবে।"

সতীশ বলিল,—"সবগুলোই ব্যাখ্যা করলেন। প্রিয়াসু নারীষু—ওটা ব্যাখ্যা করলেন না ভট্‌চায শাই?"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—"গিরিশ আমায় দাদা বলে য। তোমরা ব্যাখ্যা করতে পার।"

সতীশ বলিল,—"রিপুক্ষয়টাও মিলে যাচ্ছে। াম করতে চাইনে, এই গ্রামে এমন দু চার জন লোক াছেন, যাঁরা গিরিশদাদার বিয়ে হবে শুনে বুক ফটে মরছেন।"

দুর্গাদাস অধিকারী বলিল,—"আছে বৈ কি। সে দিন যাচ্ছি ভট্‌চাযি্য পাড়া দিয়ে, পথে যাদব ভট্‌চাযি্যর সঙ্গে দেখা। আমাকে বল্লে, ওহে শুনেছো, পটলি নাকি গিরিশ মুখুয্যেকে বিয়ে করবে ব'লে কোট্ ক'রে বসেছে?—আমি বল্লাম, হ্যাঁ, বিয়ে স্থির হয়েছে, তা শুনেছি, কোট্ ক'রে বসবার কথা-টথা শুনিনি। সে বল্লে, হাঁ—গ্রামে খুব রাষ্ট্র। ঘোর কলিকাল হয়ে দাঁড়াল।"

সতীশ দত্ত বলিল,—"আমাকেও বলেছিল যাদু ভট্‌চাযি্য। কা'ল—না, পশু—না কা'ল। আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল, বলি হ্যাঁ হে—ঐ বুড়োকে বিয়ে করবার জন্যে পটলি ক্ষেপলো কেন, কিছু বলতে পার? বুড়োকেই অত ওর মিষ্টি লাগল কেন?"

ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি উত্তর দিলে?"

সতীশ বলিল—"আমার যা রোগ—একটা উদ্ভট শ্লোক ব'লে তার উত্তর দিলাম। বল্‌লাম—কাকে কার মিষ্টি লাগে, তা কি বলা যায় যাদু? জানই ত—

দধি মধুরং মধু মধুরং
দ্রাক্ষা মধুরা সুধাপি মধুরৈব।
তস্য তদেব হি মধুরং
যস্য মনো যত্র সংলগ্নম্।"

মাধব চক্রবর্ত্তী বলিল—"অর্থাৎ?"

সতীশ বলিল,—"অর্থাৎ—

দধি মিষ্ট, মধু মিষ্ট,
আঙুর মিষ্ট, সুধাও মিষ্ট বটে।
তার কাছেতে সেই মিষ্ট,
মনখানি তার বাঁধা যার নিকটে।"

—বলিয়া সতীশ মুহূর্ত্তের জন্য গিরিশের প্রতি স্মিত-কটাক্ষপাত করিল।

চক্রবর্ত্তী বলিল,—"বাহবা বাহবা—এ অনুবাদটি কি তুমি নিজে করেছ নাকি সতীশ?"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—"নিজে করেছে বৈ কি! পূর্ব্বে ওর দিব্য রচনাশক্তি ছিল। কত কবিতা আমায় শোনাত।"

নিত্যানন্দ বলিল,—"বটে, তা ত জানতাম না। এখনও আপনি কবিতা লেখেন না কি?"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—"এখন বহুকাল ছেড়ে ছুড়ে দিয়েছে।"

গিরিশ বলিলেন,—"কেন সতীশ, ছাড়লে কেন?"

সতীশ নিজ উদরে হস্তার্পণ করিয়া বলিল,—"আর দাদা, পেটের চিন্তা করব না কবিতা লিখব ? এখানে আগুন জ্বলতে থাকলে কি আর কবিতা বেরোয় ?

অন্তঃপ্রতপ্তমরুসৈকতদহ্যমান-
মূলস্য চম্পকতরোঃ ক বিকাশচিন্তা।
প্রায়ো ভবত্যনুচিতস্থিতিদেশভাজাং
শ্রেয়ঃ স্বজীবপরিপালনমাত্রমেব ॥

—আগুনের মত মরুভূমির মধ্যে যে চাঁপা গাছটির শিকড় পোঁতা রয়েছে, নিজের প্রাণটা বাঁচিয়ে রাখতেই সে ব্যতিব্যস্ত, ফুল ফোটাবে কখন্ বলুন ?"

গিরিশ মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"যদি শাস্ত্রের কথা ফলে যায়, এবার আমার ছেলে হলে, কিছু বেশী বেতন দিয়ে সতীশকে তার প্রাইভেট মাষ্টার নিযুক্ত করবো।' ছাপোষা মানুষ, অল্প আয়, আহা, বেচারির বড় কষ্ট।"

সতীশ দন্ত মুখ তুলিয়া, নাসিকায় ঘ্রাণ লইবার মৃদু শব্দ করিয়া বলিল,—"লুচী ভাজার খাসা গন্ধ বেরিয়েছে। চক্রবর্ত্তী মশায়, বুঝতে পারছেন ?"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"না। নাক যে বন্দো।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন,—"বেলা যে প'ড়ে এল, জগদীশ কৈ ? এত দেরী করছে কেন ?"

সতীশ সুর করিয়া বলিল—"এস বাবা জগদীশ, আশীর্ব্বাদটা সেরে নাও, ফলারে বসি। ইস্কুলে সারাদিন ছেলে ঠেঙ্গিয়ে ক্ষিধেয় পেট যে চোঁ চোঁ করছে !

হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
গাব্যালুচীসৌরভমুগ্ধচিত্তং
বুভুক্ষিতং মাং জগদীশ রক্ষ ॥

—জগদীশ, প্রাণে মের না বাবা !"

এ কথায় চক্রবর্ত্তী মহাশয়ই সর্ব্বাপেক্ষা আমোদ বোধ করিয়া হো হো শব্দে হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন,—"তুমি যে অবাক্ করলে সতীশ !—জগদীশের নামেও শ্লোক বলে ফেল্লে ?—আচ্ছা, আবার নাবে একটা শ্লোক বল দিকিন। তা যদি পার, তবেই বুঝি তোবার পাণ্ডিত্য।"

সতীশ ক্ষণকালমাত্র চিন্তা করিয়া বলিল,—"বলব ? শুনবেন ? আচ্ছা, তবে শুনুন—

আপাততঃ খলু মহাশয়চক্রবর্ত্তী
বিস্তারয়ত্যকৃতপূর্ব্বমুদারভারম্।
কালাগুরুদহনমধ্যগতঃ সমন্তাৎ
লোকোত্তরং পরিমলং প্রকটীকরোতি ॥"

চক্রবর্ত্তী বলিলেন,—"অ্যা—অ্যা ? বলতে না বলতেই ? বুকে বুকে রচনা করে দিলে নাকি হে ?"

ভট্টাচার্য্য হাসিয়া বলিলেন,—"না, ও পুরাণো শ্লোক।"

এমন সময় দেখা গেল, জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ও আর তিন জন ভদ্রলোক আসিতেছেন। ইহারা প্রবেশ করিতেই সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া অভ্যর্থনা করিলেন। আগন্তুকগণ ধূমপান করিলে পর, জগদীশ যথাশাস্ত্র আশীর্ব্বাদক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

পরদিন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বরপক্ষ হইতে গিয়া কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া আসিলেন। গিরিশবাবু ভাবিতে লাগিলেন,—"এত দিনে কতকটা পাকা হল।"

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

আশা ও নিরাশা।

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পূর্ব্বে, কুড়ি একুশ বৎসরবয়স্ক একটি যুবক বউবাজারের দিক হইতে পদব্রজে ধীরে ধীরে গোলদীঘির ফটকের নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। চরিদিকে চাহিয়া কাহাকে যেন অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাহার পর হ্যারিসন রোডের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল।

এই যুবকের নাম রাজকুমার চট্টোপাধ্যায়। গায়ে শাদা জিনের একটি কোট, তাহার পাঁচটি বোতামের তিনটি আছে, দুইটি নাই। যে তিনটি আছে, তাহার দুইটি একরকমের, তৃতীয়টি আর এক রকমের। আস্তিন উঠিয়া পড়িয়া হাতের কব্জার অনেকখানি অংশ দেখা যাইতেছে, একটা পকেটের একধারের শেলাই খানিকটা খুলিয়া গিয়াছে। একটি পাকান চাদর তাহার গলায় ঝুলিতেছে—কিন্তু পাকান থাকা সত্বেও দুই এক স্থানে ছেঁড়া দেখা যাইতেছে। একজোড়া বাদামী রঙের জুতা তাহার পায়ে রহিয়াছে—তাহারও দুই স্থানে তালি দেওয়া।

রাজকুমার বড় গরীব। সংসারে কেবল তাহার

এক বিধবা মাতা ছিলেন, প্রায় এক বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ভাই নাই, বোন নাই, খুড়া নাই, জ্যেঠা নাই, মামা নাই, পিসা নই—তাহার আর কেহই নাই। তাহার মত একা, কোথাও কোনও আত্মীয়-স্বজন নাই—এরূপ বাঙ্গালী প্রায় দেখা যায় না। আত্মীয় নাই, গৃহও নাই। দেশে তাহার পৈতৃক বাড়ীখানি, যেখানে তাহার মার মৃত্যু হইয়াছিল, এখন পরহস্তগত। সামান্য কয়েক বিঘা জমি ছিল, তাহাও পরহস্তগত। মা'র মৃত্যুর পর একজন প্রতিবেশী বাড়ীখানি জমিগুলি দখল করিয়া লইয়াছেন। তিনি বলেন, রাজকুমারের মা না কি তাঁহার নিকট ২০০৲ ধার লইয়া বাড়ী ও জমিজমা তাঁহার নিকট বন্ধক দিয়াছিলেন—সুদে আসলে তাহা এখন ৫০০৲ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। গ্রামের লোকের পরামর্শে রাজকুমার তাঁহার নিকট গিয়া বন্ধকী দলিলাদি দেখিতে চাহিয়াছিল। ভদ্রলোকটি বলিল—"বাপু হে, আমার কথা যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, তবে দলিল দেখ্‌লেই কি বিশ্বাস হবে? তুমি তখন যদি ব'লে বস, দলিল জাল? আমার কথায় বিশ্বাস না হয়, নালিশ কর গে—দলিল দেখাতে হয়, আদালতে দেখাব।"

রাজকুমার কিয়ৎক্ষণ সেখানে দাঁড়াইয়া, গোলদীঘির ফটক দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিমূর্ত্তি হইতে অনতিদূরে একটি বেঞ্চিতে বসিয়া ফটকটির দিকে চাহিয়া রহিল।

রাজকুমারকে বড় শ্রান্ত দেখাইতেছিল। সারাদিন আপিস করিয়া এখন সে বাসায় ফিরিতেছে। সেই কোন্ সকালে মেসের বাসায় তাড়াতাড়ি চারিটি খাইয়া বাহির হইয়াছে, তাহার পর সারাদিন আপিসে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি—দুই তিন গ্লাস কলের জল ভিন্ন আর কিছুই তাহার উদরস্থ হয় নাই। তাই মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে।

রাজকুমার চাকরিতে প্রবেশ করিয়াছে এই কয়েক মাস মাত্র। যত দিন তাহার মাতা জীবিতা ছিলেন, তত দিন ছেলেকে মাসে মাসে তিনি কিছু কিছু করিয়া টাকা পাঠাইতেন, রাজকুমার কলেজে পড়িত। তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত কিছু ছিল হয় ত—জমিতে যাহা ধান হইত, তাহাও সমস্ত তাঁহার প্রয়োজন হইত না—একটা পেট বৈ ত নয়—ধান বেচিয়া ও টাকা পাঠাইতেন। হয় ত ঋণও কিছু করিয়াছিলেন। তাঁহার টাকায় রাজকুমারের পড়ার সমস্ত ব্যয় অবশ্য নির্ব্বাহ হইত না—ছেলে পড়াইয়া বাকী টাকা তাহাকে উপার্জ্জন করিতে হইত। এফ্‌-এ পরীক্ষার পর তাহার মাতৃবিয়োগ হইল। তাহার পর কিছু দিন সে ত শোকেই অবসন্ন হইয়া রহিল। পরে দেখিল, লেখাপড়া করিতে হইলে ব্যয় নির্ব্বাহের জন্ত ছেলে পড়াইতে হয়। ছেলে পড়াইতে হইলে নিজের পড়ার সময় আর পাওয়া যায় না।—আর কাহার জন্তই বা এখন পড়িব? তখন পড়িত, একদিন মার দুঃখ ঘুচাইবে বলিয়া। সেই মা-ই যখন চলিয়া গেলেন, তখন কাহার জন্ত আর উদ্যম? —জ্ঞানোপার্জ্জন? তজ্জন্য কলেজে যাইবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই। একটা যেমন তেমন কেরাণীগিরি করিলেই তাহার উদরান্নের সংস্থান হইয়া যাইবে। নিজের জ্ঞানার্জ্জনের নিমিত্ত যে পড়াশুনা, প্রভাতে ও রাত্রিকালে বরং নিশ্চিন্ত মনেই সে তাহা করিতে পারিবে। তাই সে আপিসে ঢুকিয়াছে। মাত্র কুড়িটি টাকা বেতন পায়। আপিস ভাল—ভবিষ্যতে যথেষ্ট উন্নতির আশা আছে। মেসের খরচ দিয়া যাহা কিছু থাকে, তাহা হইতে প্রতিমাসেই কিছু কিছু পুস্তক কেনে,—সুতরাং কাপড়, জামা প্রভৃতি কেনার টাকা বড় যুটিয়া ওঠে না।

সন্ধ্যা হইতে আর বড় বিলম্ব নাই। বিস্তর ছাত্র গোলদীঘির তীরে বায়ুসেবন করিতে আসিয়াছে। তাহারা উচ্চহাস্যে, কলরবে, তর্ক-বিতর্কে সে স্থান সরগরম করিয়া তুলিয়াছে। রাজকুমার যাহাকে অন্বেষণ করিতেছে—সে ত কৈ এখনও আসিল না!

গুডফ্রাইডের ছুটীর সময় ত্রিবেণী হইতে হঠাৎ কলিকাতায় ফিরিয়া, হরিপদ নিজ অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবকে সকল কথা খুলিয়া বলিল—রাজকুমারকেও বলিল, কারণ, রাজকুমারের সহিত কয়েক বৎসর হইতেই তাহার সম্প্রীতি। রাজকুমার দুই তিনবার হরিপদ'র সহিত ত্রিবেণীতে তাহদের বাড়ীতে গিয়াছিল—ছয় মাস পূর্ব্বেও প্রভাবতীকে সে দেখিয়াছে। প্রভাবতীর এইরূপ আসন্ন বিপদের কথা তাহার ভ্রাতার নিকট শুনিয়া রাজকুমারের মনটিও সমবেদনায় আতুর হইয়া উঠিয়াছিল। রাজকুমার হরিপদদের পাল্‌টী ঘর—তাহার সহিত প্রভাবতীর বিবাহ অনায়াসেই হইতে পারে, কিন্তু তাহার দারিদ্র্য নিবন্ধন হরিপদ সে প্রস্তাব তাহার কাছে করে নাই। হরিপদ অপরাপর বন্ধুকেও যেমন বলিয়াছিল, সেইরূপ রাজকুমারকেও একটি সুবিধামত পাত্র খুঁজিয়া দিতেই অনুরোধ করিয়াছিল।

যে দিন হরিপদ পাত্র খুঁজিতে বলিল, রাজকুমার সেই দিন সন্ধ্যাবেলাই বাসায় গিয়া তাহার ছিন্ন মাদুরের উপর উবু হইয়া শুইয়া ভাবিতে ভাবিতে পাত্রের সন্ধান পাইল। জাগিয়া জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতে লাগিল, যেন প্রভাবতীর সহিত তাহার বিবাহ হইয়াছে—সে আর সহায়হীন আত্মীয়বর্জ্জিত লক্ষ্মীছাড়া নহে। মধ্যে সে পীড়িত হইয়া পড়ে—চারি পাঁচ দিন আপিস যাইতে পারে নাই। রোগশয্যায় পড়িয়া ছটফট্ করিতে করিতে সে স্বপ্ন দেখিত, যেন প্রভাবতী তাহার কাছে বসিয়া আছে, তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছে। পীড়ার সংবাদ পাইয়া হরিপদ তাহাকে দেখিতে আসিল—প্রভাবতী সম্বন্ধে মনে মনে রাজকুমার যে সুখ-কল্পনা করিয়াছিল—হরিপদ বাস্তবেই তাহা করিল—কাছে বসিয়া তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিল, তৃষ্ণার সময় তাহার মুখে জল তুলিয়া ধরিল, স্নেহভরে কত আশা-ভরসার কথা বলিয়া তাহার সান্ত্বনা-বিধান করিল। উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতায় রাজকুমার যখন যখন "ভাই" বলিয়া হরিপদ'র হাতটি স্পর্শ করিতে লাগিল—সেই "ভাই" কথাটির মধ্যে যে কতখানি আকাঙ্ক্ষা ও মিনতি লুক্কায়িত ছিল, হরিপদ তাহা জানিতেও পারে নাই।

বিগত কয়েক দিন দুই তিনবার হরিপদ'র সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছে—প্রভাবতীর জন্য পাত্রের কথাও দুইজনে আলোচনা করিয়াছে। হরিপদ কোথাও সুবিধা করিতে পারে নাই—আশাও বড় নাই। সে দিন সে স্পষ্ট করিয়া বলে নাই—কিন্তু কথার ভাবে রাজকুমারের মনে হইয়াছে, হরিপদ এখন তাহাকেই যেন নিজ ভগিনীর জন্য কামনা করে। অন্তও আপিস যাইবার সময় বউবাজারের মোড়ে হরিপদ'র সহিত দেখা হইয়াছিল, হরিপদ বলিয়াছিল, বিশেষ কথা আছে, আজ সন্ধ্যার সময় কোথায় দেখা হইতে পারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল। রাজকুমার, হরিপদ'র বাসায় যাইতে চাহিয়াছিল; কিন্তু হরিপদ বলে—কথাটা গোপন, অনেকক্ষণ লাগিবে—বাসায় পাঁচজনের মধ্যে সুবিধা হইবে না, আজ বিকালে গোলদীঘির ধারে দেখা হইলেই ভাল হয়। রাজকুমার বলিয়াছিল—"আচ্ছা বেশ, আপিসের ফেরৎ ছটায় সময় আজ আমি গোলদীঘিতে আস্‌ব—তুমিও সেই সময় এস।"—বিদ্যাসাগর-প্রতিমূর্ত্তির নিকট উভয়ের সাক্ষাতের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল—তাই রাজকুমার এখানে আসিয়া বসিয়া আছে।

কিন্তু হরিপদ এখনও ত কৈ আসিল না। বউবাজারে যখন কথা হইয়াছিল, তখন রাজকুমার মনে করিয়াছিল, বোধ হয়, ভগিনীর বিবাহের কথাই হরিপদ বলিবে এবং তাহাকেই বিবাহ করিতে অনুরোধ করিবে। হরিপদর বিলম্ব দেখিয়া রাজকুমারের মনে মনে আশঙ্কা হইতে লাগিল, তবে কি হরিপদ আজ দিনের মধ্যে অন্য কোনও পাত্র হাতে পাইয়াছে—তাই আমায় পরিত্যাগ করিল?

কিন্তু ইহা মনে ভাবিতেও রাজকুমারের ক্লেশ হইল। কয়দিন গোপনে মনে মনে যে আশাটি সে পোষণ করিয়াছিল, তাহা কি বিফল হইবে?

মনকে সে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল—আমি ত সে মেয়েটির মঙ্গলের জন্যই তাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, যদি আমার সাহায্য ব্যতিরেকেও তাহরে সে মঙ্গল হয়, তাহাতে আমার ক্ষতি কি?—মন কিন্তু সে কথা শুনিতে চাহিল না—সে যেন কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল, হাঁ, ক্ষতি আছে বৈ কি! জীবনটা যে বিস্বাদ হইয়া যাইবে।

এই প্রকারে আশা ও নিরাশার দোলায় কখনও তাহার মনটি উচ্চে উঠিতেছে, কখনও নিম্নে নামিয়া যাইতেছে। এমন সময় চারিদিকে সরকারী আলোকগুলি জ্বলিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে হরিপদও আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল,—"আমার ভাই বড় দেরী হয়ে গেল, তুমি কতক্ষণ এসেছ?"

"ঘণ্টাখানেক হবে।"

"বাসায় যাওনি?"

"না—আপিস থেকে সোজা এসেছি। সেই রকমই ত কথা ছিল।"

"তোমাকে ভারী কষ্ট দিলাম ভাই। তোমার বোধ হয় খুব ক্ষিধে পেয়েছে?"

রাজকুমার হাসিয়া বলিল,—"আমি কি ছেলেমানুষ?"

হরিপদ বলিল,—"তুমি আপিসে কখনও কিছু খাওনা জানি। বাসায় গিয়ে বিকেলে খাও। তাই জিজ্ঞাসা করছিলাম। চল, বরং একটা চায়ের দোকানে গিয়ে দুজনে কিছু খেয়ে আসি।"

"আবার ও সব কেন?"

"তোমার সঙ্গে আমার যে কথা আছে, তা ত

পাঁচ মিনিটে শেষ হবে না। দেরী হবে—হয় ত রাত্রি নটা বাজবে। ততক্ষণ তুমি কিছু না খেয়ে থাকলে নিশ্চয়ই তোমার কষ্ট হবে। চল—আমার পকেটে একটা সিকি আছে।"

রাজকুমার আপত্তি করিতে লাগিল, কিন্তু হরিপদ শুনিল না, তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল।

পথে যাইতে যাইতে রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিল,—"কি কথাটা বল ত।"

"সে অনেক কথা ভাই।"

"একটু আভাস দাও।"

"আমার বোনের বিয়ের কথা।"

"কিছু সুবিধে কোথাও করতে পারলে?"

"না।"

রাজকুমার আর কিছু বলিল না। নীরবে হরিপদ'র সহিত একটা চায়ের দোকানে গিয়া উঠিল। সেখানে এক এক পেয়ালা চা এবং কিছু কেক্, বিস্কুট প্রভৃতি খাইয়া, উভয়ে আবার গোলদীঘির ধারে প্রবেশ করিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

আশা ফলবতী।

তখন রাত্রি প্রায় আটটা—ছাত্রের দলের ভীড় অনেক কমিয়া গিয়াছে। উভয়ে একটা বেঞ্চির অনুসন্ধান করিয়া, কোথাও না পাইয়া, অবশেষে একস্থানে একটু নিরিবিল পাইয়া ঘাসের উপর বসিল।

হরিপদ বলিল,—"প্রভাকে তুমি দেখেছ ত?"

"দেখেছি।"

"কেমন মনে কর?"

রাজকুমার একটু হাসিয়া বলিল,—"ভালই।"

হরিপদ কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—"তুমিই কেন তাকে বিয়ে কর না ভাই!"

রাজকুমার বলিল,—"আমি? আমি কি তার যোগ্য পাত্র?"

"কিসে নও?"

"আমার মা নেই, বাপ নেই, ঘর নেই, বাড়ী নেই. মাসে কুড়িটি টাকা মাইনে পাই—নিজের পেটে খেতেই কুলায় না। আমি বিয়ে করলে তোমার বোনের কি সুখ হবে?"

হরিপদ বলিল,—"রাজপুত্তুর একটা পাই-ই বা কোথা?"

রাজকুমার বলিল,—"আর দিন কতক খুঁজে দেখ না—পাওই যদি।"

এ উত্তর শুনিয়া হরিপদ একটু বিস্মিত হইয়া রাজকুমারের মুখের দিকে চাহিল। অভিমান নাকি? তাহা যদি হয়, তবে ত কার্য্য হাঁসিল।—বলিল, "ভাই, ও সব কথা ছেড়ে দাও। আমাদের মতন অবস্থার লোক কি আর আশা করতে পারে? বাজার কেমন দেখছ ত। কাণা, খোঁড়া, মাতাল, বখাট না হয়, কিছু লেখাপড়া জানে—এমন একটি পাত্র পেলেই পরম সৌভাগ্য। তুমি বলছ, তোমার সঙ্গে বিয়ে হয়ে প্রভার কি সুখ হবে? আমার উত্তর, সোনা-দানা, অট্টালিকা, চাকর-দাসীর সুখ না হোক্, আর সব সুখই ত হবে। আমাদের গ্রামের সেই গিরিশ মুখুয্যে বুড়ো—তার ছেলেরাই ত আমাদের বয়সী—তার সঙ্গে বিয়ে হ'লে প্রভার কি সুখ হবে বল ত? টাকা-কড়ি গয়না-গাঁটি যথেষ্টই হবে, কিন্তু তাই কি স্ত্রীলোকের একমাত্র সুখ? স্বামীর সঙ্গে যদি মনের মিল না হয়—"

রাজকুমার বলিল,—"সে ত ঠিক কথা। কিন্তু ঘরে যদি অন্ন না থাকে, তবে মনের মিলে কি পেট ভরবে?"

হরিপদ বলিল,—"ঘরে তোমার আজই অন্ন নেই, কিন্তু চিরদিনই কি এ অবস্থা থাকবে?"

"ভবিষ্যতে কি হবে, কে বল্‌তে পারে?—এর চেয়ে অবস্থার উন্নতিও যেমন হ'তে পারে, তেমনই অবনতিও ত হতে পারে!"

"তা ঠিক কথা? কিন্তু একটা সম্ভব অসম্ভব ত দেখতে হবে। তুমি লেখাপড়া শিখেছ—এফ্-এ পাস করেছ—তোমার দাম অবিশ্যি মাসিক ২০৲ নয়। ভবিষ্যতে উন্নতির আশা আছে, ভাল আপিস. তাই তোমায় ২০৲ টাকায় ঢুকতে হয়েছে। নইলে যদি তুমি মাষ্টারি কর, আর দুই একটি ছেলে পড়াও, তা হ'লে অনায়াসেই ত ওর তিন চার গুণ রোজগার করতে পার। তুমি যে রকম সচ্চরিত্র, বুদ্ধিমান্, পরিশ্রমী,—তোমার উন্নতি হবেই হবে। এ রকম অবস্থা কত দিন আর থাকবে?"

রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিল,—"আমার সম্বন্ধে এ উচ্চ ধারণা কত দিন থেকে হয়েছে তোমার?"

হরিপদ আবার বন্ধুর মুখপানে কৌতূহলদৃষ্টিতে চাহিল। বলিল,—"ভাই, প্রথম তোমায় এ অনুরোধ করিনি, তাই কি রাগ করেছ?"

রাজকুমার বলিল—"রাগ করব কেন? রাগ আবার কিসের?"

"তোমায় প্রথম যে বলিনি, তার কারণ কি, তা শোন। আমরা এ বিয়েতে একটি পয়সা দিতে পারব না। তুমি লেখাপড়া শিখেছ—চাকরি করছ—ক্রমে উন্নতিও হবে। তখন তুমি বিয়ে করলে আমার বোনের চেয়ে ঢের ভাল মেয়ে পাবে। রূপে গুণে বলছি নে—কারণ, রূপে গুণে আমার বোন বড় ফেলা যায় না। সহায়-সম্পদ—এই সকল বিষয়ে বলছি। আমার বোনকে যে বিয়ে করবে, তাকে অনেকটা ত্যাগস্বীকার করতে হবে। যদি অপরের উপর দিয়ে যায়, তবে তোমায় আর কেন ক্ষতি করি?—এই ভেবেই প্রথমে তোমায় বলিনি।"

খাঁটি সত্য কথাটি হরিপদ কিন্তু বলিল না। অন্য বিষয় এবং অন্য কেহ হইলে, রাজকুমার এ জাতীয় কৈফিয়ৎ বিশ্বাস করিত কি না সন্দেহ। কিন্তু প্রাণের টান যাহার প্রতি, তাহার কথা মানুষ সহজেই বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাস করিলেই সুখ পায়। সুতরাং রাজকুমার হরিপদ'র কৈফিয়ৎটি নির্ব্বিচারে বিশ্বাস করিল।

হরিপদ বলিল—"ভাই, তোমার সঙ্গে আমার অনেক দিনের বন্ধুত্ব—আমার অনেক দায়ে বিপদেই তুমি আমার সহায় হয়েছ। এ দায়টি থেকেও তুমি আমায় উদ্ধার কর ভাই। আমার বাবা মা যে সেই বুড়োর সঙ্গে প্রভার বিয়েতে সম্মত হয়েছেন—সে নিতান্ত নাচার হয়ে; সকল কথাই ত শুনেছ। এবার বাড়ী গিয়ে দেখি, সে বিয়ের নামেই প্রভা ভেবে ভেবে মনের দুঃখে আধখানি হয়ে গেছে, বিয়ে হ'লে কি আর সে বাঁচবে? দুটো নয় পাঁচটা নয়—আমার ঐ একটিই বোন। সে যদি চিরজীবনের তরে অসুখী হ'ল, তা হ'লে আমি বৃথা তার ভাই হয়ে জন্মেছি। তুমি অমত কোরো না ভাই"—বলিয়া হরিপদ রাজকুমারের হস্ত দুইটি ধারণ করিল।

রাজকুমারের যেন কান্না আসিতে লাগিল -কেন যে কান্না আসিতে লাগিল, সে কথা কিন্তু বলা শক্ত।

রাজকুমার স্বীকার হইল। বলিল,—"অবশ্য, তুমি যদি ভাল বোঝ, তোমার মা-বাপের যদি মত হয়—আমায় যা বলবে, তাই করব।"

তাহার পর দুই বন্ধুতে মিলিয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ চলিল। সুদূর ভবিষ্যতেও যাহা যাহা করিতে হইবে, তাহার প্রোগ্রাম এক প্রকার স্থির হইয়া গেল। বিবাহের পর প্রভা এখন ত্রিবেণীতেই থাকিবে। প্রাইভেট ছাত্র হইয়া রাজকুমার আগামী বৎসর হরিপদর সঙ্গে বি-এ পরীক্ষা দিবে—পাঠ্যপুস্তকগুলির মধ্যে অধিকাংশ তাহার ত পড়াই আছে। আগামী বৎসর উভয়ে আইনের শ্রেণীতে হাজিরা দিতে থাকিবে। আইন পাস করিয়া উভয় বন্ধু মফস্বলের কোনও স্থান নির্ব্বাচিত করিয়া সেখানে গিয়া প্র্যাকটিস আরম্ভ করিবে। দুইখানি বাড়ী পাশাপাশি লইতে হইবে—এবং মাঝখানের দেওয়াল ভাঙ্গিয়া সেখানে দরজা বসাইতে হইবে, যাহাতে মেয়েরা দিবসেও পরস্পরের নিকট যাতায়াত করিতে পারে। বাড়ীওয়ালা যদি দেওয়াল ভাঙ্গিতে দিতে আপত্তি করে, তবে কিছু টাকা তাহাকে ধরিয়া দিলেই হইবে—বলিলেই হইবে—বাপু হে, তোমার দেওয়াল আমরা ভাঙ্গিয়া দিতেছি—যখন আমরা বাড়ী ছাড়িয়া দিব, তোমার দেওয়াল তুমি মেরামত করিয়া লইও—এই লও টাকা—রাখিয়া দাও।

রাজকুমার বলিল,—"ভাড়ার বাড়ীতেই ত চিরকাল আমরা থাকব না—নিজের বাড়ী করতে হবে ত ক্রমশঃ।"

হরিপদ বলিল,—"হ্যাঁ, তা ত করতেই হবে—কিন্তু প্রথম প্রথম বছর কয়েক কি আমরা তা পেরে উঠব ভাই? কি রকম দিনকাল পড়েছে দেখ্‌ছ ত? নূতন উকীল হয়ে বাসা খরচের টাকাটা রোজগার করাই দায়। হাতে ত কিছু রেস্ত নেই—তোমারও নেই—আমারও নেই—দুই ভাই-ই সমান!"

রাজকুমার বলিল,—"হা হা হা—দুই ভাই-ই সমান, ঠিক বলেছ। এ বলে আমায় ন্যাথ্, ও বলে আমায় ন্যাথ্।"

দুই জনেই হাসিতে লাগিল। ধন্য বয়স—যে বয়সে ভবিষ্যতের অতদূর অবধি দৃষ্টি চলে, এবং নিজ নিজ অভাগ্যের কথার আলোচনাতেও হাসি আসে।

ঢং ঢং করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজের ঘড়িতে নয়টা বাজিল। দূর ভবিষ্যতে বাবুহর্ম্ম্য নির্ম্মাণকার্য্য আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া, উপস্থিত কি কি করা কর্ত্তব্য, তাহাই দুই জনে পরামর্শ করিতে লাগিল। হরিপদ

বলিল,—"২৫শে বৈশাখ এ মাসে বিবাহের শেষ দিন।"

সেই দিনেই বিবাহের দিনস্থির হইল। রাজকুমার জিজ্ঞাসা করিল,—"আপিস থেকে কদিনের ছুটী নেওয়া যায়?"

"এক হপ্তার নাও।"

"এক হপ্তার কি দরকার?—আর,অত দিন চাইলে সাহেব হয় ত মোটেই মঞ্জুর করবে না। আমি বলি, দুদিন কি তিন দিন।"

হরিপদ একটু চিন্তান্বিত হইয়া বলিল,—"দুদিনে সব হওয়া ত অসম্ভব। যে দিন বিয়ে—ঐ ২৫শে—তার পূর্ব্বদিন বিকালের গাড়ীতে এখান থেকে রওয়ানা হওয়া চাই—কারণ, বিয়ের দিন ভোরে দধিমঙ্গল আছে—আরও কি কি সব মেয়েরা করে,—মেসের বাসায় সে সব ত হবার যো নেই। আমাদের বাড়ীতে সেগুলি তোমায় সারতে হবে। তার পর, ২৬শে কুসুমডিঙে—সেও সেখানেই সারতে হবে। ২৭শে ফুলশয্যা—এই ত তিন দিন গেল। ফুলশয্যার ভোরে উঠেই তুমি পাড়ি মারবে, সেই বা কেমন দেখায়? অন্ততঃ তিন দিন আরও সেখানে তোমার থাকা উচিত। তা হ'লে পাঁচ দিন। অন্ততঃ পাঁচ দিনের ছুটী নাও হে।"

রাজকুমার বলিল—সে চেষ্টা করিয়া দেখিবে, কিন্তু সাহেব যদি না শুনে, অন্ততঃ তিন দিনের ছুটী সে পাইতে পারিবে বোধ হয়।

হরিপদ বলিল—"টোপরের কি হবে? দেশে মালীকে ফরমাস না দিলে ত পাওয়া যাবে না। তার চেয়ে বরং বৌবাজার থেকে তৈরি টোপর কিনে নিয়ে যাওয়া ভাল। টোপর চাই, চেলির যোড় চাই—আরও কি কি সব দরকার হয়, জানিও না।"

রাজকুমার বলিল,—"তুমি বাড়ী যাও। তাদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, কি কি এখান থেকে কিনে নিয়ে যেতে হবে, জেনে এস।"

"হ্যাঁ, বাড়ী ত আমায় কাল যেতেই হবে।"

রাত্রি দশটার সময় দুই বন্ধু পরস্পরের নিকট বিদায়গ্রহণ করিল।

পরদিন হরিপদ বাড়ী গেল। তাহার পিতা-মাতা পাত্রের কথা শুনিয়া বিবাহে মত দিলেন। তবে বলিলেন,—"ছেলেটির মা,বাপ,ভাই,খুড়ো, জ্যাঠা কেউ নেই—এইটিই বড় খুঁৎ রইল।" হরিপদকে তাঁহারা উপদেশ দিলেন, ২৪শে বৈশাখ রাত্রির গাড়ীতে পৌছানই ভাল। আর, বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কথাটা খুব সাবধানে গোপন রাখিতে হইবে—গিরিশ মুখুয্যে জানিতে পারিয়া কোনও হাঙ্গাম হুজ্জৎ বাধাইয়া না বসে।

হরিপদ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া আবশ্যক জিনিষপত্র ক্রয় করিল। দুই বন্ধুর তহবিল হইতে যাহা বাহির হইল, তাহা মিলাইয়াও কুলাইল না, উভয়কেই কিছু কিছু ঋণসংগ্রহ করিতে হইল।

যথাদিনে সন্ধ্যার গাড়ীতে পরম উল্লাসে দুই জনে ত্রিবেণী যাত্রা করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রেলপথে।

সেই দিনই অপরাহ্ণকালে, ত্রিবেণীর একখানা বিবর্ণ প্রাচীন ছক্কড় গাড়ী ছড়্ ছড়্ শব্দ করিতে করিতে মগরা ষ্টেশনের দিকে চলিয়াছিল। হঠাৎ সতীশ দত্ত জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"এই গাড়োয়ান, একটু হাঁকিয়া চল বাবা—টেরেণ ফেল ক'রে দিস নি।" গাড়োয়ান অমনি সপাং সপাং করিয়া নিরীহ ক্ষুধাতুর অশ্বিনীকুমারযুগলের পৃষ্ঠদেশে চাবুক কষাইয়া দিল—তাহারা প্রাণপণে ছুটিতে লাগিল।

মগরা ষ্টেশনে গাড়ী পৌছিলে, সতীশ দত্তের সহিত নামিলেন গিরিশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। সতীশের গায়ে পুরাতন একটি আলপাকার কোট, উড়ানিখানা মাথায় পাগড়ীর আকারে জড়ানো, বামহস্তে ক্যাম্বিশের ব্যাগ, তাহার হাতলে দড়িবাঁধা একটা থেলো হুঁকা ঝুলিতেছে, দক্ষিণহস্তে ছাতা ও ছড়ি। মুখোপাধ্যায়ের গায়ে গরদের কোটের উপর একখানি রেশমী চাদর, মাথার টাকের উপর আশেপাশের চুলগুলি কৌশলে ফিরান, কপোলদেশ ক্ষৌরচিক্কণ। তাঁহার সঙ্গে তোরঙ্গ, পুঁটুলি এবং কাপড়ে বাঁধা একটি হাঁড়ি ছিল, সেগুলি লইবার জন্য তিনি 'কুলি কুলি' করিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন। কুলি আসিয়া জিনিষগুলি গাড়ী হইতে নামাইল; গিরিশ ছুটিয়া টিকিট কিনিতে গেলেন।

অল্পক্ষণেই কলিকাতাভিমুখী গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। মধ্যম শ্রেণীর একটি কক্ষ খালি পাইয়া উভয়ে উঠিয়া পড়িলেন। সতীশ তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলিয়া একটা ঘটী বাহির করিয়া "পানি পাঁড়ে—পানি পাঁড়ে" বলিয়া চীৎকার আরম্ভ করিল। গাড়ী চলিতে লাগিল।

পানি পাঁড়ে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া ঘটি ভরিয়া দিল।

ঘটি হাতে করিয়া সতীশ বেঞ্চির উপর বসিয়া হাঁফাইতে হাঁফাইতে বলিল,—"বিদ্যা শুভকরী, কিন্তু স্বল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী। দেখ্‌লেন? বিনোদের কথা শুনে আরও দেরী ক'রে বেরুলেই হয়েছিল আর কি!—বল্লাম আমি, কলকাতার গাড়ী পাঁচটায় ছাড়ে—সে বলে, না, আমি টাইম টেবেল দেখেছি—সাড়ে পাঁচটায় ছাড়ে। দূর্‌ত্তোর টাইম টেবেলের কাঁথায় আগুন! আমরা চিরকাল শুনে আসছি, পাঁচটার গাড়ী—আজ উনি টাইম টেবেল প'ড়ে বল্লেন সাড়ে পাঁচটা! যাক্‌, এখন একবার তামাক খাওয়া যাক্‌। আপনার হুঁকোটা বের করুন, জল করি।"—বলিয়া সতীশ ব্যাগের হাতল হইতে নিজের হুঁকাটি খুলিতে লাগিল।

মুখোপাধ্যায় তোরঙ্গ খুলিয়া হুঁকা বাহির করিয়া দিলেন। সতীশ দুইটি হুঁকাতেই জল ভরিয়া, তামাক সাজিয়া, হাতটি ধুইয়া ফেলিল। মুখোপাধ্যায় ধূমপান করিতে করিতে বলিলেন—"যাচ্ছি ত ছুটোছুটি ক'রে, গিয়ে যদি শুনি, স্বামীজী আগেই চ'লে গেছেন?"

সতীশ বলিল,—"না, লেখাই ত রয়েছে, ২৪শে বৈশাখ অবধি থাকবেন।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন—"কাগজখানা সঙ্গে এনেছ?"

"এনেছি বৈ কি। আমি কাঁচা কায করি! এই দেখুন না।"—বলিয়া সতীশ ব্যাগ খুলিয়া, ভাঙ্গা টাইপে ছাপা একখানি কাগজ বাহির করিল। তাহাতে লেখা ছিল—

"বিনা ব্যয়ে—

ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান নির্ণয় এবং

সাংসারিক-জীবনের শুভাশুভ

বিচারের ব্যবস্থা।

শ্রীমৎ স্বামী জ্ঞানানন্দজী ভারতের বহু তীর্থ ভ্রমণান্তে এক্ষণে ৺কালীঘাটে জেঠমল সুরযমল বাবুদিগের বাগানবাড়ীতে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার সামুদ্রিক জ্যোতিষ, আলৌকিক বিদ্যা (Occult Science) দর্শন, তন্ত্র ও যোগবিদ্যায় পারদর্শিতা বিষয়ে আর নূতন করিয়া বিশেষ পরিচয় দিবার আবশ্যক নাই। যোগী ও শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই তিনি সুপরিচিত। জনসমাজের প্রকৃত কল্যাণকামনায় ইদানীং তিনি লোকানুরোধে বিনা পারিশ্রমিকে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান প্রকাশ করিতেছেন এবং তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করিয়া প্রত্যহ শত শত ব্যক্তি বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইতেছে। জীবের মঙ্গলের জন্য যাগ, যজ্ঞ, হোম ও পুরশ্চরণও তিনি করিয়া থাকেন এবং আবশ্যকমত কবচ, মাদুলী প্রভৃতিও প্রদান করেন।

স্বামীজী আগামী ২৪শে বৈশাখ বাসরে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীধাম ৺জগন্নাথধামে যাত্রা করিবেন—আর শীঘ্র তাঁহার কলিকাতায় আসার সম্ভাবনা নাই।"

ধূমপানান্তে কলিকাটি খুলিয়া সতীশের হস্তে দিয়া, মুখোপাধ্যায় মহাশয় কাগজখানি পড়িতে লাগিলেন। বলিলেন,—"এ লোকটি বোধ হয় সাধু—ঠগ জোচ্চোর নয়, কেমন হে সতীশ?"

সতীশ বলিল,—"কি ক'রে বলব! আপনি নিজে ভালমানুষ, কাযেই দুনিয়াকেও সেইমত দেখেন শ্লোকই রয়েছে কি না—

আশ্রমান্তর্গতা বেশ্যা ঋষ্যশৃঙ্গো ঋষেঃ সুতঃ।
তপস্বিনস্তু তা মেনে আত্মবৎ মন্যতে জগৎ॥

—যে যেরকম লোক, জগতের সবাইকে সে সেই রকম জ্ঞান করে কি না!"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—"না না, দেখছ না—পয়সা-কড়ি কিছুই চাচ্ছেন না। যদি বলতেন, আমি এত টাকা নেব, অত টাকা নেব, তা হ'লে সন্দেহের কথা ছিল বটে। এই যে লেখা রয়েছে"—বলিয়া তিনি কাগজখানি পড়িতে লাগিলেন—

"বহুতর ধনী, মানী, দেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও উচ্চ-পদস্থ ইংরাজ কর্ম্মচারিগণের দ্বারা প্রশংসিত ও সহস্র সহস্র অযাচিত প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত। বলা বাহুল্য, স্বামীজীর অর্থের কিছুমাত্র আবশ্যক নাই। কারণ, ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে, গার্হস্থ্যজীবন পরিত্যাগকালে ইনি লক্ষাধিক টাকা দীন-দরিদ্রগণকে বিতরণ করিয়া দিয়াছিলেন।

প্রাতে ৭টা হইতে ১০টা এবং বেলা ১টা হইতে রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত করকোষ্ঠী বিচার, প্রশ্ন গণনা ইত্যাদি ও ঔষধ কবচাদির ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।"

সতীশ হুঁকায় দুইটা সুখটান দিয়া বলিল,—"তিনি জোচ্চোর, এমন কথা আমি বলছিনে। বিশেষ হয়েন যে রকম বল্লে, খুব আশ্চর্য্য বটে।"

হরেন্দ্র নামক ত্রিবেণীগ্রামবাসী এক যুবক সম্প্রতি কলিকাতা গিয়া ঐ বিজ্ঞাপনখানি লইয়া আসিয়াছিল। সে স্বয়ং যদিও স্বামীজীকে দেখে নাই, তথাপি লোক-মুখে তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় পাইয়াছে। এক ব্যক্তি নাকি ভীষণ অর্থকষ্টে পড়িয়া দেনার জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া অহিফেন ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল। এমন সময় ঐ বিজ্ঞাপনের একখানি কাগজ তাহার হাতে পড়ে। পরদিন সে কালীঘাটে গিয়া বাবাকে হাত দেখায়। বাবা তাহার হাত দেখিয়া বলিয়া-ছিলেন, "তুমি বড় কষ্টে আছ, কিন্তু হতাশ হইও না, শীঘ্রই তোমার সুদিন আসিতেছে।"—এই শুনিয়া সে বাড়ী আসিয়া অহিফেনটুকু বাক্সে তুলিয়া রাখে। পর-দিনই সংবাদ আসিল, বহুকাল নিরুদ্দিষ্ট তাহার এক খুড়ার, নিঃসন্তান অবস্থায় লাহোরে মৃত্যু হইয়াছে, পঞ্চাশ হাজার টাকার কোম্পানীর কাগজের সে উত্তরাধিকারী হইয়াছে। বাবাজীর আশ্চর্য্য ক্ষমতার আরও কয়েকটি কাহিনী সে শুনিয়া আসিয়াছিল।—এই সকল কথা গ্রামে প্রচার হইলে গিরিশ মুখোপাধ্যায় উক্ত যুবককে ডাকাইয়া আনেন এবং স্বকর্ণে সমস্ত শুনিয়া, স্বামীজীকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার মনে প্রবল বাসনা হয়।—তাই আজ কলিকাতায় যাইতেছেন।

এবার মুখোপাধ্যায় মহাশয় হেমবাবুর বাসায় উঠি-বেন না। হেমবাবু ইংরাজী-নবীশ লোক, এ সকল কথা শুনিয়া বিদ্রূপ করিবেন, এই আশঙ্কা ছিল। ভবানীপুরে সতীশের এক মামাতো ভাই বাস করে; তাহারই বাসায় গিয়া উঠিবার পরামর্শ হইয়াছে। কালীঘাটও কাছে হইবে।

ষ্টেশনের পর ষ্টেশন ছাড়াইয়া গাড়ীখানি চলি-য়াছে। ধূমপান ও গল্পগুজবে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—"দেখ সতীশ, প্রাতে ৭টা থেকে স্বামীজীর দর্শন পাওয়া যাবে ত?"

সতীশ কাগজখানি পড়িয়া বলিল—"হ্যাঁ।"

"তা হ'লে, বুঝেছ, তোমার সেই মামাতো ভাইদের কাছেও কোন কথা প্রকাশ করবার দরকার নেই। বেড়াতে এসেছি না বেড়াতে এসেছি—হাট-বাজার করতে এসেছি। কা'ল সকালে উঠে 'মা কালীকে একবার দর্শন করে আসি' ব'লে বেরিয়ে পড়া যাবে—বুঝেছ?"

সতীশ বলিল—"বেশ, তাই হবে। শ্লোকই রয়েছে—ষট্‌কর্ণো ভিদ্যতে মন্ত্রঃ। মন্ত্রণা দুজনেই করতে হয়, তিন জন হলেই গোল।"

মুখোপাধ্যায় হাসিয়া বলিলেন,—"আমার ত মন্ত্রী তুমিই।"

সতীশ বলিল,—"হ্যাঁ—এখন বটে। আর দুদিন পরে আমি কি আর কল্‌কে পাব?—আর, কল্‌কে পেলেই ত ষট্‌কর্ণ হয়ে যাবে।"

"কি রকম?"

সতীশ হাসিয়া বলিল,—"কর্ত্তা-গিন্নীর দুযোড়া কান, আর আমার একযোড়া।"

এই কর্ত্তা-গিন্নী কথাটি, মুখোপাধ্যায়ের কাম-যোড়াটিতে যেন মধুবর্ষণ করিল। একমুখ হাসিয়া তিনি বলিলেন,—"গিন্নী—ভারী ত গিন্নী!—সে ছেলে-মানুষ, তার সঙ্গে মন্ত্রণাই বা কি!"

সতীশ তাহার ভ্রূযুগল আকুঞ্চিত করিয়া মাথাটি নাড়িতে নাড়িতে বলিল,—"হুঁ হুঁ!—হুঁ হুঁ!—ছেলেমানুষ বটে—চেহারায় বটে!—বুদ্ধিতে অনেক বুড়ো মানুষেরও কান কেটে দেয়!"

মুখোপাধ্যায় প্রীতিভরে বলিলেন—"তাই না কি?"

"ভেবেছেন কি? আর দুদিন পরেই জানতে পারবেন। ভারি কড়া হাকিম।"

"কি রকম?"

সতীশ বেঞ্চির উপর দুই পা গুটাইয়া চাপিয়া বসিয়া, কল্পনার সাহায্যে আরম্ভ করিল,—"এই কাল-কেরই ঘটনা মশাই, আপনাকে বলতে ভুলে গেছি। কা'ল বিকেলে পটুলি আমাদের বাড়ী এসেছিল। পাশের ঘর থেকে শুনতে পেলাম, আমার মাকে বলছে—'ঠাকুমা, উনি নাকি কা'ল কল্‌কাতায় যাচ্ছেন?' মা বল্লেন—'হ্যাঁ—সতীশ বলছিল বটে—সতীশও সঙ্গে যাবে কি না।'—পটুলি বল্লে—'কেন ঠাকুমা, হঠাৎ কলকাতা যাচ্ছেন কেন? কদিন সেখানে থাকবেন?' —মা হেসে বল্লেন—'তা যদ্দিনই থাকুক না, বিয়ের আগেই এলেই ত হ'ল। এ কটা দিন সে বাড়ীতেই থাকুক আর বিদেশেই থাকুক—তোর তাতে লাভ-লোকসান কি লা?'—পটুলি বল্লে—'না ঠাকুমা, তা বল্‌ছিনে, তা নয়। কলকাতায় শুনলাম নাকি বসন্ত হচ্ছে?'—মা বল্লেন—'কি জানি ভাই, বসন্ত হচ্ছে কি কোকিল ডাকছে, সে সব খবর রাখিনে।'—পটুলি বল্লে—'যাও, ঠাক্‌মা, তোমার সব কথাতেই ঠাট্টা, পাজিখানা কৈ?'—মা বল্লেন—'কেন লা? কি

দেখবি পাঁজিতে? এই জষ্টির আর কদিন আছে?' —পট্‌লি বল্লে—'না, কালকের দিনটে কেমন, তাই দেখব, অশ্লেষা মঘা টঘা কি না।'—মা বল্লেন—'যদি দিন ভাল না-ই হয়, যেতে দিবিনে? এখনও ত হাতে পাসনি, কি ক'রে মানা করবি?'—পট্‌লি বল্লে—'যদি অদিন হয়, তবে যেতে দেব বুঝি? ইস্। ঠাকুর-পোকে দিয়ে বারণ ক'রে পাঠাব না?'—মা বল্লেন—"

মুখোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঠাকুরপো কে?"

সতীশ বলিল—"আমাকে ঠাকুরপো বলতে আরম্ভ করেছে। আগে বল্‌ত কাকা, আশীর্ব্বাদের পর থেকে বল্‌ছে ঠাকুরপো। আমার মাকে আগে ঠাক্‌মা বলত, এখনও তাই বলে—নইলে প্রাণের কথা কও-য়ার সুবিধে হয় না কি না!"

"তোমাকে ঠাকুরপো বলে কেন?"

"ঠাকুরপো বলে, যদি কিছু হুকুম-হাকাম করবারই দরকার হয়, এই ভেবে বোধ হয়। খুড়োকে ত আর হুকুম করতে পারে না! এই ত আজ যদি অদিন হ'ত, আপনাকে বারণ করবার জন্যে আমায় পাঠাতই ত! দেখুন একবার বুদ্ধি!"

মুখোপাধ্যায় এ সংবাদটি প্রায় এক মিনিট কাল মনে মনে উপভোগ করিয়া লইয়া বলিলেন,—"তার পর, আর কি কথা হ'ল?"

সতীশ কহিল—"মা বল্লেন—'হ্যাঁ লা, এখন থেকেই তোর এই হুকুমৎ, বিয়ে হয়ে গেলে—"

এই সময় পার্শ্বের লাইন দিয়া একখানি প্যাসেঞ্জার গাড়ী ভৈরব গর্জ্জনে ত্রিবেণীর দিকে ছুটিয়া চলিল। সেই শব্দে সতীশের কণ্ঠস্বর ডুবিয়া গেল—মুখোপাধ্যায় বিরক্তিপূর্ণ ভ্রূকুটি করিয়া রসভঙ্গকারী সেই ট্রেন-খানির প্রতি চাহিয়া রহিলেন।

সেই ট্রেনেরই একটি কামরায়, বরের টোপর, চেলি প্রভৃতি বিবাহোপযোগী দ্রব্যভার লইয়া, হরিপদ ও রাজকুমার অধিষ্ঠান করিতেছিল।

ট্রেণটা বিদায় হইলে মুখোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করি-লেন,—"হ্যাঁ, তার পর?"

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল,—"কি বল্‌ছিলাম?"

"মা বল্লেন, হ্যাঁ লা এখন থেকেই তোর এই হুকুমৎ—"

সতীশ বলিল,—"হ্যাঁ। মা বল্লেন—'হ্যাঁ লা, এখন থেকেই তোর এই হুকুমৎ, বিয়ে হয়ে গেলে তাকে ত দেখছি পাশ ফিরতে দিবিনে!' পট্‌লি হেসে বল্লে, 'দেবই না ত।' আমি যে পাশের ঘরে আছি, সব শুনছি, তা অবিশ্যি ওরা কেউ জানতে পারেনি।"

মুখোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পাশ ফিরতে দিবিনে মানে কি?"

বাহিরে চাঁদ উঠিয়াছিল। নৈদাঘ-সন্ধ্যার সুখ-স্পর্শ সমীরণ গাড়ীর জানালা-পথে ছুটিয়া আসিতেছিল। সতীশ একটু চিন্তা করিয়া, হাসিয়া বলিল,—"একটা শ্লোকে আছে, একজন নায়ক বলছেন, আমি বিচ্ছেদ-ভয়ে তার গলায় বকুলের মালাটিও পরিয়ে দিতাম না—"

মুখোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন, মালা পরতে বাধা কি?"

সতীশ বলিল,—"এক জনের গলায় যদি মালা থাকল, তা হ'লে দুজনার বুকের মাঝখানে একটা বিচ্ছেদ—একটা ব্যবধান—রয়ে গেল যে!"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—"ওঃ, বুঝেছি। শ্লোকটা কি?"

সতীশ বলিল,—"শ্লোকটা অবশ্য মিলনের নয়—বিরহ অবস্থার।

বকুলমালিকয়াপি ময়া ন সা
তনুরভূষি তদন্তরভীরুণা।
তদধুনা বিধিনা কৃতমাবয়ো-
র্গিরিদরীনগরীশতমন্তরম্॥"

মুখোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওর মানেটি কি?"

সতীশ বলিল,—"এর মানে হচ্ছে, নায়ক বলছেন, তার কাছ থেকে পাছে দূরে প'ড়ে যাই, এই ভয়ে, তার গলায় মুক্তাহার স্বর্ণহার ত দূরের কথা—একগাছি বকুলের মালাও পরিয়ে দিতাম না; কিন্তু আজ বিধাতা তার আমার মধ্যে পাহাড়, পর্ব্বত, বড় বড় সহর তফাৎ ক'রে দিয়েছেন।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—"শ্লোকটি সুন্দর ত!"

সতীশ বলিল—"মহানাটকে একটি শ্লোক আছে, এটি সম্ভবতঃ সেই শ্লোকটিরই অনুকৃতি। সেটি হচ্ছে—

হারো নারোপিতঃ কণ্ঠে ময়া বিশ্লেষভীরুণা।
ইদানীমাবয়োর্মধ্যে সরিৎসাগরভূধরাঃ॥"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—"বাঙ্গালায় ও ভাবের কিছু আছে না কি? ভারতচন্দ্রে টারতচন্দ্রে?"

সতীশ বলিল,—"না, তবে একটা হিন্দী গান এ ভাবের শুনেছি বটে।

জিনহ্ বীচ ন হার পড়ৈ কভহু,
তিনহ্ বীচম্ আজু পাহাড় পড়ে।

বিদ্যাপতিও এ ভাবটির লোভ সংবরণ করতে পারেন নি। তাঁর রাধা বল্‌ছেন—

যহ্ক বিরহডরে উরে হার ন দেলা,
সো অব নদী গিরি আঁতর ভেলা।

আর এক যায়গায় বিদ্যাপতি, এই ভাবটিকে, অল্প পরিবর্ত্তন করেছেন। রাধিকা বলছেন—'দূর কর সৌতীন মোতিম হার।' শ্রীকৃষ্ণের দেহস্পর্শসুখ যা, তা আমিই ষোল আনা পেতে চাই, আমার গলার এই মতির মালাটা, সে কেন আমার সে স্পর্শসুখে ভাগ বসাবে? অতএব এটা আমার সতীন হয়ে দাঁড়িয়েছে —এটাকে দূর ক'রে দিই।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইতিমধ্যে পকেট হইতে অহিফেনের কৌটাটি বাহির করিয়াছিলেন। কিয়দংশ গুলী পাকাইয়া মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া গাড়ীর জানালার নিকট গিয়া বসিলেন। আকাশে তখন শুক্লা সপ্তমীর অর্দ্ধচন্দ্র প্রতিমুহূর্ত্তে উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল না। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া হৃদয়রূপ আকাশপটে পটলিরূপ পূর্ণচন্দ্রের ধ্যান করিতে লাগিলেন। গাড়ীর চাকার সহিত রেলের সংঘাতের যে অবিরাম শব্দ উত্থিত হইতেছিল, তাহা যেন তালে তালে তাঁহার কানে বলিতে লাগিল—

বকুলমালিকয়াপি ময়া ন সা
তনুরভূষি তদন্তরভীরুণা—ইত্যাদি।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

রাজা ও মন্ত্রী।

ভবানীপুরে পরদিন প্রাতে, সাতটার পূর্ব্বেই দুই বন্ধুতে কালীদর্শন করিতে যাইবার নাম করিয়া, জ্ঞানানন্দ স্বামীর উদ্দেশে বাহির হইলেন। মুদ্রিত বিজ্ঞাপনের ঠিকানা অনুসারে সন্ধান করিতে করিতে অবশেষে দুই জনে জেঠমল সুরযমল মাড়োয়ারীর বাগানবাড়ীতে পৌঁছিলেন।

বাগানের মধ্যে কিয়দ্দূর প্রবেশ করিয়া তাঁহারা এক জন সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাইলেন। জিজ্ঞাসায় সে ব্যক্তি নিজেকে স্বামীজীর চেলা বলিয়া পরিচয় দিল এবং ইঁহাদিগকে সঙ্গে করিয়া বাগানবাড়ীর একটি প্রকোষ্ঠে লইয়া গিয়া বসাইল। বলিল,—"স্বামীজী চারটের সময় স্নান ক'রে পূজায় বসেছেন, আধঘণ্টার মধ্যেই উঠ্‌বেন, উঠলেই সাক্ষাৎ হবে। বাবুরা তামাক ইচ্ছে করেন কি?"

বাবুদের সে বিষয়ে অনিচ্ছা না হওয়ায়, সন্ন্যাসী একজন ভৃত্যবালককে ডাকিয়া তামাক সাজিতে আজ্ঞা দিল। বসিয়া ইঁহাদের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইল, বাবুদের কোথায় থাকা হয়, কি করা হয়, কি উদ্দেশে কলিকাতায় আসা, কত দিন থাকা হইবে, কাহার কয় বিবাহ, কি কি সন্তান-সন্ততি প্রভৃতি কৌশলে কথাচ্ছলে পরিচয় লইতে লাগিল। স্বামীজীর মহিমা সম্বন্ধেও অনেক কথাই সে বলিল। ইতিমধ্যে আরও এক জন দর্শনার্থী আসিয়া সেখানে বসিল।

অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইলে, অন্য এক প্রকোষ্ঠ হইতে খটাং খটাং করিয়া খড়মের শব্দ উত্থিত হইল। সন্ন্যাসী বলিল,—"ঠাকুর উঠেছেন, দেখি।"—বলিয়া প্রস্থান করিল।

দুই মিনিট পরেই সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"আপনারা আসুন।"

সন্ন্যাসীর সঙ্গে সঙ্গে দুই জনে কক্ষান্তরে গিয়া দেখিলেন, একখানি মৃগচর্ম্মের উপর অনুমান চল্লিশ বর্ষবয়স্ক গৈরিকধারী এক কান্তিমান্ পুরুষ বসিয়া আছেন, উভয়ে গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। স্বামীজী আশীর্ব্বাদ করিয়া নিকটস্থ একখানি কম্বলে তাঁহাদিগকে বসিতে আদেশ করিলেন।

কুশলপ্রশ্নাদির পর স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি মনে ক'রে তোমাদের আগমন বাবা?"

গিরিশ করযোড়ে বলিল—"শুনেছিলাম, আপনি একজন সিদ্ধপুরুষ—আপনার মাহাত্ম্য শুনে আপনাকে দর্শন করতে আসা। আর শুনেছি, কয়কোষ্ঠী বিচারেও—"

স্বামীজী বলিলেন,—"এস, কাছে স'রে এস, হাত দেখি।"

গিরিশ নিকটে গিয়া দক্ষিণ হস্তটি বাড়াইয়া দিলেন, স্বামীজী কিয়ৎক্ষণ বিশেষ মনোযোগের সহিত হাতখানি দেখিয়া, একদৃষ্টে গিরিশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন,—"বাবা, আমি সন্ন্যাসী মানুষ—তোমাদের কি উচিত আমার সঙ্গে ছলনা করতে আসা?"

এ কথা শুনিয়া উভয়েই বিস্মিত হইলেন। গিরিশ বলিলেন,—"কেন স্বামীজী, কি ছলনা করেছি?"

স্বামীজী বলিলেন,—"এ ছদ্মবেশে কেন এসেছ?"

গিরিশ বলিলেন,—"ছদ্মবেশ কি প্রভু?"

"ছদ্মবেশ নয়? এই কি তোমার বেশ? তোমার রাজবেশ কৈ? তুমি ত এক জন রাজা। আর উনি বোধ হয় মন্ত্রী? তোমার হাতে যে রাজযোগ দেখছি—ভুল দেখলাম না কি? দাও দেখি হাতখানা আবার।"

গিরিশের শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিয়াছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের সেই শ্লোক—স চ রাজা ভবেদ্ধ্রুবম্—তাঁহার মনে পড়িয়া গেল।

স্বামীজী এবার অধিকক্ষণ ধরিয়া হাতখানি পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—"ফাঁড়াও আছে দেখছি। তোমার বয়স কত?"

গিরিশ বলিল,—"আজ্ঞে আটচল্লিশ বৎসর।"

স্বামীজী বলিলেন,—"ওহ্—তাই বল। তোমার চেহারা দেখে তোমায় পঞ্চাশ মনে হয়েছিল। পঞ্চাশ বছরের পূর্ব্বেই তোমার রাজসৌভাগ্য যোগ। একটু কিন্তু ফাঁড়াও আছে। বোধ হয়, ফাঁড়াটি কাটিয়ে উঠবে।"

গিরিশ ভক্তি-গদ্গদচিত্তে স্বামীজীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"প্রভু, আমি ত সামান্য অবস্থার লোক—কি ক'রে আমি রাজা হব?"

স্বামীজী বলিলেন,—"স্ত্রীভাগ্যে রাজা হবে।"

"প্রভু, আমার স্ত্রী গত হয়েছেন।"

স্বামীজী হাতখানি নাড়িয়া চাড়িয়া বলিলেন—"দুই স্ত্রী গত হয়েছেন। তৃতীয় স্ত্রী?"

সেই চেলা সন্ন্যাসীটিও সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল, এই সময় তাহার মুখে সামান্য একটু হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

গিরিশ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন,—"এখনও ত তাঁকে বিবাহ করিনি।"

"বিবাহ কর।—তারা—তারা—তারা।"

"আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।" বলিয়া গিরিশ স্বামীজীর পদধূলি লইয়া নিজ মস্তকে দিলেন।

অতঃপর স্বামীজী অন্যান্য কথা পাড়িলেন। নিজ দেশবিদেশে ভ্রমণের কথা, সাধু মহাপুরুষগণের অলৌকিক ক্ষমতার কথা, ইত্যাদি। প্রসঙ্গক্রমে বলিলেন, তিনি ৺বদরিকাশ্রমের মধ্যপথে একটি পান্থশালা নির্ম্মাণ করাইতেছেন—সেখানে এক জন ডাক্তারও থাকিবে। নির্ম্মাণকার্য্য প্রায় সমাধা হইয়া আসিয়াছে। পঞ্চাশ হাজার টাকা এষ্টিমেট ছিল। ভক্তগণের শ্রদ্ধাদত্ত অর্থে এ পর্য্যন্ত সাতচল্লিশ হাজার টাকা উঠিয়াছে—আর তিনটি হাজার টাকা হইলেই কার্য্যটি সম্পন্ন হয়। দশের লাঠি একের বোঝা—সকলেই কিছু কিছু করিয়া দিলেই হইয়া যায়। অদ্যই স্বামীজীর ৺পুরীধামে যাত্রা করিবার কথা ছিল, কিন্তু ঐ টাকাগুলি সংগ্রহ না হওয়াতে আরও কিছু দিন তাঁহাকে এখানেই আসন রাখিতে হইল।

বেলা বাড়িতেছে দেখিয়া গিরিশ উঠিলেন। স্বামীজীকে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেই দেখিলেন, সেই সন্ন্যাসী চেলাটি একখানি বৃহৎ খাতা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। খাতাখানি তাঁহার দিকে অগ্রসর করিয়া দিয়া সে বলিল,—"বাবু, পান্থশালার জন্যে কিছু চাঁদা আপনি দিতে ইচ্ছা করেন কি?"

গিরিশ খাতাখানি হস্তে লইয়া দেখিলেন—তাহাতে ইংরাজী, বাঙ্গালা, হিন্দী অক্ষরে বহুলোক নিজ নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া দশ, বিশ, পঞ্চাশ টাকা চাঁদা দিয়াছে। গিরিশ মুহূর্ত্তমাত্র ভাবিয়া, পকেট হইতে দশ টাকার একখানি নোট বাহির করিয়া সন্ন্যাসীর হাতে দিলেন। খাতায় নামও সহি করিয়া দিলেন। সন্ন্যাসী তখন খাতাখানি সতীশ দত্তের সম্মুখে ধরিল। সতীশ বলিল,—"বাবাজী, আজ ত কিছু আনি নি।"

"আচ্ছা, আমি দিচ্ছি"—বলিয়া গিরিশ পকেট হইতে দুইটি টাকা বাহির করিয়া সতীশের হাতে দিলেন। সতীশ খাতায় নিজ নাম স্বাক্ষর করিয়া টাকা দুইটি চেলার হস্তে দিল।

উভয়ে পুনরায় স্বামীজীকে প্রণাম করিয়া তখন বিদায় গ্রহণ করিলেন।

ইঁহারা চলিয়া গেলে স্বামীজী বলিলেন,—"আর কেউ এসেছে না কি?"

চেলা বলিল,—"দু-জন।"

"এক যায়গার ?"

"না। এক জন যশোর জেলা থেকে—অল্প বয়স, বাপ আছে, মা নেই—বিমাতা,বোধ হয় খুব অর্থকষ্ট।"

স্বামীজী বলিলেন—"তাকে একটা বড় চাকরী দিতে হবে—কি বল ? না লটারির টাকা ?"

চেলা বলিল,—"চাকরিই ভাল। অন্য লোকটির বয়স চল্লিশ হবে, মোটা-সোটা, অবস্থাপন্ন।"

"তাকেও কি রাজা ক'রে দেব ? রাজায় রাজায় দেশ যে ছেয়ে ফেল্লাম ! তার স্ত্রী আছে না মরেছে ?"

"স্ত্রী বেঁচে আছে। সম্প্রতি একটি ছেলে তার মারা গেছে বল্লে। বাড়ী বর্দ্ধমান জেলা। বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে হাইকোর্টে মোকদ্দমা চলছে।"

"ওঃ—বুঝেছি। আচ্ছা, তাকেই প্রথমে নিয়ে এস।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাগানের বাহির হইয়া বলিলেন,—"সতীশ, কি রকম বোধ হ'ল ?"

সতীশের মনে স্বামীজীর সম্বন্ধে একটু সন্দেহ যে না হইয়াছিল, এমন নয়। কিন্তু সে দেখিল, মুখোপাধ্যায় মহাশয় একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন। সুতরাং মনের ভাব মনেই গোপন করিয়া বলিল,—"আশ্চর্য্য ! আশ্চর্য্য ! সাধু বটে।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—"আমার ত খুব বিশ্বাস হচ্ছে।"

সতীশ বলিল,—"প্রথমে কিন্তু আমার ততটা ভক্তি হয় নি। কিন্তু বাবা যখন আমাকে বল্লেন, আপনার মন্ত্রী—তখন আমার গা-টা কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল।"

"কেন ?"

"কাল:ক গাড়ীতে আসতে রহস্যচ্ছলে আপনি আমাকে বল্লেন না—তুমিই আমার মন্ত্রী ! দেখুন একবার দৈবের ঘটনা !"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—"হুঁ ! ঠিক ! বলেছিলাম বটে।"

সতীশ হঠাৎ দাঁড়াইয়া, মুখোপাধ্যায়ের মুখপানে ব্যাকুলভাবে চাহিয়া বলিল,—"যদি সে দিন আসে—কথাটা মনে রাখবেন দাদা !"

গিরিশ অন্যমনস্কভাবে বলিলেন,—"সে দিন আসুকই ত আগে।"

কথা কহিতে কহিতে উভয়ে কালীমন্দিরের দিকে অগ্রসর হইলেন। সতীশ দেখিল, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখের ভাব যেন ক্রমে বিকৃত হইয়া উঠিতেছে। সে শুনিয়াছিল, সহসা কোনও একটা বিপুল সৌভাগ্যের কথা শ্রবণ করিলে মানুষের দেহের সমস্ত রক্ত মাথায় উঠিয়া যায়, এমন কি, কাহারও কাহারও এমত অবস্থায় মৃত্যুও হইয়াছে। যাহাতে মস্তিষ্ক শীতল হয় এবং মনটা বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত থাকে, এরূপ কিছু একটা করা প্রয়োজন। তাই সে বলিল, —"দাদা, চলুন আমরা আদিগঙ্গায় স্নান ক'রে মা কালীর পুজোটি দিয়ে একেবারে বাসায় যাই।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—"কা'ল ত আমরা আছি। কা'ল সকালেই পুজো দেওয়া যাবে।"

সতীশ বলিল,—"না দাদা—সেটা উচিত হবে না। মা'র আশ্রয়ে যখন এসেছি, তখন মা'র পুজো দেওয়াই আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। 'মা'র পুজো দিতে চল্লাম' এই মিছে কথাটি ব'লে আমরা বাসা থেকে বেরিয়েছিলাম। পুজো দেব ভাণ করেই আমাদের কতখানি ভাল ফল হ'ল দেখুন। দাদা, ন চ দৈবাৎ পরং বলম্—দৈব-বলের কাছে কোন বলই নেই। চলুন আমরা মাকে প্রসন্ন করি গে।"

"বেশ, তাই চল তবে।"

দুই জনে আদিগঙ্গায় গিয়া স্নানাদি করিয়া, পূজা সমাপনান্তে যখন বাসায় ফিরিলেন, তখন প্রায় মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত।

পরদিন ২৫শে বৈশাখ। কলিকাতায় বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়া সন্ধ্যার গাড়ীতে দুই জনে ত্রিবেণী যাত্রা করিলেন।

বাড়ী পৌছিতে রাত্রি প্রায় নয়টা বাজিল। মুখ-হাত ধুইয়া, বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিয়া পূজার ঘরে গিয়া মুখোপাধ্যায় সায়ংসন্ধ্যায় বসিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। এ সময় পাড়ার বামী জেলেনী অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া বলিল,—"মা ঠাকরুণ, শুনেছিনু যে বাবুপাড়ার বাঁড়ুয্যে মহাশয়ের মেয়ে পটুলির সঙ্গে দাদাঠাকুরের বিয়ে হবে ?"

পিসীমা বলিলেন—"হ্যাঁ।"

জেলেনী বলিল—"তবে তেনার যে আজ বিয়ে হচ্ছে।"

"কার বিয়ে হচ্ছে ?"

"পটুলির।"

মুখোপাধ্যায় এ কথাগুলি ঘরে বসিয়া শুনিতে পাইয়াছিলেন। বারান্দায় বাহির হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কে, বামী নাকি ?"

"হ্যাঁ দাদাঠাকুর, পেরণাম হই।"

"কার বিয়ে হচ্ছে ?"

"পটুলির।"

"বাবুপাড়ার জগদীশ বাঁড়ুয্যের মেয়ে পটুলির ? বিয়ে হচ্ছে ! কার সঙ্গে ? কে বল্লে তোকে ?"

"আমি যে দেখে এনু দাদাঠাকুর।"

"কি দেখে এলি ?"

"তেনাদের বাড়ীতে আলো জলছে, শানাই বাজছে, বর এসেছে—"

মুখোপাধ্যায় রুদ্ধশ্বাসে বলিলেন,—"হ্যাঁ পিসীমা ?"

পিসীমা বলিলেন,—"তাই ত শুনছি বাবা। আগে ত জানতাম না, আজ বিকালেই শুনলাম। কলকাতা থেকে নাকি পাত্র এসেছে।"

মুখোপাধ্যায় গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"এতক্ষণ আমায় বলনি কেন ?"

পিসীমা শঙ্কিত স্বরে বলিলেন,—"তুমি সন্ধ্যে আহ্নিক ক'রে, খেয়ে দেয়ে ঠাণ্ডা হ'লে তবে বলব মনে করেছিলাম বাবা। তা, দিচ্ছে দিক না, বয়েই গেল। আমাদের কি আর মেয়ে যুট্‌বে না ? মেয়ের ভাবনা কি বাবা ? তুমি মন খারাপ—"

পিসীমার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই, খড়ম সেই-খানে ফেলিয়া রাখিয়া, নগ্নপদে নগ্নদেহে মুখোপাধ্যায় ছুটিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

অন্ধকার গ্রাম্যপথ দিয়া ছুটিতে ছুটিতে তিনি চলিলেন। পথে ইষ্টকাদিতে মাঝে মাঝে হোঁচট লাগিতে লাগিল—তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। পায়ে একটা কাঁটা ফুটিয়া গেল—কিন্তু তাহা তিনি অনুভবও করিতে পারিলেন না। এক জন পথচারী রাতকাণা চাষাকে ধাক্কা দিয়া ধরাশায়ী করিয়া, তিনি ছুটিতে লাগিলেন। এক স্থানে দুইটা কুকুর ভেউ ভেউ করিতে করিতে কিছু দূর তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া, শেষে প্রতিনিবৃত্ত হইল। মুখোপাধ্যায় পাগলের মত ছুটিয়া ক্রমে বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহের নিকটবর্ত্তী হইলেন।

অঙ্গনে চাঁদোয়া খাটানো, মাঝে মাঝে দেওয়ালে বাতি জলিতেছে—অনেকগুলি লোক শতরঞ্জের উপর বসিয়া আছে। বারান্দায় পুরোহিত, টোপরধারী বর ও লালচেলি-মণ্ডিত কন্যাকে উভয় পার্শ্বে লইয়া বসিয়া আছেন, কন্যাকর্ত্তাকে মন্ত্র বলাইতেছেন,—"বর্ণ—এনাং কন্যাং—"

মুখোপাধ্যায় ঝড়ের মত অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া, একলম্ফে বারান্দায় উঠিলেন। পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ বন্ধ হইয়া গেল, কন্যাকর্ত্তার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, উঠান শুদ্ধ লোক শঙ্কিত হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

মুখোপাধ্যায় ভগ্ন-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "জগদীশ !—এ কি ?"

জগদীশ সভয়ে আগন্তুকের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

মুখোপাধ্যায় নিজ যজ্ঞোপবীতের দুই স্থান দুই হস্তে জড়াইতে জড়াইতে কম্পিত উচ্চকণ্ঠে কহিলেন,—"ব্রাহ্মণকে কথা দিয়ে, শেষে সত্যভঙ্গ ?—উচ্ছন্ন যাও—উচ্ছন্ন যাও—উচ্ছন্ন যাও। আমি যদি ব্রাহ্মণবংশে জন্মে থাকি, তবে এই অভিসম্পাত দিচ্ছি—বছর পোয়াবে না—তোমার মেয়ে বিধবা হয়ে যাবে।"—সঙ্গে সঙ্গে বিপুল বলে স্বীয় যজ্ঞোপবীত দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলেন।

কাঁপিতে কাঁপিতে, মুখে শুধু একটা 'হা হা হা হা' শব্দ করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া ছিন্নতরুর ন্যায় সেই স্থানেই তিনি ধরাশায়ী হইলেন। তাঁহার পা লাগিয়া ঘৃতদীপ দূরে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়া নিবিয়া গেল।

সতীশ দত্ত উঠানে দাঁড়াইয়া ছিল। সে-ই তিন জন লোকের সাহায্যে মুখোপাধ্যায়কে উঠাইয়া, নিজ-গৃহে লইয়া গিয়া তাঁহার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

নানা কথা।

জগদীশ যখন যুবক রাজকুমারের সহিত নিজ কন্যা প্রভাবতীর বিবাহ দিতে সম্মত হইয়াছিলেন, তখন ইহা অবশ্যই বুঝিয়াছিলেন যে, কাযটা ভাল হইতেছে না, কথা দিয়া কথার খেলাপ করা হইতেছে, গিরিশ মুখোপাধ্যায় ইহাতে বিরক্ত হইবেন। কিন্তু গিরিশ যে বিবাহভঙ্গটা এরূপ মর্ম্মান্তিকভাবে গ্রহণ করিবেন, তাহা জগদীশ স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তিনি মনে করিতেন, বিবাহের পর আবার যখন গিরিশের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে, তখন তাঁহাকে তিনি বলিবেন—"কি করি, বাড়ীর কারও মত হ'ল না, বিশেষ উপযুক্ত

…, তার কথা ত ঠেলতে পারি নে ; তা হোক, …ভা রূপে গুণে কোনও অংশেই তোমার যোগ্য ছিল …। তোমার পাত্রীর ভাবনা কি ? প্রভার চেয়েও …শ ভাগর একটি মেয়ে তোমার জন্যে আমি সন্ধান ক'রে দিচ্ছি দাঁড়াও।"

ভাবিয়াছিলেন এইরূপ কিঞ্চিৎ সবিনয় ভণিতা করিলেই মিটমাট হইয়া যাইবে। উভয় পক্ষের আশীর্ব্বাদ প্রভৃতি হইয়া গিয়াও ত কত লোকের বিবাহ ভাঙ্গিয়া যায়, কে আর বিবাহসভায় আসিয়া পৈতা ছিঁড়িয়া অভিশাপ দিয়া দড়াম্ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে!

ঘটনাটা যখন এইরূপ ঘটিয়া গেল, তখন জগদীশের বিলক্ষণ দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইল। প্রথমতঃ ঐ ব্রহ্মশাপ, অবশ্য কলির ব্রাহ্মণের আর সে তেজ নাই, আশীর্ব্বাদেও কেহ রাজা হয় না, অভিশাপেও কেহ উচ্ছন্ন যায় না, তথাপি একটা বীভৎস কাণ্ড নিতান্তই অপ্রীতিকর। তাঁহার মনের মধ্যে অপ্রীতির সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কার ছায়াও যে না পড়িল, এমন নহে। দ্বিতীয়তঃ, জগদীশ খাতক, গিরিশ মহাজন। অনেকগুলি টাকা দেনা, সুদে আসলে যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহার জন্য গিরিশ যদি আদালত করেন, জগদীশের ভিটা-মাটী বিক্রয় হইয়া যাইবে। ব্রহ্মশাপের অপেক্ষা এই ভাবনাটাই তাঁহার মনে প্রবলতর হইয়া দাঁড়াইল।

সে রাত্রে বিবাহের অনুষ্ঠানগুলি ত কোনও ক্রমে সম্পন্ন হইয়া গেল। রাত্রি দুইটার সময় সংবাদ আসিল, গিরিশ মুখোপাধ্যায়ের জ্ঞান হইয়াছে, সতীশ দত্তের বাড়ী হইতে পাল্কী করিয়া তাঁহাকে নিজবাড়ীতে লইয়া যাওয়া হইতেছে।

পরদিন কুশণ্ডিকা এবং তৎপরদিন ফুলশয্যা হইয়া গেল। শুনা গেল, গিরিশ মুখোপাধ্যায় এখনও শয্যাশায়ী, ডাক্তার তাঁহার চিকিৎসা করিতেছে।

রাজকুমার ও হরিপদ কলিকাতা চলিয়া গেল। ইহার দুই এক দিন পরেই শুনা গেল, ডাক্তার বলিয়াছে, ঠাণ্ডা দেশে গিয়া গিরিশের বায়ুপরিবর্ত্তন আবশ্যক। তাঁহাকে দার্জ্জিলিঙে পাঠাইবার ব্যবস্থা হইতেছে।

গিরিশ মুখোপাধ্যায় দার্জ্জিলিঙ চলিয়া গেলে জগদীশের দুর্ভাবনা কতকটা দূর হইল। শুনিলেন, সেখানে তাঁহার মাসখানেক থাকিবার কথা, সতীশ দত্ত সঙ্গে গিয়াছে, পাচক ব্রাহ্মণ ও ভৃত্য গিয়াছে, বাড়ীতে কেবল গিরিশের পিসীমা ও চাকর-চাকরাণীরা আছে। গিরিশ কি বাস্তবিকই একমাস পরেই ফিরিয়া আসিবে? যদি স্থানটা ভাল লাগে, স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়—হইবেই ত,—একমাসের স্থানে দুইমাস হইয়া যাওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। তত দিন রাগটা আর সেরূপ তীব্র থাকিবে না; কথায় বলে, ব্রাহ্মণের রাগ খড়ের আগুন, দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, দেখিতে দেখিতে নিবিয়া যায়। জগদীশ নিজ বহির্ব্বাটীতে ভাঙ্গা তক্তপোষখানির উপর বসিয়া হুঁকা হাতে করিয়া এইরূপ চিন্তা করেন, চিন্তা করিতে করিতে কলিকার আগুন নিবিয়া যায়, তখন তিনি আগুনের জন্য বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া রান্নাঘরের বাহিরে বসিয়া গৃহিণীর কাছে উমেদার হন।

সপ্তাহখানেক পরে হরিপদ কলিকাতা হইতে পত্র লিখিল,—"বাবা, আগামী শনিবারে কলেজ হইয়া আমাদের গ্রীষ্মের ছুটী আরম্ভ হইবে। ঐ দিন অপরাহ্নের গাড়ীতে আমি বাটী যাইব। রাজকুমার ভায়াকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইব কি? আমার নিকট উভয়ের গাড়ী ভাড়ার মত টাকা আছে।"

পত্র পাইয়া জগদীশ গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করিলেন। গৃহিণী বলিলেন,—"প্রথমবার জামাইকে সঙ্গে করেই ত আনতে হয়। হরি এবার নিয়ে আসুক।"

পর শনিবারে হরিপদ, রাজকুমারকে সঙ্গে লইয়া বাড়ী আসিল। নূতন জামাইকে লইয়া যে পরিমাণ আনন্দোৎসব বাঙ্গালী গৃহস্থ ঘরে সচরাচর হইয়া থাকে, এ ক্ষেত্রে সেরূপ কিছুই হইল না। গরীব শ্বশুর, ধুমধাম করিবার সাধ্য নাই। রবিবার দিন বিকালে পাড়ার যুবকেরা আসিয়া খাওয়াইবার জন্য রাজকুমারকে ধরিয়াছিল; কিন্তু রাজকুমার সে বিষয়ে বড় একটা উচ্চবাচ্য করিল না। গরীব জামাই, কোথায় পাইবে?

সোমবার দিন প্রাতে উঠিয়া মুখহাত ধুইয়া, জলযোগ করিয়া, নূতন জামাই পদব্রজে মগরা ষ্টেশনে গিয়া কলিকাতার ট্রেণ ধরিল। হরিপদ বলিয়া দিল, "ভাই, এ দেড়মাস ছুটীতে পাঁড়াগাঁয়ে ব'সে ব'সে প্রাণ হাঁফিয়ে উঠবে। শনিবার দিন বিকালের গাড়ীতে আবার এস—আমি ষ্টেশনে তোমায় নিতে আসব।"—অধিক পীড়াপীড়ি করিতে হইল না, রাজকুমার সম্মত হইল।

প্রতি শনিবারেই বিকালের গাড়ীতে রাজকুমার আসে—সোমবার প্রাতে ফিরিয়া যায়। পাড়ার দিদিমা ঠাকুমাগণ, "বর" লইয়া প্রভাকে নানাবিধ

হাসি-তামাসা করেন, সে সব শুনিয়া প্রভার চক্ষু দুইটি অবনত হয়, তাহার গণ্ডস্থল লজ্জায় রক্তিমাভা ধারণ করে। সখীগণের সহিত নির্জ্জনে তাহার সাক্ষাৎ হইলে, চাপা হাসি এবং চুপি চুপি কথার সুখস্রোত বহিতে থাকে। এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

রাজকুমারের সমস্যা।

শ্রাবণ মাস। রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে। বাহিরে অনবরত টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকিতেছে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। পটলডাঙ্গায় একটি ছাত্রাবাসের ত্রিতলে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে, কাঠের দেড়কোর উপর মাটীর প্রদীপ মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে—খোলা জানালা দিয়া হাওয়া আসিয়া মাঝে মাঝে তাহার ক্ষুদ্র ক্ষীণ শিখাটিকে কাঁপাইয়া দিতেছে।

এই কক্ষের মেঝের উপর দুই দিকে দুইটি সীট, মাদুর পাতা রহিয়াছে, তোষক, বালিশ প্রভৃতি শিরোভাগে গুটানো একটি সীটে আমাদের নব-বিবাহিত রাজকুমার গালে হাত দিয়া, উর্দ্ধমুখে বসিয়া ভাবিতেছে। মাদুরের উপর দুই তিনখানি পুস্তক ছড়ান রহিয়াছে, কিন্তু পড়ে কে? তাহার শ্যালক হরিপদ অপর সীটের অধিকারী, কিন্তু সে এখন বাসায় নাই, ছেলে পড়াইতে গিয়াছে। সুতরাং রাজকুমার একা। এই মেঘাচ্ছন্ন সন্ধ্যায়, এই নবীন বয়সে, কিসের এত ভাবনা তাহার?

ঘরের কুলঙ্গীতে একটি বর্ম্মা টাইম-পীস টিক টিক করিতেছিল। রাজকুমার মাঝে মাঝে সেই ঘড়িটির পানে চাহিতেছে—আর মাঝে মাঝে শয্যাতল হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া প্রদীপের আলোকে ধরিয়া নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতেছে।

না, তাহা নয়। এই চিঠিখানি রঙিন কাগজে লেখা নয়—"যাও পাখী" অথবা "শিশিরে কি ফুটে ফুল" জাতীয় কোনও সচিত্র কবিতা ইহার শিরোভাগে মুদ্রিত নাই। পত্রখানি ইংরাজিতে লেখা, আকার-প্রকার সরকারী চিঠির মত।

সন্ধ্যা সাতটা হইতে সাড়ে আটটা অবধি হরিপদকে ছেলে পড়াইতে হয়। পৌনে নয়টার সময় সে বাসায় ফিরিয়া আসে। নয়টার সময় আহার করিয়া রাত্রি বারোটা অবধি পড়ে। আবার ভোরে উঠিয়া ছয়টা হইতে সাতটা অবধি নিজ পাঠ্য পড়িয়া, দুই ঘণ্টার জন্ম প্রাইভেট টিউশন করিতে বাহির হয়। এইরূপে হরিপদ'র দিন কাটে।

ঘড়িতে ক্রমে সাড়ে আটটা হইল। এইবার হরিপদ আসিবে, আর বিলম্ব নাই।

যথাসময়ে সিঁড়ির উপর দিয়া তাহার শ্রান্ত পদশব্দ উপরে উঠিতে লাগিল। ভিজা ছাতা ও কাদা-মাখা জুতাজোড়াটি খুলিয়া দরজার বাহিরে রাখিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া সে বলিল,—"কি হে,একলাটি ব'সে যে!" বলিয়া নিজ চাদর ও কামিজ খুলিয়া দড়ির আলনায় রাখিল। চটিজুতা পায়ে দিয়া বাহির হইয়া, "ঝি,ও ঝি, এক ঘটি জল নিয়ে এস ত"—বলিয়া একটি বৃহৎ ভোঁতা ছুরি বাহির করিয়া জুতার কাদা চাঁচিতে বসিয়া গেল। এই একটি জোড়া মাত্র সম্বল, ইহাই পায়ে দিয়া কল্য প্রাতে আবার তাহাকে ছেলে পড়াইতে যাইতে হইবে।

জুতার কাদা ছাড়াইতে ছাড়াইতে হরিপদ ভগিনীপতির পানে চাহিতে লাগিল। তাহার ভাবভঙ্গি দেখিয়া বলিল,—"রাজু, অমন ক'রে ব'সে রয়েছ কেন? কি হয়েছে?"

রাজকুমার বলিল—"এস, দাদা। একটা মহা সমস্যায় প'ড়ে গেছি ভাই।"

কি সমস্যা, হরিপদ কিছুই স্থির করিতে পারিল না। জুতা সাফ মুলতুবি রাখিয়া, হাত ধুইয়া, ভগিনীপতির কাছে আসিয়া বলিল,—"কি ভাই?"

রাজকুমার বলিল,—"গোড়া থেকেই বলি তা হ'লে। মাস দুই হল, অর্থাৎ বিয়ের দিন পনের পরেই, কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখেছিলাম যে, চন্দ্রগড় রাজার ষ্টেটে ইংরেজি সেরেস্তার জন্যে এক জন হেডক্লার্ক আবশ্যক। সেই বিজ্ঞাপন দেখে, কাউকে কিছু না ব'লে কয়ে, এক দরখাস্ত ঝেড়ে দিয়েছিলাম। তার পর"—

হরিপদ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল,—"দরখাস্ত মঞ্জুর?"

রাজকুমার বলিল,—"হ্যাঁ। শোন না বলি।"

হরিপদ অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"মাইনে কত?"

"ত্রিশ টাকা।"

"হেডক্লার্কের মাইনে ত্রিশ টাকা? ইস্—মস্ত

আপিস যে !"—বলিয়া হরিপদ তাহার ওষ্ঠযুগল ব্যঙ্গভরে কয়েক মুহূর্ত্ত আকুঞ্চিত করিয়া রহিল।

রাজকুমার বলিল—"মাইনেতে কি যায় আসে? অনেক সুবিধা আছে।"

হরিপদ বলিল,—"কি রকম? টু পাইস্ হাব্ নাকি? শেষে তুমিও—"

রাজকুমার বলিল,—"না হে না, 'উপরি পাওনা' নয়। বাংলো দেবে থাকতে—বাসা ভাড়া লাগবে না। তা ছাড়া রোজ রাজবাড়ী থেকে সিধে আসবে; খাই-খরচাও লাগবে না।"

হরিপদ বলিল,—"সত্যি নাকি? কৈ, চিঠি কৈ, দেখি?"

তোষকের নিম্ন হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া রাজকুমার শশাঙ্কের হস্তে দিল। তাহাতে লেখা আছে বটে, বেতন ৩০৲, বাংলো এবং সিধা রাজসরকার হইতে দেওয়া হইবে। পড়িয়া হরিপদ জিজ্ঞাসা করিল,—"আচ্ছা, কি সিধা দেয় ভাই? জান?"

রাজকুমার বলিল,—"ওরা কি দেয়, তা জানিনে। আমাদের আপিসে একজন আছে, তার খুড়ো পশ্চিমে অন্য একটা রাজ এষ্টেটে চাকরি করতেন। সেখানেও সিধার নিয়ম ছিল। রোজ সকালবেলা রাজবাড়ী থেকে চাল, ডাল, ঘি, নুণ, তেল, মশলাপাতি, তরী-তরকারী, হপ্তায় একটা ক'রে পাঁঠা, মাঝে মাঝে মস্ত মস্ত রুই মাছ,—এই সব আসত। তারা সপরিবারে, মায় চাকরবাকর পর্য্যন্ত খেয়ে ফুরিয়ে উঠতে পারত না—শেষে বিলিয়ে দিত।"

মাদুর চাপড়াইয়া হরিপদ বলিয়া উঠিল,—"নাও—এ চাকরি তুমি নাও।"

রাজকুমার কিন্তু সে প্রকার উৎসাহ দেখাইল না। ধীরে ধীরে বলিল,—"তোমার মত আছে?"

"খুব আছে। তোমার মত হচ্ছে না নাকি? বলছ যে, বিষম সমস্যায় পড়েছি! সমস্যা কিসের? ভাল কথা—কোথা, চন্দ্রগড়?"

"চন্দ্রগড় হচ্ছে আরা জেলার বক্সার সাবডিভিজনে। বক্সারে নেমে পঁচিশ মাইল গোরুর গাড়ীতে যেতে হয়।"

হরিপদ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল,—"একটু—কি বলে গিয়ে—ইয়ে বটে।"

রাজকুমার বলিল,—"দূর বটে, কিন্তু তার জন্যেও আমি তত চিন্তিত নই।" (কথাগুলো যেন মেকি আওয়াজের মত শুনাইল)

হরিপদ বলিল,—"তবে?"

রাজকুমার বলিল,—"যা আমরা মতলব করেছিলাম, তা যে সব ওলট-পালট হয়ে যায়। সেখানে চাকরি নিলে বি-এ এগ্জামিনও দিতে পারব না, আইনও পাস করতে পারব না। কেরাণীগিরি করেই চিরজীবন কেটে যাবে।"

হরিপদ একটু ভাবিল। শেষে বলিল,—"হ্যাঁ—সে একটা কথা বটে।"

রাজকুমার যেন একটু উৎসাহ পাইয়া বলিতে লাগিল,—"আপাততঃ অবশ্য লাভজনকই মনে হচ্ছে।—এই মেসের বাসায় আধখানা ঘরে ছেঁড়া মাদুরে প'ড়ে আছি,—সেখানে একটা বাংলো পাব, তার জন্যে সিকি পয়সা ভাড়া দিতে হবে না; খাইখরচ লাগবে না, উপরন্তু মাসে মাসে ত্রিশটে ক'রে টাকা। কিন্তু আখেরটা ত ভাবতে হবে ভাই! কেরাণীগিরি ক'রে কে কবে বড় মানুষ হয়েছে?"

হরিপদ বলিল,—"কিন্তু চিরদিনই যে তুমি সেখানে কেরাণী হয়ে থেকে যাবে, এমন ত কিছু কথা নেই; নেটিব ষ্টেটে অল্প মাইনেয় ঢুকে কত বাঙ্গালী শেষে বড় পদ পেয়ে গেছে—দেওয়ান, মন্ত্রী,—এ সব হয়েছে।"

রাজকুমার বলিল,—"সে কি আর সকলের ভাগ্যে হয়? উন্নতি ত চুলোয় যাক্, রীতিমত খোসামোদ না করতে পারলে চাকরি টেঁকাই দায়। রাজার নাপিত বেটাকে পর্য্যন্ত খোসামোদ করতে হয়—নইলে তিনি রাজাকে কামাতে গিয়ে তাঁর কানে ফিস্ ফিস্ ক'রে রোজ তোমার পাঁচটা নিন্দেবান্দা ক'রে আসবেন। ভয়ানক ক্লিক্ হে ও সব দেশে—মাইকেলের সেই ব্যাপার শুনেছ ত?"

হরিপদ জিজ্ঞাসা করিল,—"মাইকেলের কি ব্যাপার?'

রাজকুমার বলিল,—"মাইকেল মধুসূদন দত্ত কিছুদিন পঞ্চকোটের রাজার ম্যানেজার হয়েছিলেন জান ত? সেই যে 'পঞ্চকোটস্থ রাজশ্রী' ব'লে কবিতা-টবিতা লিখেছিলেন। তাঁর ম্যানেজারি চাকরি কেন গেল, তা জান?"

"না, তা ত জানিনে।"

"কোত্থেকে জানবে! 'কোনও জীবন-চরিতে এ

কৃপা নেই। সে ভারি মজার কথা। মাইকেল ত সেখানে গিয়ে ম্যানেজার হলেন। গিয়ে দেখলেন, আমলাদের মধ্যে ঘুস্ টুস্ খুব চলে, যে যত পারে, দুহাতে চুরি করে, ইত্যাদি—যেমন হয়ে থাকে। তিনি গিয়ে সব বন্ধ ক'রে দিলেন। আমলারা দেখলে, এ ত ভারি মুস্কিল—কোথা থেকে এ আপদ এসে যুটলো! তারা ষড়যন্ত্র করতে লাগলো—কিসে মাইকেলকে তাড়াতে পারে। পরামর্শ ক'রে তারা স্থির করলে, রাজা মাইকেলকে ভালবাসেন—এমন উপায় করতে হবে যে, মাইকেল রাজার বিষ-নয়নে প'ড়ে যায়। কিছু দিন গেল, তারা খালি সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে। একদিন রাজা একজন বড় আমলাকে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি হে,তোমাদের নতুন ম্যানেজার সাহেবকে কেমন দেখছ?'---সে ব্যক্তি মুখটা কাঁচু মাচু ক'রে বল্লে,—'হুজুর, আর ত সব বিষয়ে ভালই দেখি—কেবল ওঁর একটা কথার জন্যে আমাদের ভারি আশ্চর্য্য বোধ হয়।—শুধু আশ্চর্য্য নয় রাগও হয়, দুঃখও হয়।' রাজা শুনে বল্লেন—'কি রকম?'—আমলা বল্লে—'হুজুর, বলব কি দুঃখের কথা, ম্যানেজার সাহেব বলেন যে, হুজুরের গায়ে নাকি ভারি দুর্গন্ধ।' রাজা বল্লেন—'দুর্গন্ধ! —আমার গায়ে দুর্গন্ধ! কিসের দুর্গন্ধ?'—আমলা বল্লে —'তা ত জানিনে হুজুর, সে ম্যানেজার সাহেবই বলতে পারেন। আমরা ত যখনই হুজুরের কাছে আসি, তখন দুর্গন্ধ ত দূরের কথা, একটা রীতিমত খোসবয় পাই —প্রায় অনেকটা পদ্মফুলের গন্ধের মত। রাজ-শরীর, হবে না? ম্যানেজার সাহেব যে কোথা থেকে দুর্গন্ধ পান, তা উনিই জানেন।'—রাজা বল্লেন—'সত্যি ম্যানেজার বলেছে এ কথা?' আমলা বল্লে,—'হুজুর, যে কর্ম্মচারীকে খুসী ডাকিয়ে জিজ্ঞাসা করুন। উনি সবাইকের সামনে বলেছেন। আর এত সাক্ষী-সাবুদেরই বা দরকার কি? ম্যানেজার সাহেব যখন হুজুরের কাছে আসবেন, তখন দেখবেন, তিনি যতক্ষণ হুজুরের সামনে থাকেন, নিজের নাক রুমাল দিয়ে বন্ধ ক'রে রাখেন।"

হরিপদ বলিল,—"তাই না কি?"

রাজকুমার বলিল—"কতকটা তাই বটে। এখন আসল কথাটা এই—মাইকেল হড্ড মদ খেতেন কি না —পাছে তাঁর মুখ থেকে রাজা মদের গন্ধ পান, তাই রাজার সঙ্গে কথা কইবার সময় মুখ মোছবার ছলে রুমালখানা নিয়ে তিনি মুখের উপর, নাকের উপর ধ'রে থাকতেন। আমলারা এটা লক্ষ্য করেছিল,—এই সুযোগে সেটা কাযে লাগিয়ে দিলে। পরের বার মাইকেল যখন রাজার সামনে এলেন, রাজা দেখলেন, সত্যিই ত। আমলা যা বলেছিল, সবই বিশ্বাস ক'রে নিলেন। তখন থেকেই রাজার সঙ্গে মাইকেলের খিটিমিটি বাধলো। ক্রমে তিনি চাকরি ছেড়ে দিয়ে চ'লে এলেন।"*

এমন সময় ঝি আসিয়া সংবাদ দিল, আহারের স্থান হইয়াছে।

আহারান্তে দুই বন্ধু আসিয়া আবার এই প্রসঙ্গের আলোচনা আরম্ভ করিল; কিন্তু কোন মীমাংসাই হইল না। চাকরি গ্রহণ করিতে ভগিনীপতির অনিচ্ছা দেখিয়া অবশেষে হরিপদ বলিল—"কা'ল ত শনিবার, চল বাড়ী যাওয়া যাক, বাবার সঙ্গে পরামর্শ করা যাক, দেখি, তিনি কি বলেন।"

"সেই বেশ কথা"—বলিয়া রাজকুমার শয়নের উদ্যোগ করিল; হরিপদ নিজ সীটে গিয়া প্রদীপটি জ্বালিয়া পড়িবার বহি খুলিয়া বসিল।

রাজকুমার শয়ন করিল বটে, কিন্তু কিছুতেই তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল না। চক্ষু বুজিয়া এক পাশে ফিরিয়া সে পড়িয়া রহিল। বাহিরে মাঝে মাঝে বৃষ্টি চাপিয়া আসিতেছে, আবার ছাড়িয়া যাইতেছে। কালিদাস বলিয়াছেন, এমন দিনে—

ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথা বৃত্তিচেতঃ

কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনিজনে কিং পুনর্দূরসংস্থে।

—রাজকুমারের কেবলই মনে হইতে লাগিল,—"এ চাকরি নিয়ে যদি দূরদেশে চ'লে যাই, তবে এখন অন্ততঃ একবৎসরকাল তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হবে না। এক বৎসর পরে যদিও বা ছুটী নিয়ে আসি,—আবার দিন কতক পরে সেখানে চ'লে যেতে হবে। প্রভাকে সেখানে কোনও দিন যে নিয়ে গিয়ে কাছে রাখব, সে উপায়ও দেখছিনে। মা নেই, মাসী নেই, পিসী নেই—বিনা অভিভাবকে সেই দূরদেশে কি ক'রে তাকে একা রাখব? এখন তবু, প্রতি শনিবার না হোক, এক শনিবার অন্তর শ্বশুরবাড়ী যাচ্ছি। দেখা-সাক্ষাৎ হচ্ছে।

* উপরে লিখিত কাহিনীটি আমি এক বৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছিলাম। যথার্থই এইরূপ কি না, তাহা অঙ্গীকার করিতে আমি অসমর্থ।—লেখক।

না না—কলিকাতা ছেড়ে যাওয়াতে কোনই সুবিধে নেই আমার।"

পরদিন প্রাতে নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই রাজকুমার হৃদয়ে একটা আনন্দ-চাঞ্চল্য অনুভব করিল, মনে হইল, আজ দেখা হইবে। বিছানায় পড়িয়া অর্দ্ধ-মুদ্রিত নেত্রে সে এই মানসাঙ্কটি কষিয়া ফেলিল,—এখন প্রায় ছটা। ছটা থেকে ছটা বারো ঘণ্টা; রাত্রি দশটা—আর চার ঘণ্টা; বারো আর চারে ষোল ঘণ্টা; ষোল ইন্টু ষাট—ছ-ষোলং ছিয়ানব্বই—নশো ষাট মিনিট।"—সাধারণতঃ লোকের একটা ধারণা আছে যে, নব-প্রণয়ীরা কবিত্বশক্তি-সম্পন্ন হইয়া উঠে;—তাও সত্য বটে, কিন্তু মানসাঙ্কে তাহারা যথেষ্ট উন্নতিলাভ করে।

আহারান্তে রাজকুমার আপিসে গেল। কিন্তু মনিবের কায সে দিন বড় অগ্রসর হইল না। ঘড়ির পানে চাহিতে চাহিতে, মানসাঙ্ক কষিতে কষিতে ক্রমে দুইটা বাজিল। শনিবারে আপিসগুলি দুইটার সময়ই বন্ধ হইবার কথা বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ কোন আপিসেই প্রায় তাহা হয় না; সাহেব উঠিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত, কেরাণীদের আটক থাকিতে হয়। আজ দুইটা বাজিবা-মাত্র রাজকুমার তাই হেডক্লার্ক বাবুর নিকট গিয়া শঙ্কিত কম্পিত স্বরে বলিল,—"আজ আমার একটু কায আছে, একটু সকালে সকালে যেতে চাই।"—কথাগুলি বলিতে রাজকুমারের মুখখানি রাঙা হইয়া উঠিল।

হেডক্লার্ক বাবু জানিতেন, রাজকুমার নব-বিবাহিত এবং প্রায় শনিবারেই শ্বশুরবাড়ী যায়। তিনি প্রৌঢ়-বয়স্ক হইলেও অল্পবয়স্কগণের সহিত হাস্য-পরিহাস করিয়া থাকেন, তাঁহার স্বভাবই এইরূপ। রাজকুমারের মুখের পানে চাহিয়া, কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সহিত তিনি বলিলেন—"কেন? দরকারটা কি?"

রাজকুমার আরও রাঙা হইয়া উঠিল। গলা ঝাড়িয়া বলিল,—"আজ্ঞে, সাড়ে তিনটের গাড়ীতে"—বলিয়া থামিয়া গেল, আর কথা বাহির হইল না।"

হেডক্লার্ক বাবু বলিলেন,—"সাড়ে তিনটের গাড়ীতে কোথাও যাবে বুঝি? তা, এখন ত মোটে দুটো। এখান থেকে তিনটের সময় বেরুলেই অনায়াসে হাওড়ায় ট্রেণ ধরতে পারবে।"

নিকটে একজন বসিয়া কায করিতেছিল,সে বলিল, —"কি বলছেন বড়বাবু আপনি!—বেচারি এখন বাসায় যাবে, মুখে সাবান ঘষবে পনেরো মিনিট, চুল ফিরাবে দশ মিনিট, কাপড় ছাড়বে—তবে ত যাবে। সেই কোন্ মান্ধাতার আমলে আপনারা বিয়ে করেছিলেন—আপনারা এ সবের কি বুঝবেন বলুন! তখন বোধ হয়, এ সব রেওয়াজই হয়নি!"

হেডক্লার্ক বাবু বলিলেন,—"রাজকুমার, তুমি শ্বশুরবাড়ী যাবে বুঝি?—তাই বল!"—সেই বাবুর প্রতি ফিরিয়া বলিলেন,—"কেন,মান্ধাতার আমলে কি লোকে শ্বশুরবাড়ী যেত না? প্রাণে তাদের সখ ছিল না? খুব ছিল হে, খুব ছিল। আমরাও শনিবারে শ্বশুর-বাড়ী যেতাম। তখন যে গানই ছিল ঐ নিয়ে। তোমা-দের আমলে সে গান তোমরা বোধ হয় শোন নি?"

বাবুটি বলিলেন,—"কি গান বড়বাবু? বলুন না শুনি।"

বড়বাবু সহাস্যে গুণ গুণ করিয়া ধরিলেন,—

"কবে হবে নানানানার সুখ-শনিবার,
বহু দিনে নানানানা আসিবেন আবার?"

বাবুটি হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নানানানা কি বড়বাবু?"

বড়বাবু বলিলেন,—"পয়ে রফলা আকার, মূর্দ্ধণ্য ণ, দন্ত্য ন'য়ে আকার, থ। সেকালে ঐ বলত কি না—আজকালই ওটা অশ্লীল হয়ে গেছে।" বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন। আশেপাশে যাহারা বসিয়াছিল, সকলেই সে হাস্যে যোগ দিল।

রাজকুমার ছুটী পাইল।

ট্রেণে উঠিয়া হরিপদ জানালার কাছে বসিয়াছিল, রাজকুমার তাহার পাশে। হুগলী ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিলে হরিপদ বলিয়া উঠিল—"ওহে—ওহে—ওস্মান।"

রাজকুমার, গিরিশ মুখোপাধ্যায়ঘটিত সমস্ত কথাই শুনিয়াছিল—পরিহাসচ্ছলে সেই তাঁহার "ওসমান" ও নিজের "জগৎসিংহ" নামকরণ করিয়া-ছিল। সেও জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল, গিরিশ মুখোপাধ্যায় থালি গাড়ী খুঁজিয়া খুঁজিয়া হন্ হন্ করিয়া প্ল্যাটফর্ম্মের উপর দিয়া চলিয়াছেন। বলিল, —"ওস্মান দার্জ্জিলিঙ থেকে ফিরেছে দেখ্ছি।"

মগরা ষ্টেশনে পৌঁছিয়া উভয়ে দেখিল, সতীশ দত্ত প্ল্যাটফর্ম্মে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে। গিরিশ মুখোপাধ্যায় নামিতেই সতীশ তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল।

জগদীশ বলিলেন,—"শুন্‌বে কি ?"

"চেষ্টা ক'রে দেখুন ! না হয়, বলেন ত আমিও বলব। কিংবা সে সময় নিজে আমি সেখানে উপস্থিত থাকব।"

জগদীশ কতকটা আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন,—"হ্যাঁ ভাই। এইটুকু তুমি আমার জন্যে কর। কখন্ যাই বল দেখি ? আজ ওবেলা যাব ?"

সতীশ ভাবিয়া বলিল, "ওবেলা কখন্ ? বিকেল ? বিকেলে বোধ হয় তেমন সুবিধে হবে না, লোকজন প্রায়ই থাকে কি না। তার চেয়ে বরঞ্চ সন্ধ্যার পর—এই সাড়ে সাতটা কি আটটার সময় যাবেন।"

"তুমি কখন্ যাবে ভায়া ? তুমি আগে থাকতে গিয়ে একটু ব'লে কয়ে রাখলেই কি ভাল হয় না ?"

"হ্যাঁ, আমি ত যাবই, সন্ধ্যাবেলা ঐখানেই আমার নেমন্তন্ন আছে কি না। আমি বিকেলবেলাই যাব। আচ্ছা, আমি ভাল ক'রে একটু গড়ে পিটে রাখব।"

"আচ্ছা বেশ। সেই পরামর্শই রইল। জলটা ধরেছে। এখন আমি তবে উঠি ভাই।"

সতীশ বলিল,—"উঠবেন ? আচ্ছা, নমস্কার বাঁড়ুয্যে মশাই।"

বন্দ্যোপাধ্যায় তখন মৎস্য ও তরী-তরকারীর পুটুলিটি তুলিয়া লইয়া, কোনও ক্রমে গৃহে গিয়া পৌঁছিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ

সতীশের দৌত্য।

দ্বিপ্রহর হইতে বৃষ্টিটা বন্ধ হইয়াছিল, বেলা সাড়ে চারিটা হইতে আকাশে আবার মেঘ-বাহুল্য দৃষ্ট হইতে লাগিল। আকাশের অবস্থা দেখিয়া, সতীশ দত্ত কাঁধে একখানা চাদর ফেলিয়া, ছাতাহস্তে তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া পড়িল।

গিরিশ মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে পৌঁছিয়া দেখিল, বৈঠকখানায় তাকিয়া হেলান দিয়া তিনি একাকী বসিয়া আছেন। তাঁহার নগ্ন কালো দেহখানি ঘর্ম্ম-সিক্ত, একটা হাতে পাখা লইয়া নিজেকে বাতাস করিতেছেন। সতীশকে দেখিয়া বলিলেন,—"কি হে—এস। ব'স।"

সতীশ বসিয়া বলিল,—"উঃ—কি গুমট্ ! বাতাস মাত্র নেই। প্রাণ যায়। দাদা, এক গ্লাস জল আনতে বলুন না।"

গিরিশ বলিলেন,—"ব'স, ঠাণ্ডা হও। এখনি জলটা খেও না, এতখানি পথ হেঁটে এলে কি না !"

সতীশ পাখার জন্য ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিল, কোথাও দেখিতে পাইল না। একখানা ডাক মোড়াই করা 'বঙ্গবাসী' পড়িয়া ছিল, সেখানা তুলিয়া লইয়া বলিল,—"এখানা এখনও যে খোলেনও নি।" বলিয়া সেখানি মোড়ক ছিঁড়িয়া, ভাঁজ খুলিয়া তদ্দ্বারা নিজেকে বাতাস করিতে লাগিল।

মিনিটখানেক পরে গিরিশ হাঁকিলেন,—"কেষ্টা, ও কেষ্টা—এ দিকে আয়।"

ভৃত্য কেষ্টা আসিয়া দাঁড়াইলে, বলিলেন—"যা, বাড়ীর ভেতর থেকে এক গেলাস জল আর রেকাবী ক'রে কিছু জলখাবার নিয়ে আয় বাবুর জন্যে।"

জলখাবার আসিয়া পৌঁছিবার পূর্ব্বেই বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়িতে লাগিল। পশ্চাতের খোলা জানালা দিয়া শীতল বায়ুর প্রখর প্রবাহ বহিতে লাগিল।

"আঃ, প্রাণটা বাঁচলো"—বলিয়া গিরিশ মুখোপাধ্যায় হাতপাখা ফেলিয়া দিলেন। সতীশও 'বঙ্গবাসী'খানা মুড়িয়া গুটাইয়া গিরিশের তাকিয়ার নিয়ে চাপিয়া রাখিল।

একটা রেকাবী করিয়া কয়েক টুকরা আম, পাঁচ ছয় কোয়া কাঁঠাল এবং দুইটি কাঁচাগোল্লা আনিয়া কেষ্টা সতীশের সম্মুখে রাখিল। সতীশ প্রথমেই জলের গেলাসটা লইয়া এক নিশ্বাসে তাহা নিঃশেষ করিয়া বলিল,—"আর এক গেলাস এনে দে বাবা, কেষ্ট।"

গেলাস দিয়া সতীশ জলযোগে মনোনিবেশ করিল। আম্র ভক্ষণ করিতে করিতে বলিল,—"খাসা মিষ্টি আম ত দাদা, হুগলী থেকে এনেছেন বুঝি ! বোম্বাই ?"

"না—ওগুলো মালদহ। বোম্বাই শেষ হয়ে গেছে।"

জলযোগান্তে সতীশ বলিল,—"জানালাটা বন্ধ ক'রে দিই, জলের ছাট আসছে।"

গিরিশ বলিল,—"না হে, খাসা কদমফুলের গন্ধটি আসছে; বন্ধ কোরো না।"

সতীশ জানালার দিকে চাহিয়া দেখিল, অদূরে একটি কদম্ব-তরুর শাখাগুলি জলে বাতাসে নৃত্য

তেছে। বলিল,—"ঠিক বলেছেন। ভিজে ভিজে টি বড় মোলায়েম হয়ে আসছে। একটা শ্লোক প'ড়ে গেল।"

"কি শ্লোক, বলই না শুনি।"

সতীশ বলিল,—"শ্লোকটি হচ্ছে—

মহীমণ্ডলীমণ্ডপীভূতপাথো-
ধরারব্ধহর্ষাসু বর্ষাসু সম্ভঃ।
কদম্বে প্রসূনং প্রসূনে মরন্দো
মরন্দে মিলিন্দো মিলিন্দে মদোঽভূৎ ॥

গিরিশ বলিলেন,—"ওর অর্থ কি ?"

সতীশ বলিল,—"মহীমণ্ডলী মণ্ডপীভূত-পাথোধর অর্থাৎ মেঘটা এই পৃথিবীকে একেবারে মণ্ডপীভূত ক'রে ফলেছে, সমস্ত পৃথিবীটের উপর যেন কালো বর্ণের একটা চাঁদোয়া খাটিয়ে দিয়েছে। সুন্দর বর্ণনাটি নয় ?"

গিরিশ বলিলেন,—"চমৎকার।"

সতীশ বলিল,—"সম্ভ বর্ষারম্ভে কি দেখা যাচ্ছে ? না, কদম গাছে ফুল ফুটেছে, সে ফুলে মধু ভরে রয়েছে, স মধু ভ্রমরে পান করছে।"

গিরিশ মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—"বেশ বেশ। আরও বর্ষার শ্লোক জান না কি ?"

সতীশ বলিল,—"সংস্কৃত মহাকবিরা অনেকেই খুব সুন্দর বর্ষা বর্ণনা ক'রে গেছেন। সে সব থাক্, দুই একটা উদ্ভট বলি শুনুন। একজন বলেছেন—

ঘনতরঘনবৃন্দচ্ছাদিতে ব্যোম্নি লোকে
সবিতুরথ হিমাংশোঃ সংকথৈব ব্যরংসীৎ।
রজনিদিবসভেদং মন্দবাতাঃ শশংসুঃ
কুমুদকমলগন্ধানাহরন্তঃ ক্রমণে ॥

গিরিশ বলিলেন,—"এর মানেটি কি ?"

সতীশ বলিল,—"ব্যোম কি না আকাশ, ঘনতর ঘনবৃন্দ দ্বারা একেবারে আচ্ছাদিত। দুঘণ্টা চার ঘণ্টা নয়, দিনের পর দিন, এই রকম চলেছে। আর সে কি রকম আচ্ছাদিত ? এমন আচ্ছাদিত যে, সম্পূর্ণ অন্ধকার হয়ে গেছে, আকাশে এ সময় সূর্য্য আছেন কি চন্দ্র আছেন, তা পর্য্যন্ত বোঝবার উপায় নেই। তবে এটা দিন কি রাত্রি, তা নির্ণয় কি ক'রে হবে ? আচ্ছা বলুন দেখি, কি ক'রে হবে ? সেকালে ত ঘড়ি টড়ি ছিল না ! দিন কি রাত্রি, ও রকম অবস্থায় কি ক'রে বোঝা যাবে বলুন দেখি ?"

গিরিশ হাসিয়া বলিলেন,—"তুমিই বল।"

সতীশ বলিল,—কবিই বলে দিয়েছেন। মন্দ মন্দ বায়ু বইছে কি না, সে বায়ুতে যতক্ষণ কুমুদের গন্ধ আসছে, ততক্ষণ রাত্রি, যতক্ষণ কমলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, ততক্ষণই দিন।"

গিরিশ বলিলেন,—"হ্যাঁ, ঠিক বলেছে।"

সতীশ বলিল,—"আর, এইটুকু বলবার জন্তেই কবিকে এই অতিশয়োক্তিটি করতে হয়েছে।"

"কি অতিশয়োক্তি ?

"এই যে, দিনের পর দিন মেঘে একেবারে ত্রিভুবন অন্ধকার হয়ে রয়েছে। যতই মেঘ হোক্, দিনের বেলা কখনও গাঢ় অন্ধকার হতেই পারে না।"

গিরিশ বলিলেন,—"ও রকম অন্ধকার হ'লে মানুষের কাযকর্ম্মই বা চলে কি রকম ক'রে ?"

সতীশ হাসিয়া বলিল,—"প্রেমিক-প্রেমিকাদের পক্ষে বড় ভাল। কাযকর্ম্মের প্রতি সেকালের কবিদের ততটা লক্ষ্য ছিল না। ভর্ত্তৃহরির একটা শ্লোক আছে,—

আসারেণ ন হর্ম্ম্যতঃ প্রিয়তমৈর্যাতুং বহিঃ শক্যতে
শীতোৎকম্পনিমিত্তমায়তদৃশা গাঢ়ং সমালিঙ্গ্যতে।
জালৈঃ শীকরশীতলৈশ্চ মরুতো রত্যন্তখেদচ্ছিদো
ধন্যানাং বত দুর্দ্দিনং সুদিনতাং যাতি প্রিয়াসঙ্গমে ॥

—এমন যে দুর্দ্দিন, প্রিয়া সঙ্গে থাক্‌লে তাও সুদিন ব'লে মনে হয়।"

গিরিশ হাসিয়া বলিলেন,—"আর, প্রিয়ার বিরহে ?"

সতীশ হাসিয়া বলিল,—"তার জবাব ত সমস্ত মেঘদূত কাব্যখানাই রয়েছে।"

গিরিশ মুখোপাধ্যায় মেঘদূত পড়েন নাই, সুতরাং কথার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিলেন না। কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া সতীশ বলিল—"আর একটি সুন্দর শ্লোক আছে। একজন নায়ক, তিনি বিদেশে যাচ্ছেন। স্ত্রীর কাছে বিদায় নিতে গিয়ে বলছেন—এখন আমি চল্লাম বটে, কিন্তু বর্ষা পড়তেই আমি নিশ্চয় এসে পৌছব। অর্থাৎ বর্ষাকালে, যখন বিরহ সব চেয়ে বেশী উদ্দাম হয়, তখন কি ক'রে তুমি একাকিনী কাটাবে, এ আশঙ্কা ক'রে মনে কষ্ট পেও না, আমি যেখানেই থাকি, বর্ষা পড়তেই তোমার সঙ্গে এসে মিলিত হব—সে সময় আমি কোথাও থাকব না

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

দুঃসংবাদ।

প্রাতঃকাল হইতে ফিস্‌ফিস্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। বেলা নয়টার সময় নগ্নপদে, ছাতি মাথায় দিয়া জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায় বাজার করিয়া ফিরিতেছিলেন। তাঁহার এক হাতে অনুমান সওয়া-সের ওজনের একটি ইলিশ মাছ, অন্য হাতে গামছায় বাঁধা পাণ ও তরীতরকারী। প্রাতে গৃহিণী বলিয়াছেন,—"জামাই এসেছে, কি দিয়ে কোলে ভাত দেবো?" তাই একটি টাকা লইয়া ব্রাহ্মণ এই জলে কাদায় বাজার করিতে বাহির হইয়াছিলেন।

বাজার হাতে করিয়া জগদীশ বাড়ী আসিতেছেন। পথে ছত্রধারী বন্ধুবান্ধবের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তাহারা জিজ্ঞাসা করিতেছে,—"মাছটা কত হ'ল?" মূল্য সম্বন্ধে তাহাদের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিয়া, পা টিপিয়া টিপিয়া জগদীশ বাড়ী চলিয়াছেন। এক এক স্থানে বড়ই পিছল হইয়াছে।

সতীশ দত্তের বাড়ীর নিকট পৌঁছিতেই বৃষ্টিটা চাপিয়া আসিল। বাতাসের বেগও বাড়িল। সতীশ হুঁকা হাতে করিয়া তাহার বৈঠকখানার বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছিল, বলিয়া উঠিল—"বাঁড়ুয্যে মশাই—আসুন আসুন—ব'সে যান—জলটা ধরুক।"—জগদীশ দেখিলেন, জলের ঝাপটায় বস্ত্রাদি সমস্তই ভিজিয়া যায়, সুতরাং সতীশ দত্তের বারান্দায় উঠিয়া পড়িলেন। ছাতাটি মুড়িয়া সেটি দেওয়ালের গায়ে দাঁড় করাইয়া দিয়া বলিলেন,—"ওঃ—জোরে এল যে!"

সতীশ বলিল,—"কাপড় কি ভিজে গেছে? কাপড় ছাড়বেন?"

"না—বিশেষ ভেজেনি।"

"খাসা মাছটি কিনেছেন যে! কত হ'ল?"

"আট আনা। দশ আনা—দশ আনা—দশ আনায় কমে মাগী কিছুতেই দেবে না, শেষে অনেক মারামারি ক'রে আট আনায় হ'ল।"

"বেশ হয়েছে। তা আসুন, বৈঠকখানায় এসে বসুন। জলটা ছাড়লে যাবেন এখন। বসুন, বামুনের হুঁকোটায় আমি জল ফেরাই।"

জগদীশ বলিলেন,—"আবার ভিতরে যাব? পায়ে যে কাদা! এ জল বেশীক্ষণ থাকবে না।"

সতীশ বলিল,—"হলই বা কাদা। আমার বৈঠকখানাতেই কোন্ কার্পেট জাজিম বিছানো রয়েছে! আসুন, ভিতরে এসে বসুন। আর বলেন ত জল এনে দিই, পা ধুন।"

ছাদের নালী দিয়া প্রবলবেগে জলধারা পতিত হইতেছিল। বারান্দার প্রান্তে গিয়া সেই জলধারায় জগদীশ একে একে পা দু'খানি ধরিয়া ধুইলেন। পরে সতীশ দত্তের বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া তক্তপোষের উপর বসিলেন। সতীশ একটি কুলুঙ্গী হইতে কড়িবাঁধা ব্রাহ্মণের হুঁকাটি লইয়া জল ফিরাইবার জন্য বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

জগদীশ এ দিকে অনেক দিন সতীশের বাড়ীতে আসেন নাই। কন্যার বিবাহের পর হইতে সতীশকে পথে দেখিলে ছাতা আড়াল দিতেন, কারণ, সতীশ ইদানী গিরিশ মুখোপাধ্যায়ের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুস্বরূপ পরিগণিত, তাহা জগদীশ জানিতেন।

সতীশ হুঁকার জল ফিরাইয়া আনিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে তামাক দিল। জগদীশ তামাক খাইতে লাগিলেন। সতীশ জিজ্ঞাসা করিল,—"তার পর, জামাই বাবাজীর খবর কি?"

জগদীশ বলিলেন,—"কা'ল বিকেলের গাড়ীতে এসেছে যে। প্রায় শনিবারেই আসে।"

সতীশ বলিল—"ওঃ, বটে বটে। কা'ল আমি ষ্টেশনে গিয়েছিলাম—হরিপদ গাড়ী থেকে নামল দেখলাম। তার সঙ্গে রোগা মত লম্বা মত আর একটি ছেলে নামলো, সে-ই আপনার জামাই বুঝি?"

"সে-ই। কা'ল ষ্টেশনে গিয়েছিলে কেন?"

"কা'ল ঐ গাড়ীতে গিরিশ মুখুয্যে মশাই এলেন কি না।"

"এসেছেন? কোথেকে এলেন? দার্জ্জিলিং থেকে?"

"দার্জ্জিলিং থেকে তিন চার দিন হ'ল এসেছিলেন। এ ক'দিন হুগলীতে ছিলেন।"

হুগলীর নাম শুনিয়াই বন্দ্যোপাধ্যায়ের বুকটা ধড়াস্ ক'রে উঠ্‌ল। বলিলেন,—"হুগলীতে! হুগলীতে কি কর্‌ছিলেন?"

সতীশ দত্ত অন্য দিকে চাহিয়া নীরব রহিল, প্রশ্নটি যেন শুনিতেই পায় নাই। জগদীশ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হুগলীতে কেন হে?"

সতীশ বলিল,—"কি মোকর্দ্দমা দায়ের করবার জন্যে বুঝি।"

"কার নামে?"

আবার সতীশ না শুনিতে পাইবার ভাণ করিয়া ... দিকে চাহিয়া রহিল। জগদীশ প্রশ্নটি পুনরুক্তি ...রিলে, বলিল—"ওঃ—কার নামে জিজ্ঞাসা করছেন? ...টা ত আমি জিজ্ঞাসা করিনি।"

এ কথা শুনিয়া জগদীশের বুকের ভিতরটায় বিল-...ণ ভীতির সঞ্চার হইল। সতীশের মুখ-চক্ষু দেখিয়া ...িনি বেশ বুঝিতে পারিলেন, সে সত্য গোপন করি-...েছে। দার্জ্জিলিঙ হইতে আসিয়া তাঁহার চারিদিন ...গলীতে থাকার কথা জানে, মোকর্দ্দমা দায়ের ...রিয়াছেন তাহা জানে, কোন্ ট্রেণে আসিয়া ...পৌঁছিবেন, তাহা জানিয়া ষ্টেশনে আনিতে গিয়াছিল —আর, কাহার নামে নালিশ করিয়াছেন, তাহা জানে ...া? ইহাও কি কখন সম্ভব হয়? তবে কথাটা ...গাপন করিবার উদ্দেশ্য কি? অপ্রিয় সত্যই লোকে ...গাপন করিয়া থাকে। তবে কি?—

বাহিরে ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, শীতল বাতাস বহিতেছে, কিন্তু তথাপি জগদীশের কপাল ঘামিয়া উঠিতে লাগিল। গিরিশ যদি তাঁহার নামে নালিশ করিয়া আসিয়া থাকে, তবে কি হইবে? ব্যাকুলভাবে তিনি বলিলেন,—"সতীশ, তোমার সঙ্গে আমার অনেক দিনের আলাপ। তোমাকে বরাবর নিজের ভাইয়ের মতই দেখি, তুমিও আমায় দাদা বল, সেই রকম ভক্তি-শ্রদ্ধাও কর। কেবল, এই বিয়েটা হয়ে অবধিই তোমাতে আমাতে, কি বলে গিয়ে, একটু ইয়ে হয়েছে। আমার কিন্তু তাতে বিশেষ অপরাধ নেই। সে সব কথা তোমায় অন্য এক সময় বুঝিয়ে বলবো। এখন আমার সঙ্গে প্রবঞ্চনা কোরো না ভাই, সত্যি ক'রে বল দেখি, গিরিশ কি আমারই নামে নালিশ করেছে?"

সতীশ দত্ত নতমুখে কয়েক মুহূর্ত্ত বসিয়া থাকিয়া বলিল,—"আর গোপন ক'রেই বা ফল কি? কা'লই বোধ হয় সমন আসবে।"

বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঁকার ডাক বন্ধ হইয়া গেল। তিনি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া সতীশের মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার হাত কাঁপিতেছিল; পাছে হুঁকা পড়িয়া যায়, এই আশঙ্কায় সতীশ তাঁহার হাত হইতে হুঁকাটি নামাইয়া লইল।

জগদীশের কণ্ঠ শুকাইয়া আসিয়াছিল। একটি ঢোক গিলিয়া, গলা ভিজাইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, —"কত টাকার দাবীতে নালিশ করেছে?"

সতীশ ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া বলিল,—"সুদে আসলে দু' হাজার কত টাকা বুঝি।"

জগদীশ একটু ভাবিলেন। শেষে বলিলেন,— "আচ্ছা সতীশ, এর কোনও উপায় হয় না?"

"কি উপায়?"

"আমার যে সর্ব্বস্ব যায় ভাই। ছেলেপিলে নিয়ে আমি মাথা গুঁজে দাঁড়াব কোথায়?"—বলিতে বলিতে জগদীশ প্রায় কাঁদিয়া ফেলিলেন

সতীশ বলিল,—"কোন রকমে টাকাটা যোগাড়—"

"কোথায় টাকার যোগাড় করব আমি? কে আমায় টাকা ধার দেবে? সে উপায়ের কথা বলছিনে ভাই।"

"তবে কি উপায়ের কথা বলছেন?"

"কোনও গতিকে, গিরিশের হাতে পায়ে ধ'রে তাকে রাজি ক'রে, কিছু সময় নেওয়া যায় না কি?"

"সময়?"—বলিয়া সতীশ অন্যদিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল। শেষে ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, —"তিনি যে শোনেন, এমন ভরসা কম।"

জগদীশ হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সতীশের হাত-খানি ধরিয়া বলিলেন,—"তুমি ভাই যদি একটু বুঝিয়ে বল তাকে আমার হয়ে। সে অসময়ে আমার টাকা ধার দিয়েছিল, সে কথাও ঠিক, বাড়ী জমাজমি আমি তার কাছে বন্ধক রেখেছি, তাও ঠিক—সব ত আমি স্বীকারই করছি। তবে এখন আমার বড়ই দুঃসময় যাচ্ছে, দুটো বছর যদি সময় পেতাম, তা হ'লে দেনাটা শোধ ক'রে দিতে পার্ত্তাম।"

সতীশ বলিল,—"আহা-আহা—আমায় কেন অপরাধী করেন!—আমায় কেন অপরাধী করেন!—আমার হাত কি বলুন?"

"তোমার হাত কিছু নেই, তা আমি জানি। কিন্তু তুমি তাকে একটু ভাল ক'রে বল্লে—"

"আমি বল্লেই বা তিনি শুনবেন কেন? তিনি আপনার উপর কি রকম বিরক্ত হয়েছেন, তা কি আপনি জানেন না?—সুতরাং এ ক্ষেত্রে আমি বল্লে কইলে যে কিছু হয়, তা ত মনে হয় না। তার চেয়ে বুঝেছেন, বাঁড়ুয্যে মশাই, আপনি এক কাষ করুন না?—আপনি নিজে তাঁর কাছে যান। সমস্ত অবস্থা তাঁকে খুলে বলুন।—কিছু ফল হলেও হ'তে পারে।"

নিশ্চয় জেনো।—নায়কের মুখে এই কথা শুনেই, নায়িকার নাক দিয়ে ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগলো, তাঁর অঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে কদম-ফুলের আকার ধারণ করলে, সমস্ত দেহখানি কেতকী অর্থাৎ কেয়া-ফুলের পাতার মত ফেঁকাশে হয়ে উঠলো, আর তাঁর চোখ দুটি যেন পয়োদ অর্থাৎ মেঘের মত হয়ে গেল—জল পড়ে আর কি। এইখানেই কবি থেমেছেন, কিন্তু এর ইঙ্গিতটুকু বুঝতে পেরেছেন ত?"

"কি ইঙ্গিত? পতি বিদেশে যাচ্ছেন শুনে স্ত্রী কাঁদতে লাগলেন?"

"শুধু কি তাই? বর্ষাকালে যেমন প্রবল বায়ু বয়ে থাকে, তাঁর নাক দিয়ে তেমনই নিশ্বাস পড়তে লাগল; সমস্ত শরীর রোমাঞ্চিত হ'ল—কি রকম? যেন কদম-ফুল ফুটেছে; সমস্ত দেহখানির রঙ হয়ে গেল কেতকী-পত্রের মত; চোখ হয়ে গেল মেঘের মত; অর্থাৎ বর্ষাকালের সমস্ত লক্ষণ তাঁর শরীরেই প্রকাশ পেতে লাগল। ইঙ্গিতটুকু হচ্ছে এই—হে প্রিয়তম, তুমি বলছ যে, বর্ষাকালে অন্য কোথাও থাকবে না, আমার কাছেই থাকবে; তা, এই দেখ, আমার দেহেই ত বর্ষাকাল উপস্থিত, তুমি তবে কি ক'রে আমায় ছেড়ে যাবে?"

গিরিশ বলিল,—"বাঃ, সুন্দর ভাবটি ত! শ্লোকটি?"

সতীশ বলিল,—"শ্লোকটি হচ্ছে—

যাসি প্রেয়সি বারিদাগমদিনে জানীহি মামাগতং
চিন্তাং চেতসি মা বিধেহি কথয়ত্যেবং সবাষ্পে ময়ি।
নিঃশ্বাসৈঃ পবনায়িতং বরতনোরঙ্গৈঃ কদম্বায়িতং
কান্ত্যা কেতকপত্রকায়িতমহো দৃগ্‌ভ্যাং পয়োদায়িতম্‌॥

কেষ্টা ভৃত্য এই সময় কায়স্থের হুঁকায় তামাক সাজিয়া আনিয়া সতীশকে দিল। সতীশ ধূমপান করিতে করিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া বলিল—"জলটা ক'মে আসছে।"

গিরিশ চোখে চশমা আঁটিয়া 'বঙ্গবাসী'খানির ভাঁজ খুলিতে লাগিলেন। সদর পৃষ্ঠায় একটা ঔষধের বিজ্ঞাপনের পানে চাহিয়া বলিলেন,—"তোমাদের জগদীশ বাঁড়ুয্যের খবর কি হে? তার জামাই-য়ের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হ'ল?"

সতীশ বলিল,—"ওহো! ভাল কথা মনে পড়িয়ে দিয়েছেন। ভারি মজা হয়েছে একটা।"

"কি?"

"আজকে, বুঝেছেন, বেলা নটা কি দশটার সম ঝম্‌ ঝম্‌ ক'রে জল পড়ছে"—এই বলিয়া আর করিয়া প্রাতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সমস্তই সতী বর্ণনা করিল। শুনিয়া গিরিশ মুখোপাধ্যায় খু আমোদ অনুভব করিতে লাগিলেন। বলিলেন,—"কালকে সমন আসবে বলেছ?"

"বলেছি বৈ কি! সেই কথা শুনেই ত বাছাধনের আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল।"

গিরিশ মৃদুহাস্যের সহিত বলিলেন,—"কত সম চায়? দু'বছর?"

"হ্যাঁ।"

গিরিশ বলিলেন,—"আব্দার দেখ না! দু'বছর দু'দিন সময় দেব না, তা দু'বছর। ঐ বাড়ী, জমি জমা—একমাস। তার পর!—জামাই খাওয়াবে?"

সতীশ বলিল,—"আপনি শুতে ঠাঁই পায় না, শঙ্করকে ডাকে! নিজে সে কি খায়, তার ঠিক নেই—শ্বশুরকে খাওয়াবে! অদৃষ্টে মানুষের কষ্ট থাকলেই ঐ রকমই হয়। একেই বলে, বিনাশকালে বিপরীত-বুদ্ধিঃ। কত সুখ হ'ত—আজ ভাবনা ছিল কি জগদীশ বাঁড়ুয্যের? হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা আর কাকে বলে?—রত্ন হাতে পেয়ে ফেলে দেওয়া! একটা সুন্দর শ্লোক মনে প'ড়ে গেল।"

গিরিশ বলিল,—"কি শ্লোক?"

সতীশ বলিল,—"জঙ্গলে এক সিংহ একটা হস্তীকে বধ করেছিল। তার মাথার খুলিটা যখন ফেড়ে ফেল্লে, তখন তা থেকে একটা গজমুক্তা বেরিয়ে পড়েছিল। হাতীর লাসটা শেয়াল-শকুনিতে খেয়ে ফেলেছে, কি হয়েছে, তা জানিনে, মোদ্দা রক্তমাখা সেই গজমুক্তাটি জঙ্গলে প'ড়ে ছিল। একজন ভীলের স্ত্রী, সেই পথ দিয়ে যেতে, দূর থেকে সেই রক্তমাখা মুক্তাটি দেখে, পাকা কুল প'ড়ে আছে মনে ক'রে ছুটে এল। কুড়িয়ে নিয়ে, হাতে মেজে দেখলে, সেটা শাদা, কঠিন, কুল নয়। 'আ আমার পোড়াকপাল!' ব'লে সেই মহামূল্য গজমুক্তাটি ছুড়ে দূরে ফেলে দিলে।"

গিরিশ বলিলেন,—"বটে, বেশ গল্পটি ত! শ্লোকটা কি?"

সতীশ বলিল—"শ্লোকটি হচ্ছে—

সিংহক্ষুণ্ণকরীন্দ্রকুম্ভগলিতং রক্তাক্তমুক্তাফলং
কান্তারে বদরীধিয়া দ্রুতমগাদ্ভীলস্য পত্নী মুদা।

পাণিভ্যামবগৃহ্য গুরুকঠিনং তং বীক্ষ্য দূরে জহা-
বস্থানে পতিতামতীবমহতামেতাদৃশী স্যাদ্গতিঃ ॥

গিরিশ শুনিয়া হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন। এতক্ষণে জলটা ছাড়িয়া, অস্তমান সূর্য্যের শেষ রজালে চতুর্দ্দিক আলোকিত হইয়া উঠিল। |রিশ বলিলেন,—"ওহে, 'বঙ্গবাসী'খানা পড় ত নি।"

সতীশ পকেট হইতে চশমা বাহির করিয়া, 'বঙ্গ-সী'খানি খুলিয়া "নমো গণেশায়," হইতে পাড়তে ারম্ভ করিল—

পড়িতে পড়িতে কিয়ৎক্ষণ পরে নিম্নলিখিত ্যারাটি আসিল—

"বিলাত হইতে তারের সংবাদ আসিয়াছে, ডার্ব্বি ইপ্ ঘোড়দৌড়ে মেরিগোল্ড নামক অশ্বটি প্রথম ইয়াছে। ফাইফিনেলা ও কোয়াংসু নামক অশ্বদ্বয় দ্বতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। অত্রত্য টার্ফ ক্লাবের লটারিতে বোম্বাইবাসিনী এক পার্সী মহিলা প্রথম প্রাইজ পাইয়াছেন। দ্বিতীয় প্রাইজ অষ্ট্রেলিয়ার একজন বণিক ও তৃতীয় প্রাইজ জব্বলপুর ব্যাঙ্কের ম্যানেজার সাহেব পাইয়াছেন। শুনা যায়, প্রথম প্রাইজের পরিমাণ ছয়লক্ষ টাকা। পার্সী মহিলাটি একজন মহা ধনীর কন্যা। জলেই জল বাড়ে।"

পাঠ শেষ করিয়া সতীশ দেখিল, গিরিশ মুখোপাধ্যায়ের মুখ-চক্ষু একটা বিকৃত ভাব ধারণ করিয়াছে। তিনি তাকিয়া হেলান দিয়া, উর্দ্ধমুখে কড়িকাঠের দিকে চাহিয়া আছেন, নিশ্বাস ঘন ঘন বহিতেছে।

সতীশ বলিল,—"দাদা, অমন ক'রে রয়েছেন কেন?"

গিরিশ মুখ শিট্‌কাইয়া বলিলেন,—"বুকটায় হঠাৎ কেমন বেদনা বোধ হ'ল।"

সতীশ তাঁহার কাছে সরিয়া গিয়া তাঁহার বুকে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। বলিল,—"কি রকম বেদনা? কাউকে ডাকবো? বেশী কষ্ট হচ্ছে কি?"

গিরিশ বলিলেন,—"এক গেলাস জল।"

সতীশ ছুটিয়া নিজে বাড়ীর ভিতর গিয়া জল আনিয়া দিল। তাহা পান করিয়া গিরিশ উঠিয়া বসিলেন। অবনত মস্তক দুই হাতে ধারণ করিয়া বসিয়া রহিলেন।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল,—"বেদনাটা কি বাড়ছে দাদা?"

গিরিশ বলিল,—"বুঝতে পারছিনে। আমায় বাড়ীর ভিতর নিয়ে চল। শোব।"

সতীশ দত্ত গিরিশের ডার্ব্বি লটারির টিকিট কেনার কোন কথাই জানিত না। সুতরাং এই ব্যাপারের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না। গিরিশকে ভিতরে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বিছানায় শোয়াইয়া দিল। পাশে বসিয়া তাঁহাকে পাথার বাতাস করিতে লাগিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

পট্‌লি বড় হইয়াছে।

বাড়ী গিয়া মাছ-তরকারীর পুঁটুলি রান্নাঘরের বারান্দায় নামাইয়া দিয়া জগদীশ হস্তপদাদি ধৌত করিলেন। স্বহস্তে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া মেঝের উপর বিছানো একখানি ছিন্ন মলিন মাদুরে বসিলেন। এই মাদুরের প্রান্তভাগে তাঁহার শয্যাটি গুটানো রহিয়াছে, তোষকটির অঙ্গে নানাস্থানে তুলা দেখা যাইতেছে। এটি জগদীশের শয়নঘর নহে। তক্তপোষ ও বিছানাশুদ্ধ পার্শ্ববর্ত্তী নিজ শয়নঘর তিনি জামাতার জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন।

খোলা জানালাটি দিয়া বাহিরের কৃষ্ণবর্ণ আকা-শের দিকে চাহিয়া, ম্লানমুখে জগদীশ ধূমপান করিতে লাগিলেন। জানালার বাহিরে খানিকটা পতিত জমির পরে অন্য লোকের বাগান। পচা পাতার গন্ধ এবং অদূরস্থিত একটি ডোবা হইতে ভেকগণের অবি-শ্রান্ত ধ্বনি জানালা দিয়া প্রবেশ করিতেছে। ধূমপান করিতে করিতে জগদীশ নিজ অদৃষ্টচিন্তা করিতে লাগিলেন। নালিশ ত করিয়া দিয়াছে, এখন কি উপায় হইবে? বলিলে কহিলে, হাতে পায়ে ধরিলেও গিরিশ মুখোপাধ্যায় শুনিবে কি? নালিশ উঠাইয়া লইবে কি? না যদি শুনে, ডিক্রী করিয়া জমিজমা-গুলি, ভদ্রাসনখানি বেচিয়া লইবে। তখন স্ত্রীকন্যা লইয়া দাঁড়াইবেনই বা কোথা, তাহাদের জন্য দিনান্তের

অন্নমুষ্টিই বা কেমন করিয়া সংগ্রহ করিবেন? লোকের স্ত্রীর গায়ে পাঁচখানা অলঙ্কার থাকে, এইরূপ অসময়ে তাহা কাযে লাগিয়া যায়; নিকট-আত্মীয়-স্বজন থাকে, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য আশ্রয় পাওয়া যায়; তাঁহার সে সব কিছুই নাই।

ভাবিতে লাগিলেন, সুন্দরবনের চাকরি ছাড়িয়া এ পাঁচবৎসর ভিটার মাটী কামড়াইয়া পড়িয়া না থাকিয়া, অন্য কোনও জমিদারীতে যদি একটা চাকরির চেষ্টা দেখিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, এরূপ ভাবে বিপন্ন হইতে হইত না। এখন সেইরূপ একটি চাকরির চেষ্টা দেখা ভিন্ন আর কি উপায় আছে?—জমিদারীর কাযকর্ম্ম তাঁহার ত জানাই আছে; একটা গোমস্তাগিরি পাইলে অনায়াসেই করিতে পারেন। নায়েবী পাইলেও যে না করিতে পারেন, এমন নহে। আশেপাশে গ্রামগুলিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া জমিদারগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এইবার সেই চেষ্টাই করিতে হইবে। যুটিবে না কি? অদৃষ্টে থাকে ত যুটিবে।

বাহিরের বৈঠকখানা-ঘরটি এই ঘরখানির পাশেই, মাঝে দেওয়াল মাত্র ব্যবধান। হঠাৎ, বৈঠকখানা হইতে পুত্র ও জামাতার উচ্চ হাসির শব্দ তাঁহার কানে আসিল। ইহাতে তাঁহার চিন্তাস্রোত বাধাপ্রাপ্ত হইয়া ভিন্ন পথে ধাবিত হইল। জগদীশ ভাবিতে লাগিলেন, হরিপদ যদি ওরূপভাবে পীড়াপীড়ি না করিত, তাহা হইলে গিরিশের সহিত কন্যার বিবাহে ত কোন বিঘ্নই ঘটিত না। নালিশও কেহ করিত না, এ প্রাণান্তকর মহাসমস্যাও উপস্থিত হইত না। বুড়া বরে কেহ কি মেয়ে দেয় না? কত লোক ত দেয়, কোথা হইতে এ রাজকুমার আসিয়া যুটিয়া সমস্ত ওলট-পালট করিয়া দিল! উহাদের কি? দিব্য আরামে আছে, কোনও ভাবনা নাই, চিন্তা নাই, হৃদয় লঘু—হাসি-মস্করার ফোয়ারা ছুটিতেছে। নাঃ—অপরিণতবুদ্ধি বালক-পুত্রের কথা শুনা বুদ্ধির কার্য্য হয় নাই। বিপদকে পায়ে ধরিয়া যেন ডাকিয়া আনা হইয়াছে, এখন হায় হায় করিলে কি হইবে?—রাজকুমারের প্রতি বিদ্বেষে তাঁহার মন ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে পট্‌লি আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া বলিল,—"বাবা, স্নান করবেন না? অনেক বেলা হয় যে!"

জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হরিপদ, রাজকুমার—ওরা গেছে স্নান করতে?"

"বরের" নামোল্লেখে পট্‌লি মুখখানি নত করিল। বলিল,—"হ্যাঁ, দাদা এই বেরুলেন।"

"আচ্ছা, আমিও যাচ্ছি।"

"আপনাকে তামাক সেজে দেব কি, বাবা?"—বলিতে বলিতে পট্‌লি ঘরের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

"তুই কি পারিস না?"

একটু হাসিয়া, মাথাটি দুলাইয়া পট্‌লি বলিল,—"কেন বাবা? আর কি কখনও আপনাকে তামাক সেজে দিইনি আমি?"

"দিবি—আচ্ছা দে।"

পট্‌লি দেওয়ালে ঠেসানো হুঁকাটি হইতে কলিকাটি খুলিয়া লইয়া মন্থরপদে প্রস্থান করিল।

সে চলিয়া গেলে জগদীশ বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—তিনমাস মাত্র বিবাহ হইয়াছে, এই তিনমাসেই মেয়ে যেন ডাগর হইয়া উঠিয়াছে। মেয়ের রূপ যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। গায়ের রঙটি আরও গোলাপী হইয়াছে; পূর্ব্বে রোগা ছিল, এখন চোখের কোলগুলি, গালদুইটি যেন পুরন্ত হইয়া আসিতেছে; তখন ছুটাছুটি-চেঁচামেচি করিয়া বেড়াইত, এখন কেমন একটি সম্ভ্রম ও লজ্জাজড়িত সঙ্কোচের ভাব আসিয়া পড়িয়াছে।

জগদীশের মনে প্রশ্নের উদয় হইল,—"সেই বুড়ার হাতে দিতাম যদি, তবে আজ মায়ের এ আনন্দময়ী মূর্ত্তি কি দেখিতে পাইতাম?"—মনই তাহার উত্তর দিল,—"না। তাহা হইলে মেয়ে আমার দিন দিন শুকাইয়া যাইত। নিজের স্বার্থ ও সুবিধার জন্য বাছাকে যে বলিদান দিই নাই, তাহা ভালই করিয়াছি।"

গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়া পুত্র ও জামাতার সহিত জগদীশ আহারে বসিলেন বটে, কিন্তু অন্যান্য দিন অপেক্ষা আয়োজনাদি আজ একটু অধিক হইলেও, কিছুই খাইতে পারিলেন না। মাথায় আধ-ঘোমটা দিয়া গৃহিণীই পরিবেষণ করিতেছিলেন, তিনি স্বামীর আহারে অনিচ্ছা এবং তাঁহার মুখে-চক্ষে দুশ্চিন্তার ছায়াপাত লক্ষ্য করিয়া শঙ্কিতা হইয়া অর্দ্ধস্ফুটস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হ্যাঁগা, তুমি কিছুই খাচ্ছ না যে?"

জগদীশ উত্তর করিলেন,—"আজ তত খিদে

হরিপদ জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা, আপনার শরীর াল আছে ত ?"

"হ্যাঁ, ভাল আছে।"—বলিয়া জগদীশ অন্যদিকে থ ফিরাইলেন।

গৃহিণী স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, কিছু একটা ঘটি- াছে—যাহার জন্য উঁহার মন খারাপ হইয়া গিয়াছে। কন্তু জামাতার সাক্ষাতে সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে ারিলেন না। মনটা তাঁহার বিষণ্ণ হইয়া রহিল। াার চারিটি খাইবার জন্য স্বামীকে দুই একবার অনু- রাধ করিলেন, জামাতার সাক্ষাতে লজ্জায় অধিক লিতে পারিলেন না।

আহারান্তে, দ্বিপ্রহরে কিয়ৎক্ষণ নিদ্রার অভ্যাস জগদীশের ছিল। ছেলে, জামাই, পাণ লইয়া বৈঠক- ানা-ঘরে গিয়া বসিলে, গৃহিণী স্বামীর কাছে গিয়া াকল ব্যাপার অবগত হইলেন। শুনিয়া তাঁহারও াথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। চোখে যেন তিনি অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন।

জগদীশ বলিলেন,—"যাও, খাওয়া-দাওয়া কর গে; ভেবে আর কি হবে ?"

গৃহিণী বলিলেন,—"সে হবে এখন, আমার খাবার তাড়াতাড়ি নেই।"

"মেয়েটা ক্ষিধেয় সারা হ'ল যে।"

"ও খেয়ে নিক্"—বলিয়া গৃহিণী পটলি পটলি করিয়া ডাকিতে ডাকিতে বাহিরে গেলেন। পটলি রান্নাঘরের বারান্দায় থালাগুলি আগ্লাইয়া বসিয়া ছিল। তাহাকে বলিলেন,—"ওঁর পাতে যে ভাতগুলি আছে, সেগুলি আমার জন্যে ঢাকা দিয়ে রেখে দাও। দাদার পাতে তোমার ভাত বেড়ে নিয়ে তুমি খেতে ব'স মা।"

পটলি বলিল,—"তুমি কখন্ খাবে ?"

"বড্ড গুমট্ হয়েছে, ওঁকে আমি ততক্ষণ একটু বাতাস করি গে, উনি ঘুমুলে আমি এসে খাব এখন।"

"আমিও তখন খাব।"

"না মা, অনেক বেলা হয়ে গেছে, তুমি দেরী কোরো না, ভাত বেড়ে নিয়ে খাও।"

পটলি দাঁড়াইয়া কি একটা ভাবিল। তাহার পর বলিল,—"আচ্ছা মা, তুমি বাবার কাছে যাও।"

মা চলিয়া গেলে, পটলি পিতার থালাখানি সরাইয়া সযত্নে ঢাকা দিয়া রাখিল। নিজের ভাত বাড়িতে [illegible]

রহিল। দাদা বাড়ী থাকিলে পূর্ব্বে চিরকাল সে দাদার পাতেই খাইয়াছে, এ তিন মাস যখন যখন হরিপদ ও রাজকুমার একত্র বাড়ী আসিয়াছে, তখনও পূর্ব্ব অভ্যাসমত মা তাহাকে দাদার পাতেই ভাত দিয়া- ছেন পটলি ভাবিতে লাগিল,—"সবাই ত স্বামীর পাতেই খায়, আমার সে সাধ হয় না বুঝি ? মা ত এখন কাছে নেই, এই সুযোগে আজ আমার মনের সাধ আমি পূর্ণ করি।"—এই ভাবিতে ভাবিতে অন্নব্যঞ্জন হাতে করিয়া পটলি থালা দুইখানির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল—"কিন্তু মা যদি হঠাৎ এসে পড়েন ? বাবাকে বাতাস করছেন, এখন আস- বেন না বলেছেন—তবু যদি আসেন ? যদি এসে দেখে ফেলেন ? কি বলবেন ?—বলবেন আর কি। এমন ত বিশেষ কোন অন্যায় কায করছিনে আমি! বোধ হয়, মনে মনে ভাববেন—'ও মা! দেখ একবার কলি- কাল! একরত্তি মেয়ে, এখনও তিনমাস বিয়ে হয় নি, এরই মধ্যে টান দেখ!'—তা মনে করেন, করু- বেন। সত্যিই ত আমি এতটুকু নই, কচি খুকীটি নই, আমি ত বড় হয়েছি।"—এইরূপ স্থির করিয়া পটলি উঠানের দিকে চাহিতে চাহিতে, কম্পিত হস্তে অন্নব্যঞ্জনগুলি স্বামীর পাতেই ঢালিল।

থালার নিকট বসিয়াও বারংবার উঠানের দিকে সে চাহিতে লাগিল,—মা হঠাৎ না আসিয়া পড়েন! তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, গলায় আঁচল দিয়া থালা- খানিকে প্রণাম করিয়া, তবে আহার আরম্ভ করে। যে ভাত কয়টি তরকারীগুলি স্বামীর পাতে পড়িয়া ছিল, নূতন অন্নব্যঞ্জনের সহিত পটলি সেগুলি বেশ করিয়া মিশাইয়া লইয়া, খাইতে আরম্ভ করিল। তাহার মন যেন বলিতে লাগিল—"হে আমার স্বামীর প্রসাদ, যত দিন পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিব, তত দিন তোমায় যেন পাই।"

উঠানে কি একটা শব্দ হইতেই পটলি চমকিয়া উঠিল—মা আসিতেছেন বুঝি ? দেখিল, মা না, তাহা- রই মেনি বিড়ালটা কোথায় বেড়াইতে গিয়াছিল, চাল হইতে উঠানে লাফাইয়া পড়িয়াছে। পটলির তখন মনে হইল, "আচ্ছা, আমি ত এখন বড় হয়েছি, তবু আমার এত লজ্জা করে কেন ? কে জানে! বোধ হয়, যার যেমন স্বভাব। আমার বরেরও ত ভারি লজ্জা। আমরা দুজনেই সমান যেমন দেবা, তেমনি দেবী।"—

ভাবিতে ভাবিতে আপন মনে সে অল্প অল্প হাসিতে লাগিল—তাহার নোলকটি দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল।

"বরের লজ্জাশীলতা" সম্বন্ধে পটলির কেন এমন ধারণা হইল, তাহা শুনিবার জন্য আমাদের পাঠিকাগণের স্বভাবতঃই কৌতূহল হইতে পারে। সে মশারি-রহস্যটুকু আমাদের অগোচর নাই, কিন্তু প্রকাশ করিয়া দেওয়াটা উচিত হইবে কি? কিন্তু পাঠিকারা নিতান্তই যদি না ছাড়েন, অগত্যা তবে বলিতেই হয়।—বিশেষ কথা কিছুই নয়—গতরাত্রে উভয়ে গল্প করিতে করিতে থানার ঘড়িতে যখন তিনটা বাজিতে লাগিল, "বর" তখন বলিয়াছিল, "বেশী রাত্তির অবধি জাগি, সারাদিন ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসে।"—পটলি বলিয়াছিল—"খাওয়া-দাওয়ার পর শুয়ে একটু ঘুমোও না কেন।"—"বর" বলিয়াছিল, "না, সে আমি পারি নে—আমার ভারি লজ্জা করে।"

মেনি বিড়ালটা ইতিমধ্যে পাতের কাছে আসিয়া বসিয়াছিল। খানিকক্ষণ চোখ বুজিয়া থাকিয়া কোনও ফল না হওয়াতে, পটলির পানে চাহিয়া কাতরস্বরে সে বলিল,—"ম্যাও"—অর্থাৎ, "আমায়ও দুটি দাও।"

"তুই আমার সতীন নাকি লা?"—বলিয়া পটলি হাসিতে হাসিতে ইলিশ মাছ মাখিয়া তাহাকে ভাত দিল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

জগদীশের সঙ্গীতচর্চ্চা।

রাত্রি অন্ধকার, কিন্তু আকাশের মেঘ কাটিয়া গিয়াছে, নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। আন্দাজ পৌনে আটটার সময়, এক হাতে হরিকেন লণ্ঠন অপর হাতে একটি মজবুত বাঁশের ছড়ি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় গিরিশ-ভবনে উপনীত হইলেন। তাঁহার পায়ে ঘোরতোলা জুতা, বক্ষোদেশ নগ্ন, একখানি উড়ানি চাদর গলদেশ হইতে লম্বিত।

পৌঁছিয়া দেখিলেন, বৈঠকখানা ঘরটি-খোলা রহিয়াছে, মেঝেতে ফরাস বিছানা পাতা, দেওয়ালে একটি ল্যাম্প মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে, কিন্তু কেহ কোথাও নাই। ভাবিতে লাগিলেন, "সতীশ দত্ত যে বলেছিল সন্ধ্যাবেলা এখানে তার নিমন্ত্রণ আছে, বিকাল বেলাই আসবে—এখনও আসে নি নাকি? একটু ব'লে কয়ে গ'ড়ে পিটে রাখবে কথা ছিল, কিছুই ত হয়নি দেখছি!"

বৈঠকখানার সম্মুখের বারান্দায় লাঠি ঠক্ ঠক্ করিয়া জগদীশ কিয়ংক্ষণ পায়চারি করিয়া বেড়াইলেন—শব্দ শুনিয়া যদি কেহ আসে। অন্তঃপুর হইতে একজন ভৃত্য বাহির হইতেছিল, জগদীশ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ওহে, বাবু কোথায়?"

ভৃত্য বলিল—"আজ্ঞে, বাবু বাড়ীর ভিতরে আছেন।"

"তাঁকে একবার খবরটা দিতে পার? বোলো যে বিশেষ একটু দরকারে এসেছি।"

"আপনি বৈঠকখানায় বসুন, আমি বাবুকে খবর দিচ্ছি।"—বলিয়া ভৃত্য প্রস্থান করিল।

জগদীশ তখন লণ্ঠনটির বাতি কমাইয়া বারান্দার উপর রাখিলেন। ছড়িটি দ্বারের কোণে রাখিয়া, জুতা ছাড়িয়া, ভিতরে গিয়া বসিলেন। "বঙ্গবাসী"-খানা পড়িয়া ছিল, ইহাতে মাঝে মাঝে নায়েবী গোমস্তাগিরি প্রভৃতি চাকরিখালির বিজ্ঞাপন থাকে, তাহা তিনি জানিতেন। "বঙ্গবাসী"খানি লইয়া, দেওয়াল-ল্যাম্পের আলো বাড়াইয়া দিয়া, [illegible]ড়াইয়া বিজ্ঞাপন পড়িতে চেষ্টা করিলেন, কিন্ত[illegible]মা অভাবে ভাল দেখিতে পাইলেন না। তখন বসিয়া গৃহকর্ত্তার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

তাঁহার মনে হইতেছিল—কত দিন পরে আজ দেখা; সেই যে দিন আসিয়া এই বৈঠকখানায় বসিয়া গিরিশকে "আশীর্ব্বাদ" করিয়া গিয়াছিলেন, তাহার পর হইতে উভয়ে একদিনও আর চোখোচোখি হয় নাই। ভাবিলেন—লোকটির সহিত অসদ্ব্যবহার একেবারেই যে করা হয় নি, এমন নহে; কথা দিয়া কথার খেলাপ করা হইয়াছে—কিন্তু গিরিশ তজ্জন্য যে পরিমাণ ক্ষুব্ধ হইয়াছেন, তাহা যেন নিতান্তই বাড়াবাড়ি।—সে যাহা হউক, এখনি দেখা হইবে, অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে হইবে, জগদীশের কেমন যেন লজ্জা লজ্জা করিতে লাগিল।

প্রায় দশ মিনিট অপেক্ষা করিবার পর, পার্শ্বের একখানি ঘর হইতে পদশব্দ আসিল। কৈ, এ ত বুড়ার দুর্ব্বলপদের শব্দ নহে—এ ত জোয়ান লোকের জুতার খট্ খট্ শব্দ। দেখিতে দেখিতে দ্বার খুলিয়া সতীশ দত্ত প্রবেশ করিল।

জগদীশ বলিলেন,—"কি হে, কখন্ এসেছিলে ?"

"আমি সেই বিকেলেই এসেছি। দাদা কতক্ষণ ?"

"এই ত এলাম। তোমায় দেখতে না পেয়ে ভাবলাম, তুমি আসনি বুঝি। বলেছিলে, আগে থাকতে স একটু ব'লে কয়ে—"

সতীশ হাসিয়া বলিল,—"এসেওছি, বলেওছি দাদা —কথার খেলাপ করিনি !

বিদুষাং বদনাদ্বাচঃ সহসা যান্তি নো বহিঃ।
যাতাশ্চেন্ন পরাঞ্চন্তি দ্বিরদানাং রদা ইব॥

সই থেকেই ত কথা হয়েছে—মরদ্‌কী বাত, হাতীকি াত।"

জগদীশ ভাবিলেন, তাঁহার কথার খেলাপ হইয়াছে, তাই সতীশ এই প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গটুকু করিয়া লইল। জিজ্ঞাসা করিল—"কি বল্লেন ?"

সতীশ ওষ্ঠ গুটাইয়া মাথা নাড়িয়া বলিল,—"সে সুবিধে নয়। বল্লেন, উনি আমার সঙ্গে যে রকম ব্যবহার করেছেন, আমি কোন কথাই শুনব না।"

ইহা ত এক প্রকার জানাই ছিল। তথাপি শুনিয়া জগদীশের প্রাণটা কেমন করিয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া তিনি বলিলেন,—"জমির দাম আজকাল যে রকম চড়া, বোধ হয়, আমার জমিগুলিতেই ওঁর প্রাপ্য টাকাটা উঠে যেতে পারে। তাই নিয়ে, যদি ভদ্রাসনখানি আমায় ছেড়ে দেন, তা হলেও কতকটা রক্ষে পাই।"

সতীশ বলিল,—"সে কি আমি বলিনি, সে প্রস্তাবও করেছিলাম।"

"কি বল্লেন তিনি ?"

"বল্লেন, জমির দামেই যদি আমার দাবী মিটে যায়, আদালত থেকেই বাড়ীখানি উনি যেন ছাড়িয়ে নেন। আসল কথা হচ্ছে, শ্রীকৃষ্ণকে দুর্য্যোধন সেই যা বলেছিলেন—

সূচ্যগ্রেণ সুতীক্ষ্ণেণ ভিদ্যতে যা চ মেদিনী।
তদর্দ্ধং নৈব দাস্যামি বিনা যুদ্ধেন কেশব॥

আপোসে কিছুই হবে না দাদা, যা হবে সেই আদালতে। তামাক খাবেন ?—ওরে কেষ্টা, এক ছিলিম তামাক সেজে আন ত। আমার হুঁকোটাও ভিতর থেকে নিয়ে আসিস।"

... —"তা হ'লে কি বল ? এখন ওঁর সঙ্গে দেখা করব কি ? কিছু যে হবে ব'লে ত বোধ হচ্ছে না। বাবু কখন্ বেরুবেন ? কি কচ্ছেন ?"

"শুয়ে আছেন।"

"কেন, এমন সময়ে শুয়ে কেন ?"

"শরীরটা বড় ভাল নেই তাঁর।"

"আর, বয়স হয়েছে, শরীরের অপরাধ কি ভাই ! কলিতে মানুষের পরমায়ুই বা ক'দিন ? এ বয়সে, এখন ঐ রকমই হবে। দুদিন বা শরীর ভাল থাকবে, আবার চার দিন বা খারাপ হবে। আমারই দেখ না কেন ! অসুখ-বিসুখ কাকে বলে, আগে জানতামই না। এখন, নানান্ খানা লেগেই আছে। আমার চেয়ে উনি আর কতই ছোট হবেন ? দু'বছর কি বড় জোর তিন বছর। তা, গিরিশের কি হয়েছে ?"

"আজ বিকেলে হঠাৎ বুকের ভিতরটায় কি রকম বেদনা ধরেছিল। এখন কতকটা ভালই আছেন।"

"তবে আর ব'সে কি করব, উঠি ভাই। তুমি, বুঝেছ"—বলিয়া জগদীশ দাঁড়াইয়া উঠিলেন। দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন,—"কা'ল এ দিকে আসবে কি ?"

"রোজই ত আসি।"

"তা হ'লে, বুঝেছ, কা'ল একবার বুঝিয়ে সুজিয়ে বোলো। যদি বলেন, জমিগুলো না হয় ওঁরই নামে আমি কওলা লিখে দিচ্ছি। মোকদ্দমাটি তুলে নিয়ে দলিলগুলি আমায় ফিরে দিন। আমার নাম ক'রে বোলো যে—তিনি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণকে ভিটে-মাটী উচ্ছন্ন করাটা—"

এই সময় হঠাৎ পাশের ঘরের দ্বার খুলিয়া গিরিশ মুখোপাধ্যায় টলিতে টলিতে বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই উভয়ে চমকিয়া উঠিলেন। গিরিশ অদূরে দাঁড়াইয়া, মাথা হেলাইয়া জগদীশের প্রতি সরোষ দৃষ্টিপাত করিয়া কম্পিত ভগ্নস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"ব্রাহ্মণ!—তুমি ব্রাহ্মণ ? তুমি অন্ত্যজ —তুমি চণ্ডাল !"

জগদীশ বলিলেন—"কেন ? আমি অন্ত্যজ চণ্ডাল কিসে হলাম শুনি ?"

গিরিশ উচ্চস্বরে বলিলেন,—"তুমি ঠগ, তুমি মিথ্যুক, তুমি জোচ্চোর।"

জগদীশও হাত নাড়িয়া মুখভঙ্গি করিয়া বলিলেন, —"ইঃ, আমি মিথ্যুক জোচ্চোর, আর উনি বড় সাধু! বড়ো হয়েছেন, গঙ্গা পানে পা করেছেন, এখনও মিথ্যে

করবার জন্যে লিক্ লিক্ ক'রে বেড়াচ্ছেন! ও-রে আমার সাধু পরমহংস! দাঁত পড়েছে, চোখে দেখ্তে পান না, গায়ের চাম থল্থলে হয়ে গেছে,—বিয়ে করবার জন্যে একেবারে উন্মত্ত! পাকাচুলে টোপর মাথায় দিয়ে বর সাজতে লজ্জাও করে না! মোকদ্দমা করেছেন! আমার বাড়ী, জমিজমা সব নীলাম ক'রে নেবেন! নিস্ রে নিস্, গিরিশে, তাই নিস্। নিয়ে, কতদিন খাস্, তাও দেখব।" বলিয়া জগদীশ বাহির হইয়া জুতা পায়ে দিয়া, লাঠি ও লণ্ঠন লইয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

* * * * *

রান্নঘরের বারান্দায় বসিয়া পটলির মা রুটি বেলিতেছিলেন, পটলি নেচি পাকাইয়া তাঁহাকে দিতেছিল। কি বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, কিয়ৎক্ষণ হইল পটলি মা'র নিকট তাহা শুনিয়াছে। পিতা এখন কোথা গিয়াছেন, কেন গিয়াছেন, তাহাও সে জানে।

দুঃখ ও দুশ্চিন্তার ভারে মা ও মেয়ে উভয়েই মৌন। মাঝে মাঝে মা'র বক্ষ কাঁপাইয়া দীর্ঘনিশ্বাস পড়িতেছে, পটলি ব্যাকুলভাবে তাঁহার দিকে চাহিতেছে, কিন্তু কিছুই বলিতেছে না।

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রাঙ্গণের প্রান্তদেশ হইতে পদশব্দ শুনা গেল। গৃহিণী তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় টানিয়া দিলেন। ধীরে ধীরে, অন্ধকারে জগদীশ রান্নাঘরের নিম্নে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার হাতের লণ্ঠনটি পথেই নিবিয়া গিয়াছে, তেল কম ছিল।

গৃহিণী উৎকণ্ঠিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেখা হয়েছে?"

জগদীশ নীরব।

প্রশ্ন পুনরুক্ত হইল,—"হ্যাঁগা, কি হ'ল? দেখা পেলে?"

জগদীশ কোন কথাই বলিলেন না।

পটলিও শঙ্কিতভাবে পিতার পানে চাহিয়া দেখিতেছিল। সে বলিয়া উঠিল,—"বাবা, কথা কচ্চ না কেন?"

জগদীশ তখন লণ্ঠনটি নামাইয়া রাখিয়া, রান্নাঘরের সিঁড়ির উপর বসিয়া পড়িলেন। লাঠির উপর হাত দুটি [illegible] করিয়া, অবনতমুখ সেই হাতের উপর রক্ষা করিলেন।

গৃহিণী ইহা দেখিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলেন। স্বামীর কাছে আসিয়া, তাঁহার হাতটি ধরিয়া বলিলেন,—"এখানে বসলে কেন? ওঠ ওঠ। বড় ঘরের বারান্দায় জল রেখে এসেছি, পা ধোবে চল। পটলি, তুই রুটিগুলি ঢাকা দিয়ে রাখ ত মা"—বলিয়া, স্বামীর হাত ধরিয়া, একরূপ টানিয়াই তিনি বড় ঘরের দিকে চলিলেন।

ঘরের ভিতর একটি তেলের প্রদীপ দেড়কোর উপর মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছিল. তাহারই যৎসামান্য আলো বারান্দায় আসিয়া পড়িয়াছিল। বারান্দার কোণে একটা গাড়ুতে জল এবং তাহার উপর পাট্পিট্ করা একখানা গামছা রাখা ছিল। গৃহিণী স্বামীকে সেখানে লইয়া গিয়া বলিলেন,—"পা-টা আল্গা কর, জুতো খুলে দিই।"

জগদীশ বলিলেন,—"আমি আপনিই পা ধুচ্চি।" বলিয়া জুতা পরিত্যাগ করিলেন।

"আমি ধুইয়ে দিই"—বলিয়া গৃহিণী গাড়ুটি ধরিলেন।

তাঁহার হাত হইতে গাড়ুটি লইয়া, পদ ধৌত করিতে করিতে জগদীশ বলিলেন,—"হরি রাজু কোথা? এখনও বেড়িয়ে ফেরেনি?"

"তারা যে ও পাড়ায় নেমন্তন্ন খেতে গেছে। মামীমা নেমন্তন্ন করেছিলেন কি না।"

"ওঃ, ভুলে গিয়েছিলাম।"

পা ধুইয়া জগদীশ বলিলেন,—"একখানা মাদুর পেতে দাও, আমি শোব।"

গৃহিণী বলিলেন,—"এখন শোবে কেন? একবারে খেয়ে দেয়ে শোও। রান্না হয়ে গেছে, রুটি ক'খান সেঁকে নিয়ে আসি।"

জগদীশ বলিলেন, "না, এখন আমার খিদে নেই।"

ঘরের ভিতর হইতে একখানা মাদুর, একটা বালিস আনিয়া গৃহিণী স্বামীর জন্য পাতিয়া দিলেন। জগদীশ শয়ন করিলেন। গৃহিণী তাঁহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন।

গিরিশের বাড়ী যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, ক্রমে জগদীশ সমস্তই ব্যক্ত করিলেন।

শুনিয়া, গৃহিণী সজলনেত্রে বলিতে লাগিলেন,—"অ্যাঁ! তোমাকে অপমান করেছে! এত বড় আস্পর্দ্ধা তার! টাকার গরমে চোখে কানে দেখতে পাচ্ছে না! বড় বাড় বেড়েছে গিরিশ মুখুয্যের! ভগবান্ কি নেই?"

অন্ততঃ বাড়ীখানি যাহাতে বাঁচে, হুগলী গিয়া কিলের সহিত তৎসম্বন্ধে পরামর্শ করিতে হইবে, কটা চাকরি-বাকরীর জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হবে—কর্ত্তা-গৃহিণীতে এইরূপ পরামর্শ হইতে াগিল। ক্রমে রাত্রি দশটা বাজিল। গৃহিণী তখন লেন,—"যাই, রুটি সেঁকে তোমার জন্যে খাবার য়ে আসি।"

রান্নাঘরে গিয়া দেখিলেন, পটলি রুটিগুলি বেলিয়া, কিয়া ঢাকিয়া রাখিয়া দিয়াছে। মেঝের উপর াচল বিছাইয়া শুইয়া সে ঘুমাইতেছে। কন্যাকে ই করিতে পাঠাইয়া দিয়া, গৃহিণী স্বামীর খাবার ক করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে খাওয়াইয়া, পাণ য়া, তামাক সাজিয়া দিয়া, মায়ে ঝিয়ে আসিয়া াহারে বসিলেন।

রাত্রি যখন প্রায় এগারোটা, তখন হরিপদ ও জকুমার নিমন্ত্রণ-বাটী হইতে বাহির হইল। পথে াসিতে আসিতে রাজকুমার বলিল,—"হ্যাঁ ভাই, মার সে চন্দ্রগড়ের চাকরির কথা ত বাবাকে জিজ্ঞাসা করা হ'ল না।"

হরিপদ বলিল,—"কা'ল ত রথের ছুটী, কা'ল সারাদিন ত আমরা আছি, এক সময় জিজ্ঞাসা করলেই হবে।"

অন্ধকার নির্জ্জন গ্রাম্যপথ। দুই জনে লঘুচিত্তে হাস্য-পরিহাস করিতে করিতে চলিয়াছে। বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া উভয়ের কর্ণে গীতধ্বনি প্রবেশ করিল। সেই নিস্তব্ধ নিশীথে সুরটি বড় করুণ, বড় মোলায়েম শুনাইতেছিল।

রাজকুমার দাঁড়াইল, জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদের বাড়ী থেকেই না? কার গলা ভাই?"

হরিপদ বলিল,—"বাবার গলা।"

উভয়েই সেইখানে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল,—

চিরদিন কখনো সমান না যায়!
অদৃষ্টেরি ফলো কে খণ্ডাবে বলো,
তারো সাক্ষী দেখ মহারাজা নলো—
রাজ্যভ্রষ্ট হলো, দময়ন্তী হারালো,
অবশেষে বনে যায়।

রাজকুমার বলিল,—"বাবার ত বড় সুন্দর গলা ভাই!"

হরিপদ বলিল,—"এস এস, অনেক রাত্রি হয়েছে।"

দুই জনে তখন বাড়ীর সদর দরজার নিকট গিয়া পৌঁছিল। দ্বারে আঘাত করিতে করিতে হরিপদ ডাকিতে লাগিল,—"মা, ও মা, দরজাটা খুলে দিয়ে যাও।"

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

শ্বশুর ও জামাই।

পরদিন প্রভাতে বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া রাজকুমার হরিপদকে বলিল,—"বাবার সম্বন্ধে তুমি কিছু শুনেছ?"

"শুনেছি।"

"আমি কা'ল রাতে পটলির কাছে শুনলাম। তুমি ত কিছুই আমায় বলনি ভাই!"

হরিপদ বলিল,—"আমিই কি জানতাম? কা'ল রাতে বাড়ী ফিরে, শুতে যাবার সময় মা'র কাছে শুনলাম।"

"উপায় কিছু ভেবেছ?"

হরিপদ নীরবে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

রাজকুমার বলিল,—"আমি কিন্তু একটা উপায় ঠিক করেছি।"

হরিপদ নীরবে ভগিনীপতির পানে প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টি-পাত করিল। রাজকুমার বলিল,—"আমি ভেবেছি কি জান? সেই চন্দ্রগড়ের চাকরি আমি নিই। বাবা, মা আমার সঙ্গে চলুন।"

হরিপদ বলিল,—"সে একটা উপায় বটে। কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"কিন্তু—বাবা রাজি হ'লে হয়!"

রাজকুমার একটু বিষণ্ণ হইয়া বলিল,—"কেন, বাবা রাজি হবেন না?"

হরিপদ বলিল,—"ব'লে দেখা যাক্।"

আসল কথা এই যে, হরিপদ গতরাত্রেই পিতা-মাতার নিকট এ প্রস্তাব করিয়াছিল। বলিয়াছিল, রাজকুমার চন্দ্রগড়ে চাকরি পাইতেছে, সেখানে সরকারী বাসা পাইবে, চাকর পাইবে, প্রতিদিন রাজ-সরকার হইতে প্রচুর পরিমাণ সিধা আসিবে—কোনও কষ্ট হইবে না। শুনিয়া, মাতা যাইতে সম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু পিতা বলিতে লাগিলেন,—"শেষে জামাইয়ের অন্ন

খেতে হবে ? এও কি অদৃষ্টে ছিল ? না, ছি ! সে আমি বেঁচে থাক্‌তে পারব না ।" কিন্তু হরিপদ এ কথা এখন ভগিনীপতির নিকট প্রকাশ করিল না ।

বেলা তখন প্রায় সাড়ে সাতটা । আজ আর আকাশে মেঘ নাই, রৌদ্র উঠিয়াছে । হঠাৎ জগদীশ আসিয়া প্রবেশ করিলেন ।

রাজকুমার দেখিল, এক রাত্রেই ব্রাহ্মণের আকৃতি ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে । তাঁহার মুখ শুষ্ক ও অত্যন্ত বিষণ্ণ, চক্ষু বসিয়া গিয়াছে । অন্য দিন তিনি বেশ সিধা হইয়া চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেন—আজ যেন একটু কোঁজা হইয়া দাঁড়াইয়াছেন ।

জগদীশ বলিলেন,—"হরিপদ, আজ বাজারটা তুমি ক'রে আন্‌তে পারবে বাবা ? বেশী কিছু নয়, দু'পয়সার শাগ, ছ'পয়সার তরী-তরকারী এই শাগ, আলু, পটল, ফালি দুই কুমড়ো, আর আনা দুইয়ের মাছ । পার্‌বে বাবা ?"

হরিপদ বলিল,—"আজ্ঞে হ্যাঁ ।"

"তবে এই সিকিটে নাও ।" বলিয়া জগদীশ ট্যাঁক হইতে একটি সিকি বাহির করিয়া পুত্রের হাতে দিলেন । বলিলেন,—"কা'ল সমস্ত রাত আমার ভাল ঘুম হয়নি ; যাই, সকালে সকালে গঙ্গাস্নানটা সেরে আসি । এখনও বাজার ভাল বসেনি—আর আধ ঘণ্টাখানেক পরেই বরং যেও ।"—বলিয়া তিনি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন ।

রাজকুমার বলিল,—"চল, আমিও তোমার সঙ্গে বাজারে যাব ।"

হরিপদ বলিল,—"তুমিও কেন বাবার সঙ্গে গিয়ে স্নানটা সেরে এস না ।"

রাজকুমার ঈষৎ হাসিয়া বলিল,—"কেন, জামাই মানুষকে বাজার যেতে নেই বুঝি ? অপমান হয় ?"

হরিপদ বলিল,—"না, তা বল্‌ছিনে । বাবা আজ একলা গঙ্গাস্নানে যান, সেটা আমার ভাল লাগছে না ।"

রাজকুমার বিস্মিত হইয়া হরিপদ'র মুখের পানে চাহিল । শেষে বলিল,—"ওঃ—আচ্ছা, আমি বাবার সঙ্গে যাচ্ছি ।"

রাজকুমারের ইচ্ছা ছিল, গঙ্গাস্নানে যাইতে যাইতে পথে শ্বশুরকে চন্দ্রগড়ের চাকরির কথা বলিবে এবং সকলকে সঙ্গে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিবে । কিন্তু সারাপথ বলি বলি করিয়া বলিতে পারিল না । কেমন লজ্জা করিতে লাগিল । স্নান-কালে, ঘাটে আশে-পাশে অন্য অনেক লোক, বলার সুযোগ হইল না । স্নানান্তে ফিরিতে ফিরিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া রাজকুমার নিজ চাকরির কথা বলিল । শুনিয়া জগদীশ বলিলেন,—"তা বেশ ত । এ ত বেশ ভাল চাকরি বলেই বোধ হচ্ছে । ভাল ক'রে কায-কর্ম্ম করতে পারলে ক্রমেই উন্নতি হবে । তুমি এ চাকরি নাও ।"

রাজকুমার বলিল,—"প্রথমে আমার এ চাকরি নেবার ইচ্ছে ছিল না । মনে হচ্ছিল, চাকরি নিলে, বি-এ পাস ক'রে আইন পরীক্ষা দেবার যে মৎলব ছিল, সে সব কিছুই হবে না । কিন্তু আপনি যখন মত করছেন, তখন চাকরি নেওয়া স্থির করলাম ।"

জগদীশ বলিলেন,—"ওকালতীর চেয়ে ও তোমার ঢের ভাল হবে । উকীল হয়ে বেরুতে, যেমন ক'রে হোক, এখনও তোমার চার পাঁচ বছর বিলম্ব । তার পর পসার হ'তে যে কত বছর লাগবে, তা কে জানে ! এই ত সব উকীল দেখছি । আমাদেরই গ্রামেরই দেখ না কেন, হরিশ ভট্‌চায্যির ছেলে রয়েছে, উপেন রায়ের ভাইপো সুধীর, তার পর গিয়ে তোমার, রাম সরকারের ছেলে ইন্দু—কেউ দু বছর, কেউ পাঁচ বছর, কেউ সাত বছর হ[illegible] ওকালতী কর্‌ছে, বাসাখরচ চলে না—বাড়ী থেকে টাকা নিয়ে গিয়ে খায় । ও, চাকরিই ভাল । পশ্চিমে রাজা-রাজড়ার এষ্টেটে বাঙ্গালী যারা ঢুকেছে—সবাই উন্নতি করেছে"—বলিয়া জগদীশ তিন চারিটি দৃষ্টা-ন্তের উল্লেখ করিলেন ।

বাড়ী ফিরিয়া, জলযোগ সারিয়া রাজকুমার বৈঠকখানায় বসিয়া ছিল, হরিপদ বাজার হইতে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা কোথায় ?"

"আহ্নিক করতে বসেছেন ।"

"কতক্ষণ ফিরেছ ?"

"মিনিট পনেরো হবে ।"

"বাবার সঙ্গে কোনও বিষয়ে কথা হয়েছিল ?"

"হয়েছিল । জিনিষগুলো রেখে এস, বলছি ।"

হরিপদ ফিরিয়া আসিলে, শ্বশুরের সঙ্গে রাজ-কুমারের কথাবার্ত্তা যাহা যাহা হইয়াছিল, সমস্তই সে বলিল । শেষে বলিল,—"আসল কথাটাই কিন্তু বলতে সাহস হ'ল না ভাই । আমি ভাবছি কি জান ?

মাকে বলি, বাবাকে বল্‌তে আমার সাহসে কুলচ্ছে না। কখন্ বলি তাঁকে, বল দেখি ?"

হরিপদ বলিল,—"এখন ত মা রান্নায় ব্যস্ত রয়েছেন, খাওয়া-দাওয়ার পর বোলো এখন।"

আহারাদির পর হরিপদ গিয়া মাকে বলিল,—"মা, রাজকুমার তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে চায়।"

গৃহিণী এত দিন জামাতার সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে বড় বেশী কথাবার্ত্তা কহেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন ?"

"কা'ল বাবাকে আমি যে কথা বলেছিলাম, সেই কথা তোমাকে সে বল্‌তে চায়।"

"আমাকে ব'লে কি হবে ? উনি যে রাজি হন না !"

"তোমার সঙ্গে বাবার সে কথা হয়েছিল ?"

"হয়েছিল। উনি বল্লেন, রাজকুমার যে এ প্রস্তাব করেছে—তার উপযুক্ত কাযই করেছে। ছেলের মত কাযই করেছে। কিন্তু আমি পুরুষমানুষ হয়ে, সপরিবারে গিয়ে জামাইয়ের অন্নদাস হব কি ক'রে ? তার চেয়ে, ভিক্ষে ক'রে খেতে হয়, গাছতলায় থাকতে হয়, সেও যে আমার ভাল।—আচ্ছা, ডাক রাজকুমারকে।"

হরিপদ গিয়া রাজকুমারকে ডাকিয়া আনিল।

রাজকুমার আসিয়া অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিত শাশুড়ীর নিকট নিজ মনোভাব ব্যক্ত করিল। গৃহিণী এইমাত্র হরিপদকে যাহা বলিয়াছিলেন, জামাতাকেও ধীরে ধীরে সেই সকল কথাগুলি বলিলেন।

শুনিয়া রাজকুমার বলিল —"বাবা এই কথা বলেছেন ? আচ্ছা চল্লাম আমি বাবার কাছে।"

পাশের ঘরে মাদুর-বিছানায় জগদীশ বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। হঠাৎ পুত্রসহ জামাতাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বিস্ময়ে তাহাদের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। উভয়ে মাদুরে তাঁহার নিকট বসিল।

রাজকুমার বলিল,—"বাবা, আমি কি আপনার ছেলে নয় ?"

জগদীশ বলিলেন—"এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করছ বাবা ? আমার হরিপদ যেমন, তেমনই তুমি।"

"হরিপদ'র যখন চাকরি হবে, ও যখন আপনাকে আর মাকে ওর চাকরিস্থানে নিয়ে যেতে চাইবে, তখন আপনি কি তাতে আপত্তি করবেন ? যাবেন না ?"

জগদীশ একটু বিপন্নভাবে বলিলেন,—"তা—সে তখন—"

রাজকুমার বলিল,—"হরিপদ আর আমি আপনার কাছে যদি ভিন্ন নই,—তা হ'লে আপনি এমন কথা কেন বলেছেন বাবা ? শুন্‌লাম, আপনি নাকি বলেছেন, জামাইয়ের অন্ন খাওয়ার চেয়ে আপনি ভিক্ষে ক'রে খাবেন, সেও ভাল, গাছতলায় বাস করবেন, সেও ভাল। এমন নিষ্ঠুর কথা আপনি কি ক'রে বল্লেন বাবা ?"—কথাগুলি বলিতে বলিতে রাজকুমারের চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

জগদীশ হুঁকাটি নামাইয়া রাখিয়া, জামাতার হাতদুটি ধরিয়া বলিলেন,—"বাবা, তুমি কাঁদতে লাগলে ? কেঁদ না, কেঁদ না। আমার কথা আগে শোন।"—বলিয়া তিনি পার্শ্বস্থিত গামছাখানি লইয়া জামাতার অশ্রু মুছাইয়া দিলেন।

রাজকুমার শ্বশুরের মুখের পানে আকুলদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। জগদীশ হুঁকাটি উঠাইয়া লইয়া আবার ধূমপান করিতে করিতে, জামাতাকে কি বলিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন।

রাজকুমার বলিল,—"আমি সমস্তই শুনেছি। আপনার কি বিপদ, তা আমি জানি। এই বাড়ীখানি, জমিগুলি গেলে আর ত অন্য কোন উপায় নেই। আমার বাপ নেই, মা নেই,—আপনাদের পেয়ে আমি বাপ-মা আবার পেয়েছি ব'লে মনে করছি। আপনিও বলছেন, হরিপদ আর আমি ভিন্ন নই। তবে কেন—"

জগদীশ এইবার কথা কহিলেন। বলিলেন—"দেখ বাবা, এটি আমার পৈতৃক ভিটে। এই বাড়ীতেই আমি জন্মেছি—আমার বাপ, ঠাকুরদাদা এই বাড়ীতে জন্মেছেন, এখান থেকেই তাঁদের গঙ্গালাভ হয়েছে; বাড়ীখানি আমার যাবে, সে কি আমার প্রাণে সহ্য হয় বাবা ? তবে যদি জিজ্ঞাসা কর, এই ত নালিস হয়েছে, আজ বাদে কা'ল ডিক্রী হবে—বাড়ী নীলেম হয়ে যাবে, আপনি রক্ষে করবেন কেমন ক'রে ?—কোনও উপায় এখন দেখছিনে বটে। আমার মনের অভিপ্রায় কি জান ? আজকালের মধ্যেই আমি কোন একটা চাকরির সন্ধানে বেরুব। কাছাকাছি যে সকল জমিদারেরা আছেন, কারু জমিদারীতে যদি একটা চাকরি-বাকরী যোগাড় করতে পারি, তা হ'লে উপস্থিত আপাততঃ ছেলেপিলে নিয়ে মাথা গোঁজবার স্থান পাব। তার পর, ঈশ্বর যদি দিন দেন, এই বাড়ী যে নীলেমে কিনবে, তার কাছ থেকে কিনে নিতে পারব,—আমার পৈতৃক ভিটেটি [illegible] থাকবে।"

রাজকুমার বলিল,—"নীলেমে ত ঐ গিরিশ মুখুয্যেই কিন্‌বে। সে, ধরুন, আপনার যে রকম শত্রু, আপনি টাকা দিয়ে কিন্‌তে গেলে আপনাকে দেবে কি?"

জগদীশ বলিলেন,—"ও বেঁচে থাক্‌তে দেবে না, তা জানি, মানুষের শরীর, পদ্মপত্রের জল—গিরিশ মুখুয্যের বয়স হয়েছে। ওর অবর্ত্তমানে, ওর ছেলেরা সে রকম ব্যবহার আমার সঙ্গে করবে না। ছেলে দুটি ভাল।"

গৃহিণী দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিলেন। স্বামীর এই উক্তি শুনিয়া, উহার সুস্পষ্ট ইঙ্গিতটুকু বুঝিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। মনে মনে বলিলেন,—"নারায়ণ, নারায়ণ, অপরাধ নিও না ঠাকুর। সবাইকের মঙ্গল কোরো।"

চাকরি পাওয়া সম্বন্ধে যখন স্থিরতা কিছুই নাই—দুই মাস, চারি মাস, ছয় মাসও বিলম্ব হইতে পারে—তত দিন কোথায় সকলে থাকিবেন, হয় ত এই গোলমালে হরিপদর পড়াও বন্ধ হইয়া যাইতে পারে, অবশেষে চাকরি হইলেও, চাকরিস্থানে সুবিধামত বাসা যদি না পাওয়া যায়—ইত্যাদি প্রকার সম্ভাবিত নানা অসুবিধা উল্লেখ করিয়া রাজকুমার শ্বশুরকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। হরিপদও পিতাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিল। প্রায় একঘণ্টা কাল এইরূপ কথাবার্ত্তার পর অবশেষে জগদীশ বলিলেন,—"তা তোমাদের যখন এতই জেদ, গিন্নীকে আর প্রভাকে না হয় চন্দ্রগড়ে নিয়ে যাও। আমি এ দিকে একটু চাকরির চেষ্টা করি।"

অগত্যা রাজকুমার তাহাতেই সম্মত হইল। সেই দিনই বৈকালে চাকরি স্বীকার করিয়া চন্দ্রগড়ে পত্র লিখিয়া দিল। পরদিন প্রাতে উঠিয়া দুই জনে কলিকাতা যাত্রা করিল।

দুই দিন পরে হুগলির আদালত হইতে পেয়াদা আসিয়া সমন দিয়া গেল। দাবীর পরিমাণ ২৩৫৮৷৵০—আগামী ১২ই আগষ্ট জবাব দাখিল ও ইস্যুধার্য্যের দিন স্থির হইয়াছে। সমন সহি করিয়া লইয়া জগদীশ পাঁজি দেখিলেন—ঐ ইংরাজি তারিখ, বাঙ্গলা ২৮শে শ্রাবণ, এখনও ষোল দিন বিলম্ব আছে।

পর সপ্তাহে একদিন রাত্রি আটটার সময় হঠাৎ রাজকুমার আসিয়া উপস্থিত হইল। এবার সে একাকী আসিয়াছে। বলিল, চন্দ্রগড় হইতে তাহার নিয়োগপত্র আসিয়াছে; দেওয়ান লিখিয়াছেন, 'যত শীঘ্র পার, আসিয়া পৌছিবে।'

সেই রাত্রেই জগদীশ পাঁজি দেখিয়া, সম্মুখের শনিবারে জামাতার যাত্রার দিন স্থির করিয়া দিলেন।

রাজকুমার টাইমটেবেল সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল। বলিল, সেই দিন তবে সন্ধ্যার গাড়ীতে এখান হইতে সকলে রওয়ানা হইয়া রাত্রি আটটার সময় বর্দ্ধমানে গিয়া নামিতে হইবে, সেখানে দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া, ডাকগাড়ী ধরিতে হইবে, সে ডাকগাড়ী পরদিন প্রাতে বক্সারে পৌঁছিবে।

হরিপদকে সঙ্গে করিয়া শুক্রবার সন্ধ্যার গাড়ীতে ত্রিবেণী আসিয়া পৌছিবে প্রতিশ্রুত হইয়া, পরদিন রাজকুমার কলিকাতা চলিয়া গেল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

পদ্মপত্রের জল।

ভাদ্রের শেষ। বেলা তিনটার সময় জগদীশ হাতে একটি ক্যাম্বিশের ব্যাগ লইয়া, পুরাতন ছিন্ন ছাতি মাথায় দিয়া, নগ্নপদে ধীরে ধীরে সরকারী পাকা রাস্তায় পাণ্ডুয়া হইতে বৈঁচি যাইতেছেন। রেলে গেলে পাঁচ পয়সা ভাড়া লাগিত, সেই পাঁচটি পয়সা বাঁচাইবার জন্য পদব্রজে যাইতেছেন।

এখন আর জগদীশের সে পূর্ব্বের আকার নাই। দেহ শুকাইয়া আধখানি হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীকন্যাকে জামাতার সহিত চন্দ্রগড়ে পাঠাইয়া আজ একমাসকাল চাকরির চেষ্টায় নানা স্থানে ঘুরিয়াছেন, কোথাও কিছু যুটে নাই। এ অঞ্চলে অনেকগুলি জমিদারী সেরেস্তায় চেষ্টা করিয়াছেন, কোথাও সুবিধা হইল না। আঁটপুর-হাটির জমিদার ২৫৲ টাকা বেতনে একটি নায়েবী দিতে প্রস্তুত ছিলেন, মহালটিও ছিল ভাল, কিন্তু তিনি নগদে অথবা ভূসম্পত্তিতে ৫০০৲ জামিন চাহিয়াছিলেন। সুতরাং চাকরি হইল না। কেহ কেহ বলিয়াছিলেন, "পূজার পরে আসিবেন, দেখা যাইবে।" কিন্তু পূজার ত এখনও অনেক বিলম্ব। এবার আশ্বিনের শেষে পূজা।

ইতিমধ্যে জগদীশ দুইবার ত্রিবেণীতে গিয়াছিলেন। প্রথমবার গিয়া, জিনিষপত্র কতক বিক্রয় করিয়া গুটি কয়েক টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার গিয়া দেখিলেন, বাড়ীর দরজায় নীলামী ইস্তাহার লটকাইয়া দিয়াছে,—ধার্য্য তারিখের মধ্যে ডিক্রীর

টাকা না দিলে বাড়ী, জমিজমা সমস্তই আদালতে নীলাম হইবে। ইহা দেখিয়া বাড়ীতে দুই চারিটা জিনিষপত্র যাহা ছিল, তাহা জগদীশ এক প্রতিবেশী ব্রাহ্মণের গৃহে রাখিয়া আসিয়াছেন।

ভাদ্র মাসের পড়ন্ত রৌদ্রে দেড় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া ব্রাহ্মণ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। নিকটে একটা সাঁকো রহিয়াছে, তাহার পাশেই একটা বড় পাকুড় গাছ থাকায় তাহার কতকটা স্থানে ছায়াও পড়িয়াছিল। জগদীশ গিয়া সেই সাঁকোর উপর বসিলেন; বসিয়া একটু বিশ্রাম করিলেন। সাঁকোর নিয়ে এবং দুই দিকে খানিকটা স্থান অবধি জল জমিয়াছিল। পিপাসাতুর কণ্ঠে জগদীশ অনেকক্ষণ সেই জলের পানে চাহিয়া রহিলেন। অবশেষে লোভ সংবরণ করিতে না পারিয়া, জলের নিকট গেলেন। জলে নামিয়া, হাত পা মুখ ধুইয়া, অঞ্জলি ভরিয়া ভরিয়া সেই জল পান করিতে লাগিলেন।

সাঁকোর উপর ফিরিয়া আসিয়া, ব্যাগটি খুলিয়া চশমাখানি ও ডাকের একখানি পত্র বাহির করিলেন। চশমাটি চোখে দিয়া পত্রখানি পড়িতে লাগিলেন। এখানি এবার বাড়ী গিয়া পাইয়াছেন, চন্দ্রগড় হইতে আসিয়াছিল। রাজকুমার লিখিয়াছে,—"বাবা, আজ পর্য্যন্ত আপনার কোথাও চাকরির সুবিধা হইল না জানিয়া আমরা সকলে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি। আপনি নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, পূজনীয়া মাতা ঠাকুরাণী বলিতেছেন যে, এরূপ পরিশ্রম ও কষ্ট সহ্য করা আপনার কোনও দিন অভ্যাস নাই; তিনি আশঙ্কা করেন, আপনি হঠাৎ পীড়িত হইতে পারেন। ঈশ্বর না করুন, বিদেশে যদি আপনার শরীর অসুস্থ হইয়া পড়ে, তাহা হইলে কি উপায় হইবে? মা সর্ব্বদা কাঁদেন। তাঁহার বিশেষ অনুরোধ, আপনি আর কালবিলম্ব না করিয়া এখানে চলিয়া আসুন। আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে এখানে কিছুরই অভাব নাই। আমাকে আপনার সন্তান বলিয়া মনে করিয়া, আমার এই প্রার্থনাটি রক্ষা করুন। এখানকার দেওয়ানজি অত্যন্ত ভাল লোক, আমায় অত্যন্ত স্নেহ করেন। মাস পূর্ণ হইতে এখনও বিলম্ব থাকা সত্বেও আমায় তিনি বেতন বাবদ ১০৲ দিয়াছেন, তাহা এই পত্রমধ্যে পাঠাইলাম।" তাহার পর রেলভাড়া কত লাগিবে, কোন্ গাড়ীতে আসা সুবিধা, বন্দরে নামিয়া কি উপায়ে চন্দ্রগড়ে পৌছিতে হইবে—সমস্ত বিষয় রাজকুমার লিখিয়াছে।

পত্রখানি পড়িতে পড়িতে জগদীশের চক্ষু সজল হইয়া আসিল। নোটখানি খুলিয়া তিনি দেখিতে লাগিলেন। ইহা আজ চারি পাঁচ দিন তাঁহার হস্তগত হইয়াছে, এত অভাবের মধ্যেও এখানিকে তিনি ভাঙ্গান নাই। প্রতিদিনই ভাবিয়াছেন, ঈশ্বর যদি মুখ তুলিয়া চাহেন, কোথাও একটা কিছু সুবিধা হয়,—তবে পূজার সময় এই নোটখানির সঙ্গে আর একখানি দিয়া, জামাতাকে পূজার ধুতি-চাদর কিনিয়া লইবার জন্ম পাঠাইয়া দিবেন।

বেলা ক্রমে পড়িয়া আসিতে লাগিল। এখনও দেড় ক্রোশ পথ বাকী। বৈচিতে পৌছিয়া, কোনও একটা দোকানে বা ঠাকুরবাড়ীতে আশ্রয় লইবেন—কল্য প্রাতে জমিদারী সেরেস্তায় গিয়া চাকরির জন্ম আবেদন জানাইতে হইবে। তাই আর বিলম্ব না করিয়া, উঠিয়া ধীরে ধীরে জগদীশ আবার পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন।

বৈচিতে প্রবেশ করিয়া শুনিলেন, বাবুদের একটি অতিথিশালা আছে। পথ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে সেখানে পৌছিয়া, তথাকার ম্যানেজারবাবুর নিকট নিজ পরিচয় দিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন।

ম্যানেজারবাবু একটি ঘর দেখাইয়া দিলেন। সেখানে আর কেহই ছিল না। একখানি মাদুর লইয়া, পথশ্রমবশতঃ ব্যাগটি মাথায় দিয়া জগদীশ শয়ন করিয়া রহিলেন।

রাত্রি নয়টার সময় ভৃত্য আসিয়া অতিথিগণকে খাইতে ডাকিল। জগদীশ উঠিয়া গিয়া পাতের কাছে বসিলেন বটে, কিন্তু কিছুই খাইতে পারিলেন না।

সেই রাত্রে তাঁহার জ্বর হইল। কম্প দিয়া জ্বর।

পরদিন, সারাদিন জ্বর ছাড়িল না। তবে বৈকালের দিকে অনেকটা কমিয়া আসিল বটে। ভাণ্ডারী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ঠাকুর, ক্ষিধে পেয়েছে?"

জগদীশ ক্ষীণস্বরে বলিল,—"হ্যাঁ।"

"কি খাবে? সাবু ক'রে দেব?"

"তাই দাও। বাবা, আমায় একটু ধর ত—উঠে, একবার মুখে একটু জল দিই।"

ভাণ্ডারী উঠিতে সাহায্য করিল। বলিল,—"এ দুর্ব্বল শরীর, পুকুরঘাটে আর গিয়ে কায নেই।

রসুইঘরের বারান্দায় চল, জল দিচ্ছি, মুখ-হাত ধুয়ে নেবে।”

রসুইঘরের বারান্দায় বসিয়া জগদীশ মুখ-হাত ধুইলেন। সম্মুখে তুলসীমঞ্চ ছিল। বলিলেন,—“আজ সন্ধ্যা-আহ্নিক কিছুই ত হ’ল না। তুলসীতলায় একটা প্রণাম ক’রে যাই।”

তুলসীতলায় গিয়া গলবস্ত্রে প্রণাম করিয়া, আঙুলে করিয়া, তাহার একটু মাটী খুঁটিয়া খাইলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে গিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন।

বারান্দায় চালের বাতা হইতে একটা লণ্ঠন ঝুলিতেছিল। তাহারই সামান্য আলোক খোলা দরজা দিয়া জগদীশের ঘরে প্রবেশ করিতেছে। রাত্রি নয়টার সময় সাগুর বাটী হাতে করিয়া ভাণ্ডারী আসিয়া ডাকিল,—“ঠাকুর—ও ঠাকুর—ওঠ। সাবু এনেছি।”

কোন উত্তর নাই।

ভাণ্ডারী একটু বিরক্তভাবে আবার ডাকিল,—“বলি শুনছ? ওঠ, সাবুটা খেয়ে নাও।”

তথাপি কোন উত্তর না পাইয়া ভাণ্ডারী উচ্চতর স্বরে ডাকিল,—“আঃ, কি জ্বালাতেই পড়লাম গা!—ডাকাডাকি ক’রে ওঠাতে হবে!—ওঠ না—সাবুটুকু খেয়ে নিয়ে যত পার ঘুমিও, কেউ মানা করবে না। ও ঠাকুর”—বলিয়া, ঝুঁকিয়া বামহস্তে ভাণ্ডারী জগদীশের হাতখানি ধরিল। ধরিবামাত্র ছাড়িয়া দিয়া বলিল—“ইস্, গা যে একেবারে পুড়ে যাচ্ছে! আবার জ্বর বেড়েছে দেখছি যে! গোবরা—ওরে ও গোবরা, লণ্ঠনটা এখানে আন ত।”

ভৃত্য গোবর্দ্ধন লণ্ঠন আনিয়া দিল। আলোকের সাহায্যে ভাণ্ডারী দেখিল, অতিথির চক্ষু মুদ্রিত। নিশ্বাস জোরে জোরে পড়িতেছে। বুকে হাত দিয়া দেখিল, বুক আগুনের মত। বলিল,—“জ্বরে যে বামুন অচৈতন্য হয়ে পড়েছে। ইস্—তাই ত! শিঙে ফুঁকবেনা কি?”

অতিথিশালার নিয়ম, কোনও পান্থ পীড়িত হইয়া পড়িলে, বাবুদের বেতনভোগী ডাক্তারকে সংবাদ দিতে হইবে। ভাণ্ডারী গিয়া ম্যানেজার বাবুকে বলিল। ম্যানেজার, ডাক্তারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ডাক্তার আসিয়া, ষ্টেথিস্কোপ দিয়া বক্ষ পরীক্ষা করিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন,—“হার্টের অ্যাকশন্ বড়ই উইক দেখ ছি।” নাড়ী দেখিলেন। তাহার পর রোগীর বগলে থার্মমিটার দিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে থার্মমিটার বাহির করিয়া দেখিয়া বলিলেন—“১০৬ ডিগ্রী। আচ্ছা, আমি গিয়ে একটা ফীভার মিক্শ্চার তৈরি ক’রে পাঠিয়ে দিচ্ছি। তিন ঘণ্টা অন্তর সমস্ত রাত্রি খাওয়াতে হবে। কা’ল সকালে আবার আমি আসব এখন।”

ডাক্তার বাবু বাড়ী গিয়া একটা শিশিতে করিয়া তিন দাগ ঔষধ পাঠাইয়া দিলেন। ম্যানেজার বাবু স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া, এক দাগ ঔষধ রোগীকে সেবন করাইলেন। রাত্রি তখন দশটা। ভৃত্যকে বলিলেন,—“দেখ গোবরা, তুই আজ এখানে থাক্, বুঝলি? দু’ দাগ ওষুধ রইল, রাত একটার সময় এক দাগ আর ভোর চারটের সময় এক দাগ খাইয়ে দিস্।”

গোবরা বলিল,—“আজ্ঞে।”

“ঘুম ভাঙবে ত? ঠিক একটার সময় উঠে এসে এক দাগ ওষুধ খাইয়ে দিবি। বুঝলি?”

“আজ্ঞে।”

“তুই না হয় এক কায কর। আজকের রাতটে এই ঘরেই শো। ভারি জ্বরটা হয়েছে, রাত্তিরে উঠে যদি জল চায়, কিছু চায়। এক জন লোক কাছে থাকা ভাল।”

“যে আজ্ঞে।”

ম্যানেজার বাবু নিজ আপিস বন্ধ করিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। ভাণ্ডারী ভাণ্ডার বন্ধ করিয়া স্বস্থানে গিয়া শয়ন করিল। গোবরা কিছুক্ষণ রোগীর অনতিদূরে শয়ন করিয়া রহিল। কিন্তু মশার কামড়ে তাহার ঘুম হইল না। নিজ শরীরের নানাস্থানে চপেটাঘাত করিতে করিতে, ঘণ্টাখানেক ছটফট্ করিয়া, সে উঠিয়া বসিল। মনে মনে বলিল,—“কটা বাজলো কে জানে! একটা বোধ হয় বাজেনি এখনও, তা হোক—এখনি আর এক দাগ খাইয়ে দিই। পেটে গেলেই কায দেখবে। ভোরবেলা তখন উঠে এসে বাকী দাগটা খাইয়ে দেব।”

এইরূপ চিন্তা করিয়া গোবর্দ্ধন শিশি লইয়া ঔষধ ঢালিল। দাগ পরীক্ষা করিয়া দেখিল, এক দাগের স্থানে অর্দ্ধদাগ ঔষধ মাত্র শিশিতে রহিয়াছে। তখন সে বাকী ঔষধটুকুও গেলাসে ঢালিয়া, মনে মনে বলিল,—“দিই সবটুকুই খাইয়ে। যে রকমই শক্ত জ্বর, ও ছিটে-ফোঁটার কায নয়। একটু বেশী ক’রে খাওয়ানই ভাল।”

এরূপ ভাবিতে ভাবিতে রোগীর মুখ ফাঁক করিয়া

ঔষধটুকু ঢালিয়া দিল। কতক রোগীর উদরস্থ হইল, বাকী গড়াইয়া শয্যার উপর পড়িল।

নিজ কর্ত্তব্য এইরূপে শেষ করিয়া, নিদ্রাতুর গোবর্দ্ধন রোগীর ঘরের দরজাটি ভেজাইয়া দিয়া, নিজের ঘরে গিয়া মশারি টাঙাইয়া শয়ন করিল।

পরদিন ভোরবেলা গোবর্দ্ধন আসিয়া দেখিল, ঘরের দ্বার খোলা। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, রোগীর ব্যাগ, ছাতা ও গাত্রবস্ত্র পড়িয়া আছে—রোগী সেখানে নাই।

দেখিয়া গোবর্দ্ধন প্রথমে বিস্মিত হইল। তাহার পর ভাবিল, রাত্রে বোধ হয় জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছিল, উঠিয়া মুখ-হাত ধুইতে পুকুরঘাটে গিয়াছে।

অতিথিশালার পশ্চাতেই পুষ্করিণী। পুকুরঘাটে গিয়া গোবর্দ্ধন দেখিল, সেখানেও কেহ নাই।

অঙ্গনে ফিরিয়া আসিয়া পাকশালার দিক হইতে গোবর্দ্ধন একটা গোলমাল শুনিতে পাইল। কৌতূহল-বশতঃ সেখানে গিয়া দেখিল, পাকশালার সম্মুখস্থিত তুলসীমঞ্চের নিকট কে পড়িয়া রহিয়াছে, পাঁচ সাত জন লোক সেখানে দাঁড়াইয়া গোলমাল করিতেছে।

গোবর্দ্ধন নিকটে গিয়া দেখিল, গতকল্যকার সেই রোগীর মৃতদেহ। অনাবৃত বক্ষে ও যজ্ঞোপবীতে কাদার চিহ্ন। মাথায় কাদা, কপালে কাদা। দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলিও কাদায় মাথা।

একজন বলিল,—"ঐ দেখ, তুলসীতলায় পাঁচটা আঙ্গুলে আঁচড়ানোর দাগ। খাবল খাবল ক'রে, তুলসীমাটী নিয়ে নিজের মাথায় গায়ে মেখেছে।"

অপর এক ব্যক্তি বলিল—"অন্তিমকাল উপস্থিত হয়েছিল, ব্রাহ্মণ বোধ হয় টের পেয়েছিল। ঘরের ভিতর মরবে—তার চেয়ে তুলসীতলায় এসে মরেছে। লোকটা পুণ্যাত্মা ছিল হে!"

ভাণ্ডারী বলিল,—"আহাহা! কা'ল সন্ধ্যেবেলা সাবু তৈরি করেছিলাম, যেমন বাটি, তেমনি রয়েছে। জ্বরটা খুব হয়েছিল বটে, কিন্তু রাত্রের মধ্যে যে ম'রে যাবে, তা কে জানত?"

ম্যানেজার বাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। সকল শুনিয়া বলিলেন,—"আহাহাহা! ম'রে গেল বামুন? আত্মীয়স্বজন কেউ খবরটাও পেলে না! মানুষের শরীর, পদ্মপত্রের জল! কিছু বিশ্বাস নেই, কিছু বিশ্বাস নেই! নারায়ণ নারায়ণ!"

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

মুখোপাধ্যায়ের অনুতাপ।

পান্থশালায় জগদীশ বন্দোপাধ্যায়ের শোচনীয় মৃত্যুর সংবাদ যথাসময়ে ত্রিবেণী গ্রামে পৌঁছিল। তাঁহার পকেটে যে চিঠি ছিল, তাহা হইতে পান্থশালার অধ্যক্ষ তাঁহার নাম-ধাম অবগত হইয়া সেই দিনই ত্রিবেণীতে মৃতের আত্মীয়স্বজনকে অনুসন্ধান করিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দেন।—কলিকাতায় হরিপদ এবং চন্দ্রগড়ে রাজকুমার এই সূত্রে ত্রিবেণী হইতে সংবাদ পাইল।

গ্রামে লোকে গোপনে বলাবলি করিতে লাগিল, গিরিশ মুখোপাধ্যায়ই গরীব ব্রাহ্মণের মৃত্যুর জন্য দায়ী; সে যদি আদালতে নালিশ করিয়া ব্রাহ্মণের ভিটামাটী উচ্ছন্ন না করিত, তাহা হইলে এ বয়সে তাঁহাকে ত চাকরির চেষ্টায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত না।

লোকে গোপনে এইরূপ বলাবলি করিতে লাগিল, কারণ, প্রকাশ্যে বলার সাহস কাহারও নাই। অনেকেই গিরিশ মুখোপাধ্যায়ের নিকট টাকা ধারে,—যাহারা ধারে না, তাহারাও আশা রাখে যে, অসময়ে আবশ্যক হইলে টাকা ধার পাইবে। লোকে নিজ নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিবার কালে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করিলেও, কথাটা ক্রমে গিরিশ মুখোপাধ্যায়ের কানে গেল।

সতীশ দত্তই প্রথমে সংবাদ দিয়াছিল।

অনেকের স্বভাব এই যে, কেহ যদি তাহাকে আসিয়া বলে, "অমুক তোমার নিন্দা করিতেছিল," তাহা হইলে সংবাদদাতার উপর সে খুসী হইয়া উঠে; ভাবে, এ ব্যক্তি আমার বন্ধু, বিপক্ষদলভুক্ত নহে। গিরিশ মুখোপাধ্যায়ও কতকটা এই প্রকৃতিসম্পন্ন, তাহা সতীশ পূর্ব্বেই আবিষ্কার করিয়াছিল।

শুধু নিন্দার সংবাদটা নহে, সতীশ আসিয়া বলিল, সেই নিন্দার প্রতিবাদ করিতে গিয়া অমুকের সঙ্গে তাহার ত প্রায় হাতাহাতির উপক্রম হইয়া উঠিয়াছিল, এবং অমুকের সঙ্গে চিরদিনের জন্য মর্ম্মান্তিক বিচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, কাহারা কাহারা নিন্দা করে, কোথায়, কি উপলক্ষে এবং কি ভাষায় তাহারা এ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে, তাহা "বিতং" করিয়াই সতীশ প্রকাশ করিল।

শুনিয়া গিরিশ মুখোপাধ্যায় প্রথমটা আগুন হইয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"দেখ দেখি লোকের একবার অন্যায়! ভারি সব আমার ধার্ম্মিক রে! আমার পাওনা টাকার জন্যে আমি নালিশ করব না? ছেড়ে দেব? যার দিন পূর্ণ হয়েছে, সে মরবে;—তার জন্যে কি আমি দায়ী!"

সতীশ দত্ত বলিল,—"অদৃষ্টের উপর কারু হাত আছে? ওর অদৃষ্টে ছিল, ঐ তারিখ ঐ সময় ঐ স্থানে ঐ অবস্থায় মরবে;—সে তাকে মরতেই হবে যে! আপনি নালিশ করলেও মরতে হবে, না করলেও মরতে হবে। নৈলে শাস্ত্রই যে মিথ্যা হয়ে যায় মশায়! হুঁ—জগদীশ বাঁড়ুয্যে ত কোন কীটাণুকীট—স্বয়ং ব্রহ্মা বিষ্ণু কালের হাত এড়াতে পারেন? দিন-ক্ষণটি উপস্থিত হ'লে, তাঁদের মরতে হয়—একটি মিনিট এধার ওধার হবার যো নেই।"

গিরিশ বলিলেন,—"তাঁরা ত অমর, তাঁরা মরবেন কি ক'রে?"

সতীশ বলিল,—"অমর—এক সৃষ্টিতে অমর। কিন্তু সৃষ্টি কতবার ধ্বংস হয়েছে, আবার কতবার হয়েছে কি না! এক পরব্রহ্ম ছাড়া, আর সকলেই কালের অধীন। বিদ্যাপতি বলেছেন,—

কত চতুরানন মরি মরি যাওত,
ন তুয়া আদি অবসানা,
তোহে জনমি, পুনঃ তোহে সমায়ত,
—সাগর লহরী সমানা।

সংস্কৃত শ্লোকও রয়েছে

ব্রহ্মা বিষ্ণুদিনে যাতি বিষ্ণু রুদ্রস্য বাসরে।
ঈশ্বরস্ত তথা সোঽপি কঃ কালং লঙ্ঘিতুং ক্ষমঃ॥

—কালকে লঙ্ঘন করবার ক্ষমতা কারুরই নেই।"

সতীশের এই বাক্‌চাতুরীতে গিরিশ মুখোপাধ্যায় সাময়িক সান্ত্বনা কিছু পাইলেন বটে, কিন্তু দুই তিন দিন ধরিয়া এ বিষয়টা মনে মনে তিনি আলোচনা করিলেন। ক্রমে তাঁহার মনোভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিল। ভাবিতে লাগিলেন,—"আহা, কেন ব্রাহ্মণের উপর অতটা জুলুম করলাম—নইলে হয় ত এমনটা ঘট্‌ত না।"

পূজার ছুটীতে পুত্রদ্বয় নরেন সুরেন কলিকাতা হইতে বাড়ী আসিলে মুখোপাধ্যায় সংবাদ পাইলেন, হরিপদ চক্রগড়ে গিয়া পিতার শ্রাদ্ধাদি করিয়া আসিয়াছে। শুনিলেন, রাজকুমারের চাকরিটি বেশ ভাল, তাহাদের অন্নবস্ত্রের ক্লেশ আর নাই—শুনিয়া মুখোপাধ্যায় কতকটা সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

জগদীশের বাস্তুভিটা ও জমিজমা সম্বন্ধে ডিক্রী হইয়াছিল, অগ্রহায়ণ মাসে আদালত হইতে পেয়াদা আসিয়া ঢোলসহরৎ ও বাঁশগাড়ি করিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দখল দিয়া গেল।

দখল পাইবার পর একদিনও মুখোপাধ্যায় সে দিকে যান নাই। বাড়ীটার কথা মনে পড়িলেই তাঁহার বুকের ভিতরটা কেমন করিয়া উঠিত। মনে হইত, "যাহার সাতপুরুষ ও বাড়ীতে বাস করিয়া গিয়াছে, সে আজ কোথায়! আমি যদি নালিশ না করিতাম, তাহা হইলে বোধ হয়, আজিও ঐ বাড়ীতে সপরিবারে সে বাস করিত। হায় হায়, কেন এমন কায করিয়াছিলাম!"

গোমস্তা ক্রমাগত বলে, "ভিটাখানা পতিত রহিয়াছে, ওটা কাহাকেও বিক্রয় করিলে হইত—মিছামিছি টাকাগুলা আট্‌কাইয়া রহিল।" কিন্তু মুখোপাধ্যায় সে কথায় মনোযোগ করেন না। একদিন গোমস্তা একজন খরিদ্দার আনিয়াও খাড়া করিল। মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—"এখন থাক—এখন বেচ্‌ব না।"

অগ্রহায়ণ গেল, পৌষ গেল, মাঘ মাস আসিল। কয়েক দিন হইতে আকাশে মেঘ করিতেছে, মাঝে মাঝে তুহিনশীতল বায়ু বহিয়া মানুষ ও পশুপক্ষীর কলেবর কম্পান্বিত করিয়া তুলে।—এইরূপ একটা মেঘলা দিনের বৈকালে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় মোটা একখানা লুই গায়ে দিয়া পীচের ছড়ি হাতে করিয়া বাবুপাড়ার দিকে অগ্রসর হইলেন। সতীশ দত্তকে সঙ্গে লইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখিলেন, দরজায় তালাবন্ধ; বোধ হয়, সে কোথাও বাহির হইয়াছে। মুখোপাধ্যায় জানিতেন, সতীশ শ্বশুরবাড়ীর কিছু জমিজমা পাইয়াছে, সেখানে ধান্যাদির বন্দোবস্ত করিবার জন্য অগ্রহায়ণ মাসেই মাতা ও স্ত্রীকে সেখানে পাঠাইয়া দিয়াছে।

সুতরাং মুখোপাধ্যায় একাকীই গিয়া জগদীশের দরজার তালা খুলিলেন।

ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, উঠান জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছে। উঠানের প্রান্তে স্থানে স্থানে যে বাখারী ও কাঁটাগাছের বেড়া দেওয়া ছিল, সে সব

আর কিছুই নাই। রান্নাঘরের বারান্দার চাল হইতে সমস্ত খড় কে খুঁড়িয়া লইয়া গিয়াছে।

জঙ্গলের ভিতর সাবধানে পা বাড়াইয়া রান্নাঘরের নিকট গিয়া দেখিলেন, দুই পাটী কপাটই কে খুলিয়া লইয়া গিয়াছে। রাঁধিবার দুই তিনটি কালো কালো হাঁড়ি এখনও সাঙার উপর তোলা রহিয়াছে। ঘরের মেঝেয় বিস্তর ছাগল-নাদি—বোধ হয়, জলবৃষ্টির সময় ছাগলেরা আসিয়া এখানে আশ্রয় লয়।

রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া মুখোপাধ্যায় বড় ঘরের বারান্দায় আসিয়া উঠিলেন। মনে পড়িয়া গেল, এইখানেই পটলির বিবাহ হইতেছিল, এইখানে দাঁড়াইয়া তিনি পৈতা ছিঁড়িয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন যে, যদি তিনি ব্রাহ্মণবংশে জন্মিয়া থাকেন, তবে বৎসর পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই জগদীশের কন্যার বৈধব্য ঘটিবে। স্মরণ হইল, এই অভিশাপ দিয়াই তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিশ্বাস করিতেন যে, ব্রাহ্মণকে কেহ যদি গভীর মনঃপীড়া দেয়, তবে কলিমাহাত্ম্য সত্ত্বেও তাহার অনিষ্ট হইবেই হইবে। মনে মনে তাঁহার গর্ব্বও ছিল যে, তিনি একজন সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণ; এবং তিনি যে সে সময়ে সময়ে বিশেষরূপ মনঃপীড়া পাইয়াছিলেন, তাহাও স্মরণ হইল। মনে মনে বলিলেন,—"সেই জন্যেই কি জগদীশ ও রকম ক'রে বিঘোরে মারা গেল?—তার কালপূর্ণ হয়েছিল, সে মরেছে—এ কথা ঠিক। কিন্তু আমার এমনি কপাল যে, আমিই হলাম তার উপলক্ষ!"

তখন মনে মনে তাঁহার আশঙ্কা হইতে লাগিল,—"পটলিকে যে অভিশাপ দিয়াছি—তাও ত ফলিয়া যাইতে পারে!—আহা, তা যদি হয়, তবে ত বড়ই অন্যায় হইবে! রাগের মাথায় তখন এরূপ অভিশাপ দিয়াছিলাম বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহার কোনও অনিষ্ট হয়, এমন ইচ্ছা ত আমার ছিল না। সে ছেলেমানুষ, সে ত কোন দোষের দোষী নহে!—হে ভগবান্, তাহার যেন কোনও অমঙ্গল করিও না।"

এই সকল কথা ভাবিতে ভাবিতে মুখোপাধ্যায় পদদ্বয়ে দুর্ব্বলতা এবং বক্ষে প্রবল স্পন্দন অনুভব করিলেন; তাঁহার ললাটদেশে ঘর্ম্মোদ্গম হইল, মাথা আবার ঘুরিতে লাগিল, সেবারে মূর্চ্ছার পূর্ব্বে যেরূপ হইয়াছিল—ঠিক যেন সেইরূপ! তাঁহার আশঙ্কা হইল, হয় ত আবার সেই তেমনি করিয়া তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িবেন।

তখন তাড়াতাড়ি তিনি নুইখানা গাত্র হইতে খুলিয়া বামহস্তে লইলেন। কোটের বোতামগুলা খুলিয়া ফেলিয়া, বক্ষোদেশ আংশিকভাবে অনাবৃত করিয়া দিয়া, বারান্দার প্রান্তে উপবেশন করিলেন।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে, আকাশ মেঘে পরিপূর্ণ, সন্ সন্ করিয়া উত্তরে বাতাস বহিতেছে। সেই ঠাণ্ডা বাতাস বুকে লাগাইয়া, ক্রমে যেন অল্পে অল্পে সুস্থতা বোধ করিতে লাগিলেন।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল এইরূপ অপেক্ষা করিবার পর মুখোপাধ্যায় মহাশয় উঠিলেন। তখন বেশ অন্ধকার হইয়াছে। বাটীর বাহির হইয়া, দরজায় আবার তালাবন্ধ করিয়া, ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

সতীশের বাড়ীর নিকট আসিয়া দেখিলেন, তাহার দরজায় তালা নাই, বৈঠকখানার জানালার ফাঁক দিয়া আলোক নির্গত হইতেছে।

মুখোপাধ্যায়ের অত্যন্ত পিপাসা পাইয়াছিল, ধূমপানেচ্ছাও বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল, তাই তিনি সতীশের বারান্দায় উঠিয়া বলিলেন,—"বাড়ী আছ নাকি হে!"

সতীশ ভিতর হইতে বলিয়া উঠিল—"কে ও?

মুখোপাধ্যায় দ্বার খুলিয়া প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, মাথায় কম্ফটার বাঁধিয়া, গায়ে একখানা লেপ জড়াইয়া, তক্তপোষের উপর সতীশ বসিয়া আছে।

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ

সতীশের শীতক্লেশ।

প্রদীপের আলোতে আসিয়া মুখোপাধ্যায়ের মনের ভিতর হইতে কতকটা অন্ধকার যেন কাটিয়া গেল। সতীশের সজ্জা দেখিয়া তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"কি হে—ভারি শীত লেগেছে না কি?"

সতীশ ইতিমধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চরণদ্বয় স্পর্শ করিয়া বলিল,—"আসুন—আসুন। শীতে ম'রে গেলাম মশায়—হি হি হি।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—"শীতটে বেজায় পড়েছে

বটে। এই কতক্ষণ হ'ল এখান দিয়ে গেলাম, তুমি ত তখন বাড়ী ছিলে না। গিয়েছিলে কোথায়?"

"আজ্ঞে, চা কিন্‌তে।"

"চা কিন্‌তে?—চাও খাচ্ছ না কি?"

"নাঃ—রোজ কি আর খাই?—পাব কোথা! আজকে বেজায় শীতটে দেখে মনে করলাম, যাই, ছ পয়সার কিনে নিয়ে আসি। ভিতরের বারান্দায় উনুন জ্বেলে জল চড়িয়ে এসেছি। আপনাকে—অবিশ্যি বল্‌তে সাহস করিনে;—খাবেন?"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় গত বৈশাখ মাসে কলিকাতায় গিয়া হেমদাদার বাটীতে চা-পান আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাই মনে পড়িয়া গেল। এই কয়মাসে কত কি যে ঘটিয়া গেল, ভাবিয়া তাঁহার একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। বলিলেন,—"না হে, সন্ধ্যে আহ্নিক করিনি এখনও, চা খাব কি! এক গেলাস জল এনে দাও, পিপাসা পেয়েছে। আর, তামাকটামাক থাকে ত সাজ।"

সতীশ তৎক্ষণাৎ উঠিয়া লেপটা ফেলিয়া দিল। বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, কাপড় ছাড়িয়া, শুদ্ধ হইয়া এক গেলাস জল আনিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দিল। পরে, ঘরের কোণে বসিয়া তামাক সাজিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণের হুঁকায় জল ফিরাইয়া সতীশ যখন আনিয়া দিল, তখন সে কাঁপিতেছে।

মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—"ব'স ব'স, লেপখানা আবার গায়ে দাও।"

সতীশ কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল,—"এই যে, চা-টা এনে খাই। খেলেই শীতটে একটু কম্‌বে।"

মুখোপাধ্যায় বসিয়া ধূমপান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে একটা এনামেলের গেলাসে করিয়া সতীশ চা লইয়া আসিল। বসিয়া পান করিতে করিতে বলিল,—"আঃ—প্রাণটা বাঁচল। এখন আর তত শীত করছে না।"

মুখোপাধ্যায় হাসিয়া বলিলেন,—"শীতের ওষুধ পেয়েছ ভাল।"

সতীশ বলিল,—"ওষুধ ত ভাল ভালই রয়েছে, কিন্তু ভাগ্য যে মন্দ—তার একটারও যে সংস্থান নেই!"

মুখোপাধ্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আর কি ওষুধ?"

সতীশ বলিল,—"শুনবেন? আমারই মত হতভাগা, কোনও একজন কবি, কি লিখেছেন শুনুন,—

এণাক্ষী নবযৌবনা পরিলসৎসম্পূর্ণচন্দ্রাননা
কান্তা নৈব গৃহে গৃহে ন চ দৃঢ়ং জাত্যং ন
কাশ্মীরজম্।
তাম্বূলং ন চ তূলিকা ন চ পটী তৈলং ন গন্ধাবিলং
সন্তো গোঘৃতপাচিতা ন বটকাঃ শীতং কথং গম্যতে॥

—কান্তা একটি ছিলেন বটে—যদিও বর্ণনার সঙ্গে মিল হচ্ছে না—এণাক্ষী-টেনাক্ষী সে সব কিছুই তিনি নন;—সে যাই হোক, গেরস্ত ঘরের পাঁচপাঁচি যাও বা একটি কান্তা ছিলেন, তিনিও নেই,—বাপের বাড়ী গেছেন। কাশ্মীরী জায়ফল খেলে শরীরটে নাকি বেশ গরম থাকে শুনেছি, কিন্তু এ পাড়াগাঁয়ে পাই কোথা! তাম্বূল—সেটা আছে বটে, কিন্তু সেজে দেবার লোক নেই। বটকাঃ—এক রকম বড়া আর কি—ভাজবার জন্যে আবার তাজা গাওয়া ঘি চাই—তা, গয়লাবাড়ী থেকে না হয় নিয়েই আসতাম, কিন্তু বটকাঃ তৈরি ক'রে দেয় কে?—দেখুন, ঐ সবগুলোর মধ্যে একটাও নেই। থাকবার মধ্যে আছে কেবল একখানা ছেঁড়া-খোড়া তূলিকা—লেপ—তা গায়ে দিয়েই রয়েছি—তাতে কি আর শীত ভাঙ্গে মশাই!"

তাহার রঙ্গ দেখিয়া মুখোপাধ্যায় হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন,—"ইস—সাংঘাতিক অবস্থা!—বউমাকে গিয়ে নিয়ে এস—নৈলে শীতে মারাই পড়বে দেখছি।"

সতীশ বলিল,—"আজ্ঞে হাঁ।—এই সরস্বতীপুজোয় দু'দিন ছুটী আছে, নিয়ে আসি গে।"—বলিয়া কলিকাটি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে লইয়া, নিজের হুঁকায় বসাইয়া সতীশ ধূমপান করিতে লাগিল।

ধূমপান করিতে করিতে বলিল,—"আজ এই শীতে, বাদলে, সন্ধ্যেবেলা বেরিয়েছিলেন কোথা?"

কখন্ এবং কি জন্য বাহির হইয়াছিলেন, মুখোপাধ্যায় তাহা বলিলেন।

সতীশ বলিল,—"ওটা কি বিক্রী করবেন?"

মুখোপাধ্যায় কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন,—"বিক্রী—করব না।"

"তবে?—বাগান-টাগান একখানা করবেন? বাস্তুভিটের জমিতে বাগান কি তেমন সুবিধে হবে?"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—"না, বাগান করব না। ও বাড়ীখানা ভেঙ্গে ফেলে নূতন ক'রে বাড়ী তৈরি করব ভাবছি।"

সতীশ বলিল—"তা, মন্দ হবে না। নরেন-সুরেন দু ভাই, এর পর দুজনার বনিবনাও হয় না হয়—আখের ভেবে আর একখানা বাড়ী ক'রে রাখা ভাল।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—"না হে, আমার ছেলেদের জন্যে নয়।"

"তবে?"

"আছে আমার একটা মৎলব।"

"কি?"

"বলব আর একদিন। তুমি সামনের রবিবারে বিকেলের দিকে যদি এস, তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে একটা পরামর্শ করব ইচ্ছে আছে। আজ উঠি ভাই—রাত হ'ল, গিয়ে এখন সন্ধ্যে-আহ্নিক করতে হবে।"—বলিয়া মুখোপাধ্যায় গাত্রোত্থান করিলেন।

"চল্লেন?"—বলিয়া সতীশও উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বারান্দায় বাহির হইয়া বলিল,—"ইঃ—ভারি অন্ধকার যে! একটা লণ্ঠন দেব?"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় দেখিলেন, অন্ধকারটা খুব বেশী হইয়াছে বটে। বলিলেন,—"আচ্ছা, তা দাও একটা বরং। আমি বাড়ী পৌঁছেই একটা চাকর দিয়ে লণ্ঠনটা ফিরে পাঠাব এখন।"

সতীশের লণ্ঠন লইয়া মুখোপাধ্যায় প্রস্থান করিলেন। সতীশ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিয়া দিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল, 'বাড়ী করবেন, অথচ ছেলেদের জন্যে নয়! তবে কার জন্যে বাড়ী হবে? আমি এই ভাঙ্গা-ফুটো বাড়ীতে বাস করি—আমাকেই দেবার ইচ্ছে হয়েছে, না কি, কিছুই ত বুঝতে পারছি নে। এত দিন ত মোসাহেবী করলাম—দেখি কি হয়।"

আশায় আশায় সতীশ তিন চারি দিন কাটাইল। রবিবার দিন অপরাহ্ণকালে গিয়া দেখিল, মুখোপাধ্যায় মহাশয় বৈঠকখানায় একাকী বসিয়া চশমা চোখে দিয়া কি একখানি গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন।

সতীশ প্রণাম করিয়া বলিল—"কি পড়ছেন? বড্ড যে ছোট লেখা!"

ইহার ভিতরকার গূঢ় খোসামোদটুকুতে মনে মনে খুসী হইয়া মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—"হ্যাঁ। সস্তা বই, কাযেই ছোট লেখা। এখানি হচ্ছে মূল ও বঙ্গানুবাদ সমেত শ্রীশ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ। পড়েছ?"

"সব পড়িনি। উল্টে পাল্টে দেখেছি বটে।"

মুখোপাধ্যায় কিয়ৎক্ষণ পুস্তকে দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া বলিলেন,—"এত ত সংস্কৃত পড়েছ। একটা কথার মানে আমায় ব'লে দাও ত।"

সতীশ বলিল,—"কি কথা? দেখি?"—বলিয়া পুস্তক লইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিল।

মুখোপাধ্যায় পুস্তক না দিয়া বলিলেন,—"বইয়ের দরকার কি? শ্লোকটা হচ্ছে—

দিব্যা স্ত্রী যং প্রবদতি মম স্বামী ভবান্ ভব।
স্বপ্নে দৃষ্ট্বা চ জাগর্ত্তি স চ রাজা ভবেদ্ধ্রুবম্॥

—এখানে দিব্যা স্ত্রী মানে কি?"

সতীশ বলিল,—"দিব্যা স্ত্রী মানে দেবকন্যা।"

"দেব—কন্যা? তবে স্ত্রী বল্লে কেন?"

"স্ত্রী মানে যোষিৎ, নারী। অবশ্য পত্নী ভার্য্যা অর্থেও স্ত্রীশব্দের ব্যবহার আছে বটে। শ্লোকটি আর একবার পড়ুন ত।"

শ্লোকটি দ্বিতীয়বার শুনিয়া সতীশ বলিল,—"যদি কেউ স্বপ্ন দেখে যে, একজন দেবকন্যা তাকে বলছে, তুমি আমার স্বামী হও, তা হ'লে সে নিশ্চয়ই রাজা হবে।—মানে ত খুব স্পষ্ট, কোনও গণ্ডগোল ত নেই! আপনার সন্দেহ হ'ল কিসে?"

মুখোপাধ্যায় পুস্তকখানি বন্ধ করিলেন। পূর্ব্বে সতীশকে নিজ প্রথম পক্ষের স্ত্রী সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখার কথাই বলিয়াছিলেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ব্যাখ্যার কথা প্রকাশ করেন নাই। কথাটা ঘুরাইয়া লইবার জন্য বলিলেন,—"হাঁ—তোমায় যে জন্য ডেকেছিলাম। জগদীশের ঐ বাড়ীখানা ভেঙ্গে নূতন বাড়ী তৈরি করব? না, ওটাকেই ভাল ক'রে মেরামৎ করব? কি করি, বল দেখি?"

সতীশ বলিল,—"ও বাড়ীর যে রকম অবস্থা, ওকে মেরামৎ করা মিছে পয়সা নষ্ট। তার চেয়ে বরং—একেবারে ভেঙ্গে ফেলেই—"

গিরিশ বলিলেন,—"হ্যাঁ। আমিও তাই ক'দিন ভাবছি। আমার মনের অভিপ্রায়টা কি জান?"

সতীশ নীরবে শঙ্কিত-নয়নে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—"দেখ, আমি জগদীশ বাঁড়ুয্যের নামে নালিশ ক'রে, তার ভিটেমাটী নীলেমে চড়িয়ে, অবশ্য বে-আইনি কিছু যে করেছি, তা নয়। তবে কি জান?—মনটা কেমন খুঁৎ খুঁৎ করে। ব্রাহ্মণ সাত-পুরুষ ধ'রে ঐ ভিটেয় বাস

করছিল—যদিও আমার সঙ্গে খুবই খারাপ ব্যবহার করেছে—সে যাক্—কিন্তু—আমি যদি ডিক্রীটে না করতাম, তা হ'লে বোধ হয় গরীবকে বৈচির সেই অতিথিশালায় গিয়ে ওরকমভাবে বিঘোরে মারা পড়তে হ'ত না। অবশ্য, অদৃষ্টে যার যা আছে, তাই হবে, সে কেউ খণ্ডাতে পারে না—তা জানি, বুঝি—কিন্তু, আসল কথা তোমায় খুলে বলি ভাই—মন মানে না।"—বলিয়া মুখোপাধ্যায় নীরবে নতদৃষ্টি হইয়া রহিলেন।

সতীশ বুঝিল, সে যে আশাটি মনে মনে গোপনে পোষণ করিতেছিল, তাহা সফল হইবে না—ইনি অন্য পথে চলিয়াছেন। গলা ঝাড়িয়া, ক্ষীণস্বরে বলিল,—"সেটা ঠিকই বলেছেন।"

মুখোপাধ্যায় মুখ তুলিয়া বলিলেন,—"আমিও কাচ্ছাবাচ্ছা নিয়ে ঘর করি; ব্রাহ্মণের সঙ্গে ও রকম ব্যবহার করাটা ভাল হয় নি। আমি তখন রাগে অন্ধ হয়ে ভারি নিষ্ঠুরের কায ক'রে ফেলেছি। গ্রামের লোকে যে আমায় নিন্দে করে, ঠিক কথাই তারা বলে।"—মুখোপধ্যায়ের চক্ষুর পাতা যেন ভিজা ভিজা বোধ হইতে লাগিল।

সতীশ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণখানি টানিয়া লইয়াছিল, তাহার একটা পৃষ্ঠায় দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া পাঠচ্ছলে নীরব হইয়া রহিল।

মুখোপাধ্যায় বলিতে লাগিলেন,—"তাই আমি ভেবেছি কি জান? যে গেছে, সে ত গেছেই। তার জিনিষ তাকে ফিরে দেবার আর উপায় নেই। তাই ভেবেছি, বাড়ীখানি মেরামৎ ক'রে হোক, ভেঙ্গে নূতন ক'রে গ'ড়ে হোক, তার বাড়ী তার ছেলেকেই ফিরিয়ে দেব। দানপত্র লিখে রেজিষ্টারি ক'রে দেব। তোমার মত কি?"

সতীশ ভাবিল,—ইনি যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহা ত করিবেনই। মাঝে হইতে আমি অমত করিয়া কেন বিরাগভাজন হই! বরং ইঁহার সঙ্কল্পিত কার্য্যের সমর্থন করিলে, ভবিষ্যতের জন্য ইনি হাতে থাকিবেন।—প্রকাশ্যে বলিল,—"মুখুয্যে মশায়, পায়ের ধুলো দিন।"—বলিয়া তাঁহার পদধূলি লইয়া মস্তকে দিল।

মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—"তা হ'লে তোমার মত আছে?"

সতীশ বলিল,—"মত আছে কি না জিজ্ঞাসা করছেন? এ বিষয়ে কার' কি অমত হ'তে পারে? কিন্তু আপনি অবাক্ করলেন মশাই! যারা আপনার সঙ্গে ও রকম দুর্ব্ব্যবহার করলে, তাদের প্রতি আপনার এত সৌজন্য, এত দয়া! সেই যে পড়া গিয়েছিল—

অঞ্জলিস্থানি পুষ্পাণি বাসয়ন্তি করদ্বয়ম্।
অহো সুমনসাং প্রীতির্বামদক্ষিণয়োঃ সমা॥

—অঞ্জলি ভ'রে ফুল নিলে, ফুল দুটো হাতকেই সমানভাবে সদ্‌গন্ধযুক্ত ক'রে দেয়,—তার কাছে বাঁ হাত ডান হাত নেই। আর একটা মানেও হয়—যে দক্ষিণ অর্থাৎ অনুকূল, তাকেও যেমন সুগন্ধিত করে, তেমনি যে বাম অর্থাৎ প্রতিকূল, তাকেও তেমনি সুগন্ধিত করে; ভেদবুদ্ধি নেই।"

মুখোপাধ্যায় মহাশয় লজ্জিত হইয়া বলিলেন,—"না হে না, দয়াটয়া কিছুই নয়। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মস্ব হরণ ক'রে পাপ করেছি—এটা কতকটা তার প্রায়শ্চিত্ত আর কি!"

সতীশ বলিল,—"ব্রহ্মস্ব হরণ করেছেন! প্রায়শ্চিত্ত করছেন! তা নিজেকে ছোট করবার জন্যে যা ইচ্ছে হয়, তাই বলুন। কিন্তু লোকে তা স্বীকার করবে কেন? নাঃ—এ রকম কেতাবেই পড়া যেত, জ্যান্ত মানুষেও যে এ রকম করতে পারে, তা জানতাম না। সাধুপুরুষের লক্ষণই যে তাই। একটা শ্লোক আছে—

তে সাধবো ভুবনমণ্ডলমৌলিভূতা
যে সাধুতাং নিরুপকারিষু দর্শয়ন্তি।
আত্মপ্রয়োজনবশীকৃতখিন্নদেহঃ
পূর্ব্বোপকারিষু খলোঽপি হি সানুকম্পঃ॥

নিরুপকারী—যে কোনও উপকার করেনি, এমন লোকের প্রতি যিনি সাধুতা আচরণ করেন, তিনিই পৃথিবীর শিরোভূষণস্বরূপ শ্রেষ্ঠ সাধু। নইলে, 'পূর্ব্বে উপকার পেয়েছি, আবার উপকার পাব'; এ রকম অবস্থায় খল ব্যক্তিও ত উপকারীর প্রতি অনুকম্পাযুক্ত হয়।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—"হুঃ—উপকার তাঁরা আমার যা করেছেন, সে আর কহতব্য নয়!"

সতীশ বলিল,—"উপকার! বরং আপনিই তাদের অনেক উপকার করেছেন। এমন সময় গিয়েছে, যখন আপনি টাকা ধার না দিলে, জগদীশের জমিজমাগুলি সব খাজনার দায়ে বিক্রী হয়ে যেত—শেষে খেতে পেত

না। সবই ত জানি। তা, সে সব উপকারের প্রত্যুপকার সে করেছে ভাল। হবারই ত কথা! পয়ঃপানং ভুজঙ্গানাং কেবলং বিষবর্দ্ধনম্—সাপকে দুধ দিয়ে গিয়ে দিন, দুধটুকু খেয়ে সে আপনাকেই এক ছোবল বসিয়ে দেবে এখন। খলের স্বভাবই যে তাই!"

গিরিশ বলিলেন,—"সে খল কি আমি খল, বল্‌তে পারিনে। যা হোক, যে ম'রে গেছে, তার আর নিন্দে ক'রে কায নেই। বাড়ীটে তা হ'লে ভেঙ্গে গড়াই তোমার মত?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"হ্যাঁ। আর দেখ, এ কথা এখন কারু কাছে প্রকাশ কোরো না। বাড়ী করছি না বাড়ী করছি,—কার জন্যে, কি বৃত্তান্ত—এ সব যেন কেউ কিছু জানতে না পারে। বুঝলে?"

"যে আজ্ঞে। কাউকে বলব না।"

আরও কিয়ৎক্ষণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে স্তুতিবাদ করিয়া, পুনর্ব্বার তাঁহার পদধূলি গ্রহণানন্তর সে রাত্রির মত সতীশ বিদায় গ্রহণ করিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

চন্দ্রগড়ের চিঠি।

তিন বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

পৌষ মাস। কলিকাতা হরি ঘোষের গলির একটি দ্বিতল বাটীর খোলা ছাদে কয়েকজন পুরমহিলা বসিয়া আছেন। তন্মধ্যে একজন স্থূলকলেবরা প্রৌঢ়া সধবা রমণী রৌদ্রে চুল শুকাইতেছিলেন। তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া একজন নবীনা, চৈতন্য লাইব্রেরী হইতে আনীত একখানা মোটা বাঁধানো উপন্যাস পাঠ করিয়া শ্রোত্রীমণ্ডলীকে শুনাইতেছিল।

নিম্নে রাস্তা হইতে ফিরিওয়ালা হাঁকিল,—"জামা চাই, শেমিজ চাই, ভাল ভাল জামা।"

এই সময় আট দশ বছরের একটি বালিকা, একটি ঘর হইতে বাহির হইয়া বলিল,—"কাকীমা, ঐ শেমিজওলা এসেছে। ডাকবো?"

প্রৌঢ়া এই বাটীর গৃহিণী, পুস্তকপাঠকারিণী তাঁহার কনিষ্ঠা কন্যা কমলা, প্রসব হইবার জন্য মাসখানেক হইল শ্বশুরালয় হইতে আসিয়াছে; শেমিজপ্রার্থিনী বালিকা তাঁহার দেবর-কন্যা—ইহারাও সম্প্রতি আসিয়াছে, পশ্চিমে থাকে। অপর মহিলা দুইটি পাশের বাড়ীতে থাকেন, ছাদে ছাদে যাতায়াত চলে।

গৃহিণী বলিলেন,—"শোন কথা!—ঐ সব শেমিজ মানুষ কেনে?"

বালিকা বলিল,—"কেন কাকীমা, বেশ ভাল ভাল শেমিজ আনে ত। নয় দিদি?"

দিদি, বালিকার পানে চাহিয়া, একটু মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন—"তোর শেমিজের অভাব কি ইন্দু?"

গৃহিণী বলিলেন,—"ঐ ত!—যা শুনবে, তাই চাবে।—তুই পড়্ মা, পড়্। যা দিকিন ইন্দু, ভাঁড়ার ঘর থেকে আমার পাণের ডিপেটা নিয়ে আয়, আর জর্দ্দার কৌটোটা।"

বালিকা ম্লানমুখে আজ্ঞা পালন করিল। গৃহিণী দুইটা পাণ লইয়া মুখে পুরিয়া, ডিবাটি প্রতিবেশিনীদ্বয়ের নিকট ধরিলেন। তাহার পর জর্দ্দার কৌটা খুলিয়া বলিলেন,—"খুব অল্পই আছে দেখছি যে!—এই সে দিন আট আনার আনালাম—এরই মধ্যে ফুরিয়ে গেল! এ থেকে জর্দ্দা নিয়ে নিশ্চয় আর কেউ খায়। তুই খাস বুঝি কমলা?"

কমলা বলিল,—"না মা, আমি ও খেতে পারি? খেলে আমার মাথা ঘোরে।"

মা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"মাথা ঘোরে?—না খেয়ে জানলি কি ক'রে মাথা ঘোরে?"

কমলা হাসিয়া বলিল—"একদিন খেয়ে দেখেছিলাম। মাথা ঘুরতে লাগল—সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে ঘাম বেরুতে লাগল—প্রাণ যায় আর কি!"

"এমন কর্ম্ম করিল কেন মা? আমার বাপের বাড়ীতে সবাই দোক্তা খেত—সেই আমার বদ অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল কি না! এখানে এসেও প্রথম প্রথম দোক্তাই খেতাম। সবাই বলতে লাগল, ছি ছি, পাড়াগেঁয়ে মানুষের মত দোক্তা খাও কেন? তার পর থেকে জর্দ্দা ধরলাম। তুই যে বছর হলি, সেই বছরই প্রথম উনি আমায় জর্দ্দা এনে দিলেন। তাই খাচ্ছি—না খেলে বাঁচিনে। তোমরা শিখ না, খপর্দ্দার খপর্দ্দার—এ বিষ—রীতিমত বিষ"—বলিতে বলিতে কিঞ্চিৎ জর্দ্দা লইয়া গৃহিণী নিজ মুখে ফেলিয়া, কৌটাটি প্রতিবেশিনীদ্বয়ের হস্তে দিলেন।

কমলা বলিল,—"খেলে নাকি দাঁত ভারি শক্ত হয় শুনেছি?"

গৃহিণী বলিলেন,—"ছাই হয়, আমার মাথা হয়! দাঁত শক্ত হয় ত আমার দুটো দাঁত প'ড়ে গেল কেন? দাঁত ত শক্ত হয়ই না, উল্টে হাট খারাপ হয়ে যায়।"

কমলা জিজ্ঞাসা করিল,—"হাট কি?"

একজন প্রতিবেশিনী বলিলেন,—"হাট জান না? আজকাল কত লোকের ত হাট খারাপ হয়ে যাচ্ছে।"

গৃহিণী বলিলেন,—"হাট খারাপ হ'লে ম'রে পর্য্যন্ত যায়। মানুষের বুকের মধ্যে হাট থাকে, তাই খারাপ হয়ে যায়।" ইংরিজি ব্যামো আর কি! সে চুলোয় যাক্, তুই পড়। তার পর কি হ'ল রে? কোন্‌খানটা হচ্ছিল? ভুলে গেলাম ছাই!" বলিয়া তিনি আর কিঞ্চিৎ জর্দ্দা লইয়া মুখে দিলেন।

একজন প্রতিবেশিনী বলিলেন,—"নবাব বল্লেন, আমার মেয়ে যদি আমার অমতে ঐ গরীবের ছেলেকে বিয়ে করে, তা করুক, কিন্তু ইহজন্মে এ বাড়ীতে আর ও ঢুকতে পাবে না—ইহজন্মে আর আমি ওর মুখদর্শন করব না। নবাবনন্দিনী সেই কথা শুনে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন—এই অবধি হয়েছিল।"

গৃহিণী বলিলেন,—"তার পর?"

কমলা পুস্তকখানি লইয়া আবার পড়িতে আরম্ভ করিল।

এইরূপ সাহিত্য-চর্চ্চায় প্রায় ঘণ্টাখানেক কাটিল। ক্রমে সূর্য্য পশ্চিমে ঢলিয়া, একটা উচ্চ অট্টালিকার আড়ালে পড়িয়া গেলেন। কমলা তখন উপন্যাসখানির যে অংশে পৌঁছিয়াছে, সেখানে পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িতা নবাবনন্দিনী তাঁহার ঈপ্সিত-জনের সহধর্ম্মিণী হইয়া, ছিন্ন-মলিন বস্ত্র পরিয়া তাঁহার জীর্ণ কুটীরে গৃহস্থালী করিতেছেন, স্বামী সামান্য বেতনে চাকরি করেন, সারা দিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যাকালে তিনি বাড়ী ফিরিবেন; নমাজের পূর্ব্বে তাঁহার উজু করিবার জল প্রভৃতি ঠিক করিয়া রাখিয়া, রুটি প্রস্তুত করিবার জন্য স্বহস্তে গম ভাঙ্গিতেছেন।

ইহা শুনিয়া গৃহিণীর মনে পড়িয়া গেল, তাঁহার কর্ত্তারও আপিস হইতে ফিরিবার সময় হইয়া আসিল, এখনও জলখাবার প্রস্তুতের কোন বন্দোবস্তই হয় নাই। বলিলেন,—"থাক্ মা, আজ আর নয়। ঝি এখনও এল না? মাগীকে নিয়ে আর পোষালো না দেখ্‌ছি। সন্ধ্যে হয়ে এল, এখনও উননে কয়লা পড়ল না—জলটল খাবার হবে কখন্?"—বলিয়া তিনি উঠিতে চেষ্টা করিলেন। "শরীরটে হয়ে পড়েছে বিষম ভারি, তার উপরে এই বাত, বসলে আর উঠ্‌তে পারিনে"—বলিয়া, কন্যার সাহায্যে কষ্টে আঃ আঃ করিতে করিতে তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রতিবেশিনীগণও ছাদে ছাদে আপন আপন গৃহে প্রস্থান করিলেন।

কর্ত্তা বাড়ী ফিরিয়া, সন্ধ্যার পর জলযোগ ও চা-পান করিতেছিলেন। ইঁহার নাম যদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নিবাস তারকেশ্বরের নিকট হরিপাল গ্রামে। বয়স ছাপ্পান্ন কিংবা সাতান্ন বৎসর হইয়াছে, ম্যাকিনন্ মেকেঞ্জির বাড়ী চাকরি করেন। চারিটি কন্যা—সকলগুলিরই বিবাহ হইয়া গিয়াছে—পুস্তকপাঠকারিণী কমলা ছাড়া অপর সকলে নিজ নিজ শ্বশুরালয়ে।

যদুবাবু কক্ষমধ্যে একখানি ক্ষুদ্র টেবিলের সম্মুখে চেয়ারে বসিয়া চা-পান করিতেছেন—গৃহিণী নিকটেই একখানি নেওয়ারের খাটে কম্বল পাতে দিয়া বসিয়া পাণ খাইতেছেন। স্বামীকে নীরব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার মনটা আজ এমন ভার ভার কেন?"

যদুবাবু বলিলেন,—"না, ভার হবে কেন?"

"কি ভাবছ অমন ক'রে?"

"ভাবছি যা, তা বলি। একখানা চিঠি আজ আপিসে গিয়ে পেয়েছি—কি করব, ভেবে কিছু ঠিক ক'রে উঠতে পাচ্ছিনে।"

গৃহিণী উচ্চ হইয়া বসিয়া বলিলেন,—"চিঠি? কার চিঠি? কোনও মন্দ খবর বোধ হয়!"

কর্ত্তা বলিলেন,—"না, মন্দ খবর আর বিশেষ কি! অর্থাৎ—"

"অর্থাৎ মন্দ খবর!—কোথা থেকে চিঠি এসেছে?"

"চন্দ্রগড় থেকে।"

"বিশু ঠাকুরপোর চিঠি? সবাই প্রাণে প্রাণে বেঁচে আছে ত?"

বিশু অথবা বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য কর্ত্তার পিস্তুতো ভাই, অনেক দিন হইতে চন্দ্রগড় এষ্টেটে চাকরি করিতেছেন।

কর্ত্তা বলিলেন,—"হ্যাঁ—সবাই ভাল আছে; সে সব কিছু নয়। সে একটা প্রস্তাব করেছে—তাই ভাবছি কি করব। দাঁড়াও, চা-টা খেয়ে নিই, চিঠিখানা পড়েই শোনাচ্ছি তোমায়।"

গৃহিণী শঙ্কিত-নয়নে তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলেন—কর্ত্তা চা-পান করিতে লাগিলেন। শেষ হইলে, উঠিয়া অদূরে লম্বিত কালো সার্জ্জের চাপকানের

পকেট হইতে চিঠি এবং চশমাখানি বাহির করিয়া আনিলেন।

ঝি আসিয়া গড়গড়ায় তামাক দিয়া জলখাবারের রেকাবী ও চায়ের পেয়ালা সরাইয়া লইয়া গেল। ইন্দু ডিবায় করিয়া পাণ আনিয়া দিল। কর্ত্তা বলিলেন,—"দরজাটা বেশ ক'রে ভেজিয়ে দিয়ে যাস্ মা—ভারি ঠাণ্ডা পড়েছে আজ। তোর মা কোথা? রান্নাঘরে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"দিদি?"

"দিদিও সেখানে ব'সে কুটনো কুটছে।"

"তুইও যা, সেখানে ব'সে থাক্ গে। গায়ে হিম লাগাস্‌নে।"

বালিকা দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চলিয়া গেল।

কর্ত্তা তখন চেয়ার ও টেবিল গৃহিণীর বিছানার অতি নিকটে টানিয়া, চশমা চোখে দিয়া, চিঠিখানি মৃদুস্বরে পড়িতে লাগিলেন।

"চন্দ্রগড়।
ভায়া বক্সার, ই, আই, আর।
৭ই জানুয়ারী, ১৯১২

শ্রীচরণকমলেষু—

দাদা, বহুদিবসাবধি আপনাদের কুশল সংবাদ না পাইয়া চিন্তিত আছি। ত্বরায় কুশল সমাচার দানে আমার চিন্তা দূর করিবেন।

এখানে আমরা সকলে আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে একপ্রকার আছি। মধ্যে ছোটখুকীর হামজ্বর হইয়াছিল, তাহা ভাল হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই সময় একটু যে কাসির সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা এখনও সারে নাই। প্রতি রাত্রেই খুক্ খুক্ করিয়া কাসে। অ্যালোপ্যাথিক ঔষধে কিছু হইল না দেখিয়া এখন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ সেবন করাইতেছি।

অদ্য যে বিষয়ের জন্য আপনাকে এই পত্র লিখিতেছি, তাহার সম্বন্ধে বলি। গত বৎসর যখন আমি কলিকাতায় গিয়াছিলাম, তখন কথায় কথায় আপনি বলিয়াছিলেন যে, বধূঠাকুরাণীর যেরূপ শারীরিক অবস্থা, তাহাতে তাঁহার পক্ষে গৃহস্থালীর কাযকর্ম্ম করা ক্রমেই কষ্টজনক হইয়া উঠিতেছে; কন্যাগুলির বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহারা নিজ নিজ শ্বশুরবাড়ীতে থাকে; যদি দুই দিন গৃহিণী পীড়িতা হইয়া পড়েন, তবে ভাত-জল দিবার দ্বিতীয় লোকটি নাই।—সেই কারণে আপনি অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, যদি কোনও নিরাশ্রয়া সদ্‌ব্রাহ্মণকন্যা পাওয়া যায়, তবে গৃহিণীর সেবাশুশ্রূষার জন্য আপনি রাখেন। সম্প্রতি এখানে সেইরূপ একটি ব্রাহ্মণকন্যা রহিয়াছে, তাহার সকল বিবরণ আপনাকে জ্ঞাত করিতেছি, যদি ভাল বিবেচনা করেন, তবে তাহাকে আপনার নিকট পাঠাইতে পারি।

তিন বৎসরের উপর হইল, রাজকুমার চট্টোপাধ্যায় নামক একটি যুবক আমাদের এষ্টেটে চাকরি লইয়া এখানে আসেন। সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী ও শাশুড়ী ঠাকুরাণী ছিলেন। শুনিয়াছিলাম, এখানে আসিবার কিছুদিন পূর্ব্বেই ত্রিবেণী গ্রামে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল,—তাঁহার শ্বশুরের নাম জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজকুমার বাবু এখানে আসিবার মাস দুই পরেই সংবাদ আসিল, তাঁহার শ্বশুর হঠাৎ জ্বররোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। দেশে ইঁহাদের আর কেহ ছিল না, কেবল রাজকুমার বাবুর শ্যালক কলিকাতায় পড়িত। দেশে গিয়া শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করা নিতান্ত অসুবিধা, বিশেষ রাজকুমার বাবুর তখন নূতন চাকরি, ছুটী পাওয়াও দুর্ঘট, এই সকল কারণে আমরা পরামর্শ করিয়া তাঁহার শ্যালক শ্রীমান্ হরিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়কে এখানে আনয়ন করি এবং রাজসরকারের সাহায্যে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া এখানেই সম্পন্ন হয়।

কথায় বলে, দুর্ভাগ্য কখনও একাকী আসে না। ভাদ্র মাসে মেয়েটির পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল। বৈশাখ মাসের প্রথমে রাজকুমারের কলেরা হইল। এখানে ডাক্তার-বৈদ্য তেমন নাই, তথাপি অবস্থা বুঝিয়া যথাসাধ্য চেষ্টা করা গেল, কিন্তু কালে যাহাকে ঘিরিয়াছে, তাহাকে বাঁচাইবে কে? কিছুতেই ছেলেটিকে বাঁচান গেল না। তাহার মা ও স্ত্রীকে লইয়া সে সময়ে এখানে আমরা তিন ঘর বাঙ্গালী যে কি বিপন্ন হইয়াছিলাম, তাহা আর কি বলিব! মেয়েটির ভাই হরিপদকে টেলিগ্রাম করিয়া আনান হইল। রাজা বাহাদুর সকল অবস্থা শুনিয়া, হরিপদকে তাহার পরলোকগত ভগিনীপতির চাকরিতে বাহাল করিয়া লইলেন, নচেৎ উহাদিগকে পথের ভিখারী হইতে হইত। স্ত্রীর নিকট সে সময় শুনিয়াছিলাম, মেয়েটির নাম প্রভাবতী, বিধবা হওয়াকালীন সে পাঁচমাস অন্তঃসত্ত্বা ছিল।

হরিপদ চাকরি করিয়া মাতা ও ভগিনীকে

প্রতিপালন করিতে লাগিল। কার্ত্তিক মাসে প্রভাবতীর একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিল। তাহাতেই উহারা কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাইয়া কোনমতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল।

বিগত ৺শ্যামাপূজার পরদিন হরিপদর গাত্রময় মায়ের দয়া দেখা দিল। প্রথমে সকলে উহা পানিবসন্ত মনে করিয়াছিল, পরে প্রকৃত গুটি বসন্তে দাঁড়াইল। বিষম ছোঁয়াচে রোগ, চারিদিন পরে হরিপদর মাতাও ঐ রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। যে দিন সপ্তাহ পূর্ণ হইল, সে দিন হরিপদ ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া গেল। তাহার জননীকেও অধিক দিন পুত্রশোক সহ্য করিতে হয় নাই; তিন দিন পরেই তাঁহারও শবদেহ শ্মশানে ভস্মীভূত হইল।

এখন বুঝিতেই পারিতেছেন, অভাগিনী প্রভাবতীর কি অবস্থা উপস্থিত হইল। তাহার মাতার মৃত্যুর দিন তাহাকে আমাদের বাড়ীতে আনিয়া রাখি এবং এ আড়াই মাস সে এখানেই আছে। আপনার বলিতে ত্রিসংসারে আর তাহার কেহই নাই। তাহাদের গ্রামের দুই এক জন বর্দ্ধিষ্ণু লোককে পত্র লিখিয়াছিলাম, যদি কেহ দয়াপরবশ হইয়া মেয়েটির ভার লইতে পারে। কিন্তু এ দায় কেহই স্বীকার করিল না।

অথচ আমার পারিবারিক অবস্থা এমন নয় যে, মেয়েটির ভার অধিক দিন আমি বহন করিতে পারি। তাই আপনারই শরণাপন্ন হইলাম। আপনি যদি তাহাকে আশ্রয় দেন, তবে বধূঠাকুরাণীর সেবাশুশ্রূষার জন্য আর ভাবিতে হয় না। ঈশ্বরেচ্ছায় আপনার অর্থেরও অপ্রতুল নাই।

আমরা বরাবরই দেখিতেছি এবং বাড়ীতেও শুনিতে পাই, মেয়েটি বড়ই ঠাণ্ডা এবং সৎস্বভাব। গৃহকার্য্যে, রন্ধনাদিতে, সেবাযত্নে, কোনও বিষয়েই তাহার কোনও ত্রুটি ধরিবার নাই। তাহার অনেকগুলি সদ্‌গুণ আছে; তথাপি কেন যে ভগবান্ তাহাকে এ দুরবস্থায় ফেলিয়াছেন, বুঝা কঠিন। ইহা তাহার পূর্ব্বজন্মের পাপের ফল বলিতে হইবে।

বধূঠাকুরাণীকে আমার শতকোটি প্রণাম জানাইয়া, তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া এ বিষয়ে যেরূপ স্থির করেন লিখিবেন। আমি এক মাসের ছুটী পাইয়াছি, ২রা মাঘ বাড়ী যাইব। যদি বলেন, তবে সেই সময় প্রভাবতীকে আপনার নিকটে পৌছাইয়া দিতে পারি।

অদ্য এই পর্য্যন্ত। বধূঠাকুরাণীর ও আপনার শরীর এখন কেমন আছে, লিখিয়া চিন্তা দূর করিবেন। ইতি—

প্রণত

শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য।"

গৃহিণী এতক্ষণ নিস্পন্দভাবে পত্রপাঠ শুনিতেছিলেন। করুণায় তাঁহার দুইটি চোখের পাতা ভিজিয়া গিয়াছিল। পত্র শেষ হইলে একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববৎ নীরব রহিলেন।

যদুবাবু পত্রখানি খামের মধ্যে ভরিয়া টেবিলের উপর রাখিলেন। গড়গড়ার নলটি উঠাইয়া লইয়া, তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন,—"এখন কি বল তুমি?"

গৃহিণী বলিলেন,—"আমি আর কি বলব। যা ভাল বোঝ তাই কর।"

কর্ত্তা বলিলেন,—"আমি ত বলি, আনান যাক্ মেয়েটিকে তোমার যে রকম শরীর, একজন এ রকম কেউ তোমার কাছে থাকাটা নিতান্ত দরকার হয়ে পড়েছে। ধর, কমলা এসেছে প্রসব হ'তে। কি মাসে ওর ছেলে হবে বলছিলে?"

"চৈত্র মাসে।"

"সে সময়, ধর, ইন্দুর মা থাকবেন না, মাঘ মাস পড়্‌তেই ত সুরেন এসে ওঁকে নিয়ে যাবে: কমলার ছেলে হবার সময় তুমি প'ড়ে যাবে একা। [illegible] মিলাতে পারবে?"

স্বামিস্ত্রীতে অনেকক্ষণ ধরিয়া এ বিষয়ে আলোচনা চলিল। গৃহিণী কেবল একটা কথা তুলিয়াছিলেন, মেয়েটি এত অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছে—শেষে তাহাকে লইয়া কোনওরূপ বিপদ আপদে না পড়িয়া যাইতে হয়—কারণ, এ ভার বিষম ভার। কর্ত্তা বলিলেন—"আমাদের ছোট সংসার, বাইরের লোক কেউ নেই—সে যদি সদ্বংশের মেয়ে হয়, তা হ'লে সে রকম কোনও আশঙ্কার কারণ হবে [illegible] বোধ হয় না।"

গৃহিণী বলিলেন, "সেইটে তা হ'লে ভাল ক'রে সন্ধান নাও। কি রকম বংশে তার জন্ম—তার মা, মাসী অন্য সব আত্মীয়স্বজন কেমন চরিত্রের লোক—খবর নাও আগে। ত্রিবেণী ত বেশী দূর নয়।"

"না, আমাদের আপিসেই ত ত্রিবেণীর দু'তিন জন বাবু চাকরি করে। কা'লই সন্ধান নিচ্ছি।"

দুই তিন দিনেই অনুসন্ধান সম্পূর্ণ হইল। আপত্তি-জনক কোনও কিছু পাওয়া গেল না।

গৃহিণী বলিলেন,—"বাস্তবিকই সে যখন সদ্বংশের মেয়ে, তখন আর কথা কি! বিশু ঠাকুরপোকে লিখে দাও, যেন আসবার সময় তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসেন।"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

উৎসবের আয়োজন।

সতীশের সহিত পরামর্শের পরদিনই মুখোপাধ্যায় মহাশয় মিস্ত্রী ডাকাইয়া পাঠাইলেন। মিস্ত্রী গিয়া জগদীশের বাড়ীখানি সর্ব্বাংশে পরীক্ষা করিয়া আসিয়া বলিল, বাড়ী ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিতে তিন হাজার টাকা ব্যয় পড়িবে, মেরামৎ করাইলে হাজার বারো শত টাকায় হইতে পারে। মুখোপাধ্যায় আবার একদিন গিয়া বাড়ী দেখিয়া, উত্তমরূপে মেরামতেরই আদেশ করিলেন।

সপ্তাহ পরেই কায আরম্ভ হইয়া গেল। বৈশাখের মাঝামাঝি মেরামৎ শেষ হইল। একদিন হুগলী গিয়া রীতিমত ষ্ট্যাম্প কাগজে হরিপদ'র নামে বাড়ীখানির দানপত্র লেখাইয়া, সেখানি গিরিশ রেজেষ্টারি করিয়া লইলেন। সতীশ দত্ত ছাড়া গ্রামের আর কেহই এ ব্যাপার জানিল না।

জ্যৈষ্ঠ মাস। বেলা ৮টার সময় একখানি উড়ানি চাদর কাঁধে ফেলিয়া ছাতা হস্তে মুখোপাধ্যায় বাহির হইলেন। পথে কাদা, রাত্রে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনও আকাশে মেঘ রহিয়াছে। এ বৎসর ইতিমধ্যেই এ অঞ্চলে বর্ষা নামিয়াছে।

প্রথমে মুখোপাধ্যায় পূর্ব্বকথিত ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতে গেলেন। তাঁহার দ্বারে গিয়া ডাকিলেন,—"দাদা—ভট্চায দাদা—বাড়ী আছেন কি?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র বাহির হইয়া আসিয়া জানাইল, তিনি বাড়ী নাই, বাজারে গিয়াছেন।

মুখোপাধ্যায় সেখান হইতে বাহির হইয়া বাজারের দিকে অগ্রসর হইলেন। কিয়দ্দূরে চলিয়াই মাধব চক্রবর্ত্তীর বাটীর নিকটবর্ত্তী হইলেন। রাস্তা হইতে দেখিলেন, তাহার বৈঠকখানা-ঘর খোলা রহিয়াছে। ধীরে ধীরে সেই দিকে চলিলেন। বারান্দায় উঠিয়া দেখিলেন, ভিতরে তক্তপোষের উপর, ফ্ল্যানেলের জামা গায়ে দিয়া মাধব চক্রবর্ত্তী বসিয়া চা-পান করিতেছে।

ইঁহাকে দেখিবামাত্র চক্রবর্ত্তী,—"প্রাতঃপ্রণাম, প্রাতঃপ্রণাম—বুকুয়ে বশায় যে—আসুন আসুন"—বলিতে বলিতে বাহির হইয়া আসিল।

মুখোপাধ্যায় হাসিতে হাসিতে তাহার সহিত বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"এই গ্রীষ্মে ফ্ল্যানেল গায়ে দিয়েছ, চা খাচ্ছ—সর্দ্দিটে আবার বেড়েছে না কি হে?"

মাধব ইঁহাকে চৌকিতে বসাইয়া বলিল,—"আর বল্বেল্ না—বল্বেল্ না। একদিল, বশাই রাত্রে ভারি গরব হয়েছিল, তাই বাথার কাছে জালালাটা খুলে শুয়ে ছিলাব। রাত্রে কখল বৃষ্টি এসেছে, জাল্তেও পারিলি, গায়ে ঠাল্ডা বাতাস লেগেছে—সেই দিন থেকে সর্দ্দি বশাই—কিছুতেই আর ছাড়ছে লা। কি করি বলুল্ ত!"

গিরিশ বলিলেন,—"ও ভাল হয়ে যাবে, সামান্য একটু সর্দ্দি। আর সব খবর ভাল ত?"

"আগ্যে হ্যা। আপলার বাড়ীর সব বোগ্গল?"

"হ্যাঁ ভাই, সব মঙ্গল। ছেলে দুটি গ্রীষ্মের ছুটীতে কলেজ বন্ধ হওয়ায় বাড়ী এসেছে। আচ্ছা মাধব, তোমার মনে পড়ে কি, বছরখানেক হ'ল, তুমি আমায় একদিন বলেছিলে, নরেন-সুরেনের বিয়ে দিন?"

"হ্যাঁ—খুব বোলে আছে। কোথাও সব্বল্ধ কল্লেল লাকি?"

"করেছি। দুটি ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করেছি। ভগবান্ যদি করেন ত এই মাসের শেষাশেষিই শুভকার্য্য হয়ে যাবে।"

"বেশ বেশ। তা, কোথায় ঠিক হ'ল?"

"খলসিনীতে। খলসিনীর সর্ব্বেশ্বর গাঙ্গুলীর নাম শুনেছ কি? তিনি এখন গত হয়েছেন। তাঁরই বাড়ীতে। সর্ব্বেশ্বর গাঙ্গুলীর দুই ছেলে। যিনি বড়, তিনি দেশে থাকেন, বিষয়-সম্পত্তি তিনি দেখেন। ছোটবাবু বক্সারে থাকেন, সেখানে মুন্সেফী চাকরি করেন। বড় ভায়ের মেয়ের সঙ্গে নরেনের, ছোট ভায়ের মেয়ের সঙ্গে সুরেনের সম্বন্ধ হচ্ছে।"

"বেয়ে দুটি দেখেছেল্? পছল্দো হয়েছে?"

'হ্যাঁ, দুটিকেই দেখেছি। পছন্দও হয়েছে। তাঁরাও কলকাতায় গিয়ে ছেলে দুটিকে দেখে এসেছেন। বলতে গেলে সবই প্রায় ঠিকঠাক। আজ বিকেলের গাড়ীতে তাঁরা আসবেন, নরেন-সুরেনকে আশীর্ব্বাদ ক'রে যাবেন। তাই তোমাকে বলতে এসেছি ভাই। তুমি বেলাবেলি যাবে—যা করতে কর্ম্মাতে হয়—করবে। রাত্রে খাওয়া-দাওয়া ক'রে একেবারে বাড়ী আসবে।"

মাধব চক্রবর্ত্তী বলিল,—"বেশ বেশ। এ ত অতি আনন্দের কথা দাদা! আসবো বৈ কি—নিশ্চয় আসবো। তারা কে কে আসবেন আশীর্ব্বাদ করতে?"

"বোধ হয়, দুই ভাই-ই আসবেন। বক্সারে যিনি মুন্সেফ, তিনি মেয়ের বিয়ের জন্যে সম্প্রতি ছুটী নিয়ে বাড়ী এসেছেন শুনেছি। পরিবার টরিবার ত আগেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তা হ'লে, এখন উঠি ভাই—ভুলো না, এস বেলাবেলি।"

মাধব বলিল,—"ভুলবো? এ কি ভোলার কথা দাদা?—এখন উঠলেন তা হ'লে? আচ্ছা, প্রণাম।"

সেখান হইতে বাহির হইয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাজারের দিকে অগ্রসর হইলেন। সতীশ দত্তের বাড়ী ছাড়াইয়া, প্রায় কালীতলার কাছাকাছি পৌছিয়া দেখিলেন, গামছায় "বাজার" বাঁধিয়া ভট্টাচার্য্য ফিরিতেছেন। ইঁহাকে দেখিতে পাইয়া তিনি হাঁকিলেন,—"গিরিশ ভায়া যে। চলেছ কোথায়?"

"আজ্ঞে, আপনারই খোঁজে। প্রণাম। আপনার বাড়ী গিয়েছিলাম, শুনলাম, আপনি বাজারে বেরিয়েছেন?

ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন,—"কেন, খবর কি?"

"খলসিনীর তাঁরা আসছেন আজ, পোনে পাঁচটার গাড়ীতে। আশীর্ব্বাদ করবেন। তাই, আশীর্ব্বাদের সময়টা স্থির ক'রে দেবার জন্যে—"

"আশীর্ব্বাদের সময় আর কি! পোনে পাঁচটার গাড়ীতে আসছেন—ছ'টার পর গোধুলি লগ্নে আশীর্ব্বাদ হবে—উত্তম সময়।"

"হাঁ।—তা, আপনাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে ত—"

"ঠিক কথা। তোমার কর্ত্তব্য তুমি করেছ। আমি হলাম তোমাদের পুরোহিত। পুরোহিতের সঙ্গে পরামর্শ করেই যজমানের সকল কায করা উচিত। মুন্সেফ বাবু কি বক্সার থেকে এসেছেন?"

"হ্যাঁ, এসেছেন; [illegible]নও বোধ হয় আসবেন।—বিবাহের দিনস্থিরটাও আজকেই ক'রে ফেলতে হবে।—আপনার পাঁজিপুঁথি নিয়েই যাবেন একেবারে। এই মাসের শেষাশেষি যদি ভাল দিন পাওয়া যায়—"

কথা কহিতে কহিতে ইঁহারা সতীশ দত্তের বাড়ীর নিকট আসিয়া পড়িয়াছিলেন। হঠাৎ উভয়ের কানে গেল,—"কি, এ কি এ কি! দুই দাদা যে একসঙ্গে! প্রাতঃপ্রণাম।"

উভয়ে দেখিলেন, সতীশ দত্ত তাহার বৈঠকখানার বারান্দায় হুঁকা হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সতীশ বলিল,—"আসুন—আসুন—তামাক ইচ্ছে ক'রে যান। তৈরি তামাক।"

সতীশের আমন্ত্রণে উভয়ে তাহার বারান্দায় গিয়া উঠিলেন। সতীশ চট করিয়া ভিতর হইতে একখানা মাদুর আনিয়া বারান্দায় বিছাইয়া দিল। উভয়ে উপবেশন করিলে, সতীশ কলিকাটা ঢালিয়া সাজিতে বসিয়া গেল।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন-"ওহে সতীশ, এত ত উদ্ভট জান, তামাকের উপর একটা উদ্ভট বলদিকিন শুনি।"

সতীশ বলিল,—"সর্ব্বনাশ!—আপনার কাছে?—আপনি হলেন রীতিমত টোলে পড়া পণ্ডিত; আমি ত কেবল ফাঁকিবাজ। আপনি বলুন শুনি।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন—"না, তুমি ফাঁকিবাজ কেন হবে? তোমার বেশ পড়াশুনো আছে। আচ্ছা, আমি একটা বলছি—তুমি জান বোধ হয় সেটা। কিন্তু তোমাকে আর একটা বলতে হবে।"

সতীশ বলিল—"যে আজ্ঞে, চেষ্টা করব।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—

তাম্রকূটং মহদ্দ্রব্যং শ্রদ্ধয়া দীয়তে যদি।
অশ্বমেধফলং তস্য টানে টানে ভবিষ্যতি॥

—এবার তুমি একটা বল। নতুন হওয়া চাই কিন্তু।"

সতীশ তামাক সাজিতে সাজিতে বলিল,—"আচ্ছা, একটা বলি। কিন্তু, আপনার কাছে নতুন হবে কি না বলতে পারিনে—অত বিদ্যে পাব কোথায় দাদা? আর একটা শ্লোক আছে—

"বিড়ৌজাঃ পুরা পৃষ্টবান্ পদ্মযোনিং
ধরিত্রীতলে সারভূতং কিমস্তি।
চতুর্ভির্মুখৈরিত্যবোচদ্‌বিরিঞ্চি-
স্তমাখুস্তমাখুস্তমাখুস্তমাখুঃ॥"

শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় হা হা করিয়া হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন—"বেশ—বেশ। বেঁচে থাক সতীশ। এ শ্লোকটি নূতন বটে। বেশ শ্লোক।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—"কি হ'ল কি হ'ল? ওর মানেটা কি হ'ল?"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—"বল ত হে সতীশ, শ্লোকটি আর একবার বল ত।"—সতীশ ধীরে ধীরে শ্লোকটি পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিল; ভট্টাচার্য্য ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন—

"বিড়ৌজাঃ কি না ইন্দ্র, পদ্মযোনি কি না ব্রহ্মাকে পুরাকালে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—পৃথিবীতে সারভূত বস্তু কি? হাঁ থামো সতীশ, একটু থামো—এর ব্যঞ্জনা-টুকু বুঝিয়ে দিই গিরিশকে। ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন ব্রহ্মাকে। কেন?—বৃহস্পতি রয়েছেন,—মহাপণ্ডিত, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন না; অগ্নি, বরুণ পবন সর্ব্বদাই এঁদের পৃথিবীতে যাতায়াত, এঁদের কাউকে জিজ্ঞাসা করলেন না; আর সকল দেবতাকে ছেড়ে ইন্দ্র ব্রহ্মা-কেই জিজ্ঞাসা করতে যান কেন? বল গিরিশ, কেন?"

গিরিশ কড়িবাঁধা ব্রাহ্মণের হুঁকাটি হাতে করিয়া কলিকার অপেক্ষায় বসিয়া ছিলেন। উত্তরদানে নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলে ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—"আরে মুখ্যু, দেখতে পাচ্ছ না, ব্রহ্মা যে সৃষ্টিকর্ত্তা! তিনি নিজে হাতে পৃথিবীকে তৈরি করেছেন যে! পৃথিবীর মধ্যে সারভূত জিনিষ কি, তিনি বলতে পারবেন না ত কি রামা শ্যামা বলতে পারবে? হ্যাঁ, তার পর কি সতীশ? চতুর্ভির্মুখৈঃ—ব্রহ্মা চার মুখে উত্তর করি-লেন—তমাখুঃ তমাখুঃ তমাখুঃ তমাখুঃ। চারবার বলবার তাৎপর্য্য কি? ব্রহ্মা চারমুখে চার বেদ বলে-ছিলেন কিনা। সে বেদ যেমন সত্য, এ কথাও তেমনি সত্য। অর্থাৎ কি না—"

গিরিশ হুঁকাটি তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন,—"খান দাদা।"

ভট্টাচার্য্য তামাক টানিতে টানিতে কথা শেষ করিলেন,—"অর্থাৎ কি না, তামাক যে পৃথিবীর মধ্যে সারবস্তু, অত্র সন্দেহো নাস্তি। বুঝেছ ত? দেখলে একবার শ্লোকের বাঁধুনি!"

সতীশ তামাক-হাত ধুইয়া, কবাটের উপর ঝুলানো গামছাখানিতে হাত মুছিতে মুছিতে জিজ্ঞাসা করিল,—"এতখানি বেলায় বেড়াতে বেরিয়েছেন যে মুখুয্যে মশায়?"

গিরিশ বলিলেন,—"তোমায় নেমন্তন্ন করতে এসেছি।"

"নেমন্তন্ন? কবে? কবে?"

"আজ। বিকেলে এস। রাত্রে খাবে।"

সতীশ নৃত্যের ভঙ্গিতে বলিল,—"হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—বেশ, বেশ। ব্যাপারটা কি বলুন দেখি?"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—"নৃত্যন্তি ভোজনে বিপ্রাঃ। তুমি কি বিপ্র যে, ফলারের নাম শুনে নৃত্য করছ? পাপাত্মা।"

সতীশ বলিল,—"কেন ভট্‌চায মশায়? বামুনের চেয়ে কায়েতের কি ক্ষিধে কম? বরং ঢের বেশী। আমি শ্লোক আউড়ে প্রমাণ ক'রে দিতে পারি।"

ভট্টাচার্য্য রহস্যের গন্ধ পাইয়া বলিলেন,—"কি শ্লোক, বলই না শুনি।"

সতীশ বলিল,—শ্লোকটা হচ্ছে—

কায়স্থেনোদরস্থেন মাতুর্মাংসং ন ভক্ষিতম্‌।
অস্থানি যন্ন ভুক্তানি তত্র হেতুরদন্ততা॥

—কায়েত যখন মাতৃগর্ভে ছিল, তখন মা'র মাংস যে খেয়ে ফেলেনি, তার একমাত্র কারণ, তখনও তার দাঁত ওঠেনি।"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—"দূর মুখ্যু! ওর কি ঐ মানে?"

সতীশ বলিল,—"তবে?"

"ওর মানে কায়েত জাত এতই লোভী যে, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে না করতে পারে, এমন কাযই নেই।—এই হ'ল এর ধ্বনিতার্থ।"

সতীশ বলিল, "তা ভট্‌চায্যি মশায়, আমরা ত কায়েত নই, আমরা ত ক্ষত্রিয়। এ জন্মে যাই হই, আমার বোধ হয়, আর জন্মে আমি ব্রাহ্মণ ছিলাম; নৈলে এমন ফলাহারপ্রীতি আমার এল কোথা থেকে?—মুখুয্যে মশাই, ব্যাপার কি?"

ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—"ব্যাপার গুরুতর। এই ত সবে আজ আরম্ভ। এখন ধারাবাহিক ফলার কিছু দিন ধ'রে। নরেন-সুরেনের বিয়ে—আজ তাদের আশীর্ব্বাদ।"

গিরিশ মুখোপাধ্যায় বিবাহ-সম্বন্ধের সকল কথা বলিলেন। সতীশ বলিল,—"বল্লার? সেই যেখান দিয়ে চন্দ্রগড় যায়?"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—"তা জানিনে চন্দ্রগড়

যায় কি সূর্য্যগড় যায়। তুমি বেলাবেলিই এস,—এই সাড়ে তিনটে, চারটের মধ্যেই—বুঝেছ? হয় ত বা তোমার, তাদের আনতে ষ্টেশনেও যেতে হ'তে পারে।"

"আজ্ঞে, তা যাব, বেলা চারটের মধ্যেই পৌঁছিব।"

অতঃপর ভট্টাচার্য্য মহাশয় সমভিব্যাহারে মুখোপাধ্যায় বিদায় লইলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

মুন্সেফ্ বাবু।

অপরাহ্নসময়ে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বৈঠকখানায় অনেকগুলি ভদ্রলোক বসিয়া রহিয়াছেন;—ভট্টাচার্য্য মহাশয়, মাধব চক্রবর্ত্তী, পাড়ার নিত্যানন্দ রায়, দুর্গাদাস অধিকারী, পূর্ণ মজুমদার প্রভৃতি। সতীশ দত্তও আছে, তাহাকে ষ্টেশন যাইতে হয় নাই; মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্বয়ং গাড়ী লইয়া ভবিষ্যৎ বৈবাহিকদ্বয়কে আনিতে গিয়াছেন।

আকাশে আর মেঘ নাই। রৌদ্র খট্ খট্ করিতেছে! অনেকে ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়াছেন, ঘন ঘন হাতপাখা নাড়িতেছেন। বৈঠকখানার পশ্চাতে বাগানে কলমের আমগাছে বড় বড় আম ধরিয়া রহিয়াছে, জানালা দিয়া দেখা যাইতেছে। কোন কোন আমে বেশ রঙ ধরিয়াছে, বাকীগুলি এখনও সবুজ। মাঝে মাঝে জানালা দিয়া একটু বাতাস আসিতেছে, তখনও আমের সুগন্ধ পাওয়া যাইতেছে। আমগাছগুলির পানে চাহিয়া মাধব চক্রবর্ত্তী বলিল,—"যদি ক্রিয়াকর্ম্ম করতে হয়, তবে এই সময়ই ভাল। আম না পাকলে ফলারই বৃথা।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—"খুব পাকা কথা বলেছ মাধব।"

তিন চারিটা বাঁধা হুঁকায় অনবরত তামাক চলিতেছে। মাঝখানে রূপার থালে পাণ রাখা ছিল, তাহা দেখিতে দেখিতে নিঃশেষিত হইয়া গেল। পূর্ণ মজুমদার হাঁকিলেন,—"ওহে, আর গোটা কতক পাণ নিয়ে এস না।"—শুনিয়া সতীশ দত্ত তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া পাণের থালা হাতে দিল।

কিছুক্ষণ পরে চক্কর গাড়ীর ঘড় ঘড় শব্দ শুনা গেল। ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—"ঐ বোধ হয় আসছে তারা।" সকলে উৎসুক দৃষ্টিতে পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

দেখিতে দেখিতে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। দুই আসন্ন বৈবাহিককে লইয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় নামিলেন। চামড়ার ব্যাগ হস্তে, ময়লা রেশমী চাদর ও ধৌত পঞ্জাবী পিরাণ পরিহিত টেরিকাটা একজন খানসামাও কোচবাক্স হইতে নামিল।

ভদ্রলোক দুইটিকে সঙ্গে লইয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় বৈঠকখানায় আসিলেন। একজনের বয়স চল্লিশ পার হইয়াছে, রংটি একটু ময়লা, দেহটি ক্ষীণ, বোধ হয়, মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়া হয়। অপর ভদ্রলোকের বয়স চল্লিশের নীচেই আছে বলিয়া বোধ হয়, রংটি জ্যেষ্ঠের অপেক্ষা উজ্জ্বল, গোলগাল চেহারা।

যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ, তিনি প্রবেশ করিয়াই হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক বলিলেন,—"ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।"—অপর সকলে দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিলেন। মুখোপাধ্যায়, বৈবাহিকদ্বয়কে সমাদর করিয়া বসাইলেন। যিনি বয়ঃকনিষ্ঠ, তিনি বসিয়াই বলিলেন,—"ভারি পিপাসা পেয়েছে—এক গেলাস জল যদি আনিয়া দেন।"—অমনি সতীশ দত্ত প্রভৃতি জল জল করিয়া হাঁকাহাঁকি আরম্ভ করিয়া দিল।

মুখোপাধ্যায় মহাশয় বসিয়া, অভ্যাগতদ্বয়কে সকলের নিকট পরিচিত করিয়া দিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় উঠিয়া ইঁহাদের কাছে গিয়া বসিয়া কথোপকথনে ব্যাপৃত হইলেন। অপর সকলে শ্রোতৃরূপেই বিরাজ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে সূর্য্যাস্তের সময় উপস্থিত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন,—"এইবার গোধূলি-লগ্ন হয়ে এল। এখন শুভকর্ম্মটা সম্পন্ন ক'রে ফেলুন।"

আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য অন্তঃপুর হইতে রূপার রেকাবিতে করিয়া ধান্য, দূর্ব্বা ও চন্দন আনীত হইল। শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ ও সুরেন্দ্রনাথ ভ্রাতৃদ্বয় আসিয়া লজ্জাবনতমুখে সভায় উপবেশন করিল। যথাবিধি আশীর্ব্বাদ হইয়া গেল।

আশীর্ব্বাদের পর, বিবাহের দিনস্থির করিবার কথা উঠিল। মুন্সেফ বাবু বলিলেন,—"আমি এক-মাস ছুটী নিয়ে এসেছি। তার পাঁচদিন ত আজ কেটেই গেল। একটু শীগগির শীগগির শুভকর্ম্মটা হয়ে

গেলেই ভাল। তার পর আমায় একবার কলকাতায় যেতে হবে, হাইকোর্টের জজেদের সঙ্গে দেখাশুনা করতে হবে কি না!"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—"আমরা ত যখন বলবেন, তখনই প্রস্তুত। আপনাদের হয়ে উঠলেই হ'ল। এই মাসেরই শেষাশেষি হয়ে যাক না।"

মুন্সেফ বাবুর দাদা বলিলেন,—"তাতে আমাদের আপত্তি নেই। দুই ভায়ের বিয়ে ত একদিনে হ'তে নেই, উপরি উপরি দুটো দিন পেলেই বোধ হয় আপনাদের সুবিধা। একেবারে দুটি বউ নিয়ে বাড়ী আসতে পারেন।"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—"সেই হলেই ত উত্তম হয়।"

মুন্সেফ বাবু বলিলেন,—"দাদা ঐ কথা আন্দাজ করেই পাঁজি দেখিয়েছেন। এ মাসে ২৫শে ২৬শে দুটো দিন আছে। যদি আপনাদের মত হয় ত—"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজ পঞ্জিকা হাতে করিয়াই লইয়া গিয়াছিলেন। বলিলেন,—"কোন্ কোন্ দিন বল্লেন? ২৫শে আর ২৬শে?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

কিয়ৎক্ষণ পঞ্জিকা দেখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন,—"তা, ও দুটি ভাল দিনই বটে। তবে ২৬শে শনিবার প'ড়ে যাচ্ছে—শনিবারটা তেমন ভাল দিন নয়। তা হোক্—রাত্রিতে বারদোষ নেই। ন বারদোষাঃ প্রভবন্তি রাত্রৌ বিশেষতোঽর্কাবনিভূশনীনাম্। গিরিশ, তুমি মত দিতে পার।"

গিরিশ মত দিলেন। দিনস্থির হইয়া গেল।

মুন্সেফ বাবুর দাদা বলিলেন,—"এখনও পনেরো ষোল দিন রয়েছে। সবই ঠিক হয়ে যাবে। কোন্ গাড়ীতে আপনারা বরযাত্র নিয়ে এখান থেকে রওনা হবেন, বলুন দেখি?"

বরযাত্র প্রভৃতি অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধেও পরামর্শ স্থির হইয়া গেল। মুন্সেফ বাবুর দাদা তখন উঠিতে চাহিলেন। বলিলেন—"যদি এখন অনুমতি হয় ত—"

মুখোপাধ্যায় বলিলেন,—"বিলক্ষণ! একটু মিষ্টিমুখ না ক'রে—"

দাদা বলিলেন,—"পৌনে ন'টায় আমাদের গাড়ী কি না—আবার দেরী হয়ে না যায়—"

সতীশ দত্ত বলিল,—"না, না, দেরী হবে কেন? এই ত মোটে সাতটা। দেড়ঘণ্টা সময় রয়েছে এখনও। আমরা আপনাদের জলটল খাইয়ে, ষ্টেশনে ঠিক সময়ে গাড়ী ধরিয়ে দি'তে পারলেই ত হ'ল।"

দাদা বলিলেন,—"হ্যাঁ ভায়া, সেইটি দেখো। গাড়ী না ফেল হই।" মুখোপাধ্যায় মহাশয় অন্তঃপুরে গিয়া তাগিদ করিয়া আসিলেন। সতীশ তাঁহাকে চুপে চুপে জিজ্ঞাসা করিল,—"কত দুর?"—মুখোপাধ্যায় উত্তর করিলেন,—"আধ ঘণ্টার মধ্যেই বসাতে পারব।"

মুন্সেফ বাবু ইঁহাদের নিকট হইতে একটু অল্প দূরে বসিয়া ছিলেন। তাঁহার অতি নিকটেই ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও নিত্যানন্দ রায়। কথায় কথায় মুন্সেফ বাবু বলিলেন,—"দেখুন, হরিপদ ব'লে এই গ্রামের একটি ছেলেকে আপনারা কেউ চেনেন?"

মুখোপাধ্যায় ও সতীশের চক্ষু মুহূর্ত্তমাত্র-কাল দৃষ্টি বিনিময় করিল।

নিত্যানন্দ রায় বলিলেন,—"কোন্ হরিপদ? কার ছেলে, শুন্‌লে বুঝতে পারি।"

মুন্সেফ বলিলেন,—"কার ছেলে,তা বল্‌তে পারিনে। হরিপদ বাঁড়ুয্যে। এই গ্রামে তার বাড়ী। তার এক ভগ্নীপতি ছিল, তার নাম রাজকুমার চাটুয্যে। সে ছেলেটি চন্দ্রগড় রাজার এষ্টেটে চাকরি করত।"

মুখোপাধ্যায় কান খাড়া করিয়া রহিলেন।

ভট্টাচার্য্য বলিলেন,—"হ্যাঁ—হ্যাঁ—বুঝেছি। জগদীশ বাঁড়ুয্যের ছেলে হরিপদ। বাবুপাড়ায় তাদের বাড়ী ছিল। কেন মুন্সেব বাবু, হরিপদ'র কি হয়েছে?"

মুন্সেফ বাবু বলিলেন—"হরিপদ'র কিছু হয় নি। তার সেই ভগ্নীপতিটি, রাজকুমার, মাসখানেক হ'ল মারা গেছে। আহা, শুন্‌লাম নাকি বেচারী নূতন বিয়ে করেছিল, বছরও ফেরে নি।

অনেকেই "অ্যাঁ? বলেন কি?" "আহাহা" বলিয়া উঠিলেন।

সতীশ জিজ্ঞাসা করিল,—"মারা গেছে? বটে? আপনি কোথা শুন্‌লেন?"

মুন্সেফ বাবু বলিতে লাগিলেন,—"অনেক কথা। মাসখানেক হ'ল, সরকারী কাযে আমায় মফস্বলে যেতে হয়, ঐ চন্দ্রগড়েরই দিকে। যেতে আসতে তিন চার দিন লাগবে, গাড়ীভাড়া করেছিলাম। যে দিন বেরুব, ঐ হরিপদ হঠাৎ আমার কাছে এসে উপস্থিত। নিজের পরিচয় দিয়ে বল্লে,তাকে চন্দ্রগড়ে যেতে হবে,কিন্তু গাড়ী পাচ্ছে না; আমি চন্দ্রগড়ের রাস্তায় যাব শুনে আমা

কাছে এসেছে। বল্লে—যদি দয়া ক'রে আপনার গাড়ীর কোচবাক্সে চ'ড়ে আমায় যেতে দেন, আমার বড় বিপদ —ছেলেটির চেহারা দেখে আমার ভারি মায়া হ'ল। জিজ্ঞাসা করলাম—কেন, তোমার কি বিপদ হয়েছে? —সে আমায় একখানি টেলিগ্রাম দেখালে। চন্দ্রগড়ের একজন বাঙ্গালী কলকাতায় তাকে তার করেছে। তাতে লেখা আছে, তোমার ভগিনীপতি হঠাৎ কলেরায় মারা গেছে, শীঘ্র এস। টেলিগ্রাম প'ড়ে ছেলেটির মুখপানে চাইলাম। দেখলাম, তার চোখ দিয়ে টস্ টস্ ক'রে জল পড়ছে। আমি তাকে আমার বাসায় স্নান করিয়ে, খাইয়ে, গাড়ীতে তুলে নিয়ে গেলাম। পথে যেতে যেতে সে যা সব বল্লে, আশ্চর্য্য ব্যাপার মশাই।"

পূর্ণ মজুমদার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি বল্লে?"

মুন্সেফ বাবু বলিলেন,—"বল্লে যে এই রাজকুমারের সঙ্গে তার বোনের বিয়ে হবার আগে, গ্রামের কোন্ এক বুড়ো তাকে বিয়ে করবার জন্যে ক্ষেপেছিল। তার সঙ্গেই বিয়ে হবে, পূর্ব্বে একরকম স্থিরও হয়েছিল। তখন ঐ হরিপদই মাঝে প'ড়ে বিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে ঐ রাজকুমারকে এনে চুপি চুপি বোনের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছিল। যখন কন্যা-সম্প্রদান হচ্ছে, সেই সময় সেই বুড়ো নাকি কেমন ক'রে খবর পেয়ে, উন্মাদের মত ছুটে এসে সেখানে ঢোকে আর পৈতে ছিঁড়ে শাপ দেয় যে, ব্রাহ্মণকে তোমরা যেমন নিরাশ করলে, তোমাদের মেয়ে এক বছরের মধ্যেই বিধবা হয়ে যাবে।—আশ্চর্য্য কথা মশাই, ছেলেটি বল্লে, অবিকল তাই হয়েছে। এক বছর পূর্ণ হবার আগেই মেয়েটি বিধবা হয়েছে। আচ্ছা, এ সব ঘটনা আপনারা কিছু শোনেন নি? সে বুড়োটা কে মশাই? সর্ব্বনেশে বুড়ো!"

বৈঠকখানা একেবারে নিস্তব্ধ। সূচিপতনেরও শব্দ শুনা যায়।

সতীশ চাহিয়া দেখিল, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখখানি শাকবর্ণ ধারণ করিয়াছে। সহসা সে বলিয়া উঠিল,—"মুখুয্যে মশাই, এঁদের আবার দেরী হয়ে যাচ্ছে। জলটল খাবারগুলো তৈরি হ'ল কি না, ভিতরে গিয়ে দেখি চলুন একবার তাড়া দিয়ে আসা যাক্"—বলিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া উঠাইয়া, একপ্রকার টানিয়াই পার্শ্বের দ্বার দিয়া অন্তর্হিত হইল।

প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল পরে সতীশ বাহির হইয়া আসিয়া বলিল,—"আপনারা গা তুলতে আজ্ঞে করুন। সব প্রস্তুত।"

সকলকে সঙ্গে লইয়া সতীশ অন্তঃপুরে গেল। বারান্দায় স্থান হইয়াছে। নিমন্ত্রিতগণ বসিয়া চর্ব্ব্যচোষ্য ভোজনে প্রবৃত্ত হইলেন। নরেন-সুরেন দুই ভাই পরিবেষণ করিতে লাগিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয় কিয়ৎক্ষণ পরে একবার আসিয়া সকলের, বিশেষতঃ কুটুম্বগণের সহিত সৌজন্য করিয়া, আবার অদৃশ্য হইলেন।

আহারান্তে বৈবাহিকদ্বয় ষ্টেশনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ঠিকা গাড়ীখানা অপেক্ষা করিতেছিল। মুন্সেফ বাবুর দাদা, মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

সতীশ বলিল,—"তাঁর মাথাটা বড় ধরেছে, শুয়ে আছেন। তাঁকে ডেকে নিয়ে আসি।"

দাদা বলিলেন,—"মাথা ধরেছে? শুয়ে আছেন? —তবে থাক্ থাক্—তাঁকে কষ্ট দিও না।"—বলিয়া সতীশের হস্তধারণ করিলেন।

গ্রামস্থ সকলেই মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাথা ধরার কারণ বেশ বুঝিতে পারিল।

সতীশ বলিল,—"আমি আপনাদের সঙ্গে ষ্টেশনে যাই চলুন—গাড়ীতে তুলে দিয়ে আসি।"

মুন্সেফ বাবু বলিলেন,—"না না, আপনি কষ্ট করবেন না। আমরা ঠিক যেতে পারব এখন।"—বলিয়া তিনি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে প্রণাম ও দক্ষিণান্ত করিয়া, ভৃত্যগণকে পুরস্কার দিয়া, উপস্থিত ভদ্রলোকগণের নিকট বিদায় লইয়া অগ্রজের সহিত গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

ভদ্রলোকেরাও নিজ নিজ গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সতীশ আবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, একেবারে দ্বিতলে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শয়নকক্ষে উপনীত হইল। মেঝের উপর স্থাপিত একটি লণ্ঠন মিটি মিটি করিয়া জ্বলিতেছে। খোলা জানালার কাছে, খাটের উপর মুখোপাধ্যায় শুইয়া আছেন।

সতীশ তাঁহার বিছানায় বসিয়া বলিল—"ওঁরা গেছেন দাদা। আপনাকে ডাকতে আসছিলাম, তা ওঁরাই বারণ কর্লেন, বল্লেন, তাঁর শরীর অসুস্থ, শুয়ে থাকুন, তাঁকে কষ্ট দিও না।"

মুখোপাধ্যায় কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন,—"সতীশ, আমার এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে?

[হা]য় হায় হায়, কি মহাপাপই করেছি। নরকেও যে আমার স্থান হবে না।”

সতীশ বলিল—“ও কথা আপনি কেন বলছেন দাদা? আপনার পাপ কিসের? ও রকম মনে করা আপনার ভ্রম—মহাভ্রম। যাঁর কায, তিনি করছেন, আপনি আমি কে? আপনি জ্ঞানবান্ হয়ে ও রকম অজ্ঞানের মত কথা বল্‌ছেন কেন? একটু ঘুমুতে চেষ্টা করুন দেখি, ঘুমোলেই মাথা ধরাটা সেরে যাবে। আফিং খেয়েছেন—”

“না ভুলে গেছি।”

“অন্যায় করেছেন। তাই মাথা ধরা সারছে না। কৈ? কৌটোটা কোনখানে থাকে? এই যে। নিন।”

মুখোপাধ্যায় বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। অহিফেন সেবনান্তে আবার শয়ন করিলেন। সতীশ বসিয়া পাখা নাড়িয়া তাঁহার মাথায় বাতাস করিতে লাগিল।

——

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রভাবতী আশ্রয় পাইল।

আজ ৩রা মাঘ। হরি ঘোষের ষ্ট্রীটের বাড়ীতে, বেলা সাড়ে সাতটার সময় রেকাবীতে একটু গরম মোহনভোগ এবং ধূমায়মান চায়ের পেয়ালা সম্মুখে লইয়া যদুনাথবাবু তাঁহার পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আজ তোমার কোমরের ব্যথাটা কেমন আছে?”

গৃহিণী সবেমাত্র মুখ ধুইয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া কর্ত্তার জন্য পাণ সাজিতে বসিয়াছেন।—বাড়ীতে অন্য স্ত্রীলোকেরা রহিয়াছে, কিন্তু আর কাহারও সাজা পাণ কর্ত্তার পছন্দ হয় না। স্বামীর প্রশ্নে উত্তর করিলেন,—“আজ কতকটা কম।”

কর্ত্তা বলিলেন,—“তা হ'লে ঐ কাঁটাপুরের সিদ্ধ মলমটার গুণ আছে বলতে হবে। একদিন মালিস্ করেই যখন ফল পাওয়া যাচ্ছে—”

গৃহিণী বলিলেন—“রোসো। দুদিন আরও দেখ। অমন ত কমবেশী বরাবরই হয়।”

কর্ত্তা বলিলেন,—“না, ও মলমটি ভাল। অনে- মুখে ওর সুখ্যাতি শুনেছি। রোজ দুপুরবেলা খানিক ধ'রে মালিস্ করিয়ো। অবহেলা কোরো না। ভাল কথা, আজ ওরা মাঘ—আজ বেলা সাড়ে ১১টার গাড়ীতে বিশু এসে পৌঁছিবে—মনে আছে ত?”

“হ্যাঁ, মনে আছে। কা'ল দুধ-ওলাকে ব'লে রেখেছি, আজ দু'সের দুধ বেশী আনতে।”

“বেশ করেছ। বিশুরা দু'তিন দিনের বেশী বোধ হয় থাক্‌বে না—একমাস বই ত ছুটী নয়।”

এই সময় কমলা আসিয়া প্রবেশ করিল। পিতার কথা শুনিয়া বলিল,—“মা, এবারেও কাকাবাবু কি আমাদের সবাইকে থিয়েটার শুনতে নিয়ে যাবেন?”

গৃহিণী বলিলেন,—“সে আমি কি ক'রে জানব মা? আমি কি জ্যোতিষ জানি?”

কমলা বলিল,—“না মা, এবারও বোলো আমাদের নিয়ে যেতে।”

“তুই বলিস্। সেবারে তুই ত—”

কমলা বলিল,—“সেবারে যখন এসেছিলেন, তখন আমি ছোট ছিলাম; বায়না নিয়েছিলাম, সেজেছিল। এখন বুড়ো মাগী হয়েছি—এখন কি আর সাজে মা? তুমিই বোলো।”

গৃহিণী স্বামীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—“শোন মেয়ের কথা। উনি বুড়ো মাগী হয়েছেন, আর আমি বুঝি দিন দিন কচি খুকী হচ্ছি?”

কর্ত্তা বলিলেন,—“না না, থিয়েটারে যাবার কথা কেউ যেন তোমরা তুলো না। এতগুলি লোককে থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া—টিকিটের দাম আছে, গাড়ীভাড়া আছে—কম টাকা খরচ! সে বেচারীর উপর জুলুম কোরো না।”

কমলা বলিল,—“জুলুম কেন করবো বাবা?—তবে কাকা কি কাকীমা যদি আপনা হ'তে বলেন—তখন—”

পিতা বলিলেন,—“হ্যাঁ, তখন সে দেখা যাবে। এখন, তুই এক কায কর দিখিন। বাণ্ডিলে বাঁধা খানকতক লেপ-তোষক বের করে দে, ঝি সেগুলো ছাদে নিয়ে গিয়ে রোদ্দুরে দিক। যারা আসছে, তাদের বিছানা-টিছানা দিতে হবে ত।”

কমলা বলিল,—“যাই বাবা; মাকে আগে চা এনে দিই।”

গৃহিণী পাণসাজা শেষ করিয়া ডিবা ভরিয়া কর্ত্তাকে দিয়া, কন্যাহস্ত হইতে চা-পূর্ণ পাথরবাটি লইলেন। ইনি চীনা পেয়ালায় চা-পান করেন না, উহাকে স্লেচ্ছাচার জ্ঞান করেন। পূর্ব্বে, গৃহিণী মোটেই চা-পান

করিতেন না। শরীরে বাতাশ্রয় করিবার পর প্রাতে ও সন্ধ্যায় চা-পান করিবার জন্য কর্ত্তা পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। স্নান ও পূজা-আহ্নিক সারিবার পূর্ব্বে চা-পান করিতে প্রথমটা গৃহিণী খুবই আপত্তি করিয়াছিলেন; কিন্তু কর্ত্তা সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইয়া প্রমাণ করিয়া দিলেন যে, ঔষধ, দুগ্ধ, তাম্বূল প্রভৃতি কতকগুলি জিনিষ আছে, যাহা পূজা-আহ্নিকের পূর্ব্বে সেবন করিলে দোষ নাই; চা যখন বাতব্যাধিতে উপকারক, তখন উহা ঔষধ বলিয়াই ধর্ত্তব্য। সেই অবধি গৃহিণী প্রাতেও চা-পান করিতেছেন।

চা সেবন করিয়া, জর্দ্দা সহ কয়েকটা পাণ মুখে দিয়া, পার্শ্বস্থিত জলচৌকির উপর ভর দিয়া কষ্টেসৃষ্টে গৃহিণী দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"যাই, দেখি গে রান্নাবান্নার কি হয়েছে। বলি হ্যাঁ গা, সেই মেয়েটি যে আসছে, প্রভাবতী না কি তার নাম, তা সে কি আলোচাল খায়, না সিদ্ধচাল খায়?"

কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন—"কি ক'রে জানব? আমি কি 'জ্যোতিষ' জানি?"

"নাঃ—তুমি জ্যোতিষ জানবে কেন? যত জ্যোতিষ জানি আমি!"

"ছেলেমানুষ বিধবা হয়েছে, সিদ্ধ চালই খায় বোধ হয়।"

গৃহিণী বলিলেন,—"তাই সম্ভব বটে। কিন্তু বলা ত যায় না। চারটি আলোচালও রাঁধিয়ে রাখি। কি জানি, যদি সিদ্ধচাল না-ই খায়? সেই ঠিক দুপুরবেলা, গেরস্তবাড়ী এসে বাছা দুটি ভাত পাবে না!"

স্নানাহার করিয়া বেলা সাড়ে দশটার সময়ে কর্ত্তা আপিস চলিয়া গেলেন।

কমলা বলিল,—"মা, তুমি নেয়ে ফেল; নেয়ে, পুজো-টুজোগুলো এই বেলা সেরে নাও; নইলে তাঁরা এসে পড়লে, ভারি দেরী হয়ে যাবে।"—কন্যার পরামর্শমত কার্য্য করিতে গৃহিণী প্রবৃত্ত হইলেন।

বেলা যখন প্রায় সাড়ে বারটা, তখন দুইখানি গাড়ী বাড়ীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। একখানিতে কর্ত্তা ও তাঁহার দুই পুত্র, অপরখানির সমস্ত খড়খড়ি বন্ধ। বিশ্বেশ্বর বাবু গাড়ী হইতে নামিয়া, স্ত্রীলোকগণকে নামাইলেন। ঝি সেখানে আসিয়া দাঁড়াইল, সে বাবুকে বৈঠকখানায় বসিতে বলিয়া মেয়েদের অন্তঃপুরে লইয়া গেল।

বিশ্বেশ্বরবাবুর স্ত্রী অগ্রে অগ্রে গিয়া গৃহিণীকে প্রণাম করিলেন। "এস ভাই, এস" বলিয়া গৃহিণী তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিলেন। খোকা-খুকীকে কোলে লইয়া চুমা খাইলেন। পথে কোনও কষ্ট হইয়াছে কি না, জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

সহসা দ্বারের বাহিরে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল, দেখিলেন, থান কাপড় পরিয়া, দুই বৎসরের একটি শিশুকে কোলে লইয়া, একটি মেয়ে জড়সড় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঐটি বুঝি প্রভাবতী? এস মা এস। তুমি ওখানে অমন ক'রে দাঁড়িয়ে আছ কেন? এস, ভিতরে এস।"

কোলের শিশুটি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। শঙ্কিতভাবে ধীরে ধীরে প্রভাবতী প্রবেশ করিয়া, বিশ্বেশ্বর-পত্নীকে ইঙ্গিতে ছেলে ধরিবার জন্য অনুরোধ জানাইল।

বিশ্বেশ্বরের স্ত্রী খোকাকে কোলে লইলে, প্রভাবতী গৃহিণীকে প্রণাম করিল। তাহার পর উঠিয়া, চক্ষু দুইটি অবনত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

গৃহিণী তাহার মুখের পানে কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে চাহিয়া রহিলেন। মেয়েটির অবস্থা দেখিয়া তাঁহার চক্ষু দুইটি ছল ছল করিয়া উঠিল। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"এই বয়সে তোমার এমন দশা হয়েছে! —আমার কমলার চেয়েও বয়স অল্প যে!"

কন্যার সহিত এই মন্দভাগিনীর তুলনার ভাব মুখ দিয়া নির্গত হওয়া মাত্র, অমঙ্গলাশঙ্কায় গৃহিণী শিহরিয়া উঠিলেন। মনে মনে নারায়ণ স্মরণ করিয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—"কি করবে মা, যেমন কপাল ক'রে ভারতে এসেছিলে, তেমনি হয়েছে। কেঁদ না, চুপ কর। এইটি তোমার খোকা বুঝি? আয় খোকা, আমার কোলে আয়।"—বলিয়া তিনি খোকাকে কোলে লইলেন। খোকা ইতিমধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল।

খোকা এই অপরিচিতা রমণীর কোলে যাইয়া, কোল হইতে নামিবার জন্য উস্‌খুস্ করিতে লাগিল। "মা'র কাছে যাবি?"—বলিয়া গৃহিণী খোকাকে তাহার জননীহস্তে সমর্পণ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার খোকার নাম কি?"

প্রভা বলিল,—"ওর নাম সুশীলকুমার।"

"সুশীলকুমার? বেশ বেশ। আহা, বেঁচে থাক। —হ্যাঁগা সুশীল বাবু, তোমার খিদে পেয়েছে? দুধ খাবে?"

বিশ্বেশ্বরের স্ত্রী বলিলেন,—"হ্যাঁ দিদি, দুধ খাবে। বাতলে বাসি দুধ ছিল, তাই একটু সকালে খেয়েছে। মামার খুকীও দুধ খাবে। ঘরে দুধ আছে ত বেশী ?"

"হ্যাঁ, আছে বৈ কি। কমলা, কড়াই থেকে াটি ক'রে দুধ ঢেলে নিয়ে আয় ত মা।"

খোকা-খুকীর দুধ খাওয়া হইলে, তাহাদের মাতৃ-প স্নান করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইলেন।

তিন দিন পরে বিশ্বেশ্বর সপরিবারে দেশে যাইবার ন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রভাবতী, বিশ্বেশ্বরের স্ত্রীর নিকট গয়া কাঁদিতে লাগিল। বলিল,—"দিদি, আমার কি হবে ?"

বিশ্বেশ্বর-পত্নী নিজে অঞ্চলে তাহার চক্ষু মুছাইয়া লিলেন,—"ঈশ্বর আছেন, ভয় কি ?—যাঁদের কাছে তামায় রেখে চল্লাম, তাঁরা কেমন লোক, এ তিন দিনে তক বুঝেছ ত ? গিন্নীর সঙ্গে আমার কথাও হয়েছে তামার বিষয়ে; তোমার উপর ওঁর ভারি মায়া হয়েছে। থাক এখানে, কোনও কষ্ট হবে না। খাবার পরবার, কি এই রকম কোনও কষ্ট, তা হবে না। তবে, আর যে কষ্ট, যত দিন বেঁচে থাকবে, সে ত আছেই। নারায়ণের ইচ্ছেয় সুশীল যদি বাঁচে, তবে একদিন হয় ত কতক দুঃখ ঘুচবে।"

প্রভা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, —"দিদি, আবার কবে আসবে ?"

"আবার দেশে আসতে দু তিন বছর হবে ভাই। দু বছর তিন বছর অন্তর একবার ক'রে দেশে আসি।"

"এখানে আসবে ?"

"সব বারে যে এখানে আসি, তা নয়। কোন কোনও বার আসি, আবার কোন কোনও বার একেবারে দেশেই যাই।"

"এবার যখন আসবে, তখন এখানে এস দিদি, তোমার পায়ে পড়ি। নইলে ত দেখা হবে না।"

"আচ্ছা, তা আসব। তোমাকে দেখে যাব।"

বিশ্বেশ্বর সপরিবারে দেশে চলিয়া গেলেন।

কিছু দিন পরে কমলা একটি কন্যাসন্তান প্রসব করিল। গৃহিণী অধিকাংশ সময়ই আঁতুড়ে বসিয়া কাটাইতে লাগিলেন। সংসারের সমস্ত কাযকর্ম প্রভাই সুচারুরূপে সম্পন্ন করে। একদিন গৃহিণী পাড়াকাতে বলিতেছিলেন,—"প্রভা যদি না আসত, নইলে আমার কি দুর্গতি যে হ'ত, বলা যায় না।"

[illegible] মাস পরে কমলা মেয়ে কোলে করিয়া নিজ শ্বশুরালয় চলিয়া গেল। প্রভা, এই গৃহের কন্যাস্থানীয়া হইয়া বাস করিতে লাগিল।

এইরূপে প্রায় পাঁচটি বৎসর কাটিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

প্রায়শ্চিত্তের পরামর্শ।

অগ্রহায়ণ মাস; একটু একটু শীত পড়িয়াছে। একদিন রবিবারে, বেলা সাড়ে সাতটার সময়, ভবানীপুর চাউলপটি রোডের একটি দ্বিতল বাড়ীর সম্মুখে খড়খড়ি বন্ধ একখানা সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। দ্বারের পার্শ্বে দেওয়ালে আঁটা একখানা তক্তায় লেখা আছে—"নরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, উকীল, হাইকোর্ট'। গাড়ী হইতে একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক, এক অবগুণ্ঠনবতী রমণীসহ নামিয়া পড়িলেন। ভদ্রলোকটি গাড়োয়ানকে বলিলেন,—"গাড়ী রাখ্‌খো। কালীঘাট যানে হোগা।"—ইনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত, চুণাপুকুর লেনের সেই হেমচন্দ্র ঘোষাল। গিরিশ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র নরেন্দ্রনাথ এখন হাইকোর্টে ওকালতী করিতেছে; তাহারই এই বাড়ী। কনিষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ এখানে নাই। সে কলেজের প্রোফেসারি লইয়া কুচবেহার গিয়াছে। তাহার স্ত্রী এখানেই। নরেনের দুই কন্যা ও একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে। ছোট বধূর এখনও ছেলেপিলে হয় নাই।

সদর দরজা খোলাই ছিল। বৈঠকখানা-ঘরে উকীল বাবুর মুহুরী এবং তিন চারি জন মক্কেল বসিয়াছিল। হেমবাবু স্ত্রীর সহিত বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিতেই চটিজুতার শব্দ করিতে করিতে নরেন্দ্র সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল। "জ্যেঠামহাশয় এসেছেন ? জ্যেঠাইমাও যে দেখছি!" বলিয়া অগ্রসর হইয়া সে ইঁহাদের পদধূলি লইল।

হেমবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার বাবা কেমন আছেন ?"

নরেন্দ্র বলিল,—"বাবা আজ একটু ভাল আছেন। কা'ল রাত্তির থেকে জ্বরটা একটু কমেছে।"

"কোন ভয় নেই ত—"

"মধ্যে একদিন অবস্থা খুবই খারাপ দাঁড়িয়েছিল বটে। তবে ডাক্তার বলেন, এখন আর কোন ভয়

শুনেছি, তিনি খুব ভদ্রলোক—তাঁর স্ত্রীটিও খুব ভাল। তাকে মেয়ের মত যত্ন করেই তাঁরা রেখেছেন। কিন্তু ধর, রক্তের কোনও সম্বন্ধ নেই ত—কোনও দাবী নেই। যদুবাবু যত দিন বেঁচে আছেন, তত দিন। তার পর মেয়েটি অন্নবস্ত্রের কষ্টেও ত পড়তে পারে। সেটা যাতে না হয়,—"

"তবে, যা মনে করেছ, সেই কায করাই ভাল। কিছু টাকা তাকে দাও।"

"আমার ইচ্ছে, এক দিন গিয়ে মেয়েটির সঙ্গে দেখা ক'রে, তার কাছে ক্ষমা চেয়ে, টাকাগুলি দিয়ে আসি। আচ্ছা, আমি যদি দেখা করতে চাই, তারা কি দেখা করতে দেবে না? আমাদের গ্রামেরই ত মেয়ে—আর, আমি ধর, তার বাপের বয়সী—কোনও দোষ আছে কি?"

"না:—দোষ আর কি। দেখা করায় তারা বাধা দেবে ব'লে মনে হয় না।"

"তবে দাদা, তুমি একটি কায কর। যদু গাঙ্গুলী কোথায় থাকে, কোথায় এখানে তার বাসা, তার ঠিকানাটি আমায় সংগ্রহ ক'রে দাও। ম্যাকিনন্ মেকেঞ্জির বাড়ীর যদুনাথ গাঙ্গুলী—বুঝলে? ঠিকানাটি বোধ হয় অনায়াসে তুমি সন্ধান ক'রে দিতে পারবে?"

"অনায়াসে। কালই আপিসে গিয়ে, লোক পাঠিয়ে আমি তাঁর ঠিকানা আনিয়ে নেব এখন।"

বেলা দশটার পর কালীঘাট হইতে সকলে ফিরিয়া আসিলেন। স্নানাহার করিয়া অপরাহ্ণকালে হেমবাবু সস্ত্রীক বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

ইহার কয়েকদিন পরে, ট্রামযোগে গিরিশ এক দিন কলিকাতায় আসিয়া, কোম্পানীর কাগজ ভাঙ্গাইয়া এক-এক হাজার টাকার পাঁচখানি নোট সংগ্রহ করিলেন। সেই রাত্রে নোটগুলি এবং বাড়ীর দানপত্রখানি একত্র নেকড়ায় বাঁধিয়া নিজের তোরঙ্গের মধ্যে রাখিয়া দিলেন।

এক দিন প্রভাতে উঠিয়া পুত্র ও বধূদের গিরিশ বলিলেন,—"একটু কায আছে—কলকাতায় যাচ্ছি। ফিরতে বোধ হয় দেরী হবে।"

নোটের পুঁটুলী বাক্স হইতে বাহির করিয়া লইয়া, গিরিশ একখানি বালাপোষ গায়ে দিলেন। যাত্রার পূর্ব্বে, কি মনে করিয়া, দর্পণের সম্মুখে একবার দাঁড়াইলেন।

দেখিলেন, মাথার চুলগুলির মধ্যে কাঁচা আর বড় নাই। চক্ষু দুইটি গর্ত্তের মধ্যে ঢুকিয়া গিয়াছে—চারি পাশের অস্থি উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে। গাল দুইটিও বসিয়া গিয়াছে—অনেক দিন ক্ষৌরকার্য্য বন্ধ ছিল, খোঁচা খোঁচা পাকা দাড়ীতে মুখমণ্ডলের নিম্নার্দ্ধ ভরিয়া উঠিয়াছে। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"বউ ঠাকরুণ ঠিকই বলেছিলেন। একেবারেই বুড়ো হয়ে গেছি বটে।"

দর্পণের নিকট হইতে সরিয়া, দুর্গানাম স্মরণ করিতে করিতে গিরিশচন্দ্র বাহির হইলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

দেখা হইবে কি?

যদুনাথ বাবু প্রাভাতিক চা-পান করিতে করিতে গৃহিণীকে বলিলেন,—"আজ আপিস নেই, আজ আমাদের ছুটী।"

গৃহিণী বলিলেন,—"কেন? আজ কি?"

"আজ আখেরী চাহার সম্বা। মুসলমানী পর্ব্ব।"

"ছুটী, তা ভালই হয়েছে। ক'দিন থেকেই নবান্ন করব করব মনে করেছিলাম—আজ তা হ'লে করি।"

"বেশ ত, কর।"

"শুধু কর বল্লেই ত হয় না। আমার যা যা জিনিষ দরকার, সব আনিয়ে দাও।"

"কি কি চাই, ফর্দ্দ দাও না—এনে দিচ্ছি, তার আর কি!"

গৃহিণী প্রভাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"প্রভা, কাগজ-পেন্সিল নিয়ে আয় ত, মা। আজ নবান্ন হবে, কি কি জিনিষ চাই, আমি ব'লে যাই, তুই লেখ্।"

প্রভা কাগজ-পেন্সিল লইয়া আসিল। গৃহিণী, একটি ছোটখাট ভোজের ফর্দ্দই লেখাইতে লাগিলেন।

যদুবাবু বলিলেন,—"এ যে বড় ঘটার নবান্ন দেখছি গো!"

গৃহিণী বলিলেন,—"ঘটা আর কি গো। আজকাল কলকেতায় এই রকমই হয়েছে। এখন কি আর সেকালের সেই ভিজে আলোচালে কলা আর গুড় মেখে নবান্ন হয়!"

ফর্দ্দ লইয়া, ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া যদুবাবু বাজার করিতে গেলেন। প্রভার ছেলে সুশীলকুমারও তাঁহার

সঙ্গ লইল। গৃহিণী বলিলেন,—"প্রভা, তুই এই বেলা নেয়ে নে। আমি ততক্ষণ পাণগুলো সেজে ফেলি।"

স্নানান্তে প্রভা সেইমাত্র বাহির হইয়াছে, বারান্দায় দাঁড়াইয়া ভিজা চুলগুলি গামছায় মুছিতেছে, এমন সময় সদর দরজা হইতে শব্দ আসিল,—"গাঙ্গুলী মশাই বাড়ী আছেন?"

ঝি যথারীতি ভিতর হইতে হাঁকিল,—"বাবু বাড়ী নেই।"

আবার শব্দ আসিল,—"বাবু কোথা গেলেন?"

ঝি বলিল,—"বেরিয়েছেন।"

"দরজাটা খোল দিকিন।"

ঝি একটু বিরক্ত হইয়া, গৃহিণীর পানে চাহিয়া বলিল,—"কে মিন্সে? বাবু বাড়ী নেই, তবু দরজাটা খোল দিকিন!"

আবার শব্দ আসিল,—"ওগো শুনছ, আমি অনেক দূর থেকে আসছি। বাবু না আসা পর্য্যন্ত বৈঠকখানায় বসব।"

গৃহিণী বলিলেন,—"জিজ্ঞাসা কর্ না, কোথা থেকে আসছেন।"

ঝি হাঁকিল,—"কোথা থেকে আসছেন আপনি?"

"আমার বাড়ী ত্রিবেণী। এখন আসছি ভবানীপুর থেকে। বাবুর কাছে বিশেষ দরকার আছে।"

গৃহিণী বলিলেন,—"ত্রিবেণী? প্রভা, তোদের দেশের লোক। যা ঝি, বৈঠকখানা খুলে লোকটিকে বসা গে। আর নাম জিজ্ঞাসা করে আসিস্।"

ঝি দরজা খুলিয়া ফিরিয়া আসিলে প্রভা জিজ্ঞাসা করিল,—"কে, ঝি?"

ঝি বলিল—"বুড়ো।"

"নাম জিজ্ঞাসা করিস্ নি?"

"শোন কথা! ভদ্দর লোক, আমার বাপের বয়সী, তাতে আবার বুড়ো মানুষ—আমি নাম জিজ্ঞাসা করতে পারি?"

"কি বল্লেন?"

"বল্লেন, আমি এখন বস্‌লাম। তোমাদের বাবুর তামাক থাকে ত বরং সেজে আন এক ছিলিম।"

লোকটি কে, কি জন্ম আসিয়াছেন, জানিবার জন্য প্রভার মনে একটা কৌতূহল জন্মিল। ত্রিবেণী—তাহাদের সেই ত্রিবেণী। আর তাহাদের ত্রিবেণী কিসের? ত্রিবেণীর সঙ্গে সকল সম্বন্ধই ত জন্মের মত ঘুচিয়াছে। প্রভা ভাবিতে লাগিল,—"কে লোকটি? চেনা লোক নিশ্চয়—নহিলে আসিবেন কেন? কি বলিতে আসিয়াছেন কে জানে!"

ঝি ব্রাহ্মণের হুঁকায় তামাক সাজিয়া বৃদ্ধকে গিয়া দিল। গিরিশ হুঁকা লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হ্যাঁ বাছা, প্রভাবতী ব'লে একটি মেয়ে এ বাড়ীতে থাকে?"

ঝি বলিল,—"থাকে।"

"কেমন আছে?"

"ভাল আছে।"

"তার বাপ, মা, ভাই, স্বামী সবাই ম'রে গেছে। প্রভা কি এখনও কাঁদে কাটে?"

ঝি বলিল,—"হ্যাঁ—তা—কখনও কখনও—"

"তার একটি ছেলে ছিল যে। কি নাম তার?

"সুশীলকুমার।"

"সে কোথা?"

"সেও বাবুর সঙ্গে বাজারে গেছে।"

এ দিক ও দিক চাহিয়া গিরিশ নিম্নস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা ঝি, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি,—প্রভা কি এ বাড়ীতে কিছু কষ্টে আছে?"

ঝি বলিল,—"কেন গো? কষ্টে থাক্‌বে কেন? যারা ভদ্দরলোক হয়, তারা কি আর মানুষকে কষ্ট দেয়? আপনি এত কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন? আপনি কি পেরভা দিদির কেউ হন?"

"না ঝি। কেউ হইনে। কেউ না। আমি অমনিই জিজ্ঞাসা করছি।" বলিয়া গিরিশ একমনে ধূমপান করিতে আরম্ভ করিলেন।

ঝি গিয়া গৃহিণীকে, প্রভাকে, সকল কথা বলিল। ইহাতে প্রভার কৌতূহল আরও বাড়িয়া উঠিল। গৃহিণী বলিলেন,—"বোধ হয়, তোমার বাবার কোনও বন্ধুটন্ধু।"

গিরিশের তামাক ছিলিমটি নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে; বালাপোষখানি পায়ে চাকা দিয়া, চৌকির উপর বসিয়া আছেন। মাঝে মাঝে জানালা দিয়া, মুখ বাড়াইয়া দেখিতেছেন, বাবু আসিতেছেন কি না।

এইরূপ কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিবার পর, বাবু আসিয়া পৌছিলেন। তাঁহার সঙ্গে সাত বৎসরের একটি ছেলে দেখিয়া গিরিশ বুঝিলেন, এইটিই সুশীলকুমার।

গিরিশ চৌকি হইতে নামিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,

—"মশায়েরই নাম কি যদুনাথ গঙ্গোপাধ্যায়? আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছি।"

ভৃত্য সুশীলকে লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। যদুবাবু বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, —"মহাশয়ের নাম কি? কোথা থেকে আসা হচ্ছে?"

নাম ও ধাম শুনিয়া যদুবাবুর ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল। স্ত্রীর নিকট তিনি প্রভার সমস্ত ইতিহাসই শুনিয়াছিলেন। এ নামটাও তাঁহার স্মরণ ছিল। বলিলেন,—"এখানে কি প্রয়োজন আপনার?"

যদুবাবুর কণ্ঠস্বরে বিরক্তির খাদ যেটুকু মিশানো ছিল, তাহা গিরিশের বুকের মধ্যে গিয়া বাজিল।

গিরিশ বলিলেন,—"আপনি - আমার—নাম—কি পূর্ব্বে শুনেছেন?"

"শুনেছি।"

"আমি কত বড় পাপী—কত বড় নরাধম—সবই তা হ'লে আপনি জানেন?"—গিরিশের স্বর কম্পিত।

এ কথা শুনিয়া যদুবাবু চমকিয়া উঠিলেন। না—এ ত পাপী নরাধমের মত কথা নহে। তিনি আগন্তুকের মুখের পানে চাহিলেন। দেখিলেন, বার্দ্ধক্য-রেখাঙ্কিত সে মুখে নিষ্ঠুরতার কোনও চিহ্ন নাই—ললাটে অবাধ সরলতা, চক্ষুযুগলে কোমল করুণা, ওষ্ঠে একটা ব্যাকুলতা—যেন বলি বলি করিতেছে—'আমায় ক্ষমা কর, আমায় ক্ষমা কর।'

যদুবাবুর মনটা একটু নরম হইল। তিনি বলিলেন, —"আমি সবই জানি, অর্থাৎ যা যা প্রভার হয়েছিল, সকল কথাই আমার স্ত্রীর কাছে শুনেছি।"—বলিয়া সেই তক্তপোষের উপর বসিলেন।

গিরিশ বলিলেন,—"আপনি সবই শুনেছেন? না যদুবাবু, আপনি এখনও সব শোনেন নি। আপনি শুনেছেন যে, প্রভাকে আমি অভিশাপ দেওয়াতে, তার সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে।—কিন্তু সে অভিশাপ, প্রভার কপাল পুড়িয়ে এসে, আমাকে আজ এই আট বছর যে কি পোড়ান পুড়িয়েছে, তা ত আপনি শোনেন নি! আমায় যত বুড়ো আজ আপনি দেখছেন, বয়সে আমি তত বুড়ো নই যদুবাবু। মনের কষ্টে কষ্টে আমি এমন বুড়ো হয়ে পড়েছি। আমার খেয়ে সুখ নেই, শুয়ে সুখ নেই, ব'সে সুখ নেই। একটা কচি মেয়ে, যে কোন দোষের দোষী নয়, যে আমার কোনও অনিষ্ট করেনি—তার এই সর্ব্বনাশ আমি কেন করলাম!—ক্রোধ, মানুষের একটা রিপু। সেই রিপু এক মুহূর্ত্তের মধ্যে আমাকে কি হিংস্র পশুই ক'রে ফেলেছিল! হিংস্র পশু কি বলছি—তারও অধম। সাপ—কেউ তার গায়ে হাত না দিলে সে কামড়ায় না। বাঘ—যাকে খাবার, তাকে একেবারেই গিলে ফেলে, সারাজীবন ধ'রে কাউকে দগ্ধে দগ্ধে মারে না।"—বলিয়া তিনি দুই হস্ত দিয়া মুখাচ্ছাদন করিলেন।

যদুবাবু কি বলিবেন, কি করিবেন, কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। কিছু না বলিলে চলে না, তাই বলিলেন, —"মুখুয্যে মশাই, আপনি উতলা হবেন না। যা হয়ে গেছে, তা ত আর ফিরবে না। মানুষের ত হাত নয়।"

গিরিশ মুখ তুলিলেন। বলিলেন,—"ফেরে না, এই ত মুস্কিল। সে যাই হোক, আজ আমি এখানে যে জন্যে এসেছি, তা আপনাকে বলি। আপনার কোনও কাযের ব্যাঘাত করছিনে ত?"

"না, আজ আমার ছুটী, আপিস নেই।"

"তা জানি; তাই আজ এসেছি। আমি এসেছি কি জন্যে, তা বলি। মেয়েটির যা সর্ব্বনাশ করবার, তা ত আমি করেইছি। আমার দ্বারা তার যতটুকু ক্ষতিপূরণ হ'তে পারে, তা করবার চেষ্টাতেই এসেছি।" —বলিয়া তিনি নেকড়ায় বাঁধা কাগজগুলি খুলিতে লাগিলেন। সেগুলি যদুবাবুর হাতে দিয়া বলিলেন,— "আমার ইচ্ছে, এইগুলি প্রভাকে দিয়ে যাই। আপনি অবশ্য তাকে নিজের মেয়ের মত ক'রে প্রতিপালন করছেন, তার কোনও কষ্ট নেই—তা জানি। ভগবান্ তাকে একটি পুত্রসন্তান দিয়েছেন, ছেলেটি যদি বাঁচে, তবে প্রভার দুঃখ ঘুচবে। ছেলেটি বড় হ'লে তার লেখাপড়ার ব্যয় আছে, তাই এই পাঁচ হাজার টাকা প্রভাকে আমি দিয়ে যেতে চাই। আর, তার বাপের যে বাড়ীখানি আমি কেড়ে নিয়েছিলাম, সেখানিকে মেরামৎ করিয়ে, প্রভার ভাইয়ের নামে দানপত্র লিখে রেখেছি। সে বংশে এখন আর ত কেউ নেই—কেবল ঐ ছেলেটি। ওর মামার সম্পত্তি ওই পাবে। এই কাগজখানিও তাই প্রভাকে দিতে এসেছি।"

যদুবাবু কাগজগুলি গিরিশের হাতে দিয়া বলিলেন, —"তা, এ ত বেশ ভাল কথা।"

গিরিশ বলিলেন,—"তা হ'লে—প্রভার সঙ্গে একবার আমার দেখা হ'তে পারে কি?"

যদুবাবু একটু ভাবিলেন। শেষে বলিলেন,—

"আমার অবশ্য কিছুমাত্র আপত্তি নেই। প্রভা রাজি হলেই হ'ল।"

গিরিশ ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে কি রাজি হবে যদুবাবু?"

যদুবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, —"সন্দেহ।"

গিরিশও কিছুক্ষণ ভাবিলেন। শেষে বলিলেন,—"আপনি একবার চেষ্টা ক'রে দেখুন। যদি সে রাজি হয়, উত্তম। না রাজি হয়, এগু'লি আপনার কাছেই রেখে যাব।"

যদুবাবু মনে মনে ভাবিলেন, প্রভা ইঁহার নাম শুনিলে সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হয়, এমন বোধ হয় না। অথচ বৃদ্ধ এগুলি তাহারই হাতে দিয়া যান, সেই ভাল। আমার হাতে দিয়া গেলে হয় ত ইঁহার মনে একটু সংশয় থাকিয়া যাইবে, কি জানি, সেগুলি প্রভার কাছে পৌছিল, না আমিই আত্মসাৎ করিয়া লইলাম।—তাই প্রকাশ্যে বলিলেন,—"দেখুন গিরিশবাবু, আমার বিশ্বাস, আপনার পরিচয় আগে থেকে শুনলে, প্রভা আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইবে না। যদি অনুমতি করেন, তবে তাকে এইমাত্র বলি, তোমাদের গ্রামের একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, তোমার বাপের বন্ধু, তোমায় দেখতে এসেছেন।—তার পর তার সঙ্গে দেখা হ'লে, যা বলবার, যা করবার—আপনি তা বলবেন করবেন।"

গিরিশ বলিলেন,—"বেশ, এ পরামর্শ ভাল। আপনি তা হ'লে, অনুগ্রহ ক'রে—"

"এই যে আমি যাচ্ছি" —বলিয়া যদুবাবু উঠিয়া অন্তঃপুরমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

জীবনের মূল্য।

ঝি বৈঠকখানায় আসিয়া গিরিশকে বলিল,—"বাবু, আপনি উপরে চলুন।"

"উপরে যাব? আচ্ছা।"—বলিয়া গিরিশ কম্পিত-হস্তে নোট পাঁচখানি এবং দলিলটি একত্র গুটাইয়া, নেকড়ায় সেগুলি ভাল করিয়া জড়াইয়া সাবধানে বাঁধিয়া লইলেন। বাণ্ডিলটি বামহস্তে বালাপোষের মধ্যে লইয়া দক্ষিণ হস্তে ছড়িটি লইয়া, ঝির পশ্চাৎ পশ্চাৎ, খট্ খট্ করিতে করিতে সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন।

ঝি একটি কক্ষের দ্বার তাঁহাকে দেখাইয়া দিল। প্রবেশ করিয়া গিরিশ দেখিলেন, টেবিলের কাছে কয়েকখানি চেয়ার, একখানিতে যদুবাবু বসিয়া রহিয়াছেন। ইঁহাকে দেখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন,—"আপনি বসুন গিরিশবাবু। প্রভাকে আমি এই ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছি—আমি এই পাশের ঘরেই থাকব এখন।"

গিরিশ বসিলেন না; যদুবাবু বাহির হইয়া গেলে, খোলা জানালার কাছে দাঁড়াইয়া রাজপথের পানে তিনি চাহিয়া রহিলেন।

ইতিমধ্যে নিঃশব্দপদসঞ্চারে প্রভা আসিয়া কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রভা, গিরিশের মুখের পানে চাহিল, চিনিতে পারিল না। গ্রামে থাকিতে সে সর্ব্বদা যে তাঁহাকে দেখিত, এমন নহে; দূর হইতে কচিৎ কখনও দেখিয়াছে; সেও আজ আট বৎসর হইয়া গেল।

গিরিশ হঠাৎ ফিরিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার মনে হইল, বিষাদের একখানি প্রতিমা গড়িয়া কে যেন সেখানে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। আট বৎসর পূর্ব্বে, নেবুবাগানে এলোচুলে প্রভাতালোকে প্রভাকে যেমন দেখিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তি তাঁহার মনে পড়িয়া গেল। প্রভা মাথায় আর একটু উচ্চ হইয়াছে, বর্ণ পূর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বলতর,—যে ছিল কিশোরী, সে এখন পূর্ণ যুবতী। জানা না থাকিলে ইহাকে প্রভা বলিয়া গিরিশ হয় ত চিনিতেই পারিতেন না।

ধীরে ধীরে পাদবিক্ষেপ করিয়া গিরিশ প্রভার নিকটবর্ত্তী হইলেন।

কয়েক মুহূর্ত্ত ব্যাকুল দৃষ্টিতে প্রভার মুখপানে তিনি চাহিয়া রহিলেন।

সেই কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যে কত ভাবের তরঙ্গই তাঁহার মনের মধ্যে খেলিয়া গেল। এই সেই প্রভা! আট বৎসর পূর্ব্বে কিয়দ্দিন ধরিয়া, নিজের কাছে নিজে লজ্জিত সঙ্কুচিত হইয়াও, ইহার কমনীয় মূর্ত্তি তিনি মনে মনে ধ্যান করিয়াছিলেন। কিয়দ্দিন ধরিয়া, এই প্রভাই তাঁহার একান্ত কামনার ধন হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাকে ক্ষণিক দর্শনের জন্য মন আকুল হইত, ইহার প্রসঙ্গকথা কর্ণে অমৃত বর্ষণ করিত, নিভৃতে ইহার নামোচ্চারণ করিতেও সর্ব্বাঙ্গে

পুলক-সঞ্চার হইত। হায়! যদি অঘটন না ঘটিত —তাহা হইলে—

গিরিশ মনে মনে বলিলেন,—"যে ক্ষত হইয়াছিল, তাহা ত শুকাইয়া গিয়াছিল। আবার এ কি!—কেনই বা ইহাকে দেখিতে চাহিলাম! ভাল কায করি নাই।"

তখন গিরিশ সেই বিষাদপ্রতিমার মুখের পানে চাহিয়া, অতি কোমল করুণ স্বরে বলিলেন,—"তুমি প্রভাবতী?"

প্রভা কথা কহিল না, অবনত দৃষ্টিতে কেবল সামান্য শিরশ্চালনা করিয়া জানাইল যে, তাহাই বটে।

"তুমি কি আমায় চিন্‌তে পার প্রভা?"

অস্ফুটস্বরে প্রভা বলিল,—"আজ্ঞা না।"

"আমার বাড়ী ত্রিবেণী। তোমার ছেলেটি—তোমার সুশীলকুমার কই?"

"ভাত খাচ্ছে।"

গিরিশ তখন বালাপোষের মধ্য হইতে কম্পিত বামহস্তখানি বাহির করিয়া, কাগজগুলি দক্ষিণ হস্তে লইয়া, প্রভার নিকট সেগুলি ধরিয়া বলিলেন,—"এগুলি তুমি নাও।"

কি কাগজ, তাহার ঠিকানা নাই; লইবে কি না, প্রভা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। গিরিশ বলিলেন,—"নাও—নাও;—কিছু মন্দ জিনিষ নয় প্রভাবতি! খুলে দেখ, কি।"

প্রভা সংশয়-কম্পিত হস্তে কাগজের তাড়াটি লইল। দুই হস্তে সেগুলি খুলিয়া ধরিয়া বলিল,—"এ—ত নোট। কিসের টাকা এ?"

গিরিশ বলিলেন,—"গুণে নাও—দেখ, পাঁচখানি নোট আছে। হাজার টাকার ক'রে এক-একখানি। আর ঐ যে অন্য কাগজখানি দেখ্‌ছ, ওখানি দলিল, তোমাদের বাড়ীর দলিল।"

প্রভা বলিল,—"এ নোট আপনি আমায় কেন দিচ্ছেন? আপনি কে?"

গিরিশ বলিলেন,—"এ নোট তোমায় দিচ্ছি, তুমি রেখে দেবে। দেখ, চিরদিন কিছু মানুষের সমান যায় না। মানুষের বিপদ আপদ আছে। এ টাকাগুলি অসময়ে তোমার কাযে লাগতে পারে প্রভাবতি। ছেলেটি হয়েছে—ওটিকে মানুষ করতে হবে ত?"

প্রভা এবার একটু বিরক্ত হইয়াই যেন বলিল,—"তা ত বুঝলাম। কিন্তু আপনিই বা কে, আর এ সব আমায় দিচ্ছেনই বা কেন? আমি যে কিছু বুঝতে পারছিনে!"

গিরিশ নতমস্তকে কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া, অবশেষে ধীরে ধীরে বলিলেন,—"তুমি আমায় চিন্‌তেই যখন পারনি, কি ব'লেই বা নিজের পরিচয় দিই! আমি আর কে? আমিই তোমার সর্ব্বনাশের মূল, প্রভাবতি! আমিই তোমাদের গ্রামের গিরিশ মুখুয্যে।"

প্রভা কাঁপিতে লাগিল। নোটের বাণ্ডিল তাহার হস্ত হইতে, বোধ হয়, তাহার অজ্ঞাতসারেই স্খলিত হইয়া মেঝের উপর পড়িয়া গেল। তাহার গৌরবর্ণ অকলঙ্ক ললাটে বিন্দু-বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল।

প্রভার ভাবভঙ্গি দেখিয়া গিরিশের মনে হইল তাহার ফিট্ না হয়! তাঁহার মনে ভারি ভয় হইল। সেই ভয়ে তাঁহার বুদ্ধিশুদ্ধি কেমন তাল পাকাইয়া উঠিল। যেমন ভাবে গুছাইয়া যাহা বলিলেন স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, সমস্তই উলট-পালট হইয়া গেল। সে সকল কথা কিছুই আর তিনি স্মরণ করিতে পারিলেন না। নিজ বক্তব্য তাড়াতাড়ি সারিয়া লইবার অভিপ্রায়ে বলিয়া ফেলিলেন, —"দেখ, জন্মমৃত্যু ঈশ্বরাধীন ঘটনা, মানুষের কোনও হাত এতে নেই। সময়ে সময়ে মানুষ উপলক্ষ মাত্র। তোমার এই সর্ব্বনাশের আমিই যে উপলক্ষ হলাম, সেইটিই বড় আক্ষেপের বিষয়।"

তখন গিরিশের বোধ জন্মিল, এ কথাগুলি ত তাঁহার বলিবার অভিপ্রায় ছিল না; তাঁহার আন্তরিক কথাও ত এ নয়। লোকে তাঁহাকে সান্ত্বনাছলে এতদিন যাহা বলিয়াছে,—যাহা তিনি এতদিন নিজেই গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন নাই,—সেই কথাই বলিয়া ফেলিয়াছেন যে!

প্রভার নিশ্বাস সজোরে বহিতে লাগিল। এক হস্ত অপর হস্তে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া সে বলিল,—"মন্দ নয়; নিজে আপনি যা করেছেন, তা ঈশ্বরের ঘাড়ে চাপাচ্ছেন। মন্দ নয়।"

গিরিশ দেখিলেন, প্রভার মুখমণ্ডলে রক্তরাগ প্রতিমুহূর্ত্তে স্পষ্টতর হইয়া আসিতেছে, নাসিকার স্ফীতি আরম্ভ হইয়াছে, চক্ষুতারকা জল্‌জ্বল্ করিয়া উঠিয়াছে।

তাহার এই ভাবান্তর দেখিয়া গিরিশের দুর্ব্বল

মস্তিষ্ক আরও গোলমাল হইয়া গেল। তিনি বলিলেন,—"সে যাই হোক্, আমার দ্বারা তোমার যে অনিষ্ট হয়েছে, তারই যৎকিঞ্চিৎ ক্ষতিপূরণ করবার জন্তে, এই পাঁচ হাজার টাকা আমি এনেছি।"

এই কথা শুনিবামাত্র রোষে, ঘৃণায়, অপমানে প্রভার চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া বড় বড় ফোঁটা ঝরিয়া পড়িল।

নোটের তাড়া তখনও তাহার পতদলে পড়িয়া। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, প্রবল পদাঘাতে সে তাড়া সে দূরে ফেলিয়া দেয়।

কিন্তু প্রভা তাহা করিল না। নিজে কয়েক পদ পশ্চাতে হটিয়া, গ্রীবা উন্নত করিয়া বিদ্রূপদৃপ্ত কণ্ঠে বলিল,—"কি? আপনি যাকে মেরেছেন, তার জীবনের এই মূল্য ধ'রে দিতে এসেছেন আমায়? আপনার ঐ টাকা আমি স্পর্শ করব! অসময়ের কথা কি বলছেন আপনি? যদি খেতে না পেয়ে মরেও যাই, আমার ছেলেটাও যদি আমার চোখের সামনে খেতে না পেয়ে ম'রে যায়, তবু আপনার টাকা, বাঁ হাতের কড়ে আঙুলের নখ দিয়েও আমি স্পর্শ করব না।"

প্রভার মাথা ঘুরিতে লাগিল। দেওয়াল ধরিয়া, কপাট ধরিয়া, টলিতে টলিতে কক্ষ হইতে কোনও ক্রমে সে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

সমাপ্ত

গল্পবীথি

[দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে]

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত

প্রথম সংস্করণের

ভূমিকা

এই পুস্তকে প্রকাশিত গল্পগুলির মধ্যে "বায়ু পরিবর্তন" ও "সম্পাদকের আত্মকাহিনী"—"সাহিত্য" হইতে, "খোকার কাণ্ড" ও "লেডি ডাক্তার" "মানসী" হইতে এবং বাকি চারিটি গল্প "ভারতবর্ষ" হইতে পুনর্মুদ্রিত হইল।

"লেডি ডাক্তার" গল্পটি সম্বন্ধে আমার যৎকিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। কেহ কেহ বলিয়াছেন, উক্ত গল্পের নায়িকাকে ওরূপভাবে চিত্রিত করিয়া আমি অন্যায় কার্য্য করিয়াছি—দেশের সমস্ত লেডি ডাক্তার নাকি এজন্য মর্ম্মাহত হইয়াছেন। আমি কি করিয়াছি? সুবালাকে আমি অসচ্চরিত্রা করিয়া আঁকি নাই। আমি কেবল দেখাইয়াছি যে, সে একটি স্বামি-সংগ্রহের জন্য—ইংরাজীতে যাহাকে বলে hasband hunting—বিশেষরূপ চেষ্টা করিতেছে। ইউরোপীয় সমাজে, (অর্থাৎ যে সমাজের আংশিক অনুকরণে এই সকল সম্প্রদায় চলেন ফেরেন) ইহা কখনও পাপকার্য্য বলিয়া গণ্য হয় নাই। তবে, ইহার মধ্যে হীনতা আছে সন্দেহ নাই। একজন লেডী ডাক্তারকে আমি একটু হীনতার রঙে আঁকিয়াছি বলিয়া সকল লেডি ডাক্তারই ঐরূপ চরিত্রের—এ কথা আমি বলিতেছি না। আমাদের দেশে অনেক ভণ্ড সন্ন্যাসী আছে—আমি দুই চারিটা ভণ্ড সন্ন্যাসীর চিত্রও আঁকিয়াছি; তাহাতে কেহ যদি বলেন যে, আমার মতে সন্ন্যাসী মাত্রেই ভণ্ড, তাহা হইলে আমার প্রতি অবিচার করা হইবে না কি?

কলিকাতা
১লা আষাঢ় ১৩২৩

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

খোকার কাণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

কার্ত্তিক মাসের নূতন হিম লাগিয়া হরসুন্দর বাবুর যে কাসিটির সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা আজিও ভাল হইল না, বরং উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিয়াছে। অবস্থা এখন এরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, সারারাত্রি নিদ্রা নাই, স্ত্রী পঙ্কজিনীর শুশ্রূষার গুণে যদি একটু বা ঘুম আসিল, দশ মিনিট যাইতে না যাইতেই হরসুন্দর বাবু খক্ খক্ করিয়া কাসিতে কাসিতে একেবারে উঠিয়া বসেন। দেড় মাস কাল অনেক প্রকার ঔষধপত্র হইয়াছে, কিন্তু কিছুই ফল পাওয়া যায় নাই। কাসি আর কার না হয়? —তবে ভাবনার কথা এই যে, ব্যাধিটা কৌলিক—হরসুন্দর বাবুর পিতার ইহা ছিল, এবং তাঁহার দুইটি সহোদর অল্পবয়সেই এই রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এই কারণে হরসুন্দর বাবু একটু ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। দুইটি কোম্পানিতে দশ হাজার টাকায় তাঁহার জীবন বীমা করা ছিল, পলিসি দুইখানি এবং রসিদগুলি সে দিন বাহির করিয়া, স্ত্রীর জিম্মা করিয়া দিয়াছেন। একখানি কোম্পানির কাগজ ছিল, সেখানিও পঙ্কজিনীর সাক্ষাতে তাহার নামে এন্‌ডোর্শ করিয়া রাখিয়াছেন।

হরসুন্দর বাবুর বয়ঃক্রম পঁয়ত্রিশ বৎসরের কাছাকাছি। পঙ্কজিনী ইঁহার অপেক্ষা দশ বৎসরের ছোট। বিবাহের দুই তিন বৎসর পরেই হরসুন্দর বাবু ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং সেই অবধি তিনি নববিধান সমাজের একজন বিশেষ উৎসাহশীল সভ্য। এম্-এ উপাধি গ্রহণের পর আইন পরীক্ষাতেও পাস করিয়াছিলেন, কিন্তু ওকালতী ব্যবসায়ে মিথ্যাকথা কহিতে হয় শুনিয়া, সে পন্থা পরিত্যাগ করিয়া ইস্কুল-মাষ্টারি কার্য্যে প্রবেশ করেন। বিগত পাঁচ বৎসর হইতে কোনও বে-সরকারী কলেজে তিনি অধ্যাপকের কর্ম্মে প্রবৃত্ত আছেন। রামদয়াল মল্লিকের লেনে একটি দ্বিতল বাড়ী ভাড়া করিয়া বাস করেন। বাড়ীতে, তাঁহার স্ত্রী, তিনবৎসরবয়স্ক একটি পুত্র—তাহার নাম সত্যসুন্দর অথবা খোকা—রামটহল নামক একজন পশ্চিমী ভৃত্য এবং পিয়ারী নাম্নী একজন কাহার-কুলোদ্ভবা ঝি আছে, কিন্তু সচরাচর তাহাকে আয়া বলিয়া সম্বোধন করা হয়।

সে দিন সন্ধ্যার পর হরসুন্দর বাবু পালঙ্কের উপর শয়ন করিয়াছিলেন, পঙ্কজি[illegible] বসিয়া তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিল। প[illegible] হইতে দূরে একটি কোণে টেবিলের উপর ল্যাম্প [illegible]লিতেছিল—আলো খুব কমানো ছিল—সেই সামান্য আলোকও পাছে হরসুন্দর বাবুর চোখে আসিয়া লাগে, তাই একখানি 'সঞ্জীবনী' সেই ল্যাম্পের গায়ে হেলাইয়া আড়াল করা হইয়াছে। আয়া খোকাকে লইয়া কক্ষান্তরে ঘুম পাড়াইবার চেষ্টা করিতেছিল, বাড়ীটি নিস্তব্ধ। পঙ্কজিনী স্বামীর পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে মনে মনে, 'মা কালী', 'মা দুর্গা' প্রভৃতি ব্রাহ্মধর্ম্ম-বহির্ভূত নিষিদ্ধ দেবতাগণকে ডাকিয়া সজল-নয়নে প্রার্থনা করিতেছিল, যেন তাঁহারা কৃপা করি[illegible] উপায়বিহীনার স্বামীটিকে সত্বর আরোগ্য-দান ক[illegible]।

এরূপ একজন পুরাদস্তর ব্রা[illegible]ী কালী-দুর্গাকে ডাকিতেছে. ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। নিজের যোগ্য স্ত্রীলাভ কয়জনের অদৃষ্টে ঘটে? হরসুন্দর বাবুরও ঘটে নাই। অনেক সময়েই দেখা যায়, অত্যন্ত নিরীহ ব্যক্তির স্ত্রী উগ্রচণ্ডাস্বরূপিণী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতের ব্রাহ্মণী বর্ণজ্ঞানহীনা, কোপনস্বভাব দুশ্চরিত্রের জীবন-সঙ্গিনী পাতিব্রত্যগুণে সমাজের আদর্শস্থানীয়া। যোগ্যের সহিত যোগ্যার যোজনা উপন্যাসের বাহিরে প্রায়ই হয় না—বিশ্বসৃষ্টির অনাসৃষ্টিত্ব বিশেষ করিয়া এইখানেই।

বিবাহের সময় পঙ্কজিনী যেরূপ গোঁড়া হিন্দু ছিল, ভিতরে ভিতরে এখনও সে তাহাই আছে। হিন্দুকন্যার পক্ষে একটু অধিক বয়সেই তাহার বিবাহ হইয়াছিল। প্রথম কয়েক বৎসর স্বামীর অনাচার ও অহিন্দুয়ানী দেখিয়া সে যে বিশেষ চিন্তিত হইয়াছিল, এমন নহে—সে ভাবিত, আজকালিকার লেখা-পড়া-জানা অধিকাংশ যুবকই ত [illegible]। পরে যখন হরসুন্দর বাবু ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তখন তাহার

পিত্রালয়ে ইহা লইয়া খুবই একটা গোলযোগ উঠিয়াছিল। এমন কি, তাহার পিতা, জামাতার নিকট কন্যা পাঠাইবেন না বলিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া পঙ্কজিনী কাঁদাকাটা আরম্ভ করে এবং পিত্রালয়ে ফিরিবার পথ চিরদিনের জন্য বন্ধ হইল জানিয়াও, স্বামীর নিকট চলিয়া আসে। এখন পঙ্কজিনীর মনে দৃঢ় বিশ্বাস, যদি মা কালী মা দুর্গা তাহার স্বামীকে বাঁচাইয়া রাখেন, তবে চুল পাকিবার, দাঁত নড়িবার সময় সময় তিনি অবশ্যই গোবর খাইয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পৈতৃক-ধর্ম্মের ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিবেন। এমন ত কত লোক আসিয়াছে। তাহাদেরই গ্রামের কুমুদিনীর পিতা এরূপ করিয়াছিলেন এবং ছেলেবেলা মাতার সহিত সেই প্রায়শ্চিত্ত উপলক্ষে নিমন্ত্রণ খাইতে যাওয়ার কথা আজিও পঙ্কজিনীর স্পষ্ট মনে আছে।

পার্শ্বের একটি কক্ষ হইতে ঘড়িতে আট্‌টা বাজিবার শব্দ আসিল। হরসুন্দর এইবার পাশ ফিরিয়া জাগিয়া উঠিলেন। ক্ষীণ স্বরে বলিলেন—"পঙ্কজ, ও ক'টা বাজল?"—এই কথাকয়টি বলিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি কাসিতে আরম্ভ করিলেন।

পঙ্কজিনী তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহার বুকে হাত বুলাইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে কাসি থামিলে বলিল—"আট্‌টা বেজেছে। তোমার ওষুধ খাবার সময় হয়েছে। ওষুধ এনে দিই।"

ঔষধ পান করিবার পর হরসুন্দর বাবু একটু সুস্থ হইলেন। একটি আধটি করিয়া কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। খোকার কথা, ঘরসংসারের কথা, নিজের রোগের কথা কহিতে কহিতে বলিলেন—"পঙ্কজ, একটা কথা আজ ক'দিন থেকে তোমাকে জিজ্ঞাসা করব ভাবছি—"

পঙ্কজিনী বলিল—"কি কথা?"

হরসুন্দর বলিলেন—"দেখ, আমরা ত দুজনেই এ ক' বছর ব্রাহ্মধর্ম্মে প্রবেশ করেছি। আমি, এই ধর্ম্ম মানবজাতির একমাত্র সত্যধর্ম্ম ব'লে দৃঢ় বিশ্বাস করি। কিন্তু পঙ্কজ, তোমার বিশ্বাসটিও কি সেই রকম দৃঢ় হয়েছে?"

পঙ্কজিনী বিনা দ্বিধায় বলিল—"হয়েছে বৈ কি।" সে জানিত, অন্যরূপ উত্তর করিলে স্বামী মনে ক্লেশ পাইবেন। আজ বলিয়া নয়, অনেক দিন হইতেই সে এই প্রকার কপটতা অবলম্বন করিয়া আসিতেছে। প্রথম দুই এক বৎসর সে সত্য কথা বলিত, স্বামীর সহিত যথাবুদ্ধি তর্কবিতর্কও করিত; কিন্তু দেখিল, তাহাতে স্বামীকে আঘাত করা ছাড়া আর কোনও ফল হয় না। তাহার বিশ্বাস, মিথ্যা বলাও পাপ, স্বামীর মনে ক্লেশ দেওয়াও পাপ; কিন্তু স্বামীর মনে ক্লেশ দেওয়ার পাপ, মিথ্যা বলার পাপের চেয়ে শতগুণ গুরুতর।

হরসুন্দর বলিলেন—"আচ্ছা, সে ত গেল ধর্ম্মসম্বন্ধে। সমাজনীতি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি, স্ত্রীলোকদের লেখাপড়া না শিখিয়ে ঘরে বন্ধ ক'রে রাখার চেয়ে ওদের রীতিমত শিক্ষা দেওয়া আর স্বাধীনতা দেওয়া, সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর, তা তুমি বিশ্বাস কর ত?"

পঙ্কজিনী মুখস্থ পড়ার মত বলিল—"তা আর নয়? পুরুষ, স্ত্রী উভয়ে মিলে ত সমাজ। পুরুষ লেখাপড়া শিখবে, স্ত্রীলোক মূর্খ হয়ে থাকবে—এমন হ'লে সমাজের আধখানাই যে অন্ধকারে ঢাকা রইল। স্ত্রীলোককে ঘরে বন্ধ ক'রে রাখা সেই বর্ব্বরযুগের প্রথা মাত্র—তাতে কখনই মঙ্গল হ'তে পারে না।"

হরসুন্দর বাবু কিয়ৎক্ষণ নীরব হইয়া রহিলেন। রামটহল এই সময় পর্দ্দার বাহিরে দাঁড়াইয়া অনুচ্চ স্বরে বলিল—"মেম সাহেব, বাবুর জন্য বার্লি তৈয়ারি হইয়াছে, আনিব কি?"

পঙ্কজিনী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল—"বার্লিটুকু এখন খাবে কি?"

হরসুন্দর বলিলেন—"থাক্। ন'টা বাজুক।"

তদনুরূপ আদেশ পাইয়া রামটহল চলিয়া গেল। হরসুন্দর বাবু স্ত্রীর হাতখানি নিজ হস্তযুগলের মধ্যে লইয়া বলিলেন—"পঙ্কজ—আর—বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে তোমার মত কি?"

এবার ছলনা করিয়া মিথ্যা উত্তর দেওয়া পঙ্কজিনীর পক্ষে একটু কঠিন হইল। এ সম্বন্ধেও পঙ্কজিনী পুরাতন প্রচলিত হিন্দুমতই পোষণ করিত—কিন্তু অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এটার উল্টা উত্তর দিতে তাহার প্রাণে বাজে। স্বামী এতাবৎকাল বিধবা-বিবাহের ঔচিত্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উচ্চকণ্ঠে অনেক বক্তৃতা করিয়াছেন—তাই পঙ্কজিনী একটু বিপন্ন হইয়া পড়িল।

হরসুন্দর বাবু পঙ্কজিনীর হাতখানির উপর স্নেহের সহিত, বড় ভালবাসিয়া, হাত বুলাইতে বুলাইতে প্রশ্নটির পুনরুক্তি করিলেন। পঙ্কজিনী তখন দুই দিক বজায় রাখিবার চেষ্টায়, থামিয়া থামিয়া বলিল—"হ্যাঁ—তা মন্দ কি? —কারু কারু পক্ষে—দরকার হ'তে পারে।"

হরসুন্দর বাবু বলিলেন,—"সেই কথাই ঠিক পঙ্কজ, সেই কথাই ঠিক। এক সময়ে আমি মনে করতাম, ত্রিশ বৎসরের নীচে যে-কোনও স্ত্রীলোক বিধবা হ'লে, তার পক্ষে বিবাহ করাই কর্ত্তব্য—নইলে সামাজিক নীতির হানি হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু কিছু দিন থেকে আমার সে মতের পরিবর্ত্তন হয়েছে। এখন আমার মনে হয়, যে স্ত্রীলোকের সন্তানাদি হয়েছে, স্বামী মারা গেলেও যার অন্নবস্ত্রের অভাব হবে না—এমন স্ত্রীলোকের পক্ষে বিধবাবিবাহ করা, বোধ হয়, সঙ্গত নয়। তোমার কি বিশ্বাস পঙ্কজ?"

এ প্রশ্ন শুনিয়া পঙ্কজিনীর বুকের ভিতরটা হঠাৎ যেন কি রকম হইল। তাহার মাথা যেন ঘুরিয়া উঠিল। দুই চক্ষু দিয়া অশ্রুজল যেন ঠেলিয়া বাহির হইতে চাহিল। সে কথা কহিতে পারিল না।

একটু অপেক্ষা করিয়া হরসুন্দর বাবু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কি বিশ্বাস পঙ্কজ?"

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে পঙ্কজিনী বলিল- "আমার কি বিশ্বাস, শুনবে?"

"বল।"

"আমার বিশ্বাস, যে স্ত্রীলোক তার স্বামীকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছে, তার বয়স পঞ্চাশই হোক্ আর পনেরোই হোক, সে দশ ছেলের মা-ই হোক্ আর নিঃসন্তানই হোক্, রাজরাণীই হোক্ আর পথের ভিখারিণীই হোক্ - তার যদি কপাল পোড়ে—যদি সে বিধবা হয়—তা হ'লে আবার বিবাহ করা তার পক্ষে মহাপাপ, মহাপাপ।"

পঙ্কজিনী চুপ করিল। তাহার নিশ্বাস ঘন ঘন পড়িতেছিল। ঘরে যথেষ্ট আলো ছিল না, থাকিলে দেখিতে পাইত, তাহার রোগক্লিষ্ট স্বামীর মুখে একটা প্রসন্নতার জ্যোতিঃ ফুটিয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হরসুন্দর বাবুর পীড়া ক্রমশই বাড়িয়া উঠিল, উপশমের কোন লক্ষণই দেখা যাইতেছে না। মাঝে মাঝে দুই এক দিন করিয়া কলেজ কামাই হইতে লাগিল। একদিন একটু রক্ত দেখা দিল। বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে সে দিন ১৬ ভিজিট দিয়া মেডিক্যাল কলেজ হইতে একজন বিখ্যাত সাহেব-ডাক্তারকে আনিয়া দেখান হইল। তাঁহার ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ সেবন করিয়া হরসুন্দর বাবু একটু ভাল আছেন, আজ পাঁচ দিন পরে কলেজে গিয়াছেন।

দ্বিপ্রহরের পর পঙ্কজিনীর একজন সখী শরৎশশী আসিয়া দর্শন দিল। শরৎ, পঙ্কজিনীর সমবয়স্কা, ব্রাহ্মণকন্যা, তাহার স্বামী হাইকোর্টের একজন এটর্ণি। শরৎশশী হিন্দুঘরের বধূ হইলেও বেশ লেখাপড়া জানে—বরং পঙ্কজিনীর অপেক্ষা বেশিই জানে। স্বামীর কাছে একটু ইংরাজিও পড়িয়াছে। শরৎশশীর একটি ছেলে হইয়াছিল, সেটি পাঁচবৎসরের হইয়া মারা যায়। পঙ্কজিনীর ছেলেটি নাকি অনেকটা তাহারই মত দেখিতে। তাই শরৎ মাঝে মাঝে এখানে আসিয়া, খোকাকে বুকে চাপিয়া ধরে। খোকাও মাসীমা বলিতে অজ্ঞান।

আজ আসিয়া সকল কথা শুনিয়া শরৎশশী বলিল—"দেখ ভাই, তোমরা যে ব্রাহ্ম কিনা, তাই হয়েছে মুস্কিল কি না! নৈলে এ রোগ ত এতদিন কোন্ কালে আরাম হয়ে যেত।"

পঙ্কজিনী আগ্রহের সহিত বলিল—"কেমন ক'রে ভাই?"

শরৎ বলিতে লাগিল—"আমার বাপের বাড়ীর গ্রামে বাবা ষণ্ডেশ্বর ব'লে খুব জাগ্রত এক ঠাকুর আছেন। তাঁর যিনি পুরুত, হরিমোহন ঠাকুর, তিনি তেল প'ড়ে দেন। আর কিছু না, পোয়াটেক খাঁটি সর্ষের তেল সেখানে নিয়ে যেতে হয়। পুরুতঠাকুর তার উপর কি মন্তর-তন্তর ব'লে, তেলের ভাঁড়টি সমস্ত রাত বাবা ষণ্ডেশ্বরের পায়ের কাছে রেখে দেন। পরদিন, বাবার প্রসাদী একটি বিল্বপত্র আর সেই তেল নিয়ে আসতে হয়। বিল্বপত্রটি মাথায় ছুঁইয়ে, ভক্তি ক'রে সেই তেল বুকে মালিস করতে হয়। বল্লাম কি না, একেবারে ধন্বন্তরি—যে ব্যবহার করেছে, সেই ভাল হয়ে গেছে।"

পঙ্কজিনী বলিল—"তা ভাই, আমরা ব্রাহ্ম ব'লে কি সে তেলে উপকার হবে না?"

"কেন হবে না—খুব হবে।"—এই সময় খোকা কোথা হইতে আসিয়া শরৎশশীর কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। মাসীর মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া, মা'র দিকে ফিরিয়া বলিল—"খুব হবে—খুব হবে।"

শরৎশশী বালককে আদর করিতে করিতে বলিল

"দেখ, শিশুর মুখ দিয়ে ঠাকুর কি বলছেন শোন।"
পঙ্কজিনীর গা যেন শিহরিয়া উঠিল।

শরৎশশী বলিল—"কত মুসলমান পর্য্যন্ত নিয়ে ছে, তাদের ভাল হচ্ছে—আর তোমাদের হবে না? চুরদের কাছে কি আর হিন্দু মুসলমান ব্রাহ্ম খৃষ্টান ছে ভাই? তাঁদের কাছে সব সমান।"

খোকা হাত নাড়িয়া বীর-রসাত্মক স্বরে বলিল—ব্ থোমান।"

পঙ্কজিনী নিজের স্বামীর চরিত্র বেশ জানিত। বা ষণ্ডেশ্বরের তৈল শুনিলে ব্যবহার করা র থাকুক, তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা নর্দ্দামায় ফেলিয়া দিবেন, ইহা নিশ্চয়। সুতরাং পঙ্কজিনী স্থির রিল, তিনি নিদ্রা গেলে গোপনে বিল্বপত্রটি মাথায় য়াইয়া বুকে তেল মালিস করিয়া দিবে। সখীকে লল—"আচ্ছা ভাই, সে তেল তুমি আমায় আনিয়ে ও। আমি চুপি চুপি তাঁর বুকে মালিস ক'রে দেব -তিনি জান্‌তে পারবেন না। কবে নাগাদ্ আস্‌তে রে?"

শরৎশশী কোলের উপর খোকাকে ঘুম পাড়াইতে াড়াইতে বলিল—"আমি আজই দেশে চিঠি লিখে দব এখন। কিন্তু দেখি দাঁড়াও। চিঠি লিখে দলে হয় ত তেল পাঠাতে তারা দেরী করবে; তার চয়ে বরং একটা চাকরকে পাঠিয়ে দেব।"

"সেই হলেই ভাল হয়। তা হ'লে কা'লই যাতে পাঠান হয়, তাই কর ভাই। কখন্ গাড়ী আছে?"

"ভোরের গাড়ীতে পাঠাব। পশু সেখান থেকে তেল নিয়ে বেলা বারোটার সময় বেরুলে, বিকেলে এখানে এসে পৌছবে।"

পঙ্কজিনী মিনতির স্বরে বলিল—"তবে তাই দাও ভাই। তার যাবার আসবার গাড়ীভাড়া কত লাগবে? টাকা নিয়ে যাও।"

শরৎ বলিল—"সে বেশী কিছু নয়। তার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছ কেন? আমি কা'ল সকালেই লোক পাঠাব এখন। কিন্তু আর একটি কথা আছে ভাই।"

"কি?"

"ভাল হয়ে গেলে, বাবা ষণ্ডেশ্বরকে পূজো দিতে যেতে হয়। যে যেমন মানৎ করে। সে বৎসর আমার দেওরের যখন এই ব্যারাম বেড়েছিল, আমিও মানৎ ক'রে তেলপড়া এনেছিলাম। তার পর, সে ভাল হয়ে গেলে, বাবার কাছে আমি ষোল আনার পূজো দিলাম, আর মাথায় এক সরা, দু হাতে দু সরা ধুনো পোড়ালাম।"

পঙ্কজিনী উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল—"আমিও তাই করব। বাবা ওঁকে ভাল ক'রে দিন, আমিও গিয়ে বাবাকে ষোল আনার পূজো দেব, মাথায় এক সরা, দু-হাতে দু সরা ধুনো পোড়াব।"

শরৎ বলিল—"কিন্তু বাবু তোমাকে কি যেতে দেবেন ভাই?"

"জান্‌তে পারলে কি আর যেতে দেবেন? কোনও একটা ছল ক'রে যেতে হবে আর কি। সে যেমন ক'রে হোক্ তখন করা যাবে। এখন উপস্থিত বিপদ থেকে ত রক্ষা পাই!"

খোকা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। শরৎশশী সন্তর্পণে তাহার মুখে একটি চুমো খাইয়া, পঙ্কজিনীর কোলে তাহাকে দিয়া, গৃহে গমন করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অন্য দিন কলেজ হইতে হরসুন্দর বাবু পদব্রজেই বাড়ী আসিয়া থাকেন, কিন্তু আজ গাড়ীভাড়া করিয়া আসিলেন। ডাক্তার সাহেবের ঔষধে যেটুকু বা সুফল ফলিয়াছিল, আজ তিন ঘণ্টাকাল কলেজে চীৎকার করিয়া তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। গাড়ী হইতে নামিয়া, কষ্টে উপরে আসিয়া, তিনি শয্যাগ্রহণ করিলেন। তাঁহার চোখ-মুখের অবস্থা দেখিয়া পঙ্কজিনী অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল, ডাক্তার সাহেবের সেই ঔষধ সেবন করাইতে লাগিল। বেলা পাঁচটা বাজিতে হরসুন্দর বাবু প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। সন্ধ্যার পর জ্বর-ঘোরে তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন।

ভৃত্য রামটহল আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "হুজুর, ডাক্তারকে খবর দিব কি?"

পঙ্কজিনী বলিল—"না, এখন ডাক্তারের কোনও প্রয়োজন নাই।" মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিল —"হে বাবা ষণ্ডেশ্বর, আমি তোমারই পায়ে আশ্রয় নিয়েছি। তুমি যদি মুখ তুলে না চাও, তা হ'লে আমার কি উপায় হবে বাবা? আমি আর কোনও ডাক্তার ডাকব না। তুমিই আমার ডাক্তার। যাতে হাতের নোয়া বজায় থাকে, তাই তুমি কর—দোহাই বাবা, সাত দোহাই তোমার।"—একটি টাকা

বাহির করিয়া অচেতন স্বামীর কপালে ছোঁয়াইয়া, বাবা ষণ্ডেশ্বরের পূজার জন্য পঙ্কজিনী সেটি নিজ সিন্দূর-কৌটায় তুলিয়া রাখিল।

রাত্রি ত কোনও ক্রমে কাটিয়া গেল। সংবাদ পাইয়া পরদিন প্রাতে হরসুন্দর বাবুর ধর্ম্মবন্ধুগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অবস্থা দেখিয়া এক জন ছুটিয়া সাহেব ডাক্তারকে আনিতে গেলেন। সাহেব আসিয়া নূতন ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন।

বিদায় গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে ইঁহারা যখন ঔষধ-সেবন ও শুশ্রূষাদি সম্বন্ধে পঙ্কজিনীকে উপদেশ দিতেছিলেন, সে তখন মাথা হেঁট করিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল —"দেখুন, ওষুধপত্র অনেক রকমই হ'ল, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপা না হ'লে এ রোগ ভাল হবে কি?"

ইঁহাদের মধ্যে যিনি প্রাচীন ছিলেন, তিনি বলিলেন —"হ্যাঁ মা, তুমি ঠিক বলেছ। ঈশ্বরের কৃপাই আসল জিনিষ। তাঁর কৃপা হ'লে বিনা ওষুধেও ভাল হ'তে পারে, কৃপা না হ'লে স্বয়ং ধন্বন্তরিও কিছু করতে পারবেন না।"

পঙ্কজিনী চক্ষু মুছিয়া বলিল—"তাই বলছিলাম —এখন কিছু দিন বরং ওষুধ বন্ধ রেখে—"

বৃদ্ধ বলিলেন—"আচ্ছা মা, সে খুব ভাল কথা। তোমার মনের ভাব আমি বুঝতে পেরেছি। আজ সন্ধ্যেবেলা আমরা সকলে এসে, এখানে ব'সে ঈশ্বরের উপাসনা এবং তাঁর কৃপাভিক্ষা করব। এটি পূর্ব্বেই আমাদের করা উচিত ছিল। কিন্তু পাপী আমরা —সে কথা আমাদের মনেই হয়নি। আজ তোমার কাছে শিক্ষা পেলাম মা। কিন্তু ওষুধ বন্ধ করবার প্রয়োজন নেই। ওষুধও তাঁরই দান। তাঁর চরণামৃত মনে ক'রে রীতিমত তোমার স্বামীকে সেবন করাও। সন্ধ্যার সময় আমরা আসব।"

সন্ধ্যার পর ইঁহারা সকলে সমবেত হইয়া দেখিলেন, অবস্থা পূর্ব্ববৎ আছে—তবে জ্বরটা একটু কম। এক জন ডাক্তার ছিলেন, তিনি উত্তমরূপে রোগীকে পরীক্ষা করিয়া পঙ্কজিনীর অশ্রাব্য স্বরে গোপনে মত প্রকাশ করিলেন—আজিকার রাত্রি কাটে কি না সন্দেহ।

তাহার পর সকল ব্রাহ্ম মিলিয়া রোগীর শয্যার নিম্নে মেঝের উপর বসিয়া একঘণ্টা কাল একান্ত-মনে উপাসনা করিতে লাগিলেন। অদূরে পৃথগাসনে নিদ্রিত খোকাকে কোলে লইয়া বসিয়া, পঙ্কজিনীও ইঁহাদের সহিত সমবেত উপাসনার ভাণ করিতেছিল। সে কিন্তু মনে মনে বলিতেছিল—"বাবা ষণ্ডেশ্বর কা'ল যতক্ষণ তোমার তেলপড়াটি এসে না পৌঁছয় ততক্ষণ আমার স্বামীকে বাঁচিয়ে রাখ বাবা! তোমা[র] তেলপড়া এসে পৌঁছলে আর আমি ভয় করিনে। দুঃখিনীর পা'নে মুখ তুলে চাও—দোহাই বাবা—দো[হাই] দোহাই তোমার।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নিরাকার পরব্রহ্মের অনুকম্পাতেই হউক, অথ[বা] বাবা ষণ্ডেশ্বরের তেলপড়ার গুণেই হউক,—ডাক্তা[রি] ঔষধের প্রভাবেই হউক, অথবা রোগভোগের কা[ল] পূর্ণ হইয়াছিল বলিয়াই হউক, হরসুন্দর বাবু দিন দি[ন] আরোগ্য লাভ করিতে লাগিলেন। পঙ্কজিনীর মু[খে] আবার হাসি ফুটিয়া উঠিল।

একমাস গেল, হরসুন্দর বাবু এখন সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছেন। তাঁহার চোখের কোণের কা[লি] দূর হইয়াছে, কণ্ঠের অস্থি ঢাকিয়া আসিতেছে, বিলক্ষ[ণ] ক্ষুধা অনুভব করেন, রাত্রিতে সুনিদ্রা হয়। বা[বা] ষণ্ডেশ্বরের প্রসাদী সেই শুষ্ক বিল্বপত্রটি নিজের ব্রহ্ম সঙ্গীত বহিখানির ভিতর চাপিয়া, পঙ্কজিনী বাক্সে লুকাইয়া রাখিয়াছে। এখন মাঝে মাঝে সেই বিল্বপত্রটি বাহির করিয়া, সুযোগমত নিদ্রিত স্বামীর মস্তকে স্পর্শ করায়।

শরৎশশী মাঝে মাঝে আসিয়া তাগাদা করে—"অনেক দিন হয়ে গেল, মানৎ রক্ষা না করাটা আর ত ভাল হচ্ছে না ভাই। শেষে কি বাবার কোপে প'ড়ে যাবে?"

কি অছিলা করিয়া পূজা দিতে যাওয়া যাইতে পারে, দুই সখীতে মিলিয়া প্রায়ই তাহার পরামর্শ হয় —কিন্তু কোনও মীমাংসা হয় না। শরৎশশীর পিত্রালয় সৃষ্টিপুর গ্রাম, পায়রাডাঙ্গা ষ্টেশন হইতে নামিয়া দুই ক্রোশ পথ। এই পথেই, সৃষ্টিপুরে পৌঁছি-বার অর্দ্ধক্রোশ বাকী থাকিতেই বাবা ষণ্ডেশ্বরের মন্দিরটি পাওয়া যায়। বিকালের গাড়ীতে রওয়ানা হইলে, রাত্রিটা সৃষ্টিপুরে থাকিয়া, পরদিন পূজা দিয়া অপরাহ্নকালে কলিকাতায় ফিরিয়া আসা যায়। কিন্তু এই চব্বিশ ঘণ্টার ছুটী—কি উপায়ে পাওয়া যাইতে

র, পঙ্কজিনী ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছে
।

একদিন পঙ্কজিনী কপাল ঠুকিয়া স্বামীকে বলিল "ওগো, দেখ—শরৎশশী একদিনের জন্যে আমাকে র বাপের বাড়ী নিয়ে যেতে চায়।"

হরসুন্দর বাবু কহিলেন—"কেন ?"

"এই বেড়িয়ে আসবার জন্যে—আর কেন ?"

"সেখানে খাবে কি ?"

"তারা যা খায়, তাই খাব ডাল, ভাত, কারী।"

"তারা যে হিঁদু। পল্লীগ্রামে প্রত্যেক ব্রাহ্মণের ড়ীতে শালগ্রামশিলা থাকে। তারা যা রাঁধে বাড়ে, স্তুই সেই শালগ্রামকে ভোগ দিয়ে তবে খায়। মি ত সে প্রসাদ খেতে পারবে না। তবে খাবে কি ?"

পঙ্কজিনী মনে মনে হাসিল। বলিল—"ঠাকুরের সাদ খাওয়ায় তোমার আপত্তি যদি, আমি না হয় নজেই চারটি বেঁধে খাব।"

হরসুন্দর বাবু কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরভাবে বসিয়া হিলেন। শেষে বলিলেন—"দেখ পঙ্কজ, আসল থা তোমায় খুলে বলি। যারা মিথ্যা পৌত্তলিক র্মে বিশ্বাস করে, তাদের সঙ্গে তুমি বেশী মেলামেশা র, এটা আমি পচ্ছন্দ করিনে। সেখানে তোমার াওয়া হবে না।"

ফাল্গুন মাস পড়িল। আজিও পূজা দিতে যাইবার কানও কিনারা হইল না। এক দিন শরৎশশী াসিলে পঙ্কজিনী বলিল—"আমার ত ভাই এই ুস্কিল. তুমি যদি গিয়ে আমার হয়ে পূজোটি দিয়ে এস, তা হ'লে হয় না ?"

শরৎ বলিল—"তোমার মানৎ সে ত নয়। তুমি মানৎ করেছিলে, নিজে গিয়ে বাবার পূজা দেবে, সরা পোড়াবে—এখন এ কথা বল্লে চলবে কেন ?—ছি ছি—ও কথা মনেও কোরো না। শেষকালে কি বাবার কোপে প'ড়ে যাবে ?"

দিন-দুই পরে এক দিন হরসুন্দর বাবু কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, তাঁহার শরীর আবার খারাপ হইয়াছে। খুক্ খুক্ করিয়া একটু একটু কাসিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া পঙ্কজিনীর মাথা ঘুরিয়া গেল। সমস্ত রাত্রি ভাল করিয়া তাহার নিদ্রা হইল না। সে কেবল মনে মনে প্রার্থনা করিতে লাগিল—"আমার বড় অপরাধ হয়ে গেছে, আমায় মাফ কর বাবা! একমাসের মধ্যে যেমন ক'রে হোক্ গিয়ে তোমার পূজোটি দিয়ে আসব, তাতে আমার অদৃষ্টে যাই থাকুক। আমার উপর কোপ কোরো না বাবা—আমার স্বামীকে ভাল রাখ।"

এবার হরসুন্দর বাবু অতি অল্পেই সারিয়া উঠিলেন এবং দুই সপ্তাহ পরে পঙ্কজিনীর প্রার্থিত সুযোগটিও উপস্থিত হইল। হরসুন্দর বাবু এক দিন কলেজ হইতে ফিরিয়া বলিলেন—"গুড্ ফ্রাইডে উপলক্ষে চারদিন ছুটী হচ্ছে—এ চারদিন আমি বাড়ীতে থাক্‌ব না।"

পঙ্কজিনী বলিল—"কেন ? কোথা যাবে ?"

"আমরা ক'জন বন্ধু মিলে কয়েকটি গ্রামে ব্রহ্ম-সংকীর্ত্তন ক'রে আসব।"

"কোন্ কোন্ গ্রামে যাবে ?"

"হালিসহরে আমাদের আড্ডা হবে। যাঁরা যাঁরা যাবেন, তাঁদের মধ্যে কয়েক জনের ঐ অঞ্চলেই বাড়ী। কয়েকটি গ্রামে এক এক দিন সঙ্কীর্ত্তন করব।"

পঙ্কজিনী আপত্তি করিতে লাগিল। বলিল—"একে এই কাহিল শরীর—কষ্টে অনিয়মে আবার অসুখ করতে কতক্ষণ ?"

হরসুন্দর গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"যদি ঈশ্বরের কার্য্যে শরীরপাত হয়, তবে তার চেয়ে সৌভাগ্য আর কি আছে ? কোন ভয় কোরো না পঙ্কজ, ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করবেন।"

ছুটীর প্রথম দিন প্রাতে হরসুন্দর বাবু যাত্রা করিলেন। গত রাত্রে তিনি যখন নিদ্রায় অচেতন, সেই সময়েই পঙ্কজিনী বাবা যণ্ডেশ্বরের সেই প্রসাদী বিল্বপত্রটি বাহির করিয়া তাঁহার মাথায় বুকে বুলাইয়া দিয়াছিল।

———

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শুক্র, শনি, রবি, সোম, চারিদিন ছুটী, সোমবার বিকালে হরসুন্দর বাবু গৃহে ফিরিবেন। শরৎশশী পিত্রালয়ে চিঠি লিখিয়া বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল। শনিবার অপরাহ্নের গাড়ীতে ইহারা যাত্রা করিল—সঙ্গে গেল শরৎশশীর দেবর উমাপদ।

শরৎশশীর মাতা প্রভৃতি মহা সমাদরে পঙ্কজিনীর

অভ্যর্থনা করিলেন। বাড়ীর গোরুর গাড়ী আছে, সেই গাড়ীতে উঠিয়া ষণ্ডেশ্বরতলায় যাইয়া পূজা দিয়া সেখান হইতে পায়রাডাঙ্গা ষ্টেশনে যাত্রা করিবার পরামর্শ হইল। শরৎশশীর মাতা ইহাতে প্রথমে আপত্তি করিয়াছিলেন—বলিয়াছিলেন, "বাছারা আসিল, এক দিন ভাল করিয়া খাওয়াইতে পাইলাম না —ইত্যাদি।" কিন্তু শরৎশশী মাকে বুঝাইল, পঙ্কজের সংসারে সে একা, বাড়ীতে আর কেহ নাই, আজ অপরাহ্নে উহার বাড়ী না ফিরিলেই নয়। পূজা দিয়া, আবার আহারাদির জন্য ফিরিয়া আসিলে বারোটার গাড়ী আর ধরা যাইবে না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে অন্য গাড়ী নাই ইত্যাদি।

প্রাতে উঠিয়া স্নান করিয়া, শরৎশশীর একখানি তসরের শাড়ী পরিয়া, পঙ্কজিনী প্রস্তুত হইল। ট্রেণে জলযোগ করিবার জন্য লুচি প্রভৃতি বাঁধিয়া শরৎশশীর মাতা কন্যার হস্তে দিলেন। উমাপদ আহারাদি করিয়া পদব্রজেই যথাসময়ে ষ্টেশনে যাইবে।

পূজা সমাপনান্তে শরৎশশীদের গাড়ী যখন পায়রা-ডাঙ্গা পৌছিল, তখন বেলা সাড়ে এগারটা। তখনও উমাপদ আসিয়া পৌছে নাই।

বারোটা বাজিল, গাড়ী রাণাঘাট ছাড়িল, টিকি-টের ঘণ্টা পড়িল। পথ যত দূর দেখা যায়—তাহার মধ্যে উমাপদ নাই।

পঙ্কজিনী বলিল—"এখন কি উপায় হয়? এ গাড়ী না পেলে সেই সন্ধ্যের আগে ত আর গাড়ী নেই!"

শরৎ বলিল—"তার জন্যে আর ভয় কি? ঠাকুর-পো না এসে পৌছয়—আমাদের রিটার্ণ টিকিট ত রয়েইছে, গাড়োয়ান গিয়ে আমাদের মেয়ে-কামরায় চড়িয়ে দেবে এখন, আমরা শেয়ালদয়ে নামব। সেখানে বাড়ী থেকে গাড়ী ত আসবেই।"

অবশেষে তাহাই হইল। উমাপদ আসিয়া পৌছিল না। গোরুর গাড়ীর গাড়োয়ান অতুল গিয়া ইঁহাদিগকে মেয়ে-কামরায় উঠাইয়া দিল।

সঙ্গে বোতলে ভরা দুধ ছিল, খোকাকে তাহা পান করান হইল, লুচি প্রভৃতি বাহির করিয়া উভয়ে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিল। ঘটিতে জল ছিল, মুখ-হাত ধুইয়া ডিবা হইতে পাণ বাহির করিয়া খাইতে খাইতে গাড়ীর অপরাপর রমণীদের সহিত বাক্যালাপ আরম্ভ করিল।

ট্রেণ যখন কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশনে প্রবেশ করিয়ো তখন দেখা গেল, প্ল্যাটফর্ম্মের এক স্থানে প্রায় পনের জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছেন—তাঁহাদে সঙ্গে খোল, করতাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র রহিয়াছে, কয়ে জনের হস্তে ধ্বজা ও পতাকা। পঙ্কজিনী ও শরৎশ উভয়েই জানালার কাছে বসিয়া ছিল—মা'র কো থাকিয়া খোকাও অপার ঔৎসুক্যের সহিত বাহি দৃশ্য দেখিতেছিল।

গাড়ী আরও নি[illegible] আসিলে পঙ্কজিনী ও শ উভয়েই চিনিল, হরসুন্দর বাবু সেই দলে দাঁড়া আছেন। দেখিবামাত্র তাহারা যুগপৎ মুখ ফিরা লইল—কিন্তু খোকা সেই দিকে তাহার ক্ষুদ্র হ বাড়াইয়া দিয়া উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল "বাবা—আমাল্ বাবা।"

পঙ্কজিনী গায়ের রেশমী চাদরখানা তাড়াতাড়ি খোকার মাথায় ঢাকা দিয়া বলিল—"চুপ্, চুপ্।" খোকা বিপুল বিক্রমে হাত-পা ছুড়িতে ছুড়িতে বলিতে লাগিল—"আমি বাবাল্ কাছে যাব।"

শরৎ বলিল—"চুপ, দুষ্ট ছেলে—কে তোর বাবা? না, তোর বাবা নয়।" গাড়ী দাঁড়াইল।

ক্রন্দনের উপক্রম করিয়া খোকা বলিল—"হাঁ, আমাল্ বাবা। আমি বাবাল্ কাছে যাব।"

শরৎশশী জানালা দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিল, ধ্বজাপতাকাধারী দলটি এই দিকেই আসিতেছে। পঙ্কজিনীও তাহা দেখিল, দেখিয়া নিজের ও খোকার মস্তক উত্তমরূপে আবৃত করিয়া বেঞ্চের কোণটিতে জড়সড় হইয়া বসিল। শরৎশশী উঠিয়া ধাঁ ধাঁ করিয়া জানালার কবাটগুলা তুলিয়া দিল।

ধ্বজাপতাকাধারী বাবুগুলি ছুটাছুটি করিয়া এই গাড়ীখানির কাছে আসিয়া বলিলেন—"মেয়েদের গাড়ী, আগে চল।"—বলিয়া তাঁহারা ছুটিতে লাগিলেন। এক মিনিট পরে গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

কামরার অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ এই [illegible] অবাক্ হইয়া দেখিতেছিল। কেহ কিছু বুঝিতে না পারিয়া পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল।

পঙ্কজিনী মুখ খুলিল—খোকাও মুক্তি পাইল। তাহার মুখের ভাব এমন হইয়াছে, যেন সে এইমাত্র একটা চুরি কি ডাকাতি করিয়া আসিল।

নিকটে এক জন বৃদ্ধা বসিয়া হরিনামের মালা

ফিরাইতেছিল, সে [illegible] আমরা বলি—মত-বলিল—"তোমরা কারা বাছা?"

পঙ্কজিনী চক্ষু নত করিয়া রহিল। শরৎ বলিল—"কেন গা?"

"তাই জিজ্ঞাসা করছি। মানুষ কি মানুষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করে না?"

শরৎ গম্ভীরভাবে বলিল—"আমাদের পরিচয় দিতে একটু বাধা আছে।"

এই উত্তর শুনিয়া গাড়ীর স্ত্রীলোকগণের কৌতূহল আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। তাহারা পরস্পরের মধ্যে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি বলিতে লাগিল এবং ইহাদের পানে চাহিয়া অল্প অল্প হাসিতে লাগিল।

বৃদ্ধা কিন্তু নাছোড়বান্দা। জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, পরিচয়ই না হয় না দিলে। তোমরা কোথা যাচ্ছ বল দেখি?"

এই জেরায় বিরক্ত হইয়া শরৎশশী বলিল—"আমরা কাশী যাচ্ছি।"

"কাশী যাচ্ছ? সঙ্গে কে আছে?"

"নারায়ণ।"

বৃদ্ধা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—"তা হ'লে সঙ্গে কেউই নেই বল!"

শরৎশশী বলিল—"যা বোঝ।"

বৃদ্ধা দুই চারিবার মালা ফিরাইয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল—"ঐ যে ওখানে যে বাবুটিকে দেখে ছেলেটি বাবা বাবা ক'রে উঠল, সে বাবুটি কে?"

পঙ্কজিনী এতক্ষণে কথা কহিল—"অত খোঁজে তোমার কাষ কি গ'ছা?"

"তিনি এই খোকার বাবা কি?"

শরৎশশী [illegible] কি ঐ [illegible] মনে [illegible]

বৃদ্ধা [illegible]—তোমরা [illegible] কাণ্ড? তোমরা বাড়ী-ঘর ছেড়ে পালাচ্ছ বুঝি?"

শরৎশশী বলিল—"হ্যাঁ, পালাচ্ছি। তুমি পালাবে আমাদের সঙ্গে? কাশী বেশ যায়গা।"

এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিল—"কি! যত বড় মুখ, তত বড় কথা?—আমায় তোরা এমন কথা বলিস? কালামুখী শতেক-খোয়ারীরে—এ গাড়ীতে সব ভদ্রলোকের মেয়ে-ছেলেরা [illegible] ষ্টেশন মাষ্টারকে ডাকিয়ে তোদের [illegible]"

পঙ্কজিনী এই নূতন গোলযোগের [illegible] দেখিয়া আরও ভীত হইয়া পড়িল। বলিল—"বাছা, রাগ করছ কেন? ঠাট্টা ক'রে বলেছে বৈ ত নয়।"

বৃদ্ধা বসিয়া গজ্ গজ্ করিয়া আপন মনে বকিয়া যাইতে লাগিল।

পঙ্কজিনী শরতের কানে কানে বলিল—"এখন কি উপায় হয় ভাই? উনি ত ঐ পাশের গাড়ীতেই রয়েছেন।"

শরৎ বলিল—"উনি কলকাতা যাচ্ছেন কি কোথায় যাচ্ছেন, তার ঠিক কি? হয় ত পথে কোনও ষ্টেশনে নেমে যেতে পারেন। কোথাও হয় ত সঙ্কীর্ত্তন করতে যাচ্ছেন।"

পঙ্কজিনী বলিল—"তা হলেই বাঁচি। এখন ভরসা নারায়ণ।"

এই চুপি চুপি কথার কিয়দংশ বৃদ্ধার কর্ণে প্রবেশ করিয়াছিল; সুতরাং সে স্থির করিল, ইহারা বাড়ী হইতে পলাইয়া যাইতেছে—পাশের গাড়ীতে এই খোকার বাপ আছে। পাছে ধরা পড়িয়া যায়, সেই চিন্তায় ইহারা ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছে।

এই সময় ট্রেণ আসিয়া নৈহাটিতে দাঁড়াইল। ধ্বজাপতাকাধারী বাবুরা নামিয়া, মেয়ে-গাড়ীর নিকট দিয়া চলিয়া গেলেন।

ইহাদিগকে দেখিয়া, বৃদ্ধা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"ওগো বাবুরা—শোন শোন।"

বাবুরা কিন্তু শুনিতে পাইলেন না—চলিয়া গেলেন। বৃদ্ধা তখন তাড়াতাড়ি দ্বারের কাছে গিয়া এক জন কুলীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"গাড়ী এখানে কতক্ষণ থামে রে?"

কুলী বলিল—"দশ মিনিট।"

বৃদ্ধা দ্বার খুলিয়া নামিয়া পড়িল। ভীড়ের মধ্যে ধ্বজাপতাকা লক্ষ্য করিয়া সেই দিকে অগ্রসর হইল।

পঙ্কজিনী বলিল—"সর্ব্বনাশ করলে। ডাকতে গেছে বোধ হয়।"

শরৎ ঝুঁকিয়া বাহিরে তাকাইয়া বলিল—"নিশ্চয়।"

পঙ্কজিনী কাতরভাবে বলিল—"তা হ'লে কি হবে? এখনি ত এসে পড়বেন?"

শরৎ বলিল—"এস, শীগ্‌গির এস।" বলিয়া দ্বার খুলিয়া নিজে নামিল, পঙ্কজিনীকেও হাত ধরিয়া নামাইল। বৃদ্ধা যে দিকে গিয়াছিল, তাহার বিপরীত দিকে চারি পাঁচখানা গাড়ী ছাড়াইয়া একখানি খালি সেকেণ্ড ক্লাস দেখিতে পাইল। বলিল—"এস, এর মধ্যে উঠে লুকিয়ে থাকি। তা হ'লে আর আমাদের খুঁজে পাবে না—গাড়ী ছেড়ে দেবে।"

এ দিকে বৃদ্ধা ভীড়ের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া বাবুর দলকে বাহির করিয়া নিকটস্থ এক জনের গায়ে হাত দিয়া বলিল—"ওগো বাবা—তোমাদের এক জনের—কার তা জানিনে—বউটি কাশী পালাচ্ছে।"

এই কথা শুনিয়া সকলেই বৃদ্ধার মুখের দিকে চাহিলেন। এক জন সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি বলছ বাছা? বুঝতে পারছিনে।"

বৃদ্ধা বলিল—"ওগো—নাম ত জানিনে, তোমাদের মধ্যে একজনকার বউ, রঙটি শ্যামবর্ণ, এই গাড়ীতে পালিয়ে যাচ্ছে। কোলে একটি ছোট ছেলে আছে—সঙ্গে আর একটি স্ত্রীলোক আছে।"

এখন, এই দলের দুই তিন জনের গৃহে একটি ছোট ছেলে সুদ্ধ শ্যামবর্ণ বধূ ছিল। তাহাদের বাড়ীও এই অঞ্চলে। অপর সকলে ইহাদেরই মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

হরসুন্দর বাবু কাছে আসিয়া বুড়ীকে বলিলেন—"তুমি কি পাগল না কি?"

বৃদ্ধা চটিয়া বলিল—"পাগল বৈ কি! তোমাদের কথাতেই পাগল। গাড়ী যখন কাঁচড়াপাড়া ষ্টেশনে ঢুকছিল, তোমরা পেলাটফরমে দাঁড়িয়েছিলে, আমাদের মেয়ে-গাড়ীতে একটি তিন চার বছরের ছেলে তোমাদের একজন কাকে দেখে বাবা ব'লে চেঁচিয়ে উঠল। তার মা তাকে থামাতে পারে না। তার পর জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে জেনেছি, সেই ছেলের মা-টি আর সেই অন্য স্ত্রীলোকটি কাশী পালিয়ে যাচ্ছে। যদি ধরতে চাও ত আমার সঙ্গে এস। না ধরতে চাও, আমার বয়েই গেল। আমি চল্লাম—এখনি গাড়ী ছেড়ে দেবে।"—বলিয়া বৃদ্ধা থপ্‌ থপ্‌ করিয়া চলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাবুরা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। প্রত্যেকেরই মনে হইল, আমার স্ত্রী কখনই নয়, তাহা একেবারে অসম্ভব—দলের অন্য কাহারও স্ত্রী হইতে পারে, সুতরাং পরোপকারার্থ সকলেই উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন। সেই সব ধ্বজাপতাকা লইয়া সকলেই বৃদ্ধার পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হইলেন।

মেয়ে-কামরার নিকট পৌঁছিয়া বৃদ্ধা বলিল—"এই গাড়ী।"—দ্বার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তাহারা নাই। বাবুরা পৌঁছিয়া বলিলেন—"কৈ? কৈ?"

বুড়ী বলিল—"এই গাড়ীতেই ত ছিল। নেমে কোথায় পালিয়েছে।"

এক জন বাবু বলিলেন—"দেখ মহাশয়, আমি সেই কালেই ত বলেছি, মাগী উন্মাদ পাগল, মিছামিছি আমাদের ছুটোছুটি করালে।"

এক জন স্ত্রীলোক বলিল—"তারা নেমে, ঐ দিকে একখানা গাড়ীতে গিয়ে উঠেছে।"

বাবুটি বলিলেন—"তুমি দেখেছ?"

"স্বচক্ষে দেখেছি। ঐ—ঐখানাটায়।" বলিয়া অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া সেকেণ্ডক্লাস গাড়ীখানি দেখাইয়া দিল।

বাবুরা সকলে তখন সেই দিকে ছুটিলেন। গাড়ী ছাড়িবারও ঘণ্টা দিল।

অগ্রগামী বাবুটি ছুটিয়া সেকেণ্ডক্লাস গাড়ীর নিকট গেলেন। জানালা দিয়া মাথা গলাইয়া, হাতছানি দিয়া সকলকে ডাকিলেন—"এইখানে—এইখানে—আসুন—আসুন।" গার্ড সাহেব বাঁশী বাজাইয়া ড্রাইভারকে সবুজ ঝাণ্ডী দেখাইল।

অপর বাবুগণ ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া পৌঁছিলেন। ঠেলাঠেলি করিয়া সেই পনেরো জন কামরার মধ্যে উঠিয়া পড়িলেন। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

ভিতরে দাঁড়াইয়া বাবুরা দেখিলেন, বেঞ্চির একেবারে প্রান্তভাগে দুইটি স্ত্রীলোক সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া আছে। এক জনের কোলে ছেলে আছে—জুতা-মোজা সুদ্ধ ছেলেটির পা দুটি বাহির হইয়া রহিয়াছে।

পরস্পরকে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন—"কার স্ত্রী?" সকলে বিস্ময়ে স্ত্রীলোক দুইটির পানে চাহিয়া রহিলেন।

বদ্ধজানালা গাড়ীতে অত লোকের নিশ্বাসে অত্যন্ত গরম হইয়া উঠিল। একটি বাবু কয়েকটি জানালার সার্সি-খিলমিল নামাইয়া দিলেন।

অপর একটি বাবু উচ্চস্বরে বলিলেন—"হ্যাঁ গা, তোমরা কার স্ত্রী ?"

বলা বাহুল্য, কোনই উত্তর পাওয়া গেল না। একটু অপেক্ষা করিয়া দ্বিতীয় এক জন বলিলেন—"তোমরা কোথা থেকে আসছ, কোথা যাচ্ছ, আমাদের স্পষ্ট ক'রে বল। লজ্জার এ সময় নয়।"

তথাপি স্ত্রীলোক দুইটি জড়পুত্তলিকার মত বসিয়া রহিল।

তৃতীয় এক জন বাবু বলিলেন—"তোমাদের গতিক দেখে ভাল বোধ হচ্ছে না। আমরা শুনেছি, তোমরা পালিয়ে যাচ্ছ। এ ভয়ানক অন্যায় কথা। তোমাদের পরিচয় দাও, নইলে পরের ষ্টেশনে পুলিস ডেকে তোমাদের ধরিয়ে দিব।"

শরৎশশী এবার উস্‌খুস্‌ করিয়া নড়িয়া উঠিল। মুখ হইতে চাদর সরাইয়া সরোষে সে বলিয়া উঠিল —"কি! আপনারা আমাদের পুলিসে ধরিয়ে দেবেন ? পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামুক, দাঁড়ান, কে কাকে পুলিসে ধরিয়ে দেয়, তা দেখ্‌ছি। আপনারা স্ত্রীলোকের কামরায় উঠেছেন কোন্‌ সাহসে? স্ত্রীলোকের কামরায় পুরুষ উঠলে কি হয়, তা কি জানেন না ?"

এই কথা শুনিয়া বাবুরা একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। এক জন বলিলেন—"এটা কি মেয়েদের কামরা না কি ?"

যে বাবুটি দ্বারের নিকটে ছিলেন, তিনি মাথা বাহির করিয়া লেবেল পাঠ করিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ—লেডিজ্‌ লেখা রয়েছে বটে।"

শরৎশশী প্রথমটা আন্দাজি বলিয়াছিল, এবার সুযোগ পাইল। পূর্ব্ববৎ ক্রোধের ভাণ করিয়া বলিতে লাগিল—

"আপনারা অত্যন্ত দুর্ব্বৃত্ত অসচ্চরিত্র লোক। দুটি স্ত্রীলোক অসহায় অবস্থায় গাড়ীতে ব'সে আছে, আপনারা কি অভিপ্রায়ে হুড়মুড়িয়ে সে গাড়ীতে উঠে পড়লেন? আপনারা নিশ্চয়ই নেশা করেছেন।"—বলিয়া শরৎশশী সিংহিনীর ন্যায় বাবুগুলির পানে চাহিয়া রহিল।

এক জন বাবু বলিলেন—"অমন কথাটি বলবেন না। আমরা কেহই মদ খাই না। আমরা বলি—মদ্যমপেয়মদেয়মগ্রাহ্যম্‌।"

শরৎ অধিকতর তীব্রস্বরে বলিল—"মদ না খেয়ে থাকেন, তাড়ি খেয়েছেন। স্ত্রীলোকের গাড়ীতে উঠে গুণ্ডামি করবার চেষ্টা করলে কি ফল হয়, সে শিক্ষা আজ আপনাদের ভাল রকমই হবে। আপনাদের কারু কাছে বোধ হয় সেকেণ্ড ক্লাসের টিকিট নেই।"

সেকেণ্ড ক্লাসের ত নহেই—কোনও ক্লাসের টিকিট কাহারও কাছে ছিল না। ইঁহারা নৈহাটিতে সঙ্কীর্ত্তন করিবেন বলিয়া, কাঁচড়াপাড়া হইতে নৈহাটির ইণ্টারমিডিয়ট টিকিট কিনিয়াই সকলে আসিয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া অনেকেরই মুখে ভীতিলক্ষণ প্রকাশ পাইল। এক জন সাহস করিয়া বলিলেন—"আপনাদের কাছে কোন্‌ ক্লাসের টিকিট আছে দেখি ?"

শরৎ বলিল—"টিকিট দেখ্‌বেন ? দাঁড়ান—গাড়ী থামুক—পুলিস ডেকে আপনাদের ভাল করেই টিকিট দেখাব। আমার পাশে যিনি ব'সে রয়েছেন, ইনি কার স্ত্রী, আপনারা জানেন ? ইনি যাঁর স্ত্রী, তিনি মনে করলে, আপনাদের প্রত্যেককে একটি বছর ক'রে জেলে পাঠাতে পারেন। ঘুঘু দেখতে এসেছিলেন, এবার ফাঁদ দেখুন।"

বাবুরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—"উনি বোধ হয়, কোনও জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী।" এক জন বিনীত স্বরে বলিলেন—"আমরা ত কোনও অসদভিপ্রায়ে আসিনি।"

"কি অভিপ্রায়ে এসেছিলেন, আদালতে প্রমাণ করবেন।"

হরসুন্দর বাবু এতক্ষণ নীরবে দাঁড়াইয়া ছিলেন। ব্যাপার এ পর্য্যন্ত গড়াইলে, আর নীরব থাকা তিনি নিরাপদ বিবেচনা করিলেন না। বুঝিলেন, সেই পাগলা বুড়ীর কথা শুনিয়া বাস্তবিকই অত্যন্ত অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছেন। এখন ইহাদের খোসামোদ ভিন্ন আর উপায় নাই। সঙ্কীর্ত্তন করিতে আসিয়া পুলিস-হাজতে বন্ধ হওয়া মোটেই প্রীতিকর নয়। এই ভাবিয়া অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীলোকটিকে লক্ষ্য করিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন "আমাদের একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে—দয়া ক'রে আমাদের মাফ্‌ করুন পরের ষ্টেশনেই আমরা সকলে নেমে যাব। আপনার পায়ে পড়ি, আমাদের ক্ষমা করুন—ঈশ্বর জানেন—আমাদের কোনও মন্দ অভিপ্রায় ছিল না।"

কথা শেষ হইতে না হইতেই—চাদরঢাকা মাতৃ-ক্রোড়স্থ শিশু চীৎকার করিয়া উঠিল—"বাবা!"

হরসুন্দর বাবু বলিয়া উঠিলেন—"কে? খোকা?"

চাদরের ভিতর হইতে "বু—উ—উ" একটা শব্দ হইল—কে যেন খোকার মুখ চাপিয়া ধরিয়াছে। খোকা সজোরে জুতাসুদ্ধ পা দুটি ছুড়িতে লাগিল। মা ও ছেলেতে রীতিমত মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। মা'র গায়ের আবরণ খুলিয়া ছিঁড়িয়া ছেলে লাফাইয়া পড়িল। হরসুন্দর বাবু দেখিলেন—তাঁহার স্ত্রী—পরিধানে তসরের শাড়ী, কপালে রক্তচন্দনের ফোঁটা, গলায় সিন্দুর ও চন্দনলিপ্ত ফুলের মালা—আঁচল হইতে কতকগুলা চন্দনমাখা ফুল ও বিল্বপত্র গাড়ীর মেঝেতে ছিটাইয়া পড়িল।

হরসুন্দর বাবু স্তম্ভিত। খোকা আসিয়া তাঁহার জানু ধরিয়া দাঁড়াইল। অপর ভদ্রলোকগণ অবাক্ হইয়া এই দৃশ্য দেখিতে লাগিলেন।

হরসুন্দর বাবু বলিলেন—"খোকা, কোথা গিয়েছিলি বাবা?"

খোকা উৎসাহের সহিত শিরশ্চালনা করিয়া বলিল—"থাকুলেল্ পুজো দিতে। আমি গিয়েছিলাম, মা গিয়েছিল, মাছি গিয়েছিল। থাকুলেল্ মাথায় বলো বলো ফুতো ছাপ—ফোঁস্। বেশ ভাল থাকু।"

পঙ্কজিনী মাথায় গায়ে চাদর পুনরাবৃত করিয়া কাঠ হইয়া বসিয়া রহিল। শরৎশশীও তদ্রূপ। যতক্ষণ সে মনে করিয়াছিল, কেহ আমাকে চিনিবে না, ততক্ষণ সে বাচালতা প্রকাশ করিয়াছিল। এখন ধরা পড়িয়া লজ্জায় সে মৃতবৎ। দণ্ডায়মান অন্যান্য বাবুগণ এই ব্যাপার দেখিয়া, কেহ ব্যঙ্গ, কেহ সহানুভূতির দৃষ্টিতে হরসুন্দর বাবুর পানে চাহিয়া রহিলেন।

ট্রেণের গতিবেগ হ্রাস হইতেছিল—ক্রমে বারাকপুরে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্যান্য বাবুগণ টুপ্ টুপ করিয়া নামিয়া গেলেন। হরসুন্দর বাবু "হা জগদীশ্বর" বলিয়া মাথায় হাত দিয়া মাঝের বেঞ্চিখানির উপর বসিয়া পড়িলেন। ট্রেন বারাকপুর ছাড়িল।

খোকা মেঝে হইতে ফুল ও বিল্বপত্রগুলি কুড়াইয়া, "বাবা নাও—বাবা নাও" বলিতে বলিতে পিতার পাশে রাখিতে লাগিল। হরসুন্দর বাবু হঠাৎ দাঁত খিচাইয়া সেগুলি মুঠা মুঠা করিয়া জানালা দিয়া বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। পিতার ক্রোধের কারণ বুঝিতে না পারিয়া খোকা অপরাধীটির মত তাঁহার পানে চাহিয়া রহিল।

দুই এক মিনিট বসিয়া থাকিয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হরসুন্দর বাবু বেঞ্চির উপর শুইয়া পড়িলেন। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে শরৎশশী সভয়ে পঙ্কজিনীর কানে কানে বলিল—"মূর্চ্ছা গেলেন না কি?"

পঙ্কজিনী তখন উঠিয়া ধীরে ধীরে স্বামীর কাছে আসিল। তাঁহার ললাটে হস্তস্পর্শ করিয়া বলিল—"ভাল আছ ত? শুয়ে পড়লে কেন?"

হরসুন্দর বাবু কথা কহিলেন না। শুধু একটি দীর্ঘনিশ্বাস পতিত হইল।

পঙ্কজিনী স্বামীর শিয়রে বেঞ্চির উপর বসিয়া ধীরে ধীরে তাঁহার মাথায় হাত বুলাইতে লাগিল। একটু পরে বলিল—"রাগ করেছ?"

হরসুন্দর বাবু চক্ষু বুজিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার সঙ্গে উনি কে?"

"আমাদের শরৎ। ওদেরই বাড়ীতে গিয়েছিলাম।"

হরসুন্দর বাবু ক্ষীণস্বরে বলিলেন—"কেন গিয়েছিলে?"

পঙ্কজিনী বলিল—"তুমি বাড়ী নেই। একলাটি প্রাণ হাঁফিয়ে উঠে। ও বাপের বাড়ী যাচ্ছিল, আমায় বল্লে, তুমিও চল, দুদিন বেড়িয়ে আসবে। তাই গিয়েছিলাম।"

হরসুন্দর চক্ষু খুলিলেন। প্রায় অর্দ্ধমিনিটকাল বিষণ্ণভাবে স্ত্রীর পানে চাহিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন—"তোমার কপালে ও ফোঁটা কিসের? চন্দন-মাখান সে সব ফুল-বেলপাতাই বা কিসের?"

পঙ্কজিনী বলিল—"এ সব—এ সব—খোকা খেলা করবে ব'লে এনেছিলাম।"

স্ত্রীর এই মিথ্যাভাষণে হরসুন্দর বাবুর মুখে চক্ষে একটা ঘৃণার ভাব ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন—"তোমার [illegible] কপালের ও ফোঁটাটা নিয়েও খোকা খেলা [illegible] কি? আর, তুমি এ তসরের শাড়ীই বা পেলে [illegible]

পঙ্কজিনী বলিল—"শরৎ আমায় [illegible] দিয়েছিল।"

হরসুন্দর বলিলেন—"এ সব শাড়ী ত [illegible] পূজো করবার সময় পরে। এ শাড়ী প'রে [illegible] গিয়েছিলে, কি কি করেছ, সব সত্য ক'রে [illegible] যে কাজ করেছ, তাই অপরাধই অমার্জনীয় [illegible] ব'লে আর অপরাধ বাড়িও না।"

[illegible]

আরম্ভ করিল। তেল পড়া আনাইবার পরামর্শ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল কথাই খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া, হরসুন্দর বাবু কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলেন—"পঙ্কজ, তোমার মনে এই ছিল? এত দিন ধ'রে তোমায় যে এত শিক্ষা-দীক্ষা দিলাম, সে সমস্তই কি ভস্মে ঘি ঢালা হ'ল? ধর্ম্মবন্ধুদের সাক্ষাতে তুমি আজ আমার মুখে চূণকালি মাখালে! সমাজে এ মুখ যে আমার আর দেখাবার উপায় রইল না পঙ্কজ!"

পঙ্কজিনী বলিল—"তোমার পায়ে ধ'রে বলছি, আমায় মাফ্ কর। নিতান্ত প্রাণের দায়েই আমি এ কায করেছিলাম। সে তেলপড়াটুকু না পেলে আর কি তোমায় ফিরে পেতাম?"

হরসুন্দর বাবু বলিলেন—"সে পৌত্তলিক তেলপড়া বুকে মালিস ক'রে আরাম হওয়ার চেয়ে—আমার মৃত্যুই ভাল ছিল।"

ট্রেণ শিয়ালদহ ষ্টেশনে প্রবেশ করিল।

বায়ু-পরিবর্ত্তন

প্রথম পরিচ্ছেদ

"হরিধন—ও হরিধন—বাবা, জ্বরটা ছাড়ল কি ?"

কাঁপিতে কাঁপিতে লেপের ভিতর হইতে হরিধন উত্তর করিল—"হুঁ:—ছাড়ল !—একেবারে ছাড়বে।"

মা বলিলেন—"ষাট্ ষাট্—ষেটের বাছা ষষ্ঠীর দাস ! ও কথা কি বলতে আছে রে ?"—হরিধনের কম্প আরও যেন বাড়িয়া উঠিল।

"বড্ড শীত করছে কি বাবা ?"

"হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ।"

"মাথাটা কামড়াচ্ছে ?"

"খসে যাচ্ছে। খসে যাচ্ছে।"

"আমার ত এখন বিছানা ছোঁবার যো নেই। বউমাকে পাঠিয়ে দেব, মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেবে ?"

"যা হয় কর। হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ।"

আশ্চর্য্য এই যে, মা নিষ্ক্রান্ত হইবামাত্র হরিধনের কাঁপুনি বন্ধ হইয়া গেল, তাহার কাতরানিও আর শোনা গেল না। প্রথমে মুখটি, তাহার পর একখানি অস্থিসার হস্তের অগ্রভাগ, লেপের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল। খোলা জানালাপথে অপরাহ্ণ-রৌদ্র প্রবেশ করিয়া, শয্যার একটা স্থান উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিল, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অপ্রসন্নভাবে হরিধন সেই দিকে চাহিয়া রহিল।

সে এই বিধবার একমাত্র পুত্র। বয়স প্রায় বাইশ তেইশ হইবে, কিন্তু গোঁফদাড়ি এখনও ভাল করিয়া দেখা দেয় নাই। দুই তিন বৎসর হইতে হরিধনকে ম্যালেরিয়ায় ধরিয়াছে। যখন ভাল থাকে, খাইয়া খেলিয়া বেড়ায়, তখন ইহাকে দেখিলে উনিশ কুড়ির অধিক মনে হয় না। দেহখানি পোড়া কাঠের মত, চক্ষু দুইটি কোটরগত, উদরটি ডাগর, পা দুখানি সরু সরু।

এই গ্রামের নাম বলরামপুর। পূর্ব্বে হরিধনদের অবস্থা পল্লীগ্রামের পক্ষে বেশ স্বচ্ছলই ছিল, বলিতে হইবে। তাহার পিতা বংশীধর চট্টোপাধ্যায় নিজ বুদ্ধিবলে অনেক জমী-জিরাৎ করিয়াছিলেন, মেটেবাড়ী ভাঙ্গিয়া দালান-কোঠা তুলিয়াছিলেন। জ্ঞাতিভ্রাতা ভৈরব চট্টোপাধ্যায়ের বৈবাহিক (জ্যেষ্ঠা কন্যার শ্বশুর) কোনও রাজসরকারে কর্ম্ম করিতেন, মহারাণীর জুবিলী উপলক্ষে রাজার সহিত গোপনে তিনি বিলাত গিয়াছিলেন, এই কথাটা রাষ্ট্র হইবামাত্র বংশীধর ভৈরবকে একঘরে করিয়া গ্রামে একটা দলের দলপতি হইয়া উঠিলেন। শুধু ভৈরব চট্টোপাধ্যায়ের জাতি মারিয়া ক্ষান্ত হইলেন না। তাঁহার সহিত অনেকগুলি মামলা-মোকর্দ্দমাও পাকাইয়া তুলিলেন। প্রথম কয়েক বৎসর বংশীধর দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপে সমাজশাসন ও মোকর্দ্দমাচালন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার পর কাবু হইয়া পড়িলেন। ভৈরব চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র ভূপালচন্দ্র ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটী চাকরী পাইতেই, গ্রামের লোক আর বংশীধরের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে সম্মত হইল না—এবং একে একে তাঁহার দলকে পরিত্যাগ করিয়া ভৈরবচন্দ্রের দলে গিয়া ভিড়িতে লাগিল। বংশীধর কিন্তু রোখ্ চাপিয়া গিয়াছিল, আরও কয়েক বৎসর মোকর্দ্দমা চালাইয়া, অবশেষে পরলোকে গমন করিলেন। তাই হরিধন আজ দরিদ্র—পৈতৃক সম্পত্তির সামান্য যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহাতেই কষ্টে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। সংসারটি বৃহৎ নহে, তাই রক্ষা। গৃহে মা, স্ত্রী, পিসীমা ও একটি পিসতুতো ভাই ছাড়া আর কেহই নাই। অদ্যাবধি তাহার সন্তানাদি হয় নাই।

বাহিরে বারান্দায় স্ত্রীর পদধ্বনি শুনিবামাত্র হরিধন মুখে আবার লেপ চাপা দিল। স্ত্রীর নাম সরলা, বয়স অষ্টাদশ বর্ষ, রঙটি ময়লা, তবে মুখখানি নিন্দার নহে। সরলা আসিয়া বিছানার পাশে বসিল। তাহার পর ধীরে ধীরে স্বামীর মুখ হইতে লেপটি সরাইয়া, কপালে হাত রাখিয়া বলিল—"কৈ না, এখন ত গা তেমন গরম নেই।"

হরিধন মুখ খিচাইয়া বলিল—"নাঃ—গা গরম থাকবে কেন ? একবারে বরফ হয়ে গেছে।"—বলিয়া হুঁ হুঁ করিয়া কাতরাইতে আরম্ভ করিল। "বাপ্ রে—মা গো:" বলিয়া এ পাশ ও পাশ করিতে লাগিল।

খোকা, মাথাটায় হাত বুলিয়ে দিই"— বসিয়া সরলা সস্নেহে ললাট স্পর্শ করিল। হরিধন সে হাতটা উঠাইয়া রাইয়া ফেলিয়া বলিল—"থাক্—আর অত আদরে কাজ নেই। গা যার বরফের মত ঠাণ্ডা, তার আবার মাথা কামড়ায়?"

সরলা বুঝিল, গা যথেষ্ট গরম নাই বলায় স্বামী রাগ করিয়াছেন। তাই কয়েক মিনিট সে নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার পর আবার হরিধনের কপালে হাত দিয়া বলিল—"উঃ—সত্যিই ত! গা যেন পুড়ে যাচ্ছে। একটু আগে অনেকক্ষণ উনুনের কাছে ব'সে থেকে উঠে এসেছি কি না, আমার হাত গরম ছিল, তাই বেশ বুঝতে পারিনি।"

একটু ঝাঁকরিয়া উঠিয়া, হাতখানি ছুড়িয়া ফেলিয়া বলিল—"যাও যাও—আর সোহাগ কাড়াতে হবে না। এখান থেকে যাও বলছি—নৈলে অপমান হবে।"—বলিয়া সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

খানিক পরে ফিরিয়া দেখিল—সরলা বসিয়া কাঁদিতেছে। বলিল—"ব'সে রইলে কেন?"

সরলা চক্ষু মুছিয়া বলিল—"তুমি আমার উপর রাগ করেছ কেন?—আমি কি করেছি?"

হরিধন ভেঙ্গাইয়া বলিল—"রাগ করেছ কেন, কি করেছি!—কি করতে বাকী রেখেছ?"

সরলা একদৃষ্টে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া রহিল। হরিধন বিছানায় মুখ গুঁজিয়া বলিতে লাগিল—"যার স্বামী জ্বরে প'ড়ে কোঁ কোঁ করছে,—সে যায় নেমন্তন্ন খেতে, আমোদ করতে?"

সরলা ধীরে ধীরে বলিল—"খুড়ীমা নিজে এসে ব'লে গিয়েছিলেন, আমরাই হলাম আত্মীয়, আমরা না গেলে কি ভাল দেখাত?"

"আত্মীয়! আমার বাবা যাদের একঘরে করেছিলেন, তাদের বাড়ীতে যাও নেমন্তন্ন খেতে! কেন? বাড়ীতে গিলতে পাও না? এত পেটের জ্বালা?"

সরলা কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিল—"আহা, কি মিষ্টি কথাই শিখেছ! লোকে কি খেতে পায় না বলেই আত্মীয়বন্ধুর বাড়ী নেমন্তন্ন খেতে যায়? আর, ঠাকুর একঘরে করেছিলেন, এখন ত ওঁরা একঘরে নেই—এখন ত সকলেই ওঁদের নিয়ে চলছে—আর আমরা জ্ঞাতি হয়ে—"

হরিধন উত্তেজিতস্বরে বলিল—"জ্ঞাতি শত্রু পরম শত্রু—জান না? আমাদের কি গ্রাহ্য করে, না কেয়ার করে? অমন জ্ঞাতির মুখে মারি পাঁচ জুতো। আর যে লোভ না সামলাতে পেরে তাদের বাড়ী যায় নেমন্তন্ন খেতে, তার নোলায় মারি আমি পাঁচ ঝাঁটা।"

সরলা তখন চক্ষে অঞ্চল দিয়া সে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাত্রির মধ্যে হরিধনের জ্বরটুকু ছাড়িয়া গেল। পরদিন প্রাতে উঠিয়া পেয়ারাপাতা চিবাইয়া মুখ ধুইয়া সে ডি-গুপ্ত সেবন করিল। অর্দ্ধঘণ্টা পরে বারান্দায় মাদুর বিছাইয়া বসিয়া, খানকতক বিস্কুট লইয়া জলযোগ করিতেছে, এমন সময়ে উঠানের প্রান্তভাগ হইতে শব্দ শুনিল—"কোথায় গো জ্যেঠাইমা।" চাহিয়া দেখে, স্বয়ং ভূপাল চট্টোপাধ্যায়। বিস্কুটগুলা তাড়াতাড়ি পকেটে লুকাইয়া, কোঁচার খুঁটে মুখ মুছিয়া, গম্ভীর সাধুভাব ধারণ করিয়া হরিধন বসিয়া রহিল।

পুত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে আজ তিন সপ্তাহ হইল ভূপাল বাবু আসিয়াছেন, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে একদিনও এ বাড়ীতে তিনি পদার্পণ করেন নাই; তাহার কারণ ছিল। তিন বৎসর পূর্ব্বে যখন তিনি পিতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ করিতে আসেন, তখন গ্রামস্থ অপর সকলেই তাঁহার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিল, করে নাই কেবল হরিধন। নিজেও যায় নাই, মাকে পিসীকেও যাইতে দেয় নাই।—তথাপি ভূপাল বাবুর মাতা এবার আসিয়া ইহাদের সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছিলেন। হরিধনের মা, হরিধনকে না জানাইয়া, বউটিকে লইয়া গত কল্য সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়াছিলেন,—এ দেখিলেন তাহাই নহে, সেখানে বলিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করি "জ্বর ব'লে হরিধন আসতে পারলে না।" এই ঘরে বসিয়া চিঠি দুঃখ করতে লাগল।"—বলা ...টিও নাড়াচাড়া করিবে বারেই কাল্পনিক। কিন্তু ফ...

ভূপাল বাবু আসিয়া ডাকি... হরিধনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। জ্যেঠাইমা—হরিধন কে... যথাসাধ্য চাপিয়া জিজ্ঞাসা বারান্দার দিকে আসি... আমার কলমটি ভাঙলে কি পাইয়া বলিলেন,—"এই যে... হে?"

হরিধন ক্ষীণস্বরে উত্তর করিল,—"জ্বরটা এখন ছেড়েছে।"

"কাল্‌কে শুনলাম,—জ্যেঠাইমার কাছে—যে, তোমার জ্বর। কা'লও ত আর গোলমালে দেখতে আসতে পারিনি। রাত্তির বারোটার কম খাওয়ান-দাওয়ান জের মিট্‌ল না। তাই ত, ভারি কাহিল হয়ে গেছ যে?"

"আজ্ঞে,—হ্যাঁ। আজ তিন বছর ধ'রে ভুগছি। পাঁচ সাত দশ দিন ভাল থাকি, আবার পড়ি।"

ভূপালবাবু বলিলেন,—"এ ত ঠিক নয়। তোমার হাওয়া বদলান উচিত।"

এই সময় হরিধনের মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ভূপালবাবু বলিলেন—"জ্যেঠাইমা, হরিধনের শরীর যে বড়ই কাহিল হয়ে গেছে।"

"হ্যাঁ বাবা, দেখ না। খালি খানকতক হাড়ে ঠেকেছে।"

"তাই ত বলছিলাম, আর ত গাফিলী করা উচিত নয়। পশ্চিমে কোনও ভাল যায়গায় গিয়ে মাসকতক হাওয়া বদলাতে পারলে ভাল হ'ত।"

"ভাল ত হ'ত বাবা, কিন্তু উপায় কি? কোথায় বা পাঠাই, কে বা নিয়ে যায়!"

ভূপালবাবু বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

হরিধন চিঁ চিঁ করিয়া বলিল,—"আর, এই রকম ক'রে যে কটা দিন কাটে। সহায়-সম্পত্তি থাকত, এত দিন কোন্‌কালে পশ্চিমে চ'লে যেতাম। চলুক, এমনি ক'রে যদ্দিন চলে"—বলিয়া সে একটি গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিল।

হরিধনের মাতা এ কথা শুনিয়া চক্ষে অঞ্চল দিলেন। ভূপালবাবুরও চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। ... বলিলেন,—"হরিধন, তুমি আমার সঙ্গে ... দেখা যেয় ... সময়টা মুঙ্গেরে জলহাওয়া খুব ভাল। ধনকে ম্যালেরিয়া... সেখানে থাকলে উপকার হ'তে ... খাইয়া খেলিয়া বেড়ায়, ...

কুড়ির অধিক মনে হয় না। ... বসিয়া রহিল। তাহার মত, চক্ষু দুইটি কোটরগত, ... না বাবা। তোমার সঙ্গ ... হয়ে থাকতে পারি।"

... এই গ্রামের নাম বলরামপুর। পারি জ্যেঠাইমা। অবস্থা পল্লীগ্রামের পক্ষে ... যাচ্ছি—তা হলেও, হইবে। তাহার পিতা ... সবই আছে, কোনও

কষ্ট হবে না। আমার বোধ হয়, ... মাস দুই তিন থাকলেই জ্বরটা ... পিলেটাও কমে যাবে। কেল্লার মধ্যে ... আমার বাংলা—বেশ ফাঁকা, দিব্যি হাওয়া...

মা বলিলেন,—"তাই যাও বাবা হরি... দাদার বাসায় থেকে শরীরটে সেরে এস ...বাড়ী"

হরিধন নিরুত্তর। দাদা বলিলেন,—"...ভিতর বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। বেড়াবার ... গাও যথেষ্ট আছে। খাসা ... মাঠ—... ঝক্ ঝক্ করছে। বি... সাহেবেরা বিলাত সেখানে খেলা করে। ভাল ভাল রাস্তা তৈর- মাঝে বড় বড় বাগান, খুব বেড়াতে ... হইয়া এই শীতকালে নতুন আলু, কপি, ... উঠেছে। মাছ বেশ সস্তা। গঙ্গার বড় বড় ... কাৎলা। আমার বাড়ীতেই গোরু আছে, রোজ চার পাঁচ সের ক'রে দুধ হয়। খাঁটি ঘি—এ দেশের ঘিয়ের মত ভেজাল নয়। চার আনা ক'রে সের পাঁঠার মাংস। আবার এ সময়টা অনেক পাখীও পাওয়া যায়। তিতির, বটের, চাহা, বুনো হাঁস, টিল—শীকারীরা সব বেচতে আসে। আমার উড়ে বামুনটি রাঁধেও ভাল।"

হরিধনের মনে মুঙ্গের যাইবার বাসনা খুবই প্রবল হইয়া উঠিল। বিশেষ, তথাকার সুলভ খাদ্যতালিকা শ্রবণ করিয়া তাহার রসনা জলসিক্ত হইতেছিল। কিন্তু ইহার নিকট উপকৃত হইতে তাহার মনে একটু দ্বিধা। তাই আত্মসংবরণ করিয়া, নীরবে বসিয়া রহিল।

ভূপালবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি হে, যাবে?"

হরিধন বলিল,—"আচ্ছা দাদা, একটু ভেবে চিন্তে আপনাকে জানাব।"

বধূর সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া হরিধন কিছু বলিবে না, এই ভাবিয়া ভূপালবাবু মনে মনে হাস্য করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

হরিধন মুঙ্গেরে আসিল। দেখিল, ভূপালবাবুর বাংলাখানি দিব্য, আসবাবপত্র যথেষ্ট এবং মূল্যবান্। ভৃত্যও অনেকগুলি। শুনিল, উড়িয়া পাচক ব্রাহ্মণটির

খোরাক পোষাক বারো টাকা বেতন। দাদার সম্পদ দেখিয়া হরিধন মনে মনে ঈর্ষান্বিত হইয়া উঠিল।

তাহার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হইতে লাগিল। প্রথম সপ্তাহে একবার জ্বর হইয়াছিল। সরকারী অ্যাসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জন আসিয়া নাড়ী টিপিলেন, উত্তাপ লইলেন, ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন। হরিধন দেখিল, ভূপালবাবু চারিটি টাকা ভিজিট্ ডাক্তারকে দিলেন।

দ্বিতীয় সপ্তাহে স্পষ্ট জ্বর আর হইল না, সামান্য একটু গা গরম হইল মাত্র।

তৃতীয় সপ্তাহে আর কোনও উপসর্গ রহিল না। বেশ ক্ষুধাবৃদ্ধি হইল। হরিধন সকালে বিকালে একটু একটু বেড়াইতে আরম্ভ করিল।

এক মাসে তাহার মুখের ফ্যাকাসে রং আবার কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল, চোখের কোল পুরিয়া আসিল, উদরের আয়তন অর্দ্ধেক কমিয়া গেল,—দেখিয়া ভূপালবাবু আনন্দলাভ করিলেন।

হরিধন বুঝিল, এ বড়লোকের বাড়ী, আমাকে দরিদ্র বলিয়া জানিলে চাকর-বাকরেরা অগ্রাহ্য করিবে। সুতরাং দাদা কাছারী চলিয়া গেলে, ভৃত্যগণকে ডাকিয়া আধা হিন্দী আধা বাঙ্গালা ভাষায় তাহাদের নিকট নিজ মহিমা প্রচার করিতে সে ব্যাপৃত হইল।—এক দিন বলিল—"আমরাই গ্রামের জমীদার। আমার দশ আনা অংশ—তোমাদের বাবুর ছয় আনা মাত্র। আমরাই বড় তরফ। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা রাজা উপাধি পাইয়াছিলেন। এখন প্রজারা আমাদেরই রাজা বলে—আমরা বড় তরফ কি না।" ইত্যাদি।—পরদিন বর্ণনা করিল,—"তোমাদের বাবুর এ বাংলা কি বাংলা! দেশে আমাদের সে বাড়ী যদি দেখ! প্রকাণ্ড তিন মহল বাড়ী—কাছারী মহল, বৈঠকখানা মহল, অন্দর মহল। এ রকম বাংলা সেখানে আমাদের অনেক প্রজারই আছে। হ্যাঁ—তোমাদের বাবুর দেশের বাড়ী এ বাংলার চেয়ে ঢের ভাল বটে—কিন্তু আমাদের মত অত বড় না। দেশে তোমাদের বাবুর বাড়ীতে মোটে বারো জন ভৃত্য, আমাদের বাড়ীতে বাইশ জন। ইহা হইতেই বাড়ীর আয়তন বুঝিতে পারিবে"—ইত্যাদি।—আর এক দিন জানাইল, "তোমাদের এ বাংলায় দুটি মোটে ঘড়ি—একটি বৈঠকখানায়, একটি বাবুর শোবার ঘরে। দেশে আমাদের বাড়ীতে ঘড়ি সবসুদ্ধ সতেরোটা। দম দিবার জন্য মাহিনা-করা ঘড়িওয়ালা নিযুক্ত আছে"—ইত্যাদি।

ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে ডাকিয়া হরিধন একদিন নির্জ্জনে বলিল,—"দেখ ঠাকুর, দুধের সর যা পড়ে, সরটা তুলে রেখ, বিকেলে আমার জলখাবারের সময় দিও। আর দেখ, মাছ এলে মুড়োটুড়োগুলো রোজ বাবুর পাতেই দাও কেন? আমাকে দিও। আর, আমায় যখন ডাল দেবে, খানিকটে ঘি আগুনে বেশ ক'রে তাতিয়ে আমার ডালের বাটিতে ঢেলে দিও। তোমায় বরং মাসে মাসে আমি কিছু কিছু দেব। আপাততঃ এই দুটি টাকা নাও।"—বামুন ঠাকুর হাসিয়া বলিল,—"না বাবু, টাকা দিতে হবে না, টাকা রাখুন। আপনার এখন এই নতুন শরীর, বেশী গুরুপাক জিনিষ খেতে দিতে বাবু বারণ করেছেন। আপনি আগে বেশ ক'রে সেরে উঠুন, তখন যা খেতে চাইবেন, দেব।"

টাকা দুইটি হরিধনের নিজস্ব নহে। তিন চারি দিন পূর্ব্বে নিজের চাবি দিয়া ভূপালবাবুর বাক্স গোপনে খুলিয়া এই টাকা দুইটি সে অপহরণ করিয়াছিল।

ভূপালবাবুর একটি ভাল ফাউণ্টেন পেন ছিল। পাছে হারাইয়া যায়, এই ভয়ে তিনি এটি আপিসে লইয়া যাইতেন না। বাড়ীতে সর্ব্বদা এটি ব্যবহার করিতেন। একদিন তিনি কাছারী গেলে, নিজের চিঠি লিখিবার জন্য হরিধন তাঁহার টেবিলের নিকট বসিল। অন্য কলম থাকা সত্ত্বেও ফাউণ্টেন পেনটিই তুলিয়া লইল। কিন্তু ব্যবহার জানিত না। প্যাঁচ ঘুরাইতে গিয়া কলমটি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কিয়ৎক্ষণ সেটি লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া ব্যবহার সম্বন্ধে হতাশ হইয়া অবশেষে একটি সাধারণ কলমেই পত্র লিখিল।

ভূপালবাবু কাছারী হইতে ফিরিয়া দেখিলেন, কলমটি ভাঙ্গা। বেহারাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। সে বলিল, হরিবাবুকে এই ঘরে বসিয়া চিঠি লিখিতে দেখিয়াছে, কলমটিও নাড়াচাড়া করিতে দেখিয়াছে।

ভূপালবাবু তখন হরিধনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মনের রাগ মনের মধ্যে যথাসাধ্য চাপিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হরিধন, আমার কলমটি ভাঙ্গলে কি ক'রে?"

যেন কতই আশ্চর্য্য হইয়াছে, এই ভাবে হরিধন বলিল,—"কলম? কোন্ কলম?"

এই ন্যাকামি দেখিয়া ভূপালবাবুর আরও রাগ হইল। পূর্ব্ববৎ আত্মসংযত ভাবে বলিলেন,—"আমার এই ফাউণ্টেন পেনটি?"

"কৈ, আমি ত ভাঙ্গিনি। আমি ত কলম ছুঁই-ওনি—বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানি নে।"

ভূপালবাবু একটু কঠোর স্বরে বলিলেন,—"তুমি আজ দুপুরবেলা এ ঘরে ব'সে চিঠি লিখছিলে না?"

"চিঠি! আমি ত তিন চার দিন কাউকে কোন চিঠিই লিখিনি।"

"লেখনি!—আচ্ছা, এ দিকে এস। দেখ! এ কি?"—বলিয়া ভূপালবাবু টেবিলের ব্লটিং-প্যাডের এক স্থানে অঙ্গুলি স্থাপন করিলেন।

হরিধন ঝুঁকিয়া দেখিল, খামে ঠিকানা লিখিয়া প্যাডের উপর চাপিয়া ধরিয়াছিল, তাহার উল্টা ছাপটি স্পষ্ট রহিয়াছে। নির্ব্বাক হইয়া ভূপালবাবুর মুখপানে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল।

ভূপালবাবু তখন একটু নরম হইয়া বলিলেন,—"এই ত আরও সব কলম রয়েছে, তাই একটা নিয়ে লিখলেই হ'ত। ও হ'ল অন্য রকম কলম—তুমি আনাড়ী—জান না—খুলতে গিয়ে ভেঙ্গে ফেলেছ।"

হরিধন একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল,—"কলমটির দাম কত?"

"কেন?"

"আপনার যখন সন্দেহ, আমিই ভেঙ্গেছি, তখন ঐ কলম একটি বাজার থেকে আপনাকে কিনে এনে দেব।"—দাদার বাক্স হইতে অপহৃত টাকা আরও কয়েকটি তাহার নিকট মজুদ ছিল।

ভূপালবাবুর মনে হরিধনের প্রতি যে একটু ক্ষমার ভাব আসিতেছিল, এই উত্তর শুনিবা-মাত্র তাহা তিরোহিত হইল। তাচ্ছীল্যের সহিত বলিলেন,—"পাবে কোথা এ কলম? এ মেকারের কলম এ দেশেই পাওয়া যায় না। কালেক্টার সাহেব বিলাত থেকে এনেছিলেন, আমায় একটি উপহার দিয়েছিলেন।"

আরও কিছু দিন গেল।

ভূপালবাবু বেলা ১১টার সময় কাছারী চলিয়া যাইতেন। এক এক দিন তাহার পূর্ব্বেই ডাক পাইতেন,—কিন্তু প্রায়ই পাইতেন না। চিঠিপত্রগুলা তাঁহার টেবিলের উপর রাখা হইত—কাছারী হইতে ফিরিয়া সেগুলি তিনি পাঠ করিতেন। চিঠি আসিলে, পোষ্টকার্ডগুলি হরিধন সমস্তই আগা-গোড়া পাঠ করিত। খামের চিঠিও খুলিয়া দেখিবার লোভ হইত, কিন্তু সাহসে কুলাইত না। এক-দিন দেখিল, একখানি খামের চিঠিতে তাহাদের গ্রামের ডাকঘরের ছাপ, ঠিকানাটিও স্ত্রীলোকের হাতের লেখা। অনুমান [illegible], ইহা নিশ্চয়ই বউ-দিদির চিঠি। বউদিদি ভাল রকম লেখাপড়া জানেন, গ্রামে এ প্রসিদ্ধি ছিল। হরিধন ভাবিল, দাদাকে না জানি কত কি রসের কথাই বউদিদি লিখিয়াছে। ক্রমে প্রলোভন দুর্নিবার হইয়া উঠিল। জল দিয়া ভিজাইয়া খামখানি খুলিয়া হরি-ধন পত্র পাঠ করিল। খুলিবার সময় খাম একটু ছিঁড়িয়াও গিয়াছিল।

বিকালে ভূপালবাবু বাড়ী আসিয়া পত্রখানি দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারিলেন, জল দিয়া ইহা খোলা হইয়াছে। কে খুলিয়াছে, বুঝিতেও তাঁহার বাকী রহিল না। ভৃত্যগণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেই একজন চাক্ষুষ সাক্ষী পাওয়া গেল।

রাগে ভূপালবাবুর সর্ব্বশরীর জ্বলিতে লাগিল। হরিধন তখন বেড়াইতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে-ছিল। অল্পক্ষণ পরেই, মাথায় কম্ফর্টার জড়াইয়া, আলোয়ান গায়ে, ছড়ি হস্তে, বাহির হইয়া আসিল।

ভূপালবাবু ডাকিলেন,—"হরিধন!"

"আজ্ঞে।"

"তুমি এ খামখানি খুলেছিলে?"

হরিধন যেন আকাশ হইতে পড়িয়া বলিল,—"খাম?—আজ্ঞে, আমি ত খুলিনি।"

ভূপালবাবু তাহাকে ভেঙ্গাইয়া, [illegible] করিয়া বলিলেন,—"আজ্ঞে, তুমি ত [illegible] কে খুলেছিল?"

"কে খুলেছিল, কি জানি?—আমি ত [illegible] জানি নে।"

ভূপালবাবু গর্জ্জন করিয়া বলিলেন,—"কের [illegible] কথা!"

"আজ্ঞে, আমি খুলিনি। পৈতে ছুঁ[illegible] পারি খুলিনি।"—বলিয়া হরিধন পটাপ[illegible] বোতাম খুলিতে আরম্ভ করিল।

ভূপালবাবু বলিলেন,—"[illegible]

ছুঁয়ে শপথ ক'রে কায নেই। পৈতের তারি ত মান রাখছ কি না! ছি ছি ছি—এমন কদর্য্য প্রবৃত্তি কেন তোমার? এক ত অন্যায় কায করেছ, আবার মিথ্যে ব'লে তা ঢাকবার চেষ্টা করছ? ছিঃ—অতি নীচ তুমি।"—বলিয়া ভূপালবাবু স্থানান্তরে গেলেন।

"আমার নামে মিছামিছি বদনাম"—বলিয়া গজর গজর করিতে করিতে হরিধন বাহির হইয়া গেল

বেড়াইয়া ফিরিয়া সে শয়ন করিতে গেল। রাত্রে আহারের সময় চাকরেরা তাহাকে অনেক ডাকাডাকি করিল—হরিধন উঠিল না। শেষে ভূপালবাবু স্বয়ং আসিয়া ডাকিলেন। সে বলিল, তাহার ক্ষুধা নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দিন দিন হরিধনের স্বাস্থ্য উন্নতিলাভ করিতে লাগিল। ক্রমে শীত গেল, বসন্তকাল আসিল।

ইদানীং হরিধনের উপর ভূপালবাবু বড়ই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার ক্যাশ-বাক্সে টাকা থাকিত—টাকা প্রায়ই কমিয়া যায়; হিসাব মিলাইতে পারেন না। হরিধনই যে টাকা চুরি করিতেছে, এ সন্দেহ তাঁহার হইল। কিন্তু কোনও সাক্ষী-সাবুদ পাইলেন না। হরিধন সাবধান হইয়া গিয়াছিল; যাহাতে কোনও ভৃত্য দেখিতে না পায়, এইরূপ আটঘাট বাঁধিয়া তবে সে আজকাল অপকার্য্য করিয়া থাকে।

জামালপুর, মুঙ্গেরের অতি নিকটে। রেলে একটা ষ্টেশন মাত্র। কিছু দিন হইতে হরিধন জামালপুরে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছে। ভূপালবাবু

দক্ষিণ হস্তে একটি ছাতা, বাম হস্তে পুঁটুলি ধুতি।

আগন্তুককে চিনিতে না পারিয়া ভূপালবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনার কোথা থেকে আসা হচ্ছে?"

"আমি এই ট্রেণে জামালপুর থেকে এলাম।"

"আপনার নাম?"

"আমার নাম শ্রীরাসবিহারী মুখোপাধ্যায়, আমি জামালপুরে লোকো আপিসে কর্ম্ম করি।"

"বসুন। কি মনে ক'রে আগমন?"

"আজ্ঞে, গঙ্গাস্নানে এসেছি। তাই মনে করলাম, আপনার সঙ্গে একবার দেখাটাও ক'রে যাই।"

"বেশ"—বলিয়া ভূপালবাবু প্রতীক্ষা করিলেন।

বাবুটি একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন,—"হরিধন ব'লে আপনার একটি ভাই আছে না?"

"হ্যাঁ আছে। জ্ঞাতিসম্পর্ক।"

"হরিধন প্রায়ই আমার ওখানে যায়-টায়। আপনাকে বলেছে বোধ হয়?"

"কৈ—না।"

বৃদ্ধ একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন,—"আমার একটি অবিবাহিতা কন্যা আছে—বছর বারো তেরো বয়স, এখনও বিবাহ দিয়ে উঠতে পারিনি। আজকাল মেয়ের বিয়ে দেওয়া কি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, জানেনই ত! তায় আমার টাকার জোর নেই—সামান্য পঞ্চাশটি টাকা মাইনে পাই, তাইতেই কোন রকমে কায়ক্লেশে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করি। যদি অনুমতি করেন, তবে আপনাকে নিয়ে গিয়ে মেয়েটিকে দেখাই। বাপ হয়ে নিজ মুখে আর কি বলব, ভরসা করি, আমার মেয়েটিকে দেখলে আপনার অপছন্দ হবে না।"

ভূপালবাবু বিস্ময়ের সহিত বলিলেন,—"আমাকে

সব একরকম ঠিক হয়ে গেছে। বাড়ীতে শুনেছি, আমার সরযূকে দেখে ওর ভারি পছন্দ হয়েছে। এমন কি —কথাটা আপনার কাছে প্রকাশ করা ঠিক হচ্ছে কি না জানি না—ও নাকি বলেছে, অভিভাবকদের অমতেও ও বিবাহ করতে প্রস্তুত। তা সত্ত্বেও আমি আপনার কাছে এসেছি, আপনার অনুমতি প্রার্থনা করতে। এত দিন হরিধন বিয়ে করতে চায় নি, কত বড় বড় সম্বন্ধ ফিরে গেছে, এখন বিয়ে করতে ওর মন হয়েছে শুনে আপনাদের খুবই আহ্লাদ হবে। আপনি মহৎ ব্যক্তি—আমি কন্যাদায়গ্রস্ত—আমার প্রার্থনা বিফল করতে পারবেন না, এই ভরসাতেই আসা।"

শুনিয়া ভূপালবাবু নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিলেন। হরিধনের এই নূতন কারসাজির পরিচয় পাইয়া ক্রোধে তিনি জ্বলিয়া উঠিলেন।

রাসবিহারীবাবু মনে করিলেন, হয় ত ইনি ভাবিতেছেন, ছেলেকে বশ করিয়া পণের টাকা ফাঁকি দিবার বন্দোবস্ত করিয়াছে। তাই তিনি বিনয়নম্রস্বরে বলিলেন,—"আমি গরীব মানুষ হলেও, নিতান্ত কিছুই যে দেব না, তা নয়। আমার এই একটিমাত্র মেয়ে, আর ছেলেপিলে নেই। এই মেয়েটিকে পার করতে পারলেই আমার খালাস। আমার পৈতৃক কিছু ছিল, আর দেশের বাড়ীখানা বাঁধা দিয়ে কিছু ধারও পাব। পাঁচশো টাকা নগদ, হাজার টাকার গহনা, আর পাচশো টাকা বরাভরণ দানসামগ্রীতে, এই দুহাজার টাকা আমি কষ্টে সৃষ্টে দিতে পারবো। হরিধনকে বলেছি, সে তাতেই রাজি। অবশ্য আপনাদের পক্ষে এ কিছু নয়। আপনাদের সম্মান রক্ষা করতে পারি, এমন সাধ্য আমার কৈ? গরীব ব্রাহ্মণকে দায়ে উদ্ধার করুন"—বলিয়া বৃদ্ধ ঝুঁকিয়া ভূপালবাবুর পদস্পর্শ করিবার উপক্রম করিলেন।

"হাঁ হাঁ করেন কি—করেন কি"—বলিয়া ভূপালবাবু তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন। বাবুটিকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি হরিধনের বিষয় ভাল ক'রে অনুসন্ধান করেছেন কি?"

"আজ্ঞে, আপনার ভাই—আর অনুসন্ধানের প্রয়োজন কি? আমি কোনও অনুসন্ধান করি নি, তবে হরিধন সকল কথাই বাড়ীতে আমার স্ত্রীর কাছে বলেছে।"

"সকল কথা বলেছে?—ওর এক স্ত্রী বর্ত্তমান, তা বলেছে?"

এই কথা শুনিয়া রাসবিহারীবাবু যেন চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"স্ত্রী বর্ত্তমান!—বলেন কি? স্ত্রী বর্ত্তমান!"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"ও ত বলেছিল, ওর এক বিবাহ ছিল বটে—কিন্তু সে স্ত্রী আজ দু'বছর হ'ল গত হয়েছে। কোন ছেলেপিলেও নেই।"

"ছেলে-পিলে নেই বটে, কিন্তু স্ত্রী জলজ্যান্ত বেঁচে রয়েছে। যদিও গত হলেই সে হতভাগিনীর সকল কষ্ট ঘুচতো বটে।"

"বলেন কি?"

"আজ্ঞে, হ্যাঁ।"

"তাই ত! এমন—তা ত জানতাম না। বলেছিল, দু'বছর হ'ল স্ত্রীর মৃত্যু হয়েছে—সেই থেকেই ওর মনে একটা বৈরাগ্য উপস্থিত হয়—তাই আর বিয়ে করে নি। কত বড় বড় সম্বন্ধ এসে ফিরে গেছে। এমন কি, গত অগ্রহায়ণ মাসে উত্তরপাড়ার মুখুয্যেদের বাড়ী থেকে এক সম্বন্ধ এসেছিল, তারা নগদে জিনিষে গহনায় বিশ পঁচিশ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল, তবুও বিবাহ করে নি।"

ভূপালবাবু বলিলেন,—"বিলকুল মিথ্যে কথা।"

বৃদ্ধ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"দেখুন একবার। সতীনে ত আমি মেয়ে দেব না—তা যতই বড়লোক হোক্। আমার পাঁচটা ন্য, সাতটা নয়, ঐ একটিমাত্র মেয়ে, একজন সচ্চরিত্র গরীবের হাতে প'ড়ে যদি একবেলা খেয়েও থাকে, সেও ভাল, তাতেও আমার মেয়ে সুখে থাকবে। সম্পদের লোভে সতীনের উপর আমি মেয়ে দিতে পারব না—প্রাণ থাকতে নয়।"

"ও বুঝি নিজেকে একজন মস্ত সম্পত্তিশালী ব'লে আপনাদের কাছে বড়াই করেছে?"

"আজ্ঞে হাঁ। বল্লে, ওর জমিদারির আয় বছরে পনেরো ষোল হাজার টাকা। এখানে হাওয়া বদলাতে এসেছে, ওর পকেট খরচের জন্যে ওর গোমস্তা মাসে মাসে ২০০৲ টাকা ক'রে পাঠাচ্ছে। গোমস্তা টাকা পাঠাতে এ মাসে দেরী করেছে ব'লে আমার কাছে সে দিন ৫০৲ টাকা ধার নিয়ে এল। বিষয়-সম্পত্তির কথাও সব মিছে না কি?"

"একবারে মিছে। বিষয়-সম্পত্তির মধ্যে ওর বিঘে পঞ্চাশ ব্রহ্মোত্তর জমি আছে; কতক খাজনায়

বিলি করা, কতক ভাগে চাষ করায়, তাইতে কোন রকমে সংসার চালায়।"

বাবুটি ইহা শুনিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। বলিলেন,—"তা হ'লে ত গরীবের ৫০৲ টি টাকা গেল দেখ্‌ছি! সেই দিনই মাইনে পেয়ে টাকাগুলি এনেছিলাম মশায়, বাক্সতেও তুলিনি। সেই টাকা কটি ওকে দিয়ে, পুঁজি ভেঙ্গে মাসকাবারের চাল-ডাল কিনেছি।"

এমন সময় দেখা গেল, মস্তকে বাঁকা টেরি, গায়ে শার্টের উপর গলা খোলা ইংরাজি কোট, হাতে (ভূপালবাবুরই) রূপা-বাঁধানো মলক্কা বেতের ছড়ি, লম্বা কোঁচা ক্ষুদ্র নবাবটির মত হরিধন প্রাতর্ভ্রমণ করিয়া ফিরিতেছে। হইলে-হইতে-পারিত শ্বশুরটিকে অসময়ে অস্থানে উপস্থিত দেখিয়া সে পাশ কাটাইবার চেষ্টায় ছিল; কিন্তু ভূপালবাবু তাহাকে ডাকিলেন।

সে আসিয়া দাঁড়াইলে, ভূপালবাবু গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"তুমি কি আর জুচ্চুরি করবার যায়গা পেলে না? এই গরীব ব্রাহ্মণটির মাথা খেতে উদ্যত হয়েছ?"

হরিধন বলিল,—"মাথা খেতে কি রকম?"

"এঁর মেয়েটিকে জুচ্চুরি ক'রে বিয়ে করবার চেষ্টা করেছিলে?"

"বিয়ে করবার চেষ্টা করেছিলাম বটে—কিন্তু জুচ্চুরি কি করেছি? কুলীনের ছেলে, আমি ইচ্ছে করলে দশটা বিয়ে করতে পারি। কেন করব না?"

"বিয়ে ত করতে পার.কিন্তু এঁকে কি সব বলেছ?"

"কি বলেছি? উনিই ত বল্লেন, বাবা, আমি গরীব —কন্যাদায়গ্রস্ত—আমার জাত রক্ষা কর। আমি বল্লাম, মশায় আমার এক স্ত্রী রয়েছে যে, তা কি ক'রে হবে? উনি বল্লেন, তা হোক—কত পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। সেই জন্যে অগত্যা আমি রাজি হয়েছিলাম। কি অন্যায়টা করেছি?"

বাবুটি বলিলেন,—"হ্যাঁ হরিধন! তুমি ঐ কথা বলেছিলে? না তুমি বলেছিলে, দুবছর হ'ল তোমার স্ত্রী ম'রে গেছে?"

হরিধন চক্ষু রাঙ্গাইয়া বলিল,—"আপনি মিথ্যা কথা বলছেন।"

শুনিয়া বাবুটি কাঁদ কাঁদ হইয়া ভূপালবাবুর পানে চাহিয়া বলিলেন,—"আমি মিথ্যা কথা বলিনি—কেন মিথ্যা বলব? যদি দয়া ক'রে আপনি একবার জামালপুরে আসেন ভূপালবাবু, তবে পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রমাণ ক'রে দিতে পারি, কার কথা সত্য আর কার কথা মিথ্যা।"

হরিধন বলিল,—"আপনার সব মিথ্যা কথা!"

ভূপালবাবু গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন,—"বদমায়েস! পাজি! চুপ ক'রে থাক্। ধাপ্পাবাজি করেছিস—ধরা প'ড়ে কোথায় লজ্জিত হবি, না উল্টে ভদ্রলোকের অপমান!"

হরিধন ভয় পাইয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল,—"কেন, ওঁকে আমি কি আপমান করলাম? উনিই ত আমাকে মিথ্যাবাদী বলছেন! —আমি ত –"

ভূপালবাবু রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—"আবার কথা কচ্ছিস্? —চুপ রাস্কেল! এই—তেওয়ারী!"

"জি হুজুর"—বলিয়া তাঁহার দ্বারবান্ তেওয়ারী আসিয়া দাঁড়াইল।

ভূপালবাবু হুকুম দিলেন,—"বাবুকা বাকস্, বিছাওনা, কাপড়ালেত্তা, ছাতা, জুতা, যাঁহা যো কুচ হায়, সব হিয়া মাঙ্গাও।"—অন্য একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন,—"দোঠো কুলি বোলাও।"

কিয়ৎক্ষণ পরে হরিধনের জিনিষপত্রগুলা সব আসিল। ভূপালবাবু বলিলেন—"বাক্স খোল—এঁর টাকা পঞ্চাশটা বের ক'রে দাও।"

হরিধন বলিল,—"টাকা ত—এখন নেই।"

ভূপালবাবু ঝাঁকিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"কি হ'ল সে টাকা?"

"আজ্ঞে, সে টাকা—সে টাকা—খরচ হয়ে গেছে।"

"খরচ হয়ে গেছে? কখ্‌খনো নয়—খোল বাক্স—দেখি।"

তথাপি হরিধন ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

ভূপালবাবু বলিলেন,—"দেখ, ভাল চাও ত মানে মানে টাকাগুলি বের ক'রে দাও। নইলে এখনি কনেষ্টবল ডাকিয়ে পাঠাব—তোমার জুচ্চুরি বের ক'রে দেব।"

হরিধন কাঁদিতে কাঁদিতে বাক্স খুলিল। টাকা গণিতে গণিতে বলিতে লাগিল,—"এঁর টাকা ত একটিও নেই, সবই খরচ হয়ে গেছে। এ ক'টি আমার নিজের ছিল—আগেকার—দেশ থেকে এনেছিলাম।" গণনা ভুল হইয়া গেল—আবার গণিয়া টাকাগুলি রাসবিহারী বাবুর পায়ের কাছে রাখিয়া দিল।

এই সময় কুলিরাও আসিয়া পৌছিল। ভূপাল-বাবু বলিলেন,—"এই কুলিলোগ—চীজ উঠাও। বাবু যাঁহা যানে মাঙ্গে হুঁয়া লে যাও।"—হরিধনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"তুমি এই দণ্ডে আমার বাড়ী থেকে দূর হয়ে যাও। আর আমি তোমার মুখদর্শন করতে চাই নে।"

রাসবিহারী বাবু টাকাগুলি পকেটে লইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন,—"মশায়, করেন কি? শান্ত হোন—ওকে মাফ করুন। হাজার হোক্ আপনার ভাই। এই কুলিলোগ—যাও যাও। আসি মশায়—নমস্কার।"—বলিয়া বাবুটি প্রস্থান করিলেন।

ভূপালবাবু কুলিদের বলিলেন,—"উঠাও চীজ—দেখতা হায় ক্যা?—তেওয়ারী, তুম বাবুকে নিকাশকে ফাটক্ বন্দ কর্ দেও। আওর কভি ঘুসনে দেও মৎ।" বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন।

বাহির হইয়া হরিধন ষ্টেশন অভিমুখে চলিল। কিয়দ্দূর আসিয়া দেখে, পথের ধারে একটি শিরীশ বৃক্ষের ছায়ায় রাসবিহারী বাবু দাঁড়াইয়া আছেন।

হরিধন তাঁহার প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া চলিয়া যাইতেছিল। রাসবিহারী বাবু বলিলেন,—"ওহে শোন শোন—দাঁড়াও।"

হরিধন দাঁড়াইল। তিনি কাছে আসিয়া স্নেহের স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন কোথায় যাবে?"

"দেশে যাব।"

"গাড়ী ভাড়ার টাকা সঙ্গে আছে?"

"না।"

"তবে?"

"বাক্সে একটা কোট আছে, একখানা আলোয়ান আছে, দেখি গে, ষ্টেশনে যদি কাউকে বিক্রী ক'রে গাড়ী ভাড়ার টাকাটা সংগ্রহ করতে পারি।"

বাবুটি পকেটে হাত দিয়া বলিলেন,—"তার দরকার নেই। এই নাও—টিকিট কিনে যেও।"—বলিয়া পাঁচটি টাকা হরিধনের হাতে দিলেন। তাহার পর ছাতাটি খুলিয়া, স্নানার্থ কষ্টহারিণীর ঘাটের দিকে ধীরে ধীরে পদচালনা করিলেন।

হরিধন দেশে পৌছিয়া পাড়ায় পাড়ায় বলিয়া বেড়াইতে লাগিল,—"মুঙ্গেরে ভূপালদাদার বাড়ীতে যে রকম খৃষ্টানী কাণ্ডকারখানা, তাতে তাঁর বাসায় থেকে হিঁদুর ছেলের জাত বাঁচিয়ে চলা দুষ্কর। মুর্গী ত তাঁর দুটি বেলার আহার, আর বিকেলের জলযোগ। তাতেও অনেক কষ্টে সৃষ্টে, নিজে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খেয়ে কোনও রকমে জাত রক্ষে ক'রে প'ড়ে ছিলাম। কিন্তু যে দিন স্বচক্ষে দেখলাম, দাদার মুসলমান আরদালী বেটা, দাদার জন্যে গোমাংস কিনে নিয়ে এল, সে দিন আর সহ্য করতে পারলাম না। অমনি জিনিষপত্তর বেঁধে, কুলি ডেকে বেরিয়ে পড়লাম। দাদা কত বল্লেন, এ বেলাটা থেকে খেয়ে দেয়ে যেও—অন্ততঃ একটু মিষ্টি মুখে দিয়ে জল খেয়ে যাও—আমি বল্লাম, আজ্ঞে না, থাক্—আমার তেষ্টা পায়নি।—অবশ্য এখানে আমার শরীরের খুবই উন্নতি হচ্ছিল—আর মাস দুই থাকতে পারলে সম্পূর্ণভাবে আরাম হয়েই আসতাম। কিন্তু কি করি মশায়, ধর্ম্মের চেয়ে ত প্রাণ বড় নয়।—তাই চ'লে আসতে হ'ল।"

সম্পাদকের আত্মকাহিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমার প্রকৃত নামটি গোপন করিয়া এই কাহিনী উপলক্ষে যে কোনও একটি ছদ্ম-নাম ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করি—ধরুন, আমার নাম শ্রীমনতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি একখানি মাসিক পত্রিকার মালিক ও সম্পাদক—আমার কাগজখানির নামও গোপন করিয়া তৎস্থলে লিখি—"আর্য্যশক্তি।" এই কপটতাটুকু অবলম্বন করিলাম বলিয়া পাঠকবর্গের নিকট করযোড়ে ক্ষমাভিক্ষা করিতেছি। কারণ, অদ্য যে আত্মকাহিনীটি বিবৃত করিতে বসিয়াছি, তাহাতে আমার বুদ্ধিমত্তা, শৌর্য্য, বীর্য্য প্রভৃতি গুণাবলীর বিশেষ কোনও পরিচয় নাই—বরঞ্চ তদ্বিপরীত। আমার আসল নামটি শুনিলে আপনারা অনেকেই হয় ত আমাকে চিনিয়া ফেলিবেন; কারণ, আমি বঙ্গ-সাহিত্যে একজন নগণ্য ব্যক্তি নহি, এবং আমার কাগজখানিরও যথেষ্ট নাম হইয়াছে।

কিন্তু বর্ত্তমান বঙ্গ-সাহিত্যের দুর্ভাগ্য এই যে, নাম যত হয়, টাকা-কড়ি তাহার উপযুক্ত কিছুই হয় না। সম্মুখেই পূজা—প্রেসের দেনা শোধ করিতে হইবে, কাগজের দোকানেও অনেক টাকা বাকী, যে ফারম আমাদের ছবির ব্লক প্রস্তুত করে, তাহারাও তাগাদায় অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। অথচ তহবিলের অবস্থা শোচনীয়। তাই, ভাবিয়া চিন্তিয়া, রঙ্গীন কাগজে এক লম্বা-চৌড়া হ্যাণ্ডবিল ছাপাইয়া কলিকাতায় অজস্র বিলি করিলাম, এবং মফস্বলেও নানা স্থানে পাঠাইয়া দিলাম। তাহাতে লিখিলাম, এ বৎসর আর্য্যশক্তি পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের অপেক্ষা কয়েক সহস্র (ঠিক কয় সহস্র লিখিয়াছিলাম, মনে নাই) অধিক ছাপাইয়াও হু হু করিয়া গ্রাহকসংখ্যা যেরূপ বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে আর অধিক দিন যে নূতন গ্রাহকগণকে সম্পূর্ণ সেট কাগজ দিতে পারিব, এমন ভরসা নাই। অতএব যাঁহারা "আর্য্যশক্তি"র নূতন গ্রাহক হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা অবিলম্বে আবেদন করুন, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কথাটা কিন্তু সত্য নহে। নূতন গ্রাহক মোটেই হইতেছিল না, এবং "আর্য্যশক্তি"র অবিক্রীত সংখ্যাগুলি স্তূপাকার হইয়া বাড়ীর স্থানাভাব ঘটাইতেছিল। কিন্তু ঈদৃশ মিথ্যাভাষণে পাপ নাই। মনু বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণের প্রাণরক্ষার জন্য মিথ্যা বলা যাইতে পারে। এরূপ আড়ম্বর করিয়া বিজ্ঞাপন না দিলে আমার কাগজ চলে না, না চলিলে আমার প্রাণরক্ষা হয় না; কারণ, এই কাগজই আমার একমাত্র জীবিকা; এবং আমি যে এক জন সৎকুলীন ব্রাহ্মণ, সে কথাটা অলীক নহে।

সপ্তাহকালমধ্যে হ্যাণ্ডবিলের ফল পাইতে লাগিলাম। অনেকগুলি নূতন অর্ডার আসিল—কিছু টাকা পাইলাম। দেনা কতক কতক পরিশোধ করিলাম এবং বাকী টাকা, পূজার অবকাশে দেশ-ভ্রমণে যাইব বলিয়া রাখিয়া দিলাম।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন স্বদেশী আন্দোলন পুরা দমেই চলিতেছে। বঙ্গ-সাহিত্যের মরা গাঙ্গেও ভাবের বান ডাকিয়া উঠিয়াছে—আমিও "আর্য্যশক্তি"তে উদ্দীপনাপূর্ণ বহু প্রবন্ধ, কবিতা, গান মাসে মাসে ছাপিয়া যাইতেছি। গোলদীঘি, বীডন-বাগান প্রভৃতি স্থানে প্রতিদিন তুমুল বক্তৃতা চলিতেছে; কয়েকটা সভায় আমিও বক্তৃতা করিয়াছি। অশ্বিনী দত্ত, বিপিন পাল প্রভৃতি জন-নায়কগণ দেশান্তরিত হইয়াছেন; আবার গুজব উঠিয়াছে, সিমলাশৈলে এক নূতন তালিকা প্রস্তুত হইতেছে—আরও কয়েক জন বিখ্যাত লোককে ডিপোর্ট করা হইবে।

পূজার সংখ্যা আর্য্যশক্তি বাহির হইয়াছে। কার্ত্তিকের কাপি প্রেসে দিয়া ভ্রমণে বহির্গত হইব—প্রভাতে আপিসে বসিয়া প্রবন্ধ নির্ব্বাচন করিতেছিলাম। অনাদি বাবুর একটি ধারাবাহিক উপন্যাস আর্য্যশক্তিতে মাসে মাসে বাহির হইতেছিল—কার্ত্তিকের কিস্তি যথাসত্বর পাঠাইবার জন্য টেলিগ্রাম লিখিতেছি, এমন সময় এক জন অপরিচিত যুবক, পাঞ্জাবী কামিজের উপর রেশমী চাদর ঝুলাইয়া, ছাতা হস্তে, আমার আপিসে প্রবেশ করিয়া বলিল—"আপনার নাম মনতোষ বাবু?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"—ভাবিলাম, বোধ হয়, নূতন গ্রাহক হইতে আসিয়াছে,—তিনটি টাকা পাওয়া যাইবে।

লোকটি আমায় নমস্কার করিয়া, বিনা আহ্বানেই পাশের বেঞ্চিটিতে উপবেশন করিল, সঙ্গে সঙ্গে বলিল—"অনেক দিন থেকে আপনাকে দেখবার জন্যে উৎসুক ছিলাম। আপনি এক জন দেশবিখ্যাত লোক। আজ আমার সুপ্রভাত।"

আমি বিনয়সূচক একটু মৃদুহাস্য করিয়া বলিলাম—"আপনার নাম কি?"

"আমি এক জন অখ্যাত অজ্ঞাত লোক। আমার নাম শুনলে ত আপনি চিনতে পারবেন না। আমি মফস্বলে থাকি। সম্প্রতি একটু কাযে কলকাতায় এসেছিলাম। আর্য্যশক্তিতে আপনার প্রবন্ধ প'ড়ে আপনার উপর বড়ই শ্রদ্ধা হয়ে গেছে। তাই ভাবলাম, একবার গিয়ে আলাপ ক'রে আসি। আপনি ক্ষণজন্মা পুরুষ।"

দেখিলাম, গ্রাহক হইবার গতিক নয়। একটু ক্ষুণ্ণ হইলাম, তবে তাহার স্তবে তুষ্টও হইলাম। একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিলাম,—"আমি সামান্য ব্যক্তি—সামান্য ক্ষমতা।"

সে বলিল,—"আপনার মত আর দু চার জন 'সামান্য ব্যক্তি' বাঙ্গালাদেশে থাকলে আর ভাবনা ছিল কি? অন্য লোকে কি মনে করে জানি নে, কিন্তু আমার ত বিশ্বাস—এই স্বদেশী আন্দোলনকে আর্য্যশক্তিই জাগিয়ে রেখেছে।"

আমি বলিলাম,—"সাধ্যমত দেশের একটু কায করতে চেষ্টা ক'রে থাকি।"

বাবুটি বলিল,—"আজকাল আর্য্যশক্তিই বোধ হয় বাঙ্গালার প্রধান মাসিকপত্র?"

একটু বিনয়সূচক হাস্য করিয়া বলিলাম,—"আমাদের কিছু বলা শোভা পায় না; তবে অনেকেই এখন এ কথা বল্‌ছেন বটে। গত সপ্তাহের 'বঙ্গদূত' দেখেছেন?"

"না—কি লিখেছে?'

"আমাদের পূজোর সংখ্যার একটা সমালোচনা করেছে"—বলিয়া দেরাজ হইতে 'বঙ্গদূত'খানি বাহির করিয়া বাবুটির হস্তে দিলাম। তাহাতে ঠিক ঐ কথাই ছিল—আর্য্যশক্তিই এখন বাঙ্গালার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মাসিকপত্র। তবে ও কথাটি বঙ্গদূত বলে নাই—আমি নিজেই বলিয়াছিলাম, কারণ, সমালোচনাটি আমারই স্বরচিত।

যুবক পাঠান্তে কাগজখানি টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল,—"বাঃ—বেশ লিখেছে। ঠিকই লিখেছে। আচ্ছা মশাই, কোন্ শ্রেণীর পাঠকের মধ্যে আর্য্যশক্তির বেশী প্রচার?"

আমি উৎসাহের সহিত বলিলাম,—"দেশের অধিকাংশ গণ্য-মান্য পদস্থ লোকেই আমাদের গ্রাহক। এ দিকে বর্ম্মা থেকে আরম্ভ ক'রে ও দিকে পেশোয়ার পর্য্যন্ত—যেখানেই বাঙ্গালী আছে—সেখানেই আর্য্যশক্তির আদর।"

কথাটা বিলক্ষণ অতিরঞ্জিত করিয়াই বলিলাম। আমরা যে কেবল কাগজে ছাপাইয়াই বিজ্ঞাপন দিই, এমন নহে—সুযোগ পাইলে মুখে মুখেও বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া থাকি।

লোকটি বলিল,—"তা ত হবেই—তা ত হবেই। আমরাও দেখেছি কি না—আর্য্যশক্তিতে এক একটা স্বদেশী প্রবন্ধ বেরিয়েছে—আর কলেজের ছেলেরা মেতে উঠেছে।"

"হ্যাঁ—কলেজের ছেলেদের মধ্যেও আমাদের যথেষ্ট গ্রাহক। আগে তত ছিল না। স্বদেশী প্রবন্ধগুলো যে সময় থেকে বেরুতে আরম্ভ করেছে—সেই সময় থেকে কলেজের ছেলেরা খুব গ্রাহক হচ্ছে।"

বাবুটি পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিয়া বলিল,—"আচ্ছা মনতোষবাবু, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?—আর্য্য[illegible] গ্রাহক কত হয়েছে?"

একটু চিন্তার ভাণ করিয়া বলিলাম,—"ঠিক মনে নেই।"

"দশ হাজারের বেশী বোধ হয়?"

ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া, যেন মনে মনে কত হিসাব করিতেছি, এরূপ ভাবটা দেখাইয়া বলিলাম,—"না—দশ হাজার এখনও উঠেনি।"

বাস্তবিকই উঠে নাই। অর্দ্ধেকও উঠে নাই। সিকি উঠিয়াছে কি না সন্দেহ। কিন্তু কেন জানি না, বাবুটি ধরিয়া লইল, দশ হাজার পুরিতে আর বেশী বিলম্ব নাই। বলিল—"উঃ—ন হাজারের উপর গ্রাহক। বোধ হয়, বাঙ্গালার আর কোনও মাসিকপত্রের গ্রাহক ন হাজার উঠেনি?"

একটু তাচ্ছীল্যের হাসি হাসিয়া বলিলাম,—"অর্দ্ধেকও নয়।"

লোকটি তখন ধীরে ধীরে পকেট হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিল। একটু কাসিয়া, একটু হাসিয়া,

সঙ্কোচের সহিত বলিল,—"আমি দুটি স্বদেশী প্রবন্ধ লিখেছি। এ দুটি—আর্য্যশক্তিতে ছাপাবার মত হবে কি?"—বলিয়া কাগজগুলি আমার সম্মুখে রাখিয়া দিল।

আমি মনে মনে হাসিয়া ভাবিলাম, "তাই বল! —তোমার উদ্দেশ্যটা এতক্ষণে বোঝা গেল। এত ধামড়াগেছে না ক'রে প্রথমে সোজাসুজি বল্লেই হ'ত! তোমার এ প্রবন্ধ যদি রাবিশ হয়, তুমি আমার কণজন্মা পুরুষ বলেছ বলেই কি আমি ছাপাব?"—প্রবন্ধ দুইটি তুলিয়া লইয়া পাতা উল্টাইয়া দেখলাম, শেষে স্বাক্ষর রহিয়াছে,—শ্রীরসিকমোহন সেনগুপ্ত। বলিলাম—"আচ্ছা, রেখে যান, সময়মত প'ড়ে দেখ্‌ব। যদি ছাপাবার উপযুক্ত হয়, তবে অবশ্যই ছাপা হবে।"

"কার্ত্তিকে বেরুবে কি?—অবশ্য যদি মনোনীত হয়?"

"কার্ত্তিকে?—কার্ত্তিকের কাপি ত একরকম ঠিক হয়ে গেছে। অগ্রহায়ণের আগে আর—"

লোকটি দাঁড়াইয়া উঠিয়াছিল। বলিল,—"আচ্ছা, দেখবেন। না হয় অগ্রহায়ণেই দেবেন। আজ আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে বাস্তবিকই বড় আনন্দ হ'ল, মনতোষবাবু। আপনার অনেকক্ষণ সময় নষ্ট ক'রে দিলাম, কিছু মনে করবেন না। এখন তবে আসি —নমস্কার।"

"নমস্কার"—বলিয়া আমি আসন ছাড়িয়া দুই ইঞ্চি পরিমাণ উঠিয়া আবার বসিলাম।

লোকটিও দ্বারের বাহির হইল,—আর সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশ করিল, আমার সহকারী সম্পাদক অবিনাশ। পূজা-সংখ্যার একটা ইংরাজি সমালোচনা লিখিয়া তাহা প্রকাশের জন্য অবিনাশকে কোনও দৈনিক সংবাদপত্রের আপিসে পাঠাইয়াছিলাম। প্রবেশমাত্র তাই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি হ'ল হে?"

অবিনাশ বলিল,—"কা'ল সকালে বেরুবে। আমি নিজে ব'সে থেকে কম্পোজ করিয়ে প্রুফ্ দেখে দিয়ে এসেছি। ও লোকটা কেন এসেছিল?"

"রসিক বাবু?"

"ওর নাম কি রসিকবাবু নাকি? আপনাকে তাই বলেছে বুঝি?"

"না, মুখে বলেনি, নিজের লেখা ব'লে এই দুটো প্রবন্ধ দিয়ে গেছে—নীচে সই রয়েছে শ্রীরসিকমোহন সেনগুপ্ত।"

অবিনাশ উত্তেজিতস্বরে বলিল,—"ওর মাথা! ওর চৌদ্দপুরুষেও কারু নাম রসিকমোহন সেনগুপ্ত নয়।"

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তবে ও কে?"

"ডিটেক্‌টিব। ওর নাম ভূপতি রায়।"

ভীত হইয়া বলিলাম,—"ডিটেক্‌টিব? বল কি! বোধ হয় ভুল করছ।"

অবিনাশ জোরের সহিত বলিল, —"হ্যাঁ, ও ডিটেক্‌টিব। আমি ওকে খুব চিনি। পঞ্চাশ দিন ওকে আমি লালবাজারে দেখেছি। কি বল্লে?"

শুনিয়া আমি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলাম। একে এই নূতন তালিকার গুজব তাহার উপর কতকগুলা অযথা মিথ্যা কথা বলিয়া আর্য্যশক্তির প্রতিপত্তি সম্বন্ধে উহার মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইয়া দিলাম। ও এখন তাহারও উপর পুলিসোচিত রঙ চড়াইয়া কি ভীষণ রিপোর্টই যে দাখিল করিবে, তাহা ভাবিয়া হৃৎকম্প উপস্থিত হইল।

অবিনাশ আমার মনের ভাব বুঝিতে পারিল। বেঞ্চিতে বসিয়া বলিল,—"কি সব কথাবার্ত্তা হ'ল, আমায় বলুন দেখি।"

যত দূর স্মরণ করিতে পারিলাম—সমস্ত কথা অবিনাশের নিকট ব্যক্ত করিলাম। শুনিয়া সে গালে হাত দিয়া বসিয়া রহিল। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"কাযটা ভাল হয় নি। যে দিন-সময়।"—টেবিল হইতে সেই কাগজগুলা উঠাইয়া লইয়া পাঠ করিতে লাগিল।

কিয়ংক্ষণ প্রবন্ধ দুইটি নীরবে পাঠ করিয়া শেষে বলিয়া উঠিল,—"দেখেছেন পাজির চালাকি!"

"কি?"

"আরে কি সর্ব্বনাশ!—এর নাম কি প্রবন্ধ? এ যে একেবারে আগুন! এই ছাপালেই হয়েছে আর কি! সঙ্গে সঙ্গে হাতকড়ি।"

"বল কি!"

"শুনুন না।"—বলিয়া প্রবন্ধদ্বয়ের কয়েকটা স্থান সে পড়িয়া পড়িয়া আমায় শুনাইল।

আমি বলিলাম,—"সর্ব্বনাশ! বোধ হয়, আমাদের ফাঁসাবার মৎলবেই প্রবন্ধ দুটো রেখে গেছে। দাও, ছিঁড়ে ফেলি।"—বলিয়া প্রবন্ধ দুইটি আমি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া ওয়েষ্টপেপার-বাস্কেটে ফেলিয়া দিলাম।

অবিনাশ বলিল,—"এ বেরুলে সত্য সত্য আমাদের বিরুদ্ধে ১২৪ ক—আর পাঁচটি বছর ক'রে শ্রীঘর।"

ওগুলো শুধু ছিঁড়ে ফেল্লে চল্‌বে না। একেবারে উনুনে ফেলে দিয়ে আসুন। কি জানি, যদি আমাদের আপিস খানাতল্লাসী করায়—ঐ টুকরোগুলো নিয়ে গিয়ে যোড়া দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে বিষম প্রমাণস্বরূপ দাঁড় করাবে।”

আমি বলিলাম,—“ঠিক বলেছ অবিনাশ! তাই বোধ হয় সে রাস্কেলের মৎলব।”—বলিয়া ছিন্নাংশগুলি সাবধানে সংগ্রহ করিয়া লইয়া, অন্তঃপুরে গিয়া সেগুলি জ্বলন্ত চুল্লীগর্ভে নিক্ষেপ করিলাম।

স্নান করিয়া পূজা আহ্নিক সারিয়া, জলযোগান্তে বাহিরে আসিয়া দেখি, অবিনাশ বসিয়া মাথা গুঁজিয়া একমনে কি লিখিয়া যাইতেছে। চারি পাঁচ তক্তা কাগজ লিখিয়া টেবিলের উপর ছড়াইয়া রাখিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম,—“হচ্ছে কি?”

“একটা প্রবন্ধ লিখছি।”

“কি প্রবন্ধ?”—বলিয়া লেখা কাগজগুলি উঠাইয়া পাঠ করিতে লাগিলাম, অবিনাশ ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের অসামান্য ন্যায়পরতা, অপার সদাশয়তা, আদর্শ প্রজা-বাৎসল্য প্রভৃতি সদ্‌গুণরাশির ব্যাখ্যা করিয়া দীর্ঘচ্ছন্দে একটি পরম রমণীয় স্তব রচনা করিয়াছে। যে সকল অপরিণামদর্শী অজ্ঞ লোক ঈদৃশ মহানুভব পিতৃমাতৃতুল্য গভর্ণমেণ্টের বিপক্ষতাচরণ করিতেছে, তাহাদিগকে যৎপরোনাস্তি গালি দিয়াছে। প্রবন্ধটি পড়িয়া আমি মনে মনে হাসিলাম। বুঝিলাম, সেই ডিটেক্‌টিবের কৌশল বিফল করিবার জন্য ইহা অবিনাশের উল্টা চাল। প্রবন্ধ শেষ করিয়া কাগজগুলি গুছাইয়া, কোণ মুড়িয়া সূতা গাঁথিয়া বলিল,—‘লিখে দিন মনোনীত—কার্ত্তিকের জন্য’—লিখে সই ক’রে দিন।”

আমি তাহাই লিখিয়া সহি করিয়া দিলাম। অবিনাশ আমার বুদ্ধি-বল—অবিনাশ আমার দক্ষিণ হস্ত। প্রবন্ধটি দেরাজের মধ্যে রাখিয়া অবিনাশ বলিল,—“বেলা হয়েছে, এখন তবে বাড়ী চল্লাম। স্নানাহার করি গে।”

আমি বলিলাম,—“ওহে, এক কায কর না। আজ এইখানেই স্নানাহার কর। কি জানি, যদি পুলিস-টুলিস এসে পড়ে, তুমি থাকলে অনেকটা ভরসা হয়।”

অবিনাশ আমতা আমতা করিয়া বলিল, “আজ ত আমার থাকবার যো নেই মনতোষবাবু! বাড়ীতে কুটুম্ব এসেছেন। আমি না গেলে—”

আমি বলিলাম,—“আচ্ছা, তা যাও, কিন্তু আজ ওবেলা একটু সকালে সকালে এস।”

“তা আসব”—বলিয়া সে প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অবিনাশ সেই যে গেল—আর তিন দিন ধরিয়া তাহার টিকিটিও দেখিতে পাইলাম না। এ তিন দিন অত্যন্ত ভয়ে ভয়ে কাটাইলাম পত্তি-পত্রে বিচ-লিত পত্রে—মনে হয় ঐ বুঝি পুলিস আসিল। গলির মোড়ে লাল পাগড়ি দেখিলেই কাঁপিয়া উঠি।

আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, জেলকে আমার এত ভয় কেন? কেন তাহা বলিতেছি। প্রথমতঃ জেলে ধর্ম্মবিচার নাই, জাতিবিচার নাই। আমি ব্রাহ্মণের ছেলে, ত্রিসন্ধ্যা না করিয়া জলগ্রহণ করি না। জেলে আমি সন্ধ্যা-আহ্নিক করিবার জন্য কুশাসনই বা পাইব কোথায়, একটু গঙ্গাজলই বা আনিয়া দেবে কে? আমি যাহার তাহার হাতে খাই না। এক, বাড়ীর লোক, কিংবা সুপরিচিত ব্যক্তি, যে নিঃসন্দিগ্ধভাবে ব্রাহ্মণ, তাহারই হাতে খাই। জেলে ত সে আব্দারটি আমার খাটিবে না! দ্বিতীয় কারণ—বিধবা হইতে আমার ব্রাহ্মণীর ঘোরতর আপত্তি। দীর্ঘকাল কারা-দণ্ড হইলে, আমি জীবিত অবস্থায় জেল হইতে যে বাহির হইব না, ইহা নিশ্চয়। আমার বয়স হইয়াছে, স্বাস্থ্যও তেমন ভাল নহে। জেলের অন্ন খাইয়া আমি কয় দিন বাঁচিব বলুন? আমি মরিয়া গেলে আমার ব্রাহ্মণীর দশাই বা কি হইবে, আর আমার নাবালক পুত্রকন্যাগুলিই বা দাঁড়াইবে কোথায়? এই দুইটি বাধার জন্যই জেলে যাওয়া আমার পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা, নচেৎ আমার মনে যে একটা অহেতুকী জেলভীতি আছে, তাহা আমি স্বীকার করি না। ইহা হীন ভয় নহে—সুদূরদর্শিতা পরিণামদর্শিতা।

যাহা হউক, রাম রাম বলিয়া ত তিন দিন কাটিয়া গেল, কোনও বিপদ ঘটিল না। খানাতল্লাসী হইবার হইলে এত দিন হইত। মনে কতকটা ভরসা পাইলাম।

চতুর্থ দিনে অবিনাশ আসিলে বলিলাম—“ছি হে, ক’দিন ছিলে কোথায়? আসনি যে?”

অবিনাশ বলিল—“আজ্ঞে, বাড়ীতেই ছিলাম। খানাতল্লাসী টল্লাসী কিছু হয় নি ত?”

"না। সেই ভয়ে আসতে না বুঝি ?"

"আজ্ঞে, ভয়ে নয়, ভবিষ্যৎ ভেবেই আসিনি। বুঝুন, যদি পুলিস আসত, আর আপনাকে আমাকে দুজনকেই ধ'রে নিয়ে যেত, তা হ'লে আর্য্যশক্তির কি দশা হ'ত বলুন দেখি ? কাগজখানি বন্ধ হয়ে যেত, আপনার এত বড় একটা কীর্ত্তি লোপ হ'ত, বঙ্গসাহিত্যের সমূহ ক্ষতি হ'ত।"

পরিণামদর্শিতা বিষয়ে অবিনাশ আমার উপযুক্ত শিষ্য। আর্য্যশক্তির প্রতি অবিনাশের অসাধারণ টান। কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে কাগজের প্রতি একটু কম এবং আমার প্রতি তাহার একটু বেশী টান দেখিলেই মনটা যেন খুসী হইত।

অবিনাশ মুখখানা হাঁড়ি করিয়া বলিল,—"আবার ত একটা গুজব শুনে এলাম।"

"আবার কি শুনলে ?"

"নূতন তালিকায় সাহিত্যবিভাগ থেকে তিনটে নমিনেশন যাচ্ছে। একজন বড় কবি, একজন বড় মাসিক সম্পাদক, আর একজন বড় দৈনিক-সম্পাদককে ডিপোর্ট করা হবে। শেষের নামটি সর্ব্ববাদিসম্মতভাবে স্থির হয়ে গেছে। কিন্তু এ দেশে সব চেয়ে বড় কবি কে, এবং সব চেয়ে প্রধান মাসিকপত্র কোন্‌টি, এই নিয়ে কাউন্সিলে মতভেদ উপস্থিত হয়েছে—বাদানুবাদ চলছে।"

আমি বলিলাম—"তাতে আর আমাদের ভয় কি ? ধরতে হয় কেদার মিত্তিরকে ধরুক। ওদের আকারও আমাদের চেয়ে বড়, ছবিও আমাদের চেয়ে বেশী ছাপে, গ্রাহকসংখ্যাও অনেক বেশী প্রায় আমাদের ডবল। কেদার মিত্তিরের 'ধূমকেতু'র কাছে কি আমাদের 'আর্য্যশক্তি ?' আমাদের 'আর্য্যশক্তি'কে কেই বা পোঁছে ?"

অবিনাশ গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল,—"সে ত ঠিক কথাই—কিন্তু আমরা যে ঢাক পিটিয়ে বেড়িয়েছি কি না যে, আমাদেরই গ্রাহক সব চেয়ে বেশী—প্রতিপত্তি সব চেয়ে বেশী। এটা কতকটা আসামীর স্বীকারোক্তি গোছ হয়ে পড়েছে, বুঝছেন না ?"

শুনিয়া আমার বুকের ভিতরটা গুর্ গুর্ করিয়া উঠিল। কিন্তু মৌখিক সাহস দেখাইয়া বলিলাম,—"বিজ্ঞাপনের কথা ছেড়ে দাও। বিজ্ঞাপনে কে কি না লেখে ? এই যে তুমি তোমার কেতাবের বিজ্ঞাপনে কি মানে ছাপাচ্ছ—বিষবৃক্ষের পর এমন উপন্যাস আর প্রকাশিত হয় নাই,—লোকে ভুলছে ? কেউ ত কিনছে না। গভর্ণমেণ্ট কি আর এমনই নির্ব্বোধ যে,বিজ্ঞাপন দেখে ভুলে যাবে ?—কুই কাৎলা কেদার মিত্তিরকে ছেড়ে চুনোপুঁটি আমাকে ধরবে ?"

"শুধু ত বিজ্ঞাপনে নয়, আপনি ভূপতি রায়কেও ত ঐ রকম সব কথা বলেছেন কি না !"

আমি মনের ভাব চাপিয়া বলিলাম,—"হ্যাঃ, ভূপতি রায় ত ভারি একটা লোক—তার কথা অমনি গবর্ণমেণ্ট শুনলে আর কি ! তার রিপোর্টের যদি কোনও ভেলু থাকত—তা হ'লে সেই দিনই আমাদের আপিস থানাতল্লাসী হ'ত না ?"

অবিনাশ সংশয়ের স্বরে বলিল,—"তা বটে।"

কাযকর্ম্ম যাহা ছিল, তাহা সারিয়া অবিনাশ বেলা দশটার সময় বাড়ী গেল। অন্যদিন বিকালে তিনটার সময় আসে এ দিন আর আসিল না। তাহার এই অনিয়ম দেখিয়া আমি মনে মনে একটু বিরক্ত হইলাম।

সন্ধ্যাবেলা অবিনাশ আসিয়া বলিল,—"না—কোনও ভয়ের কারণ নেই। আপনি নিশ্চিন্ত হোন্।"

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কেন, নূতন কিছু শুনলে নাকি ?"

অবিনাশ বলিল,—"শ্যামবাজারে বেণীমাধববাবু থাকেন, জানেন ত ? বড় বাবু—পাঁচশো টাকা মাইনে পান। আপনার যদি ডিপোর্টেশনই স্থির হয়ে থাকে, তবে আর কেউ জানতে পারবার আগে তিনি জানতে পারবেন। তাই মনে করলাম—যাই, গিয়ে কৌশলে সংবাদটা নিই।"

"তোমার সঙ্গে আলাপ ছিল ?"

"আজ্ঞে না। আলাপ থাকলে ত অসুবিধেই হ'ত। কৌশলে কথা বের ক'রে নেবার মৎলবে গিয়েছিলাম কি না। দেখলাম—তিনি কখনও আপনার নামও শোনেন নি—আর্য্যশক্তি ব'লে যে একখানি কাগজ আছে, তাও জানেন না। আমরা যা ভয় করেছি, যদি তা হ'ত, তা হ'লে এত দিন এ সম্বন্ধে কত চিঠিপত্র, কত মন্তব্য ওঁর হাত দিয়ে যেত—আপনার নাম, আর্য্যশক্তির নাম বেশ ভাল রকমই জানতে পারতেন। তাই একটা ফন্দি করলাম।"

কৌতূহলে উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিলাম,—"কি—কি—কি ? বল—বল—বল ত !"

অবিনাশ তখন আরম্ভ করিল,—"বাবুটির কাছে

গিয়ে আমি বল্লাম—'আমাকে মনতোষবাবু আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।' –তিনি বল্লেন—'কোন্ মনতোষবাবু?'—আমি বল্লাম, 'যাঁর আর্য্যশক্তি।'—তিনি বল্লেন—'পেটেন্ট ওষুধ বুঝি? তা বাপু, পেটেন্ট ওষুধ সম্বন্ধে আমার তেমন বিশ্বাস নেই।' আমি বল্লাম,—'না, পেটেন্ট ওষুধ নয়—আর্য্যশক্তি মাসিক পত্রিকা।' —তিনি বল্লেন—'মাসিক পত্রিকা?—না, আমারই ভুল হয়েছে। সে ওষুধটার নাম আর্য্যশক্তি নয়—শক্তিচূর্ণ। তা, প্রাণতোষবাবু কি বলেছেন?'—আমি বল্লাম—'প্রাণতোষবাবু নয়—মনতোষবাবু। তিনি আর্য্যশক্তির সম্পাদক। তিনি আপনাকে এই কথা ব'লে পাঠালেন—আপনি হচ্ছেন আপিসের বড়বাবু, যদি আপনাদের আপিসে আর্য্যশক্তির গোটাকতক গ্রাহক ক'রে দেন, তবে বড় উপকার হয়। আর আপনি নিজেও যদি গ্রাহক হন। আর্য্যশক্তি খুব ভাল কাগজ—প্রতি-মাসে ঠিক পয়লা তারিখে প্রকাশিত হয়। আজকালকার যিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক –অনাদি বাবু—তাঁরই উপন্যাস বিদায়বাণী মাসে মাসে আর্য্যশক্তিতে বেরুচ্ছে। দামও বেশী নয়—বছরে তিনটি টাকা।' –বাবুটি বল্লেন –'সে ত বুঝলাম, কিন্তু আমি একখানা মাসিকপত্র নিই যে। তার নামটা কি ভাল—হাঁা, ধূমকেতু। তা বাপু, সেইখানাই প'ড়ে ওঠবার সময় পাইনে—আবার নতুন মাসিকপত্র নিয়ে কি করব বল? আর, আমার আপিসের বাবুদের সম্বন্ধে, আমার বলাটা ভাল দেখায় কি? তার চেয়ে বরং বেলা ছুটোর সময় বাবুরা যখন টিফিনঘরে তামাক খেতে নামে, সেই সময় সেইখানে গিয়ে তুমিই তাদের ধর –কিছু ফল হলেও হ'তে পারে।' "আমি তখন একটু ক্ষুণ্ণস্বরে বল্লাম—'যে আজ্ঞে নমস্কার।'—ব'লে চ'লে এলাম।"

শুনিয়া বুকটা একেবারে হাল্কা হইয়া গেল। অবিনাশের বুদ্ধিকৌশলকে মনে মনে শত ধন্যবাদ দিলাম। এত খুসী হইলাম,—আজ যদি সে অবিবাহিত থাকিত, আমি তাহাকে নিজ জামাতা করিবার প্রস্তাব করিতাম। সে উপায় না থাকায়, রাত্রে খাইবার জন্য তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলাম—এবং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পোলাও রাঁধাইবার বন্দোবস্ত করিয়া আসিলাম।

বসিয়া বসিয়া দুই জনে নানা বিষয়ে কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। পশ্চিম-ভ্রমণ সম্বন্ধে তাহার সাহায্যে একটি প্রোগ্রামও স্থির করিয়া ফেলিলাম। দেখিলাম, তাহারও ষোল আনা ইচ্ছা—আমার সঙ্গে যায়। বলিলাম—"তুমিও যাবে?"

সে বলিল—"যাবার ত খুবই ইচ্ছে। 'কিন্তু পাথেয় নাস্তি'।"

আমি উৎসাহের সহিত বলিলাম,—"কুছ্ পরোয়া নেই। খরচ আমার। তুমি চল।"

পরদিন বম্বে মেলে আমরা যাত্রা করিব, স্থির রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যাত্রা করিবার সময় ছোট খুকী হাঁচিল। আমি আবার বসিয়া, নিঃশেষিত হুঁকাটি মুখে দিয়া টানিতে লাগিলাম। ব্রাহ্মণী বলিলেন, –"ও কিছু নয়—সর্দ্দির হাঁচি।"

আপিসের সম্মুখে গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। জিনিষ-পত্র উঠিয়াছে। আমি আবার যাত্রা করিয়া বাহির হইলাম। সিঁড়ি নামিবার সময় ছাতার বাঁটটা গেল কপাটের আংটায় আটকাইয়া!

আবার ফিরিয়া গিয়া বসিলাম। এক গেলাস জল খাইলাম। দুইটা পাণ মুখে দিলাম। দিয়া, দুর্গা দুর্গা বলিয়া সাবধানে বাহির হইয়া, গাড়ীতে চড়িলাম। আমার পাচক চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বৃহৎ এক ক্যাম্বিসের ব্যাগ হাতে করিয়া কোচবাক্সে গিয়া বসিল। সে আমার সঙ্গে যাইবে। অবিনাশ বাড়ী হইতে সোজা ষ্টেশনে গিয়া জুটিবে, পরামর্শ ছিল।

টিকিট পূর্ব্বেই কেনা ছিল। মধ্যম শ্রেণীতে গিয়া আরোহণ করিলাম। অবিনাশ উপরের বঙ্কে উঠিয়া নিদ্রার আয়োজন করিল। আমি নীচের বেঞ্চিতে ম্লানমুখে বসিয়া রহিলাম।

মনটা বড় ভাল ছিল না। এক ত গৃহ ছাড়িয়া কোথাও যাইতে হইলেই বাঙ্গালীর মন খারাপ হইয়া যায়। তাহার উপর যাত্রাকালে দুই-দুই-বার বাধা পড়িল। ভাবিতে লাগিলাম—কি অদৃষ্টে আছে, ভগবান্ই জানেন। হয় ত নূতন তালিকায় আমার নাম উঠিয়াছে—সেই বিদেশ হইতেই ছোঁ মারিয়া আমায় তুলিয়া লইয়া যাইবে। বেণীমাধববাবু হয় ত অবিনাশের সঙ্গে ছলনা করিয়াছেন—আমার ও আমার কাগজ সম্বন্ধে যে ভদ্রতার পরিচয় দিয়াছেন—তাহা

ভিনয়মাত্র। কিংবা হয় ত বড়সাহেব স্বয়ং স্বহস্তে গোপনে এ সকল বিষয় লেখালিখি করিতেছেন—বড়বাবুকে জানিতে দেন নাই। তাহাই যদি না হইবে, তবে খুকীই বা হাঁচিবে কেন—এবং ছাতা আটকাইয়া যাইবারই বা কারণ কি?

ভাবিয়াই বা ফল কি? অদৃষ্ট ছাড়া ত পথ নাই—অদৃষ্টে যাহা আছে, তাহাই হইবে। এই বলিয়া মনকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু দুশ্চিন্তা কিছুতেই ছাড়িল না।

পরদিন প্রাতে গয়ায় নামিলাম। সেখানে দুই দিন থাকিয়া, পিতৃকার্য্য সম্পন্ন করিয়া এলাহাবাদ যাত্রা করিলাম। এলাহাবাদে বেণীঘাটে স্নান করিয়া, অক্ষয়বট দেখিয়া, সহর প্রদক্ষিণ করিয়া, তৃতীয় দিন দ্বিপ্রহরের পাঞ্জাব মেলে কানপুর যাত্রা করিলাম। কানপুরে দুই দিন থাকিয়া আগ্রায় যাইব। এলাহাবাদে একজন আগ্রার তোতারামের হোটেলের কথা আমাকে বলিয়া দিয়াছিল। ছাড়িবার পূর্ব্বে কলিকাতায় আমার ম্যানেজারকে লিখিয়া দিলাম—জরুরি চিঠিপত্র যেন আগ্রা তোতারামের হোটেলের ঠিকানায় পাঠাইয়া দেয়—সেখানে তিন চারি দিন অবস্থান করিব।

কানপুর দেখিয়া, বিকেলের মেলে আগ্রা যাত্রা করিলাম। তুণ্ডলায় গাড়ী বদল করিয়া, রাত্রি সাড়ে দশটার সময় আগ্রাফোর্ট ষ্টেশনে পৌছিলাম। তোতারামের হোটেল খুঁজিয়া লইতে কোনও কষ্ট হইল না—তাহাদের লোক গাড়ীর সময় ষ্টেশনেই দাঁড়াইয়া থাকে।

তোতারামের দুইটি বাড়ী আছে—একটি একতলা, অপরটি দ্বিতল। একতলা বাড়ীতে প্রতি কামরায় দুই তিন জন যাত্রীর স্থান, দৈনিক এক টাকা করিয়া ভাড়া। দ্বিতল বাড়ীতে একটি করিয়া স্বতন্ত্র কামরা পাওয়া যায়, দৈনিক ভাড়া দুই টাকা করিয়া, উপরেই কল পাইখানা আছে, স্বতন্ত্রভাবে রন্ধনের স্থান আছে। আমরা সেই দ্বিতল বাড়ীতে গিয়াই উঠিলাম।

পরদিন প্রাতে বাহির হইয়া, সহর ও জুম্মা মস্‌জিদ্‌ দেখিলাম। দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর কেল্লা দেখিবার ইচ্ছা ছিল। শুনিলাম, স্বদেশী হইয়া অবধি বাঙ্গালীকে আর সহজে কেল্লা দেখিবার পাস দেয় না। তথাপি গাইড্‌ বলিল, একটা দরখাস্ত লিখিয়া দিন—আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।

চেষ্টা করিতে করিতে বেলা চারিটা বাজিয়া গেল—পাস মিলিল না। দিনটা বৃথাই গেল।

পরদিন আহারের পূর্ব্বে তাজ এৎমাদ্দৌলা-পা এবং অপরাহ্নে সিকান্দ্রা দেখিবার পরামর্শ করা গেল। তৎপরদিন এক্কা করিয়া ফতেপুরশিক্রী যাওয়া যাইবে।

যথাপরামর্শ, বেলা সাতটার পর ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া তাজমহল দেখিতে বাহির হইলাম।

ফটকের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখি, বাগানের ভিতর কিছু দূরে এক জন বাঙ্গালী বাবু বেড়াইতেছে। আমাদের দেখিয়া লোকটা দাঁড়াইল—আমাদের দিকে চাহিয়া রহিল।

আমরা ধীরে ধীরে তাজমহলের দিকে অগ্রসর হইলাম। সে লোকটিও, যেখানে ছিল, সেখান হইতে বাগানে বাগানেই অগ্রসর হইয়া, তাজের পাদদেশে আমাদের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। দেখিলাম, তাহার বয়স অনুমান পঞ্চত্রিংশৎ বর্ষ, দীর্ঘাকার, হস্তপদাদির অস্থিগুলি সুপুষ্ট, বক্ষঃস্থল প্রশস্ত। চোখে সোনার চশমা, মোটা মোটা গোঁফ, ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। তাহাকে দেখিয়াই কেমন আমার ধারণা জন্মিল সে পুলিসের লোক।

কিন্তু সে আমাদের কিছু বলিল না। একটু যেন মনোযোগের সহিত আমাকেই দেখিতে লাগিল—অবিনাশের প্রতি দৃক্‌পাতও করিল না।

আমরা জুতা খুলিয়া উপরে উঠিলাম। দ্রষ্টব্য স্থানগুলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিলাম। সে লোকটিও প্রায় আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই রহিল।

উপরে নকল, নিম্নে আসল সমাধি দর্শন করিয়া, ইতস্ততঃ বেড়াইতে লাগিলাম। পশ্চাতের একটা মিনারেটের পাদদেশে পৌছিয়া লোকটিকে আর দেখিতে পাইলাম না। এই সুযোগে অবিনাশের হাত ধরিয়া তাহাকে ভিতরে টানিয়া লইলাম,—বলিলাম—"এস, উপরে উঠি।"

বহু পরিশ্রমে সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া উপরে উঠিলাম। তথাকার বিশুদ্ধ মৃদু বায়ু মধুর লাগিতে লাগিল। বসিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলাম,—সে লোকটিকে কোথাও দেখিলাম না।

বায়ুসেবনে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইবার পর অবিনাশকে বলিলাম,—"কে হে লোকটা, আমাদের পানে কট্‌মট্‌ ক'রে চাইতে লাগল?"

অবিনাশ গম্ভীরভাবে বলিল,—"পুলিসের লোক।"

"কি ক'রে জানলে?"

"ওর কপালে, চুলের ঠিক আধ ইঞ্চি নীচে—একটা লাল গোল দাগ দেখেছেন?"

গিয়ে আসি—আমি অত লক্ষ্য করিনি।”

কা’ “আমি করেছি। পুলিস-ক্যাপের দাগ। ওদের সরকারী টুপীগুলো ভারি টাইট্ হয় কি না।”

শুনিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম। একটু পরে বলিলাম,—“আমাকেই ধরতে এসেছে না কি?”

“হ’তে পারে—নাও হ’তে পারে। পুলিসের লোক কি আর পশ্চিমে বেড়াতে আসে না?—তাজমহল দেখে না?”

আমি মনকে বুঝাইবার ছলে বলিলাম,—“বেড়াতেই এসেছে বোধ হয়,—কি বল অবিনাশ?”

সে গম্ভীরভাবে বলিল,—“আশ্চর্য্য কি!”

সঙ্গে সঙ্গে দেখিলাম,—লোকটা আবার বাগানে গিয়াছে। অবিনাশের গা টিপিয়া ইসারা করিয়া তাহাকে দেখাইলাম।

লোকটা এক স্থানে দাঁড়াইয়া একদৃষ্টে তাজমহলের দিকে চাহিয়া রহিল। পরে দৃষ্টি ঊর্দ্ধে, আরও ঊর্দ্ধে তুলিয়া একে একে মিনারেটের মস্তকগুলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। ক্রমে পকেট হইতে বাইনকুলার দূরবীণ বাহির করিয়া আমাদের প্রতিই লক্ষ্যস্থাপন করিল।

তাহার এই আচরণে আমি শিহরিয়া উঠিলাম। অবিনাশ বলিল,—“গতিক ভাল নয়।”

গতিক যে ভাল হইবে না,—যখন খুকী হাঁচিয়াছিল, আমি তখনই জানিতে পারিয়াছিলাম।

আমার যেন কান্না পাইতে লাগিল।—“কি করা যায় হে?”—বলিয়া আমি অবিনাশের হাত চাপিয়া ধরিলাম।

“এখানে ব’সে থাকি আসুন। ও লোকটা চ’লে গেলে তখন আমরা নামব।”

লোকটা বেশীক্ষণ রহিল না। মিনিট দশ পনেরো ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইয়া, ফটক দিয়া বাহির হইয়া গেল।

আমরা অর্দ্ধঘণ্টা কাল অপেক্ষা করিয়া নামিলাম। ফটকের বাহির হইয়া গাড়ীর নিকটে গিয়া দেখি, কোচম্যান্ কোচবাক্সে হেলান দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তাহাকে জাগাইয়া, এৎমাদ যাইতে আজ্ঞা দিয়া আমি গাড়ীতে উঠিতেছি,—এমন সময় দেখি, নিকটস্থ ছবির দোকান হইতে খানকতক ছবি হাতে করিয়া লোকটা বাহির হইল। গাড়ী ছুটিল। মনে মনে আশা করিতে লাগিলাম, ও বোধ হয় আমাদের দেখিতে পায় নাই।

অবিনাশকে অন্যমনস্ক দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—“কি ভাবছ হে?”

সে বলিল,—“কপালে দাগ আছে ব’লেই যে পুলিসের লোক—এমন কিছু স্থিরতা নেই। যারা ইংরাজি কোট-প্যান্টালুন পরে, শক্ত হ্যাট মাথায় দেয়, তাদেরও কপালে ও রকম দাগ হয়ে যায়! সেই কথা আমি ভাবছিলাম।”

“তবে বাইনকুলার কষে আমাদের দেখছিল কেন?”

“আমাদের দেখছিল কি তাজমহলের শোভা দেখছিল, তাই বা কে জানে?”

“হ’তে পারে।”—বলিয়া আমিও গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিলাম।

অর্দ্ধঘণ্টা পরে এৎমাদে পৌছিয়া, দেখিয়া বেড়াইতেছি,—এমন সময় পশ্চাতে জুতার শব্দ শুনিতে পাইয়া ফিরিয়া দেখিলাম —সেই মূর্ত্তি। বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল। এবার লক্ষ্য করিলাম,—অবিনাশ যাহা বলিয়াছে, তাহাই—কপালের ঊর্দ্ধদেশে একটি পরিষ্কার লাল গোল দাগ রহিয়াছে। অবিনাশের পর্য্যবেক্ষণশক্তিতে চমৎকৃত হইলাম।

সরিয়া সরিয়া লোকটার নিকট হইতে দূরে চলিয়া গেলাম। এৎমাদের গঠন-সৌন্দর্য্য, কারুকার্য্য, কিছুই আর ভাল লাগিল না। অবিনাশকে বলিলাম, “চল হে বাসায় যাই।”

“চলুন।”—বলিয়া অবিনাশ আমার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইল। যখন ফটক পার হইতেছি, তখন একবার পিছু ফিরিয়া চাহিলাম,—দেখিলাম, লোকটা এৎমাদের বারান্দায় দাঁড়াইয়া আমাদের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে। গা টিপিয়া অবিনাশকে বলিলাম,—“কি হে—এবার কিসের শোভা দেখছে?”

অবিনাশ বলিল,—“গতিক ভাল নয়।”

হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া স্নানাদি করিলাম। আহারে বসিলাম ঐ মাত্র। কিছুই খাইতে পারিলাম না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আহারাদির পর অবিনাশকে বলিলাম—“ওহে, সিকান্দ্রায় যাওয়া যাবে কি? লোকটা যে রকম পিছু নিয়েছে, সেখানেও যদি যায়?”

অবিনাশ বলিল—"আমাদের পিছু নিয়েছে কি দুটো যায়গায় আমরা ঘটনাক্রমে একত্র হয়ে গেছি, তার ঠিক কি? যে আগ্রা দেখতে আসে, এই সবই ত দেখে।"

"যদি আমরা সিকান্দ্রায় গিয়েও দেখি—সে আমাদের সঙ্গ নিয়েছে?"

"তা হ'লে একটু চিন্তার কারণ বটে। সিকান্দ্রা এখান থেকে ছ মাইল দূর—সেখানেও যদি ঠিক আমাদের সঙ্গেই পৌঁছে যায়, তা হ'লে ঘটনাক্রমের থিয়োরিটা একটু দুর্ব্বল হয়ে পড়ে বৈ কি।"

আমি বলিলাম—"বিশেষ দুর্ব্বল হয়ে পড়ে।"

যাহা হউক, বেলা আড়াইটার সময় সিকান্দ্রা যাত্রা করিলাম। সেখানে পৌঁছিয়া কোথাও লোকটিকে দেখিতে পাইলাম না। হাঁফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

সন্ধ্যার সময়ে হোটেলে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম শরীর অত্যন্তই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। মন হইতে দুশ্চিন্তা কিয়ৎপরিমাণ অপসৃত হওয়াতে ক্ষুধাও বেশ চাগিয়া উঠিল। চক্রবর্ত্তীকে বলিলাম—"এখন রান্না আরম্ভ করলে খেতে রাত্রি দশটা বেজে যাবে। তার চেয়ে বাজার থেকে লুচি, কচুরী, আচার, রাবড়ী এই সব কিনে আন, খেয়ে সকাল সকাল শুয়ে পড়ি।"

আহারাদি শেষ করিয়া, আটটার পূর্ব্বেই শয়ন করিলাম। ঘরে একটা লণ্ঠন জ্বলিতে লাগিল।

অবিনাশ ত দশ মিনিটের মধ্যেই নাসিকা-গর্জ্জন আরম্ভ করিল। ভাবিলাম—সুখী তাহারা, যাহারা বিখ্যাত নহে—যাহাদের ডিপোর্টেশনের ভয় নাই।

এ পাশ ও পাশ করিতে লাগিলাম—আমার আর নিদ্রা কিছুতেই আসে না। রাত্রি যখন আন্দাজ সাড়ে আটটা—তখন শুনিতে পাইলাম—বাহিরের বারান্দায় দুই জন লোক চাপা গলায় কি কথাবার্ত্তা কহিতেছে। "মনতোষবাবু" নামটা কানে যাইবামাত্র—কান খাড়া করিয়া রহিলাম।

কথাবার্ত্তা পূর্ব্বমত চলিতে লাগিল—কিন্তু কোনও কথা আর ধরিতে পারিলাম না। নিঃশব্দে উঠিয়া, দ্বারের কাছে গিয়া ছিদ্রপথে বাহিরে চাহিলাম। বারান্দায় বাতি জ্বলিতেছে—দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে—হোটেলওয়ালা এবং সেই!

ভয়ে আমার অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। হাত-পা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

হোটেলওয়ালা কথা কহিতে কহিতে আমার বদ্ধ দ্বারের পানে দুইবার অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিল।

হায় অবিনাশ!—তোমার সেই ঘটনাক্রমের থিওরি এখন কোথায় গেল? হোটেলওয়ালা বলিল—"এখন বাবুকে উঠাইব কি?"

সে বলিল—"না। কা'ল ভোরে আবার আমি আসিব। আমার এখন কায আছে।"

"হুজুর কোথায় টিকিয়াছেন?"

"পুলিস আপিসের হেডক্লার্ক গঙ্গাধরবাবুকে জান?"

"নাম শুনিয়াছি।"

"সেইখানে আছি। দেখ—আমার কোন কথা বাবুকে যেন বলিও না—খবর্দ্দার। বুঝিলে?"

"না হুজুর—যখন বারণ করিতেছেন, তখন বলিব কেন? আদাব।"

লোকটি চলিয়া গেল।

আমার দুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া অবিনাশকে উঠাইলাম। তাহাকে সকল কথা বলিলাম।

শুনিয়া সে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

ভগ্নস্বরে বলিলাম—"ও অবিনাশ!—কিছু বলছ না কেন? এখন উপায় কি?"

অবিনাশ সংক্ষেপে বলিল—"পালান।"

আমি ব্যাকুলভাবে বলিলাম—"ও যে আমায় ধরতে এসেছে, তাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কি বল অবিনাশ—অ্যাঁ?"

অবিনাশ বলিল—"যখন সে পুলিস-হেডক্লার্কের বাড়ীতেই অতিথি—তখন নিশ্চয়ই সে কলকাতার ডিটেক্‌টিব। ওর কোনও কথা আমাদের বলতে হোটেলওয়ালাকে যে বারণ ক'রে গেল, তাতেই বেশ বোঝা যাচ্ছে, ওর কুমৎলব আছে—পাছে জানতে পেরে আপনি পালিয়ে যান। ভোরবেলা এসে বাড়ী ঘেরাও করবে—এই বেলা স'রে পড়ুন।"

"কোথা পালাই?"

"যেখানে হয়। এখানে থাকলে কা'ল সকালে এসেই কাঁক্ ক'রে ধ'রে ফেলবে। হাওয়া গাড়ী ক'রে একবারে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। দু দণ্ড রাত্রি থাকতে কানেষ্টবল দিয়ে বাড়ী ঘেরাও ক'রে রাখবে।"

"পালাতে বলছ—পালিয়ে পালিয়ে কত কাল

বেড়াব অবিনাশ!"—বলিতে বলিতে আমার চক্ষু দিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।

"আপনি ত আর খুন করেন নি যে, যখনই ধরবে, তখনই ফাঁসি দেবে! এখন যদি দু এক বছর গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারেন—তার পর এ সব স্বদেশীর গোলমাল থেমে থুমে গেলে—আর আপনাকে ধরতে চাইবে না।"

বসিয়া বসিয়া অকূল সমুদ্র ভাবিতে লাগিলাম—আর কোঁচার খুঁটে বারংবার চক্ষু মুছিতে লাগিলাম। এই বয়সে কোথায় পলাইয়া বেড়াইব? খাইবই বা কি? অবিনাশকে সেই কথা বলিলাম।

সে সান্ত্বনার কোমল স্বরে বলিল—"আপনি নাম ভাঁড়িয়ে আমায় চিঠি লিখবেন। আমি আর্য্যশক্তির তবিল থেকে আপনাকে টাকা পাঠিয়ে দেব—যেখানে যখন থাকবেন। তবে আপনাকে একটা কৌশল করতে হবে।"

"কি?"

অবিনাশ একটু চিন্তা করিয়া ধীরে ধীরে বলিল—"আপনি আজ পালান—আমি কালই কলকাতায় চ'লে যাই। সেখানে গিয়ে আমি লোককে বলব, আপনি দিল্লী গেছেন—দু চার দিন পরে ফিরবেন। সপ্তাহখানেক পরে, যেখানে আপনি থাকবেন, সেখান থেকে একটা কাল্পনিক প্রেরকের নাম দিয়ে আমায় একখানা টেলিগ্রাম ক'রে দেবেন—যেন হঠাৎ আপনার কলেরায় মৃত্যু হয়েছে।"

কথাটা শুনিয়া আমার গা কাঁটা দিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তাতে কি ফল হবে?"

অবিনাশ গম্ভীরভাবে বলিল—"ফল দু রকমের আশা করছি। প্রথমতঃ,—আপনি ম'রে গেছেন শুনলে, গবর্ণমেণ্ট আপনার নামে ওয়ারেণ্ট বন্ধ ক'রে দেবে—ধরা পড়বার ভয় আর থাকবে না। দ্বিতীয়তঃ—আপনার মৃত্যু উপলক্ষে সভাটভা ক'রে, প্রবন্ধ লিখে, জীবনচরিত্র ছাপিয়ে এইটে প্রচার ক'রে দেব যে, আপনি কিছুই রেখে যেতে পারেন নি—আপনার অনাথা বিধবা আর অসহায় পুত্রকন্যাদের ভরণপোষণের আর কোনই উপায় নেই—আর্য্য-শক্তির আয়ই একমাত্র সম্বল—আর্য্য-শক্তির গ্রাহকসংখ্যা অন্ততঃ দ্বিগুণ না হ'লে তাদের অনশনে প্রাণত্যাগ করতে হবে। এই রকম ফন্দি ক'রে কিছু গ্রাহক বাড়িয়ে নেব।"

অবিনাশের বুদ্ধি দেখিয়া স্তম্ভিত হইলাম। একটু ভরসাও পাইলাম। বলিলাম—"আমার দেরাজে আমার ফটোগ্রাফ আছে। বাড়ীর ভিতর থেকে চেয়ে নিয়ে, আমার জীবনচরিতের সঙ্গে সে ছবিও একখানা ছেপে দিও। কিন্তু মরার খবর দেবে বলছ,—বাড়ীর লোক কেঁদে কেটে অস্থির হবে যে?"

"গোপনে তাঁদের ব'লে দেব এখন। তবে লোক-দেখান একটু কান্নাকাটি করতে হবে বৈ কি।"

আমি বলিলাম,—"তা যেন হ'ল। কিন্তু বছর দুই পরে যখন আমি বেরুব—তখন লোকে কি বলবে?"

অবিনাশ বলিল,—"তখন এই সংবাদ প্রচার করা যাবে যে, কয়েক জন দুর্বৃত্তের ষড়যন্ত্রে হঠাৎ আপনি ধৃত হয়ে তিব্বতে কিংবা চীনে—ঐ রকম একটা যায়গায় নীত হয়েছিলেন, এখন মুক্তি পেয়ে স্বদেশে ফিরে এসেছেন। অমুক সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক ভাবে আপনার এই দুই বৎসরের আত্মচরিত বেরুবে—সে কাহিনী পাঠ ক'রে পাঠক যুগপৎ হর্ষে, ক্রোধে ও বিস্ময়ে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠবেন—তা শত উপন্যাসের ঘনীভূত নির্য্যাস—এই সব ব'লে-টলে আরও খুব এক চোট গ্রাহক বাড়িয়ে নেওয়া যাবে।"

"তার পর?"

"সে রকম একখানা উপন্যাস আমি ইতিমধ্যে রচনা ক'রে রাখব এখন, তাই আপনার বেনামীতে মাসে মাসে ছাপা যাবে।"

ভাবিলাম, ভাগ্যিস্ অবিনাশকে সঙ্গে আনিয়াছিলাম, নহিলে এ সব বুদ্ধি কে দিত! আমার ত বুদ্ধি-শুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলাম—"তা যেন হ'ল, এখন পালাবার উপায় কি বল দিকিন?"

"উপায় ব'লে দিচ্ছি।"—বলিয়া অবিনাশ টাইম্-টেবিল বাহির করিল। লণ্ঠনটা উজ্জ্বল করিয়া দিল। কিয়ৎক্ষণ ঝুঁকিয়া টাইম্-টেবিলের পাতা উল্টাইয়া বলিল—"আচ্ছা, ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে পৌনে দশটার সময় একখানা প্যাসেঞ্জার ছাড়বে; সেখানা সিটি ষ্টেশনে দশটা তিন মিনিটে পৌঁছুবে, উনিশ মিনিটে ছাড়বে। সিটিতে গিয়ে আপনি সেই গাড়ী ধরুন। তুণ্ডলায় রাত্রি এগারোটায় পৌঁছুবেন। সেখান থেকে বারোটার সময় পশ্চিম যাবার এক এক্সপ্রেস আছে। তাতে চ'ড়ে লম্বা দিন।"

"তার পর, কা'ল সকালবেলা পুলিস এলে তোমায় ত জিজ্ঞাসা করবে। তুমি কি বলবে?"

"বলব—আপনি কলিকাতা চ'লে গেছেন। ওরা বড় বড় ষ্টেশনে আপনাকে ধরবার জন্তে টেলিগ্রাফ ক'রে দেবে এখন। মরুক বেটারা খুঁজে!"

ঘড়ি খুলিয়া দেখিলাম সাড়ে নয়টা। বলিলাম—"আর ত দেরী করলে চলবে না। বেরুন যাক্ তা হ'লে।"—বলিয়া আমি একটি ছোট ব্যাগে অত্যাবশ্যক দুই চারিটি জিনিষ লইলাম—টাকাকড়ি কোমরে বাঁধিয়া লইলাম। বলিলাম—"তুমি জামা গায়ে দাও। আমায় তুলে দিয়ে আস্‌বে চল।"

অবিনাশ বলিল—"আমাকেও যেতে হবে?"

কাতর মিনতির স্বরে বলিলাম—"তুমি না সঙ্গে থাক্‌লে আমি যে হাতে পায়ে বল পাইনে অবিনাশ!"

অবিনাশ প্রস্তুত হইতে লাগিল। দুই হাতে তাহার দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া বলিলাম—"অবিনাশ, তুমি আমার ছেলে নও—কিন্তু আমার ছেলেরই মতন। তোমার উপর আমার সংসার—আমার ব্যবসা—সব ভারই রইল। দেখো, আমার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা যেন কোনও কষ্ট পায় না অবিনাশ!"—প্রবল অশ্রুবন্যায় আমার চক্ষু অন্ধ হইয়া আসিল।

অবিনাশ সজলনেত্রে বলিল—"আমাকে আর অত ক'রে বলতে হবে না। আমায় পায়ের ধুলো দিন।"—বলিয়া সে আমার পদযুগল স্পর্শ করিল। তাহারও চক্ষু দিয়া দর দর ধারায় অশ্রু বহিতে লাগিল।

ভাল করিয়া চক্ষু মুছিয়া যথাসাধ্য প্রকৃতিস্থ হইয়া ব্যাগহস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বলিলাম—"ওহে, আমরা যে এমন অসময়ে বেরুব, হোটেলওয়ালা বেটার সন্দেহ হবে না ত? আমরা পালাচ্ছি ভেবে ও যদি তাকে খবর দেয়?"

অবিনাশ বলিল—"সন্দেহ যাতে না হয়, তার উপায় আমি করছি। ব্যাগটা আমার হাতে দিন"—বলিয়া দ্বার খুলিয়া বাহির হইল। হোটেলওয়ালাকে ডাকিয়া হিন্দীতে বলিল "ওহে, ক্ষুধায় যে নাড়ী আমাদের চোঁ চোঁ করিতেছে। এই ব্যাগটায় ভরিয়া কিছু লুচিটুচি কিনিয়া আনিব ভাবিতেছি—তা অত রাত্রে খাবারের দোকান খোলা পাওয়া যাইবে কি?"

হোটেলওয়ালা বলিল—"হাঁ বাবু পাইবেন বৈ কি।"

"আচ্ছা, যাই দুজনে গিয়ে খাবার কিনিয়া আনি। তোমাদের দরজা কখন্ বন্ধ হয়?"

"রাত্রি এগারোটার গাড়ীতে কোনও যাত্রী আসে কি না দেখিয়া তবে আমরা দরজা বন্ধ করি।"

"আচ্ছা—তার অনেক আগেই আমরা আসিব। দেখিও বাপু—আমরা ফিরিবার পূর্ব্বে যেন দরজাটি বন্ধ করিয়া দিও না। বিদেশ বিভুঁই—বিঘোরে যেন মারা না যাই।"

"না বাবু—আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। এগারোটার আগে দরজা বন্ধ হইবে না।"

বাহির হইয়া, মোড়ে পৌছিয়া, একা ভাড়া করিয়া সিটি ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। টিকিট কিনিয়া প্লাটফর্ম্মে ঢুকিতেই গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। অবিনাশ বলিল—"ভয় নেই, ষোল মিনিট থামে।"

মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীটা একটু দূরে গিয়া পড়িয়াছিল। আমি অগ্রে, অবিনাশ পশ্চাতে, সেই দিকে পদচালনা করিলাম। কাছাকাছি দেখি, লণ্ঠনের নিম্নে দাঁড়াইয়া, সেই ভীষণ মূর্ত্তি!

সে আমার দিকে কটমট করিয়া একবার চাহিয়া, নিমেষের মধ্যে আমার কাছে আসিয়া বলিল—"মাফ্ করবেন—আপনিই কি মনতোষবাবু?"

অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আজ প্রভাত হইতে বেলা দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত আমায় ভাল করিয়াই চিনিয়া লইয়াছে। ভাবিলাম, পাছে পালাই—তাই ট্রেণের সময়েও প্ল্যাটফর্ম্মে পাহারা দিতেছে!

পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলাম—অবিনাশ অদৃশ্য। হায়, এই নরাধমের উপর আমি আমার স্ত্রী-পুত্র-কন্যার ভার অর্পণ করিয়াছিলাম!

আমায় নিরুত্তর দেখিয়া লোকটা পুনর্ব্বার বলিল—"আপনিই কি মনতোষ বাবু—আর্য্যশক্তির সম্পাদক?"

আমি তাহার মুখের পানে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলাম—"হ্যাঁ।"—আমার মাথা বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতে লাগিল—দেহ অবশ হইয়া আসিল।

তাহার পর লোকটি কি বলিল, বুঝিতে পারিলাম না। চোখে অন্ধকার দেখিয়া সংজ্ঞাশূন্য হইলাম।

* * *

জ্ঞান হইলে দেখিলাম, ওয়েটিং রুমের টেবিলের উপর শুইয়া রহিয়াছি, আমার দেহ জলে ভিজিয়া গিয়াছে। এক দিকে অবিনাশ, অপর দিকে সেই লোকটি, দাঁড়াইয়া আমায় পাখা করিতেছে। অদূরে, ঔষধের বাক্স খুলিয়া এক ডাক্তার বসিয়া আছে।

আমি চক্ষু খুলিতেই অবিনাশ বলিল—"কেমন বোধ হচ্ছে মনতোষবাবু? সেই কালেই আমি বলেছিলাম—আপনার শরীর দুর্ব্বল—আজ রাত্রে ট্রেণে

উঠে কায নেই।—ভাগ্যিস্ আমাদের অনাদি বাবু ছিলেন—এই যে অনাদি বাবুকে চিনতে পারছেন না? আমাদের আর্য্যশক্তির লেখক অনাদিবাবু—আপনি মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ে যাচ্ছিলেন, উনি ধ'রে ফেল্লেন—নইলে আপনার ভারি আঘাত লাগত।"

আমার মাথা তখনও পরিষ্কার হয় নাই। ক্ষীণ-স্বরে বলিলাম—"অনাদিবাবু? কোথায় তিনি?"

যাঁহাকে আমরা ডিটেক্‌টিব বলিয়া সারাদিন ভ্রম করিয়াছিলাম, "এই যে ইনি" বলিয়া অবিনাশ তাঁহাকেই দেখাইয়া দিল।

এইটুকু বুঝিতে পারিলাম, মস্ত ভুল হইয়াছিল—ভয়ের কোনও কারণ নাই। আরামে চক্ষু মুদ্রিত করিলাম।

ঘণ্টা দুই পরে সুস্থ হইয়া, জাগিয়া, তখন সকল কথাই শুনিলাম। অনাদিবাবু আমার আর্য্যশক্তির একজন প্রধান লেখক; ঢাকায় ওকালতি করেন; কিন্তু চাক্ষুষ আলাপের সুযোগ কখনও হয় নাই। ইনিও ছুটীতে পশ্চিম-ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। কলিকাতায় আমাদের আপিসে গিয়া ম্যানেজারের নিকট শুনিয়াছিলেন, আমি অমুক তারিখ হইতে অমুক তারিখ পর্য্যন্ত আগরায় তোতারামের হোটেলে থাকিব। তাজে ও এৎমাদে আমাকে দেখিয়া, আমিই যে মনতোষবাবু, এ বিশ্বাস তাঁহার মনে জন্মিয়াছিল; কারণ, আমার উপহৃত একখানি ফোটোগ্রাফ তাঁহার গৃহে আছে। তথাপি সঙ্কোচবশতঃ আমায় জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নাই। পরে তোতারামের হোটেলে গিয়া খাতায় আমার নাম দেখিয়া তিনি কৃতনিশ্চয় হন। আমি নিদ্রিত ছিলাম ভাবিয়াই আমাকে জাগাইতে নিষেধ করেন; পরদিন হোটেলে আসিয়া আমায় একটু আশ্চর্য্য করিয়া দিবেন, এই উদ্দেশ্যে, তাঁহার কথা আমার নিকট প্রকাশ করিতে হোটেলওয়ালাকে নিষেধ করিয়াছিলেন। পুলিস আপিসের হেডকেরাণী গঙ্গাধরবাবু তাঁহার মাতুল—তাঁহারই বাসায় অবস্থিতি করিতেছেন। ক্যাণ্টনমেণ্টে এক বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ ছিল, নিমন্ত্রণ খাইয়া সেই ট্রেণেই ফিরিতেছিলেন। তাঁহার মাতুলের বাসা সিটি ষ্টেশনের সন্নিকটেই।

শেষবার একবার অবিনাশের বুদ্ধির প্রশংসা করি। সে আমায় খুব বাঁচাইয়া দিয়াছে—আমার মূর্চ্ছার প্রকৃত কারণটি অনাদিবাবু ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারেন নাই।

অনাদিবাবুকে লইয়া বড়ই আনন্দে আগরায় কয়েকদিন যাপন করা গেল। তাঁহার মাতুলের সুপারিশে কোর্ট দেখিবার পাসও পাওয়া গেল। আগ্রা হইতে মথুরা ও বৃন্দাবন, তথা হইতে দিল্লী দর্শন করিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।

নীলু-দা

প্রথম পরিচ্ছেদ

নীলমণির শ্বশুর একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। বিবাহ দিবার সময় তাহার পিতা ভাবিয়াছিলেন, "আমার ছেলের একজন মুরুব্বি হইল।" বাস্তবিক, যদি নীলমণি বি-এ পাস করিতে পারিত এবং তাহার শ্বশুর মহাশয় জীবিত থাকিতেন,—তাহা হইলে তিনি অনায়াসেই নীলমণিকে একটা ডেপুটি করিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু তাহার এমনই পোড়া অদৃষ্ট—এ দুইয়ের একটিও ঘটিল না। তাই নীলমণি আজ মাসিক পঁয়ষট্টি টাকা বেতনের কেরাণী।

ভীম দাসের লেনে একটি ক্ষুদ্র বাড়ী ভাড়া করিয়া নীলমণি সপরিবারে বাস করে। তাহার দুইটি কন্যা, একটি পুত্র। কন্যা দুইটিই বড়—কমলার বয়স এগার বৎসর, সরলা পাঁচ বৎসরে পড়িয়াছে। পুত্র সুশীল সরলার অপেক্ষা দুই বৎসরের ছোট।

এরূপ অল্প বেতনে কলিকাতায় সপরিবারে বাস করা প্রাণান্তকর ব্যাপার। কষ্টের অবধি নাই। যে বাড়ীটিতে বাস করে, তাহার অবস্থা দেখিলে চোখে জল আসে। নীচের ঘরগুলা যেমন অন্ধকার, তেমনিই স্যাঁৎসেঁতে। উপরেও এখানটা ভাঙ্গা, ওখানটা ফুটা, কড়ি-বরগাগুলা জীর্ণশীর্ণ, ছাদ কখন্ পড়িয়া যায়, ঠিকানা নাই। সারাইয়া দিতে বলিলেই বাড়ীওয়ালা বলে, ভাড়া বাড়াইয়া দিন, সারাইয়া দিতেছি। একটি ঝি আছে—সে মাসের মধ্যে অর্দ্ধেক দিন কামাই করে। বাঁধা রেট অপেক্ষা কিছু অল্প বেতনে সে সন্তুষ্ট এবং বাজারের পয়সা চুরি করে না,—এই দুইটি গুণের জন্য নীলমণি তাহাকে ছাড়াইতে পারে না। একটু দুধ—তা নীলমণির ছেলে-মেয়েগুলি চোখে দেখিতে পায় না। দুই একটা সন্দেশ রসগোল্লা—তাহাও কালেভদ্রে তাহাদের অদৃষ্টে জুটে। গলির মোড়ের দোকান হইতে এক এক পয়সার মুড়ি কিনিয়া আনিয়া তাহারা জল খায়। নীলমণিরা স্ত্রীপুরুষ দুইবেলা ডাল ভাত খাইয়াই জীবনধারণ করে।

অথচ নীলমণি লোকটি এক সময় বেশ সৌখীন ছিল। এক দিন ছিল, যখন সে সস্তা কাপড় কিনিত না, সস্তা জামা জুতা—এ সকল ব্যবহার করা অপমানজনক মনে করিত। পিয়ার্স অথবা ভিনোলিয়া ছাড়া অন্য সাবান মাখিত না, গামছায় গা মুছিত না,—তোয়ালে কিনিত। তাহার স্ত্রীও বাল্যকালে ধনী পিতার গৃহে প্রতিপালিত। তাহার অন্যান্য ভগিনীগণ অবস্থাপন্ন লোকেদের হাতেই পড়িয়াছে—সে বেচারীর কষ্ট সহজেই অনুমেয়। মুখটি বুজিয়া সংসারের কায-কর্ম্মগুলি করে; কিন্তু যখন নিতান্ত অসহ্য হয়, তখন স্বামীকে গঞ্জনা দেয় না; নিজে বসিয়া কাঁদে। তাহাতে নীলমণির কষ্টের কিছুমাত্র লাঘব হয় না।

পৌষমাস। আজ বড়দিনের ছুটীর জন্য আফিস বন্ধ। বেলা এগারটার সময় আহারাদি করিয়া নীলমণি বাজারে বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। কমলার জন্য একটি ফ্ল্যানেলের বডি কিনিতে হইবে এবং খোকার জন্য একটি গলাবন্ধ ও দুইযোড়া রঙীন সূতি মোজা। গৃহিণী বাক্স খুলিয়া চারিটি টাকা আনিয়া স্বামীর হাতে দিলেন।

নীলমণি বলিল—আর একটি টাকা দিতে পারবে?

"কেন?"

"সরলার জন্যে একটি মেম পুতুল কিনে আনতাম।"

কিছুদিন পূর্ব্বে পাড়ায় একটি বালিকার হাতে পোষাকপরা মেম পুতুল দেখিয়া, বাড়ী আসিয়া সরলা ভারি বাহানা লইয়াছিল। নীলমণি তখন বলিয়াছিল, "আচ্ছা কাঁদিস্‌নে—মাইনে পেলে কিনে দেব।"

গৃহিণী বলিলেন—"এক টাকা দামের একটি পুতুল কিনে দিতে পারি, এমন কি আমাদের অবস্থা? কোথা পাব?"

নীলমণি বলিল—"একটি টাকা বই ত নয়—পার যদি ত দাও। আহা, বেচারি বড় কেঁদেছিল।"

কাঁদ কাঁদ হইয়া গৃহিণী বলিলেন—"কেঁদেছিল, তাও সত্যি বটে আর একটি টাকা বেশী কিছু নয়, তাও ঠিক। মেয়েকে খেলানা কিনে দিতে কোন্ বাপ-মার অসাধ? কিন্তু আমাদের কি তেমনি কপাল?"—বলিয়া গৃহিণী চক্ষে অঞ্চল দিলেন।

একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া, টাকা চারিটি পকেটে ফেলিয়া, নীলমণি বাহির হইয়া গেল।

সদর রাস্তায় পৌঁছিয়া ট্রামের অপেক্ষায় মোড়ে দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় একখানা চলন্ত সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ী তাহার সম্মুখ দিয়া ছুটিয়া গেল। পরমুহূর্ত্তেই আরোহী মুখ বাড়াইয়া চীৎকার করিতে লাগিল,—"গাড়োয়ান—গাড়োয়ান—খাড়া করো।"—গাড়ী থামিলে দরজা খুলিয়া এক ব্যক্তি লাফাইয়া পড়িয়া হন্ হন্ করিয়া নীলমণির নিকট আসিয়া বলিল—"নীলুদা!"

নীলমণি লোকটির মুখের পানে চাহিয়া, চিনিতে পারিল না। তাহার অঙ্গে ইংরাজি বেশ, মস্তকে হ্যাট্, হাতে মূল্যবান্ ছড়ি, মুখে চুরুট। বয়স আন্দাজ বত্রিশ, দিব্য মোটাসোটা গোলগাল চেহারা, রঙ বেশ ফর্সা। চিনিতে না পারিয়া নীলমণি তাহার পানে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

অর্দ্ধমিনিট এইভাবে কাটিলে, লোকটি সকৌতুকে বলিল—"কি নীলুদা—চিন্‌তে পারলে না?—খুব লোক ত তুমি!—বড় মানুষ হয়েছ না কি হে?—কি হয়েছ? হাকিম-টাকিম কিছু হয়েছ বুঝি?"—বলিয়া সে হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

মাথা দুলাইয়া দুলাইয়া তাহার সেই হাস্য দেখিয়া নীলমণির লুপ্তস্মৃতি যেন ফিরিয়া আসিল। বলিল—"ওঃ—সুধাংশু?"

লোকটি নীলমণিকে ব্যঙ্গভরে সেলাম করিয়া বলিল—"জি হুজুর। সেই বান্দাই বটে। ছেলেবেলা থেকে এত বন্ধুত্ব—এত ভাব—আর আজ সাফ চিন্‌তেই পারলে না!"

"কি ক'রে চিনতে পারব ভাই? আজ প্রায় পনেরো বছর দেখিনি। তুমি তখন রোগা ছিলে—কালো ছিলে। এখন বেশ ফর্সা হয়েছ—মোটা-সোটা হয়েছ।"

"কেন মোটা হব না? পশ্চিমে থাকি, জল-হাওয়া ভাল, ঘি-দুধ সস্তা—কেন মোটা হব না? তুমি আছ কোথা?"

"কাছেই—১৭ নং ভীম দাসের লেনে।"

"কি কর?"

"বাঙ্গালীর ছেলের যা প্রধান অবলম্বন—কেরাণী-গিরি।"

"আমি লক্ষ্ণৌয় চাকরি করতাম—কিন্তু সে চাকরি ছেড়ে দিয়ে ক'দিন হ'ল কলকাতায় এসেছি। ব্যবসা করব। গ্রেট ইষ্টার্ণে আছি। আরও দু'তিন দিন থাক্‌তে হবে। সন্ধ্যাবেলা বাড়ী থাকবে?"

"থাকব।"

"সন্ধ্যার পর আসব। ওঃ—পনেরো বছর পরে আজ দেখা। তোমাকেই আমার হোটেলে যেতে বলতাম; কিন্তু ভাই, সেখানে বড় বড় সাহেবেরা থাকে কি না—তারা তোমার এই ধুতি-চাদর দেখলে চটেই যাবে। আমিই আসব। কোন্ গলি বল্লে?"

"১৭ নং ভীম দাসের গলি। এই কাছেই। ঐ রাস্তাটি দিয়ে খানিক গিয়ে, ডানহাতি বড় থামওয়ালা যে একটা লাল বাড়ী আছে—তারই সামনে আমার বাসা—১৭ নম্বর।"

"আচ্ছা ভাই, এখন চল্লাম। বড্ড তাড়াতাড়ি। পরিবার নিয়ে আছ ত?"

"হ্যাঁ। তুমি আজ সন্ধ্যাবেলা আমারই ওখানে খাবে।"

"খাব? বেশ। রাত আটটার সময় আসবো।"

বলিয়া সুধাংশু গাড়ীতে উঠিয়া গাড়োয়ানকে বলিল—"জোরসে হাঁকাও।"

উপরে যে কথোপকথন লিপিবদ্ধ হইল, তাহাতে দুই তিন মিনিটের অধিক কালক্ষয় হয় নাই। সুধাংশু চলিয়া গেলে নীলমণির মনে হইল, কয়েক মিনিটের জন্য একটা উল্কাপিণ্ড যেন তাহার চক্ষু ধাঁধিয়া দিয়া অদৃশ্য হইল।

ট্রামে উঠিয়া নীলমণি ভাবিতে লাগিল—"সুধাংশুকে দেখিয়া আর চিনিবার যো নাই! তখন রোগা ডিগডিগে ছিল, বুকের হাড় দেখা যাইত, সে এখন কেমন মোটা-সোটা হইয়াছে, মানুষের মতন হইয়াছে। পয়সাই আসল জিনিষ,পয়সা থাকিলে আমারই কি আজ এমন চেহারা থাকিত? দুই জনে এক ক্লাসে পড়িতাম, আমি ছিলাম সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ছেলে; আমি প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পাস করিয়াছিলাম,ও করে তৃতীয় বিভাগে। এফ-এ ও ত পাসই করিতে পারিল না। কনিক্‌স্-সেকসন কিছুতেই উহার মাথায় ঢুকিত না। তখন কে জানিত, জীবন-পরীক্ষাক্ষেত্রে ও আমার এত উপরে উঠিয়া যাইবে? লক্ষ্ণৌয়ে চাকরি করিত, বলিল—কি চাকরি, তাহা জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। অবশ্য কোনও বড় চাকরিই করিত। চাকরি ছাড়িয়া ব্যবসায় করিতে আসিয়াছে—দু'পয়সা জমাইয়াছে,

তবে ত আসিয়াছে ! গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে আছে বলিল —সেখানে ত দৈনিক ৮৸৹ টাকা করিয়া লাগে শুনিয়াছি। সুধাংশু বড়লোক হইয়াছে।"

নীলমণি উক্তপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিল—আর ট্রামও ধর্ম্মতলায় আসিয়া পৌঁছিল। চাঁদনীর সম্মুখে নামিয়া নীলমণি ভাবিল—"আজ যে উহাকে খাইতে নিমন্ত্রণ করিলাম—কি খাওয়াইব ? নিজেরা রোজ যা ডাল ভাত শাক চচ্চড়ি খাই—তাহা কি উহার পাতে দিতে পারিব ? বাল্যকালের বন্ধু, আজ কত দিন পরে সাক্ষাৎ হইয়াছে—সে একটা হেঁজিপেজি লোকও নহে —রীতিমত খাতির করিতে হইবে ত !" এই ভাবিয়া নীলমণি চাঁদনীতে ঢুকিয়া খোকার গলাবন্ধ ও মোজা মাত্র লইয়া, বাকী টাকায় মিউনিসিপ্যাল মার্কেট হইতে দেড় সের মটন, একটা ভেটকিমাছ ও কুড়িটা কমলালেবু কিনিয়া বাড়ী আসিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নীলমণির বাড়ীতে নীচের তলার ঘরগুলির অবস্থা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। কোনও ভদ্রলোক আসিলে সেখানে তাহাকে বসান যায় না। উপরে দুইখানি শয়নঘর, তাহারই একখানি হইতে বিছানা-মাদুর সরাইয়া, বালিকা ঝিটির সাহায্যে নীলমণি পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিল। একটা ঝাড়ু লাঠিতে বাঁধিয়া চারিদিকের দেওয়াল বেশ করিয়া ঝাড়িয়া ফেলিয়া, বালতি বালতি জল ঢালিয়া মেঝেটি ধুইয়া ফেলিল। দেওয়ালে স্থানে স্থানে দাগ ছিল; পাণ খাইবার চূণ জলে গুলিয়া সে সমস্ত ঢাকিয়া দিল।

বারান্দার এক কোণে একখানি ভাঙ্গাচোরা ক্যাম্প টেবিল বহুদিনসঞ্চিত ধূলায় আত্মগোপন করিয়া পড়িয়া ছিল। সেইখানিকে টানিয়া আনিয়া ধুইয়া মুছিয়া ঘরের মেঝেতে স্থাপনা করা হইল। সেখানির পদচতুষ্টয় নিতান্ত নড়বড়ে হইয়া গিয়াছে, কাছে বসিয়া তাহার গাত্রে সামান্য ভর দেওয়ামাত্র ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করিয়া বিপরীত দিকে হেলিয়া পড়ে। স্থানে অস্থানে পেরেক ঠুকিয়াও যখন বিশেষ ফল পাওয়া গেল না, নীলমণি তখন একটা দড়ি লইয়া পায়াগুলা ঘিরিয়া খুব করিয়া বাঁধিয়া দিল। তাহাতে টেবিলখানি কতকটা স্থির হইল। দুইখানিমাত্র চেয়ার বাড়ীতে ছিল। একখানি বেতের ছাউনি, একখানি কাঠের। বেতেরখানিতে সুধাংশুকে বসিতে দেওয়া হইবে, কাঠের খানিতে নীলমণি নিজে বসিবে, এই মৎলবই রহিল। টেবিলের শোভার জন্য একখানি কাপড় আবশ্যক—বিশেষতঃ আচ্ছাদন না দিলে দড়িদড়াগুলো ঢাকে না —তাই গৃহিণীর চেক র‍্যাপারখানি তাহার উপর বিছাইয়া দেওয়া হইল।

এই সমস্ত আয়োজন করিতে চারিটা বাজিল। নীলমণি তখন গড়গড়াটি কাপড়ে ছাকা ছাই দিয়া উত্তমরূপে মাজিয়া, তাহার নলে গজ করিয়া, জল ফিরাইয়া রাখিল। হঠাৎ মনে হইল, সে সাহেবমানুষ, যদি তামাক না খায় ? সে যে চুরুট খায়, তাহা নীলমণি দেখিয়াছে; সুতরাং পয়সা লইয়া নীলমণি চুরুটের সন্ধানে বাহির হইল। কিন্তু পাড়ার কোনও দোকানে ভাল চুরুট পাওয়া গেল না। পয়সায় দুইটা করিয়া গলায় লালসূতা বাঁধা পাণের দোকানের সেই নিকৃষ্ট চুরুট—তাহা কেমন করিয়া সুধাংশুর হাতে দিবে ? দূরে গিয়া ভাল দোকান হইতে চুরুট কিনিয়া আনার সময়ও নাই। পাড়ায় একটি চুরুটসেবী উকীল ছিলেন, তাঁহার কাছে গিয়া নীলমণি পাঁচটা ভাল চুরুট চাহিয়া আনিল। সেগুলি এবং একটি দেশলাই চায়ের পিরিচে সাজাইয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিল।

সন্ধ্যার পর পরিষ্কার কাপড়-জামা পরিয়া নীলমণি বন্ধুর আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিল। আটটা বাজিয়া গেল, সাড়ে আটটা বাজিল, নয়টা বাজে, কৈ, এখনও ত সুধাংশুর দর্শন নাই ! ভুলিয়া গেল না কি ? নীলমণি ও তাহার স্ত্রী উভয়েই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। যদি না আসে—এত খরচপত্র করিয়া আয়োজন সবই বৃথা হইবে। স্ত্রী বলিল—"তিনি বড়লোক—উইলসনের হোটেলে সে রাজভোগ ছেড়ে কি গরীবের বাড়ীতে খেতে আসবেন ?"

নীলমণি বলিল—"সুধাংশু ত সে রকম প্রকৃতির লোক নয়—অন্ততঃ আগে ত ছিল না।"

বলিতে বলিতে, শব্দে ও আলোকে ক্ষুদ্র গলিটি সচকিত করিয়া একখানি মোটরগাড়ী আসিয়া নীলমণির ভাঙ্গাঘরের সম্মুখে দাঁড়াইল। নীলমণি তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া দেখিল সুধাংশু নামিয়া রাস্তায় দাঁড়াইয়াছে, মোটরে উপবিষ্ট একজন ইংরাজের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছে। দুইচারিটা

কথা কহিবার পর "গুড্ নাইট" বলিয়া মোটরবিহারী সাহেব গাড়ী চালাইয়া দিল।

সুধাংশু তখন নীলমণির দিকে ফিরিয়া বলিল—"ভাই, বড়ই দেরী হয়ে গেছে! তোমরা বোধ হয় ভাবছিলে?"

নীলমণি বলিল—"ভাবছিলাম বৈ কি। মনে করলাম বুঝি ভুলেই গেলে।"

সুধাংশু হা হা করিয়া হাসিয়া বলিল—"তা বলবে বৈ কি! স্মৃতিশক্তিটা কার কত প্রখর—আজ দুপুরবেলাই ত তার পরীক্ষা হয়ে গেছে।"—বলিতে বলিতে উভয়ে গৃহে প্রবেশ করিল।

উপরে উঠিয়া সুধাংশু বলিল—"নীলুদা, এই বাড়ীতে থাক কি ক'রে?"

"কি করব ভাই—এর চেয়ে ভাল বাড়ী পাই কোথায়?"

চেয়ারে বসিয়া সুধাংশু বলিল—"তোমার ছেলেপিলে ক'টি?"

"দুটি মেয়ে, একটি ছেলে। তোমার ক'টি?"

সুধাংশু হাসিয়া বলিল—"আমি ছেলেমেয়ে কোথা পাব? আমি কি বিয়ে করেছি?"

নীলমণি সবিস্ময়ে বলিল—"আজও বিয়ে করনি? বল কি হে! বিয়ে কল্লে না কেন?"

"ফুরসুৎ পাইনি। পরের ছেলে-মেয়েকেই আদর ক'রে বেড়াই। তোমার ছেলে-মেয়েদের ডাক না, দেখি।"

নীলমণি, কমলা ও সরলাকে ডাকিয়া আনিল। মেয়ে দুটি আসিয়া সুধাংশুকে প্রণাম করিল। চেয়ারের দুই দিকে দাঁড় করাইয়া মিষ্ট কথায় সুধাংশু তাহাদিগকে আদর করিতে লাগিল। শেষে বলিল—"তোমাদের ভাইটি কৈ?"

সরলা বলিয়া উঠিল—"থোতা ধুমুত্তে।"

সুধাংশু নীলমণির পানে চাহিয়া বলিল—"কি বলে?"

নীলমণি উত্তর করিল—"ও বলছে, খোকা ঘুমুচ্ছে। দেখ না, মেয়ের পাঁচ বছর বয়স হ'ল, এখনও জিভের জড়তা ভাঙ্গলো না। অন্য সব বর্গ ছেড়ে ত-বর্গই বেশী ব্যবহার করে।"

সুধাংশু বলিল,—"তা হোক্, দু এক বছরে সেরে যাবে। মেয়েটি খুব চট্‌পটে।"

"ভারি বুদ্ধি ওর। 'এক একটি কথা কয় যেন আশী বছরের বুড়ী! এত খবরও রাখে ও—মাঝে মাঝে আশ্চর্য্য করে দেয়।"

বড় মেয়েটিকে লক্ষ্য করিয়া সুধাংশু বলিল,—"যাও ত মা, তোমার বাবার একখানি ধুতি আমায় এনে দাও ত। আমি পাৎলুন ছাড়ি।"

কাপড় ছাড়িয়া বলিল,—"নীলুদা, কম্বল-টম্বল, শতরঞ্চি-টতরঞ্চি নেই? তাই পাত না। বাঙ্গালীর ছেলে—একটু বসবো, একটু গড়াব—এ চেয়ারে কি পোষায়? সারাদিন ঘুরে ঘুরে শরীরটে ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।"

টেবিল চেয়ার দেওয়ালের কোণে সরাইয়া, ও ঘর হইতে শতরঞ্জ বালিস আনিয়া নীলমণি পাতিয়া দিল। চুরুটের পাত্রটি কাছে ধরিয়া বলিল,—"খাবে?" সুধাংশু একটি তুলিয়া লইয়া, আলোকে ধরিয়া সেটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে বলিল—"তামাক-টামাক রাখ না? দিন-রাত চুরুট খেয়ে খেয়ে আর ভাল লাগে না।"

"হ্যাঁ—তামাক আছে বৈ কি।"—বলিয়া নীলমণি বাহির হইয়া গেল।

সুধাংশু ডাকিল,—"ও কমলা—ও সরলা!"—বালিকাদ্বয় আসিয়া সুধাংশুর কাছে বসিল। সুধাংশু বলিল,—"আমি তোদের কে হই জানিস?"

কমলা বলিল,—"কাকা হন।"

সরলা বলিল,—"থায়েব কাকা।"

সুধাংশু হাসিয়া বলিল,—"দূর পোড়ারমুখী! সায়েব আমার কোনখানটা দেখ্‌লি?"

"না, আপনি থায়েব। উলথনেল হোত্তেলে থাকেন।"

"সে খবরটিও পেয়েছিস্?"—বলিয়া সুধাংশু সরলার গালটি টিপিয়া দিল।

সরলা উৎসাহিত হইয়া বলিল,—"ভোঁঃ পোঁঃ কোলে বাঁথি বাদিয়ে হাওয়া গালীতে আথেন।

একটু পরেই, গড়গড়াটি হাতে করিয়া, জ্বলন্ত কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে নীলমণি প্রবেশ করিল। সুধাংশু বলিল,—"নীলুদা, তুমি কি নিজে হাতে তামাক সাজ্‌লে? ঝি নেই?"

"ঝি আজ আসে নি।"

"আমাকে বল্লে না কেন, আমি সাজতাম। ছোট ভাইটি থাকতে—"

"তা হোক্—তা হোক্"—বলিয়া নীলমণি তামাক খাইতে আরম্ভ করিল। দুই চারি টান টানিয়া.

সুধাংশুর হাতে নলটি দিয়া বলিল,—"খাও, রেছে।"

তামাক খাইতে খাইতে সুধাংশু বলিল,—"নীলুদা—কোন্ আফিসে চাকরি কচ্ছ ?"

"হিলারি সিম্‌সনের বাড়ী।"

"কত মাইনে পাও ?"

"পঁয়ষট্টি টাকা।"

"চলে ?"

"গড়গড়িয়ে চলে কি আর ? কোনও রকম ক'রে ঠেলেঠুলে চালানো।"

"আর কোনও আয় নেই ?"

"না।"

সুধাংশু গম্ভীর হইয়া বসিয়া তামাক খাইতে লাগিল। ক্রমে নীলমণির হাতে নলটি দিয়া বলিল—"কত বছর চাকরি করছ ?"

"এগার বছর। যে বছর বড় মেয়েটি হয়, সেই বছর চাকরিও হয়েছিল। তাই ওর নাম হ'ল কমলা।"

"মেয়ের বিয়ের জন্যে কত জমালে ?"

"জমাব কোথা থেকে ভাই ? পেটে খেতেই ত কুলোয় না।"

"কি ক'রে মেয়ের বিয়ে দেবে ?"

"ভগবান্ আছেন।"

"ভগবান্ ত আছেন।"—বলিয়া সুধাংশু গম্ভীর হইয়া রহিল।

নীলমণি বলিল—"সে সব ভেবে আর কি হবে ?—সে কথা যাক্। এখন নিজের কথা বল। এফ-এ ফেল হয়ে সেই যে তুমি কলকাতা থেকে চ'লে গেলে, বল্লে, বর্ম্মায় যাচ্ছি চাকরি করতে—তার পর থেকে ত তোমার কোনও খবরই পাইনি। বর্ম্মায় গিয়েছিলে ?"

"হ্যাঁ, গিয়েছিলাম বৈ কি। দু'বছর সেখানে চাকরিও করেছিলাম।"

"কি চাকরি করতে ? ছাড়লে কেন ?"

"টুঙ্গুতে একজিকিউটিব ইঞ্জিনিয়ারের হেডক্লার্ক ছিলাম। সাহেবের সঙ্গে অবনিবনাও হওয়াতে চাকরি ছেড়ে সিঙ্গাপুরে চ'লে গেলাম।"

"একেবারে সিঙ্গাপুর ?"

"হ্যাঁ—সেখানে দিন কতক চায়ের দোকান ক'রে ফেল হয়ে গেলাম। সেখান থেকে জাহাজের খালাসি হয়ে মাদ্রাজে আসি। মাদ্রাজে দিনকতক ছাপাখানায় চাকরি ক'রে—সেখান থেকে করাচী যাই। করাচী থেকে কোয়েটা—সেখানে পাঠানেরা আমার মেয়ে ফেলবার চেষ্টা করাতে, পালিয়ে হোলকার রাজ্যে গিয়ে কিছুদিন আবগারির দারোগা-গিরি কায করি। তার পর সেখান থেকে লক্ষ্ণৌয়ে আসি—তালুকদার্স ব্যাঙ্কের কেরাণী হয়ে ঢুকি—শেষের তিন বছর হেড্-ক্লার্কের পদ পেয়েছিলাম।"

"উঃ—অনেক ঘুরেছ বল ? তা পাঠানেরা তোমার মেরে ফেল্‌তে চেষ্টা করেছিল কেন ?"

"সে অনেক কথা—ছোটখাট একটি উপন্যাস বল্লেই হয়।"

নীলমণি হাসিয়া বলিল—"নায়িকা-টায়িকা ছিল নাকি ?"

"ছিল বৈ কি। ওসমান বল্লে জগৎসিংহ—এ পৃথিবীতে তোমার আমার দুজনের স্থান নেই।"—বলিয়া সুধাংশু হাসিতে লাগিল।

"আচ্ছা, ব্যাপারটা কি হয়েছিল, বল দেখি ?" বলিয়া নীলমণি সুধাংশুর কাছে ঘেঁসিয়া বসিল।

সুধাংশু প্রথম কথা কহিল না। একটু পরে বলিল—"ও সব এখন ভাল লাগছে না। সে সব কথা পরে বলব ভাই। তোমার অবস্থা দেখে আমার মন ভারি খারাপ হয়ে গেছে সত্যি ! আচ্ছা, ও আপিসে তোমার উন্নতির আশা কি রকম ?"

নীলমণি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"মরবার সময় নাগাদ, শ'খানেক টাকার গ্রেডে পৌঁছিতে পারি।"

"বস্ ?"

"বস্।"

সুধাংশু কিছুক্ষণ চক্ষু বুজিয়া চিৎ হইয়া পড়িয়া রহিল। পরে উঠিয়া বসিয়া নীলমণির হাতটি ধরিয়া বলিল—"নীলুদা—চাকরি ছেড়ে দাও। আমার সঙ্গে চল।"

"কোথায় ?"

"চাকরি ছেড়ে দাও। চাকরিতে কিছু নেই দাদা—কিছু নেই। ঐ কোনও রকম পেটভাতায় কেটে যায়। লক্ষ্ণৌয়ে আমি দুশো টাকা মাইনে পেতাম। সঙ্গে সঙ্গে একটা কারবারও আমার ছিল—গোপনে। হঠাৎ একটা দাঁও এসে পড়ল, কারবারটা থেকে হাজার পঁচিশেক টাকা পেয়ে গেলাম। চাকরি ছেড়ে দিয়ে, সেই টাকাটা নিয়ে আমি ব্যবসা করতে এসেছি। এখন, ব্যবসার একটা প্রধান জিনিষ হচ্ছে—অন্ততঃ একজন সহকারী লোক চাই, যে সম্পূর্ণ

বিশ্বাসী। অন্যায় ক'রে ব্যবসার ক্ষতি ক'রে একটি পয়সা পেলে তাও নেবে না—আবার লক্ষ টাকা পেলে তাও নেবে না। আমি এই রকম একজন লোক চাই। তোমায় ছেলেবেলা থেকে জানি—তুমিই সেই লোক। তুমি এস আমার সঙ্গে।"

নীলমণি একটু ভাবিয়া বলিল—"তা কি ব্যবসা করছ?"

"অভ্রের ব্যবসা। একটা পাহাড় নিয়েছি, তাতেই অভ্রের খনি আছে।"

"কোথা?"

"ধানবাদের কাছে। ঐ যে সাহেবটি দেখ্‌লে, ওদেরই কাছে নিয়েছি। ওরাই ইজারাদার—ছোটনাগপুরের এক অসভ্য বুনো রাজার পাহাড়—তার কাছ থেকে ওরা ইজারা নিয়েছিল। বছর দুই কাযও করেছিল। এখন ওরা পাঁচ বছরের মেয়াদে আমায় দর-ইজারা দিয়েছে। বছরে পনেরো হাজার টাকা ক'রে খাজনা। লেখাপড়া হয়ে গেছে। প্রতি বছর আগাম খাজনা দিতে হবে। প্রথম বছরের খাজনা আমি জমা দিয়েছি।"—বলিয়া সুধাংশু কোটের ভিতর দিক্‌কার বুক-পকেট হইতে একটি চামড়ার কেস বাহির করিয়া নীলমণির হাতে দিল। বলিল,—"খুলে দেখ, ওর মধ্যে রসিদ আছে।"

নীলমণি পকেট-কেসটি খুলিয়া দেখিল, তাহার মধ্যে পনের হাজার টাকার রসিদখানি রহিয়াছে। আর রহিয়াছে এক গোছা নোট—প্রত্যেকখানি ৫০০৲ টাকা করিয়া। নীলমণি সেগুলি গণিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল—"ভাই, তোমার এই একরত্তি পকেট-কেসে নগদ যা রয়েছে—তাতে আমার দুটো মেয়েরই বিয়ে হয়ে যায়।"

সুধাংশু বলিল—"তা যায়। কিন্তু ওগুলি আমি চাকরি ক'রে রোজগার করি নি ভাই, ব্যবসা থেকে পেয়েছি। চাকরির মুখে মার ঝাড়ু। ছেড়ে দাও।"

নীলমণি বলিল—"অভ্রের খনি নিয়েছ—কেমন খনি? ভাল?"

"উঃ—চমৎকার। আমি একজন বিশেষজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে তিন চারি দিন ধ'রে তন্ন তন্ন ক'রে পরীক্ষা করিয়েছি। সে বলেছে, বারমাসে বিনা ওজরে পাঁচ বারোং ষাট্‌ হাজার টাকার অভ্র উঠ্‌বে—যদি ছুট বাদ দিয়ে পঞ্চাশ হাজার টাকারই কম ধরা যায়, তা হ'লে খরচা পনের হাজার, আর ভাড়া পনের হাজার বাদ দিয়ে, বিশ হাজার টাকা লাভ খুব হবে।"

নীলমণি ক্ষুদ্রপ্রাণী গরীব গৃহস্থ—অত বড় বড় টাকার অঙ্ক শুনিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল।

সুধাংশু বলিল—"কি বল নীলু-দা—আসবে?"

সংশয়জড়িত স্বরে নীলমণি বলিল—"সুবিধে হবে?"

সুধাংশু বলিল—"শোন নীলু-দা, আমি প্রথম থেকেই সমস্ত কথা তোমায় খোলাখুলি বলি। মূলধন আমার—বুদ্ধি আমার—কেবল মেহনৎ তোমার। তোমায় আমি শুদ্ধ অংশীদার ক'রে নিতে রাজি আছি। তা না ক'রে, একটা নির্দ্দিষ্ট বেতন ঠিক ক'রে দিতে পার্‌তাম—কিন্তু দুটি কারণে তা আমার মনঃপূত নয়। প্রথমতঃ—আমি এ চাইনে যে, তুমি হবে আমার বেতনভোগী চাকর—আর আমি হব তোমার মনিব। দ্বিতীয়তঃ, অংশীদার হ'লে তুমি যেমন প্রাণপণে ব্যবসাটির উন্নতি-চেষ্টা করবে, বাঁধা মাইনে হ'লে তুমি কখনই তা করবে না—পেরে উঠবে না। না—না—তুমি প্রতিবাদ করো না, আমি মনুষ্য-চরিত্র বেশ ভাল ক'রে জানি; এই বয়সে অনেক দেখেছি, অনেক ঠ'কেছি, অনেক ঠেকে তবে শিখেছি। বাঁধা মাইনে হ'লে তুমি যে ইচ্ছে ক'রে আলস্য ক'রে আমার কাযে অবহেলা করবে, তা আমি বল্‌ছি নে। কিন্তু তোমার উদ্যমের উপরেই যদি তোমার লাভের তারতম্য নির্ভর করে, তা হ'লে তোমার উদ্যম-উৎসাহ আপনিই বেড়ে যাবে।"

নীলমণি মাথা হেঁট করিয়া বলিল—"তা, তুমি যেমন ভাল বোঝ।"—সে আরও যেন কি বলিব বলিব করিল, কিন্তু সঙ্কোচবশতঃ চুপ করিয়া রহিল।

সুধাংশু তাহার মনের কথা বুঝিয়া বলিল—"সব কথা এখন থেকে পরিষ্কার হয়ে থাক্‌। বলেছি, মূলধন আমার, মাথা আমার, তোমার মেহনৎ। সুতরাং লাভের অংশ তোমার অপেক্ষা বেশীই আমি দাবী করব। লাভের প্রতি টাকায় চার আনা তোমার, বারো আনা আমার হবে। যদি বিশ হাজার লাভ হয়, তা হ'লে তোমার পাঁচ হাজার হ'ল। যদি অত না হয়, —দশ হাজার হয়,—তাও না হয়, আট হাজারও হয় —তবু তোমার দু হাজার থাকবে। এখানকার চাকরির চেয়ে ত ভাল হবে—কি বল?"

নীলমণির মনে দুট প্রতিকূল শক্তি যুগপৎ খা

প্রভাব বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেছিল। প্রথম ধন-লিপ্সা—দ্বিতীয় সংশয়বুদ্ধি। কোথায় পঁয়ষট্টি টাকা আর প্রাণান্তকর টানাটানি—আর কোথায় অজস্র স্বচ্ছলতা! আবার মনে হইতেছিল, "যো ধ্রুবাণি পরিত্যজ্য" ইত্যাদি; যাহা হউক, কষ্টেস্থষ্টে দুই বেলা দু-মুঠা জুটিতেছে,—এ চাকরি ছাড়িয়া, সে অভ্রের খনিতে গেলে যদি শেষে তাও যায়? ব্যবসায়ে যেমন লাভ আছে, তেমন লোকসানও ত আছে। সুধাংশু ত বড় বড় লাভের অঙ্কের কথাই বলিতেছে—কি পরিমাণ লোকসান হইলে ব্যবসায়ের অবস্থা কি প্রকার দাঁড়াইবে, তাহার উল্লেখ ত একবারও করিতেছে না!

নীলমণিকে এই প্রকার চিন্তাপরায়ণ দেখিয়া সুধাংশু বলিল—"কি বল নীলু-দা?"

নীলমণি বলিল—"ভেবে তোমায় বলব।"

সুধাংশু উত্তেজিতস্বরে বলিল—"ননসেন্স। এত ভাবনা-চিন্তা কিসের? বুকে সাহস কর—ক'রে চাকরির মুখে মার ঝাঁটা। সাহস নেই বলেই ত বাঙ্গালীর কিছু হয় না—কেরাণীগিরি ভরসা। তোমার কায নয়; আচ্ছা, আমি বউ-দিদিকে জিজ্ঞাসা করি"—বলিয়া—"বউ-দিদি বউ-দিদি" করিয়া সুধাংশু খালি পায়ে রান্নাঘরের দ্বারে উপস্থিত হইল।

নীলমণির স্ত্রী তখন কমলালেবুর পায়স চড়াইয়া-ছিলেন। সুধাংশু আসিতেই ঘোমটা টানিয়া দিলেন। সুধাংশু চৌকাঠের বাহিরে বসিয়া নিজ বক্তব্য রেলের গাড়ীর বেগে বলিয়া যাইতে লাগিল। ভবিষ্যতের এক পরম রমণীয় উজ্জল শব্দ-চিত্র আঁকিয়া দেখাইল।

সকল শুনিয়া বউদিদি কমলাকে দিয়া বলিলেন—ঠাকুরপো, আজ রাত্রিটা সময় দিন 'ওঁর' সঙ্গে পরামর্শ করিয়া কল্য যাহা হয় জানাইব।

আহারাদির পর সুধাংশু পোষাক পরিতে পরিতে বলিল—"কা'ল তা হ'লে কখন্ আমি জানতে পাব্ব?"

"তোমার হোটেলে ত আমার প্রবেশ নিষেধ?"

"এক কায কর। কা'ল ঠিক সাতটার সময় আমার হোটেলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে থেক। আমি চা খেয়ে বেরুব। লালদীঘির ধারে বেড়াতে বেড়াতে দুজনে কথাবার্ত্তা হবে।"

"বেশ—আমি আসব।"

* * *

পরদিন অবধারিত সময়ে নীলমণি হোটেলের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। সুধাংশু বাহির হইয়া আসিল। নীলমণি বলিল—"মত হয়েছে—চাকরি ছেড়ে তোমার সঙ্গেই যাব।"

দুই জনে লালদীঘির ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে এ বিষয়ে আরও অনেক কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল।

সুধাংশু বলিল—"আজকের দিনটে আপিস থেকে কোন রকমে ছুটী নিয়ে আমার সঙ্গে বেরুতে পার?"

"কেন?"

"একখানা মোটর-কার কিনবো, দুটো ঘোড়া কিনবো, আর তোমার জন্যে গোটাকতক ইংরেজি সুট তৈরী করাতে হবে।"

নীলমণি হাসিয়া বলিল—"আমার জন্যে ইংরেজি সুট?"

"সেখানে কি তুমি ধুতি পরতে পাবে? কর্মচারী, জমাদারেরা, কুলিরা তোমায় তা হ'লে গ্রাহ্যই করবে না। সেখানে আমি বড় সাহেব—তুমি ছোট সাহেব। রীতিমত ষ্টাইলে থাকতে হবে। ভেখ না হ'লে কি ভিক্ষে মেলে নীলু-দা?"

"কিন্তু এখন ত আমার হাতে টাকা নেই।"

"আমার কাছে আছে। আমি দেব এখন—তোমার হিসেবে খরচ লিখে রাখব।"

বেলা বারোটার সময় বড় বাবুকে বলিয়া-কহিয়া বাকী দিনটুকুর জন্য নীলমণি ছুটী লইল। সুধাংশুর সহিত ঘুরিয়া সমস্ত দিন বাজার করিল। পাঁচ হাজার টাকা মূল্যের একখানা মোটরকার কেনা হইল—দু-হাজার সুধাংশু নগদ দিল—বাকী তিন হাজার, মাসে পাঁচ শত করিয়া ছয় মাসে পরিশোধ করিবে কড়ার-পত্র লিখিয়া দিল। বাইশ শত টাকায় একটা শাদা একটা লাল ঘোড়া কিনিল। নীলমণির জন্য যে সুটগুলি ফরমাস দেওয়া হইল, তাহারও মূল্য একশত টাকার উপর।

দিনান্তে সুধাংশু বলিল—"এখন তবে আসি ভাই। আমি কালই খনিতে চ'লে যাব। পয়লা জানুয়ারী থেকে কায আরম্ভ করতে হবে। তুমি কালই কর্ম্মত্যাগ-পত্র দাখিল ক'রে দিও। এক মাস পরে আমার কাছে আসবে। এই একখানা পাঁচশো টাকার নোট রাখ। সুটগুলোর দাম দিও; আর যা যা কেনবার-টেনবার দরকার হয়, কিনে নিয়ে যেও। যাবার সময় একটা সেকেণ্ডক্লাস কামরা রিজার্ভ ক'রে যেও; পয়সা বাঁচাবার জন্যে নীচু ক্লাসে যেও না যেন—খবর্দার। এ পাঁচশো টাকায় যদি

না কুলায়, আমায় টেলিগ্রাফ কোরো—আমি আরও টাকা পাঠিয়ে দেব। এখন আমার হাতে আর বেশী নেই। বউ-দিদিকে আমার প্রণাম দিও। বোলো, সময় অভাবে তাঁর সঙ্গে আর দেখা করতে পারলাম না। ধানবাদেই আবার দেখা হবে। এখন তবে আসি ভাই—গুড বাই।"

সুধাংশুর নবাবী কাণ্ডকারখানা দেখিয়া নীলমণি অবাক্ হইয়া গিয়াছিল। ট্রামে উঠিয়া—আজ সে প্রথম শ্রেণীতে উঠিল—কেবলই তাহার মনে হইতে লাগিল—"কে জানে, শীঘ্র হয় ত এমন দিন আসিবে, যখন আমিও সুধাংশুর মত এইরূপ লম্বা হাতে কলিকাতার বাজারে টাকা ছড়াইতে পারিব। সুধাংশু যে বলিয়াছে, 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ'—এ কথা খুবই ঠিক্।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আবার পৌষ মাস আসিয়াছে—একটি বৎসর কাটিয়া গিয়াছে।

অপরাহ্ণকাল। পাহাড়ের নিকট তাহার সেই বাংলাখানির পশ্চাতের বারান্দায় আরাম-কেদারায় পড়িয়া নীলমণি একখানি খনিজবিদ্যার ইংরেজি পুস্তক পাঠ করিতেছিল। তাহার স্ত্রী নিকটে একখানি চেয়ারে বসিয়া খোকার জন্য পশমের গলাবন্ধ বুনিতেছেন।

নীলমণি আর সে নীলমণি নাই। "হইবে না কেন? পশ্চিমে থাকে—জল-হাওয়া ভাল—ঘি-দুধ সস্তা"—সে এখন মোটা হইয়াছে—তাহার রঙ ফর্সা হইয়াছে, তাহার স্ত্রীরও আর সে চেহারা নাই। মুক্ত বিশুদ্ধ বায়ুতে ভ্রমণ করিয়া, প্রতিদিন "নাই নাই" এই দুশ্চিন্তার কবল হইতে অব্যাহতিলাভ করিয়া, এখন তাঁহার অকালবার্দ্ধক্য তিরোহিত—দেহখানিতে যৌবনলাবণ্য ফিরিয়া আসিয়াছে।

একজন ভৃত্য ঠেলাগাড়ীতে খোকাকে বেড়াইতে লইয়া গিয়াছে। কমলা কোমরে কাপড় জড়াইয়া একটি টিনের ঝারি লইয়া বারান্দার প্রান্তস্থিত ফুলগাছের টবগুলিতে জলসেক করিতেছে। সরলা, ঝির সঙ্গে হেড কেরাণী বাবুর বাড়ীতে বেড়াইতে গিয়াছে।

টবে জলসেক শেষ করিয়া কমলা তাহার জননীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। এই সামান্য পরিশ্রমে এই শীতেও তাহার ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। মা নিজ বস্ত্রাঞ্চলে তাহার ঘর্ম্ম মুছাইয়া দিয়া বলিলেন—"যাও মা, হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে ফেল গে।"

কমলা চলিয়া গেলে গৃহিণী বলিলেন,—"হ্যাগা, মেয়ের বিয়ের কথা কিছু ভাবছ? মেয়ে যে—বলতে নেই বড় হয়ে উঠল।"—বাস্তবিক কমলা বড় হইয়া উঠিয়াছে। এই এক বৎসরে সে যেন দুই বৎসরের বাড় বাড়িয়া লইয়াছে।

পুস্তক হইতে চক্ষু উঠাইয়া নীলমণি বলিল,—"কি বলছ?"

"বলছি—মেয়ের বিয়ের জন্য একটি পাত্র-টাত্র ঠিক কর—মেয়ে যে যেটের বড় হয়ে উঠল।"

নীলমণি বলিল, "এ মাঠে পাত্র কোথা পাব বল?"

"একবার দিনকতকের জন্য কলকাতায় গিয়ে একটু চেষ্টা করলেই পাত্র পাওয়া যাবে। তা তুমি ত এখান থেকে নড়বে না!"

"আর নড়লে চলে কৈ বল! সুধাংশু যদি কলকাতায় যাওয়া কমিয়ে, এখানে কিছুদিন স্থির হয়ে বসে—কাযে কর্ম্মে মন দেয়—তা হ'লে আমি যেতে পারি।"

"এবার ঠাকুরপো কলকাতায় গিয়ে এত দিন দেরী করছেন কেন? কবে আসবেন, কিছু খবর এসেছে?"

"আজই আসবার কথা আছে। ষ্টেশনে তার হাওয়াগাড়ী গেছে।"

"তা হ'লে, তাঁকে একবার ব'লে করে, কাযকর্ম্ম বুঝিয়ে দিয়ে—মাসখানেকের জন্যে আমাদের নিয়ে কলকাতায় চল। পাত্র ঠিক হয়ে যাবেই।"

"সে ত অনেক খরচ। যাতায়াতের খরচ, তার পর সেখানে একটা বাড়ীভাড়া করতে হবে—হাতে ত বেশী টাকা নেই। আর মাসখানেক হলেই আমাদের বাৎসরিক হিসেবটা হয়ে যায়। আমার প্রাপ্য টাকাটা পেলেই, কলকাতায় গিয়ে পাত্র অনুসন্ধান করি।"

"হিসেব দেখেছ? বছরের শেষে কত দাঁড়াল?"

"এ বছর আমাদের প্রায় ষোল হাজার টাকা লাভ হয়েছে। আমার অংশে চার হাজার হ'ল—তার মধ্যে হাজার-দুই টাকা ত নিয়ে ফেলেছি।"

গৃহিণী ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—"দু হাজার কবে নিলে?"

"কলকাতায় পাঁচশো—এখানে এই এক বছরে প্রায় দেড় হাজার। দু' হাজার টাকা মাত্র এখন আমার পাওনা। অন্য সব খরচখরচা ক'রে, দু'হাজারের মধ্যে যা থাক্‌বে, সে টাকায় কি মনের মত পাত্র মিলবে?—একটা বছর অপেক্ষা করা যাক্ না—আস্‌ছে বছর ফাল্গুন মাস নাগাদ হ'লে, মেয়ের বিয়েতে হাজার পাঁচেক টাকা খরচ করতে পারব।"

"তা—আসছে বছর যদি এত লাভ না হয়?"

নীলমণি বিজ্ঞভাবে তাচ্ছীল্যের হাসি হাসিয়া বলিল,—"বেশী হবে—আরও বেশী হবে। প্রথম বছর খরচ অনেক বেশী হ'ল সব ব্যবসাতেই হয়; তাই লাভের অঙ্ক কম দাঁড়াল। আসছে বছর অন্তত: চব্বিশ হাজার লাভে দাঁড়াবে—এটা খুব আশা করতে পারি।"

"তা তুমি যা ভাল বোঝ, তাই কর। কিন্তু শীঘ্র সেরে ফেল্লেই ভাল করতে।"

এমন সময়ে ভিতরের কামরা হইতে "বাবা বাবা" ধ্বনি উত্থিত হইল—সরলার সোল্লাস কণ্ঠস্বর। জুতা পায়ে দিয়া পট্‌পট্ করিয়া ছুটিয়া আসিয়া সে বলিল,—"বাবা, থায়েব কাকা এতেথে।"

নীলমণি বলিল,—"কোথা রে?"

"এখানে নয়। ইস্তিথান থেকে মোতল গাড়ীতে ভোঁপো ভোঁপো ব'লে নিদেল বাংলায় এতেথে।"

মা বলিলেন—"তুই দেখ্‌লি না কি?"

"হ্যাঁ—আমি থিল সঙ্গে আথিলাম কি না—তথন মোতল গাড়ী এল। থায়েব কাকা আমায় দেখে রুমাল ঘুলুতে লাগল।"

জননী হাসিয়া বলিলেন,—"তুই কি ঘুরুলি?"

সরলা বিষণ্ণস্বরে বলিল,—"আমি কি ঘুলুব? আমাল কি রুমাল আছে?"—পিতার দিকে ফিরিয়া সঙ্কুচিত হইয়া নিম্নস্বরে বলিল,—"বাবা, আমাকে একখানি রুমাল কিনে দেবে? আর একখানি মোতলকাল?"

নীলমণি বলিল,—"একসঙ্গে অত টাকা পাব কোথা মা? এখন বরং একখানি রুমাল কিনে দেব, মোটর-কার পরে হবে।"

পিতার জানু দুইটি ধারণ করিয়া আবদারের স্বরে সরলা বলিল,—"না, বাবা—বেশী তাকা না থাকে, এখন বরং একখানি মোতলকাল কিনে দাও; রুমাল পরে হবে।"

এই কথা শুনিয়া সরলার পিতামাতা হাসিয়া লুটাইতে লাগিলেন। সরলাও সেই সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে লাগিল, কিন্তু তাহার হাসির মধ্য হইতে একটা সন্দেহ যেন উঁকি মারিতেছিল—ভাবটা যেন—"তোমরা হাসছ যখন, আমিও না হয় হাসি—কিন্তু হাসির এমনই কি কারণ উপস্থিত হয়েছে?"

হাসি থামিলে, গৃহিণী বলিলেন,—"আহা, দিও ওকে একখানি মোটরকার কিনে। একখানি ছোটখাট কার কত হ'লে হয়?"

"দু'হাজার।"

"আহা—তা দিও। সায়েব কাকার মোটরখানি দেখে মেয়ের নাল পড়ে। ও আমায় চুপি চুপি ওর মনের গোপন প্রার্থনাটি জানিয়েছে। তোমায় লজ্জায় বল্‌তে পারত না—আজ ব'লে ফেল্লে।"

নীলমণি বলিল—"আচ্ছা—এবার কলকাতায় গিয়ে একখানি এনে দেব না হয়। সব টাকা ত একসঙ্গে দিতে হয় না—কিস্তি কিস্তি দিলেই চলে।"

সেই একদিন আর এই একদিন ঠিক একটি বৎসর পূর্ব্বে—এই সংসার জন্যই নীলমণি এক টাকা মূল্যের একটি মেম পুতুল আনিতে চাহিয়াছিল—নিজেদের অবস্থা স্মরণ করিয়া গৃহিণী টাকাটি দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নীলমণির বাংলো হইতে সুধাংশুর বাংলোটি প্রায় অর্দ্ধমাইল ব্যবধান। সুধাংশু আসিয়াছে শুনিয়া নীলমণি তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ মানসে প্রস্তুত হইতেছিল, এমন সময় সুধাংশুর ভৃত্য একখানা পত্রসহ একঝুড়ি কাঁকড়া, একশোটা কমলালেবু এবং এক টুকরি কপি প্রভৃতি তরকারীপাতি আনিয়া দাঁড়াইল। পত্রে লেখা ছিল, বিশেষ প্রয়োজন আছে, নীলমণি যেন শীঘ্র গিয়া সাক্ষাৎ করে।

কাঁকড়া, কপি প্রভৃতি দেখিয়া নীলমণি স্ত্রীকে বলিল,—"তবে আজ রাত্রেও রান্না এইখানেই কর—রাত্রে তাকে খেতে নিয়ে আসব এখন।"

গৃহিণী বলিলেন,—"তা বেশ।"

নীলমণি তখন সজ্জিত হইয়া, ছড়ি হাতে করিয়া বড় সাহেবের বাংলা অভিমুখে পদচালনা করিল।

সম্মুখে খেলা করিতেছিল। তাহার মা সম্মুখ-দৈত্যের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া স্বামীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তখন বেলা দশটা। সরলা ইতি-মধ্যে কেমন করিয়া শুনিয়াছিল, তাহার কাকা মোটর-খানি তাহাদিগকে দিয়াছেন—কিন্তু সে কথা সে বিশ্বাস করে নাই। পিতাকে একাকী মোটর হইতে নামিতে দেখিয়া তাড়াতাড়ি তাঁহার কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"বাবা, থায়েব কাকা এ মোতল-খানি আমাদেল দিয়েথেন ?"

নীলমণি উদাসদৃষ্টিতে কন্যার পানে চাহিয়া বলিল—"হ্যাঁ।"

শুনিবামাত্র সরলা একমুখ হাসিয়া, দুই বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া নাচিতে নাচিতে বারান্দায় উঠিল এবং চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল—"ওলে খোকা, ওলে দিদি, আয় পিগ্‌গিল্ আয়। থায়েব কাকা আমাদেল মোতল্-কাল্ দিয়েথেন, তল্‌বি আয়।"

সরলার এবংবিধ আচরণ দেখিয়া, এত দুঃখেও তাহার পিতামাতার ওষ্ঠপ্রান্তে হাসি দেখা দিল।

* * *

এ দিকে সমস্ত বিলি-ব্যবস্থা করিয়া ধানবাদের বাস উঠাইয়া নীলমণি সপরিবারে কলিকাতা গেল। তাহার সেই পুরাতন আপিসের বড়বাবুর হাতে পায়ে ধরিয়া, বড় সাহেবের নিকট কাঁদাকাঁটা করিয়া—আবার চাকরিটি পাইল, কিন্তু দণ্ডস্বরূপ সাহেব তাহার বেতন পাঁচটি টাকা কমাইয়া দিলেন।

মোটরকারখানি বিক্রয় করিয়া আড়াই হাজার টাকা পাওয়া গেল। তাহা হইতে দেড় হাজার খরচ করিয়া বৈশাখ মাসে কমলার বিবাহ হইল; বাকী হাজার টাকা সরলার বিবাহের জন্য পোষ্ট আপিস ব্যাঙ্কে জমা আছে।

যুগল সাহিত্যিক

প্রথম পরিচ্ছেদ

শুভসংবাদ।

সন্ধ্যার পর, কলিকাতার কোনও একটি সুপ্রশস্ত ত্রিতল গৃহের বৈঠকখানায় বসিয়া, চায়ের পেয়ালা সম্মুখে লইয়া, তিনটি যুবক কথোপকথন করিতেছিল।

যেটি গৃহস্বামী, তাহার নাম রাজেন্দ্রনাথ বসু। বয়স পঞ্চবিংশতি বর্ষ, মাথার চুলগুলি বেশ বড় বড়, মাঝে চেরা-সীঁথি, দিব্য নধরকান্তি পুরুষ। দেশে জমিদারী আছে, কলিকাতায় আরও দুই খানি বাড়ী আছে, কোনও অভাব নাই, চাকরি বা কোনও ব্যবসায় অবলম্বন করিতে হয় নাই। অপর দুইজন প্রতিবেশী বন্ধু, একজনের নাম অধরচন্দ্র, অপরের নাম শরদিন্দু।

পাড়ার আরও দুই জন যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল। পার্শ্বের কক্ষে চায়ের জন্য জল ফুটিতেছে। গৃহস্বামীর আজ্ঞায়, পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভৃত্য আরও দুই পেয়ালা চা প্রস্তুত করিয়া আনিল। সন্ধ্যার পর রাজেন্দ্রনাথের বাড়ীতে চায়ের সদাব্রত। যেই আসুক, তাহারই জন্য চা প্রস্তুত।

গল্প করিতে করিতে রাজেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে ঘড়ির পানে চাহিতেছে। বাহিরে পদশব্দ শুনিলেই দ্বারের পানে চাহিয়া দেখে। তাহার এই ভাব লক্ষ্য করিয়া শরদিন্দু বলিল,—"আজ তিনকড়িবাবু এখনও এলেন না?"

রাজেন্দ্র বলিল,—"হ্যাঁ, তাই ত ভাবছি। আজ এখনও এল না কেন? আটটা বাজে প্রায়!"

আটটা বাজিবার পূর্ব্বেই তিনকড়ি আসিয়া প্রবেশ করিল। আজ তাহার মুখখানি বেশ হাসি হাসি।

রাজেন্দ্র বলিল,—"কি হে, আজ এত দেরী যে?"

তিনকড়ি একখানি চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিল—"আজ আপিস থেকে বেরুতেই দেরী হয়ে গেল। আজ একটা শুভসংবাদ আছে ভাই।"

সকলে উৎসুক হইয়া তিনকড়ির মুখের পানে চাহিল। রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল,—"কি বল, বল।"

"আমার মাইনে বেড়েছে।"

রাজেন্দ্রনাথ সজোরে টেবিল চাপড়াইয়া বলিল,—"হুর্‌রে! কত? কত বাড়লো?"

তিনকড়ি বলিল—"২৫৲ বেড়েছে।"

রাজেন্দ্রনাথের মুখে আনন্দ-জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। বলিল,—"ব্রাভো! এস, আজ আর এক এক পেয়ালা চা খাওয়া যাক। ওরে রামধনিয়া—আওর চা লে আও।"

উপস্থিত সকলেই আনন্দ করিতে লাগিল। শরদিন্দু বলিল—"শুধু চা খেয়েই কি আমরা ছাড়ব? রীতিমত ভোজ চাই। তিনকড়িবাবু খাওয়াচ্ছেন কবে বলুন।"

রাজেন্দ্র বলিয়া উঠিল—"তিনকড়ির হয়ে আমিই খাওয়াব। কবে খাবেন, বলুন।"

অধর বলিল—"সমুখের এই শনিবারে।"

"বেশ—তাই হবে।"

নূতন পেয়ালা চা-পান করিতে করিতে, মহা-উৎসাহের সহিত ভোজ সম্বন্ধে পরামর্শ চলিতে লাগিল।

মাসের ত্রিশটি দিন সন্ধ্যাবেলায় তিনকড়ি রাজেন্দ্রের সঙ্গেই বসিয়া কাটায়। আপিস হইতে ফিরিয়া হাতমুখ ধুইতে যে দেরী—তার পরই এখানে ছুটিয়া আসে। এইখানেই সে প্রতি সন্ধ্যায় চা-পান করে। জলযোগও এইখানেই সম্পন্ন হয়। এই নিয়মই বহুবৎসর হইতে চলিয়া আসিতেছে।

বাল্যকাল হইতেই রাজেন্দ্রনাথ ও তিনকড়ির মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। রাজেন্দ্র যদিও ধনীর সন্তান এবং তিনকড়ির পিতা সামান্য চাকুরিজীবী ছিলেন, তথাপি উভয়ের বন্ধুত্বে কোনও ব্যাঘাত হয় নাই। দুই জনে প্রায় সমবয়সী, বাল্যকালে একই বিদ্যালয়ে পাঠ করিত, একসঙ্গেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজের পাঠ আরম্ভ করে। বি-এ পড়িবার সময়, কয়েক দিন অগ্রপশ্চাৎ উভয়েরই বিবাহ হয়। তখন হইতেই উভয়ের বন্ধুত্ব আরও ঘনীভূত হইয়া উঠিল। নিজ নিজ নবীনা প্রেয়সীর গুণগান পরস্পরের কর্ণে অবিশ্রাম গুঞ্জন করিয়া কিছুতেই ইহাদের তৃপ্তি

না এবং উক্ত মহাশয়গণের পিতৃগৃহে অবস্থানকালীন কাহারও একখানি প্রেমলিপি আসিলে, যতক্ষণ সেখানি সে বন্ধুকে না দেখাইতে পারিত, ততক্ষণ ছটফট করিতে থাকিত!

এই সময় হইতেই এ দুই জনের বন্ধুত্বের নিবিড়তার আরও একটি কারণ উপস্থিত হয়,—উভয়েই কবিতা-রচনা আরম্ভ করে। একজন একটি কবিতা রচনা করিলেই, অপরকে সেটি দেখাইবার জন্য ছুটিত। সে সব দিনে, কবিতা প্রকাশের চেষ্টাও যে ইহারা না করিয়াছিল, এমন নহে। উভয়েই অনেকগুলি করিয়া কবিতা কয়েকটি মাসিকপত্রে পাঠাইয়াছিল। কিন্তু সেগুলি সম্পাদকের পর সম্পাদক ধন্যবাদের সহিত ফেরৎ দিতে লাগিলেন। রাজেন্দ্র বলিল,—'মাসিকের সম্পাদকগণ কাব্যবিচার সম্বন্ধে নিতান্তই অপটু,—তাহাদের কবিতা পাঠান, বেণাবনে মুক্তা ছড়ানর মতই নির্ব্বুদ্ধিতা।'—পরামর্শ হইয়া রহিল যখন সময় আসিবে, উভয়েই পুস্তকাকারে কবিতাগুলি প্রকাশ করিয়া সাহিত্যজগৎকে একেবারে চমৎকৃত করিয়া দিবে। রাজেন্দ্র এত দিন কোন্‌কালে তাহার কাব্য ছাপাইয়া উক্ত জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া দিতে পারিত। কিন্তু তিনকড়ির অর্থাভাব—বহি ছাপাইবার সঙ্গতি তাহার ছিল না—সে রাজেন্দ্রের নিকট অর্থ-সাহায্য গ্রহণ করিতেও অসম্মত—সেই জন্য বাধ্য হইয়া এতাবৎকাল সাহিত্য-জগৎকে বঞ্চিত রাখিতে হইয়াছে।

চা-পান শেষ করিয়া, ভোজের পরামর্শ পাকাপাকি করিয়া, অভ্যাগতগণ একে একে বিদায় গ্রহণ করিল। রহিল কেবল তিনকড়ি।

দুই জনে একা হইলে রাজেন্দ্র বলিল,—"যাক্—এত-দিন পরে তবু একটু স্বচ্ছলতা হ'ল। ততটা টানাটানি ত আর থাক্‌বে না!"

তিনকড়ি বলিল—"হ্যাঁ ভাই। এমনি অবস্থা ছিল, কোনও মাসে একটি পয়সা রাখ্‌তে পার্‌তাম না!—এবার একটু নিশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌ব।"

রাজেন্দ্র বসিয়া কি ভাবিতে লাগিল। শেষে ফিক্‌ করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিল।

তিনকড়ি বলিল,—"হাস্‌লে যে?"

"একটা কথা ভাব্‌ছি।"

"কি?—বল না।"

"মনে পড়ে?—একদিন আমরা বলেছিলাম—বই ছাপিয়ে আমাদের কবিতা বের্ কর্‌ব?"

"খুব মনে পড়ে। আর আমার বই ছাপানোর ক্ষমতা ছিল না বলেই, তুমিও নিজের বই এত দিন ছাপাওনি—তাও আমি জানি।"—বলিয়া তিনকড়ি বন্ধুর পানে স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিল।

রাজেন্দ্র বলিল,—"না—না—তা নয়। আচ্ছা, বই ছাপাতে কত খরচ পড়ে?"

কিরূপ ছাপাইতে কত খরচ, কিরূপ কাগজেরই বা কত দাম, তিনকড়ি অনেক দিন হইতেই এ সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। রাজেন্দ্রকে সমস্ত হিসাব দিয়া বলিল,—"ছবি দেবে? আমার ক্ষমতায় অবশ্য কুলোবে না—তোমার বইয়ে খান দুই রঙীন্, আর খান চারেক এক বর্ণের ছবি দিতে পার। আজকাল সকলেই বইয়ে ছবি দিচ্ছে।"

ছবি দিতে হইলে কত খরচ, তাহাও রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল,—ছবি দিবার প্রলোভনটি তাহার মনে বিলক্ষণই ছিল। কিন্তু খরচের ফর্দ্দ শুনিয়া রাজেন্দ্র বুঝিতে পারিল, তিনকড়ির পক্ষে তাহা সাধ্যাতীত হইবে। সুতরাং সে প্রলোভন মনেই দমন করিয়া বলিল,—"না,—ছবিতে কায নেই।—অমনিই ভাল।"

সমস্তই ঠিক হইয়া গেল। একই প্রেসে, একই রকম কাগজে, দুই জনের বহি মুদ্রিত হইবে।

রাত্রি অধিক হইল দেখিয়া তিনকড়ি উঠিল। রাজেন্দ্র বলিল,—"তা হ'লে আর দেরী কোরো না।—পাণ্ডুলিপিটে শীগ্‌গির তৈরি ক'রে ফেল।"

তিনকড়ি বলিল—হ্যাঁ—কা'ল সকালেই আমি সুরু ক'রে দেব।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বড়ভাই ও ছোটভাই।

পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিতে করিতে তিনকড়ির মনে কিন্তু বড়ই দ্বিধা উপস্থিত হইল। পুরাতন কবিতাগুলি যতই সে পড়ে, ততই তাহার মনে হয়,—ছি—ছি—এ ছাপাইয়া কি হইবে!—দুই বৎসরের পূর্ব্বে নিজের এই কবিতাগুলি তাহার কাছে উচ্চদরের বলিয়াই মনে হইত,—এখন কিন্তু সেগুলি নিতান্তই বিশেষত্ববর্জ্জিত ও সাধারণ বলিয়া তাহার বোধ হইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার পর রাজেন্দ্রের বাড়ী গিয়া সে

ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল,—"ভাই, তুমি বই ছাপাও—আমি ছাপাব না।"

রাজেন্দ্র বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন? —হঠাৎ আবার কি হ'ল?"

"আমার ও ছাই-পাঁস ছাপিয়ে কি হবে;—শুধু লোকের কাছে হাস্যাস্পদ হওয়া বৈ ত নয়!"

রাজেন্দ্রের মনে প্রথমাবধিই ধারণা, তাহার নিজের কবিতা তিনকড়ির অপেক্ষা অনেক উচ্চশ্রেণীর। আর্ট বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা নাকি তাহার কবিতায় আছে—তিনকড়ির কবিতায় নাই। তিনকড়ি তাহার বন্ধুর মনের এই ভাবটি অবগত ছিল; কিন্তু স্নেহবশতঃ কখনও ইহার প্রতিবাদ করে নাই। খোসামোদ করিবার অভিপ্রায়ে নয়, বন্ধুর প্রীতিকামনা করিয়াই সে বরং মাঝে মাঝে এ ভ্রান্ত বিশ্বাসটুকুর পোষকতাই করিত।

রাজেন্দ্র বলিল—"না—না,—হাস্যাস্পদ হ'তে হবে কেন?—পাণ্ডুলিপিটে শেষ হ'লে তুমি আমার কাছে দিও—আমি বেশ ক'রে দেখে শুনে, যেখানে যা পরিবর্ত্তন আবশ্যক, ক'রে দাঁড় করিয়ে দেব এখন।"

এই আশ্বাস তিনকড়ির কাছে সমধিক ভীতিপ্রদ বলিয়া মনে হইল। সে বলিল,—"জোড়া-তালি দিয়ে কি আর হয় ভাই?—সে কায নেই।"

রাজেন্দ্র কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল; শেষে বলিল,—"তুমি না ছাপালে আমারও ছাপানো হয় না!"—তাহার স্বর ভারি নৈরাশ্যযুক্ত।

তিনকড়ি বলিল,—"তোমার ভাল কবিতা,—তুমি কেন ছাপাবে না ভাই!—ছাপাও।"

"না,—সে কিছুতেই হবে না।"—বলিয়া রাজেন্দ্র গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল।

তাহার অবস্থা দেখিয়া শেষে তিনকড়ি বলিল—"আচ্ছা, না হয় আমিও ছাপাব।—কিন্তু বেশী বড় বই নয় ভাই। ওরই মধ্যে খুব বেছে গুছে, অল্প গুটিকতক কবিতা দিয়ে একখানি বই ছাপাব।"

রাজেন্দ্র বলিল,—"আমার বইখানি হবে বড়—তোমার খানি হবে ছোট?"

তিনকড়ি স্নেহার্দ্রস্বরে বলিল—"আমিও যে ছোট। তোমার বইখানি হবে বড়ভাই, আমার খানি ছোটভাই। তোমার চেয়ে আমার বইখানি সকল বিষয়েই ছোট হবে; আকারেও ছোট,—কবিত্বেও ছোট!"

শেষের কথাটিতে রাজেন্দ্রের ত কোন সন্দেহই ছিল না। হাসিয়া বলিল,—"আচ্ছা, তাই হোক্। এবার থেকে, বুঝেছ তিনু, তুমি এক কায কোরো।—কোনও একটা কবিতা তোমার মাথায় এলেই, আমায় প্রথমে বোলো। ঠিক কি রকম ছাঁচে ফেল্লে সেটির বেশ খোলতাই হবে, আমি তোমায় বুঝিয়ে দেব। তার পর, তুমি সেটি লিখবে। কিছু ভেব না তিনু,—আমি বেশ জানি, তোমার ভিতরে পদার্থ আছে। তোমার শুধু একটু উপদেশ দরকার। আমি তোমায় ঠিক তৈরি ক'রে তুলব;—তখন দুই ভাই দিগ্বিজয়ে বেরুব।"

যথাসময়ে বলা যায় না—অনেক বিলম্বে, বিস্তর টালমাটাল করিয়া ছাপাখানা অবশেষে বহি দুইখানি শেষ করিয়া দিল। রাজেন্দ্রের পুস্তকের নাম হইয়াছে "প্রসূনাঞ্জলি", তিনকড়ির পুস্তকের নাম "গুঞ্জরণ"।

বহিগুলি আসিবামাত্র, সর্ব্বপ্রথমখণ্ড উভয়ে উভয়ের করকমলে অকৃত্রিম প্রণয়োপহার-স্বরূপ অর্পণ করিল।

তাহার পর প্রথম কার্য্য, প্রধান অপ্রধান সমস্ত সম্পাদককে এক এক খণ্ড বহি সমালোচনার্থ প্রেরণ করা। সারাদিন এই কার্য্যে অতিবাহিত হইল।

তিনকড়ি বলিল,—"এবার সম্ভবতঃ মাসিক-সম্পাদকেরা কবিতার জন্যে তোমায় ধ'রে পড়বে।—তোমার উপর খুব জুলুম আরম্ভ হবে।"

রাজেন্দ্রনাথ উদারভাবে বলিল,—"নিতান্ত পীড়াপীড়ি করে, দেওয়া যাবে দু'একটা!—তোমার খাতা থেকে বেছেও দু'একটা পাঠান যাবে।"

তিনকড়ি বলিল,—"আরে রাম,—আমার লেখা কেউ চাইবেও না, ছাপাবেও না।"

রাজেন্দ্র বলিল,—"কি!—ছাপাবে না?—তাদের ঘাড় ছাপবে!—তোমার লেখাও ছাপতে হবে, এই কড়ারে তবে আমি লেখা দেব। যে সম্পাদক তোমার কবিতা ছাপতে নারাজ—তিনি আমার লেখাও পাবেন না—মাথা কুটে মলেও না।"—তিনকড়ির পিঠ ঠুকিয়া রাজেন্দ্র আবার বলিল—"আমরা দুই ভাই।—বড়ভাই যেখানে, ছোটভাই সেখানে।—ছোটভাইটিকে যিনি আদর না করবেন, বড়ভাইকেও তিনি পাবেন না।"

স্নেহে আনন্দে তিনকড়ির চক্ষু সজল হইয়া আসিল।

হায়, হতভাগ্যগণ!—কি কুক্ষণেই তোমরা বহি ছাপাইয়াছিলে!

সম্পাদকগণের নামে বহি পাঠান শেষ হইলে,

অন্যান্য সকলকে উপহার দিবার ধুম পড়িল। রাজেন্দ্রের বহি তাহার শ্বশুরবাড়ীতেই প্রায় ত্রিশখানা খরচ হইয়া গেল। এমন কি, উক্ত 'মধুপুরী'তে, সামান্য বাঙ্গালা লেখা-পড়া জানা একজন খানসামা ছিল, সেও একখণ্ড জামাইবাবুর বহি বখ্‌শিস্‌ পাইল। রাজেন্দ্রের বৈঠকখানা-বিহারী সান্ধ্য চাপায়িগণ প্রত্যেকে উভয় গ্রন্থই পাইল। পাড়ার মাতব্বর ব্যক্তিগণের অন্যান্য বন্ধুবর্গের করকমলও বঞ্চিত রহিল না। যে সকল আত্মীয়-বন্ধু বিদেশে থাকিতেন, সকলের নামেই এক একখানি বহি গেল। বঙ্গের খ্যাতনামা সুধিবৃন্দ, প্রধান প্রধান সাহিত্যিকগণ,—সকলেরই নামে ডাকযোগে বহি প্রেরিত হইল। তাহার পর কিছুদিন ধরিয়া দুই জনে দেখা হইলেই—কাহাকেও বহি পাঠাইতে ভুল হইয়া গিয়াছে কি না, তাহারই আলোচনা হইত। "ওহে, অমুককে ত আমি এখনও বই পাঠাই নি তুমি পাঠিয়েছ?" "না ভাই, আমারও ভুল হয়ে গেছে। ছি ছি, কি মনে করবেন বল দেখি?"—ইত্যাদি প্রকার কথাবার্ত্তা প্রায়ই হইতে লাগিল। ত্রুটি সংশোধনে তিলমাত্র বিলম্ব হইত না।

বিক্রয়ার্থ, পুস্তকের দোকানে দোকানেও বহি পাঠান হইল। তবে দোকানদারেরা অধিকসংখ্যক বহি একসঙ্গে লইতে চাহিল না, বলিল, আমাদের গুদামে স্থানাভাব।

রাজেন্দ্র অনেকগুলি মাসিকপত্রের গ্রাহক ছিল। সমালোচনা কবে বাহির হইবে, কবে বাহির হইবে—করিয়া দুই জনে অস্থির হইয়া উঠিত, এবং মাসিকপত্র আসিলেই খুলিয়া আগে সমালোচনার পৃষ্ঠাগুলি দেখিত।

সে দিন সন্ধ্যাবেলায় তিনকড়ি আসিয়া দেখিল, রাজেন্দ্র কিছু বিমর্ষ। বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হয়েছে?"

রাজেন্দ্র কোনও উত্তর না দিয়া, দেরাজ খুলিয়া একখানি নূতন মাসিকপত্র বাহির করিল।

তিনকড়ি উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল,—"বঙ্গ-প্রভা না কি? সমালোচনা বেরিয়েছে?—দেখি দেখি।"

রাজেন্দ্র একটা স্থান খুলিয়া তিনকড়ির হাতে কাগজখানি দিল।

তিনকড়ি দেখিল, প্রাপ্ত-পুস্তকের সংক্ষিপ্ত সমালোচনার স্তম্ভে তাহার 'গুঞ্জরণে'র সমালোচনা। রুদ্ধশ্বাসে সেটি পাঠ করিল। বেশী কিছু নয়—বর্জ্জাইস্‌ অক্ষরে বারো চৌদ্দ লাইন মাত্র। গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম, গ্রন্থের আকার, পৃষ্ঠা-সংখ্যা, প্রেস, প্রকাশক কে, মূল্য কত ইত্যাদি সংবাদেই চারিপাঁচ ছত্র ব্যয় হইয়া গিয়াছে,—বাকি কয় ছত্র সমালোচনা। তা, বহিখানিকে ভালই বলিয়াছে। লিখিয়াছে,—"এই নব্য-কবির ভাষায় ঝঙ্কার আছে, ভাবে নূতনত্ব ও গভীরতা আছে, তাঁহার ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ। সাহিত্যের আসরে তিনকড়িবাবুকে আমরা সাদরে বরণ করিয়া লইতেছি।"

পড়িয়া তিনকড়ি নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"বাঁচা গেল। নিন্দা করেনি।"

রাজেন্দ্র বলিল,—"নিন্দা কেন করবে? বেশ সুখ্যাতিই ত করেছে।"

কাগজখানি উল্টিয়া পাল্টিয়া তিনকড়ি বলিল,—"প্রসূনাঞ্জলির সমালোচনা ত নেই! কেন বল দেখি?"

রাজেন্দ্র নিরাশভাবে বলিল,—"কি ক'রে জানব ভাই?"

"তাই ত!"—বলিয়াই 'গুঞ্জরণে'র সমালোচনাটি অভিনিবেশ সহকারে সে দ্বিতীয়বার পাঠ করিতে লাগিল। এই সামান্য কয়েকটি প্রশংসাবাক্যেই তাহার অন্তরপ্রদেশে পুলকের হিল্লোল বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। সহসা রাজেন্দ্র একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল,—তাহা শুনিয়া তিনকড়ি যেন চমকিয়া, একটু লজ্জিত হইয়া উঠিল। কে যেন তাহার অন্তরে কশাঘাত করিয়া কহিল,—স্বার্থপর!

তিনকড়ি বলিল,—"আমার ত বোধ হয়, 'গুঞ্জরণকে'ই যখন এ কথা বলেছে, তখন 'প্রসূনাঞ্জলি'র আরও ভাল সমালোচনা করবে।"

রাজেন্দ্র বলিল,—"দেখা যাক্—কি বলে!"

চা আসিল। পান করিতে করিতে দুই জনে গল্পগুজব করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অধরচন্দ্র আসিল। রাজেন্দ্র তাহাকে সমালোচনাটি পড়িতে দিল। সে পড়িয়া বলিল,—"এই দশ লাইন সমালোচনা না করলেই নয়!—যদি কর্ল্লি বাপু, ত একটু বড় করেই কর্।"

তিনকড়ি বলিল,—"যে যেমন বই, তার তেমনি সমালোচনা হবে ত! ভাল বইয়ের সমালোচনা বেশ বড় করেছে,—দেখ না।"

প্রসূনাঞ্জলির সমালোচনা নাই শুনিয়া অধর মত প্রকাশ করিল,—"সেখানার সমালোচনা বোধ হয়

একটু বড় করেই লিখবে, হয় ত এ মাসে স্থানাভাব হয়েছিল।"

তিনকড়ি বলিল,—"আমারও ত তাই মনে হয়।"

উঠিবার সময়, তিনকড়ির ইচ্ছা হইল, স্ত্রীকে দেখাইবার জন্য কাগজখানি চাহিয়া লইয়া যায়,—কিন্তু বলি বলি করিয়া বলিতে পারিল না। রাজেন্দ্রের সেই দীর্ঘ-নিশ্বাস তাহার মনে পড়িতে লাগিল। ভাবিল, 'যদি দুইখানি বহিরই সমালোচনা থাকিত—সে কেমন আনন্দ হইত! না—এই আধখানা আনন্দে কোনও সুখ নাই।'

তিনকড়ি প্রস্থান করিবার মিনিট কুড়ি পরে রাজেন্দ্র আহারার্থ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। দেখিল, ভোজনকক্ষের বারান্দায় তিনকড়ির বাড়ীর ঝি বসিয়া আছে।

ভোজনকক্ষে প্রবেশ করিতেই তাহার স্ত্রী বলিলেন,—"হ্যাঁগা, তোমার কাছে এ মাসের 'বঙ্গপ্রভা' আছে?"

"কেন?"

"কিরণ আমায় চিঠি লিখে চেয়ে পাঠিয়েছে,—বলেছে, কা'ল্ সকালেই আবার ফিরে পাঠাবে।"—কিরণবালা তিনকড়ির স্ত্রীর নাম।

রাজেন্দ্র আসনে বসিতে যাইতেছিল, এই কথা শুনিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মুহূর্ত্তকাল কি চিন্তা করিল। তাহার পর জুতা পায়ে দিয়া খট্‌মট্ করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল, "বঙ্গপ্রভা"খানি আনিয়া স্ত্রীর পায়ের কাছে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল।

স্ত্রী অবাক্ হইয়া স্বামীর মুখের পানে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর কাগজখানি কুড়াইয়া, বাহির হইয়া, ঝিকে দিলেন।

ঝি শঙ্কিতস্বরে বলিল,—"হ্যাঁ বউ মা,—বাবু কি রাগ করেছেন?"—বারান্দায় বসিয়া সে মুক্ত-দ্বারপথে সমস্তই দেখিতে পাইয়াছিল।

গৃহিণী বলিলেন,—"না, রাগ কর্‌বেন কেন?"

ঝির কিন্তু সে কথা বিশ্বাস হইল না। সে একটু চিন্তাযুক্ত হইয়াই বাড়ী ফিরিল। যাহা কিছু দেখিয়াছিল এবং শুনিয়াছিল, সমস্তই গিয়া বর্ণনা করিল।

এ দিকে রাজেন্দ্র মাথাটি নীচু করিয়া কোনও মতে ভোজন শেষ করিয়া উঠিয়া পড়িল। মনে মনে সে ক্রমাগত বলিতেছিল, "অকৃতজ্ঞ!—স্বার্থপর! এক মিনিট দেরী সইল না? বাড়ী গিয়েই স্ত্রীর কাছে গল্প করেছে? আনন্দে এতই উন্মত্ত হয়েছে?"

পরদিন কিন্তু মনে মনে রাজেন্দ্রের বড় লজ্জাবোধ হইল। ভাবিল, 'কা'ল অনর্থক আমি তিনকড়ির উপর রাগ করেছিলাম। নিজের বইয়ের ভাল সমালোচনা হয়েছে, স্ত্রীর কাছে তা গল্প ক'রে সে এমনই কি অন্যায় কার্য্য করেছে? আর, স্বামীর প্রশংসা পড়বার জন্যে আগ্রহ তার স্ত্রীর পক্ষে ত নিতান্তই স্বাভাবিক। অবশ্য, যদি আমার বইয়ের কোন নিন্দা ঐ সংখ্যায় বেরুত, তা সত্ত্বেও তিনু যদি ওরূপ আচরণ করতো, তবে আমার রাগ বা অভিমান করবার কারণ ছিল বটে। ঝি গিয়ে যদি ব'লে থাকে, না জানি তিনকড়ি কি মনে করেছে!'

ও দিকে তিনকড়িও যখন শুনিল, কিরণ তাহার অজ্ঞাতসারে "বঙ্গপ্রভা" আনিতে রাজেন্দ্রের বাড়ী ঝি পাঠাইয়াছে, তখন সে মনে মনে একটু সঙ্কুচিত হইল। তাহার পর ঝি যখন আসিয়া সকল কথা বলিল, তখন সে লজ্জায় ক্ষোভে এতটুকু হইয়া গেল। স্ত্রীর উপর রাগও হইল। তিনকড়ি ভাবিতে লাগিল, 'ছি ছি, বড় অন্যায় হয়ে গেছে। রাজেন্দ্র আমাকে অতি স্বার্থপর হৃদয়শূন্য ভাবছে!' এই চিন্তায় রাত্রে তাহার ভাল ঘুম হইল না; পরদিন আপিসেও মনটা বড় খারাপ রহিল।

সন্ধ্যাবেলা তিনকড়ি আসিলে হাস্যমুখে রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল,—"কি হে, গিন্নী কা'ল রাত্রে সমালোচনা প'ড়ে কি বল্লেন?"

তিনকড়ি লজ্জিতভাবে বলিল,—"কি আর বলবে? বল্লে, বেশ লিখেছে।"

"কিছু অতিরিক্ত পুরস্কার-টুরস্কার দিলেন্ না? দুটো বেশী ক'রে পাণ-টান্—কি—অন্য কিছু?"—বলিয়া রাজেন্দ্র বক্র-হাসি হাসিল।

এইরূপ হাস্য-পরিহাসে উভয়ের হৃদয় আবার স্বাভাবিক সুস্থতা-লাভ করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বিবাহ-সভা।

দুই দিন পরে চোরবাগানের কালী মিত্রের বাড়ী উভয়েরই বিবাহের নিমন্ত্রণ ছিল। সন্ধ্যার পর তিনকড়ি

সাজসজ্জা করিয়া আসিল। রাজেন্দ্রের সঙ্গে তাহার গাড়ীতেই চোরবাগান যাত্রা করিল।

বিবাহ-সভায় বসিয়া গল্প-গুজব চলিতেছে, এমন সময় একজন প্রৌঢ়বয়স্ক ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অমনি চারিদিক হইতে "আসুন আসুন" রব উত্থিত হইল। তাঁহাকে স্থান করিয়া দিবার জন্য অনেকেই সসম্ভ্রমে সরিয়া সরিয়া বসিতে লাগিল। "থাক্-থাক্, আপনারা কষ্ট করবেন না, আমি এই-খানেই বসছি"—বলিয়া তিনি তিনকড়ি ও রাজেন্দ্রের সান্নিধ্যেই উপবেশন করিলেন।

তিনকড়ি নিকটস্থ একজন পরিচিত ব্যক্তির কানে কানে জিজ্ঞাসা করিল,—"ইনি কে?"

"চেনেন না? ইনি মনতোষবাবু, 'আর্য্যশক্তি'র সম্পাদক। আচ্ছা, আমি আলাপ করিয়ে দিচ্ছি"—বলিয়া তিনি ডাকিলেন, "মনতোষবাবু, ও মনতোষবাবু —এদিকে একটু স'রে আসুন না। এই ইনি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাচ্ছেন। এঁর নাম তিনকড়ি বিশ্বাস, বেঙ্গল আপিসে চাকরি করেন; আর, এক জন কবি। এঁর নাম রাজেন্দ্রবাবু—রাজেন্দ্রনাথ বসু। ইনি মস্তলোকের ছেলে, শ্যামপুকুরের বিজয়কৃষ্ণ বসু মহাশয়ের নাম শুনেছেন্ ত? ইনি তাঁরই পুত্র।"

মনতোষবাবু বলিলেন,—"বেশ বেশ। আপনাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে ভারি সুখী হলাম। তা, তিনকড়ি বাবু, আপনি কবি?"

"আজ্ঞে না"—বলিয়া তিনকড়ি হাসিতে লাগিল।

"আপনিই কি 'গুঞ্জরণ' ব'লে বই লিখেছেন?"

তিনকড়ি একটু সলজ্জভাবে বলিল,—"সেটা অস্বীকার করতে পারি নে।"

মনতোষবাবু বলিলেন—"অস্বীকার করলে চলবে কেন? আমাকে সমালোচনার জন্য পাঠিয়েছেন। আমি আপনার বই পড়েছি। বইখানি আমার বেশ লেগেছে, তিনকড়িবাবু। আজকাল যাঁরা সব কবিতা লিখছেন, কেবল শব্দাড়ম্বরই বেশীর ভাগ, ভাবের সাড়া বড় পাওয়া যায় না। তা, আপনার কবিতায় ভাব আছে—বেশ ভাব আছে।"

এই প্রকাণ্ড সভায়, সহস্র লোকের মাঝখানে, সুবিখ্যাত 'আর্য্যশক্তি'র প্রবীণ সম্পাদকের মুখে এই প্রশংসাবাদ শুনিয়া, তিনকড়ির দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। রুদ্ধ কণ্ঠে সে বলিল—"আমার সামান্য কবিতা—আপনার ভাল লেগেছে শুনে বড় আহ্লাদ হ'ল।"

মনতোষবাবু বলিলেন,—"আসছে মাসের আর্য্য-শক্তিতে সমালোচনা দেখবেন।"

তিনকড়ি সহসা রাজেন্দ্রের পানে চাহিয়া দেখিল, তাহার মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে।

একটু ইতস্ততঃ করিয়া তিনকড়ি বলিল—"মনতোষ বাবু, আপনি রাজেন্দ্র বাবুর বইখানিও পড়েছেন বোধ হয়? সেখানিও আপনার কাছে সমালোচনার জন্যে গেছে।"

"কোন্ রাজেন্দ্রবাবুর বই? এঁর বই?"

"হ্যাঁ। ইনিও 'প্রসূনাঞ্জলি' ব'লে একখানি কবিতার বই ছাপিয়েছেন।"

মনতোষবাবু একটু ভাবিয়া বলিলেন,—"কি জানি, মনে ত পড়ছে না। আচ্ছা, দেখ্‌ব এখন!"

তিনকড়ি বলিল,—"আমার কবিতার চেয়ে এঁর কবিতা ঢের ভাল।—এঁর দেখেই এক রকম আমার লিখতে শেখা।"

"বটে!—বলেন কি?—আচ্ছা, আমি দেখব। কি বই বল্লেন—কুসুমাঞ্জলি?"

"আজ্ঞে না—প্রসূনাঞ্জলি।"

"আচ্ছা—বেশ। তা তিনকড়িবাবু, কোনও মাসিকপত্রিকায় ত আপনার কবিতা দেখতে পাইনে!"

তিনকড়ি বলিল,—"না, মাসিকে লিখি নে।"

"কেন লেখেন না? লেখা উচিত। মাসিকে লেখা বেরুলে, অতি অল্পসময়ের মধ্যেই বহু লোকে তা প'ড়ে ফেলে। আমার আর্য্যশক্তিতে যদি আপনার একটি কবিতা ছাপা হয়, এক সপ্তাহের মধ্যে অন্ততঃ দশহাজার লোকের চোখে সেটা পড়বে। আর আপনি যদি বই ছাপিয়ে বের করেন—সে বই দশ হাজার লোকের চোখে পড়তে কত বছর লাগবে বলুন দেখি?"

তিনকড়ি হাসিয়া বলিল,—"তু'তিন পুরুষের কম ত নয়—যদি তত দিন আমার বই বেঁচে থাকে।"

সম্পাদক বলিলেন,—"তবে? আপনি আমার আর্য্যশক্তিতে লিখুন। বেশ ভাল দেখে গোটা দশ বারো কবিতা—বেশ বাছা বাছা, বুঝেছেন—পাঠাতে পারবেন? আপনার কতগুলো অপ্রকাশিত কবিতা মজুৎ আছে?"

"বিস্তর কবিতা মজুৎ আছে। আপনার তিন মাসের আর্য্যশক্তির আগাগোড়া, সার বিজ্ঞাপনের

পাতা শুদ্ধ, ভরিয়ে দিতে পারি।" বলিয়া তিনকড়ি হাস্য করিতে লাগিল।

"তা বেশ—পাঠাবেন। বেশী নয়, গোটা দশ বারো। সবগুলোই যে একমাসে ছাপাব, তা নয়—কোনও মাসে একটি, কোনও মাসে দুটি—বুঝেছেন? —পাঠাবেন ত?"

"পাঠিয়ে দেব।"

"আগামী সংখ্যা আর্য্যশক্তি এখনও দু'ফর্ম্মা ছাপা হতে বাকী আছে। যদি কা'ল কি পরশু পাঠান, তবে এই মাসেই দুই একটা কবিতা যেতে পারে। —পাঠাবেন?"

"বেশ! কা'লই আপনাকে এক ডজন কবিতা আমি পাঠিয়ে দেব।"

"আপনি কি আর্য্যশক্তির গ্রাহক?"

"আজ্ঞে না।"

"আচ্ছা—আপনার নাম, লেখকের তালিকায় আমরা চড়িয়ে নেব এখন। কবিতাগুলি পাঠাবার সময়—আপনার ঠিকানাটিও অনুগ্রহ ক'রে লিখে দিবেন।"

"বেশ—লিখে দেব।"

এই সময় শব্দ শুনা গেল—"ব্রাহ্মণ মশায়েরা গা তুলুন।"

মনতোষ বাবু উঠিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, ঐ কথা রইল তা হ'লে।" বলিয়া জুতা অন্বেষণে ব্যাপৃত হইলেন। তিনি নয়নপথের অন্তরাল হইলে তিনকড়ি রাজেন্দ্রকে বলিল,—"লোকটি বেশ অমায়িক—না?"

রাজেন্দ্র কাষ্ঠহাস্যের সহিত বলিল,—"হ্যাঁ।"

"মাসিকপত্রে লেখা ছাপান সম্বন্ধে উনি যা বল্লেন, সেটা কিন্তু খুব ঠিক ব'লে মনে হয়। অল্পসময়ের মধ্যে অনেক দূর পর্য্যন্ত লেখাটা ছড়িয়ে পড়ে।"

রাজেন্দ্র অন্যদিকে চাহিয়া বলিল,—"হ্যাঁ।"

"দেখ ভাই, আমরা আগে যা মনে করতাম যে মাসিকপত্র-সম্পাদকেরা কাব্যবিচার সম্বন্ধে এক একটি আস্ত গোরু, তা কিন্তু নয়। কি বল?"

রাজেন্দ্র শুধু বলিল,—"হ্যাঁ।"

"আর্য্যশক্তিখানা আজকাল বেশ নাম ক'রে নিয়েছে। আর ঠিক পয়লা তারিখে বেরোয়—এইটেই ওর খুব বাহাদুরী, নয়?"

রাজেন্দ্র কষ্টেসৃষ্টে বলিল,—"হ্যাঁ।"

এমন সময় শব্দ শুনা গেল, "কায়স্থ মশায়েরা, বৈদ্য মশায়েরা অনুগ্রহ ক'রে গা তুলুন।"

রাজেন্দ্র ও তিনকড়ি তখন "গা তুলিয়া" সকলের সঙ্গে ভোজন-স্থান অভিমুখে চলিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মেঘোদয়।

দুই জনের বন্ধুত্বের নির্ম্মল আকাশে এইরূপে একটু-খানি মেঘের সঞ্চার হইল।

তিনকড়ি বুঝিতে পারিল, রাজেন্দ্রের মনে একটু ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। প্রকাশ্যে কোনও কথা হইল না, তিনকড়ি মনে মনেই বলিল,—"এ ত বড় জুলুম! আমার লেখা যদি লোকে ভাল বলে—তাহাতে উহার এত অসন্তোষ কেন? উহার লেখা যদি পাঁচ জনে ভাল বলে, তাহাতে আমার ত অহ্লাদই হইবে।"

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর তিনকড়ি যেমন রাজেন্দ্রের বাড়ীতে যাইত, সেইরূপই যাইতে লাগিল। যেমন গল্পগুজব চলিত, সেইরূপ চলিতে লাগিল। কিন্তু তথাপি পূর্ব্বের মত সেরূপ প্রাণ-খোলা হাসিকথা আর যেন দুজনে হয় না।

তিনকড়ি মনে মনে আশা করিতে লাগিল, যদি আর্য্যশক্তিতে দুই জনের অনুকূল পুস্তকেরই সমা-লোচনা প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে রাজেন্দ্রের মনে আর কোন দুঃখ থাকিবে না, মেঘ কাটিয়া যাইবে। সেও ত আর বিলম্ব নাই; আজ বাঙ্গালা মাসের ২৮শে, আর তিনটি দিন মাত্র অপেক্ষা।

২রা তারিখে বেলা ৯টার ডাকে আর্য্যশক্তি আসিল। মোড়ক খুলিয়া তিনকড়ি দেখিল, সর্ব্বনাশ হইয়াছে। শেষের দিকে তাহার একটি কবিতা মুদ্রিত হইয়াছে, গুঞ্জরণের প্রায় এক কলমব্যাপী সমালোচনা রহিয়াছে; আর প্রসূনাঞ্জলির সমালোচনায় কেবল-মাত্র লেখা "এই 'প্রসূন'গুলির না আছে রূপ, না আছে গন্ধ।"

পড়িয়া তিনকড়ি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। ভাবিতে লাগিল,—"ইহা দেখিয়া রাজেন্দ্র একে-বারে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িবে। তাহার যেরূপ মনের

গতি, সে ত আমাকে কিছুতেই আর ক্ষমা করিতে পারিবে না। এ কি হইল! ইহা অপেক্ষা, যদি উভয়ের পুস্তকেরই প্রতিকূল সমালোচনা বাহির হইত, সে যে ছিল ভাল!"

শুশ্রুষণের সমালোচনাটি তিনকড়ি দ্বিতীয়বার পাঠ করিল। বিবাহসভায় সম্পাদক মহাশয় মৌখিক যে প্রশংসা-বাক্য করিয়াছিলেন—লেখায় তাহার অনেক অধিক রহিয়াছে। কয়েকটি স্থান উদ্ধৃত করিয়া ভাবের সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছেন। সমালোচনাটি পড়িতে পড়িতে তাহার অঙ্গে যেন পুষ্প-বৃষ্টি হইতে লাগিল—কিন্তু সে যেন কণ্টকে ক্ষত-বিক্ষত-অঙ্গে পুষ্প-বৃষ্টি।

পত্রিকাখানি হাতে করিয়া মোহাবিষ্ট নয়নে তিনকড়ি ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ এইভাবে অতীত হইলে তাহার স্ত্রী আসিয়া দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "হ্যাগা—এখনও স্নান কর্‌লে না, আপিসের বেলা হ'ল যে!"

সে শব্দে চকিত হইয়া তিনকড়ি বলিল,—"অ্যাঁ—কি বল্‌ছ?"

কক্ষমধ্যে অগ্রসর হইয়া কিরণ বলিলেন,—"ব'সে ব'সে কি ভাবা হচ্ছিল? হাতে ওখানি কি?"

"আর্য্যশক্তি।"

"এসেছে? সমালোচনা আছে? দেখি দেখি"—বলিয়া তিনি কাগজখানি স্বামীর নিকট হইতে একপ্রকার কাড়িয়াই লইলেন।

"দেখ।"—বলিয়া তিনকড়ি স্নান করিতে গেল।

তিনকড়ি আহারে বসিলে, পাখার বাতাস করিতে করিতে কিরণ বলিলেন—"তা এতে রাগ করলে চলবে কেন বাবু? ও সমালোচনা তুমি ত আর লেখনি! তাদের যে বইখানা ভাল লেগেছে, সেখানা তারা ভাল বলেছে; যেখানা মন্দ লেগেছে, সেখানা মন্দ বলেছে। এতে তোমার দোষ কি?"

তিনকড়ি বিষণ্ণভাবে বলিল,—"সে কথা যদি সে বুঝবে, তা হ'লে আর ভাবনা কি ছিল?"

আপিসে সারাটা দিন তিনকড়ির মনটা খারাপ হইয়া রহিল।

সন্ধ্যাবেলা রাজেন্দ্রের নিকট যাইয়া কেমন করিয়া সে দাঁড়াইবে, কি বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিবে? মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল, বলিবে—"মাসিকপত্রের সম্পাদকগণ কাব্যবিচারে সম্পূর্ণ অসমর্থ—এই দুইটি সমালোচনাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর, উহাদের অনুকূল বা প্রতিকূল সমালোচনায় কিছুই যায় আসে না। ভাল জিনিষের আদর সর্ব্বসাধারণে করিবেই করিবে; মাসিকের সমালোচনায় তাহারা কখনই ভুলিবে না।" ইত্যাদি ইত্যাদি।—কিছুতেই কিন্তু তিনকড়ি মনে উৎসাহ পাইল না। কথায় চিঁড়া ভিজিবার সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত বলিয়াই তাহার মনে হইতে লাগিল।

সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া, হস্তমুখাদি প্রক্ষালন করিয়া, কিঞ্চিৎ জলযোগান্তে ভারাক্রান্ত-হৃদয়ে তিনকড়ি ধীরে ধীরে রাজেন্দ্রের বাটী অভিমুখে অগ্রসর হইল।

পৌঁছিয়া দ্বারবানের নিকট শুনিল, বাবু আজ দুইটার 'প্যাসেঞ্জার' গাড়ীতে সুন্দরগঞ্জে তাঁহার জমিদারীতে চলিয়া গিয়াছেন। কবে ফিরিবেন, কিছুই বলিয়া যান নাই।

তিনকড়ি, বন্ধুর এই সহসা-অন্তর্দ্ধানের কারণ বুঝিল, বুঝিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিয়া চুপ করিয়া শয্যার উপর পড়িয়া রহিল।

স্ত্রী নিকটে আসিলে বলিল,—রাত্রে সে কিছুই খাইবে না—তাহার মাথাটা বড় ধরিয়াছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সমালোচনা ও সম্পাদক।

এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল—রাজেন্দ্রের কোনও খোঁজখবর নাই। তিনকড়ি তাহাদের বাড়ীতে গিয়া মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করে—'বাবু কবে ফিরিবেন, কিছু সংবাদ আসিয়াছে কি?' উত্তর পায়—'কোনও সংবাদ আসে নাই।'

রাজেন্দ্রের ফিরিতে যখন এতই বিলম্ব হইতেছে—তখন তাহাকে একখানা চিঠি লিখা প্রয়োজন। এই ভাবিয়া তিনকড়ি কাগজ-কলম লইয়া চিঠি লিখিতে বসিল। প্রথমে অন্যান্য কথা লিখিয়া নাম-স্বাক্ষর করিয়া শেষে 'পুনশ্চ' দিয়া বলিল—"আর্য্যশক্তিতে সে সমালোচনা দেখিয়াছ বোধ হয়। সে সমালোচনা নিতান্তই অর্ব্বাচীনের মত লেখা, তাহার কোনও মূল্য নাই।"

আবার সপ্তাহ কাটিল—কিন্তু কোনও উত্তর আসিল না।

একদিন সন্ধ্যার সময় আপিস হইতে ফিরিয়া তিনকড়ি দেখিল. "বঙ্গপ্রভা" আসিয়াছে। প্রসূনাঞ্জলির কি সমালোচনা হইল, দেখিবার জন্য আগ্রহের সহিত মোড়ক খুলিল; অনেক পুস্তকের সমালোচনা রহিয়াছে —কৈ, প্রসূনাঞ্জলির নামোল্লেখ পর্য্যন্ত নাই।

তিনকড়ি জানে, রাজেন্দ্রের ডাক প্রতিদিন ঠিকানা কাটিয়া সুন্দরগঞ্জে পাঠান হয়, দুই একদিনের মধ্যেই এই সংখ্যার "বঙ্গপ্রভা"খানি তাহার হস্তগত হইবে : সে তখন আবার একটি নূতন আঘাত প্রাপ্ত হইবে।

এই সময় আরও তিনখানি কাগজে তিনকড়ির পুস্তকের প্রশংসা বাহির হইয়া গেল। তাহার মধ্যে কেবল একখানি কাগজ প্রসূনাঞ্জলির উল্লেখ করিয়াছে ; সমালোচনায় কেবলমাত্র লিখিয়াছে—"ইহা একখানি মামুলী কবিতাপুস্তক।" তিনকড়ি জানিত, রাজেন্দ্র এ কাগজখানির গ্রাহক নয় ; তাই সে আশা করিতে লাগিল, ইহা রাজেন্দ্রের দৃষ্টিতে পড়িবে না।

কাগজের পর কাগজে অনুকূল সমালোচনা বাহির হওয়াতে, তিনকড়ির একদল ভক্ত জুটিয়া গেল; তাহারা প্রতিদিন সন্ধ্যার পর তিনকড়ির বৈঠকখানায় আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া বসিত। পাঁচ ছয় দিন অন্তর তিনকড়ির এক টিন্ করিয়া চা ফুরাইতে লাগিল।

ইহার মধ্যে শরদিন্দুই বাস্তবিক সমজদার লোক ছিল। তাহার বয়স তিনকড়ির অপেক্ষা অল্প—কিন্তু এক একটি এমন কথা বলিত যে, তিনকড়ি আশ্চর্য্য হইয়া যাইত। ইংরেজি ও সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য লোকটার বেশ পড়া ছিল। সে প্রায়ই আসিয়া জিজ্ঞাসা করিত—"তিনকড়ি বাবু নূতন কিছু লিখলেন না কি ?" নূতন কোনও লেখা পাইলে তাহা আগ্রহের সহিত পাঠ করিত এবং প্রায়ই যথেষ্ট সুখ্যাতি করিত। এইটি তিনকড়ির চক্ষুষ্মান্ ভক্ত। আর একটি ছিল, অন্ধভক্ত। তাহার নাম বিহারীলাল। সে পটলডাঙ্গায় একটি ছাপাখানায় প্রিণ্টারী কর্ম্ম করিত, কিন্তু বাঙ্গালা কাব্য তাহার বেশ পড়া ছিল। সে, তিনকড়ির কোনও রচনায় কিছুমাত্র দোষ দেখিতে পাইত না। কেহ কোন দোষ বাহির করিলে, তাহার সহিত বিহারী কোমর বাঁধিয়া তর্ক আরম্ভ করিত। তিনকড়ির বাটীর অতি নিকটেই তাহার বাসা ছিল। গুঞ্জরণের প্রায় সমস্ত কবিতাই তাহার মুখস্থ। তাহার মতে, রবিবাবুর পর বঙ্গদেশে একটিমাত্র কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন—তিনি তিনকড়ি বাবু।

একমাস কাটিয়া গেল, রাজেন্দ্রের কোনও সংবাদ নাই। পূর্ব্বেও সে মাঝে মাঝে জমীদারীতে যাইত বটে—কিন্তু এত দিন ধরিয়া সেখানে থাকিত না; দুই এক দিন অন্তর তিনকড়িকে পত্রও লিখিত। ক্রমে তিনকড়ি একটু দুর্ভাবনায় পড়িয়া গেল।

নূতন "আর্য্যশক্তি" আসিয়াছে—এবার তিনকড়ির দুইটি কবিতা ছাপা হইয়াছে। একটি ত একেবারে প্রথম পৃষ্ঠায়। সম্প্রতি আবার "বঙ্গপ্রভা"-সম্পাদকও কবিতা চাহিয়া তিনকড়িকে পত্র লিখিয়াছেন।

যশের আস্বাদন পাইয়া, বন্ধুবিচ্ছেদ-দুঃখ তিনকড়ি অনেকটা ভুলিয়া রহিল। তাহার ভক্তগণ ক্রমাগত তাহাকে আর একখানি বহি প্রেসে দিবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিল। অর্থাভাবের অজুহাৎ দেখাইলে, বিহারী বলিল—"আপনি আমাদের প্রেসে ছাপতে দিন —যা বিল হবে, ম্যানেজারকে বল্‌বো এখন, আমার মাইনে থেকে মাসে মাসে ১০৲ ক'রে কেটে নিয়ে শোধ করবে। বই বিক্রী হ'লে তখন আপনি আমার টাকা শোধ করবেন।"

তিনকড়ি বলিল,—"তোমার ত চল্লিশটি টাকা মাইনে, মাসে মাসে দশটি টাকা কাটা গেলে তোমার সংসার চল্‌বে কি ক'রে ?"

মহা উৎসাহের সহিত বিহারী বলিল—"সে আমি যেমন ক'রে পারি চালিয়ে নেব।"

এইরূপ কিছু দিন যায়। একদিন আপিসের একটি বাবুর হাতে নূতন "রত্নাকর" মাসিকপত্রখানি দেখিয়া তিনকড়ি চাহিয়া লইল।

পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে, শেষ দিকে চেখে— প্রসূনাঞ্জলির সমালোচনা রহিয়াছে। বেশ অনুকূল সমালোচনা, তবে তিনকড়ির মনে হইল, প্রশংসাটি একটু যেন মাত্রা চড়িয়া গিয়াছে। ভাবিল, তা হউক —উহাতে রাজেন্দ্রের বেদনাতুর হৃদয় কিয়ৎপরিমাণে সুস্থ হইবে।

বাবুটিকে তিনকড়ি জিজ্ঞাসা করিল,—"মশায়, এ কাগজখানি কবে পেলেন ?"

"আজকেই। আপিসে আসবার পথে, ওদের আপিসে গিয়ে হাতে ক'রে নিয়ে এলাম।"

"এ কাগজখানি অনুগ্রহ ক'রে আমায় দিন—

আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। আমি কা'ল আপনাকে আর একখানি এনে দেব।"

"আচ্ছা বেশ।"

তিনকড়ি ভাবিল,—"আজ রত্নাকর পোষ্ট হইয়া কা'ল প্রাতে রাজেন্দ্রের কলিকাতার বাড়ীতে পৌছিবে। কাল ঠিকানা কাটিয়া পাঠাইলে, পশু জমীদারীতে উহার হস্তগত হইবে। এ কাগজখানি আমি আজই তাহাকে পাঠাইয়া দিই—একদিন পূর্ব্বে সে পাইবে। আমার জন্যই বিক্ষত হৃদয়ে সে আজ গৃহত্যাগী—শুশ্রূষাটুকুও আমার হাত দিয়া সে প্রাপ্ত হউক! এই মনে করিয়া, উচ্ছ্বসিত ভাষায় আনন্দ প্রকাশ করিয়া তিনকড়ি তাহার বন্ধুকে একখানি পত্র লিখিল—"রত্নাকর"খানিও পাঠাইয়া দিল।

সন্ধ্যার সময় আপিস হইতে বাহির হইয়া সেই বাবুটির জন্য এক সংখ্যা কাগজ কিনিবার অভিপ্রায়ে, বাড়ী ফিরিবার পথে তিনকড়ি "রত্নাকর" আপিসে গেল। ম্যানেজার তখন সমুদায় কাগজ ডেস্প্যাচ শেষ করিয়া, শ্রান্তদেহ চেয়ারে এলাইয়া দিয়া, সুখে ধূমপান করিতেছেন।

তিনকড়ি গিয়া এক সংখ্যা কাগজ চাহিল।

ম্যানেজার বলিলেন—"বসুন মশাই—দিচ্ছি।"

নিকটস্থ বেঞ্চিতে তিনকড়ি উপবেশন করিল।

ম্যানেজার জিজ্ঞাসা করিল,—"মশায়ের নাম?"

"আমার নাম শ্রীতিনকড়ি দাস বিশ্বাস।"

এমন সময় একটি বাবু ভিতরদিকের দরজায় মুখ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ম্যানেজার বাবু, সুন্দরগঞ্জের কাগজগুলো পাঠালেন?—দেখবেন যেন ভুল না হয়।"

ম্যানেজার বলিলেন—"পাঠিয়েছি। ভুলিনি।"

সুন্দরগঞ্জের নাম শুনিয়া তিনকড়ি কিছুতেই কৌতূহল দমন করিতে পারিল না; ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করিল,—"আমি সুন্দরগঞ্জ জানি, সেখানে আপনাদের কে কে গ্রাহক আছেন মশায়?"

ম্যানেজার বলিলেন—"গ্রাহক?—গ্রাহক সেখানে কেউ নেই।"

"তবে—ঐ যে উনি সুন্দরগঞ্জে কাগজ পাঠাবার কথা জিজ্ঞাসা করলেন?"

ম্যানেজার চুরুটে লম্বা টান দিয়া বলিলেন,—"সেখানে খোদ্ কর্ত্তাই যে রয়েছেন—সম্পাদকমশায়।"

তিনকড়ি বেশ বুঝিতেছিল, এ সকল কথা জিজ্ঞাসাবাদ তাহার পক্ষে একান্তই অনধিকারচর্চ্চা; কিন্তু তাহার দুর্নিবার কৌতূহল, কর্ত্তব্যবুদ্ধিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল। তাই সে আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"সম্পাদক মশায় সেখানে কি করছেন মহাশয়?"

"হাওয়া বদ্‌লাচ্ছেন! পদ্মার উপরেই, সেখানকার জমিদার রাজেন্দ্রবাবুর সুন্দর একটি কাছারীবাড়ী আছে, সেখানে রয়েছেন।"

"আর কার কার নামে কাগজ পাঠালেন?"

"সম্পাদক মশায়ের ভাইপো—করুণা বাবু।—তিনি সম্প্রতি সেখানে নায়েবী কর্ম্মে বাহাল হয়েছেন। আর একখানা গেল রাজেন্দ্রবাবুর নামে।"

ম্যানেজার মহাশয়ের চুরুট শেষ হইল। উঠিয়া, আলমারী হইতে একখানি "রত্নাকর" বাহির করিয়া তিনকড়ির হাতে দিয়া বলিলেন—"এই নিন্—ছ'আনা দাম।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

কবিতার নমুনা।

সপ্তাহ পরে তিনকড়ি বহু-আকাঙ্ক্ষিত পত্রখানি পাইল। পোষ্টকার্ডে অতি সংক্ষিপ্ত-ভাষায় লেখা—

"ভাই তিনু,

তোমার দুইখানি পত্র পাইয়াছিলাম, আজ একখানি পত্র ও মাঘের রত্নাকর পাইলাম—তজ্জন্য বহু ধন্যবাদ। নানা কাযের ভিড়ে পত্রাদি লিখিবার অবকাশ পাই নাই। যাহা হউক, আগামী বুধবারে কলিকাতায় ফিরিব—সাক্ষাতে সমস্ত কথা হইবে। ইতি

তোমার স্নেহের
রাজেন।"

দিন গণিয়া গণিয়া অবশেষে বুধবার আসিল। আপিস হইতে ফিরিয়া, তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুইয়া, কাপড় বদলাইয়া, তিনকড়ি বাহির হইতে চাহিল।

কিরণ বলিল,—"চায়ের জল চড়িয়েছি।"

"চা আমি সেখানে খাব।"

"ঝি জলখাবার আন্‌তে গেছে, এখনি এল ব'লে। অন্ততঃ খাবারটা খেয়ে যাও।"

"না, আমি সেইখানেই খাব।"—বলিয়া তিনকড়ি বাহির হইয়া গেল।

রাজেন্দ্রের গৃহে পৌছিয়া দেখিল, দ্বারের নিকট

তাহার গাড়ী যোতা প্রস্তুত। উপরে উঠিয়া দেখিল,—বৈঠকখানা শূন্য। দুই এক মিনিট পরে সাজ-সজ্জা করিয়া রাজেন্দ্র বৈঠকখানায় আসিল।

তিনকড়ি বলিল,—"কি হে—কোথাও বেরুচ্ছ না কি?"

"হ্যাঁ।—কেমন আছ?"

"ভাল আছি।—কোথা চল্লে?"

"এক যায়গায় নেমন্তন্ন আছে।"

"কোথা?"

রাজেন্দ্র একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"কৃষ্ণবিহারীবাবুর বাড়ী।"

"কৃষ্ণবিহারীবাবু কে?"

রাজেন্দ্র এই সময় নিজের পকেট হইতে ঘড়ি ও চেন বাহির করিয়া দিয়া বলিল,—"ওরে, আমার সোনার ঘড়ি আর গার্ডচেনটা নিয়ে আয়।"

তিনকড়ি আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"কোন্ কৃষ্ণবিহারীবাবু?"

রাজেন্দ্র অন্যমনে বলিল,—"অ্যাঁ?—ঐ যে—কি বলে 'রত্নাকর' কাগজের সম্পাদক কৃষ্ণবিহারী বাবু।"

উভয়ের পরিচিত বন্ধুবর্গের নাম উভয়ে বিলক্ষণ অবগত ছিল। তাই তিনকড়ি জিজ্ঞাসা করিল,—"তাঁর সঙ্গে কবে আলাপ হ'ল?"

রাজেন একটু যেন বিরক্ত হইয়া বলিল,—"বেশী দিন নয়।"

এই সময় খানসামা সোনার ঘড়ি ও গার্ডচেন আনিয়া দিল। তাহা গলায় ধারণ করিয়া রাজেন্দ্র একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

তিনকড়ি বলিল,—"একটু পরেই যেও না-হয়। এই ত মোটে সাড়ে সাতটা; এরই মধ্যে তোমার পোলাও সেখানে টাণ্ডা হয়ে যাবে না! ব'স।"

"বস্‌ব?—আচ্ছা"—বলিয়া রাজেন্দ্র উপবেশন করিল। এক মিনিট—দুই মিনিট—তিন মিনিট দুজনেই নীরব! তিনকড়ি মাঝে মাঝে বন্ধুর দিকে দৃষ্টি করিতেছে—সে দৃষ্টিতে বিষাদ এবং আমোদ সমভাবেই মিশ্রিত। রাজেন্দ্রের ভাবটা অন্যরূপ, সে ক্রমাগত উস্‌খুস্ করিতে লাগিল।

তাহার ভাব দেখিয়া তিনকড়ি বলিল,—"আচ্ছা, এখন তা হ'লে উঠি। আর তোমার দেরী ক'রে দেব না।"

রাজেন্দ্র যেন বাঁচিল। তিনকড়ি উঠিবার পূর্ব্বেই সে উঠিয়া পড়িল। বলিল—"উঠলে? আচ্ছা, কা'ল আবার দেখা হবে।"—বলিয়া উভয়ে সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। রাজেন্দ্র আর বাক্যব্যয়মাত্র না করিয়া গাড়ীতে উঠিল।

তিনকড়ি বুকের ভিতর একটা ভারি বোঝা লইয়া, এক পা এক পা করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল। সে যে জলখাবার খাইয়া আসে নাই, চা পায় নাই, সে কথা স্ত্রীকে বলিতে পারিল না।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা তিনকড়ির গৃহে ভক্ত-সমাগম হইল। তাহাদের সঙ্গে বসিয়া সে গল্প-গুজব করিতে লাগিল। পূর্ব্বে কোনও দিন সন্ধ্যাবেলা রাজেন্দ্রের বাড়ী যাইতে বিলম্ব হইলে, রাজেন্দ্র দ্বারবান্ পাঠাইয়া দিত। তিনকড়ির মনে—সম্পূর্ণ না হউক—একটু ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, হয় ত এখনি রাজেন্দ্রের দ্বারবান্ ডাকিতে আসিবে।—রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল, কেহই ডাকিতে আসিল না।

পরদিন সন্ধ্যার পর উপযাচক হইয়া তিনকড়ি রাজেন্দ্রনাথের গৃহে গেল। রাজেন্দ্র তখন একা বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিল। তিনকড়িকে দেখিয়া বলিল,—"এস—কা'ল আসনি যে?"

তিনকড়ি বসিয়া বলিল,—"কাল কয়েকটি লোক এসেছিলেন—তাঁরা প্রায় রাত্রি সাড়ে'নটা অবধি ব'সে রইলেন; তাই আর আসা হ'ল না।"

"ও!"—বলিয়া রাজেন্দ্র আবার খবরের কাগজে মন দিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে কাগজ ফেলিয়া রাজেন্দ্র বলিল,—"রামধনিয়া, দু পেয়ালা চা লাও রে।"

তিনকড়ি বলিল,—"তার পর, সে দিন কৃষ্ণবিহারী বাবুর বাড়ী আর কে কে নিমন্ত্রিত ছিলেন?"

"অনেকেই ছিলেন। ঔপন্যাসিক গোবর্দ্ধনবাবু, কবি শ্যামাকান্ত, তার পর তোমার 'আর্য্যশক্তির' সম্পাদক মনতোষ বাবু, 'বঙ্গপ্রভার' গৌরীনাথ বাবু—আরও অনেক ছিলেন।"

"তা হ'লে বেশ দিব্যি সাহিত্যিকের মজলিসটি জমেছিল বল!"

"হ্যাঁ।"

তিনকড়ি অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কথাবার্ত্তা আর তেমন জমিল না। চা-পান করিয়া কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকিয়া, তিনকড়ি বিদায় গ্রহণ করিল।

এখন হইতে আর তিনকড়ি প্রত্যহ রাজেন্দ্রের

বাড়ী যায় না। দুই চারি দিন অন্তর একদিন যায়। উভয়ের মধ্যে মৌখিক শিষ্টাচারটুকু মাত্র রহিল, সে প্রাণখোলা বন্ধুত্ব এখন আর নাই।

তিনকড়ি দেখিল, রাজেন্দ্রেরও জনকয়েক ভক্ত জুটিয়া গিয়াছে। তাহারা প্রায়ই তাহার বৈঠকখানায় বসিয়া, প্রসূনাঞ্জলির এবং "রত্নাকরে" প্রকাশিত তাহার নব নব কবিতার অজস্র প্রশংসাবাদ করে।

একদিন গিয়া দেখিল, তাহার প্রধান ভক্ত অধরচন্দ্র বসিয়া আছে। উভয়ের মধ্যে কি কথোপকথন হইতেছিল, তিনকড়িকে দেখিয়া তাহা বন্ধ হইয়া গেল।

আর একদিন দেখিল, অধরের সঙ্গে বসিয়া রাজেন্দ্র কি কতকগুলা কাগজপত্র দেখিতেছিল. তিনকড়ি প্রবেশ করিতেই রাজেন্দ্র সেগুলা দেরাজের মধ্যে বন্ধ করিয়া ফেলিল।

এই রকম দেখিয়া শুনিয়া, তিনকড়ি তাহার যাতায়াত আরও কমাইয়া দিল। কোনও সপ্তাহে দুই একবার যায়—কোনও সপ্তাহে মোটেই যায় না।

একদিন রবিবার প্রাতে ৮টার সময় তিনকড়ি গিয়া দেখিল, অধরচন্দ্র ও অন্যান্য ভক্তগণ রাজেন্দ্রকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। তিনকড়িকে দেখিয়াই অধরবাবু বলিলেন,—"আসুন!—আজকাল যে আর আপনার দর্শনই পাওয়া যায় না!"

তিনকড়ি বসিয়া দেখিল,—টেবিলের উপর টাটকা "রত্নাকর" পড়িয়া রহিয়াছে। বলিল,—"এ মাসের না কি?" বলিয়া কাগজখানি উঠাইয়া লইল।

"রত্নাকর" পত্রে প্রতিমাসে মাসিক পত্রের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। সেই সমালোচনাগুলি ছোটবড় অনেক লেখকেরই বিভীষিকা। তিনকড়ি কাগজখানি খুলিয়া প্রথমেই মাসিক-সমালোচনা পড়িতে লাগিল। দেখিল, গত মাসের আর্য্যশক্তিতে প্রকাশিত তাহার একটি কবিতাকে সম্পাদক সমলোচনার তীক্ষ্ণ-ছুরিকাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া, তাহার উপর বিদ্রূপের লবণ বর্ষণ করিয়াছেন। পাঠশেষে তিনকড়ি মুখ তুলিয়া দেখিল, রাজেন্দ্র ও অধরচন্দ্র পরস্পরের মুখাবলোকন করিয়া গোপনে অর্থপূর্ণ হাস্য করিতেছে।

ধরা পড়িয়া, অধর একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, —"ও সব কি পড়ছেন তিনকড়ি বাবু! এ সংখ্যায় রাজেন্দ্র বাবুর 'ছিদ্র তরী' ব'লে যে কবিতাটি বেরিয়েছে, সেইটি দেখুন।"

তিনকড়ি সেটি অন্বেষণ করিয়া মনে মনে পাঠ করিতে লাগিল। অধরচন্দ্র সমস্তক্ষণ সকৌতুকে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। পাঠ শেষ হইলে বলিল,—"কেমন লাগলো তিনকড়ি বাবু?"

তিনকড়ি বলিল,—"বলি কি, বলুন্? আমি ত ওর অর্দ্ধেক কথার মানেই বুঝতে পারিনি!"

অধর এবার প্রকাশ্যভাবেই রাজেন্দ্রের পানে চাহিয়া হাস্য করিল।—তাহার পর আবার তিনকড়ির দিকে ফিরিয়া, মাথাটি নাড়িয়া নাড়িয়া বলিল,—"অভিধান মুখস্থ করুন্—অভিধান মুখস্থ করুন্। আজকালকার দিনে কি আর ফাঁকি দিয়ে কবি হওয়া যায়?"

নিজের কবিতার অন্যায় সমালোচনার বিষে তিনকড়ির মন তখনও জর্জ্জরিত। তথাপি ক্ষীণস্বরে বলিল,—"বেশ হয়েছে!"

অধর উত্তেজিতভাবে বলিল, —"শুধু বল্লেন,—'বেশ, হয়েছে!'—সে কি তিনকড়ি বাবু?—এই বুঝি আপনার বিচার-শক্তি?—না—অন্য কোনও গূঢ় কারণ আছে? আমি বল্‌ছি—এ কবিতাটি কেবলমাত্র 'বেশ' হয়নি—গত দশ বৎসরের মধ্যে এ রকম কবিতা একটিও পড়িনি। আহা, কি বর্ণনার ছটা!—কি শব্দের ঝঙ্কার!"—বলিয়া হাতমুখ নাড়িয়া চক্ষু ঘুরাইয়া, অধর মুখস্থ বলিতে আরম্ভ করিল—

> "কূর্চ্চশেখর তুথাঞ্জন বিকীর্ণ চতুরঙ্গে,
> আয়তচ্ছদা নর্ত্তনপরা অভ্রঙ্কষ-ভঙ্গে।
> ভোজনাকাঙ্ক্ষ যতেক ধ্বাঙ্ক্ষ ইবল ধরি ভুঞ্জে,
> জিহ্মমোহন উল্লম্ফন করে বল্বজপুঞ্জে।
> ঘট্টে ঘট্টে দিকরীগণ শোভিছে ঘৃষ্টগাত্রী—
> জলজিঘৃক্ষু কেহ পূর্ণিছে পলঙ্করক পাত্রী।

—কবি তাঁর ছিদ্র তরীখানি বেয়ে নদী দিয়ে যাচ্ছেন—পথের দুই তীরের এই বর্ণনা!—ভাষার কি জোর!—উঃ—গা যেন শিউরে উঠে! কি তিনকড়ি বাবু—কথা কচ্চেন না যে?"—বলিয়া উপহাসভরে স্বীয় ওষ্ঠ ও চক্ষুযুগল যুগপৎ সঞ্চালিত করিতে করিতে অধর তিনকড়ির পানে চাহিতে লাগিল।

তিনকড়ি অবনতমুখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

অধর বলিতে লাগিল—"বিশেষ ঐখানটা বড় সুন্দর হয়েছে—'দিকরীগণ শোভিছে ঘৃষ্টগাত্রী'—চোখের সাম্‌নে যেন ছবিখানি দেখতে পাচ্ছি!"

উপস্থিত একজন জিজ্ঞাসা করিল,—"দিক্করী মানে কি, অধর বাবু ?"

অধর বলিল—"দিক্করী মানে জানেন না ? অর্থাৎ কি না, যারা দিক্ করে—বিরক্ত করে ;—কাপড় দাও, গহনা দাও, সাবান দাও, এসেন্স দাও—এই সব ব'লে যারা নিত্য আমাদের দিক্ করে।"

বাবুটি জিজ্ঞাসা করিল,—"স্ত্রীলোক ?"

"হ্যাঁ—যুবতী। তারা আমাদের বড় দিক্ করে কি না। তাই তাদের নাম দিক্করী।"

রাজেন্দ্র বলিল,—"কি কর অধর ? ভাষা নিয়ে ও রকম ঠাট্টা ভাল নয়। উনি তোমার কথা সত্যি ভেবে নেবেন। না মশায়, অধর বাবুর কথা আপনি শুনবেন না। দিক্করী মানে যুবতী বটে—কিন্তু ওটি খাঁটি সংস্কৃতশব্দ। অভিধান দেখলেই বুঝতে পারবেন।"

কিয়ৎক্ষণ এই সকল আলোচনা শ্রবণানন্তর তিনকড়ি গৃহে ফিরিয়া গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বন্ধুত্বের সমাধি।

মাসখানেক পরে এক শনিবারে, বেলা দুইটার সময় তিনকড়ির আপিস বন্ধ হইল। তাহার পূর্ব্বে বেশ জোরে পশ্‌লা-দুই বৃষ্টি হইয়া গিয়াছিল। তখনও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। রাস্তার মোড়ে তিনকড়ি ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। দুই তিনখানা ট্রাম্ আসিল, সমস্তই লোক বোঝাই। শেষে বিরক্ত হইয়া, কাপড় যথাসাধ্য গুটাইয়া, ছাতা মাথায় দিয়া পদব্রজেই তিনকড়ি গৃহাভিমুখে চলিল।

লালবাজারের মোড়ে আসিয়া দেখিল, ছোট বড় লাল ও নীল অক্ষরে একখানি প্ল্যাকার্ড উপরে যাবা রহিয়াছে—

দেশ-প্রসিদ্ধ কবি

শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত

কাব্যামৃতের উৎস-ধারা

নব-গীতি

প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য ১৲ মাত্র।

এই বিজ্ঞাপনটি যেন তিনকড়ির বক্ষে সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করিল। ভাবিল—"এ কি !—রাজেন্দ্রের একখানি নূতন বহি ছাপা হইয়াছে—আর আমি আজ পর্য্যন্ত তাহার বিন্দু-বিসর্গও জানিলাম না ! আমি রাজেন্দ্রের এত পর হইয়াছি ! কেন ? কি অপরাধ করিয়াছি আমি ?"

সেইখানে দাঁড়াইয়া, বিজ্ঞাপনটি পড়িতে পড়িতে তিনকড়ির চক্ষু সজল হইয়া আসিল। পথচারী লোকের ভিড় পশ্চাৎ হইতে তাহাকে ঠেলিতেছে—সে আর দাঁড়াইতে পারিল না—অগ্রসর হইয়া চলিল।

যত অগ্রসর হইতে লাগিল, পথের দুই ধারে সেই প্ল্যাকার্ড দেখিল। কলিকাতা সহরকে কে যেন এই নবকাব্যের 'নামাবলী পরাইয়া দিয়াছে।'

যাইতে যাইতে তিনকড়ি একটি বৃহৎ বাঙ্গালা-পুস্তকের দোকানের সম্মুখীন হইল। পকেটে হাত দিয়া দেখিল, টাকা রহিয়াছে। দোকানে প্রবেশ করিয়া বলিল,—"মশায়, একখানি নব-গীতি দিন ত।"

দোকানের কর্ম্মচারী বহিখানি বাহির করিয়া দিল। মূল্য দিয়া পুস্তকখানি হাতে করিয়া, তিনকড়ি দেখিল—বহুমূল্য নীল-রেশমী কাপড়ে বাঁধা মলাট, সোনায় সোনায় ঝক্‌মক্ করিতেছে। উৎসর্গপত্রে রহিয়াছে—"অভিন্নহৃদয় বন্ধু শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র সেন মহাশয় করকমলেষু।" উৎকৃষ্ট পুরু চক্‌চকে কাগজে, উজ্জ্বল কালো কালীতে, পাইকা অক্ষরে কবিতাগুলি ছাপা, প্রত্যেক পৃষ্ঠায় চারিদিকে লাল-কালীর সৌখীন বর্ডার। মুখপত্রে একখানি ত্রিবর্ণ ছবি, ভিতরে আর্টপেপারে ছাপা আরও কয়েকখানি একরঙ্গের ছবি। যেরূপ ধুমধাম করিয়া ছাপান ও বাঁধান হইয়াছে, প্রত্যেকখানি বহিতে ১৲ টাকার অধিক খরচই পড়িয়া গিয়া থাকিবে। বহিখানির বাহ্যসৌন্দর্য্য দেখিয়া তিনকড়ির চক্ষু ঝলসিয়া গেল।

বাড়ী পৌঁছিয়া টেবিলের উপর বহিখানি রাখিয়া, কর্দ্দমাক্ত জুতা ও সিক্ত বস্ত্র তিনকড়ি পরিবর্ত্তন করিল। তাহার স্ত্রী আসিয়া বহিখানি তুলিয়া লইয়া বলিলেন—"এ কি !—রাজেন্দ্রবাবুর বই ?"

তিনকড়ি বলিল,—"দেখতেই ত পাচ্ছ !"

"বাঃ—বেশ সুন্দর হয়েছে ত ! কবে বেরুল ?"

"আজই বেরিয়েছে।"

প্রথম দুই তিন পৃষ্ঠা খুলিয়া কিরণ বলিলেন,—

"প্রণয়োপহার—প্রিয়বন্ধুবরেষু—এ সব কিছু এবার লিখে দেন নি?"

অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে তিনকড়ি বলিল,—"না।"

গত চারি পাঁচ দিন তিনকড়ি রাজেন্দ্রের বাড়ীতে যায় নাই। বিকালে বৃষ্টি থামিয়া গিয়া আকাশও পরিষ্কার হইয়া গেল। এক একবার তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল—যাই।—আবার ভাবিল—গিয়া কি হইবে? সন্ধ্যার পর তাহার নির্জ্জন বৈঠকখানা-গৃহে আলো জ্বালিয়া বসিয়া "নব-গীতি" পড়িতে লাগিল।—প্রায় সমস্ত কবিতাই পূর্ব্বে তাহার পড়া ছিল। সেকালে,—যখন দুই জনের প্রণয়ভঙ্গ হয় নাই—তখন রাজেন্দ্রের খাতাতেই অনেকগুলি পড়িয়াছিল; বাকিগুলি 'রত্নাকরে' দেখিয়াছে। গোটাকতক নূতন কবিতাও আছে।

পুস্তকখানি, দুই জনের মৃত বন্ধুত্বের সুসজ্জিত সমাধির মত তাহার মনে হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে বিহারীলাল প্রবেশ করিয়া বলিল,—"একা ব'সে কি করছেন?"

"এস।—রাজেনের নব-গীতি পড়ছিলাম।"—বলিয়া তিনকড়ি বহিখানি নামাইয়া রাখিল।

বিহারী তক্তপোষের উপর বসিয়া বলিল,—"হাঁা—রাস্তায় প্লাকার্ড দেখছিলাম। রাজেন বাবু বই ছাপতে দিয়েছেন, আপনি ত আমায় একদিনও বলেন-নি।"

"আমিই জানতাম না।"

আপনিও জানতেন না!—বলেন কি? আপনাদের দুজনে এত ভাব।"

তিনকড়ি একটু বিষাদের হাসি হাসিল।

বহিখানি তুলিয়া লইয়া, মলাট উল্‌টাইয়া বিহারী বলিল,—"কৈ?—লিখে দেননি?"

"এ বই উপহার নয়।—কিনে এনেছি।"

বিহারী আশ্চর্য্য হইয়া তিনকড়ির মুখের পানে চাহিয়া বলিল,—"কিনে এনেছেন?—কি রকম?"

তিনকড়ি একটু বিরক্তির স্বরেই যেন বলিল,—"দোকান থেকে কিনে এনেছি, আর কি রকম?"

বিহারী কিয়ৎক্ষণ অবাক্ হইয়া তিনকড়ির পানে চাহিয়া রহিল। শেষে বলিল,—"ওঃ, বুঝেছি।"

শরদিন্দু বাবু এই সময় প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"তিনকড়ি বাবু আছেন না কি?—এই যে বিহারীও এসেছ।"

তিনকড়ি বলিল,—"আসুন শরদিন্দু বাবু, বসুন।"

শরদিন্দু বাবু বসিয়া বলিলেন,—"নব-গীতি এসেছে দেখছি। বাঃ, বেশ বাঁধাইটি করেছে ত!"

বিহারী বলিল,—"ঐ পর্য্যন্ত। ভিতরে কেবল রাবিশ ভরা।"

শরদিন্দুবাবু বলিলেন,—"না হে, তিনকড়ি বাবুর সামনে ও কথা বোলো না—উনি রাগ করেন।"

"চা হ'ল কি না দেখি"—বলিয়া তিনকড়ি উঠিয়া ভিতরে গেল।

বিহারী বলিল—"শরদিন্দু, আজকাল রাজেন্দ্র-বাবুর সঙ্গে তিনকড়ি বাবুর কি সে রকম ভাবটি নেই?"

"কেন? তুমি কি তা আজ জান্‌লে?"

"হ্যাঁ, আমি ত কৈ আগে কিছু শুনিনি!"

"দেখ না, আগে তিনকড়ি বাবু রোজ সন্ধ্যাবেলা রাজেনের ওখানে যেতেন। এখন কালে-ভদ্রে যান। আমি ত রাজেনের ওখানে প্রায়ই যাই কি না, আগেও যেতাম, আজকালও যাই। আগে তিনকড়ির প্রশংসা রাজেনের মুখে ধরত না; আজকাল গিয়ে শুনি, প্রায়ই তিনকড়ির লেখা নিয়ে অধর বাবুতে রাজেন্দ্র বাবুতে ঠাট্টা-বিদ্রূপ চল্‌ছে।"

বিহারী জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল,—"তাই না কি?"

"হ্যাঁ! 'রত্নাকরে' তিনকড়ির কবিতার সেই সমালোচনাটা, সে ত ঐ অধরেরই লেখা অধর আজ-কাল রাজেনের মহা ভক্ত হয়ে উঠেছে কি না। রাজেনকে খুসী করবার জন্যে তিনকড়িকে কি রকম ক'রে অপদস্থ করবে, ভেবে পাচ্ছে না।"

বিহারী দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া বলিল,—"উঃ, কি নীচ-প্রবৃত্তি! কিন্তু দেখ, আজ পর্য্যন্ত তিনকড়ি বাবু রাজেনের বিরুদ্ধে, কিংবা তার কবিতার নিন্দা ক'রে ভুলেও একটি কথা বলেন নি।"

"চটে যান—চটে যান। রাজেনের নিন্দা করলে তিনকড়ি বাবু এখনও চটে যান।"

"অথচ তিনকড়ি বাবুর লেখা রাজেনের চেয়ে ঢের ভাল।"

"তার আর সন্দেহ আছে? তিনকড়ি বাবুর লেখায় রীতিমত কবিত্ব আছে খাঁটি কবিত্ব যাকে বলে। রাজেনের কবিতা কি?—কেবল কতকগুলো দুর্ব্বোধ শব্দ সাজিয়ে দেওয়া।"

"বাস্তবিকই তাই। দেখ, বই বেরিয়েছে, রাজেন একখানি তিনকড়ি বাবুকে উপহারও দেয় নি। উনি দোকান থেকে এক টাকা খরচ ক'রে কিনে এনেছেন।

আচ্ছা, কেন বল দেখি? দুজনের এত ভাব ছিল, হঠাৎ এ রকম হয়ে গেল কেন?"

"ঐ যে তিনকড়িবাবুর কেতাবের ভাল সমালোচনা হ'তে লাগল, ওর কেতাবকে কেউ পুছলেও না। কাযেই ঈর্ষার আগুন জ্ব'লে উঠল।"

"কেন, 'রত্নাকরে' ত প্রসূনাঞ্জলির বেশ ভাল সমালোচনাই শেষে বেরিয়েছিল?"

শরদিন্দুবাবু হাসিতে হাসিতে চক্ষু মিটি মিটি করিয়া বলিলেন,—"সে কি অমনি অমনি বেরিয়েছিল? রাজেন জমিদারীতে যাচ্ছিল, ষ্টীমারে 'রত্নাকর'-সম্পাদকের সঙ্গে আলাপ হয়। নিজের কাছারিতে তাঁকে নিয়ে গিয়ে, বিস্তর তোয়াজ ক'রে, তাঁকে পোলাও-কালিয়া খাইয়ে, বিনা-জামিনে তাঁর ভাইপোকে নায়েবী চাকরি দিয়ে, তবে সমালোচনাটি হাঁসিল করেছিল। এখনও সম্পাদক মশায়ের জন্যে সুন্দরগঞ্জ থেকে কানেস্তারা কানেস্তারা ঘি আসছে,—বস্তা বস্তা গোবিন্দভোগ চা'ল আসছে,—কত কি আসছে,—তবে ঐ সব ট্র্যাশ্ মাসে মাসে 'রত্নাকরে' ছাপা হচ্ছে—অমনি?"

এই সময়ে তিনকড়ি স্বহস্তে দুই পেয়ালা চা আনিয়া দুই জনকে দিল। শরদিন্দু বাবু বলিলেন,—"আহা, আপনি নিজে কষ্ট করলেন তিনকড়ি বাবু?"

তিনকড়ি বলিল—"কষ্ট কি? আপনারা খাবেন, এ আমার কষ্ট না সুখ? ঝির জ্বর হয়েছে।"

"আপনার চা কৈ?"

"এই যে আনছি"—বলিয়া তিনকড়ি আবার অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল।

বিহারী চা-পান করিতে করিতে বলিল,—"আমার যে লেখা আসে না। নইলে এই 'নব-গীতি'র এমন এক সমালোচনা আমি লিখতাম—যে বাছাধন টের পেয়ে যেতেন। তুমি লেখ না, শরদিন্দু।"

"আরে রামচন্দ্র! আমার কি আর খেয়ে দেয়ে কায নেই?'

তিনকড়ি নিজের চা ও পাণের ডিবা হাতে করিয়া বাহিরে আসিল। কিয়ৎক্ষণ গল্প-গুজবের পর সেদিনকার মত সভাভঙ্গ হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ভক্তের আব্দার।

ইতিমধ্যে বিলাতে রবীন্দ্রবাবুর বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। বিলাত হইতে তাহের খবর আসিতে লাগিল, তথাকার সুধীবৃন্দ বঙ্গীয় কবিবরের মস্তকে প্রশংসার পুষ্পচন্দন এবং প্রকাশকগণ তাঁহার চরণে স্বর্ণবৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছেন।

রাজেন্দ্রের ভক্তগণ তাহাকে ধরিয়া বসিল—"আপনি রবিবাবুর চেয়ে কিসে কম? আপনার 'নব-গীতি'খানি অনুবাদ ক'রে যদি বিলাতে পাঠিয়ে দেন, তবে আপনারও জয়জয়কার প'ড়ে যায়।"

রাজেন্দ্র ভাবিল, কথাটা মিথ্যা নহে। কিন্তু অনুবাদ করিবে কে?—তাহার নিজের ইংরেজি-বিদ্যায় ত কুলাইবে না!

অবশেষে, অনেক পরামর্শ করিয়া, কোনও বে-সরকারী কলেজের খ্যাতনামা অধ্যাপকের দ্বারায় অনুবাদ করানই স্থির হইল। অধ্যাপক মহাশয়, প্রচুর দক্ষিণার লোভে এই কার্য্যটি করিয়া দিতে স্বীকৃত হইলেন।

শনৈঃ শনৈঃ অনুবাদ অগ্রসর হইতে লাগিল। উচ্চ মূল্যের পার্চমেন্ট কাগজে, ইংরেজের কারখানায়, পাণ্ডুলিপি টাইপরাইট করান আরম্ভ হইল। শেষ হইলে রাজেন্দ্র সেগুলি রেজিষ্ট্রি ডাকে ম্যাক্মিলান কোম্পানির নামে পত্রসহ প্রেরণ করিল।

"নব-গীতি" প্রকাশের পর হইতে, আর তিনকড়ি রাজেন্দ্রের বাড়ীতে যায় নাই। যদি রাজেন্দ্র স্বয়ং তিনকড়ির বাড়ী আসিয়া তাহাকে একখানি "নব-গীতি" উপহার প্রদান করিত, তাহা হইলেও মিট্মাট্ হইয়া যাইতে পারিত—কিন্তু রাজেন্দ্র সে পরিশ্রম স্বীকার করে নাই। তিনকড়ি বাঁচিয়া আছে কি মরিয়াছে, সে সংবাদও কোনও দিন সে লয় নাই। তিনকড়ি যায় নাই বটে—কিন্তু "নব-গীতি" অনুবাদ, বিলাতে পাঠান প্রভৃতি সকল কথাই সে অবগত ছিল; শরদিন্দুবাবু আসিয়া গল্প করিয়াছেন। ইহার ফলে যে কি হয়, জানিবার জন্য তিনকড়ির যে কিছুমাত্র আগ্রহ জন্মে নাই, এমন নহে।

এই সময় "রত্নাকরে" "নব-গীতির" এক সুদীর্ঘ সচিত্র সমালোচনা বাহির হইল। চিত্রখানি ফোটোগ্রাফ

হইতে প্রস্তুত, নিম্নে মুদ্রিত—"বঙ্গের প্রতিভাশালী সুকবি শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বসু।" সমালোচনাটি আগাগোড়া রাজেন্দ্র ও নব-গীতির একটি স্তব-বিশেষ। রবীন্দ্র বাবুর নিম্নেই অত্যল্প ব্যবধানে ইহাকে স্থান দেওয়া হইয়াছে। তিনকড়ি প্রভৃতি অন্যান্য নব্য-কবিগণ অপেক্ষা রাজেন্দ্রবাবু যে কত উচ্চে অবস্থিত, তাহা দেখাইবার অভিপ্রায়ে দুর্ভাগ্য প্রথমোক্তগণের কাব্য হইতেও কিছু কিছু উদ্ধৃত ও সমালোচিত হইয়াছে। তিনকড়ির উপরেই সমালোচকের যেন আক্রোশটা বেশী বেশী। বাজারে গুজব, সমালোচনাটি সম্পাদক মহাশয়েরই রচিত—তবে স্থানে স্থানে অধরচন্দ্রবাবুর হাতও যথেষ্ট আছে।

এই সমালোচনা পাঠ করিয়া বিহারীলাল ত একেবারে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিল। সে বলিল,—"লাঠি মেরে আমি সম্পাদকের মাথা ফাটিয়ে দেব। তার পর যা থাকে আমার কপালে।"

শরদিন্দু বলিল,—"তিনকড়িবাবুর বিরুদ্ধে ঐ অংশটা, ওটা সম্পাদকের লেখা নয়। ওটা শুনেছি রাজেন্দ্রের বৈঠকখানাতেই জন্মগ্রহণ করেছে; অধর লিখেছে।"

বিহারী বলিল,—"তবে ঐ রাজেন্দ্রেরই মাথা ফাটিয়ে দেব।"

বিহারী দুই তিন দিন পথে পথে লাঠি লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইল।—তিনকড়ি ইহা শুনিয়া তাহাকে যথেষ্ট ভৎর্সনা করাতে তবে সে নিরস্ত হয়।

পরদিন শরদিন্দুর বাসায় বিহারী উপস্থিত হইয়া বলিল,—"আমি একখানি বই লিখেছি।"

"বল কি! তুমিও গ্রন্থকার হলে?"

"রামা শ্যামা সবাই যখন গ্রন্থকার হ'ল, আমিই বা বাকি থাকি কেন?"

"বেশ ত—ছাপিয়ে ফেল।"

"ক্ষেপেছ? এ দেশে ছাপাব না। এ দেশে গুণের আদর নেই।"

"তবে?"

"একেবারে বিলাতে।"

শরদিন্দুবাবু হাসিয়া বলিলেন,—"দূর পাগল!"

বিহারী বলিল,—"সত্যি, অনুবাদও হয়ে গেছে। সেই কি কোম্পানি বল্লে, তাদের নাম-ঠিকানাটা ব'লে দাও ত। বিলেতে আমার একটি জানা লোক আছে, তার কাছে পাণ্ডুলিপিখানি পাঠিয়ে ব'লে দেব, সে নিজে যেন সেই কোম্পানির কাছে নিয়ে যায়।"

"কে বিলেতে আছে?"

"কেন, আমাদের সুবো—, সে আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু। দাও না—সে কোম্পানির নাম-ঠিকানাটা ব'লে দাও না।"

শরদিন্দু প্রথমে মনে করিয়াছিলেন, বিহারী বুঝি তামাসা করিতেছে। কিন্তু তাহার আগ্রহ দেখিয়া শেষে ভাবিলেন, হয় ত তিনকড়ির পুস্তক অনুবাদ করাইয়াছে, তাহাই পাঠাইবে, কৌশল করিয়া সে কথাটি গোপন রাখিতেছে। জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি পাঠাবে বল না! তোমার বই নয়, এ আমি শপথ ক'রে বল্তে পারি।"

"যার বই-ই পাঠাই—তুমি ঠিকানা দাও না বাপু।"

শরদিন্দুবাবু বলিলেন,—"ঠিকানা ত আমার মনে নেই, তবে মাস ছয় হ'ল, ম্যাক্‌মিলানদের বাড়ী থেকে একখানা দুষ্প্রাপ্য বই আমি চেয়ে পাঠিয়েছিলাম, দেখি দাঁড়াও, তাদের চিঠিখানা যদি খুঁজে পাই।" কিয়ৎক্ষণ অন্বেষণের পর বলিলেন,—এই নাও, পেয়েছি। এই চিঠিতে তাদের নাম-ঠিকানা সবই আছে।"

বিহারী চিঠিখানা লইয়া হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিল।

নবম পরিচ্ছেদ

কবি-সংবর্দ্ধনা।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটিতে লাগিল, বিলাত হইতে কোনও উত্তর আসে না। রাজেন্দ্রনাথ ও তাহার ভক্তগণ বড়ই উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িল। যাহারা ভক্ত নয় অথচ এ সংবাদ অবগত ছিল, তাহারা বলিতে লাগিল,—"ম্যাক্‌মিলান কি আর পাগল হয়ে গেছে যে, সেই রাবিশ ছাপবে?"

অবশেষে একদিন রাত্রি নয়টার সময় পত্র আসিল। সে দিন শনিবার, বিলাতী ডাক সন্ধ্যার পর বিলি হইবার সম্ভাবনা আছে, ইহা রাজেন্দ্র সংবাদপত্রে পাঠ করিয়াছিল। ভক্তগণ-পরিবৃত হইয়া সে সারা সন্ধ্যা কম্পিতহৃদয়ে প্রতীক্ষা করিয়া কাটাইল। নয়টার কয়েক মিনিট পূর্ব্বেই দ্বারবান্ প্রত্যাশিত পত্রখানি

আনিয়া, রাজেন্দ্রের সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিল।

সকলে ঝুঁকিয়া দেখিল, বিলাতী পত্র বটে, বিলাতী টিকিট রহিয়াছে।

কম্পিত-হস্তে বিবর্ণ-মুখে রাজেন্দ্র পত্রখানি খুলিল। ভক্তগণ অনিমেষনয়নে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল। পাঠান্তে "এই দেখ" বলিয়া সেখানি টেবিলের উপরে ফেলিয়া, কেদারায় হেলিয়া পড়িয়া রাজেন্দ্র চক্ষু মুদ্রিত করিল।

সকল ভক্তই হস্ত প্রসারণ করিল, কিন্তু অধর বিদ্যুদ্‌গতিতে সেখানি লইয়া পাঠ করিয়া, ভাবের প্রাবল্যে, "মেরে দিয়েছি—মেরে দিয়েছি" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে, কক্ষময় উন্মত্তবৎ নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

অপর ভক্তগণ তখন আনন্দকলস্বরে পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিল। রাজেন্দ্রনাথ চক্ষু খুলিয়া বলিল,— "অধর, ও কি করছ? ব'স—ব'স।"

অধর বলিল,—"না—আমি বসবো না!—আমি নাচবো!"-বলিয়া সে পূর্ব্ববৎ নৃত্য করিতে লাগিল।

রাজেন্দ্র বলিল,—"ওহে অধর, শোন।"

নৃত্য করিতে করিতে অধর বলিল,—"কি?"

"এখনি যাও। একখান সেকেন-ক্লাস্ গাড়ী ভাড়া ক'রে—'বেঙ্গলী' আপিসে যাও। এই চিঠি দেখিয়ে বলে এস, কাল সকালেই যেন একটা 'প্যারা' বেরিয়ে যায়।"

একজন ভক্ত বলিল,—"শুধু বেঙ্গলী আপিসে কেন? ইংলিশম্যান্, ষ্টেটস্ম্যান্, ডেলি-নিউজ, মিরর্, অমৃতবাজার—সবাইকে খবর দেওয়া উচিত।"

ইহা শুনিয়া অধর স্থির হইয়া দাঁড়াইল। "আচ্ছা দাও"—বলিয়া চিঠিখানি লইয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

পরদিন বেলা নয়টা হইতে রাজেন্দ্রনাথের গৃহে লোক-সমাগম আরম্ভ হইল। সংবাদপত্র পাঠ করিয়া আত্মীয়বন্ধু অনেকেই আসিয়া আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিল।—আসিল না কেবল তিনকড়ি।

অপরাহ্ণে ত পুরা-মজলিস। অধর বলিতেছিল —"সে হবে না রাজেন্দ্রবাবু! সে আমরা কিছুতেই শুনবো না।"

অন্যান্য ভক্তগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—"কিছুতেই না। এতগুলি লোককে আপনি নিরাশ করবেন?"

রাজেন্দ্র বিনয়সূচক মৃদুহাস্য করিয়া বলিল,—"কি এমন একটা কাণ্ড করেছি যে, তার জন্যে সভা ক'রে ধূমধামে আমার সংবর্দ্ধনা করবেন?—সামান্য বিষয়—"

অধর বলিল,—আপনার কাছে সামান্য হতে পারে, আমাদের কাছে সামান্য নয়। রবিবাবু বিলেতে গিয়ে যা করেছেন আপনি শ্যামপুকুর থেকে এক পা না নড়েও তা ক'রে ফেল্লেন। বাঙ্গালীর মুখ, বাঙ্গালাদেশে ব'সেই আপনি উজ্জ্বল ক'রে দিলেন। অভিনন্দন না ক'রে, আমরা কিছুতেই ছাড়ছিনে।"

অনেক উপরোধ-অনুরোধ কাঁদাকাটির পর অবশেষে রাজেন্দ্রনাথ সংবর্দ্ধনা-গ্রহণ করিতে সম্মত হইল।

অধর অবিলম্বে একটি দল গঠন করিয়া, চাঁদা-সংগ্রহের জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিল। পরবর্ত্তী শনিবার সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময় সংবর্দ্ধনা স্থির হইয়াছে, সভাপতি হইবেন, 'রত্নাকর'-সম্পাদক কৃষ্ণবিহারী বাবু। সময় অতি অল্প; ইহারই মধ্যে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিতে হইবে। অভিনন্দন-পত্র রচিত হইল, ছাপিতে দেওয়ার পূর্ব্বে ভক্তগণ রাজেন্দ্রকে সেখানি দেখাইতে লইয়া আসিল।

রাজেন্দ্র বলিল,—"চাঁদা কত উঠল?"

"এই দেখুন না"—বলিয়া অধর খাতাখানি খুলিয়া রাজেন্দ্রের সম্মুখে মেলিয়া দিল।

রাজেন্দ্র নামগুলি পরীক্ষা করিয়া বলিল,—"তিনকড়িও চাঁদা দিয়াছে দেখছি।"

অধর বলিল,—"কোন্ লজ্জায় না দেবে?"

রাজেন্দ্র বলিল,—"লজ্জার খাতিরে দেয়নি; ওটা, নিজের উদারতা দেখাবার জন্যে দিয়েছে। ভিতরে কিন্তু জ'লে পুড়ে মরছেন।"

অভিনন্দনপত্র পাঠ করিয়া রাজেন্দ্র তাহা মঞ্জুর করিয়া দিল।

* * * *

* * * *

কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে পান্তির মাঠে সংবর্দ্ধনার আয়োজন হইয়াছে। তোরণদ্বার পত্রমালায় সজ্জিত, উপরে ফুটন্ত ফুলের অক্ষরে লেখা—"কবি রাজেন্দ্র জয়!" প্রবেশ করিয়া, বিবিধবর্ণ নিশান-শোভিত, বিস্তীর্ণ পটমণ্ডপ। ভিতরে লাল ও সবুজের কাগজের নির্ম্মিত গুচ্ছ গুচ্ছ শৃঙ্খল ঝুলিতেছে। একপ্রান্তে লোহিত বস্ত্রাবৃত ঈষদুচ্চ বেদিকা। তাহার মধ্যস্থলে কারুকার্য্য-খচিত রেশমী আবরণযুক্ত একখানি মাঝারি আকারের

টেবিল। তাহার উপর দুইটি রৌপ্যনির্ম্মিত আধারে দুইটি প্রকাণ্ড ফুলের তোড়া, শোভা ও সৌরভ বিতরণ করিতেছে। টেবিলের অপর পার্শ্বে দুইখানি বড় বড় সুন্দর কেদারা, একখানিতে সভাপতি বসিবেন, অপর-খানি কবিবরের জন্য। বেদিকার উপর আরও অনেকগুলি চেয়ার গণ্যমান্য-দর্শক ও কবিবরের খাস-ভক্ত-সম্প্রদায় উপবেশন করিবেন। বেদি-কার নিম্নে প্রথমে তিন সারি চেয়ার, তাহার পর বহু সারি বেঞ্চি চলিয়া গিয়াছে।

প্রভাতকাল হইতে সারাদিন পথে পথে এই সভার সংবাদ দিয়া অসংখ্য বিজ্ঞাপন বিতরিত হইয়াছিল। পাঁচটা না বাজিতেই অনেকে আসিতে আরম্ভ করিল। কেহ চেয়ার, কেহ বেঞ্চি প্রভৃতিতে বসিয়া রহিল; অনেকে বিলম্ব আছে দেখিয়া, ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। স্থানে স্থানে পাঁচ-সাত-দশজনে জটলা করিয়া নানাপ্রকার বাদানুবাদ করিতে লাগিল। কেহ বলিল,—"কে হে রাজেন্দ্র বাবু? কখনও নামও ত শুনিনি।—যা হোক্, তামাসাটা দেখে যেতে হচ্চে।" উহারই মধ্যে যে একটু খোঁজ-খবর রাখিত, সে বলিল,—"হ্যাঁ হ্যাঁ—রাজেন্দ্রনাথ বসুর কবিতা আমি কাগজে পড়েছি বটে। তা, এমন ত কিছুই নয়। কারা একে এমন ক'রে নাচাচ্চে?"—অপর একজন বলিল,—"শোনেন-নি? ম্যাক্‌মিলান্ যে রাজেন্দ্রবাবুর বই তর্জ্জমা ক'রে ছাপাচ্চে। পনেরো হাজার টাকা দেবে!"—একজন চশমাধারী যুবক বলিল—"হুজুক—হুজুক মশায়—আর কিছু নয়। বিলেৎটি হচ্চে আসল হুজুকের যায়গা—একটা নূতন কিছু পেলে হয়! নইলে এত দেশ থাকতে শেষে রাজেন বোসের কবিতা ছাপাতে চায়?"—সর্ব্বত্রই আলোচনার মধ্যে হাসি-টিট্‌কারীর ভাবটাই যেন বেশী বেশী শুনা যাইতে লাগিল।

ছয়টা বাজিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও কবিবরের দর্শন নাই। সভাপতিও বিলম্ব করিতেছেন। শীতকালের বেলা, ক্রমে অন্ধকার হইয়া পড়িল। ফরাস্ আসিয়া একে একে ঝাড়গুলি জ্বালিয়া দিতে লাগিল। উদ্যো-গীরা ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া মাঝে মাঝে ফটকের নিকট গিয়া দাঁড়াইতেছে—উৎসুক নেত্রে পথের পানে চাহিয়া থাকিতেছে।

সভা এখন কানায় কানায় পরিপূর্ণ। ক্রমে রব উঠিল,—"এসেছেন—এসেছেন।" একখানি বৃহৎ মোটর-কার আসিয়া তোরণের সম্মুখে দাঁড়াইল, নিষ্ফল রোষেই যেন ফোঁস ফোঁস করিতে লাগিল।

গাড়ী হইতে নামিয়া সভাপতি মহাশয়, কবিবর, অধরচন্দ্রবাবু এবং আরও দুই জন ভক্ত সভায় প্রবেশ করিলেন। সভাস্থ একজন ভক্ত অমনি "বন্দে মাতরম্" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। দুই চারি জন বিদ্যা-লয়ের বালক ভিন্ন আর কেহ বড় একটা তাহাতে যোগ দিল না।

সকলে উপবেশন করিলে, হার্ম্মোনিয়ম যন্ত্রের সহিত একটি অভ্যর্থনা-সঙ্গীত হইল। তাহার পর যথারীতি প্রস্তাবিত ও সমর্থিত হইয়া, কৃষ্ণবিহারী বাবু সভাপতির আসনে উপবেশন করিলেন; সম্মুখে ছাপা অনুষ্ঠানপত্র ছিল।

একজন ভক্ত "কবি-রাজেন্দ্র-জয়" শীর্ষক একটি কবিতা রচনা করিয়াছিলেন; সভাপতির অনুরোধে, টেবিলের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহা তিনি পাঠ করিলেন।

তাহার পর সভাপতি মহাশয় একটু কাসিয়া, গায়ের শালখানি এদিক ওদিক একটু-আধটু টানিয়া দিয়া, একতাড়া কাগজ হস্তে "অদ্য আমরা" বলিয়া আরম্ভ করিয়া, গম্ভীর স্বরে এক অভিভাষণ পাঠ আরম্ভ করিলেন।

সভাস্থ লোকে কিন্তু মনোযোগ দি না। সর্দ্দারেরা মাঝে মাঝে—"বড় গোল হচ্চে—ওদিকটায় বড় গোল হচ্চে" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল; তথাপি কেহ বড় গ্রাহ্য করিল না। নিজেদের মধ্যে চাপা গলায় গল্প-হাসি ইত্যাদি চালাইতে লাগিল।

রাজেন্দ্র বসিয়া সভার ভাবগতি লক্ষ্য করিতে-ছিল। সভা হইতে একটা অশ্রদ্ধা ও বিদ্রূপের ঢেউ বহিয়া আসিয়া যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গে আঘাত করিতে লাগিল।

সভাপতি মহাশয়ের অভিভাষণ শেষ হইলে কেহই কোনও রূপ উল্লাস প্রকাশ করিল না; বরং গোলমাল আরও বৃদ্ধি পাইল। দারুণ নিরুৎসাহে রাজেন্দ্রের বুক যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।

এইবার অভিনন্দন পাঠ করিবার পালা। সভা-পতির অনুরোধক্রমে, অধরচন্দ্রবাবু টেবিলের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া প্রথমে ক্ষীণস্বরে পাঠ আরম্ভ করি-লেন; পরে তাঁহার কণ্ঠধ্বনি পর্দ্দায়-পর্দ্দায় উঠিতে লাগিল। ক্রমে যখন বলিলেন, "আমরা শুনিয়া

সংপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইলাম যে, মহাশয়ের অমরকাব্য 'নব-গীতি'খানির ইংরেজি অনুবাদ বিলাতের বিখ্যাত প্রকাশক ম্যাক্‌মিলান্ কোম্পানি পরম আদরে প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন"—অমনি সভায় এক ব্যক্তি দাঁড়াইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া বলিল—"মিথ্যা কথা!"

সভাসুদ্ধ লোক সচকিত হইয়া সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিল। রাজেন্দ্রও চাহিয়া দেখিল, মুখ সম্পূর্ণ অপরিচিত। সভাপতি মহাশয় উঠিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন,—"কে হে তুমি?"

লোকটি বলিল,—"আমি যেই হই না কেন। রাজেন্দ্রবাবুর কোনও কাব্যই ম্যাক্‌মিলান্ কোম্পানি প্রকাশ করিতে উদ্যত হয়নি। তারা অমন্ গাধা নয়।"

সভাপতি অধিকতর উত্তেজিত হইয়া বলিলেন,—"আমাদের প্রমাণ আছে।"

লোকটি উচ্চকণ্ঠে বলিল,—"প্রমাণ দেখান।"

সভাপতি বলিলেন,—"কে তুমি? কেন তোমায় প্রমাণ দেখাব? এই দণ্ডে সভা থেকে বেরোও, দূর হয়ে যাও।"

সভাস্থ অনেকে এইবার চীৎকার করিয়া উঠিল,—"প্রমাণ চাই, প্রমাণ চাই।"

রাজেন্দ্র তখন কম্পিত-দেহে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া সভাপতির হস্তে দিল।

সভাপতি বলিলেন, "এই শুনুন প্রমাণ"—বলিয়া পত্রখানি মায় হেডিং তারিখ ধীরে ধীরে পাঠ করিলেন। সভাস্থল একবারে নিস্তব্ধ, সূচটি পড়িলে শব্দ শোনা যায়।

পত্র শেষ হইলে পূর্ব্বকথিত ব্যক্তি বলিল—"ও পত্র জাল। কাগজেই অদৃশ্য কালীতে তার প্রমাণ লেখা আছে। চিম্‌নির তাপে চিঠিখানি ধরুন, দেখুন, ভিতর থেকে কালো কালো কি লেখা ফুটে বেরোয়।"

সভাপতি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। সভাস্থ অনেকে চীৎকার করিতে লাগিল,—"প্রমাণ চাই—প্রমাণ চাই।"

সভাপতি, কম্পিত-হস্তে পত্রখানি উত্তাপে ধরিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেখানি নামাইয়া, ঝুঁকিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন; অন্য অনেকেও সেখানে গিয়া দেখিতে লাগিল।

লোকটি বলিল,—"দেখুন কি লেখা আছে। লেখা আছে কি না—

'কবি নও তুমি হে রাজেন্দ্রবাবু
পরন্তু কপিবর।
কলিকাতা ছাড়ি কিষ্কিন্ধ্যা যাও
যেখানে তোমার ঘর।'

যদি লেখা না থাকে—বুক ঠুকে তাও বলুন।"

সভার লোক একদৃষ্টে সভাপতি মহাশয়ের পানে চাহিয়া রহিল। দেখিল, তিনি পত্রখানি টেবিলে ফেলিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। দুই হস্তে নিজ চক্ষুর্দ্বয় আচ্ছাদন করিয়া রহিলেন।

তখন সভায় বিষম গণ্ডগোল উঠিল। কেহ কুকুর ডাকিতে লাগিল, কেহ বিড়াল ডাকিতে লাগিল, কেহ শৃগালসঙ্গীত অনুকরণ করিয়া 'হুক্কা হুয়া' রবে সভা সরগরম করিয়া তুলিল।

* * * *
* * * *

এই সভায় পশ্চাতের বেঞ্চিতে তিনকড়িও উপস্থিত ছিল। অন্যান্য সকলের ন্যায় সেও বিস্ময়ে জড়বুদ্ধি হইয়া বাড়ী ফিরিয়া গেল; কি করিয়া যে কি হইল, কিছুই স্থির করিতে পারিল না। ব্যাপারটা একটা জটিল প্রহেলিকার মত তাহার মনে হইতে লাগিল।

পরদিন জানিতে পারিল, এটি তাহার "ভক্ত" বিহারীলালের কীর্ত্তি। সে-ই নিজের প্রেস হইতে ম্যাকমিলানের নামাঙ্কিত চিঠির কাগজ ছাপাইয়া, আরক দিয়া 'কিষ্কিন্ধ্যা' কবিতাটি তাহার ভিতর লিখিয়া দিয়াছিল। তাহার পর জাল চিঠিখানি টাইপ্‌রাইট করাইয়া, স্বতন্ত্র লেফাফায় ভরিয়া বিলাতে তাহার কোনও এক বন্ধুর নিকট পাঠাইয়া দেয়। সেইখান হইতে লণ্ডনের মোহরাঙ্কিত হইয়া চিঠিখানি আসিয়াছিল। সভায় দাঁড়াইয়া যে ব্যক্তি প্রতিবাদ করিয়াছিল, সে বিহারীর প্রেসেরই একজন কম্পোজিটর। ইহা শুনিয়া, ঘৃণায়, লজ্জায়, দুঃখে তিনকড়ি মর্ম্মান্তিক যাতনা ভোগ করিতে লাগিল। সেই দিন হইতে অদ্যাবধি আর সে বিহারীর মুখদর্শন করে নাই।

রাজেন্দ্রের কিন্তু আজিও বিশ্বাস, তিনকড়ি নিশ্চয়ই তলে তলে ইহার মধ্যে ছিল।

কুমুদের বন্ধু

"গিরৌ ময়ূরা গগনে পয়োদা, লক্ষান্তরেঽর্কশ্চ জলেষু পদ্মম্।
ইন্দুর্দ্বিলক্ষং কুমুদস্য বন্ধুর্যো যস্য মিত্রং ন হি তস্য দূরম্॥"

প্রথম পরিচ্ছেদ

কলিকাতার বিখ্যাত ঔষধবিক্রেতা ৺রজনীকান্ত সোম মহাশয়ের পুত্র কুমুদনাথ আজ লণ্ডনে মহা বিপন্ন।

পিতার জীবিতকালেই ভেষজ-রসায়ন অধ্যয়ন করিবার জন্য সে বিলাতে আসিয়াছিল। ধনী পিতার একমাত্র পুত্র কুমুদ, যখন যত টাকা চাহিত, পিতা তাহাই পাঠাইয়া দিতেন; মাসিক বরাদ্দও অন্যান্য ছাত্রের অপেক্ষা কুমুদের অনেক অধিক ছিল। সুতরাং তাহার চাল অত্যন্ত লম্বা হইয়া পড়িয়াছে। দুই বৎসর পিতার মৃত্যু হইয়াছে—তাহার পিসে মহাশয় এবং দোকানের ম্যানেজার ব্যবসায় চালাইতেছেন। ম্যানেজারের আমল হইতে কুমুদের টাকার যোগান কিঞ্চিৎ কম পড়িয়া গিয়াছে বটে—কিন্তু মাসে মাসে নিয়মিত ভাবেই টাকা আসিত। এ দিকে দুই আড়াই মাস আর টাকা আসে নাই। কুমুদ প্রতি সপ্তাহে চিঠি লিখিয়া তাগিদ করিয়াছে—ইদানীং দুইখানা টেলিগ্রামও করিয়াছে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোনও উত্তর পায় নাই।

আজ সোমবার—ভারতবর্ষীয় ডাক আসিবে। চিঠির মধ্যে টাকার ড্রাফ্‌ট আসে কি না আসে, এই চিন্তায় গত রাত্রি কুমুদের ভাল করিয়া নিদ্রা হয় নাই। সাতটা না বাজিতেই আজ সে শয্যাত্যাগ করিল—অন্য দিন আটটার পূর্ব্বে তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয় না।

লণ্ডনের বেজ্‌ওয়াটার নামক অংশে রুমস্ লইয়া সে বাস করে। প্রতি সপ্তাহে ল্যাণ্ডলেডিকে টাকা দিবার কথা—আজ দুই মাসকাল কুমুদ তাহাকে একটি পয়সাও দিতে পারে নাই। উপরন্তু বন্ধুবান্ধবগণের নিকট—কাহারও কাছে দুই পাউণ্ড, কাহারও কাছে চারি পাউণ্ড—এইরূপ করিয়া অনেক টাকা ধার করিয়া ফেলিয়াছে। আজ ডাকে তিন মাসের টাকাটা যদি আসিয়া পড়ে, তবেই মঙ্গল, নচেৎ কুমুদকে মহাকষ্টে পড়িতে হইবে।

শয়নকক্ষটির আসবাবগুলি সুন্দর ও মহার্ঘ। চারিদিকের দেওয়াল ধূসর ও স্বর্ণবর্ণ চিত্রিত কাগজে আবৃত। মেঝের উপর পুরু গালিচা পাতা। দেওয়ালের একস্থানে একটি মোটা রেশমের ফিতা ঝুলিতেছে—কুমুদ উঠিয়া তাহার হাতলটি টানিয়া ধরিল। একমিনিট পরে গৃহদাসী দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কি মহাশয়?"

"ডাক আসিয়াছে?"

"না—এখনও আসে নাই।"

"গরম জল লইয়া আইস।"

গরম জল আসিলে, মুখ ধুইয়া কুমুদ পোষাক পরিতে আরম্ভ করিল। পরিধানশেষে সোনার সিগারেট-কেসটি খুলিয়া দেখিল, একটিও সিগারেট নাই। গতকল্য তাহার সিগারেট ফুরাইয়াছিল; অর্থাভাবে নূতন বাক্স কিনিতে পারে নাই। সে তখন ম্লানমুখে প্যাণ্টালুনের দুই পকেটে দুই হস্ত প্রবেশ করাইয়া দিয়া, খোলা জানালার কাছে দাঁড়াইল।

মে মাস। বাহিরে রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। ঘড় ঘড় শব্দ করিয়া দুগ্ধবিক্রেতার গাড়ী, রুটিওয়ালার গাড়ী, বাড়ী বাড়ী যোগান দিয়া ফিরিতেছে।

ক্রমে দূরে ডাকওয়ালার মূর্ত্তি দেখা গেল। ক্রমে সে এই বাড়ীর নিকটবর্ত্তীও হইল। কুমুদ তখন ক্ষিপ্রপদে নীচে নামিয়া গেল।

চিঠি আসিল—কিন্তু কৈ—সোম কোম্পানির ছাপা লেফাফা ত নাই! ম্যানেজারের পত্র আসে নাই—টাকা আসে নাই—কুমুদের মাথা ঘুরিতে লাগিল।

অন্যান্য পত্রগুলি লইয়া ধীরে ধীরে সে নিজ শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিল। সেগুলি খুলিয়া পড়িতে পড়িতে এই পত্রখানি পাইল—

"কলিকাতা,
২৪শে এপ্রিল।

ভাই কুমুদ,

তোমার পত্র গত রবিবার দিন পাইয়াছি। তোমার টাকা যাইতে কেন বিলম্ব হইতেছে, জানিবার জন্য সোমবার দিন তোমাদের আপিসে গিয়াছিলাম। ম্যানেজার বাবুর সাক্ষাৎ পাইলাম না। দোকানে যিনি ছিলেন, তিনি বলিলেন, ম্যানেজার বাবু আজকাল দোকানে বড় আসেন না।

বাজারে গুজব, 'সোম কোম্পানি' ফেল হইবে। তোমার পিতার মৃত্যুর পর হইতে তোমার পিসে মহাশয়ের সহিত যোগসাজসে ম্যানেজার বাবু না কি দোকানের টাকা ভাঙিতে আরম্ভ করেন। দোকানের দেনার দায়ে তোমাদের বসতবাটীখানি নীলাম হইয়া গিয়াছে, উহা না কি তোমার পিসে-মহাশয় একজনের বেনামীতে কিনিয়া লইয়াছেন।

আমি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম, আগামী ১লা জুন তারিখে ম্যানেজার ইন্‌সল্‌ভেন্সির দরখাস্ত করিবেন। দোকানের জিনিষপত্র তিনি সরাইতেছেন এবং মিথ্যা হিসাবাদিও প্রস্তুত করিতেছেন।

তুমি যদি ১লা জুনের পূর্ব্বে আসিয়া পৌছিতে পার এবং ম্যানেজারকে দত্ত ক্ষমতাপত্র প্রত্যাহার করিয়া লও, তবেই তোমার দোকানটি বাঁচে। নইলে সর্ব্বস্বই গেল। কোনও এটর্ণি বন্ধুর নিকট সকল বিষয় অবগত হইয়া, আমি তোমাকে এ পত্র লিখিলাম।

অমরা সকলে ভাল আছি। তোমার শীঘ্র আসা একান্ত আবশ্যক। তোমার স্নেহের
হরিপদ।"

পত্র পড়িয়া কুমুদ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিল। আজ ১৩ই মে, ১৭ই মে শুক্রবার মার্সেলস্ হইতে পি এণ্ড ও-কোম্পানির জাহাজ ছাড়িবে। সে জাহাজ ধরিতে পারিলে, ৩১শে মে বোম্বাই এবং ২রা জুন কলিকাতায় পৌছান যাইবে—নিষ্ফল!

সময়-মত পৌছান যাইতে পারে, এমন কোনও ফরাসী বা ইতালীয় জাহাজ যদি থাকে! আর ভাড়ার টাকা? হাতে গোটা পাঁচ ছয় পেনি মাত্র আছে—আর ত কিছুই নাই। কুমুদ জানিত, ফরাসী ও ইতালীয় জাহাজে থার্ডক্লাসও আছে—অপেক্ষাকৃত অল্প ভাড়া। যদি ধার করিয়া সংগ্রহ হইয়া উঠে।

দাসীকে ডাকিয়া কুমুদ বলিল,—"আমাকে শীঘ্র এক পেয়ালা চা এবং কিছু খাবার আনিয়া দাও, আমি এখনই বাহির হইব।"

পনেরো মিনিট পরে দাসী দুইটি সিদ্ধ ডিম, কয়েক টুকরা রুটির টোষ্ট, মাখন ও মর্ম্মালেড এবং চা আনিয়া দিল। তাড়াতাড়ি কোনও মতে তাহাই গলাধঃকরণ করিয়া, ছড়ি লইয়া কুমুদ বাহির হইয়া পড়িল।

লাড্‌গেট-সার্কাসে টমাস কুক কোম্পানির হেড আপিস। সেখানে গিয়া সংবাদ লইয়া কুমুদ জানিতে পারিল, যদি আগামী কল্য এখান হইতে যাত্রা করিতে পারে, তবে মার্সেল্‌সে একখানি ফরাসী জাহাজ সে ধরিতে পারিবে। সে জাহাজ সময়মত বোম্বাই পৌছিবে।

কুমুদ জিজ্ঞাসা করিল—"এত বিলম্বে টিকিট কিনিলে, জাহাজে স্থান পাইব ত?"

কর্ম্মচারী বলিল,—"এখন গ্রীষ্মকাল—ভারতগামী জাহাজের পক্ষে slack season—যে সব জাহাজ ভারত হইতে আসিতেছে, সেইগুলিই যাত্রীতে বোঝাই। স্থান যথেষ্ট হইবে।"

"আমি কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীতে যাইব।"

"তৃতীয় শ্রেণীতেও যথেষ্ট স্থান।"

তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়াও কুমুদ জানিয়া লইল। হিসাব করিয়া দেখিল, সর্ব্বশুদ্ধ ২৫ পাউণ্ড সংগ্রহ করিতে পারিলে কোনও গতিকে সে কলিকাতায় পৌছিতে পারে।

কুমুদ তখন বন্ধু-বান্ধবগণের নিকট ঋণ প্রার্থনা করিবার জন্য বহির্গত হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বেলা যখন পাঁচটা, তখন হাইগেটের অম্‌নিবাস হইতে পিকাডিলির মোড়ে কুমুদ নামিল।

তাহার মুখ শুষ্ক, চক্ষু বসিয়া গিয়াছে, নিশ্বাস জোরে জোরে পড়িতেছে।

সারাদিন বন্ধুগণের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াও, পাঁচ পাউণ্ডের অধিক সংগ্রহ হয় নাই। এখনও ২০ পাউণ্ডের অস্থিতি!

বন্ধুরা সকলে এখানে থাকিলেও বা হইত। অনেকেই সমুদ্রতীরে গ্রীষ্মযাপন করিতে গিয়াছে। অন্য

বৎসর কুমুদও গিয়া থাকে, এ বৎসর কেবল অর্থাভাবেই সে যাইতে পারে নাই। যাহাদের অর্থের অনটন, সেই সকল ছাত্রেরাই লণ্ডনে পড়িয়া আছে।

ধার চাহিতে গিয়া দুই এক স্থানে কুমুদ একটু অপমানিতও হইয়াছে। সে দারুণ অভিমানী।

প্রাতে সেই দুইটি ডিম খাইয়া বাহির হইয়াছিল, এখনও পর্য্যন্ত সে আর জলস্পর্শও করে নাই। মানসিক উদ্বেগে ক্ষুধার কথা সে ভুলিয়াই গিয়াছে, কিন্তু তৃষ্ণায় তাহার ছাতি ফাটিয়া যাইতেছিল।

অমূনিবস হইতে নামিয়া মোড়ে দাঁড়াইয়া কুমুদ ভাবিতে লাগিল। যাহাদের যাহাদের কাছে যাইবার, সে সকলই ত শেষ হইয়াছে। আরও দুই চারি জন পরিচিত ছাত্র আছে বটে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে হইতে ১৮ পাউণ্ড সংগ্রহ হওয়া অসম্ভব।

কুমুদ ভাবিতে লাগিল, —"এখন কি করি?—বাসায় ফিরিয়া যাইব? ফিরিবামাত্র ল্যাণ্ডলেডি তাহার সুদীর্ঘ বিলখানি আনিয়া হাজির করিবে!"

কিয়দ্দূরে একটি উচ্চশ্রেণীর পানশালার সাইন-বোর্ড দেখা যাইতেছিল। কুমুদ তাহার শ্রান্তপদদ্বয় ধীরে ধীরে সেই দিকে চালনা করিল। সেলুন-বারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, এক গ্লাস হুইস্কি ও সোডা হুকুম করিল।

পরিচারক যথাসময়ে পানীয় আনিয়া দিল। কুমুদ ঢক্ ঢক্ করিয়া তাহা অর্দ্ধেকের উপর এক নিশ্বাসে পান করিয়া ফেলিল। তাহার পর, টেবিলের উপর দুই কুনুই রাখিয়া, দুই হাতে মুখ আচ্ছাদন করিয়া নিজ অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিল।

সময়মত দেশে পৌঁছান অসম্ভব—সুতরাং সমস্তই গেল। তাহাকে পথের ভিখারী হইতে হইল। দেশ হইতে টাকা আর আসিবে না। পুর্ব্ব হইতে যাহাদের কাছে ঋণ করিয়াছে তাহাদের টাকা পরিশোধ দিতে পারিবে না তাহারা বলিবে, কুমুদ জুয়াচোর! ল্যাণ্ডলেডি সম্ভবতঃ উঠিয়া যাইবার জন্য নোটিশ দেবে—বাকী টাকার জন্য জিনিষপত্রগুলি আটক করিবে। পরদিন, এক টুকরা রুটির জন্য ভিক্ষার্থী হইয়া তাহাকে কাহারও দ্বারস্থ হইতে হইবে!

কুমুদ মাথা তুলিল। গ্লাসে অল্প যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাহা পান করিল। পরিচারক প্রবেশ করিয়া তাহার সম্মুখে একখানি ভাঁজ সান্ধ্য সংবাদপত্র রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আর এক গ্লাস আনিব কি?"

"আন"—বলিয়া কুমুদ সংবাদপত্র খুলিল। অলসভাবে ইতস্ততঃ চক্ষু বুলাইতে বুলাইতে বড় বড় অক্ষরে তিন ছত্র হেড-লাইন দেওয়া অর্দ্ধ-কলমব্যাপী একটি সংবাদ দেখিতে পাইল। পড়িয়া জানিল—লিভারপুর-নিবাসী একজন সম্ভ্রান্ত বণিক, ব্যবসায়ে অনেক ক্ষতি-গ্রস্ত হইয়া এবং ঋণশোধের কোনও উপায় না দেখিয়া গত রাত্রে তিনি আপিসকক্ষে বসিয়া রিভলভারের দ্বারায় আত্মহত্যা করিয়াছেন।

পড়িয়া কুমুদ আপন মনে বলিল,—"ঠিক ত!—পথ খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না—এই ত পথ রহিয়াছে।"

পরিচারক হুইস্কির গ্লাস ও বিলখানি আনিয়া দিল। মূল্য দিয়া, হুইস্কিটুকু পান করিতে করিতে কুমুদ ভাবিতে লাগিল—"কে কাঁদিবে? বাবা নাই, মা নাই, ভাই নাই। বোনেরা আছে, তারা কাঁদিবে। বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে কেহ কেহ কাঁদিবে। আর—না, সে বোধ হয় কাঁদিবে না। শাদা কখনও কালোর জন্যে কাঁদে?"

হুইস্কিটুকু নিঃশেষ করিয়া কুমুদ মনে মনে বলিতে লাগিল,—"যদি বাঁচিয়া থাকি তবে প্রথমটা ত জুয়াচোর খেতাবটি মাথা পাতিয়া লইতে হইবে। তাহার পর জীবিকা-সংগ্রহের জন্য এ দেশে কত লাঞ্ছনাই যে ভোগ করিতে হইবে, তাহার স্থিরতা কি? বাঁচিয়া কি সুখ হইবে? তার চেয়ে সন্ধ্যার পর, হাইডপার্কে বসিয়া, গুড়ুম করিয়া একটি আওয়াজ—এবং সঙ্গে সঙ্গে সব শেষ।"

কুমুদ যেন কল্পনায় দেখিতে লাগিল, পরদিনের সংবাদপত্রগুলিতে বড় বড় হেডলাইন ছাপা রহিয়াছে—

HYDE PARK TRAGEDY
AN INDIAN STUDENT
SHOOTS HIMSELF
WITH A REVOLVER.

কিয়ৎক্ষণ পরে টেবিল ধরিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল—তাহার চক্ষু তখন লাল জবাফুলের মত। পরিচিত কেহ যদি সে অবস্থায় তাহাকে দেখিতে পাইত, তবে ভিতরকার কোনও কথা না জানিয়াও শঙ্কাকুল হইয়া উঠিত।

পানশালা হইতে বাহির হইয়া, কুমুদ অম্‌নিবস লইল। হবর্ণে একটি বন্দুকের দোকানে গিয়া, একটি রিভলভার ও আধ ডজন টোটা খরিদ করিল। কোটের ভিতরদিককার বুক-পকেটে সেগুলি লুকাইয়া নিজ কলেজের কমন্‌-রুমে গিয়া কতকগুলি পত্র লিখিতে বসিল।

— —

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কুমুদ বসিয়া একে একে অনেকগুলি চিঠি লিখিল। ভারতবর্ষের জন্য দুইখানি মাত্র—বাকীগুলি এখানকার বন্ধুবান্ধবকে। যাহাদের যাহাদের নিকট টাকা ধার লইয়াছিল, তাহাদিগকে লিখিল—"দেশে আমি পত্র লিখিতেছি, আমার দোকানের যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তবে সেখান হইতে তোমাদের টাকাগুলি পরিশোধ হইবে। তাহা যদি না থাকে, তবে ভাই, সে টাকা আমায় ঋণ দিয়াছিলে বলিয়া আর মনে করিও না, তোমাদের হতভাগা বন্ধুকে অসময়ে দান করিয়াছিলে বলিয়াই ধরিয়া লইও।" ল্যাণ্ডলেডিকে লিখিল,—"আমার বহি, জিনিষপত্র বেচিয়া তোমার প্রাপ্য টাকা লইও। যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকে, তবে তাহা ভিখারিণীদের দান করিও।" আর একজনকে একখানি পত্র কুমুদ লিখিবে ভাবিল। কলম হাতে করিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। শেষে না লেখাই স্থির করিল।

পত্রগুলি পকেটে লইয়া কুমুদ উঠিল; রাত্রি তখন আটটা, কিন্তু গ্রীষ্মকালে এ সময়ে লণ্ডনে সুস্পষ্ট দিবালোক। কলেজ হইতে বাহির হইয়া, একটা পোষ্ট-আপিসে দুইখানি টিকিট খরিদ করিয়া, ভারতবর্ষীয় চিঠি দুইখানিতে লাগাইল। সে দুখানি ডাকে ফেলিতে যাইতেছিল—কিন্তু ভাবিল, না, অন্যান্য চিঠিগুলির সহিত এ দুখানিও পকেটেই থাকুক, কল্য পুলিস এগুলি পোষ্ট করিয়া দিবে।

পকেটে হাত দিয়া দেখিল, রিভলভার ও ডাক-টিকিট কিনিয়া চারিটি পেনি অবশিষ্ট আছে। অম্‌নিবসে এক পেনি এবং হাইডপার্কে যে চেয়ারখানিতে বসিয়া অন্ধকার ও নির্জ্জনতার প্রতীক্ষা করিবে, তাহার ভাড়া এক পেনি দিতে হইবে—বাকী দুইটি পেনি থাকে। পৃথিবীতে সে দুটিকে আর তাহার আবশ্যক নাই। ছেলে কোলে করিয়া একজন ভিখারিণী যাইতেছিল, কুমুদ পেনি দুইটি তাহাকে দিল। "God bless you, sir"—বলিয়া রমণী সরিয়া গেল।

অম্‌নিবস আসিল। হাইড পার্কের মার্ব্বল্ আর্চ্চ নামক ফটকের সম্মুখে কুমুদ যখন নামিল, তখন সাড়ে আটটা। হাইডপার্কে প্রবেশ করিয়া সে ভাবিল, "আর আধঘণ্টা। আধঘণ্টা পরে অন্ধকার হইবে।"

এখনও বিস্তর নর-নারী পার্কের ভিতর ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে। স্থানে স্থানে ঘাসের উপর যোড়া যোড়া চেয়ার—প্রায় সকলগুলিতেই এক এক যুগলমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। এখানে ওখানে ঘাসের উপর বসিয়া বা শুইয়া লোকে গল্প করিতেছে। জনবহুল অংশ পরিত্যাগ করিয়া কুমুদ নিভৃত স্থানের সন্ধানে বেড়াইতে লাগিল।

দিবালোক হ্রাস হইয়া আসিতেছে। শূন্যমনে কুমুদ এক স্থানে দাঁড়াইয়া ছিল, এমন সময় হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে কে তাহার বাহুস্পর্শ করিল। চমকিয়া ফিরিয়া দেখিল, দেখিবামাত্র টুপী তুলিয়া বলিল,—"এথেল! How lucky!"

কুমুদ যাহাকে সম্ভাষণ করিল, সে অনুমান বিংশতি-বর্ষীয়া যুবতী। তাহার বেশে পারিপাট্য ছিল না, তাহার কথাবার্ত্তা শিক্ষিতা মহিলার মত নহে, ইংরাজিতে যাহাকে "lady" বলে, সে তাহা নহে। সে কোনও হোটেলে ভোজনকক্ষের পরিচারিকা মাত্র; সেই ভোজনশালাতেই বৎসরখানেক পূর্ব্বে ইহার সহিত কুমুদের প্রথম পরিচয়।

যুবতী বলিল,—"যাও যাও, তোমার আর ন্যাকামি করিতে হইবে না। How lucky! আমাকে দেখিয়া যেন তুমি কত খুসীই হইয়াছ! বোধ হয়, পুরা এক-মাস পরে আজ তোমায় আমায় সাক্ষাৎ। আচ্ছা কুমি —My goodness! তোমার চেহারা এমন হইয়া গিয়াছে কেন? তোমার কি অসুখ করিয়াছিল?"

কুমুদ বলিল,—"না।"—সে মনে মনে ভাবিতেছিল জানিয়া শুনিয়া পৃথিবীতে অন্য কাহারও বিশেষ কোনও অনিষ্ট করিয়াছি বলিয়া ত মনে পড়ে না—কিন্তু ইহার নিকট অপরাধ করিয়াছি। সে অপরাধের জন্য ইহার কাছে আজ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া যাইব—আমাকে সেই সুযোগটি দিবার জন্যই বোধ হয়, ঈশ্বর দয়া করিয়া ইহাকে এ সময় আনিয়া দিলেন।

এথেল বলিল,—"চল বেড়াই। কুমি, সত্য এ একমাস তুমি ভাল ছিলে? আমার সহিত ছলনা করিতেছ না? যদি ভাল ছিলে, তবে একমাস আমাদের হোটেলে আস নাই কেন?"

"টাকা ছিল না বলিয়া।"

"Rot! টাকা ছিল না বলিয়া তুমি আমাদের হোটেলে খাইতে আস নাই! কেন, তোমার টাকা কি হইল?"

তিন মাস দেশ হইতে আমার টাকা আসে নাই।"

"কেন?"

"আমাদের ব্যবসায় ফেল হইয়াছে।"

"বল কি?"—বলিয়া এথেল শঙ্কিতভাবে কুমুদের পানে চাহিল। হাইডপার্কের মধ্যস্থলে সার্পেন্টাইন নামক একটি দীর্ঘিকা আছে। এ সময় ইহারা কথা কহিতে কহিতে সেই সার্পেন্টাইনের নিকট আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। এই দীর্ঘিকায় অনেকগুলি ছোট ছোট বোট আছে, তাহা ভাড়া লইয়া লোকে জলবিহার করিয়া থাকে। এথেল বলিল—"কুমি ডিয়ার, চল, বোট লইয়া আমরা একটু বেড়াই। অন্ধকারে জলের উপর ভাসিতে বড় আরাম!"

কুমুদ বলিল,—"বড় দুঃখিত হইলাম। আমার কাছে ভাড়া নাই; একটি পেনি মাত্র আছে এবং উহাই পৃথিবীতে আমার শেষ পেনি।"

এথেল বলিল,—"What do you mean? পৃথিবীতে শেষ পেনি মানে কি?"

কুমুদ বলিল,—"অর্থাৎ এই পেনি ছাড়া আর একটিও আমার নাই।"

এথেল সন্দিগ্ধভাবে কুমুদের পানে চাহিয়া রহিল।

কুমুদ বলিল,—"দেখ, সার্পেন্টাইনের ওপারটি বেশ নির্জ্জন—চল, আমরা ঐখানে গিয়া বসি। তোমার সঙ্গে কোনও কথা আছে।"

এথেল বলিল,—"চল।"

সার্পেন্টাইনের তটপ্রান্ত বেষ্টন করিয়া উভয়ে যখন পরপারে পৌঁছিল, তখন অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। পার্কের নানা স্থানে বিদ্যুৎ-আলোক জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আলোক হইতে দূরে, একটা চেষ্টনট গাছের নিম্নে, জল হইতে অল্পদূরে ঘাসের উপর দুই জনে উপবেশন করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এথেল অন্ততঃ এটুকু বেশ বুঝিয়াছে, আজ কুমুদের মনটা বড়ই খারাপ। তাই সে তাহার চিত্তবিনোদনের জন্য রমণীজনসুলভ নানা কথা, নানা গল্প করিতে লাগিল। কিন্তু দেখিল, কুমুদ শুনিতে পায় না। দুই তিনবার পুনরুক্তি করিলে, সুপ্তোত্থিতের মত জিজ্ঞাসা করে,—"কি বলিতেছ?"

অন্ধকার বেশ গাঢ় হইয়াছে। আকাশে শত শত নক্ষত্র জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মৃদু বায়ুভরে নৃত্যশীল সার্পেন্টাইনের বক্ষে সেই নক্ষত্ররাজির প্রতিবিম্ব পতিত হইয়াছে। অর্দ্ধশয়ান অবস্থায়, হাতের উপর মাথা রাখিয়া কুমুদ সার্পেন্টাইনের জলের প্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল। এথেল বলিল—"কি ভাবিতেছ, কুমি?"

কুমুদ বলিল,—"তুমি শেলির নাম শুনিয়াছ?"

"কে? তোমার কোনও বন্ধু বুঝি?"

"Goosie!—তিনি বিগত শতাব্দীর একজন মহাকবি ছিলেন।"

"বটে!—তা জানিতাম না।"

"তিনি প্রথমে হেন্‌রিয়েটা নাম্নী এক যুবতীকে বিবাহ করেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে প্রণয়ভঙ্গ হয়। তাহার পর, একদিন রাত্রিকালে, হেন্‌রিয়েটা আসিয়া এই সার্পেন্টাইনের জলে ডুবিয়া মরে।"

কথাটা শুনিয়া এথেলের দেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। বলিল,—"উঃ, কি ভয়ানক!—তুমি কি করিয়া জানিলে?"

"আমি শেলির জীবনচরিতে পড়িয়াছি।"

শুনিয়া এথেল প্রথমটা স্তব্ধ হইয়া রহিল। শেষে, শঙ্কিতচিত্তে কুমুদের দিকে সে চাহিতে লাগিল। কিন্তু অন্ধকারে তাহার মুখভাব কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। তখন সে এক কৌশল করিল।

আব্দারের স্বরে এথেল বলিল,—"আচ্ছা কুমি, আমি যদি সেই হেন্‌রিয়েটার মত এই সার্পেন্টাইনের জলে গিয়া ঝাঁপ দিই—তাহা হইলে তুমি কি কর?"

কুমুদ বলিল,—"আমিও জলে ঝাঁপাইয়া পড়ি—তোমায় তুলিয়া আনি।"

"তুমি সাঁতার জান?"

"Rather!—দেশে থাকিতে বাজি রাখিয়া গঙ্গা কর্ত্তবার পার হইয়াছি।"

এথেলের বক্ষ কাঁপাইয়া একটি আরামের নিশ্বাস পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সে বলিল,—"Thank God!"

কুমুদ বলিল,—"কেন এথেল, Thank God বলিলে কেন?"

এথেল নীরব।

কুমুদ আবার জিজ্ঞাসা করিল,—"তোমার কি সন্দেহ, আজ আমি সার্পেন্টাইনে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিব?"

এথেল কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল,—"যাও—আমি বলিব না।"

কুমুদ মনে মনে বলিতে লাগিল—"আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য!—পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিবার সময়, এ কে আসিয়া ছলছল নেত্রে আমার পথরোধ করিয়া দাঁড়ায়? আমার স্বদেশীয়া নহে, স্বজাতীয়া নহে, এমন কি, আমার সবর্ণাও নহে—আমার কেহই নহে—ইহার এত ব্যথা কেন?"—কুমুদের দুইটি চক্ষু হইতে দুই ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

আরও দুই চারি কথার পর কুমুদ বলিল,—"দেখ এথেল, আমি তোমার কাছে অপরাধী। আমার অপরাধ তুমি ক্ষমা করিবে কি?"

এথেল বলিল—"কি অপরাধ?"

"মনে বুঝিয়া দেখ—আমি কি তোমার প্রতি কোনও অন্যায় করি নাই?"

কুমুদের হাতটি ধরিয়া এথেল বলিল,—"কেন তুমি আজ এ কথা বলিতেছ?"—তাহার স্বর কাঁদ কাঁদ।

কুমুদ বলিল—"কেহ যদি কাহারও নিকট কোনও অপরাধ করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে না কি?—তুমি আমায় ক্ষমা কর এথেল।"

কুমুদের হাতটি ছুড়িয়া দিয়া এথেল বলিল,—"যাও, তুমি যদি ও সব বলিবে—তবে আমি কাঁদিব। তুমি আজ এমন হইয়াছ কেন?"

তাহার ভাব দেখিয়া কুমুদ তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিল।

কুমুদ অর্দ্ধশয়ানভাবে পড়িয়া ছিল—এথেল নিকটে বসিয়া ছিল। আর কিছুক্ষণ এ কথা সে কথার পর, এথেল খেলাচ্ছলে কুমুদের কোটের বোতাম ধরিয়া টানিতে লাগিল। হঠাৎ একটা স্থলে কোনও পদার্থ আছে অনুভব করিল। ক্ষিপ্রহস্তে কুমুদের পকেট হইতে সে জিনিষটি টানিয়া বাহির করিয়া রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি—এ কি?"

কুমুদ বলিল,—"ওটা রিভলভার।"

"রিভলভার কেন?"

"রাত-বিরাত পথে ঘাটে বেড়াই, সঙ্গে থাকা ভাল। দাও, ঘাঁটিও না।"

কিন্তু ইহার মধ্যে এথেল বিদ্যুদ্‌বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কুমুদের কথা শেষ হইতে না হইতে, দ্রুতপদে জলের দিকে ছুটিল।

"কি কর—কি কর"—বলিয়া কুমুদও তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিল। জলের নিকট গিয়া তাহার ব্লাউজের পশ্চাদ্ভাগ চাপিয়া ধরিল।

তন্মুহূর্ত্তেই এথেল, সার্পেন্টাইনের মধ্যভাগ লক্ষ্য করিয়া প্রাণপণ বলে রিভলভারটি নিক্ষিপ্ত করিল।

জলের কোনও অদৃশ্য অংশ হইতে "কব্" করিয়া একটা শব্দ শুনা গেল। নরশোণিতের পরিবর্ত্তে, সেই শিশুরাক্ষস, স্বীয় অগ্নিময়ী তৃষা জলেই নিবারণ করিতে বাধ্য হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এথেলের হস্ত বজ্রমুষ্টিতে ধারণ করিয়া কুমুদ বলিল, —"শয়তানী—এ কি করিলি?"

এথেল বলিল,—"শয়তান!—খুব করিয়াছি—বেশ করিয়াছি—আমার খুসী—আমার হাত ছাড়, লাগে।"

কুমুদ বলিল,—"ভাবিয়াছিস্—রিভলভার ভিন্ন আমার অন্য উপায় নাই?"

এথেল বলিল—"উঃ উঃ—আমার হাত কাটিয়া গেল—লাগে যে—ছাড় না—Brute!"

কুমুদ তাহার হাত ছাড়িয়া দিল। ধীরে ধীরে পূর্ব্বস্থানে আসিয়া বসিল—এবার শয়ন করিল না।

এথেল ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"দেখ দেখি কি করিয়াছ! আমার রিষ্টলেট্ ভাঙ্গিয়া কব্জীর মাংসের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। উহুহু।"—বলিয়া সে হাত ঝাড়িতে লাগিল।

পকেটে দিয়াশলাই ছিল—একটা জালিয়া কুমুদ দেখিল, এথেল সত্য বলিয়াছে। এনামেলের চুড়ি ভাঙ্গিয়া খানিকটা এথেলের কব্জীতে প্রবেশ করিয়াছে। রক্ত পড়িতেছে।

দেখিয়া কুমুদ তাড়াতাড়ি তাহাকে জলের ধারে লইয়া গেল। ভাঙ্গা চুড়িটুকু তুলিয়া, রুমাল ভিজাইয়া

দেশী ও বিলাতী

[দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে]

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত

প্রথম সংস্করণের

ভূমিকা

এই পুস্তকে প্রকাশিত "এক দাগ ঔষধ" ও "প্রতিজ্ঞা-পূরণ" "ভারতী" হইতে, এবং অবশিষ্ট গল্পগুলি "প্রবাসী" হইতে পুনর্মুদ্রিত হইল।

প্রবীণ সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় "প্রত্যাবর্ত্তন" গল্প পাঠ করিয়া "প্রবাসী"তে যে সংক্ষিপ্ত অথচ সারবান্ প্রবন্ধটি লিখিয়াছিলেন, তাঁহার অনুমতি লইয়া সেটি এই পুস্তকের পরিশিষ্টস্বরূপ মুদ্রিত করিলাম। উক্ত প্রবন্ধ প্রকাশের পূর্ব্বেই "প্রত্যাবর্ত্তন" এ গ্রন্থে ছাপা হইয়া গিয়াছিল, নচেৎ মাননীয় লেখক মহাশয়ের পরামর্শমত গল্পের নামটি পরিবর্ত্তন করিতাম।

লক্ষ্ণৌ "নাগরী-প্রচারিণী সভা"র শ্রীযুক্ত রূপনারায়ণ পাণ্ডেয় এবং এলাহাবাদ "অভ্যুদয়" সংবাদপত্রের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকান্ত মালবীয় এই পুস্তকের কয়েকটি গল্প হিন্দিতে অনুবাদ করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন। পুনরায় শ্রীযুক্ত টি, আর, বিষ্ণুাংশ মারাঠী ভাষায়; পণ্ডিচারীর শ্রীযুক্ত বালকৃষ্ণ আবার তামিল ভাষায়; ডেরা-ইস্মাইল খাঁর শ্রীযুক্ত ভক্তিরাম গন্ধী উর্দ্দু ভাষায় এই পুস্তকের কোন কোন গল্প অনুবাদ করিয়া মাসিক পত্রাদিতে প্রকাশ করিয়াছেন। আমার সামান্য গল্পগুলির নানা ভাষায় এরূপ বহুল প্রচারের জন্য, উক্ত মহাশয়গণের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

নন্দ। এই ভগ্না

গয়া
১লা আশ্বিন ১৩১৬ }

শ্রীপ্রভাতকুম... গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়
...শোচনা উপস্থিত হইল।

আমার উপন্যাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমি যখন শেষ পরীক্ষা দিয়া মেডিক্যাল কলেজ হইতে বাহির হইলাম, তখন আমার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বর্ষ মাত্র। আমার যথেষ্ট পৈতৃক সম্পত্তি থাকাতে চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করার তাদৃশ প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু গ্রামস্থ সকলেই বলিলেন—যখন এত পরিশ্রম করিয়া, এত অর্থব্যয় করিয়া ডাক্তারিটা পাসই করিলে, তখন প্র্যাক্টিস্ না করাটা মোটেই ভাল দেখায় না। কথাটা যথার্থ বলিয়াই মনে হইল। কিন্তু ডাক্তারি চোগা-চাপকান-পরিহিত স্থূলকায় (কারণ ভাল পাসার হইলে ঘি দুধ নিশ্চয়ই বেশী করিয়া খাইব) অত্যন্ত গম্ভীর নিজের ভবিষ্য মূর্ত্তিটি কল্পনা করিয়া বড়ই হাসি পাইতে লাগিল।

ডাক্তার হইবার উচ্চাভিলাষ আমার কোন কালেই ছিল না। আমার একমাত্র উচ্চাভিলাষ ছিল, তাহা উপন্যাসের নায়ক হইবার জন্য। বাল্যকাল হইতেই উপন্যাস পাঠে আমার অতিরিক্ত পরিমাণ আসক্তি জন্মিয়াছিল। আমার প্রথম উপন্যাস পাঠ বঙ্কিম বাবুর "আনন্দমঠ।" মনে আছে, আমার বয়স তখন একাদশ বর্ষ মাত্র। সেই বৎসর নূতন "আনন্দমঠ" বাহির হইয়াছে। আমার মেজদাদা মহাশয় কলিকাতায় কলেজে পড়িতেন, পূজার ছুটীতে বাড়ী আসিবার সময় বহিখানি আনয়ন করেন। তিনি আসিয়া হঠাৎ প্রচার করিয়া দিলেন যে, তিনি একজন 'সন্তান,' চিরদিন অবিবাহিত থাকিয়া দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবেন। গ্রামস্থ অন্যান্য নব্য যুবকগণের সহিত মিলিত হইয়া গোপনে অনেক পরামর্শ করিতে লাগিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলে আমায় কিছুই বলিতেন না, আশা দিতেন, বড় হইলে আমায় দীক্ষিত করিবেন। অত্যন্ত কুতূহলী হইয়া "আনন্দ- ... অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু মেজদাদা সেখানি ... রাখিয়াছিলেন, কিছুতেই পাইলাম ... তাঁহাদের মন্ত্রণাসভায় ... সভা বসিত, পূর্ব্ব হইতে একদিন সেই ঘরে চৌকীর নীচে লুকাইয়া রহিলাম। যাহা শুনিলাম, তাহা আর এক্ষণে প্রকাশ করিব না, কারণ, দাদা মহাশয় এখন পূর্ব্ববঙ্গের একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্। সম্প্রতি একটি স্বদেশী মোকর্দ্দমায় কয়েকজন বিদ্যালয়ের বালককে জেলে দিয়া তাঁহার পদোন্নতির সম্ভাবনাও হইয়াছে।

অনেকক্ষণ ঠাণ্ডা মেজেতে উপুড় হইয়া পড়িয়া থাকার জন্যই হউক, অথবা অত্যধিক পরিমাণে কাঁচা তেঁতুল খাইয়াই হউক, ইহার একদিন পরেই আমি জ্বরে পড়িলাম। জ্বর ছাড়িলেও কয়েক দিন অবধি আমার সাবধান পিতামাতা আমাকে সাগু-বার্লি ভিন্ন কিছুই খাইতে দিলেন না। পেটের জ্বালায় অস্থির হইয়া খাদ্যান্বেষণ করিতে করিতে হঠাৎ "আনন্দ-মঠ"-খানি একদিন হাতে পড়িল। সেই দিনই সমস্ত বহিখানি পাঠ করিয়া ফেলিলাম। স্মরণ আছে, দুর্ভিক্ষ-পীড়িতগণ ইন্দুর পোড়াইয়া খাইতেছে পড়িয়া আমারও মনে হইয়াছিল, আমিও এ সময় দুই একটা পোড়া ইন্দুর পাইলে খাইয়া ফেলি।

তাহার পর হইতে যতই বয়স বাড়িতে লাগিল, বাঙ্গালা ইংরাজি বহু উপন্যাস গলাধঃকরণ করিতে লাগিলাম। নিজের দৈনন্দিন গদ্যময় জীবনটার উপর বড়ই অশ্রদ্ধা জন্মিতে লাগিল। অভিভাবকগণের নির্ব্বন্ধাতিশয় সত্ত্বেও বিবাহ করিলাম না; পূর্ব্বরাগ-বর্জ্জিত, অ্যাড্‌ভেঞ্চার লেশ-হীন বিবাহ করিতে কিছুতেই মন উঠিল না।

উপন্যাসের নায়ক হইবার পক্ষে আমার একটা বিশেষ ব্যাঘাতও ছিল, তাহা আমার বাহ্যাবয়ব। চেহারাটি আমার মোটেই উপন্যাসের নায়কের মত নহে।

কিন্তু বিধাতা যে কি উপায়ে কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করেন, বুঝা কঠিন। এই অনায়কোচিত মূর্ত্তিই একদিন আমাকে উপন্যাসের স্বপ্নরাজ্যে অবতীর্ণ করিয়া দিল।

বন্ধুগণের প্ররোচনায় ডাক্তারি ব্যবসায় করিব বলিয়াই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলাম। গ্রামে বসিয়াই

ডাক্তারি করিব—বিষয়-সম্পত্তিও দেখিতে শুনিতে পারিব। ঔষধ, আলমারি প্রভৃতি কিনিবার জন্য কলিকাতা যাত্রা করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তখন বর্ষাকাল। কলিকাতায় প্রায়ই বৃষ্টি হইতেছে। পূর্ব্বে যে মেসের বাসায় থাকিয়া পড়িতাম, সেইখানেই গিয়া উঠিলাম। সপ্তাহখানেক থাকিয়া, দেখিয়া শুনিয়া, আসবাবপত্র কিনিব ইচ্ছা ছিল। প্রাতে উঠিয়াই প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতে যাইতাম,—এটি আমার বহুদিনের অভ্যাস। একখানি শুষ্ক বস্ত্র ও গামছা স্কন্ধে করিয়া নগ্নপদে সাতটার পূর্ব্বেই স্নানে বাহির হইতাম। গঙ্গাস্নানের জন্য এক যোড়া স্বতন্ত্র বস্ত্র ছিল, কারণ, সে সময় গঙ্গার জল অত্যন্ত ঘোলা, কাপড় ময়লা হইয়া যাইত।

তিন চারি দিন কলিকাতায় অতিবাহিত হইলে, একদিন স্নান করিয়া যেই মাত্র ঘাটে উঠিয়াছি, সিক্ত বস্ত্রখানি পরিবর্ত্তন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তনের উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় দেখিলাম, একটি বাবু হন্ হন্ করিয়া ঘাটে আসিয়া, ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। লোকটির স্নানের বেশ ছিল না, কামিজের উপর চাদর লম্বমান ছিল। বয়স অনুমান চল্লিশ বৎসর। লোকটির চেহারা শুষ্ক, অনেক দিন ক্ষৌরকার্য্য না হওয়াতে মুখখানা দেখিতে বিশ্রী হইয়াছে,—যেন তাঁহাকে দেখিবার, যত্ন করিবার কেহ নাই বলিয়া বোধ হইল। তিনি আসিয়া স্নানকারী ব্যক্তিগণের মধ্যে ব্যস্তভাবে যেন কাহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ আমার কাছে আসিয়া আমার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "বামুন ঠাকুর ?"

আমি ব্রাহ্মণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই—কিন্তু বামুন ঠাকুর পদবীলাভ ইতিপূর্ব্বে কখনও ঘটে নাই। ভাবিলাম, বোধ হয়, লোকটি আমাকে অন্য কোনও নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তি বলিয়া ভ্রম করিতেছেন।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া বাবুটি বলিলেন, "কি বিপদ! উত্তর দাও না কেন? তুমি কি বামুন ঠাকুর ?"

হায়! আমার মূর্ত্তি নায়কোচিত না হইলেও কি একেবারেই পাচক ব্রাহ্মণের মত? বুঝিলাম, বাবুটি একজন রাঁধুনি অন্বেষণ করিতেছেন। মস্তকে কি খেয়াল চাপিল, বলিলাম, "আজ্ঞা হাঁ।"

"কোথাও চাকরি কর ?"

"আজ্ঞে না।"

"করবে ?"

"পেলে ত করি।"

"রাঁধতে জান ?"

"আজ্ঞে জাতব্যবসা,—ওটা আর জানিনে ?"

"বাড়ী কোথা ?"

"যশোর।"

"নাম ?"

"শ্রীহারাধন মুখোপাধ্যায়।"

"কলকেতায় কত দিন এসেছ ?"

"এই, চার পাঁচ দিন হবে।"

"চাকরির চেষ্টায় ?"

"আজ্ঞে, তা নৈলে কি থিয়েটার দেখতে এসেছি।"

বাবুটি চটিয়া গেলেন। বলিলেন, "দেখ হা, তোম মুখটা ভাল নয়। তুমি বড় অসভ্য। ভদ্রলোকের সঙ্গে এই রকম ক'রে কথা কইতে হয় ?"

মনে মনে বড় আমোদ অনুভব করিলাম। ইহার রাঁধুনিগিরি দিন দুই করিয়া দেখিলে ক্ষতি কি? এই এক অ্যাড্‌ভেঞ্চারের সুযোগ জুটিয়া গিয়াছে। সুতরাং বিনীত হইয়া বলিলাম, "আজ্ঞে, পাড়াগেঁয়ে মানুষ, কিছু জানি শুনিনে। তা, অপরাধ নেবেন না কর্ত্তা।"

বাবুটি নরম হইয়া বলিলেন, "হুঁ।" একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "সত্যি বামুন? না বামুন সেজেছ? গলায় একগাছা পৈতে দিয়ে অনেক ব্যাটা হাড়ি-মুচি এসে বামুন হয়।"

হায় হায়, আমার মূর্ত্তিটি কি তবে হাড়ি-মুচির বলিয়াও ভ্রম হওয়ার সম্ভাবনা? বাবুটির "সভ্যতা"র আমি প্রশংসা করিতে পারিলাম না। প্রকাশ্যে, একটু বিনীত হাস্য করিয়া বলিলাম, "আজ্ঞে, ও সব জাল-জুয়াচুরির ধার দিয়েও যাইনে।"

বাবুটি আবার আমায় জেরা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন—

"আচ্ছা, কেমন বামুন, গায়ত্রী বল দেখি ?"

আমি গায়ত্রী আবৃত্তি করিলাম। এই ভণ্ডামি করিবার সময় সুপবিত্র গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া, মনে সাপরাধ অনুশোচনা উপস্থিত হইল।

বাবুটি ওষ্ঠযুগল কুঞ্চিত করিয়া, সন্দিগ্ধভাবে মাথাটি নাড়িতে লাগিলেন। বলিলেন, "কিছু বোঝা গেল না। আজকাল ছাপার বই হয়েছে, চার পয়সা দিয়ে একখানা কিনে গায়ত্রী, সন্ধ্যা মুখস্থ ক'রে নিলেই হ'ল।"

একটু দুঃখের ভাণ করিয়া বলিলাম, "কর্ত্তা যদি বিশ্বাস না করেন, তা হ'লে কি করি?"

বাবুটির মুখে একটু উৎসাহের চিহ্ন দেখা গেল। সহসা বলিলেন, "আচ্ছা, পৈতে গ্রন্থি দেয় কি মন্ত্র ব'লে বল দিকিন? এটা আর কোনও ছাপার কেতাবে নেই।"

আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম—"ভারদ্বাজ-আঙ্গিরস-বার্হস্পত্য-প্রবরস্য।"

শুনিয়া বাবুটি বলিলেন, "তবে ঠিক বামুনই বটে। কত মাইনে নেবে?"

"আজ্ঞে, কর্ত্তার কি হুকুম হয়?"

"তুমিই বল না।"

"কলকেতার রেট ত বাঁধা আছে।"

"কত?"

আমাদের বাসার বামুনের মাহিনা পাঁচ টাকা আর খোরাক-পোষাক ছিল। তাই সাহস করিয়া বলিলাম, "পাঁচ টাকা।"

"পাঁচ টাকা না পঁচিশ টাকা! কে বল্লে তোমায় কলকেতার রেট পাঁচ টাকা?"

"আজ্ঞে, অনেক ছাত্রদের মেসের বাসায় ত বামুনের মাইনে পাঁচ টাকা আর খোরাক-পোষাক আছে।"

"মেসের বাসা আর গেরস্তর বাড়ী সমান? ছাত্রদের মেসের বাসার চাকরী, আজ আছে, কা'ল নেই। যদি চার টাকায় রাজি হও ত বল। চার টাকা, খোরাক, আর বছরে দু'খানা কাপড়, দু'খানা গামছা।"

আমি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিলাম, "আজ্ঞে, চার টাকায় কি ক'রে চলবে? বহু পরিবার, তাদের খাওয়াব কি?"

"বহু পরিবার? ক'জন খানেওয়ালা?"

"আজ্ঞে, বুড়ো মা, বাপ, ভাই,"—

বাধা দিয়া বাবুটি বলিলেন, "উঃ? রাঁধুনিগিরি ক'রে বুড়ো মা বাপ ভাইকে খাওয়াবেন! আমার একশো টাকা মাইনে, আমিই পারিনে!—নিজের স্ত্রী-পরিবারকে খাওয়াতেই সব টাকা খরচ হয়ে যায়। চার টাকা থেকে এক টাকা জমাবে,—তিন টাকা মাসে মাসে তোমার স্ত্রীকে পাঠিয়ে দিও এখন।"

"আজ্ঞে, বিবাহ করিনি।"

"কি, কুলীন বামুন, এখনও বিবাহ করনি?"

"না।"

"কেন? কোনও দোষ-টোষ আছে না কি?"

"দোষ—দারিদ্র্যদোষ। এত গরীবকে কে মেয়ে দেবে?"

"বিয়ে করনি, ভালই করেছ। সাহেবেরা নিজে বিলক্ষণ উপার্জ্জন করতে না পারলে বিবাহ করে না। যদি ইংরাজি জানতে, ওদের কেতাবেই দেখতে পেতে। আমাদের আফিসের ছোট সাহেব, পাঁচশো টাকা মাইনে পায়, এখনও বিবাহ করেনি।"

আমি চারি টাকা স্থানে পাঁচ টাকা করিবার জন্য অনেক পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলাম। অবশেষে সাড়ে চারি টাকায় রফা হইল। বাবুটি বলিলেন,—যদি কাজকর্ম্ম করিতে পারি, পলায়ন না করি, তবে বৎসরান্তে বেতনবৃদ্ধি সম্বন্ধে "বিবেচনা" করিবেন। এখনি আমাকে গিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে। তাঁহার গৃহিণী পীড়িতা। আজ দুই দিন তাঁহার বামুন পলায়ন করাতে বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এইরূপে অভাবনীয়ভাবে পাচক ব্রাহ্মণ হইয়া বাবুটির পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। ভাবিলাম, অনেক আরাধনার পর অবশেষে আমার অদৃষ্টে এই এক অ্যাডভেঞ্চর জুটিল। দেখা যাউক, ইহার মধ্য হইতে কোনও রহস্যলাভ হয় কি না।

বাবুটির নাম কালীকান্ত রায়। ব্রাহ্মণ। তাঁহার বাসা চোরবাগানে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, ক্ষুদ্র উঠানটিতে আমের আঁটি, পরিত্যক্ত ভাত, তরকারি ও শাকপাতার রাশি স্তূপাকার হইয়া রহিয়াছে। উঠানের এক কোণে একটি জলের কল, তাহার পার্শ্বে একটি চৌবাচ্চা। কলের গলায় কাপড়ের পাড় দিয়া একটি বাঁশের চোঙা বাঁধা রহিয়াছে, তাহা বহিয়া জল চৌবাচ্চায় পড়িতেছে।

কালীকান্ত বাবু প্রবেশ করিয়া, ঊর্দ্ধে দৃষ্টি

বারান্দার পানে চাহিয়া বলিলেন—"গিন্নি—অ গিন্নী"—

তাঁহার গলার স্বর শুনিয়া বারান্দায় একটি বালিকা আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "বাবা, আর চেঁচিও না। মা এখন ঘুমুচ্ছেন।"

সেই আমাদের প্রথম চারিচক্ষে মিলন। রোমিও ও জুলিয়েটের অলিন্দ-দৃশ্য মনে পড়িল। আমার জুলিয়েট, আলুলায়িত-কুন্তলা, দোতলার বারান্দা হইতে দেখিলেন, স্কন্ধে গামছা, হস্তে ভিজা কাপড়, পাচক-ব্রাহ্মণরূপী রোমিও মুগ্ধনেত্রে দণ্ডায়মান। জুলিয়েটের বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ ছিল, আমার জুলিয়েটের বয়সও তাহাই বলিয়া অনুমান করিলাম। তাহার দেহবর্ণটি ইতালীয় জুলিয়েট অপেক্ষা কিছু মলিন হইলেও, কিন্তু মুখ চক্ষুর-সৌন্দর্য্য অপরাভূত।

কালীকান্ত বাবু বলিলেন, "প্রিয়, আয়, নেমে আয় দিকিন।"

'প্রিয়?' প্রিয়তমা না প্রিয়ংবদা? প্রিয়বালাও হইতে পারে। 'প্রিয়তমা' না হইলেই ভাল। পৃথিবী-সুদ্ধ লোকই কি প্রিয়তমা বলিয়া ডাকিবে? প্রিয়-বালা নামটি মধুর। কিন্তু প্রিয়ংবদা নামটি মধুর এবং কাব্যগন্ধি। প্রিয়ংবদা শকুন্তলার, কিন্তু প্রিয়বালা আধুনিক উপন্যাসের মাল।

পায়ের চারিগাছি মল ঝুম্ ঝুম্ করিয়া বালিকা নামিয়া আসিল।

আসিয়া পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, তাঁহার মুখের প্রতি প্রশ্নযুক্ত দৃষ্টিপাত করিল।

আমাকে দেখাইয়া কালীকান্ত বাবু বলিলেন, "প্রিয়, এই একজন বামুন ঠাকুর এনেছি। সব যোগাড়যন্তর ক'রে দে।"

হায়, এরূপ সূচনা ত কোন কাব্যেই লেখে না! বালিকা কি পরীকন্যা ও রাজকন্যাদের গল্প পাঠ করিয়া, জাগ্রতে বা নিদ্রায় স্বপ্ন দেখে নাই যে, তাহাকে বিবাহ করিবার জন্যে কোন পুষ্পময় রাজ্য হইতে একজন রাজপুত্র আসিয়া দণ্ডায়মান? তাহার কিশোর হৃদয়ে কোনও পাচক ব্রাহ্মণ কি ঈপ্সিতরূপে কখনও স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে?

আমার কবিত্বময় চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়া বাবু বলিলেন, "আটটা বাজে। দশটায় আপিসের ভাত ...উ, পারবে?"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞে, দেখি চেষ্টা ক'রে।"

"যা হয় দুটো ভাতে ভাত। দুটো উনান জ্বেলে এক দিকে ভাত, এক দিকে ডাল চড়িয়ে দাও। আমি বাজার থেকে মাছ কিনে আনি। তরী-তরকারী সব ঘরেই আছে।"

প্রিয় বলিল, "সব আছে।"

অতঃপর বাবু একখানি গামছা লইয়া মাছ কিনিতে বাহির হইলেন।

আমি তখন বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রান্না-ঘর কোন্ দিকে?"

"এই দিকে এস।"—প্রিয় আমাকে সঙ্গে করিয়া অন্য বারান্দায় লইয়া গেল। একটি ঘরের শিকল খুলিতে খুলিতে বলিল—"এই রান্নাঘর।"

প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, কখনও চুলাতে অগ্নি-সংযোগ হয় নাই। বলিলাম, "এখনও যে কিছুই যোগাড় হয় নি। ঝি কোথায়, উনুন ধরিয়ে দিক না।"

বালিকা বলিল, "ঝি ত আমাদের নেই। মাস-খানেক হ'ল ঝি পালিয়েছে; মা বলেছেন, ঝি আর রাখবেন না। আমিই সব করি। আমি উনুন ধরিয়ে দিচ্ছি।"

দেখিলাম, ঘরের এক কোণে একগাদা কয়লা রহিয়াছে। আমি বলিলাম, "ঝি নেই? আচ্ছা, তবে আমিই ধরাচ্ছি। তোমায় কষ্ট করতে হবে না।"—বলিয়া কয়লার গাদার নিকট গিয়া, একটি ডালায় করিয়া কয়লা ভরিয়া আনিলাম। উনান জ্বালিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

এ কার্য্য যে এত কঠিন, তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না, প্রিয় দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, আর মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল। শেষে বলিল, "ঐ রকম ক'রে বুঝি কয়লা ধরায়?"

আমি হতাশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি রকম ক'রে ধরায়, বল দেখি?"

"সর, আমি ধরাই। তুমি বরং এই মাছের ঝোলের জন্যে আলুপটোলগুলো কুটে ফেল।"

এই ময়লা পরিশ্রমসাধ্য কার্য্যে বালিকাকে নিযুক্ত হইতে দিতে আমার দুঃখ হইতে লাগিল। কিন্তু কি করি, উপায় নাই। দশটায় ভাত না পাইলে বাবু মহাশয় হৈ-চৈ কাণ্ড বাধাইয়া দিবেন। ...কয়লার চুলা বালিকাকে ছাড়িয়া দিয়া, হাত ধুই... আমি তরকারী কুটিতে বসিলাম।

দেখিলাম, বঁটিতে তরকারী কোটা মুস্কিল।

দিয়া এক রকম পারা যায়। আমাদের মেসে যখন ঠাকুর পলাইত, তখন আমরা অনেকে বসিয়া ছুরী দিয়া তরকারী কুটিতাম।

যাহা হউক, কোনমতে সাবধানে কুটিতে লাগিলাম, পাছে হাত কাটিয়া যায়, এ আশঙ্কাও ছিল। উনান ধরাইয়া প্রিয় আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; গালে হাত দিয়া বলিল, 'ও হরিবোল!"

আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি?"

"এই কি মাছের ঝোলের আলু কোটা না কি?"

"কেন?"

"মাছের ঝোলের আলু কি চাকা চাকা ক'রে কোটে? ও ত ভাজার আলু হচ্চে। মাছের ঝোলের আলু চৌচির করতে হয়।"

আমি অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, "ওহ!"

প্রিয় বলিল, "সর দেখি। আমি কুটি।"

আমি সরিলাম। কয়লার চুলায় পাখা দিয়া বাতাস করিতে লাগিলাম।

বালিকা একটু হাসিয়া বলিল, "রাঁধতে জান? না সেও এই রকম?"

আমি মনে মনে অত্যন্ত কৌতুক অনুভব করিয়া বলিলাম, "এই রকমই।"

"এই রকমই? আর কখনো এ কায করনি বুঝি? এই প্রথম না কি?"

"এই প্রথম।"

"তবে চাকরি নিলে কেন?

আমি চাকরি কেন নিলাম, তাহার উত্তর এখন দিলে সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে। দিন দুই পরে যাইবার সময়, আর কাহাকেও না বলি, এই বালিকাকে বলিয়া যাইব স্থির করিলাম।

আমাকে নীরব দেখিয়া, বালিকা আমার মনোভাব অন্যরূপ বুঝিল। করুণায় তাহার মুখখানি ভরিয়া গেল। প্রশ্ন করিবার জন্য যেন অনুতপ্ত হইয়া বলিল, "তুমি বড় গরীব বুঝি?"

আমি চক্ষু নত করিয়া ধীরে ধীরে মাথাটি নাড়িলাম। তাহার সহানুভূতি গভীরতর করিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম, "আমি যে নতুন, কিছু জানিনে, তা শুনলে তোমার বাবা আমায় রাখবেন কি—তাড়িয়ে দেবেন হয় ত।"

আমাকে সান্ত্বনা দিয়া বালিকা বলিল—"আচ্ছা, আমি কাউকে বলব না। আমি সব তোমায় দেখিয়ে শুনিয়ে দেব এখন, তুমি দু'দিনে সব শিখে ফেলবে।"

"তোমার মা জানতে পারবেন না?"

"মা কি কখনও রান্নাঘরে আসেন? তিনি উপরেই থাকেন।"

"তাঁর নাকি অসুখ করেছে শুনলাম?"

"তাঁর বারোমাসই অসুখ।"

"কি অসুখ?"

"এই কোন দিন মাথা ধরে, কোন দিন কিছু। তাঁর জন্যে কোন ভয় নেই। তিনি খুব বকেন বটে, কিন্তু উপর থেকেই বকেন। সিঁড়ি নামাওঠা করলে হাঁপিয়ে পড়েন।"

"খুব বকেন না কি? তাই বুঝি ঝি বামুন সব পলায়?"

বালিকা এ কথায় একটু লজ্জিত হইল। কথা ফিরাইবার জন্য জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নাম কি?

"প্রিয়ংবদা।"

"প্রিয়ংবদা? বেশ নামটি ত!"

মেয়েটি লজ্জায় মুখ নত করিল। আবার জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার ভাই বোন কটি?"

"আমার আপনার একটি ভাই।"

"আরও যে দু তিনটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে দেখলাম?"

"ওরাও আমার ভাই বোন। আমার এ মায়ের ছেলেপিলে।"

তখন বুঝিলাম, গৃহিণী প্রিয়ংবদার বিমাতা। ঝি কেন আর রাখা হইবে না, তাহাও বুঝিতে পারিলাম। এই কোমলা বালিকার জন্য সহানুভূতিতে আমার হৃদয় ভরিয়া গেল।

এই সময় বাবু মাছ আনিয়া উপস্থিত করিলেন। বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "কত দূর?"

আমি বলিলাম, "আজ্ঞে, আর বেশী দেরী নেই।"

"যা হয় চটপট—বুঝলে? বেশী বাহুল্য কোরো না। আমি আপিসে বেরিয়ে গেলে তার পর বাকী সব করো এখন।"—বলিয়া তিনি উপরে উঠিয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, দিন-দুই রাঁধুনিগিরির আস্বাদ গ্রহণ করিয়া আমার মাননীয় পূর্ব্ববর্ত্তিগণের পন্থানুসরণ করিব—অর্থাৎ 'পলায়ন' করিব। কিন্তু আজ একমাস যাবৎ স্থিরনিশ্চলভাবে চাকরি করিতেছি। বলা বাহুল্য, প্রিয়ংবদার সুন্দর মুখখানি আমার স্বর্ণ-শৃঙ্খলরূপ হইয়াছে। অথচ প্রিয়ংবদা আমাকে এখনও রাঁধুনি বামুন বলিয়াই জানে। তবে তাহার ব্যবহারে বুঝিতে পারি, আমাকে সাধারণ বামুন ঠাকুর হইতে একটু স্বতন্ত্র বলিয়াই সে মনে করে; প্রিয়ংবদা মোটামুটি রকম বাঙ্গালা লেখাপড়া জানিত; আমি রান্নাঘরে বসিয়াই গৃহকর্ম্মের অবসরে, তাহাকে পড়াইতে আরম্ভ করিয়াছি। এই এক মাসের মধ্যেই দুই তিনখানি ভাল ভাল বাঙ্গালা বহি সে অধ্যয়ন করিয়া ফেলিয়াছে। এক দিন আমায় সে বলিয়াছিল, "তুমি রাঁধুনি বামুন না হয়ে ইস্কুলের পণ্ডিত হ'লে না কেন?"

আমি বলিয়াছিলাম, "তাই করব মনে করেছি। তোমার বিয়ে হয়ে গেলে আমিও চাকরি ছেড়ে চ'লে যাব।"

বিবাহের প্রসঙ্গে বালিকার গাল দুটি রক্তাভ হইয়া উঠিল। পরে জানিয়াছি, প্রিয়ংবদার বয়স চতুর্দ্দশ বর্ষ নহে,—ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র। কিন্তু তাহাকে বয়সের অপেক্ষা একটু বড় দেখাইত। এত বড় মেয়ের বিবাহ হয় নাই কেন, প্রথমে আমার একটু আশ্চর্য্য বোধ হইত। ক্রমে জানিতে পারিলাম —কালীকান্ত বাবুর পুত্রগণের প্রাইভেট মাষ্টারের নিকট শুনিলাম—প্রিয়ংবদার বিবাহের সম্বন্ধ মাঝে মাঝে হয় বটে, কিন্তু ইঁহারা যত সস্তায় খোঁজেন, তত সস্তায় কোন বর পাওয়া যায় না।

আমি ইহা শুনিয়া অবধি মনে করিয়া রাখিয়াছিলাম যে, একদিন কালীকান্ত বাবুর নিকট আত্ম-প্রকাশ করিয়া তাঁহার কন্যার পাণিপ্রার্থনা করিব। প্রথম দুই তিন দিন যাইতে না যাইতেই প্রিয়ংবদার সাহচর্য্য আমার হৃদয়ে সুখসঞ্চার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সে সুখ দিনের পর দিন ঘনীভূত হইতে লাগিল। সে সাহচর্য্যের বিচ্ছেদক্লেশ দিনের পর দিন তীব্রতর হইতে লাগিল। তখন ভাদ্রমাস। রাত্রে শয়ন করিবার জন্য, অনতিদূরে একটি ঘর ভাড়া লইয়াছিলাম। কর্ম্মান্তে, দিবসে ও রাত্রিকালে সেইখানেই অবস্থিতি করিতাম। অধিক মূল্য দিয়া ঘরটি ভাড়া লইয়াছিলাম। ছবিতে, পুস্তকে, সুখসেব্য আসবাবে সেখানি সাজাইয়াছিলাম। কিন্তু সেখানে আমি সুখ পাইতাম না। সেই প্রায়ান্ধকার, ধূমমলিন, অপকৃষ্ট রান্নাঘরখানিই আমার সুখের আগার হইয়া উঠিয়াছিল। গভীর রাত্রে এক এক দিন নিদ্রাভঙ্গ হইলে, বাহিরে অন্ধকারে মেঘগর্জ্জন শুনিতে পাইতাম। প্রবলভাবে বৃষ্টি আসিত। প্রিয়ংবদাকে স্মরণ করিয়া কত সুখকল্পনা আমার মনকে ঘিরিয়া ফেলিত। ভাদ্র মাসে হিন্দুর বিবাহ হয় না। ভাবিয়া রাখিয়াছিলাম, আশ্বিন মাস পড়িলেই কালীকান্ত বাবুকে বলিব, পূজার পূর্ব্বেই প্রিয়ংবদাকে বিবাহ করিয়া বাড়ী লইয়া যাইব।

কিন্তু আবার শঙ্কাও হইত। কালীকান্ত বাবু যদি আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন? করিবার ত কোনও কারণ দেখি না; তথাপি, যদি করেন? মন হইতে এ আশঙ্কা কিছুতেই বিদূরিত করিতে পারিতাম না। আমার অদৃষ্টে যদি প্রিয়ংবদা-লাভের সুখ না থাকে, তবে কি হইবে? কেমন করিয়া দীর্ঘজীবন কাটাইব? তখন বৈষ্ণব-কবির পদ মনে মনে গাহিতাম—

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

আমার মন্দির যদি চিরদিনই শূন্য থাকিয়া যায়?

কিন্তু আশ্বিন মাস আগমন করিবার পূর্ব্বেই দ্বিতীয় একটি অভাবনীয় ঘটনায়, আমার প্রিয়ংবদা-লাভ শুধু সম্ভাবিত নহে, অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। যে অমৃত পান করিবার জন্য পিপাসায় উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলাম, সেই অমৃত আমার মুখের কাছে আনিয়া একজন বলিল—"পান কর—পান করিতেই হইবে।"

একদিন প্রভাতে কর্ম্মে গিয়া দেখি, প্রিয়ংবদা গায়ে একখানি র‍্যাপার দিয়া আসিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, রাত্রে একটু জ্বরের মত হইয়াছিল, এখনও যেন শীত শীত করিতেছে।

এইরূপ পরদিনও হইল। জ্বরগায়ে, উপবাসে প্রিয় তাহার নির্দ্দিষ্ট গৃহকার্য্যগুলি করিতে লাগিল সে কার্য্য বড় অল্প নয়। বাসন মাজা, কাপড় কাচা প্রভৃতি ঝির সমস্ত কার্য্যই তাহাকে করিতে হইত।

সে দিন কালীকান্ত বাবুকে বলিলাম, তাঁহা

কন্যার যেরূপ অসুস্থ দেহ, অন্ততঃ একটা ঠিকা ঝি আনিলে ভাল হয়।

শুনিয়া বাবু রাগিয়া উঠিলেন, "তুমি ত ব'লে খালাস। পাই কোথা আমি ঠিকা ঝি?"

বড় রাগ হইল। দুঃখও হইল। প্রিয়ংবদার প্রতি অবহেলা আমার অসহ্য হইয়া উঠিতে লাগিল। কোথায় গেলে ঝির সন্ধান পাওয়া যায়,আমি ত কিছুই জানিতাম না। তথাপি বলিলাম, "একটা সন্ধান ক'রে দেখব কি?"

"পাও, দেখ"—বলিয়া বাবু মুখ বাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন।

সে দিন আমি ঝির অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু কৃতকার্য্য হইলাম না।

আর এক বিপদ হইল, প্রিয়ংবদা সাগু, বার্লি কিছুই খাইতে চাহে না। প্রথম দিন সমস্ত অনাহারে ছিল। দ্বিতীয় দিন তাহার জন্য মাত্র এক পয়সার খই ব্যবস্থা হইল।

প্রিয় খই খাইতে খাইতে বলিল, "এ আমার ভাল লাগে না।"

আমি সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি খেতে ইচ্ছে করে তোমার?"

"একটা বেদানা-টেদানা পেলে খাই।"

পরদিন বাবুকে বলিলাম, "প্রিয় সাগু, বার্লি খায় না, ওর জন্যে কিছু বেদানা কি আঙুর আনিয়া দিলে ভাল হ'ত।"

বাবু বলিলেন, "বেদানা! আঙুর! জ্বরের উপর ওসব খেলে সন্ত বিকারে দাঁড়াবে। সর্ব্বনাশ! ওসব ভারি ঠাণ্ডা জিনিষ।"

আমি নীরব রহিলাম। অথচ স্বচক্ষে দেখিয়াছি, গত সপ্তাহে বাবুর আদরের এ পক্ষের পুত্রটির যখন জ্বর হইয়াছিল, বেদানা, আঙুর, বিস্কুট প্রভৃতি যথেষ্ট পরিমাণেই বাড়ীতে আমদানি হইয়াছিল। মনে স্থির করিলাম, আজ ওবেলা আমি প্রিয়র জন্য কিছু খাদ্য আনিব;—তাহাতে যদি ইঁহারা রাগ করেন ত করিবেন।

সে দিন বৈকালে কর্ম্মে আসিবার সময় আমি এক বাক্স আঙুর, কয়েকটা বেদানা এবং কিছু বিস্কুট আনিলাম। কিন্তু প্রিয়ংবদা সে দিন নামিল না। তাহার ছোট ভাই সুধীরচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, জ্বর খুব প্রবল।

মনের অশান্তিতে সান্ধ্যকর্ম্ম সমাপন করিলাম। বাসায় গিয়া সারা রাত্রি আমার নিদ্রা হইল না।

পরদিন প্রভাতে গিয়া আবার সুধীরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার দিদি কেমন আছেন?"

"দিদি সমস্ত রাত খালি জল জল করেছে।"

"গা কি খুব গরম?"

"একবারে আগুনের মত।"

"এখন কেমন?"

"এখন ঘুমুচ্ছে।"

"রাত্রে তাঁর কাছে কে ছিল?"

"আমিই ছিলাম। আমি আর দিদি একসঙ্গে শুই কি না।"

"তোমার মা কি বাপ দেখতে আসেন নি?"

"বাবা শুতে যাবার আগে একবার দেখতে এসেছিলেন। অনেক রাত্রে দিদি যখন মা গো মা গো ক'রে চেঁচাচ্ছিল, তখন মা একবার উঠে এসেছিলেন। বাইরে থেকে জানালা দিয়ে বল্লেন—'অত চেঁচিয়ে মরছিস্ কেন? বাড়ীসুদ্ধ লোককে ঘুমুতে দিবিনি? চুপ ক'রে শুয়ে থাক পোড়ারমুখী।' তাই শুনে দিদি ভয়ে চুপ ক'রে শুয়ে রইল।"

আমি উপরে কখনও যাই নাই। ঘরগুলির অবস্থান জানিতাম না। গৃহিণীর ভাত উপরে যাইত, তাহা প্রিয়ংবদাই বরাবর লইয়া যাইত। গত কল্য সন্ধ্যার সময় কেবল বাবু স্বয়ং লইয়া গিয়াছিলেন।

সুধীরকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি আর তোমার দিদি সে ঘরে থাক, সেটা কোন্‌খানে?"

"সিঁড়ি দিয়ে উঠেই বাঁ দিকে।"

মনে মনে স্থির করিলাম, আজ কর্ম্মান্তে প্রিয়ংবদাকে গিয়া দেখিয়া আসিব। সুধীরকে বলিলাম,—"দেখ, তুমি আজ ইস্কুলে যেও না। তোমার দিদিকে ত দেখবার কেউ লোক নেই।"

বেলা সাতটার সময় দেখিলাম, বাবু চাদর লইয়া বাহির হইতেছেন। ভাবিলাম, বুঝি বা ডাক্তার আনিতে যাইতেছেন। ঘণ্টাখানেক পরে ফিরিয়া আসিলেন, সঙ্গে ডাক্তার নহে, একজন ঝি। বলিলেন, "এ টি ঝি ডেকে এনেছি। কি করতে কর্ম্মাতে হবে, একে সব ব'লে দাও।"

দুই দিন পূর্ব্বে, যতক্ষণ প্রিয় একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়ে নাই, ততক্ষণ অবধি ঝি দুষ্প্রাপ্য ছিল। আজ সেই ঝি সুপ্রাপ্য হইল। দিনকতক আগে

তোমার জ্যেঠ মেয়েটা এত অধিক পীড়িত হইয়া পড়িত এই তোষকটার প্রতি ঘৃণায় আমার অন্তঃকরণ বিনাইয়া উঠিল। ছি ছি, দ্বিতীয়বার বিবাহ ঘটেছে বলে কি আপনার সন্তানের প্রতি এতই নির্ম্মম নিষ্ঠুর হইতে হয়? একেবারে কি কসাই হইয়াই উঠিতে হয়? ডাক্তার নাই, ঔষধ নাই, পথ্যও নাই। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আজ আমি উপরে গিয়া প্রিয়ংবদাকে দেখিবই দেখিব; তাহার ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করিব। আমি যে নিজে ডাক্তার, সে জন্য আমি নিজেকে এই প্রথম অভিনন্দন করিলাম।

যথাসময়ে বাবু আপিসে বাহির হইয়া গেলেন। ছেলেরা (সুধীর ছাড়া) ইস্কুলে গেল। গৃহিণীর ভাত উপরে দিয়া আসিলাম। সর্ব্বকর্ম্মান্তে যখন অবসর হইল, তখন সুধীরকে বলিলাম, "চল, তোমার দিদিকে দেখি।"

সুধীরের সহিত উপরে গিয়া প্রিয়ংবদার কক্ষে প্রবেশ করিলাম।

একটি মলিন ছিন্ন বিছানা মেঝের উপর পড়িয়া আছে। তাহাতে শুইয়া বালিকা ছট্‌ফট্‌ করিতেছে।

আমি কাছে গিয়া শাপের উপর বসিলাম। তাহার হাতখানি লইয়া বলিলাম, "প্রিয়, কেমন আছ?"

প্রিয় চক্ষু মেলিল। আমাকে দেখিয়া বলিল, "বামুন ঠাকুর? আমার মাথা যে যায়! কি করি?"

দেখিলাম, প্রবল সর্দ্দি-জ্বর। বলিলাম, "তোমার মাথা কামড়াচ্ছে? আচ্ছা, এখনি ভাল ক'রে দিচ্ছি।"

বলিয়া রান্নাঘরে গিয়া খানিকটা সরিষার তৈল গরম করিলাম। একটা সরায় করিয়া খানিকটা আগুন লইলাম। উপরে গিয়া, প্রিয়ংবদার পায়ের নীচে সেই গরম তৈল দশ মিনিট ধরিয়া জোরে মালিস করিলাম। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখন মাথাটা কেমন আছে?"

প্রিয় বলিল, "অনেক ভাল। আর কষ্ট নেই।"

তখন আবার প্রিয়ংবদার নিকট গিয়া বসিলাম। ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া, জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া, একখানি প্রেস্কৃপ্সন লিখিলাম। বলিলাম, "প্রিয়, তুমি একটু শুয়ে থাক। আমি এক ঘণ্টার মধ্যে তোমার জন্যে ওষুধ আনছি।"

বলিয়া বাহির হইয়া, গাড়ী ভাড়া করিয়া, একটি প্রথম শ্রেণীর ঔষধালয় হইতে ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া আনিলাম।

সে দিন বৈকালের মধ্যে প্রিয় অনেকটা সুস্থতা লাভ করিল।

এইরূপে আমি তিন চারি দিন চিকিৎসা চালাইলাম। প্রথম দিন মনে করিয়াছিলাম, আমি ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা নিজ ব্যয়ে করিতেছি দেখিলে বাবু মহাশয় খাপ্পা হইবেন। দেখিলাম, তাহা কিছুই হইল না। অনুরাগও নাই, বিরাগও নাই—ভাবটা সম্পূর্ণ অবহেলার। যায় যায় থাকে থাকে। আমি মনে মনে আশা করিতে লাগিলাম, আমি যখন বাবুর নিকট তাঁহার জামাতৃপদপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইব, তখনও যেন এই অবহেলাভরেই আমার হস্তে কন্যা সমর্পণ করিয়া দেন। কিন্তু শীঘ্রই এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে আমাকে আর আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রার্থী হইতে হইল না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

প্রিয়ংবদা দিন দিন আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল। আমিও কাহারও বিনা আপত্তিতে সারা দ্বিপ্রহর ও অপরাহ্নকাল তাহারই সহিত যাপন করিতে লাগিলাম। তাহাকে কত গল্প বলিতাম; অনেক ভাল ভাল পুস্তক আনিয়া দিতাম।

সে দিন মিউনিসিপাল মার্কেট হইতে অধিক মূল্য দিয়া একগুচ্ছ কালো আঙুর কিনিয়া আনিয়াছিলাম। প্রিয়ংবদা উহার কয়েকটি খাইল এবং আমাকেও খাইতে অনুরোধ করিল। আমিও দুই একটি মুখে দিলাম।

তখন ভাদ্রের শেষ। ভারি গরম পড়িয়াছে। প্রিয়ংবদার ললাটদেশ স্বেদসিক্ত হইয়া উঠিল। তাহা দেখিয়া আমি পাখা লইয়া তাহাকে মৃদু মৃদু বাতাস করিতে লাগিলাম।

ক্রমে প্রিয়ংবদা ঘুমাইয়া পড়িল। বহুদিন তৈলাভাবে তাহার চুলগুলি পাতলা হইয়া গিয়াছিল। ললাটের প্রান্তভাগের গুচ্ছগুলি বাতাসে ইতস্ততঃ উড়িতেছে।

আমি সতৃষ্ণনয়নে তাহার পাণ্ডুর মুখখানির পানে চাহিয়া রহিলাম। আজ ভাদ্রমাসের শেষ সপ্তাহ

আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "বন্ধুর চিঠি? কার চিঠি বল দেখি? কি লেখা ছিল তাতে?"

"নাম ত মনে নেই। তাতে লেখা ছিল, 'এ কি পাগলামি তোমার! জমিদারের ছেলে হয়ে নিজে ডাক্তারি পাস ক'রে, শেষে কয়ছ রাঁধুনিগিরি?' আরও সব লেখা ছিল।"

তখন আমার স্মরণ হইল। এই উকীল-বন্ধু যিনি বাড়ী ভাড়া করিয়া দিয়াছেন, তিনিই সেই পত্র লিখিয়াছিলেন। তিনি আমার বিশেষ অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁহাকে আমি পূর্ব্বাবধি সব কথাই জানাইয়াছিলাম। তাঁহার চিঠিতে ও কথা লেখা ছিল.—আরও লেখা ছিল, যদি আমি "প্রভু"-কন্যার প্রেমেই আবদ্ধ হইয়া থাকি, তবে সত্বর নিজের পরিচয় দিয়া বিবাহ করিলেই ত পারি। প্রত্যহ হাঁড়িঠেলার ভিতর কি কবিত্ব আছে, তাহা তিনি বুঝিতে না পারিয়া আমায় তিরস্কার করিয়াছিলেন।

আমি তখন প্রিয়কে বলিলাম,—"ওহো, মনে পড়েছে। আচ্ছা, তাতে আর কি লেখা ছিল, বল দেখি?"

প্রিয় সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল, "যাও, বলব না।"

"না, বল।"

"না? বলব না।"

অনেক পীড়াপীড়ি করিয়াও বলাইতে পারিলাম না। শেষে বলিলাম, "আমি তোমায় ভালবাসি, সে চিঠি দেখেই জানতে পেরেছিলে?"

প্রিয় চক্ষু আনত করিয়া, আঙুলে আঁচল জড়াইতে জড়াইতে, মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতে লাগিল।

আমি তাহার গলদেশে বাহুবেষ্টন করিয়া তাহাকে চুম্বন করিলাম। বলিলাম, "তোমার ভারি অন্যায় ত!"

"কি?"

"পরের চিঠি পড়া।"

"তুমি বুঝি আমার পর?"

"তখনও ত বিয়ে হয় নি। আমি যে তোমায় ভালবাসি, তাও তখন জানতে না। তখন আমি পর নই?"

"তা বুঝি?"

"তবে কি?"

"আমরা যখন জন্মেছিলাম, তখনি ত বিধাতাপুরুষ আমাদের বিয়ে হবে, তা ঠিক ক'রে দিয়েছিলেন।"

প্রিয়ংবদাকে আবার চুম্বন করিবার জন্য বাহু প্রসারণ করিব, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "হুজুর, মালী ফুল এনেছে।"

বাহিরে গিয়া দেখিলাম, মালী অজস্র পরিমাণ নানা বর্ণের ফুল আনিয়াছে। সেই ফুলে রজনীতে আমার ফুলশয্যা হইল।

বিবাহের বিজ্ঞাপন

প্রথম পরিচ্ছেদ

সহর গাজীপুর, মহল্লা গোরাবাজারে, রাম অওতার নামক একটি লালাজাতীয় যুবক বাস করে। তাহার বয়ঃক্রম দ্বাবিংশতি বৎসর হইবে। লোকটার কিঞ্চিৎ ইংরাজি লেখাপড়া জানা আছে। কয়েকবার উপর্য্যুপরি প্রবেশিকা পরীক্ষায় ফেল করিয়া লেখাপড়া ছাড়িয়া, এখন সে ঘরে বসিয়া আছে।

বৈশাখ মাস। সমস্ত দিন প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পর এখন সন্ধ্যাবেলা একটু শীতল বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। হস্তিদন্তের বোলাযুক্ত এক যোড়া খড়ম পায়ে দিয়া, নগ্নগাত্রে, রাম অওতার তাহাদের সদর বাড়ীর বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল। ভৃত্য একটি চেয়ার আনিয়া দিল। রাম অওতার উপবেশন করিয়া বলিল,"চতুরি -ভাঙ তৈয়ারী হইয়াছে? লইয়া আয়।"

কিয়ৎক্ষণ পরে চতুরি ওরফে চতুর্ভুজ, একটি রূপার গেলাসে করিয়া গোলাপ দেওয়া সিদ্ধি আনিয়া দিল। রাম অওতার অবস্থাপন্ন লোক।

বাড়ীটি ঠিক সদর রাস্তার উপর। স্থানটা বাজার হইতে কিছু দূরে, সুতরাং কিছু নিরিবিলি। পথচারী লোক বেশী নাই, কেবল মাঝে মাঝে দুই একখানা এক্কা ঝম্ ঝম্ শব্দ করিয়া যাইতেছে। রাস্তার মোড়ে একটি শিরীষ গাছ—তাহাতে অজস্র কোমল ফুল ধরিয়াছে। অপর পার্শ্বে মিউনিসিপ্যালিটীর একটি লণ্ঠন ক্ষীণ আলোক বিতরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে।

রাম অওতার বসিয়া আরাম করিয়া সিদ্ধি পান করিতে লাগিল। সহসা অদূরে চাঁচা গলায় শব্দ উত্থিত হইল—"গুলাব-ছড়ি।"

গুলাবছড়ি-ওয়ালা তীব্র কেরোসিনের আলোক সহ পসরা স্কন্ধে লইয়া, বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া হাঁকিল—

ক্যা মজাদার গুলাব-ছড়ি!
যো খাওয়ে — মজা পাওয়ে;
যো চাখ্খে— ইয়াদ্ রাখ্খে;
গুলাব-ছড়ি!

বাটীর মধ্য হইতে তৎক্ষণাৎ একটি পঞ্চবর্ষীয় বালক বাহির হইয়া আসিল। রাম অওতারের কাছে আসিয়া বাহানা ধরিল, "ভাইয়া, আমি গুলাব-ছড়ি খাইব।"

এ কথা শুনিবামাত্র ফিরিওয়ালা রাস্তায় দাঁড়াইয়া, বারান্দার উপর তাহার পসরা নামাইল। বালক মোহনলালের প্রতি চাহিয়া বলিল, "গুলাব-ছড়ি, নানখাটাই, সোহন হালুয়া,—কি লইবে বল।"

বালক গুলাব-ছড়িরই বেশী পক্ষপাতী—তাহাই কয়েকটা ক্রয় করিল। ফিরিওয়ালা স্বীয় কক্ষতল হইতে একখানা হিন্দী সংবাদপত্র বাহির করিয়া, তাহার কিয়দংশ ছিন্ন করিয়া, গুলাবছড়িগুলি জড়াইয়া মোহনলালের হাতে দিল। তাহার পর পসরা উঠাইয়া লইয়া, পূর্ব্ববৎ কড়িমধ্যম সুরে "গুলাব-ছড়ি" হাঁকিতে হাঁকিতে সে প্রস্থান করিল।

মোহনলাল পরম আনন্দে বারান্দাময় নৃত্য করিতে করিতে ভোজনে প্রবৃত্ত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভ্রাতার কাছে আসিয়া ছিন্ন কাগজটা দেখাইয়া বলিল, "দেখ ভাইয়া, একটা হাথীর তসবীর।"

রাম অওতার কাগজখানি হাতে লইয়া দেখিল, একটা হস্তীমার্কা ঔষধের বিজ্ঞাপন। কিন্তু তাহার পার্শ্বেই যাহা দেখিল, তাহাতে রাম অওতারের কৌতূহল অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। পার্শ্বে রহিয়াছে—"বিবাহের বিজ্ঞাপন।"

বাম হস্তে সিদ্ধির গেলাস ধরিয়া, দক্ষিণে ছিন্ন কাগজখানি লইয়া, রাম অওতার বৈঠকখানার ঘরে প্রবেশ করিল। আলোকের কাছে দাঁড়াইয়া পড়িল:—

বিবাহের বিজ্ঞাপন

প্রার্থনাসমাজভুক্ত ভদ্রলোকের একটি সপ্তদশবর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা আছে। বিবাহের জন্য একটি সচ্চরিত্র সুশিক্ষিত কায়স্থজাতীয় পাত্র আবশ্যক। বিবাহান্তে যুবকটিকে শিক্ষালাভের জন্য আমরা বিলাতে পাঠাইতে ইচ্ছা করি। পূর্ব্বে পত্র লিখিয়া পাত্র বা অভিভাবক আমার সহিত আসিয়া সাক্ষাৎ করিবেন।

লালা মুরলীধর লাল।
মহাদেও মিশ্রের বাটী, কেদারঘাট,
বেনারস সিটি।

রাম অওতার বিজ্ঞাপনটি দুইবার পাঠ করিল। পাঠান্তে তাহার মুখে কিঞ্চিৎ হাসি দেখা দিল। বারান্দায় ফিরিয়া গিয়া, চেয়ারে বসিয়া, সিদ্ধি পান করিতে করিতে সে নানা প্রকার ভাবিতে লাগিল।

ভাবিল, ইহা ত বড় মজার বিজ্ঞাপন! তাহার যে বাল্যকালেই বিবাহ হইয়া গিয়াছে ;—নহিলে এই একটা বেশ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। সপ্তদশবর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা—না জানি দেখিতে কি রকম? "প্রাথনা-সমাজী"র কন্যা। বাঙ্গালা দেশে যে "বরম্‌সমাজী"রা আছে—"প্রার্থনাসমাজী"রাও সেইরূপ, তাহা রাম অওতার শুনিয়াছে। এত দিন অবধি যখন সে কন্যা অবিবাহিতা আছে, তখন নিশ্চয়ই শিক্ষিতা এবং গাহিতে বাজাইতে জানে। এই প্রকার মহিলাগণের সম্বন্ধে রাম অওতারের মনে বহুদিন হইতে অনন্ত কৌতূহল সঞ্চিত ছিল।

সিদ্ধিপান শেষ হইলে গেলাসটি নামাইয়া রাখিয়া রাম অওতার ভাবিল, "একটা কায করা যাউক। উহাদিগকে পত্র লিখিয়া, গিয়া দেখা করি। কিছু দিন উহাদের বাড়ী যাতায়াত করিয়া, মজাটাই দেখা যাউক না কেন। তাহার পর সট্‌কাইলেই হইবে।"

সিদ্ধির নেশায়, এই মজার মৎলব মনে আঁটিতে আঁটিতে রাম অওতারের অত্যন্ত হাসি পাইতে লাগিল। তাহার বিবাহ যে হইয়াছে, তাহা উহারা জানিবে কেমন করিয়া? কিছু দিন কোর্টশিপ্ করিয়া তাহার পর চম্পট। রাম অওতার হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

ভাবিল, আর বিলম্ব করা নয়। চিঠিটা এখনি লিখিতে হইবে। রাম অওতার উঠিয়া বৈঠকখানায় প্রবেশ করিল। তক্তপোষে বসিয়া বাক্স সম্মুখে লইয়া চিঠি লিখিতে আরম্ভ করিল। অভ্যাসমত প্রথমে লিখিল—"শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ।" তাহার পর মনে হইল, ইহারা "প্রার্থনা সমাজে"র লোক, হিন্দু দেবদেবীর নাম শুনিলে ত চটিয়া যাইতে পারে! তাহাকে ত নিতান্ত অসভ্য পৌত্তলিক মনে করিতে পারে! সুতরাং আর একখানা কাগজে "শ্রীশ্রীঈশ্বরো জয়তি" বলিয়া আরম্ভ করিল। প্রবেশিকায় ফেল শুনিলে পাছে তাহারা যথেষ্ট শিক্ষিত বলিয়া মনে না করে, তাই লিখিয়া দিল, সে বি-এ পরীক্ষায় ফেল করিয়াছে। নিজের সচ্চরিত্রতার কথা লিখিবার সময় তাহার মুখে হাসি দেখা দিল। কলম রাখিয়া, কিছুক্ষণ ধরিয়া হাসিল। পরে লিখিল, সে জাতিভেদ মানে না, বিলাত যাইতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কুমারীর একখানি ফোটোগ্রাফ্ যদি থাকে, [illegible] প্রার্থনা করিয়া পত্র শেষ করিল।

সে দিন রাত্রে রাম অওতারের ভাল করিয়া নিদ্রা হইল না। ভবিষ্যৎ ঘটনা সম্বন্ধে যতই সে কল্পনা করে, ততই তাহার হাস্য সংবরণ করা কঠিন হইয়া উঠে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কাশীর কেদারঘাটের নিকট, একটি ক্ষুদ্র গলির মধ্যে একটি ত্রিতল অট্টালিকা। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় তাহার একটি কক্ষে, মেঝেতে শতরঞ্জ বিছাইয়া, দুই ব্যক্তি বসিয়া দাবা খেলিতেছিল। একজনের শরীর দৃঢ় ও বলিষ্ঠ, কিছু স্থূল, গৌরবর্ণ পুরুষ। অপরটির দেহ ক্ষীণ হইলেও শারীরিক বলের পরিচয় তাহার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে দৃশ্যমান। এ দুই ব্যক্তি কাশীর দুই জন প্রসিদ্ধ গুণ্ডা। প্রথম বর্ণিত ব্যক্তির নাম মহাদেও মিশ্র—সে এই বাড়ীর অধিকারী। দ্বিতীয় ব্যক্তির নাম কাহ্নাইয়ালাল,—সে মহাদেও মিশ্রের একজন প্রিয় সাকিরদ।

ভৃত্য আসিয়া তামাক দিল। তাহার পর নিজ মেরজাইয়ের পকেট হইতে একখানি পত্র বাহির করিয়া বলিল, "চিঠি আসিয়াছে।"

কাহ্নাইয়ালাল চিঠি লইয়া ঠিকানা পড়িল—"লালা মুরলীধর লাল, মহাদেও মিশ্রের বাটী, কেদারঘাট, বেনারস সিটি।" পড়িয়া কাহ্নাইয়ালাল বলিল, "লালা মুরলীধর! তোমার ভাড়াটিয়া লালা মুরলীধর ত দুই তিন বৎসর হইল এ বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছে!"

মহাদেও ধূমপান করিতে করিতে বলিল, "লালা মুরলীধর ত নক্‌লৌ বদলি হইয়া গিয়াছে। চিঠি খোল, দেখ কি সমাচার।"

কাহ্নাইয়ালাল বলিল, "মুরলীধরকে ঠিকানা কাটিয়া পাঠাইবে না?"

মহাদেও বলিল,—"আরে, —কি সমাচার, সে ত আগে দেখিতে হইবে! খোল,—পড়্।"

কাহ্নাইয়ালাল গুরুজীর আদেশমত পত্র খুলিয়া পাঠ করিল।

হাশয়,

সংবাদপত্রে আপনার কন্যাবিবাহের বিজ্ঞাপন াঠ করিয়াছি। আমি একজন সদ্বংশীয় কায়স্থ বক। আমার বয়স বাইশ বৎসর মাত্র। আমি লাহাবাদ কলেজে বি-এ শ্রেণী অবধি অধ্যয়ন করিয়াছিলাম; কিন্তু পরীক্ষার পূর্ব্বে পীড়াক্রান্ত হওয়ায় পাস হইতে পারি নাই। আমি জাতিভেদ মানি না। বিলাত যাইবার জন্য আমার বাল্যকাল হইতেই বাসনা। যদি মহাশয় আমাকে আপনার কন্যার যোগ্যপাত্র বিবেচনা করেন, তবে আমি বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি। আমি বাল্যবিবাহের বিরোধী; এ কারণে অদ্যাপি বিবাহ করি নাই। আমি সচ্চরিত্র ও সত্যবাদী। আজ্ঞা পাইলে আমি মহাশয়ের সহিত গিয়া সাক্ষাৎ করি। যদি কুমারীর একখানি ফোটোগ্রাফ থাকে ত পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইতি।

লালা রাম অওতার লাল,
মহল্লা গোরাবাজার, সহর গাজিপুর।

পত্র শুনিয়া মহাদেও মিশ্র হাসিতে লাগিল। বলিল, "এ ত বড় তামাসা! সে মেয়ের ত কবে বিবাহ হইয়া গিয়াছে।"

"বলিতেছে যে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিলাম। সে কি?"

মহাদেও বলিল, "জান না? লালা মুরলীধর অখবারে নুটিস্ ছাপাইয়া দিয়াছিল কি না। উহারা বরম্‌সমাজী লোক,—উহাদের সঙ্গে ত ভাল কায়েথ কিরিয়া করম্ করিবে না। তাই নুটিস্ ছাপাইয়া—"

"আমি ত শুনিয়াছি যে কায়েথের সঙ্গেই বিবাহ হইয়াছে।"

"হাঁ হাঁ—কায়েথ বটে, কিন্তু বিলাতে গিয়া বালিষ্টর হইয়া আসিয়াছিল।—কায়েথ বটে, বড় ঘরানাও বটে। নুটিস্ পড়িয়া সে সময় আরও অনেক লোক আসিয়াছিল, কিন্তু লালা মুরলীধর বলিল, আমি যখন বালিষ্টরি পাস করা জামাই পাইতেছি, তখন আর কাহাকেও দিব না। এই বাড়ীতেই ত বিবাহ হইল। সে আজ তিন বৎসরের কথা।"

কান্হাইয়ালাল ঘাড়টি নাড়িয়া বলিল, "ঠিক ঠিক।" কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিল, "ঐ যে লিখিয়াছে ফোটুগিরাপ পাঠাইতে, সে কি?"

মিশ্র বলিল, "জান না? ঐ যে তসবীর হয়; একটা বাক্স থাকে, তাতে একটি সীসা লাগানো থাকে; মানুষকে সমুখে দাঁড় করাইয়া দেয় আর ভিতরের অন্ধকার উঠে; তাহাকেই ফোটুগিরাপ বলে।"

কান্হাইয়ালাল শুনিয়া বলিল, "ও: হো, ঠিক ঠিক। এইবার মালুম হইয়াছে। তবে একটা ভাল শীকার জুটিয়াছে। উহাকে চিঠি লিখিয়া আনান হউক।"

মহাদেও মিশ্র বলিল, "তাহার ক... আর কি মিলিবে? দুই চার দশ টাকা মিলিবে কি ... সন্দেহ।"

কান্হাইয়ালাল বলিল, "না। সে য... সাদি করিবে বলিয়া আসিবে, তখন নিশ্চয়ই সোনা ঘড়ি চেন আংটি লাগাইয়া আসিবে। নিজের না থাকিলে অন্যের চাহিয়া লইয়া আসিবে। তাহাকে আসিতে লিখি। কেবল ফোটুগিরাপটার কি করি?"

মহাদেও বলিল, "সে জন্য ভাবনা কি? ফোটুগিরাপ বাজারে অনেক মিলিবে। চৌকে যে মহম্মদ খানের দোকান আছে কি না, সেখানে পার্শী থিয়েটার দলের অনেক খাপসুরৎ খাপসুরৎ আউরতের তসবীর আছে। সেই একখানা কিনিয়া পাঠাইলেই হইবে।"

পরামর্শ তখনই স্থির হইয়া গেল। ইহাও স্থির হইল যে, এ বাড়ীতে আনা হইবে না, তাহা হইলে পরে পুলিসে সন্ধান পাইতে পারে। অন্য একটা বাড়ী সাজাইয়া, সেইখানে লইয়া গিয়া, কার্য্য সমাধা করিতে হইবে। এক পেয়ালা ভাঙ, তাহার সঙ্গে একটু ধুতুরার রস—আর কিছুই করিতে হইবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অপরাহ্নকাল। গোরাবাজারের সেই বৈঠকখানাটিতে অর্দ্ধশয়ান অবস্থায় রাম অওতার ধূমপান করিতেছে, এবং মাঝে মাঝে রাজপথের পানে সতৃষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে। ডাকওয়ালার আসিবার আর বিলম্ব নাই। আজ দুই দিন হইতে রাম অওতার এই প্রকার সপ্রতীক্ষ, কারণ, এখনও পত্রের উত্তর আসে নাই।

ডাকওয়ালা আসিয়া একখানি পত্র এবং একটি প্যাকেট দিয়া গেল। হস্তাক্ষর অপরিচিত। বেনারস সিটির মোহর রহিয়াছে।

হর্ষোৎফুল্ল হইয়া রাম অওতার তক্তপোষের উপর

উঠিয়া বসিল। প্রথমেই প্যাকেটটি উন্মুক্ত করিল। ফটোগ্রাফ—সুন্দরী যুবতীর মনোজ্ঞ সুন্দর ছবি। সতৃষ্ণ নয়নে রাম অওতার ছবিখানির প্রতি চাহিয়া রহিল। পার্সী মহিলাদের ধরণে শাড়ীখানি পরিহিত। "বরম্‌সমাজী"দের স্ত্রী-কন্যারা এইরূপ ধরণেই শাড়ী পরিধান করে বটে—তাহা সে রেলে যাতায়াতের সময় অনেকবার দেখিয়াছে। মুখচক্ষুর গঠন কি সুন্দর! রাম অওতার মনে মনে বলিতে লাগিল—"বাহবা কি বাহবা! বাহ্‌ রে বাহ্‌!"

ছবিখানি রাখিয়া সে পত্রখানি খুলিল।—তাহাতে এইরূপ লেখা ছিল:—

মহাশয়,

আপনার পত্রিকা প্রাপ্ত হইয়াছি। আগামী শনিবার সন্ধ্যার গাড়ীতে যদি আপনি আসেন, তবে উত্তম হয়। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হইলে তবে অন্যান্য কথাবার্ত্তা হইবে। আমি সম্প্রতি বাড়ী বদল করিয়াছি, সুতরাং কেদারঘাটের বাড়ীতে আসিবেন না। আমি ষ্টেশনে লোক পাঠাইয়া দিব, আপনাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিবে। ঐ দিন সন্ধ্যাকালে আমার আলয়ে আপনি ভোজন করিলে অত্যন্ত সুখী হইব। ফোটোগ্রাফ পাঠাইলাম।

লালা মুরলীধর লাল।

পত্র রাখিয়া আবার ফোটোগ্রাফখানি লইয়া রাম অওতার দেখিতে লাগিল। একটি বাহু পার্শ্বদেশে লম্বিত, অপরটি অর্দ্ধোত্থিতভাবে শাড়ীখানির এক অংশ ধরিয়া আছে। চক্ষুযুগল যেন হাস্যপূর্ণ। ভাবিতে লাগিল, ইহার সহিত আলাপ হইলে কি মজাদারই হইবে।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া রাম অওতার ভাবিল,—লিখিয়াছে শনিবার সন্ধ্যার গাড়ীতে যাইতে। সে আজ দুই দিন বিলম্ব। শনিবার না লিখিয়া শুক্রবার লিখিল না কেন? যাহা হউক, এই দুই দিনে ভাল করিয়া প্রস্তুত হইতে হইবে।

শনিবার দিন আহারাদি শেষ করিয়া রাম অওতার বাড়ীতে বলিল—"একবার কাশীজী দর্শন করিয়া আসি।" বলিয়া নিজ বেশবিন্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইল। এইরূপভাবে বেশ করিয়া যাইতে হইবে যে, প্রথম দর্শনেই কুমারীর মনে প্রণয়াঙ্কুর হয়। ভাল রেশমী চাপকান বাহির করিয়া রাম অওতার সযত্নে পরিধান করিল। জরির কাযকরা সুন্দর মখমলের টুপী লইয়া মাথায় দিল। দিল্লী হইতে আনীত সুকোমল রঙীন জুতায় স্বীয় পদদ্বয়ের শোভাবৃদ্ধি করিল। উৎকৃষ্ট হেনার আতর লইয়া রুমালে মাখাইল, নিজের গুম্ফে ও ভ্রূযুগলেও কিঞ্চিৎ লাগাইয়া দিল। কয়দিন কাশীতে থাকিতে হইবে, তাহার স্থিরতা নাই—খরচপত্র একটু ভাল করিয়াই করিতে হইবে,—তাই দুই শত টাকাও নিজের সঙ্গে লইল। সোনার ঘড়ি, সোনার চেন এবং হীরকের অঙ্গুরীয় পরিধান করিয়া, ষ্টেশন অভিমুখে রওনা হইল।

রেলগাড়ীতে তাহার মনে হইতে লাগিল, যুবতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে তাহার সঙ্গে কি প্রকার সম্ভাষণ করিতে হইবে। ইংরাজি ধরণে এক প্রকার কোর্টশিপ হয়, তাহা সে অবগত ছিল মাত্র, কিন্তু তাহার প্রণালীর বিষয় কিছুই জানিত না। ইংরাজি উপন্যাসাদি সে কখনও পাঠ করে নাই। তবে "লাল-হীরাকী কথা," "লয়লা-মজনু" "গুল-ইবকাওলি" প্রভৃতি তাহার পড়া ছিল। ভাবিল, তত্তৎ গ্রন্থে বর্ণিত প্রথা অবলম্বন করিলে বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। কেবল প্রথম প্রথম একটু আত্মসংযম দেখানই ভাল। প্রথমে আদরের "তু" না বলিয়া সম্মানের "আপ" বলাই সমীচীন হইবে,—কারণ, এ সকল মহিলা শিক্ষিতা এবং সভ্যতাপ্রাপ্তা কি না। কথাটা হইতেছে,—এরূপ কোন সম্ভাষণ না করা হয়, যাহাতে সে বিরক্ত হয়। দুই চারি দিন যাতায়াতের পর, একদিন নির্জ্জনে "পিয়ারী" বলিয়া সম্ভাষণ করিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না।

রাম অওতার মনে মনে এইরূপ পর্য্যালোচনা ও ভবিষ্য-সুখ কল্পনা করিতেছে, ক্রমে গাড়ী আসিয়া রাজঘাট ষ্টেশনে পৌছিল।

রাম অওতার নামিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে, এমন সময় একটি যুবক তাহার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। যুবকটির উত্তরীয়ও পাগড়ী কাশ্মিরী আবিরের রঙে রঞ্জিত।

যুবকটি আসিয়া বলিল, "আপনার নাম কি লালা রাম অওতার লাল?"

"হাঁ। আপনার নাম কি?"

"কিষুণ প্রসাদ। আমি লালা মুরলীধর লালের ভ্রাতুষ্পুত্র। আমি আপনাকে লইতে আসিয়াছি।"—

বলিয়া সমাদর করিয়া সে রাম অওতারকে বাহিরে লইয়া গেল।

সেখানে একখানা গাড়ী দাঁড়াইয়া ছিল। গাড়ীতে উঠিয়া কিষুণ প্রসাদ বলিল, "দুয়ার জানালাগুলা বন্ধ করিয়া দিব কি? আজ বৈশাখী পূর্ণিমা বলিয়া কাশীতে ছোট দোল। দেখুন না, আমার এই পোষাকে আসিবার সময় দুষ্ট লোকে পিচকারী দিয়া দিয়াছে।"

রাম অওতার ব্যস্ত হইয়া বলিল, "বন্ধ করিয়া দিন—বন্ধ করিয়া দিন।" তাহার ভয় হইল, পাছে তাহার রেশমী পোষাক কেহ পিচকারী দিয়া নষ্ট করিয়া দেয়।

দুই জনে কথোপকথন করিতে লাগিল। ক্রমে গাড়ী গন্তব্যস্থানে গিয়া পৌঁছিল। অবতরণ করিয়া রাম অওতার দেখিল, একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত অট্টালিকা। ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত না করিয়াই কিষুণ প্রসাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ভিতরে প্রবেশ করিল।

প্রথমটা অত্যন্ত অন্ধকার। তাহার পর একটা সিঁড়ি দেখা গেল, সেখানে বাতি জলিতেছে। সিঁড়ি বহিয়া উপরে উঠিয়া, রাম অওতার একটি বৃহৎ কক্ষে নীত হইল। সে প্রথমে ভাবিয়াছিল, ইহারা যখন নব্যতন্ত্রের লোক, তখন গৃহসজ্জাদি সাহেবী ধরণের হইবে। দেখিল, তাহা নহে। কক্ষটির মধ্যস্থলে ফরাস বিছানা পাতা রহিয়াছে। তাহার উপর কয়েকটি তাকিয়া রক্ষিত। মধ্যস্থানে বসিয়া একটি স্থূলকায় বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ পুরুষ আলবোলায় ধূমপানে প্রবৃত্ত।

কিষুণ প্রসাদ ওরফে কান্হাইয়ালাল পৌঁছিয়া বলিল, "চাচাজী—এই লালা রাম অওতার লাল আসিয়াছেন।"—"চাচাজী" আর কেহই নয়—স্বয়ং মহাদেও মিশ্র। মহাদেও অভ্যর্থনা করিয়া রাম অওতারকে বসাইল। নানাপ্রকার কথোপকথনে কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত করিয়া, কান্হাইয়ালালকে ডাকিয়া বলিল, "কিষুণ,—তবে আমি বাড়ীর ভিতর যাইয়া উঁহাদের প্রস্তুত হইতে বলি। তুমি ততক্ষণ ইঁহাকে কিঞ্চিৎ জলযোগ করাও।"

ইহা বলিয়া মহাদেও মিশ্র বাহির হইয়া গেল। কান্হাইয়ালাল সেখানে বসিয়া রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরে একটা ভৃত্য রূপার বাসনে কিছু মিষ্টান্ন এবং কিছু সুগন্ধি সিদ্ধি আনিয়া হাজির করিল।

কিষুণ প্রসাদ বলিল, "আপনি পরিশ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন,—তাই এক পেয়ালা সিদ্ধির বন্দোবস্ত করিয়াছি। আমরা কাশীবাসীরা সিদ্ধির বড় ভক্ত। ক্লান্তি দূর করিতে সিদ্ধির মত পানীয় আর নাই।"

রাম অওতার অনুরোধক্রমে মিষ্টান্ন এবং সিদ্ধিটুকু শেষ করিয়া ফেলিল। পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিল, রাত্রি ৮টা বাজে। ঘড়ি দেখিতে দেখিতে তাহার চোখ দুইটি যেন ঘুমে জড়াইয়া আসিতে লাগিল।

কান্হাইয়ালাল বলিল, "আপনি গীতবাদ্য জানেন কি? আমাদের বাটীর মহিলারা অত্যন্ত গীতবাদ্যপ্রিয়।"

রাম অওতার বলিল, "গীত? গীত?—জানি বৈ কি? শুনিবে একটা?"

তখন নেশায় তাহার মস্তিষ্ক চম্ চম্ করিয়া উঠিয়াছে। মনে হইতে লাগিল, যেন চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্যক আলোকমালা জ্বলিয়া উঠিয়াছে; বহু লোক যেন তাহাকে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া সারেং, বেহালা, বীণ হাতে করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে; ক্রমে তাহারা যেন সকলে তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিল।

রাম অওতার উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল,—"গীত? শুনিবে একটা?" বলিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া আরম্ভ করিল—

বতা দে সখি, কৌন গলি গয়ে মেরে শ্যাম।
গোকুল ঢুঁড়ি
বিন্দ্রাবন ঢুঁ—

আর কথা মুখ দিয়া বাহির হইল না। ঢুঁ—ঢুঁ—ঢুঁ—কয়েকবার বলিয়া সেই ফরাস বিছানার উপর সে পড়িয়া গেল। তাহার মুখ দিয়া লালা নিঃসৃত হইতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে মহাদেও মিশ্র আসিয়া প্রবেশ করিল। বলিল, "কি রে কান্হাইয়া, ঔষধ ধরিয়াছে?"

কান্হাইয়ালাল হাসিয়া বলিল, "ধরিয়াছে বৈ কি! যায় কোথা?"

মহাদেও বলিল, "দেখ ত কি আছে।" কান্হাইয়ালাল তখন অচেতন রাম অওতারের দেহ হইতে তাহার ঘড়ি, চেন, হীরার আংটী, নগদ দুই শত টাকা, রৌপ্যনির্ম্মিত পানের ডিবা প্রভৃতি বাহির করিয়া লইল। মহাদেও টাকাগুলা গণিতে গণিতে বলিল, "পোষাক খোল্,—দামী পোষাক।"

গুরুজীর আদেশমত কান্হাইয়ালাল সেই চুনী

জুতা, রেশমী পোষাক সমস্ত খুলিয়া লইয়া তাহাকে একখানা ছিন্নবস্ত্র পরাইতে লাগিল।

মহাদেও বলিল, "না—না। উহাকে সন্ন্যাসী বানাইয়া ছাড়িয়া দে। কা'ল সকালে যখন নেশা ছুটিয়া জাগিয়া উঠিবে, তখন থাকিবে কি? একটা গেরুয়া কৌপীন পরাইয়া দে। সমস্ত গায়ে ভস্ম মাখাইয়া দে। একটা চিম্‌টা দে। একটা ঝুলিও সঙ্গে দিয়া দে। কাশীতে সন্ন্যাসিবেশী লোক কখনও ক্ষুধায় মরে না।"

কানাইয়ালাল সমস্তই ঐরূপ করিল। মহাদেও পকেট হইতে গোটাকতক পয়সা বাহির করিয়া বলিল, —"দে,—এই পয়সা কটাও ঝুলিতে দিয়া দে। এখন ঘণ্টা দুই এইখানেই পড়িয়া থাকুক। তাহার পরে অন্ধকার গলি দিয়া ফিরিয়া লইয়া গিয়া, মান-মন্দিরের দেউড়িতে শোয়াইয়া দিয়া আসিস্। সমস্ত রাত্রি ঠাণ্ডায় ঘুমাইবে ভাল। নেশাও রাত্রি পোহাইতে পোহাইতে ছুটিয়া যাইবে।"

* * *

কয়েক দিবস পরে গাজীপুরের সকলেই শুনিল, রাম অওতার লাল ধনসম্পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংসার-বিরাগী হইয়া কাশীতে গিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছিল; সৌভাগ্যবশতঃ তাহার মাতুল কাশীর রাস্তায় তদবস্থায় তাহাকে দেখিতে পাইয়া, অনেক কষ্টে গৃহাশ্রমে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। ধার্ম্মিক ব্যক্তি বলিয়া এখন হইতে রাম অওতারের একটা খ্যাতি জন্মিয়া গেল।

আধুনিক সন্ন্যাসী

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাঁকীপুরে কলেজে পড়িতাম, হিন্দুয়ানীর দিকে ঝোঁকটা অত্যন্ত প্রবল ছিল। মস্তকে প্রকাণ্ড একটি শিখা ছিল। প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতাম। মাছটা খাইতাম, কিন্তু মাংস খাইতাম না। আমাদের মেসের বাসায় সপ্তাহে একদিন করিয়া মাংস হইত। সে দিন ম্যানেজার আমার জন্য পায়সের বন্দোবস্ত করিতেন।

বাঁকীপুরে একটি "মহাদেব-স্থান" আছে,—সেখানে প্রায়ই গিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতাম,—যদি কোনও সাধু মহাত্মার দর্শন পাই। "সাধু"র দর্শন মোটেই দুর্লভ ছিল না, কিন্তু সাধু মহাত্মার দর্শন কখনও ঘটে নাই। অধিকাংশ সাধুই প্রায় নিরক্ষর,—শাস্ত্রজ্ঞান আদৌ নাই বলিলেই হয়,—কেবল কতিপয় বাঁধা বুলি মুখস্থ আছে; আর গঞ্জিকা ভস্ম করিতে নিতান্তই সুনিপুণ। তবু তাহাদের কাছে গিয়া বসিয়া থাকিতাম, ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করিতাম। তুলসীদাস বলিয়াছেন—

সব সে বসিহো, সব সে রসিহো
সব সে মিলিহো ধায়।
ক্যা জানে ক্যা ভেখ্ মে
নারায়ণ মিল যায়।

আমি তখন বি-এ ক্লাসে পড়ি, পরীক্ষার আর পাঁচ দিন মাত্র বিলম্ব আছে। একজন আসিয়া সংবাদ দিল, গঙ্গাতীরে একজন যথার্থ সাধু আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শুনিয়া আমি তৎক্ষণাৎ পুস্তকাদি বন্ধ করিয়া বাহির হইলাম। একাকী গঙ্গাতীরাভিমুখে প্রস্থান করিলাম।

তখন বেলা তিনট। গঙ্গাতীরে, স্নানের ঘাটগুলি হইতে দূরে, একখানি খড়ে বাঁধা ক্ষুদ্র কুটীর আছে। সেইখানে সাধুবাবা আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। আমি নগ্নপদে সেখানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, তিন চারি জন হিন্দুস্থানী ব্যক্তি সাধুবাবার কাছে বসিয়া আছে। সাধুবাবা হিন্দিতে তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতেছেন।

আমি একটি শালপাতার ঠোঙ্গায় করিয়া কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন লইয়া গিয়াছিলাম। সেই মিষ্টান্ন এবং একটি সিকি সাধুবাবার পদপ্রান্তে রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। দেখিলাম, অন্যান্য ভক্তগণেরও উপহার সেখানে রক্ষিত রহিয়াছে।

সাধুবাবা হিন্দুস্থানী কয়েকটির সঙ্গে তুলসীদাসের রামায়ণ সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন, "দেখ, আমি বাঙ্গালী,—আমাদের বাঙ্গালা রামায়ণ আছে; কিন্তু তুলসীদাস তাঁহার গ্রন্থে ভক্তি-রসের যেরূপ ফোয়ারা তুলিয়াছেন,—সেরূপ আমাদের রামায়ণে নাই।"—বলিয়া তিনি তুলসীদাস হইতে নানাস্থান আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিলেন।

এ ব্যাপারে আমার মনে একটু যেন খট্‌কা লাগিল। কথাটা যেন একটু খোসামোদের মত শুনাইতেছে না? —খরিদ্দার খুসী করার মত? কাষ হাসিল করার মত? আমাদের গ্রামে একটি বিধবা ছিলেন,—পত্র লেখাইবার প্রয়োজন, তাই আমার কাছে আসিয়া বলিতেন,—"আহা, রাজুর হাতের লেখাগুলি যেন মুক্তার মত। —একখানি চিঠি লিখে দেবে বাপধন?"

হিন্দুস্থানীরা প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। তখন সাধুবাবা প্রণামীর পয়সাগুলি জড় করিয়া গণিয়া দেখিলেন। সিকি, দুয়ানী ও পয়সা অনেকগুলি হইয়াছিল। গণিয়া বাবাজীর মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। আমি তখন মনে ভাবিতেছি, "ইনিও একটি ভণ্ড সাধু। আমার সময় ও অর্থব্যয় বৃথা হইয়াছে।"—কিন্তু পরক্ষণেই সাধুবাবা যে কথা বলিলেন, তাহাতে আমার পূর্ব্বভাব তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইল, এবং মন ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

সাধুবাবা বলিলেন, "আজ প্রণামীতে প্রায় এক টাকা পাইয়াছি। এই টাকাটি দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারে যাইবে। ইহাতে ষোলজন লোকের এক বেলার আহার সম্পন্ন হইবে।"

আমি অনেক সাধুর সঙ্গে বেড়াইয়াছি,—কোনও

সাধুর মুখে ত কখন দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডার বা ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তির প্রতি মমতার কথা শুনি নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি প্রণামীতে যাহা পান, সমস্তই কি ঐ প্রকারে সদ্ব্যবহার করেন?"

"সমস্ত। একটি কপর্দ্দকও আমি রাখি না।"

"তবে আপনার চলে কি করিয়া?"

তিনি আমার প্রদত্ত ও অন্যান্য কয়েকটি মিষ্টান্নের ঠোঙ্গা দেখাইয়া বলিলেন, "এই দেখ। আমার কি ক্ষুধায় মরিবার উপায় আছে?"

আমি বলিলাম, "আপনি সন্ন্যাসী মানুষ,—নানা স্থানে পাহাড়ে জঙ্গলে ঘুরিয়া বেড়ান,—এমন ত অনেক দিন হইতে পারে যে, ভক্তের উপহার আসিয়া পৌঁছিল না। সে দিন কি করেন?"

সাধুবাবা বলিলেন, "একটু ভুল করিয়াছ। ইহা ভক্তের উপহার নহে,—ভগবানেরই উপহার। আমার কায আমি করিয়া যাই, তাঁহার কায তিনি করেন।"

মনে হইল, লোকটি ভক্তির উপযুক্ত বটে। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি?"

"রাজীবলোচন ঘোষাল।"

আমার অন্যান্য পরিচয়ও তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সমস্তই বলিলাম। সব শুনিয়া তিনি বলিলেন, "তোমার পরীক্ষার আর পাঁচ দিন মাত্র বিলম্ব আছে—আর তুমি পাঠে অবহেলা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছ?"

আমি বলিলাম, "অর্থকরী বিদ্যায় আমার চিত্ত নাই। সাধু মহাত্মাগণের সঙ্গই আমার পক্ষে আনন্দপ্রদ।"

সাধুবাবা কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "দেখ, পথ অনেক আছে। যে পথ যে অবলম্বন করিয়াছে, তাহার পক্ষে সেই পথ ধরিয়া চলাই কর্ত্তব্য। এক পথে দাঁড়াইয়া, অপর পথের পানে প্রলুব্ধ দৃষ্টিপাত করিলে, অপর পথেও তুমি পৌঁছিলে না, অথচ যে পথে আছ, সে পথেও অগ্রসর হইতে পারিলে না। যে পথেই থাক, আশে পাশে তাকাইবে না, সম্মুখে সিধা তাকাইবে। এই জন্যই ত ঘোড়ার চোখে দুইটা ঠুলি বাঁধিয়া দেয়; ঘোড়া কেবল সম্মুখের পথই দেখিতে পায়, সম্মুখেই ছুটিয়া চলে।"

এখন হইলে এ যুক্তির মধ্যে ছিদ্র ধরিতে পারিতাম, কিন্তু তখন ইহা শুনিয়া মোহিত হইয়া গেলাম। মনে হইল, হাঁ—এইবার একটি প্রকৃত সাধুর দর্শন পাইয়াছি বটে। তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতে আমার একান্ত আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া বলিলেন, "আগে আরব্ধ কার্য্য সমাপ্ত কর। পরীক্ষা হইয়া যাউক, তাহার পর আমার কাছে আসিও।"

আমি বলিলাম, "আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। কিন্তু ইতিমধ্যে অন্ততঃ আর একবারমাত্র আপনার শ্রীচরণদর্শন করিতে আজ্ঞা করুন।"

"তোমার পরীক্ষা কবে?"

"এই সোমবার দিন।"

"আচ্ছা, সোমবার প্রভাতে একবার আমার কাছে আসিও। আমার 'শ্রীচরণদর্শন' করিবার জন্য নহে,—তোমার পরীক্ষা সম্বন্ধে তোমায় কোনও আবশ্যক কথা বলিব।"

কিয়ৎক্ষণ কথোপকথনের পরে, আমি উঠিবার সঙ্কল্প করিতেছি, সাধুবাবা বলিলেন, "সাধুসেবা করিবার তোমার বড়ই আকাঙ্ক্ষা,—একটা কায কর দেখি।"

আমি যেন নিজেকে ধন্য মানিয়া বলিলাম, "আজ্ঞা করুন।"

বাবা বলিলেন, "ঐখানে কমণ্ডলুটা আছে, গঙ্গা হইতে জল ভরিয়া লইয়া আইস।"

আমি জল আনিয়া রাখিলাম। সাধুবাবা অন্যদিকে চাহিয়া, অন্যমনে বলিলেন—"Thanks."

সাধু-সন্ন্যাসীর মুখে "Thanks"ও এই প্রথম শুনিলাম। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বিস্ময় ও আনন্দপূর্ণ হৃদয়ে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাসায় আসিয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলাম। এ পাঁচ দিন অনবরত অধ্যয়ন করিয়া, পরীক্ষার দিন প্রভাতে উঠিয়া সাধুদর্শন করিতে চলিলাম।

আমার পরীক্ষা সম্বন্ধে কি আবশ্যক কথা সাধুবাবা বলিবেন, এ বিষয়ে আমার মনে একটা কৌতূহল হইয়াছিল। বাসার সকলের কাছে সাধুবাবার গল্প করিয়াছিলাম। কেহ কেহ বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছিল, —"বোধ হয়, কোনও প্রশ্ন-ট্রশ্ন ব'লে দেবেন। ওঁদের ভূত ভবিষ্যৎ সবই জানা আছে কি না।"—আর একটা কথা বলিতে ভুলিয়াছি। গুজব শুনা গিয়াছে, ঐ সাধুবাবা ইংরাজিতে একজন ব্যুৎপন্ন লোক,—তিনি নাকি এম-এ পাস। সুধাংশুবাবু নামক আমার

একজন সহপাঠী--তিনি এম-এ পাস শুনিয়া ঠাট্টা করিয়া বলিলেন—"এম-এ পাস না হাতী পাস।"—তাহার পর হইতে রাগে সুধাংশুবাবুর সহিত আমি ভাল করিয়া কথা কহিতাম না।

গঙ্গাতীরে গিয়া প্রথমে স্নান করিলাম। স্নানান্তে, সিক্ত বস্ত্রখানি হস্তে লইয়া, সাধুবাবার কুটীরের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

তখন সেই মাত্র সূর্য্যোদয় হইয়াছে। গিয়া দেখিলাম, কুটীরের সম্মুখে অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে, তাহার সম্মুখে বসিয়া সাধুবাবা ধ্যানস্থ।

কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকার পর সাধুবাবা নয়ন উন্মীলন করিলেন। আমি প্রণাম করিলাম।

তিনি বলিলেন, "আজ তোমার পরীক্ষা?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তোমায় আজ কিছু বলিব বলিয়াছিলাম। তাহা অতি সামান্য কথা, অথচ প্রয়োজনীয় কথাও বটে। দেখ, আর্য্যধর্ম্মে পুরাকাল হইতে ফুল দিয়া দেবতার পূজা করিবার কেন ব্যবস্থা আছে, বলিতে পার?"

আমি বলিলাম, "ফুল সুগন্ধপূর্ণ জিনিষ, দেবতার প্রীতির জন্য ফুল দিয়া পূজা করা হয়।"

সাধুবাবা বলিলেন, "ভুল। দেবতা নির্ব্বিকার। ফুলের গন্ধে তাঁহার প্রীতি হইবে কি করিয়া? না, ফুল দেবতার প্রীতির জন্য নহে,—পূজকের প্রীতির জন্যই। ফুলের গন্ধে পূজকের মনে আনন্দের ভাব হইবে বলিয়া। আনন্দপূর্ণ মনে কোনও কার্য্য করিলে তাহা যেমন সফল হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না। তুমি বাসায় ফিরিবার সময় এক শিশি সুগন্ধি দ্রব্য কিনিয়া লইয়া যাইও। যদি দেশী পাও ত বিলাতী কিনিও না, কারণ, দেশীয় শিল্পের উৎসাহ-বর্দ্ধন করা আমাদের সকলের কর্ত্তব্য। সেই সুগন্ধি রুমালে, চাদরে একটু মাখিয়া পরীক্ষালয়ে যাইবে। মন ভাল থাকিলে ভাল লিখিতে পারিবে।"

আরও দুই চারি কথার পর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাদের শেক্সপিয়রের কি কি নাটক পাঠ্য আছে?"

আমি বলিলাম, "Hamlet, Julius Cæsar ও Tempest."

সাধুবাবা বলিলেন "আহা, Hamlet! উহার তুল্য পুস্তক আর কোনও ভাষায় পাঠ করি নাই।" বলিয়া—"To be, or, not to be, that is the Question," হইতে আরম্ভ করিয়া সুস্বরে আবৃত্তি করিলেন।

সাধুবাবা যে এম-এ পাস, এ সম্বন্ধে তখন আর আমার অণুমাত্রও সন্দেহ রহিল না।

বাসায় ফিরিলে অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হে, বাবাজী কি বল্লেন?"

আমি সকল কথাই বলিলাম। শুনিয়া দুই এক-জন বলিল, "দেখ, লোকটা এম-এ পাস হোক না হোক্,—'বুজরুক' নয়।" কেহ কেহ বলিল, "লোকটার উপর ভক্তি হচ্ছে। পরীক্ষাটা হয়ে যাক্, একদিন দেখতে যেতে হবে।"

আমি মনে মনে অত্যন্ত গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিলাম। ভাবিয়া রাখিলাম, পরীক্ষাটা হইয়া যাউক—ইহাদিগকে একবার লইয়া দেখাইয়া আনিব,—সাধুবাবা কিরূপ অসাধারণ ব্যক্তি। ইংরাজি সাহিত্য সম্বন্ধে কথা তুলিয়া, সকলকে, বিশেষতঃ সুধাংশুকে দেখাইব, সাধুবাবা কিরূপ সুপণ্ডিত ব্যক্তি।

পরীক্ষা হইয়া গেল। সেই দিন সন্ধ্যাবেলাই বাসার কয়েকজনকে লইয়া সাধুদর্শনে চলিলাম। গর্ব্বে আমার বক্ষ স্ফীত হইতে লাগিল। এই সাধুবাবা যেন বিশেষ করিয়া আমারই সম্পত্তি—দেখুক সকলে, দেখিয়া বিস্ময়ে আপ্লুত হউক। যাহারা গৈরিক বসনে, জটা ধারণ করিয়া, ভস্ম মাখিয়া বেড়ায়, তাহারা যে সকলেই "হাম্বাগ" নহে, তাহা দেখুক উহারা।

মাঠের ভিতর দিয়া গঙ্গাতীরে যাইতে হয়। বিজয়ী বীরের ন্যায় সগর্ব্বে পদক্ষেপ করিয়া অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিলাম।

কুটীরে পৌছিয়া দেখিলাম, কুটীর শূন্য, কিন্তু তাহার চারি পাশে অনেক লোকের সমাগম হইয়াছে। সাধুবাবা কোথায় জিজ্ঞাসা করায় কতিপয় লোক বলিল,—"সাধুবাবা! এই কতক্ষণ হইল সাধুবাবাকে পুলিসে ধরিয়া লইয়া গেল। তিনি কলিকাতার বেঙ্গল ব্যাঙ্কে জাল চেক ভাঙ্গাইয়া বিশ হাজার টাকা লইয়া সট্‌কাইয়াছিলেন। ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছিল। এই কতক্ষণ হইল, ডিটেক্‌টিভ পুলিস আসিয়া তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া গেল।"

আমি বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলাম। সুধাংশু আমার পানে চাহিয়া ফিক্ ফিক্ করিয়া হাসিতে লাগিল।

হাতে বন্দুক থাকিলে আমি তাহাকে গুলী করিয়া ফেলিতে পারিতাম।

এক দাগ ঔষধ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুকুমারী আজ দুই দিন তাহার স্বামীর পত্র না পাইয়া অতিশয় চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। সে এ বাটীর ছোট বউ। তাহার শ্বশুর বড়লোক; তাহাকে কোনও সাংসারিক কায করিতে হয় না—খালি অনেক উপন্যাস পড়িতে হয়; বড় যায়ের সঙ্গে, ননদ দুটির সঙ্গে গল্প করিতে হয়, তাস খেলিতে হয়। মধ্যে মধ্যে ঝগড়াঝাঁটিও করিতে হয়। সুতরাং স্বামীকে পত্র লেখা ও পত্র পাওয়া সুকুমারীর দৈনন্দিন জীবনের একটা প্রধান কায। আর একটা কায তাহার আছে, সেটা বড় প্রীতিকর নহে। তাহাকে অনেক ঔষধ খাইতে হয়। কারণ, মাঝে মাঝে কম্প দিয়া তাহার জ্বর আসে।

সুকুমারী যে স্বামীর পত্র না পাইয়া ভাবিতেছে, তাহা বাড়ীর বিড়ালটা পর্য্যন্ত অবগত ছিল। আজ বেলা দশটার সময় সুকুমারী কাপড় ছোপাইবে বলিয়া শিউলি ফুলের বোঁটা কাটিতে বসিয়াছিল, এমন সময় তাহার ছোট ননদ মন্না আসিয়া বলিল, "ওলো ভেবে মরছিলি, এই নে তোর বরের চিঠি এসেছে।" সুকুমারী আগ্রহের সহিত চিঠি লইয়া নিজের শয়নঘরে পলায়ন করিল। চিঠি খুলিয়া যাহা পড়িল, তাহাতে তাহার মাথা ঘুরিয়া গেল। চিঠি এইরূপ:—

"সুকুমারি,

আমি নিদারুণ মনস্তাপে দগ্ধ হইতেছি। আমি তোমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছি। আমি আর তোমার ভক্তিযোগ্য স্বামী নহি। আমার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল—কুসঙ্গের দোষে প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া অতি গর্হিত কার্য্য করিয়াছি। সব কথা পত্রে লিখিবার নহে, সাক্ষাতে বলিব। আজ সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী আসিব। অকপটে তোমার কাছে সব বলিব। তোমার ভালবাসা যদি আমায় ক্ষমা করিতে পারে, তবেই আমি আবার আমি হইব—নচেৎ সব ফুরাইয়াছে।

তোমার হতভাগ্য
অবিনাশ।"

পত্রখানি প্রথমবার পাঠ করিয়া সুকুমারী বুঝিল, একটা কোনও ভয়ানক জিনিষ ঘটিয়াছে; কিন্তু কি ঘটিয়াছে, তাহা ভাল উপলব্ধি করিতে পারিল না। বারংবার পড়িতে পড়িতে একটা অর্থ তাহার মনে হইতে লাগিল। তাহার শরীর শিথিল হইয়া আসিল, আর দাঁড়াইতে পারিল না। খাটের উপর বসিয়া পড়িল। বসিয়া, আর একবার পত্রখানি পাঠ করিল। করিয়া, সেখানিকে কুচি কুচি করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। মুষ্টি ভরিয়া ছিন্ন পত্র জানালা গলাইয়া বাহিরে বাগানে ফেলিয়া দিল।

পরমুহূর্ত্তে মনে হইল, যদি কেহ ছেঁড়াগুলি কুড়াইয়া লয়, যোড়া দিয়া পড়ে! তৎক্ষণাৎ সে বাগানে গিয়া ছেঁড়া কাগজগুলি একটি একটি করিয়া খুঁটিয়া তুলিয়া লইল। তাহার আঙুলের কচি ডগাগুলিতে শিশির ও কাদা লাগিয়া গেল। কিছু দূরে অন্য বাটীর সদর দরজায় বৈষ্ণব ভিখারী খঞ্জনী বাজাইয়া গান করিতেছিল, দাঁড়াইয়া আনমনে একটু তাহাই শুনিল। ছেঁড়া চিঠির টুকরাগুলি আঁচলের খুটে বাঁধিয়া শয়নঘরে ফিরিয়া আসিল।

ভারী শীত করিতে লাগিল। জ্বর আসিবার পূর্ব্বে যেমন হয়, ঠিক সেই রকম। বিছানায় উঠিয়া লেপ মুড়ি দিয়া, সুকুমারী শয়ন করিল। লেপের মধ্যে, প্রথম তাহার চোখের জলের বাঁধ ভাঙ্গিল। একা ঘরে, পরিজনের অলক্ষিতে, সুকুমারী অনেক কান্না কাঁদিল।

এই সময় তাহার বড় ননদ বিনোদিনী আসিয়া বলিল, "সুকি, শুলি যে, অসুখ করেছে না কি?" বলিয়া সে সুকুমারীর মুখ হইতে হঠাৎ লেপ খুলিয়া দিল। মুখ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "এ কি, কাঁদছিস! কি হয়েছে লা? দাদা ভাল আছে ত?"

সুকুমারী তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, "না, কাঁদিনি ত।"

"না, কাঁদিসনি বৈ কি! দাদা ভাল আছে ত?"

"হ্যাঁ, ভাল আছে।"

শুনিয়া বিনোদিনী আশ্বস্ত হইল। কিন্তু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, "তবে কাঁদছিস কেন ?"

গালে চোখের জলের দাগ, তথাপি সুকুমারী বলিল, "কৈ, কাঁদিনি ত ?"

"দাদা বকেছে ?"

"দূর।"

"বল্ না কি হয়েছে, বল্ না ভাই ?"

সুকুমারী বিরক্ত হইয়া বলিল, "কিছু হয় নি, হবে আবার কি ?"

"না, হয় নি! বল্‌বিনে, তাই বল। না বল্লি ত ভারি বয়ে গেল।—" বলিয়া বিনোদিনী রাগ করিয়া চলিয়া গেল।

সুকুমারী একা হইয়া আবার লেপে মুখ ঢাকিল। ভাবিতে লাগিল, সত্যই যদি তাহা হইয়া থাকে, তবে ত সবই শেষ হইয়াছে। সবই গিয়াছে! সে স্বামীকে আর কেমন করিয়া স্পর্শ করিবে, যত্ন করিবে, সেবা করিবে ?"

সে কি করিবে ? তাহার এ কি হইল ? এ সর্ব্বনাশ তাহার কে করিল ?

এই সময় তাহার শাশুড়ী আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। বলিলেন, "আবার জ্বর ক'রে বসেছ ? বেশ করেছ! কি কুপথ্যি করেছিলে ? আবার তেঁতুল-আচার খেয়েছিলে ?"

সুকুমারী লেপের মধ্য হইতে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, "তেঁতুল-আচার ত খাইনি মা।"

"খাওনি ত কি করেছিলে ? এত ক'রে বারণ করি, ভিজে মাথায় শুয়ো না। তা ত শুনবে না; ভাতটি খেয়েই চুপ ক'রে শুয়ে পড়। যা খুসি কর বাছা। গা কি খুব গরম হয়েছে ? ভারি শীত করছে ? এখনও আমার মালাজপ হয়নি, শেষ-বিছানা ছুঁতে পারব না, যাই মন্না কি বিনিকে পাঠিয়ে দিই গে।"—বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

সুকুমারী আবার ভাবিতে লাগিল। কে সে ? কোন্ রাক্ষসী তাহার সর্ব্বনাশ করিল—তাহার সুখের ঘরে আগুন লাগাইয়া দিল ? তাহাকে যদি পায় একবার, তবে নখে করিয়া তাহার চক্ষু ছিঁড়িয়া ফেলে।

ভাবিল, না জানি সে কেমন সুন্দরী। আমার স্বামী ভুলিল—অবশ্যই সে আমার অপেক্ষা সুন্দরী। আর কেহ নয়, আমার স্বামী! আমার স্বামীকে যে আমি দেবতার তুল্য জ্ঞান করিতাম। কত লোক বলিয়াছে কলিকাতা অতি প্রলোভনপূর্ণ স্থান—যুবকগণের পক্ষে অতি বিষম স্থান,—কিন্তু আমার স্বামীর উপর আমার যে অগাধ বিশ্বাস ছিল।

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সুকুমারীর জ্বর দ্বিগুণ প্রবলতা ধারণ করিল। জ্বরের ঘোরে সে অচেতন হইয়া পড়িল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সুকুমারী যখন চক্ষু খুলিল, তখন দেখিল, ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। ডাক্তার নিকটে বসিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিতেছেন। তাহার শ্বশুর কিছু দূরে চেয়ারে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। মান্না মেঝের উপর বসিয়া খোকাকে ঘুম পাড়াইতেছে।

ডাক্তার বলিলেন, "এই ঔষধটুকু খেয়ে ফেল দেখি মা!"—বলিয়া মুখের কাছে ঔষধ ধরিলেন। সুকুমারী পান করিল।

ডাক্তার বলিলেন "অনেকটা নরম পড়েছে এখন। কোনও ভাবনা নেই। যতক্ষণ একেবারে জ্বরটা না পড়ে, ঐ ফিবার মিক্‌শ্চারটা দু'ঘণ্টা অন্তর খাইয়ে দেবেন।" —বলিয়া তিনি বিদায় লইলেন।

ডাক্তার গেলে সুকুমারীর শাশুড়ী আসিলেন। কপালে হাত দিয়া বলিলেন, "অনেকটা কম বই কি! গায়ে একবারে হাত রাখা যাচ্ছিল না। এখন কেমন আছ মা ?"

সুকুমারী চুপি চুপি বলিল, "ভাল আছি।"

তিনি বলিলেন, "বিকেলের গাড়ীতে অবিনাশ এসেছে। মন্না, যা দিকিন, তোর দাদাকে ডেকে দে।" —তার পর স্বামীকে বলিলেন, "তোমার জলখাবার সাজিয়ে রেখেছে—যাও, দেরী কোরো না।"

ঘরে শুধু সুকুমারীর শাশুড়ী রহিলেন। আর সকলে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে অবিনাশ আসিল। তাহার মা তখন কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গেলেন।

অবিনাশ বিছানার উপর বসিয়া, সুকুমারীর কপালের উপর হাত রাখিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কেমন আছ সুকু ?"

সুকুমারী বলিল,—"ভাল আছি।"

"আজ সকালে আমার চিঠি পেয়েছ ?"

"পেয়েছি।—সত্যি?"

অবিনাশ বলিল,—"সত্যি বৈ কি।"

"আমার মনে পড়লো না?"

অবিনাশ চুপ করিয়া রহিল।

সুকুমারী বলিল,—"সে কি বড় সুন্দরী?"

অবিনাশ আশ্চর্য্য হইয়া বলিল,—"কে?"

"সে।"

"কে সে? কার কথা জিজ্ঞাসা করছ?"

অবিনাশ মুহূর্ত্তের মধ্যে বুঝিতে পারিল, সুকুমারী কি ভ্রমে পতিত হইয়াছে। ভাবিল—কি সর্ব্বনাশ! বলিল,—"না—না—সুকু। তুমি কি ভেবেছ? তা নয়।"

"কি তবে?"

"যা জীবনে কখন স্পর্শ করতে বারণ করেছিলে, তোমার ভারি ঘৃণা জানিয়েছিলে, তাই খেয়েছি। মদ খেয়েছি। বেশী নয়, উপরোধে প'ড়ে এক চুমুক মাত্র খেয়েছি।"

* * * *

দুই ঘণ্টা পরে সুকুমারীর আবার ঔষধ খাইবার কথা ছিল, কিন্তু প্রয়োজন হইল না। এক দাগ ঔষধেই তাহার জ্বর সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া গেল। বাস্তবিক, ডাক্তারবাবুর ঔষধগুলি বড়ই তেজস্কর বলিতে হইবে।

স্বর্ণ-সিংহ

প্রথম পরিচ্ছেদ

সে আজ অনেক বৎসরের কথা। ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আলিপুরে "প্র্যাক্‌টিস্" আরম্ভ করিলাম, কিন্তু মক্কেল জুটিল না। মাসছয় কাল বার লাইব্রেরীতে বসিয়া অন্যান্য নব্য উকীলগণের সহিত নানাবিধ খোসগল্প করিয়া ক্রমে শ্রান্ত হইয়া পড়িলাম। ভাবিলাম, পশ্চিম যাই। কিন্তু পশ্চিমেই বা যাই কোথায়? ডিরেক্টারি বাহির করিয়া পশ্চিমের নানা স্থানের উকীলের তালিকা অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখিলাম, বিহারে সাসেরাম নামক একটা মহকুমা আছে, সেখানে বাঙ্গালী উকীল একটিও নাই—আর কোনও বাঙ্গালীই নাই। যাইবার পক্ষে বাধাও বিস্তর,—রেল নাই। আরা ষ্টেশনে নামিয়া একা করিয়া তিন চারি দিন যাইতে হয়। ভাবিলাম, এই ঠিক হইয়াছে। এই পৃথিবীর বাহির কাশী—সাক্ষাৎ কৈলাস, এইখানে গেলেই আমার পশার হইবে। পশ্চিমের লোকের বিশ্বাস, বাঙ্গালীরা অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ জাতি। ওদিকটায় বাঙ্গালীর এখনও বেশ খাতির আছে। সুতরাং মাসখানেকের মধ্যেই সাসেরাম পৌঁছিয়া প্র্যাক্‌টিস আরম্ভ করিলাম।

সাসেরামে একজন উর্দ্দুওয়ালা উকীল ছিলেন,—তাঁহার নাম মুন্সী জোয়ালাপ্রসাদ। তিনিই সেখানকার প্রধান উকীল। আমাকে দেখিয়া কিন্তু বৃদ্ধ সন্তুষ্ট হইলেন না। যাহাকে তাহাকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন—"আরে, উও তো বচ্চা হায়, কানুনকা হাল ক্যা জানতা হায়?"—প্রথম প্রথম একটা মোকর্দ্দমায় আমি তাঁহার বিপক্ষ পক্ষের উকীল নিযুক্ত ছিলাম। মোকর্দ্দমা শেষে বক্তৃতার দিন আইনের তর্ক করিবার জন্য অপরাধের মধ্যে আমি খানকতক মোটা মোটা পুস্তক লইয়া গিয়াছিলাম। জোয়ালাপ্রসাদ কোনও আইনের পুস্তকের ধার ধারিতেন না। প্রকাশ্য আদালতে হাকিমকে বলিলেন,—

"হুজুর,—দেখিয়ে তো তমাশা! কল্‌কত্তা সে এক উকীল আয়েহেঁ,—ন মোচ ন দাড়ী—ওর বহস্ কে লিয়ে টোকড়ি ভরকে কেতাব লে আয়েহেঁ। হুজুরকো কানুন শিখলানে মাঙতেহেঁ—বেয়সে কি. হুজুরকো কানুন মালুম নেহি হায়।"

হাকিম একটু হাস্য করিয়া উকীল সাহেবকে বসিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন।

আমার প্রতি জোয়ালাপ্রসাদের এই বিদ্বেষের কারণ ক্রমে বুঝিতে পারিলাম। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র পাটনা কলেজে আইন অধ্যয়ন করিতেছিল। সেই ব্যক্তিই ভবিষ্যতে সাসেরামের একমাত্র ইংরাজী জানা উকীল হয়, ইহাই মুন্সী জোয়ালাপ্রসাদের বাসনা ছিল। তাই আমাকে দেখিয়া তাঁহার এত আক্রোশ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অল্পদিনের মধ্যেই আমার পসার হইতে আরম্ভ হইল। একটা বন্ধে কলিকাতায় গিয়া আমার স্ত্রীকে লইয়া আসিলাম। সদর রাস্তার উপর আমার দ্বিতল গৃহখানি। উপরের কক্ষে চিকে ঢাকা জানালাটির কাছে বসিয়া কৌতুকপূর্ণ নেত্রে এই নূতন প্রদেশের নূতনতর জীবনপ্রবাহ দেখিতে আমার স্ত্রী ভালবাসিতেন। একদিন রাজপথে কতকগুলি বালক-বালিকা সমবেত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে এই গীতটি বারংবার গাহিতে লাগিল :—

"বাঙ্গালী বিটিয়া,
কল্‌কত্তা মে বেচে তামাকুল টিকিয়া।"

আমার স্ত্রী তখনও হিন্দী শিখেন নাই। জিজ্ঞাসা করিলেন, "ও কি বল্‌ছে গো?"

আমি বলিলাম, "ওরা যা বলছে, তার তাৎপর্য্য এই—হে বাঙ্গালীর মেয়ে,—আমাদের দেশে এসে তোমরা ভারি নবাব হয়েছ, চিকের আড়ালে দোতলায় ব'সে আছ,—কিন্তু কলকাতায় তো তোমরা তামাক-টিকেও বিক্রি কর শুনেছি।"

আমার স্ত্রী শুনিয়া গালে হাত দিয়া বলিলেন, "ও মা, কি হবে!"

গ্রীষ্মকাল আসিল। আমার বাড়ীর চারিদিকের তালগাছগুলিতে পাসীরা তাড়ির জন্ত "লাবনি" বাঁধিয়াছে। প্রত্যহ প্রভাতে চারিদিক হইতে পাসীদের চীৎকার শুনা যায়—"তার চিঢ়ো"—অর্থাৎ—"আমি তালগাছে চড়িতেছি—কুলবধূগণ তোমরা উঠান হইতে পলায়ন করিয়া ঘরের মধ্যে লুকাইয়া থাক।"

গ্রীষ্মের ছুটীতে মুন্সী জোয়ালাপ্রসাদের পুত্রটি পাটনা হইতে আসিল। সহরে ইংরাজি-জানা লোকের সংখ্যা অল্প বলিয়া আমার সহিত তাহার বন্ধুভাব জন্মিল। তাহার নাম সুন্দরলাল। আমি তাহার পিতৃবৈরি হইলেও আমার কাছে সে সর্ব্বদা আসিত। মাঝে মাঝে আমরা একত্র বেড়াইতে যাইতাম। এখনকার বাঙ্গালীদের যেমন "সাহেব" হইবার উচ্চাভিলাষ,—সুন্দরলালের দেখিলাম, সেইরূপ বাঙ্গালী হইবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী। পিতার অগোচরে সে মাঝে মাঝে আমার গৃহে সান্ধ্যভোজনের নিমন্ত্রণও রক্ষা করিতে লাগিল।

লোকটিকে আমার বড় ভাল লাগিত। ক্রমে দেখিলাম, সে যে শুধু ইংরাজি শিক্ষালাভ করিয়াছে, তাহা নহে, একটি আনুসঙ্গিক ব্যাধিও তাহার উৎপন্ন হইয়াছে। সে ব্যাধিটি দাম্পত্য-বিষয়ক। সনাতন প্রথা অনুসারে পিতৃনির্ব্বাচিত কন্তাকে সে আর বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহে। বলিল, এই কারণে পিতা তাহার উপর বিরক্ত।

আরও কয়েক দিনে বন্ধুত্ব একটু ঘনিষ্টভাব ধারণ করিল। এক দিন চন্দ্রালোকিত সন্ধ্যায় নদীতীরে আমরা দুই জনে বেড়াইতেছিলাম। সুন্দরলাল সে দিন আমাকে বলিল—সে একটি মেয়েকে ভালবাসে।

শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। মনে করিতাম, এই ব্যাধি উপন্তাস-প্লাবিত বঙ্গদেশের বাহিরে এখনও বুঝি প্রবেশ করে নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহার নাম কি?"

"পান্না।"

"কত বড়?"

"তাহার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর।"

ভাবিলাম,—তবে ত হইল একটি রীতিমত রোমান্সের [illegible] আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "মেয়েটি [illegible]?"

"আমাদের গ্রামে।"

আমি জানিতাম, মুন্সী জোয়ালাপ্রসাদের বাড়ী সদর হইতে ছয় মাইল দূরে পাটৌলি গ্রামে। রহস্ত করিয়া বলিলাম, "তাই এত ঘন ঘন বাড়ী যাওয়া হয় বুঝি?"

সুন্দরলাল বলিল, "কোথা ঘন ঘন যাই? আসিয়াই একবার গিয়াছিলাম, আর সে দিন আর একবার গিয়াছিলাম মাত্র। প্রথমবার শুধু দেখা পাইয়াছিলাম, তাহার সহিত কথা কহিবার সুযোগ পাই নাই। তাই দ্বিতীয়বার গিয়াছিলাম।"

হাসিয়া বলিলাম, "এখানে তবে মরিতেছ কেন? আমি হইলে ত ছুটীর কয়টা মাস সেইখানেই থাকিয়া যাইতাম।"

সুন্দরলাল বলিল, "আকাঙ্ক্ষার যদি অনুসরণ করিতাম, তবে আমিও তাহাই করিতাম। আমি জানি, আমি যদি তাহার কাছাকাছি থাকি, তবে সর্ব্বদা তাহাকে দেখিবার, তাহার সঙ্গে কথা কহিবার সুযোগ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইব। তাহা হইলে নিজেকে সংযত করিয়া রাখিতে পারিব না। এইরূপ কিছুদিন চলিলে, গ্রামের লোকের মধ্যে কি প্রকার আলোচনা উত্থিত হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখ। আমি যাহাকে ভালবাসি, আমি কি তার—"

সুন্দরলাল আর বলিতে পারিল না,—কিন্তু আমি তাহার মনের ভাব বুঝিলাম। আমি এতক্ষণ ব্যাপারটিকে পরিহাসের বিষয়স্বরূপই মনে স্থান দিয়াছিলাম। সুন্দরলালের এই কথায় সে ভাব আমার মন হইতে তিরোহিত হইল।

পরিহাসের স্বর পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মেয়েটি কে?"

"আমাদের গ্রামে একটি পেন্সনপ্রাপ্ত বৃদ্ধ সৈনিকপুরুষ আছেন। তাঁহার নাম সুবেদার অযোধ্যানাথ। পান্না তাঁহার পৌত্রী।"

"তাহারা কি তোমাদের স্বজাতি?"

"স্বজাতি বৈ কি।"

"তবে বাধা কি? তোমার পিতার নিকট তোমার বাসনা কখনও ব্যক্ত করিয়াছিলে?"

"করিয়াছিলাম। নিজে করি নাই—অন্ত লোক দিয়া বলাইয়াছিলাম। অযোধ্যানাথ আমাকে তাঁহার নাতি-জামাই করিতে প্রস্তুতও ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কুলগত কোনও দোষ আছে বলিয়া, জাতিভয়ে

[illegible]তা কিছুতেই সম্মত হন নাই। সে মেয়ের অ[illegible] অনেক স্থলে বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছিল, কিন্তু কেহই সম্মত হয় না। নহিলে আমাদের ঘরে অত বড় মেয়ে কখনও অবিবাহিত থাকে?"

শুনিয়া আমার মন কিছু বিষণ্ণ হইল। এ যে উপন্যাসের মতই কাণ্ড-কারখানা দেখিতেছি। কিন্তু উপন্যাসে সুখ-সম্মিলনটা প্রায়ই কোন না কোনও উপায়ে সংঘটিত হইয়া যায়। এ ক্ষেত্রেও কি তাহা হইবে না?

তাহার পর সুন্দরলাল অনেক কথা বলিল। সকল কথাই তাহার প্রণয়িনীর সম্বন্ধে। সুন্দরলাল স্পষ্ট বলিল—প্রণয়ের আবেগটা সমস্ত তাহার তরফ হইতে। বালিকা সম্ভবতঃ ভালমন্দ কিছুই জানে না। তাহার জানিবার বয়সও নহে, সুযোগ ঘটে নাই। [illegible] সুন্দর-

বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া, রা[illegible]

কথা বলিলাম। [illegible] আহ্লাদের সহিত আপনার [illegible] প্রস্তুত আছি।"

[illegible]লালের বন্ধু—তাহা বিশেষ করিয়া [illegible] আমার সম্মতি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য আমার বুঝিতে বাকী রহিল না।

উইল প্রস্তুত করিয়া ফেলিলাম। বৃদ্ধ সহি করিলেন। সাক্ষীদেরও সহি লইলাম।

বৃদ্ধ বলিলেন, "উইলখানি আপনি সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। আর এই লউন আমার লোহার সিন্দুকের চাবি। আপনার পরিবার এখানে আছেন?"

"আছেন।"

"আমার অবর্ত্তমানে তবে আপনি দয়া করিয়া পান্নাকে লইয়া গিয়া বিবাহ পর্য্যন্ত আপনার বাটীতে রাখিবেন। পান্না নিজে রাঁধিয়া খাইবে।"

আমি বলিলাম, "আমার বাড়ীতে এই দেশের ব্রাহ্মণ ঠাকুর আছে। পান্নাকে নিজে রাঁধিয়া খাইতে হইবে কেন?"

উঠিয়া বৃদ্ধকে বলিলাম, "এখন আমি চলিলাম। কিন্তু আপনাকে ভাল হইতে হইবে। আরও অনেক দিন আপনাকে বাঁচিয়া থাকিয়া আমাদিগকে যুদ্ধের গল্প বলিতে হইবে।"

বৃদ্ধ অশ্রুগদ্গদ-কণ্ঠে বলিলেন, "রামজীর ইচ্ছা। আপনার হাতে আমার পান্নাকে, আর টাকাকড়ি, সমস্ত অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। যাহাতে পান্নার মঙ্গল হয়, তাহাই আপনি করিবেন।"

স্ত্রী বলিলেন, "তবু কি রকম দেখ্‌তে, কি রকম রঙ, মুখ-চোখ কি রকম?"

বলিলাম, "তা—ভালই।"

আমার উত্তরে আমার স্ত্রী সন্তুষ্ট হইলেন না। আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "খুব সুন্দরী?"

পূর্ব্ববৎ সাবধানতা অবলম্বন করিয়া বলিলাম, "কি জানি, অত বুঝি-সুঝিনে।"

গৃহিণী বলিলেন, "আহা, কথার শ্রী দেখ। কচি খোকা কি না—কিছু বোঝেন না। আচ্ছা; একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তুমি যদি সুন্দরলাল হ'তে, তা হ'লে তুমি ভালবাসতে কি না?"

আমি দুষ্টামি করিয়া বলিলাম, "কাকে? তোমাকে?" বলা [illegible]

প্রথম কয়েকদিন পান্না পিতামহের শোকে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া ছিল। আমার স্ত্রীর শুশ্রূষার গুণে ক্রমে সে সুস্থ হইয়া উঠিল।

একদিন রবিবার, প্রভাতে উঠিয়া চা খাইতেছি, ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, বাবু জোয়ালাপ্রসাদ সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। আমাকে এ অনুগ্রহ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও তিনি করেন নাই।

আমি মাঝে মাঝে সুবেদারজীর সিন্দুকটি খুলিয়া সেই স্বর্ণ-কেশরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতাম, আর ভাবিতাম, এখনও বাবু জোয়ালাপ্রসাদ এ দীনের কুটীরে পদার্পণ করিতেছেন না কেন?

বাহিরে গিয়া অভ্যর্থনা করিয়া উকীল সাহেবকে বসাইলাম। দুই এক কথার পর তিনি বলিলেন, "দেখুন, আপনার জন্য আমাদের ত বড় নিন্দা হইয়াছে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?"

"আমাদের জাতি-ভাই সকলেই বলিতেছে, যে বুড়া মরিয়া গেল, তাহার পৌত্রীটা খাইতে না পাইয়া শেষে বাঙ্গালীর অন্ন খাইতেছে—জাতি-ভাই কেহ তাহাকে আশ্রয় দিল না।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "খাইতে না পাইয়া? কেন, পান্না ত একেবারে নিঃস্ব নহে, সুবেদারজী উইল করিয়া তাহাকে কিছু দিয়া গিয়াছেন, তাহা কি আপনি শুনেন নাই?"

জোয়ালাপ্রসাদ বিস্মিতের মত বলিলেন, "উইল করিয়াছেন? তাঁহার ছিল কি যে, তিনি উইল করিবেন? আপনি পরিহাস করিতেছেন।"

উকীল সাহেবের এই অভিনয়টুকু দেখিয়া, [illegible]

সাধারণ্যে আমি "বাংগালী উকীল" অথবা "বাংগালী বাবু" বলিয়াই পরিচিত।

পুনশ্চ শব্দ হইল—"বাংগালী বাবু—এ বাবুজী।"

আমি "কোন্ হায়?" বলিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলাম।

"জারা বাহার তো আইয়ে।"

আমার স্ত্রীও জাগিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "কোনও অমঙ্গলের টেলিগ্রাম এসেছে বুঝি।"

বাতি জ্বালাইয়া, চটিজুতা পায়ে দিয়া বাহির হইলাম। জ্যোৎস্না রাত্রি—কিন্তু আকাশে অল্প মেঘ ছিল, তাই জ্যোৎস্না ম্লান দেখাইতেছিল। তালগাছগুলি কাঁপাইয়া সন্ সন্ করিয়া বাতাস বহিতেছে। পিতৃবৈার হইলেও আমার কাছে সে [illegible]িয়া রহি-মাঝে মাঝে আমরা একত্র বেড়াইতে যাইতাম। এখনকার বাঙ্গালীদের যেমন "সাহেব" হইবার উচ্চাভিলাষ,—সুন্দরলালের দেখিলাম, সেইরূপ বাঙ্গালী হইবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী। পিতার অগোচরে সে মাঝে মাঝে আমার গৃহে সান্ধ্যভোজনের নিমন্ত্রণও রক্ষা করিতে লাগিল।

লোকটিকে আমার বড় ভাল লাগিত। ক্রমে দেখিলাম, সে যে শুধু ইংরাজি শিক্ষালাভ করিয়াছে, তাহা নহে, একটি আনুসঙ্গিক ব্যাধিও তাহার উৎপন্ন হইয়াছে। সে ব্যাধিটি দাম্পত্য-বিষয়ক। সনাতন প্রথা অনুসারে পিতৃনির্ব্বাচিত কন্যাকে সে আর বিবাহ করিতে প্রস্তুত নহে। বলিল, এই কারণে পিতা তাহার উপর বিরক্ত।

আরও কয়েক দিনে বন্ধুত্ব একটু ঘনিষ্টভাব ধারণ করিল। এক দিন চন্দ্রালোকিত সন্ধ্যায় নদীতীরে আমরা দুই জনে বেড়াইতেছিলাম। সুন্দরলাল সে দিন আমাকে বলিল—সে একটি মেয়েকে ভালবাসে।

শুনিয়া আমি আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। মনে করিতাম, এই ব্যাধি উপন্যাস-প্লাবিত বঙ্গদেশের বাহিরে এখনও বুঝি প্রবেশ করে নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহার নাম কি?"

"পান্না।"

"[illegible] বড়?"

"তাহার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসর।"

[illegible]—[illegible] ত ইহা একটি রীতিমত রোমান্সের [illegible] আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, "মেয়েটি [illegible]?

গৃহিণীকে অভয় দিয়া, ভৃত্যগণকে জাগাইয়া, প্রস্তুত হইয়া বাহির হইলাম। অশ্বারোহণ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "বৃদ্ধটি কে?"

আমার সঙ্গী বলিল, "সুবেদার অযোধ্যানাথ।"

"সুবেদারজী? তাঁহারই আসন্নকাল উপস্থিত?"—বলিয়া আমি দুঃখে মৌন হইয়া রহিলাম। এই যে পনেরো দিন হইল তাঁহার কাছে বসিয়া কত যুদ্ধ-কাহিনী শ্রবণ করিয়া আসিয়াছি।

ঘণ্টাখানেক অশ্বারোহণের পর আমার সেই পূর্ব্বপরিচিত গ্রামটিতে গিয়া উপনীত হইলাম।

সুবেদারজী আমাকে বলিলেন, "বাবু আসিয়াছেন? আসুন—বসুন। আমি ত চলিলাম।"

আমি বলিলাম, "না সুবেদারজী। ও কথা কেন [illegible] আপনি ভাল হইবেন। আবার আপনার করিতাম, তবে [illegible]ব।"

জানি. আমি যদি তাহার [illegible]খে একটু ক্ষীণ হাস্যরেখা সর্ব্বদা তাহাকে দেখিবার, তাহা[illegible]র ইচ্ছা। তাঁহার সুযোগ অন্বেষণ করিয়া বেড়াইব [illegible] এখন আমার নিজেকে সংযত করিয়া রাখিতে পারিব [illegible] কষ্ট দিয়? কিছুদিন চলিলে, গ্রামের লোকের মধ্যে কি প্রকার আলোচনা উত্থিত হইবে, তাহা ভাবিয়া দেখ। আমি যাহাকে ভালবাসি, আমি কি তার—"

সুন্দরলাল আর বলিতে পারিল না,—কিন্তু আমি তাহার মনের ভাব বুঝিলাম। আমি এতক্ষণ ব্যাপারটিকে পরিহাসের বিষয়স্বরূপই মনে স্থান দিয়াছিলাম। সুন্দরলালের এই কথায় সে ভাব আমার মন হইতে তিরোহিত হইল।

পরিহাসের স্বর পরিত্যাগ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "মেয়েটি কে?"

"আমাদের গ্রামে একটি পেন্সনপ্রাপ্ত বৃদ্ধ সৈনিকপুরুষ আছেন। তাঁহার নাম সুবেদার অযোধ্যানাথ। পান্না তাঁহার পৌত্রী।"

"তাহারা কি তোমাদের স্বজাতি?"

"স্বজাতি বৈ কি।"

"তবে বাধা কি? তোমার পিতার নিকট তোমার বাসনা কখনও ব্যক্ত করিয়াছিলে?"

"করিয়াছিলাম। নিজে করি নাই—অন্য লোক দিয়া বলাইয়াছিলাম। অযোধ্যানাথ আমাকে তাঁহার নাতি-জামাই করিতে প্রস্তুতও ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কুলগত কোনও দোষ আছে বলিয়া, জাতিভয়ে

যাইত। লোহার সিন্দুকে আমার এক হাজার টাকা আছে। ঐ টাকা আমার পৌত্রী পান্নার নামে লিখিয়া দিন। আর আমার এই বাড়ী, সামান্ত জমিজমা যাহা আছে, বাসনপত্র, আর মেডেলগুলি, সমস্ত আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের নামে লিখিয়া দিন।"

উপরি-উক্ত কথাগুলি বৃদ্ধ ধীরে ধীরে বলিয়া যাইতে লাগিলেন—আর আমিও সঙ্গে সঙ্গে নোট করিয়া যাইতে লাগিলাম। লিখিবার জন্য কাগজ ভাঁজ করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার এ উইলের অছি কাহাকে নিযুক্ত করিবেন?"

বৃদ্ধ বলিলেন, "এই দেখুন। আসল কথাই ভুলিয়া যাইতেছিলাম। অছি আপনি হইবেন। ইহাও লিখিয়া দিন, আপনার মনোনীত পাত্র পান্নাকে বিবাহ করিলে তবেই সে ঐ সিংহ পাইবে। আপনি সুন্দরলালের বন্ধু। আপত্তি আছে কি?"

আমি বলিলাম, "আমি আহ্লাদের সহিত আপনার উইলের অছি হইতে প্রস্তুত আছি।"

আমি সুন্দরলালের বন্ধু—তাহা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়া আমার সম্মতি জিজ্ঞাসা করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য আমার বুঝিতে বাকী রহিল না।

উইল প্রস্তুত করিয়া ফেলিলাম। বৃদ্ধ সহি করিলেন। সাক্ষীদেরও সহি লইলাম।

বৃদ্ধ বলিলেন, "উইলখানি আপনি সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। আর এই লউন আমার লোহার সিন্দুকের চাবি। আপনার পরিবার এখানে আছেন?"

"আছেন।"

"আমার অবর্ত্তমানে তবে আপনি দয়া করিয়া পান্নাকে লইয়া গিয়া বিবাহ পর্য্যন্ত আপনার বাটীতে রাখিবেন। পান্না নিজে রাঁধিয়া খাইবে।"

আমি বলিলাম, "আমার বাড়ীতে এই দেশের ব্রাহ্মণ ঠাকুর আছে। পান্নাকে নিজে রাঁধিয়া খাইতে হইবে কেন?"

উঠিয়া বৃদ্ধকে বলিলাম, "এখন আমি চলিলাম। কিন্তু আপনাকে ভাল হইতে হইবে। আরও অনেক দিন আপনাকে বাঁচিয়া থাকিয়া আমাদিগকে যুদ্ধের গল্প বলিতে হইবে।"

বৃদ্ধ অশ্রুগদ্গদ-কণ্ঠে বলিলেন, "রামজীর ইচ্ছা। আপনার হাতে আমার পান্নাকে, আর টাকাকড়ি, সমস্ত অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম। যাহাতে পান্নার মঙ্গল হয়, তাহাই আপনি করিবেন।"

আমি সুবেদারজীকে আমার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

ইহার পর একটি দিনমাত্র বৃদ্ধ জীবিত ছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এক মাস কাটিয়াছে। সুবেদারজীর শ্রাদ্ধ-শান্তি হইয়া গিয়াছে।

পান্নাকে আনিয়া আমার স্ত্রীর কাছে রাখিয়া দিয়াছি। তাহার টাকা ও সিংহসুদ্ধ লোহার সিন্দুকটি আনিয়া রাখিয়া দিয়াছি।

প্রথম কয়েকদিন পান্না পিতামহের শোকে অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া ছিল। আমার স্ত্রীর শুশ্রূষার গুণে ক্রমে সে সুস্থ হইয়া উঠিল।

একদিন রবিবার, প্রভাতে উঠিয়া চা খাইতেছি, ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, বাবু জোয়ালাপ্রসাদ সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন। আমাকে এ অনুগ্রহ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও তিনি করেন নাই।

আমি মাঝে মাঝে সুবেদারজীর সিন্দুকটি খুলিয়া সেই স্বর্ণ-কেশরীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতাম, আর ভাবিতাম, এখনও বাবু জোয়ালাপ্রসাদ এ দীনের কুটীরে পদার্পণ করিতেছেন না কেন?

বাহিরে গিয়া অভ্যর্থনা করিয়া উকীল সাহেবকে বসাইলাম। দুই এক কথার পর তিনি বলিলেন, "দেখুন, আপনার জন্য আমাদের ত বড় নিন্দা হইয়াছে।"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন?"

"আমাদের জাতি-ভাই সকলেই বলিতেছে, যে বুড়া মরিয়া গেল, তাহার পৌত্রীটা খাইতে না পাইয়া শেষে বাঙ্গালীর অন্ন খাইতেছে—জাতি-ভাই কেহ তাহাকে আশ্রয় দিল না।"

আমি আশ্চর্য্য হইয়া বলিলাম, "খাইতে না পাইয়া? কেন, পান্না ত একেবারে নিঃস্ব নহে, সুবেদারজী উইল করিয়া তাহাকে কিছু দিয়া গিয়াছেন, তাহা কি আপনি শুনেন নাই?"

জোয়ালাপ্রসাদ বিস্মিতের মত বলিলেন, "উইল করিয়াছেন? তাঁহার ছিল কি যে, তিনি উইল করিবেন? আপনি পরিহাস করিতেছেন।"

উকীল সাহেবের এই অভিনয়টুকু দেখিয়া, অক্ষ

মনে আমোদ অনুভব করিলাম। অমায়িকভাবে বলিলাম, "না, উইল করিয়া গিয়াছেন। আমি সে উইল লিখিয়াছি।"

জোয়ালাপ্রসাদ বলিলেন, "তা ভাল। বাড়ীটি আর দুই-দশ টাকা যাহা বুড়ার ছিল, তাহা উইল করিয়াছেন বোধ হয়। তাহা বুদ্ধির কার্য্যই হইয়াছে। ঐ যে পান্নার পিতা, সে বুড়ার বিবাহিতা স্ত্রীর সন্তান ছিল না বলিয়া একটা গুজব আছে কি না। উইল না করিলে সম্ভবতঃ ও বাড়ীটি বুড়ার ভ্রাতুষ্পুত্র আসিয়া দখল করিত। ওকালতী করিতে করিতে বুড়া হইয়া গেলাম, সবই বুঝিতে পারি।"—বলিয়া তিনি একটু কাষ্ঠহাসি হাসিলেন।

লোকটার মুখ দেখিয়া আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম, আসল কথাটাই তাঁহার মনে তোলাপাড়া করিতেছে, অথচ প্রকাশ করিবার সাহস হইতেছে না।

নানা অসংবদ্ধ কথা পাড়িয়া, নিতান্ত অসংলগ্নভাবে, অবশেষে কথাটা বলিয়া ফেলিলেন। পান্নার সহিত সুন্দরলালের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন।

আমি মনে মনে বলিলাম, "হে স্বর্ণ-কেশরি -ধন্য তোমার মহিমা!"

জোয়ালাপ্রসাদকে বলিলাম, "মেয়েটির ঐ যে কুলগত দোষ আছে—তাহাতে আপনার জাতি-ভাই কোনও আপত্তি করিবে না ত?"

জোয়ালাপ্রসাদ কহিলেন, "করিবে। আমি বিলক্ষণ জানি—তাহারা আমাকে একঘরে করিবে। কিন্তু আমরা শিক্ষিত ব্যক্তিরা যদি নির্ব্বোধ সমাজ-শাসনের এত ভয় করিয়া চলি, তাহা হইলে দেশের কুসংস্কারাপন্ন রীতিনীতিগুলি কি কখনও সংশোধিত হইবে বলিয়া মনে করেন নবীন বাবু?

অনেক কষ্টে হাস্য সংবরণ করিয়া গম্ভীরভাবে আমি মাথাটি নাড়িতে লাগিলাম। বলিলাম, "ঠিক ঠিক—উকীল সাহেব। আপনি আপনার বিদ্যাবত্তার উপযুক্ত কথাই বলিয়াছেন।"

জোয়ালাপ্রসাদ বলিলেন, "ইংরাজি পড়ি নাই বটে,—কিন্তু সমাজ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার মতাদি ইংরাজি-শিক্ষিতদিগের মতই।"

আমি পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবে বলিলাম, "তা বটেই ত! তা বটেই ত!"

জোয়ালাপ্রসাদ বোধ হয় মনে করিলেন, তাঁহার ভণ্ডামিটুকু আমি ধরিতে পারি নাই। তাই উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা নবীন বাবু, আপনি ত সুন্দরলালের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্বস্থাপন করিয়াছেন একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। আমি সম্প্রতি শুনিলাম—সুন্দরলাল পান্নাকে বিবাহ করিবার জন্য পাগল। তাহা সত্য কি?"

আমি বলিলাম, "সত্য।"

জোয়ালাপ্রসাদ উৎসাহের সহিত বলিলেন, "তবে আমার মনের সকল দ্বিধাই এখন কাটিয়া গেল। হউক পান্না কু-জাতি—হউক সে অর্থহীনা—আমার পুত্র যাহাকে হৃদয় সমর্পণ করিয়াছে—আমি তাহাকে পুত্রবধূ করিব। আমার পুত্রের সুখ বড়, না আমার জাতি বড়, নবীন বাবু?"

হাস্যের এত প্রচণ্ড শক্তি রোধ করিবার ক্ষমতা আমার আছে, পূর্ব্বে তাহা জানিতাম না। পূর্ব্ববৎ শান্তভাবে বলিলাম, "অবশ্য, আপনার পুত্রের সুখই বড়, উকীল সাহেব।"

জোয়ালাপ্রসাদ বলিলেন, "তবে আপনার মত আছে?"

আমি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিবার ভাণ করিলাম। জোয়ালাপ্রসাদের মুখ কালিমাময় হইয়া আসিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, তবে বুঝি বা আমি অমত করি।

আমাকে নিরুত্তর দেখিয়া জোয়ালাপ্রসাদ বলিলেন, "সুন্দরলাল যখন আপনার প্রিয় বন্ধু, তখন অবশ্যই তাহার শুভ ইচ্ছা আপনি করিবেন।"

শেষে আমি বলিলাম,—"আমার মত আছে।"

শুনিয়া স্বর্ণলোভী বৃদ্ধ আনন্দে যেন অধীর হইয়া উঠিলেন। প্রথমে স্বর্ণসিংহের অস্তিত্ব বিষয়ে অজ্ঞতার ভাণটুকু দেখাইতে যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, এখন এই অপরিমিত আনন্দোচ্ছ্বাসটুকু গোপন করিতে সেরূপ কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অন্য সকল চিত্তবৃত্তি অপেক্ষা, প্রবল আনন্দ গোপন করাই বোধ হয় মানুষের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন।

* * * *

পান্না ও সুন্দরলালের বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

উইলের প্রোবেট লইয়াছি। পান্নার হাজার টাকা, তাহার নামে কোম্পানির কাগজ কিনিয়া দিব বলিয়া রাখিয়া দিয়াছি। সিংহটি জোয়ালাপ্রসাদ লইয়া গিয়াছেন।

বিবাহের সপ্তাহখানেক পরে, আবার দিলীপের

...স্তিভঙ্গ করিয়া আমার সদর দরজায় শব্দ উত্থিত ...ইল—"বাবু—এ গোবিনবাবু!"

জাগিয়া উঠিয়া ভাবিলাম, "আবার কাহারও উইল করিতে হইবে না কি?"

বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, লণ্ঠনহস্তে একটা ভৃত্য দাঁড়াইয়া আছে। তাহার পশ্চাতে পান্না ও সুন্দর-লাল।

আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি হে! ব্যাপার কি?"

"ভিতরে চল—বলিতেছি।"

ভৃত্যকে বিদায় দিয়া সুন্দরলাল পান্নাকে লইয়া আমার অঙ্গনে প্রবেশ করিল। বলিল, "বাবা আমা-দিগকে তাড়াইয়া দিয়াছেন।"

"কেন?"

"সে সোনার সিংহটা, সমস্ত সোনার নহে। খুব পাতলা সোনার পাতে উপরটা মোড়া ছিল। ভিতরটা সমস্ত তামা। বাবা পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, উহা গলাইয়া বিক্রয় করিয়া কোম্পানির কাগজ কিনিয়া রাখিবেন; নহিলে ডাকাইতে কোন্ দিন সিংহটা লইয়া যাইবে। আজ সন্ধ্যা হইতে গলানো হইতেছিল। দুই শত টাকার আন্দাজ সোনা বাহির হইয়াছে—বাকী সমস্ত তামা। বাবা ক্রোধে ক্ষিপ্তের মত হইয়াছেন। দূর দূর করিয়া আমাদিগকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিলেন।"

আমার স্ত্রী অন্ধকারে বারান্দায় দাঁড়াইয়া সমস্ত শুনিতেছিলেন। তাড়াতাড়ি আসিয়া পান্নার হাত ধরিয়া তাহাকে নিজকক্ষে লইয়া গেলেন। আমি সুন্দরলালকে লইয়া একটি কক্ষে বসিলাম।

ভবতোষের মাতা বলিলেন, "বিয়ে করতে ত রাজি হয়েছে—কিন্তু তার আবার এক আজগুবি মত।"

"কি রকম?"

"প্রথমে বল্লে, আমি দেখে শুনে বিয়ে করব। আমি বল্লাম, তা বেশ ত, একটি খাসা সুন্দরী মেয়ে আছে, দেখে এস। সে বলে, আমি সুন্দরী মেয়ে বিয়ে করব না, একটি কালো কুৎসিত মেয়ে বিয়ে করতে চাই।"

উপেন্দ্রবাবুর স্ত্রী শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। বলিলেন, "এমন অনাসৃষ্টি আবদারও ত কখনও শুনি নি! এ রকম আবদার কেন, তা কিছু বল্লে?"

ভবতোষের মাতা তখন, পুত্রের নিকট যেমন শুনিয়াছিলেন, সেইরূপ বলিলেন। উপেন্দ্রবাবুর স্ত্রী বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন, "দেখ, তুমি এক কায কর দিকিন দিদি। ভবতোষকে এই শনিবারে আসতে লেখ। লেখ যে, তোমার যে রকম মেয়ে বিয়ে করা মত, সেই রকম মেয়ে একটি স্থির করেছি, তাকে দেখবে এস। তার পর, এলে, রবিবার দিন বিকেলে আমার ওখানে পাঠিয়ে দিও। আমি সব ঠিক ক'রে নেব।"

ভবতোষের মাতা সম্মত হইলেন। ভাবিলেন, হয় ত উপেন্দ্রবাবুর স্ত্রী মনে করিয়াছেন, ভবতোষ পুলিনাকে দেখিলে আর বিবাহে অসম্মত হইতে পারিবে না। বাস্তবিক তাহা আশ্চর্য্য নয়, কারণ মেয়েটি খুবই সুন্দরী বটে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ভবতোষ শনিবারে বাটী আসিল। পরদিন বৈকালে একখানি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া, চুল উস্কোখুস্কো করিয়া (কারণ, সেকালে মুনি-ঋষিরা চুল আঁচড়াইতেন না) গ্রামান্তরে উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

গিয়া শুনিল, সে দিন উপেন্দ্রবাবু বাড়ী নাই, কার্য্য উপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছেন। একটি যুবক মহা সমাদরে তাহাকে নামাইয়া লইল এবং বৈঠকখানায় বসাইল। যুবকটি উপেন্দ্রবাবুরই ভ্রাতুষ্পুত্র।

কিয়ৎক্ষণ পরে ঝি আসিয়া সংবাদ দিল, অন্দরে যাইতে হইবে। ঝি ভবতোষের মুখের পানে চাহিয়া একটু ফিক্ করিয়া হাসিয়া গেল।

যুবকটির সঙ্গে ভবতোষ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। তাহার মনে হইল, চাকর-বাকর সকলেই যেন হাসি লুকাইবার চেষ্টা করিতেছে।

ভবতোষ একটি কক্ষে নীত হইল। কক্ষটি উত্তমরূপে সাজানো। মধ্যস্থলে একখানি আসন পাতা রহিয়াছে। আসনের সম্মুখে রেকাবীতে ফল ও মিষ্টান্ন সজ্জিত। অল্প দূরে আর একখানি আসন পাতা রহিয়াছে।

অনুরোধক্রমে ভবতোষ মিষ্টান্নের থালার সম্মুখে বসিল। এমন সময়ে বাহিরে মলের ঝুম্ ঝুম্ শব্দ উঠিল। ঝি মেয়েটিকে লইয়া প্রবেশ করিল। মেয়েটি অপর আসনখানিতে বসিয়া, ঘরের চতুর্দ্দিকে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল।

লজ্জায় ভবতোষের মস্তক অবনত। একটু একটু করিয়া ফল খাইতেছে এবং আড়চোখে আড়চোখে মেয়েটির পানে চাহিতেছে। মেয়েটির পরিধানে একখানি বেগুনে রঙের বোম্বাই শাড়ী। মাথাটি খোলা। চুলগুলি তেলে যেন চব চব করিতেছে।

মেয়েটির রঙটি মসীনিন্দিত। চক্ষু দুইটি ছোট ছোট, কোটরান্তর্গত, সে দুটি আবার অবিশ্রান্ত ঘুরিতেছে। কপালটি উচ্চ। নাকটি চেপ্টা। চিবুক নাই বলিলেই হয়। সম্মুখের দাঁতগুলি কিঞ্চিৎ দেখা যাইতেছে।

ভবতোষের মনে হইল, রূপ সম্বন্ধে মেয়েটি তাহার আদর্শের অনুযায়ী বটে। একটু গলা ঝাড়িয়া, সাহস সংগ্রহ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?"

মেয়েটি হঠাৎ ভবতোষের পানে চাহিয়া, কিঞ্চিৎ জিহ্বা বাহির করিয়া বলিল,—"অ্যাঁ?"

"তোমার নাম কি?"

"আমার নাম জগদম্বা।"

এমন সময় যুবকটি ও সেই ঝি তাহার পানে সরোষ কটাক্ষপাত করিল। মেয়েটি তৎক্ষণাৎ বলিল, "জগদম্বা নয়,—আমার নাম পুলিনা।"

যুবকটি বলিল, "আগে ওর নাম ছিল জগদম্বা, এখন বদলে পুলিনা রাখা হয়েছে।"

ভবতোষ ভাবিল, পরিবর্ত্তনটা ভাল হয় নাই। পুলিনা!—গা জলিয়া যায়। তাহার অপেক্ষা জগদম্বা ঢের ভাল। পৌরাণিক নাম, ঠাকুর-দেবতার নাম। বিবাহ করিয়া সে জগদম্বা নামই বাহাল রাখিবে।

ভবতোষ জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি পড় ?"

বালিকা পূর্ব্ববৎ জিহ্বা দেখাইয়া বলিল, "অ্যা ?"

"তুমি কি পড় ?"

"কিছু পড়িনে। আমার দাদা পাঠশালে—"

ঝি ও সেই যুবক তাহার প্রতি পুনরায় সরোষ কটাক্ষপাত করায় বালিকা থামিয়া গেল।

শুনিয়া ভবতোষ আরও আশ্বস্ত হইল। এই ঠিক হইয়াছে। ইহাকেই যথার্থ হিন্দু গৃহিণী করিয়া তোলা সম্ভবপর হইবে। দেখিতে একটু—তাহা হউক। সেই ত তাহার প্রতিজ্ঞা। বিবাহের সময় বাসার ছেলেদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনিতে হইবে।

ভবতোষ বলিল, "আচ্ছা তুমি যেতে পার।"

মেয়েটি জিহ্বাগ্রভাগ বিকাশিত করিয়া পূর্ব্ববৎ বলিল—"অ্যাঁ ?"

"যেতে পার।"

ঝি তখন তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

ভবতোষের জলযোগ ক্রমে শেষ হইল। এই সময় একটি ত্রয়োদশবর্ষীয়া বালিকা, রূপার ডিবায় ভরিয়া পাণ লইয়া আসিল। মেয়েটি দেখিতে অত্যন্ত সুন্দরী, একখানা দেশী, কালাপেড়ে শাড়ী পরিয়া আসিয়াছে। পায়ে চাপিগাছি মল। হাতে গিনি সোনার টুকটুকে দুইগাছি বালা। ভ্রূযুগলের মাঝখানে খয়েরের টিপ।

পাণ রাখিয়া মেয়েটি চলিয়া গেল। যাইবার সময় অন্যদিকে চাহিয়া একটু মুচকি হাসিয়া গেল।

ভবতোষ মনে মনে ভাবিল, দেখ, এই একটি সুন্দরী মেয়ে। ধর, যদি ইহার সঙ্গেই আমার বিবাহ হইত, তাহা হইলে কি আর রক্ষা ছিল? আমার সকল আদর্শ, সকল সঙ্কল্প, অতল জলে ডুবিয়া যাইত। বিলাস-বিভ্রমে মজিয়া হয় ত, আমি যে আমি, আমারও মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া যাইত। না না, আমি সুখের জন্য, আমোদের জন্য, প্রণয়ের জন্য বিবাহ করিতেছি না,—আমি ধর্ম্মের জন্য, সংযমের জন্য, আদর্শ হিন্দু-গার্হস্থ্য-জীবন যাপন করিবার জন্য বিবাহ করিতেছি। প্রতিজ্ঞা-পূরণ-জনিত আত্মগৌরব ভবতোষের মনে উছলিয়া উঠিতে লাগিল।

যুবকটির সঙ্গে ভবতোষ বাহিরে আসিল।

ঝি আসিয়া, ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "বাড়ীর মেয়েরা জিজ্ঞাসা করছেন, মেয়ে পছন্দ হয়েছে ?"

ভবতোষ সগর্ব্বে বলিল,—"হয়েছে।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গাড়ীতে আসিতে আসিতে ভবতোষ মনে মনে অপরাহ্নের ঘটনাগুলি আলোচনা করিতে লাগিল। গ্রামের পথ দিয়া গাড়ী আসিতেছে। কত যুবতী মেয়ে কলসীতে জল ভরিয়া বাড়ী ফিরিতেছে। সে সকল মেয়ের মুখগুলি ভবতোষ একটু মনোযোগের সহিতই দেখিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে সুন্দর মেয়ে আছে, কালো মেয়েও অনেক আছে—কিন্তু জগদম্বার মত অত কুৎসিত একটি মুখও দেখিতে পাইল না।

গাড়ী ক্রমে মাঠের মধ্যে আসিয়া পড়িল। তখনও তাহার মন আত্মজয়ের উৎসাহে ভরপূর। তথাপি মনে মনে ভাবিতে লাগিল, সে কালো মেয়ে বিবাহ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল বটে, কিন্তু একবারে এত কুৎসিত না হইলেও ক্ষতি ছিল না। যাহা হউক, পছন্দ হইয়াছে যখন বলিয়া আসিয়াছে, তখন সে আলোচনায় ফল কি ?

এই অবস্থায় ভবতোষ বাড়ী পৌছিল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবা, মেয়ে পছন্দ হ'ল ?"

"হ্যাঁ, পছন্দ হয়েছে।"

"তবে সব ঠিক করি ?"

"কর।"

"এই অগ্রহায়ণ মাসেই হোক তা হ'লে ?"

"আচ্ছা।"—বলিয়া ভবতোষ অন্যত্র চলিয়া গেল।

মা দেখিলেন, ছেলের মন যেন ভার ভার। ভাবিলেন, সুন্দর মেয়ে বিবাহ করিব না বলিয়া অনেক লম্ফ-ঝম্প করিয়াছিল, এখন রাজি হইয়াছে, তাই বোধ হয় ছেলের লজ্জা হইয়াছে।

ভবতোষ রাত্রে কিছু আহার করিল না। বলিল, উহাদের বাড়ী অনেক খাইয়া আসিয়াছে, ক্ষুধা নাই। তখন তাহার মন হইতে আত্মজয় ও প্রতিজ্ঞা-পূরণ-জনিত উৎসাহ অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে।

রাত্রে শয়ন করিয়া জগদম্বার মুখখানি যতই সে ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার বুকের ভিতরটা যেন হিম হইয়া উঠিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল, যদি অত কুৎসিত না হইয়া, শ্যামবর্ণের উপর মুখচোখ-গুলা একটু মানান সই হইত, তাহা হইলে মন্দ হইত না।

সোমবারে উঠিয়া ভোরের ট্রেণে ভবতোষ কলিকাতা যাত্রা করিল। মা বলিয়া দিলেন, বিবাহের

আর দশ দিন মাত্র বাকী আছে; দুই দিন পূর্ব্বে ভবতোষ যেন বাড়ী আসে।

বাসায় পৌঁছিলে সহপাঠীরা দেখিল, ভবতোষের মুখখানি যেন মেঘের মত অন্ধকার। ভবতোষ গিয়া নিজ কক্ষমধ্যে উপবেশন করিল।

"কি ভবতোষবাবু, খবর কি?"—বলিতে বলিতে রজনীবাবু, শরৎবাবু, রাখালবাবু, সতীশবাবু, কুমুদবাবু, নৃপেনবাবু প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভবতোষ বাড়ী যাইবার সময় ইঁহাদের সকল কথাই বলিয়া গিয়াছিল।

"খবর কি ভবতোষ বাবু?"

ভবতোষ একটু কষ্ট হাসিয়া বলিল, "খবর ভাল।"

তাহার পর সকলে প্রশ্ন করিয়া মেয়েটির রূপ, গুণ, বয়স প্রভৃতির সমস্ত খবর জানিয়া লইল। শরৎবাবু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন,- 'মেয়েটির নাম কি?"

ভবতোষ নাম বলিল।

তাহা শুনিয়া সকলের মুখে একটু একটু হাসি দেখা দিল। কেবল নৃপেন্দ্রবাবু আত্মসংযম হারাইয়া উচ্চস্বরে হাসিয়া ফেলিলেন,—"হা—হা—হা—জগদম্বা—হি—হি—হি—বেশ নামটি ত!"

শরৎবাবু বলিলেন, "নৃপেন্দ্রবাবু, এটা এমনই কি হাসির কথা? হাসছেন কেন?"

নৃপেন্দ্রবাবু বলিলেন, 'না, হাসিনি। হি—হি—হি—হাসব কেন? হা—হা—."

রজনীবাবু বলিলেন, "না, নামটি মন্দ কি? পৌরাণিক নাম। তোমাদের আজকালকার জ্যোৎস্নাময়ী, সরলাবালা, তড়িল্লতা, মণিমালিনী—এই সব নাটুকে নামই বুঝি ভাল?"

ভবতোষ ইহা শুনিয়া গম্ভীরভাবে মাথাটি নাড়িতে লাগিল। এ সকল বিষয়ে তাহার পূর্ব্ব-উত্তেজনা আজি যেন আর নাই।

বিবাহের আর নয় দিন বাকী আছে। এই নয় দিন যে ভবতোষের কি অবস্থায় কাটিল, তাহা সেই জানে। বাসার লোকেও কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছিল। জগদম্বাকে ভবতোষ যতই মনের মধ্যে ভাবে, ততই তাহার বুকের ভিতরটা অন্ধকারে ভরিয়া যায়। ভবতোষ কলেজে যায়, কিন্তু লেক্‌চার কিছুই শুনিতে পায় না। ক্ষুধার জন্ত বাসায় সে বিখ্যাত ছিল, এখন তাহার পাতের অন্নব্যঞ্জন অর্দ্ধেকের বেশী পড়িয়া থাকে। ভবতোষ কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ করে না, সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক থাকে। বাসার লোক তাহাকে বলিতে লাগিল, "ভবতোষবাবু, প্রেম-ব্যাধির সমস্ত লক্ষণগুলিই ক্রমে আপনার মধ্যে প্রকাশ পাচ্ছে।"

রাত্রে বিছানায় শুইয়া ভবতোষ আর সহজে নিদ্রা যায় না। কেবল এ-পাশ ও-পাশ করে। অতিকষ্টে যখন নিদ্রা আসে, তখন কেবল বিভীষিকাপূর্ণ স্বপ্ন দেখে। একদিন স্বপ্ন দেখিল, জগদম্বা যেন কালীমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। তাহার অল্পপরিমাণ রসনা ভবতোষ যাহা দেখিয়াছিল, তাহা যেন অর্দ্ধেক বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাহার যেন দুইটা নূতন হস্ত উৎপন্ন হইয়াছে। তাহার এক হাতে যেন রক্তমাখা খড়্গ, অপরটাতে যেন ছিন্ন মুণ্ড দুলিতেছে। মুণ্ডটা যেন ভবতোষের মত দেখিতে। আর একদিন স্বপ্ন দেখিল, ভবতোষ যেন একটা কণ্টকময় জঙ্গলে পথ হারাইয়া ফেলিয়াছে। আকুল হইয়া পথ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, এমন সময় একটা মহিষ যেন তাহাকে তাড়া করিয়া আসিল। মহিষের পরিধানে যেন একখানি বেগুনি রঙের বোম্বাই শাড়ী; তাহার মুণ্ডের স্থানে যেন জগদম্বার মুখ, কেবল তাহাতে দুইটা শৃঙ্গ বাহির হইয়াছে।

যখন বিবাহের আর তিন দিন মাত্র বাকী আছে, তখন ভবতোষ ভাবিল, মাকে একখানি পত্র লিখিয়া এ বিবাহ বন্ধ করিয়া ফেলিবে। সে দিন অসুস্থতার ভাণ করিয়া সে কলেজে গেল না। সমস্ত দিন একাকী ঘরে বসিয়া মাকে একে একে অনেকগুলি চিঠি লিখিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল। বাসার লোকেরা যখন শুনিবে যে, বিবাহ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তখন তাহারা কি বলিবে? তাহাদের উপহাস, বিদ্রূপ সে কেমন করিয়া সহ্য করিবে?

সে দিন রাত্রে শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিল, কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে পশ্চিম পলাইয়া যাইবে। উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া টাইমটেবল উল্টাইয়া দেখিতে লাগিল। কিন্তু প্রভাতে আবার তাহার মতের পরিবর্ত্তন ঘটিল। ছি ছি, শেষে কি এত কাণ্ডকারখানার পর সে ভীরুনাম গ্রহণ করিবে? তাহা হইবে না, প্রতিজ্ঞা সে পূরণ করিবেই, তাহার পর তাহার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক।

যথাদিনে সে বাড়ী গেল। যথাসময়ে সে বিবাহ-মণ্ডপেও উপস্থিত হইল। সেখানকার লোকসমাগম, আলোক ও কোলাহলে, আজ দশ দিন পরে তাহার

চিত্ত অনেকটা স্থির হইল। যুদ্ধকাল সমাগত হইলে ভীরুতম সৈন্যও ভয় ভুলিয়া যায়।

বিবাহ আরম্ভ হইল। তখন ভবতোষের চিত্ত নির্ব্বিকার। তখন তাহার মনে ভয় বা ভাবনা বা হর্ষ বা নৈরাশ্য কিছুই নাই।

ক্রমে স্ত্রী-আচারের সময় আসিল। শুভদৃষ্টির জন্য বর ও কন্যার মস্তকের উপর বস্ত্রাবরণ পড়িল। কন্যা'র পানে চাহিয়া দেখিয়া ভবতোষ আশ্চর্য্য হইয়া গেল। ইহা, তাহার দশদিনকার বিভীষিকা, নিদ্রার দুঃস্বপ্ন—জগদম্বা নহে। এ সেই চমৎকার সুন্দরী মেয়েটি, যে রূপার ডিবার পাণ রাখিয়া গিয়াছিল।

* * * *

ফুলশয্যার রাত্রে যখন ভবতোষ তাহার নববধূকে কথা কহাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য্য হইল, তখন একটা বুদ্ধি করিল। সে শুনিয়াছিল, যে নববধূ কিছুতেই কথা কহে না, সেও আপনার আত্মীয়-স্বজনের অপবাদ শুনিলে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করিয়া থাকে। তাই ভবতোষ বলিল,—"তোমার মা আমার সঙ্গে এ চাতুরী করলেন কেন?"

পুলিনা তখন বলিল, "আমি সুন্দর ব'লে তুমি না কি আমায় বিয়ে ক'রতে চাও নি? কেমন জব্দ!"

ভবতোষ এ পর্য্যন্ত এ প্রহেলিকার মীমাংসা করিতে পারে নাই। তাই জিজ্ঞাসা করিল, "যাকে দেখেছিলাম, সে মেয়েটি কে?"

"ও পাড়ার কলুদের মেয়ে। কেমন জব্দ!"

* * *

ক্রমে এমন দিনও আসিল, যখন ভবতোষ ডাক আসিবার পূর্ব্বে বাসার দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পিয়নের সহিত সাক্ষাৎ করিতে লাগিল।

উকীলের বুদ্ধি

প্রথম পরিচ্ছেদ

সুবোধচন্দ্র হালদার আজ চারি বৎসর যাবৎ ওকালতী করিতেছেন, কিন্তু এখনও তাদৃশ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি যখন আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিল—লোকটা ভারি চালাক-চতুর,—উহার পসার হইতে অধিক বিলম্ব হইবে না। কিন্তু হায়, তাহাদের ভবিষ্যদ্বাণী নিষ্ফল হইয়াছে। বাস্তবিক বিদ্যাবুদ্ধির অভাবে যে সুবোধবাবুর পসার হয় নাই, এমন কথা বলা যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী যুবক,—বিদ্যার ছাপ ত তাঁহার নামের পশ্চাতেই মুদ্রাঙ্কিত। বুদ্ধিও তাঁহার অসাধারণ ছিল। পাশ করিয়া তিনি দিনাজসাহী জেলায় গিয়া বসিবেন স্থির করিলেন। শুনিয়াছিলেন, সেখানে কাযকর্ম্মও যথেষ্ট—এবং 'বার'ও তেমন 'ষ্ট্রং' নহে। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে, ভবানীপুরে তাঁহার এক স্বগ্রামের উকীলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যান। তাঁহার হাতে একটি ক্ষুদ্র ব্যাগ ছিল। উকীলবাবুর সঙ্গে প্রথম শিষ্টাচারের পর বলিলেন, "আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে।"

উকীলবাবু বলিলেন,—"ব্যাপার কি ?"

"আজ্ঞে, আপনার জন্তে কিঞ্চিৎ উপহার এনেছি, আপনাকে গ্রহণ করতে হবে।"

উকীলবাবু কিছু কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি উপহার এনেছ হে ?"

সুবোধ তখন ধীরে ধীরে ব্যাগটি খুলিলেন। তাহার ভিতর হইতে বাহির হইল—একটি চক্‌চকে নূতন আলপাকার চাপকান এবং একটি ঝক্‌ঝকে নূতন শামলা। জিনিস দুইটি বাহির করিয়া সুবোধ বলিলেন, "এইগুলি অনুগ্রহ ক'রে আপনাকে নিতে হবে।"

উকীলবাবু সুবোধের এই অপ্রত্যাশিত প্রস্তাবে কিছু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "তা এ মন্দ নয়, কিন্তু মানেটা কি ?"

সুবোধ অত্যন্ত বিনয়ের সহিত বলিলেন, "মানে বুঝলেন না ?"

"কি, বল দিকিন ?"

"এ দুটি আপনি নিয়ে—আপনার পুরাণো চাপকান আর শামলাটি আমায় অনুগ্রহ ক'রে দিন।"

এতক্ষণে উকীলবাবু অন্ধকারে যেন আলোক দেখিতে পাইলেন। হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, "বেশ বেশ—বুদ্ধি করেছ ভাল।"

সুবোধ বলিলেন, "আজ্ঞে, যাচ্ছি নতুন যায়গায় ওকালতী করতে। একে আনকোরা নতুন উকীল,—তার উপর যদি নতুন শামলা আর চাপকান দেখে, তা হ'লে মক্কেল কি আর কাছে ঘেঁসবে ?"

উকীলবাবু বলিলেন, "দেখ হে—আমি ব'লে দিচ্চি—তুমি শীগগিরই পসার ক'রে তুলতে পারবে। তুমিই বারের উপযুক্ত লোক।"

এইরূপে পুরাতন চাপকান ও শামলা সংগৃহীত হইল। নিজ নবীনত্ব ভাল করিয়া ঢাকিবার প্রয়াসে, সুবোধচন্দ্র কবিরাজী দোকান হইতে এক শিশি পাকতৈল কিনিয়া আনিয়াছিলেন. ইচ্ছা ছিল, মাথায় মাখিয়া সমুখের চুলের কিয়দংশ শুভ্র করিয়া ফেলিবেন। কিন্তু একটা দুর্ব্বলতার মুহূর্ত্তে স্ত্রীর নিকট কথাটা ফাঁস করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরদিন শুনিলেন, বিড়ালে শিশিটা টেবিলের উপর হইতে কেমন করিয়া ফেলিয়া দিয়াছে, শিশি ভাঙ্গিয়া তেলটুকু নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু দিনকাল কি ভয়ানকই পড়িল। যে এত বুদ্ধি ধরে, সেও চারি বৎসর ধরিয়া দিনাজসাহীর বার লাইব্রেরীতে যাতায়াত করিয়া মক্কেল জুটাইতে পারিল না।

সুবোধচন্দ্রের বাসাটি সদর রাস্তার ধারেই। ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহখানি—রাস্তার উপর একটি ফটক আছে—তাহার পর সামান্য একটু কম্পাউণ্ড—তাহার পর গৃহের বারান্দা। বাড়ীটির ভাড়া মাসে ২০ টাকা করিয়া, কিন্তু তিন চারি মাস ভাড়া বাকী পড়িয়া গিয়াছে। যে মুদীর দোকান হইতে চাউল প্রভৃতি আসে—তাহারও শ'খানেক টাকা প্রাপ্য। বাড়ীওয়ালা ও মুদী, সুবোধবাবুকে বিষম বিরক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। দিনাজসাহীতে আসিয়া তাঁহার ধনরত্ন [illegible] না

হউক, তিনি দুইটি কন্যারত্ন উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আর উপার্জ্জন করিয়াছেন একটি বন্ধুরত্ন—জগৎপ্রসন্নবাবু। জগৎবাবুর সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা। জগৎবাবুও একজন নব্য উকীল, তবে তাঁহার অবস্থা সুবোধচন্দ্রের মত শোচনীয় নহে। তাঁহার পিতা স্থানীয় উকীল ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর, পুরাতন মক্কেলগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার পুত্রকে পরিত্যাগ করে নাই।

——

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শীতের প্রভাত। আফিসে বসিয়া, চিনি অভাবে গুড় দিয়া সুবোধবাবু চা-পান করিতেছিলেন। স্বদেশীর কল্যাণে এখন আর তাহাতে তাঁহার লজ্জা নাই। গর্ব্বের সহিত লোককে বলিয়া থাকেন—"দোকানদার বেটাদের বিশ্বাস নেই মশায়। দেশী চিনি ব'লে যা দেয়, তা যাভার চিনি। লোকে মনে করে, হলদে চিনি হলেই দেশী হয়, শাদা দানাদার চিনিই কেবল বিদেশী, কিন্তু তা মহা ভুল। যাভা, মরিশস প্রভৃতি দেশ থেকে রাশি রাশি হলদে চিনি আমদানি হচ্চে। তার চেয়ে মশায় আমি গুড়ই নিরাপদ মনে করি।"

সুবোধবাবুর চা-পান শেষ হইয়া গেল। পেয়ালা লইয়া যাইবার জন্য ঝিকে ডাকাডাকি করিলেন, কিন্তু সাড়া পাইলেন না। তখন অগত্যা নিজেই পেয়ালা বাড়ীর মধ্যে লইয়া গেলেন। স্ত্রীর নিকট শুনিলেন, আজ ঝি বাকী বেতনের জন্য মহা গণ্ডগোল করিয়া, রাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। বলিয়াছে—নালিস্ করিয়া টাকা আদায় করিয়া লইবে।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, নিজ হস্তে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া সুবোধচন্দ্র বাহির হইয়া আসিলেন। কলেজে পাঠকালে, অন্যান্য 'ইয়ং বেঙ্গলের' ন্যায়, তিনিও ধূমপান করিতেন না। বারে আসিয়া দেখিলেন, বিজ্ঞ উকীলগণ সকলেই ধূমপান করিয়া থাকেন; অল্প-বিস্তর 'ইত্যাদি'ও পান করেন। কেবল নব্য উকীলগণই সর্ব্বপ্রকার পানবিমুখ। দেখিয়া অবিলম্বে সুবোধবাবু দুই টাকা মূল্যের এক গড়গড়া কিনিয়া ফেলিলেন। আট আনার একসের তামাকে তাঁহার পনেরো দিন চলিতে লাগিল। খবর লইয়া জানিলেন, 'ইত্যাদি'র দাম অনেক—তিন টাকার কম এক বোতল পাওয়া যায় না। সুতরাং ইত্যাদি করিতে ক্ষান্ত রহিলেন। মাসে এক টাকার তামাক পোড়াইয়াও যখন পশার হইল না, তখন সুবোধবাবু একদিন রাগ করিয়া তামাক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুই দিন যাইতে না যাইতেই আবার ধরিতে হইল—"কম্‌লি" তাঁহাকে ছাড়িল না। তবে এখন তিনি যে তামাক ব্যবহার করেন, তাহা আট আনা সের নহে—চারি আনা সের মাত্র।

শীতের প্রভাত উত্তীর্ণপ্রায়। আজ রবিবার—কাছারি যাইতে হইবে না। নিশ্চিন্তমনে সুবোধচন্দ্র ধূমপান করিতে লাগিলেন—আর আপনার অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সামান্য যাহা পৈতৃক পুঁজি ছিল, তাহা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। তাহার পর স্ত্রীর অলঙ্কারগুলিও একে একে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। এমন করিয়া কত দিন আর চলিবে? কি উপায় হইবে? ইদানীং বিজ্ঞাপন দেখিয়া অনেক স্থানে কর্ম্মের জন্য আবেদন করিয়াছেন, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। দিন দিন খরচবৃদ্ধিই হইতেছে—আয়ের অঙ্ক শূন্য বলিলেই হয়। মাঝে মাঝে কমিশন করিয়া কিছু পান, কিন্তু তাহাতে কোনমতেই সঙ্কুলান হয় না। ভাবিতে লাগিলেন—আর ধূমপান করিতে লাগিলেন। বাহিরে মোহনভোগওয়ালা, 'ঘী—গাওয়া-ঘী'ওয়ালা রাস্তা দিয়া হাঁকিয়া যাইতেছে। মক্কেলহীন নির্জ্জন গৃহে বসিয়া, চারি আনা সেরের এক ছিলিম তামাক সুবোধবাবু নিঃশেষে ভস্ম করিয়া ফেলিলেন।

এমন সময় বাহিরে হাতায় পদশব্দ শ্রুত হইল। কে আসে? মক্কেল নহে ত? নিকটস্থ আলমারীর মস্তক হইতে সুবোধবাবু একখানি পুরাতন ব্রীফ চট্ করিয়া পাড়িয়া লইয়া, অত্যন্ত মনোযোগের সহিত তাহা পাঠ করিতে লাগিলেন।

পদশব্দ কম্পাউণ্ড হইতে বারান্দায় উঠিল। পরমুহূর্ত্তে জগৎপ্রসন্নবাবু প্রবেশ করিলেন। তাঁহার হস্তে একখানি সংবাদপত্র।

ব্রীফ সরাইয়া রাখিয়া, সুবোধবাবু বন্ধুকে স্বাগত সম্ভাষণ করিলেন।—"আরে এস এস—এত সকালে কি মনে ক'রে?"

"আর ভাই ব'সে ব'সে কি করি—আসা গেল একটু গল্পগুজব করতে।"

"বেশ করেছ। আমিও একলাটি ছটফট্ ক'রে মরছিলাম। আজকের 'বেঙ্গলী' না কি? দেখি।"

কাগজ লইয়া সুবোধবাবু চাকরি খালির বিজ্ঞাপন অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। জগৎবাবু বলিলেন, "শুনেছ? পরশু বেলা ৭টার সময় ফুলার সাহেব এসে পৌছবেন।"

সুবোধ বলিলেন, "৭টার সময়? শুনে খুসী হলাম। আমার বাড়ী আসবেন না ত?"

জগৎ হাসিয়া বলিলেন, "বলা যায় কি? আসেনই যদি—এত ভয় কেন?"

"না ভাই—আমার স্বদেশী ঘরকন্না, তাতে ঝি-টিও পালিয়েছে। তাঁকে খাতির করব কি ক'রে?"

"খাতির যদি করতে পার, তা হ'লে সুবিধে ক'রে নিতে পার,—তা জান সুবোধ? বেচারি যেখানে যাচ্ছে—কেউ খাতির করছে না! কোনও মিউনিসিপালিটি অভ্যর্থনা করছে না—অনেক যায়গায় ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ড পর্য্যন্ত অভিনন্দনপত্র দেবার প্রস্তাব ক'রে বে-সরকারী সভ্যদের কাছে হার মেনে যাচ্ছে।"

সুবোধ পরিহাসচ্ছলে বলিলেন, "খাতির করলে একটা চাকরি-বাকরি পাওয়া যায় ত বল, আমি নিজে একটা অভিনন্দনপত্র দিয়ে ফেলি।"

"শোননি—পূর্ব্ববঙ্গের একজন উকীল ফুলার সাহেবের নামে একটা কবিতা রচনা ক'রে গভর্ণমেণ্ট প্লীডারের পদ পেয়ে গেছে।"

সুবোধচন্দ্রের জীবনে এই একটা পরম মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইল। পরিহাস করিয়া যাহা প্রস্তাব করিয়াছিলেন, হঠাৎ গম্ভীরভাবে সে কথাটা মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বলিলেন, "যা বলেছ। একটা গভর্ণমেণ্ট প্লীডারী পেলে যে গো-জন্ম থেকে উদ্ধার হয়ে যাই। কি করা যায় বল দেখি?"

জগৎবাবু কিন্তু কথাটা পরিহাসের ভাবেই গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, "ইংরিজি কবিতা লিখতে পারবে?"

"না। কখনও দুটো লাইন মেলাইনি।"

"চেষ্টা ক'রে দেখ না। একটা কবিতা লিখে, সোনার জলে ছাপিয়ে ফেল। ফুলার সাহেব আসবার দিন সেইটে বিতরণ কর,—আর ফুলার সাহেবকেও এক কাপি পাঠিয়ে দাও। এই করিদসিংহের সরকারী উকীল, মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান হয়েও অভিনন্দন দেন নি—তাঁকে নিয়ে গোলযোগ চলছে। চাই কি তাঁর পদটা পেয়ে যেতে পার।"

সুবোধ উত্তর না করিয়া, কপালে হাত দিয়া বিষম চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন।

জগৎপ্রসন্ন পূর্ব্ববৎ পরিহাসের স্বরে বলিয়া যাইতে লাগিলেন,—"দাও, কাগজ-কলম বের কর। আমি না হয় তোমায় সাহায্য করছি। ছেলেবেলায় আমার কবিতা লেখা অভ্যাস ছিল। কি ব'লে আরম্ভ করা যায়? Hail Fuller—Lord of East Bengal—তার পর, কি মিল করা যায় বল দেখি?"

সুবোধ উত্তর না করিয়া পূর্ব্ববৎ ভাবিতে লাগিলেন। জগৎ বলিলেন, "তার চেয়ে বরং Hail Bamfylde Fuller—Lord of half Bengal—শুনতে বেশ গম্ভীর। মিল করা যায় কি? Bengalএর সঙ্গে 'all', 'call', 'fall', অনেক মিলই ত আছে। হাঁ হাঁ—হয়েছে।

Hail Bamfylde Fuller—Lord of half Bengal,
How glad are Dinajshahi people all
To-to—

তার পর কি হে? বল না। সব কবিতাটাই আমি রচনা করব—আর তুমি ফাঁকি দিয়ে গভর্ণমেণ্ট প্লীডার হবে?"

সুবোধ বলিলেন, "না হে—কবিতার কায নয়। আমি আর একটা কথা ভাবছি।"

"মনে হয়েছে।

To welcome thee to their most ancient town,
The worthy representative of the Crown,

না। 'Worthy' কেটে কর 'glorious'—সবটা শোন দিকিন—লিখে নাও—

Hail Bamfylde Fuller—Lord of half Bengal,
How glad are Dinajshahi people all
To welcome thee to their most ancient town,
The glorious representative of the Crown—

লিখে ফেল—লিখে ফেল। এমন ভাবরত্ন হারিয়ে গেলে আর পাওয়া যাবে না।"

সুবোধ বলিলেন, "দেখ, আমায় গোটা পঞ্চাশ টাকা ধার দিতে পার ?"

জগৎ কৃত্রিম রোষ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা বেল্লিক বেরসিক তুমি ত হে! হচ্চে কবিতার চর্চ্চা। এমন সময় বল্লে কি না টাকা ধার দিতে পার? যাও, আমি তোমার কবিতা রচনায় সাহায্য করব না।"

সুবোধের মুখে হাসি নাই। তাঁহার ললাট কুঞ্চিত। বলিলেন, "না, ঠাট্টা নয়। গোটা পঞ্চাশেক টাকা দাও। আমার মাথায় একটা মৎলব এসেছে।"

"কি মৎলবটা শুনি ?"

"বড় দাঁও পেয়েছি। বড় আইডিয়াটাই আমার মাথায় তুমি ঢুকিয়ে দিয়েছ। গভর্ণমেণ্টকে ঠকিয়ে আমি একটা সুবিধে ক'রে নেবই নেব। দেখি এস্পার কি ওস্পার।"

জগৎ একটু বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কি করতে চাও ?"

"ফুলার সাহেবকে অভ্যর্থনা করব।"

"কি পাগল! কে তুমি? রাজা নও, জমিদার নও, বড় চাকরিও কর না,—তোমার অভ্যর্থনা ফুলার সাহেব নেবেনই বা কেন? তোমায় কি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ষ্টেশনে যেতে নেমন্তন্ন করবেন? দরবারের কার্ড পাবে? প্রাইবেট ইণ্টারভিউ করবার সুযোগ পাবে?"

"নাই পেলাম। কিন্তু আমি এমন পন্থা অবলম্বন করব, যাতে ফুলার সাহেবের নজরে প'ড়ে যাবই যাব। তা হ'লেই কার্য্যোদ্ধার।"

জগৎ বাবুর মুখ হইতে হাস্যপরিহাসের ভাব এখন তিরোহিত। বলিলেন, "কি পাগলামি করছ? দেশ-শুদ্ধ লোক কেউ ফুলার সাহেবকে অভ্যর্থনা করবে না —তুমি একা করবে? তুমি দেশদ্রোহীর মত নিজের স্বার্থের জন্তে দেশ-নায়কদের মতের বিরুদ্ধে কায করবে ?"

সুবোধ বলিলেন, "জগৎ, তুমি ছেলেমানুষের মত কথা বলছ। আজ যে চার বছর ধ'রে এখানে প'ড়ে প'চে মরছি,স্ত্রীর গহনা বিক্রী ক'রে বাসাখরচ চালাচ্ছি, দেশ-নায়কেরা কোনও দিন কি আমায় ডেকে জিজ্ঞাসা করেছেন—"ওহে, তোমার ঘরে আজ চাল আছে ত ?'—ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্তে আমি দুধ কিনতে পারিনে; শুধু কোলের মেয়েটির জন্তে এক সের ক'রে দুধ নিই; অন্য ছেলে-মেয়েদের আমার স্ত্রী সুজী সিদ্ধ ক'রে চিনি দিয়ে খাওয়ায়—তা তুমি খবর রাখ? নিয়মিত মাইনে পায় না ব'লে কোন ঝিই বেশী দিন টেঁকে না,—কুয়ো থেকে জল তুলে তুলে আর বাসন মেজে মেজে আমার স্ত্রীর হাত দুটি শক্ত হয়ে গেছে। আমি যদি একটা সুযোগ পেয়ে নিজের উন্নতি ক'রে নিতে পারি ত কেন নেব না? সত্যি সত্যি যে, এই নতুন আসাম গভর্ণমেণ্টের উপর আমার ভক্তি উছ্‌লে উঠছে, তা ত নয়। গভর্ণমেণ্ট আমাদের সর্ব্বস্বটা নিয়ে যাচ্ছে—আমি গভর্ণমেণ্টকে ফাঁকি দিয়ে একটা সরকারী উকীলগিরি যদি নিতে পারি ত ক্ষতিটা কি? কত কাল আর এ রকম ক'রে পাওনাদারের কাছে প্রতিদিন অপমানিত হব,—ছেঁড়া জুতো ছেঁড়া কাপড় প'রে বেড়াব ?"

জগৎপ্রসন্ন কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। শেষে বলিলেন, "কি করবে স্থির করেছ ?"

"বাড়ীটে বেশ ক'রে সাজাব।"

"তাতেই তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হবে ?"

"না, তা হবে না। সেটা উপক্রমণিকা মাত্র, বীজ-বপন মাত্র। তার পর আপনিই সমস্ত যোগাড় হয়ে উঠবে। এমন অবস্থা হয়ে দাঁড়াবে যে, ফুলার সাহেবের সু-নজরে প'ড়ে যাব— কায বাগিয়ে নেব।"

"যোগাড়টি হবে ত? না, শুধু লোকগঞ্জনাই সার হবে ?"

"ঠিক যোগাড় হবে। কিন্তু তুমি সাহায্য না করলে হবে না।"

"আমায় কি করতে হবে ?"

"যখন যেমন বলব, তখন তেমন করবে। আপাততঃ আমি বাড়ী সাজালে পর, তুমি পথে ঘাটে আমার খুব নিন্দে ক'রে বেড়াও।"

"সে কায শক্ত নয়,—তা পারব।"

"আর খুব সাবধান, তোমার আমার মধ্যে যে এই ষড়যন্ত্রটি চলছে—বাইরের লোক কেউ যেন ঘুণাক্ষরে জানতে না পারে!"

"তার জন্তে ভয় নেই।"

"তাই হ'লেই হ'ল। টাকাটা আজই কিন্তু চাই।"

"আচ্ছা—আমি বাড়ী গিয়ে মুহুরীর হাতে পাঠিয়ে দিচ্ছি।" বলিয়া জগৎপ্রসন্ন গাত্রোত্থান করিলেন।

সুবোধও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিলেন। যাইবার সময় জগৎ বলিলেন, "দেখ, ষড়যন্ত্র জিনিষটের ভিতর একটু মাদকতা আছে। এখনি যেন নেশাটা আমায় চেপে ধরছে। এ খেলা মন্দ নয়। তবে হার হবে কি জিৎ হবে, সেইটিই সংশয়।"

সুবোধ বলিলেন, "ঈশ্বরেচ্ছায় আসাম গভর্ণমেণ্টের এই উন্মাদ ব্যাধিটুকু কিছুদিন টিকে যাক্—আমাদের ষড়যন্ত্রটি সফল হবে। এখন আমার অদৃষ্ট।"

"আর-আমার হাতযশ।"—বলিয়া জগৎ সহাস্যে সুবোধের করমর্দ্দন করিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অদ্য সোমবার। কল্য প্রভাতে লাটসাহেব আসিবেন। অথচ নগরবাসী কেহ কোন উৎসবের আয়োজন করিতেছে না। বঙ্গভঙ্গজনিত শোক ও অপমান সকলেরই মনে জাগরূক রহিয়াছে। নূতন লাটসাহেবকে সকলেই বিদ্বেষের চক্ষে দর্শন করিতেছে। মিউনিসিপালিটির বে-সরকারী সভ্যগণ অভিনন্দন করিবার বিরুদ্ধে রেজোলিউশন করিয়াছেন। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভাতেও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বিশেষ চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। সেখানেও অভিনন্দন দিবার প্রস্তাব উথাপিত করিয়া গভর্ণমেণ্ট-পক্ষ ভোটে পরাজিত হইয়া গিয়াছেন। স্থানীয় যে সকল বড় জমিদার সমস্ত সাধারণ কার্য্যে অগ্রসর ছিলেন, তাঁহাদের অধিকাংশ লোকেই হঠাৎ পীড়াগ্রস্ত হইয়া বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য নানা স্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। কেবল সম্প্রতি জনৈক মুসলমান ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও সাবরেজিষ্ট্রার সাহেবের বিশেষ চেষ্টায় জন কুড়ি মুসলমান লইয়া একটি "আঞ্জুমান-ই-ইস্‌লামিয়া" সভা গঠিত হইয়াছে—সেই সভার পক্ষ হইতে দরবারে লাটসাহেবকে এক অভিনন্দনপত্র দেওয়া হইবে। দুঃখের বিষয়, আঞ্জুমানের বে-সরকারী সভ্যগণের মধ্যে কেহই ইংরাজি ভাষা ভালরূপ অবগত ছিলেন না। দরবারে অভিনন্দনপত্র পাঠ করে কে? এই বিষম সমস্যার বিষয় তারযোগে অবগত হইয়া, ঢাকার নবাব বাহাদুর একজন ইংরাজি-জানা পারিষদকে দিনাজসাহীতে পাঠাইয়া দিয়াছেন।

সোমবার প্রভাতে উঠিয়া, নগরবাসিগণ এক আশ্চর্য্য ঘটনা অবলোকন করিল। সুবোধবাবু উকীলের বাটী সজ্জিত করিবার জন্য দশ বারো জন লোক লাগিয়া গিয়াছে। রাশি রাশি ঝাউ ও দেবদারু-পত্র আনিয়াছে। কয়েকটা সত্তশ্ছিন্ন কদলীবৃক্ষ দেখা গেল। দেখিতে দেখিতে সুবোধবাবুর ফটকের উপর বাখারীর 'আর্চ্চ' তৈয়ারী হইয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে সে 'আর্চ্চ' দেবদারুপত্রে মণ্ডিত হইয়া উঠিল। দুই পার্শ্বে দুইটি কদলীবৃক্ষ রোপিত হইল। প্রত্যেক বৃক্ষের নিম্নে একটি করিয়া হরিতালচিত্রিত পূর্ণঘট। গৃহের জানালাগুলির চারি পার্শ্বে গেঁদাফুলের মালা সাজাইয়া দেওয়া হইল। বাহিরের দেওয়ালের স্থানে স্থানে ঝাউপাতার বৃত্ত রচনা করিয়া তাহার কেন্দ্রদেশে বিবিধ বর্ণের ফুলের গুচ্ছ সংস্থাপিত হইল পত্র ও পুষ্পকে সজীব রাখিবার জন্য এক ব্যক্তি মাঝে মাঝে পিচ্‌কারি দিয়া সেগুলিতে জলসেচন করিতে লাগিল।

এই সমস্ত করিতে বেলা একটা বাজিয়া গেল। তাহার পর আহারাদি করিয়া, একখানি দরখাস্ত লিখিয়া সুবোধবাবু পুলিস আফিসে ছুটিলেন। দরখাস্তে প্রার্থনা ছিল, যেন তাঁহাকে শ্রীল শ্রীযুক্ত ছোট লাট সাহেব বাহাদুরের শুভাগমন উপলক্ষে, আগামী কল্য সন্ধ্যার সময় নিজ গৃহের কম্পাউণ্ডে কিছু বাজি পোড়াইবার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, দরখাস্ত পেশ হইবামাত্র পুলিস-সাহেব তাহা মঞ্জুর করিয়া দিলেন।

সুবোধচন্দ্র বাটী ফিরিয়া আসিয়া, বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া, আবার গৃহদ্বার সজ্জিত করিতে মন দিলেন। একখানি লম্বা তক্তা আনাইয়া তাহা শাদা কাগজে মুড়িয়া তাহার উপর লাল কাগজের কাটা অক্ষরে ফুলার সাহেবের প্রতি স্বাগত-সম্ভাষণসূচক শব্দসমষ্টি বসাইতেছিলেন, এমন সময় জাতীয় বিদ্যালয়ের কতিপয় যুবক ও বালক আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিল। একজন যুবক তাঁহাকে বিনীত নমস্কার করিয়া বলিল, "আপনি এ কি করছেন?"

সুবোধচন্দ্র অত্যন্ত ভালমানুষের মত বলিলেন, "কা'ল লাটসাহেব আসছেন কি না, তাই বাড়ীটে একটু সাজাচ্ছি।"

"কেউ বাড়ী সাজাচ্ছে না, আপনি সাজাচ্ছেন কেন?"

"কেন, তাতে দোষটা কি?"

"বঙ্গচ্ছেদের জন্যে সবাই এখন শোকে মগ্ন রয়েছে; এই কি উৎসবের সময়?"

"শোকে মগ্ন রয়েছে না কি? কেন, শোক কিসের? সবাই ত বেশ হেসে খেলে বেড়াচ্ছে দেখ্‌ছি।"

"আপনি কি তবে বঙ্গচ্ছেদ আনন্দের বিষয় ব'লে মনে করেন?"

সুবোধচন্দ্র একটু বিপদে পড়িলেন। বিগত ৩০শে আশ্বিন যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে তিনি উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছিলেন—"ভাই বাঙ্গালী—মায়ের অঙ্গে এ খড়্গাঘাত—এ রুধিরপাত—যত দিন এর প্রতিবিধান না হবে, তত দিন যেন কোন বিলাস-বিভ্রমে আমরা মগ্ন না হই"—ইত্যাদি।

সুবোধচন্দ্র নীরব রহিলেন। বালকেরা অনেক কাকুতি-মিনতি করিল। একজন বলিল, "আপনার পায়ে ধরি, এ সব ভেঙ্গে ফেলুন।"

সুবোধচন্দ্র বলিলেন, "এত খরচ ক'রে কর্‌লাম, সব নষ্ট হবে?"

বালকেরা বলিল, "আপনার যা খরচ হয়েছে বলুন,—আমরা স্কুল থেকে চাঁদা তুলে,নিজেদের জলখাবারের পয়সা থেকে বাঁচিয়ে আপনার ক্ষতিপূরণ ক'রে দেব। অনুমতি করুন, আমরা নিজে এ সব ভেঙ্গে ফেলি।"

সুবোধচন্দ্রের বুকের মধ্যে হঠাৎ একটা ব্যথা বাজিয়া উঠিল। কিন্তু তাহা মুহূর্ত্তের জন্য মাত্র। একটু ক্রোধের ভাণ করিয়া বলিলেন, "যাও যাও, বিরক্ত কোরো না। সকল কাযেই তোমরা খোঁচা দিতে শিখেছ। যাও, লেখাপড়া কর গে।

বালকেরা তখন হতাশ হইয়া ফিরিয়া গেল। সুবোধ ভাবিলেন—এ সকল বালক যেরূপ দুর্দ্দান্ত, কি জানি, রাত্রে আসিয়া যদি সব ভাঙ্গিয়া দেয়? তৎক্ষণাৎ পোষাক পরিয়া পুলিস-সাহেবের কুঠীর অভিমুখে ছুটিলেন।

সেখানে পৌছিয়া শুনিলেন, সাহেব বাড়ী নাই—ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠীতে গিয়াছেন। সুবোধবাবু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাংলায় গিয়া পুলিস-সাহেবের নিকট নিজ কার্ড পাঠাইয়া দিলেন।

অবিলম্বে তাঁহার আহ্বান হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিস-সাহেব একত্র বসিয়া ছিলেন। সুবোধবাবু গিয়া উভয়কে সেলাম করিয়া দাঁড়াইলেন।

পুলিস-সাহেব বলিলেন, "কি বাবু? কি চাই?"

"হুজুর, কা'ল লাটসাহেব আসিবেন বলিয়া আমি আমার বাড়ী কিঞ্চিৎ সাজাইয়াছি। লোক-পরম্পরায় শুনিলাম, স্কুলের ছেলেরা রাত্রে আসিয়া সমস্ত ভাঙ্গিয়া দিবে।"

পুলিস-সাহেব বলিলেন, "আপনিই কি আজ বাজি পোড়াইবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন?"

"হাঁ হুজুর, আমিই।"

ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেবকে পুলিস-সাহেব বলিলেন, "ইঁহারই কথা আপনাকে বলিতেছিলাম।" সুবোধকে বলিলেন, "আচ্ছা, সে জন্য আপনার কোনও চিন্তা নেই। আপনার বাড়ীর সম্মুখে সমস্ত রাত্রি পাহারা দিবার জন্য আমি এখনই চারি জন কনষ্টেবল হুকুম করিতেছি।"

ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব স্মিতমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি উকীল?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"বেশ। আপনার রাজভক্তি দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, আপনি কল্য দরবারে উপস্থিত হইতে ইচ্ছা করেন?"

সুবোধ সবিনয়ে বলিলেন, "হুজুর, সে ত আমার সৌভাগ্যের কথা।"

"অল্ রাইট। আমি আপনাকে নিমন্ত্রণ কার্ড দিতেছি। আপনার নামটি কি?"

সুবোধ নাম বলিল। ম্যাজিষ্ট্রেট-সাহেব একখানি কার্ড লইয়া, স্বহস্তে সুবোধের নাম পূরণ করিয়া, তাঁহাকে দিলেন।

সুবোধ বাবু ঝুঁকিয়া সেলাম করিয়া, কার্ড লইয়া, মহোল্লাসে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

* *

পরদিন যথাসময়ে লাটসাহেবের আগমন হইল। কাছারির পোষাক পরিয়া, সুবোধ নিজ দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া ছিলেন। লাট সাহেবের ফেটন্ গাড়ী ক্রমে নিকটে আসিয়া পৌছিল। কমিশনর সাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই গাড়ীতে ছিলেন। ফুলার সাহেবকে দেখিবামাত্র সুবোধ নতমস্তকে সেলাম করিলেন। লাটসাহেব স্মিতমুখে হস্তোত্তোলন করিয়া তাঁহার সেলাম প্রত্যর্পণ করিলেন। কদলী বৃক্ষ ও পত্রপুষ্পের সজ্জা নিরীক্ষণ করিলেন। গেটের শীর্ষদেশে শাদা জমির উপর লাল অক্ষরে লেখা ছিল—

Long Live Fuller,
Welcome to Dinajshahi

দেখিয়া একটু মৃদুহাস্য করিলেন। ক্রমে ফেটন্ অদৃশ্য হইয়া গেল।

* * *

ঘোড়দৌড়ের ময়দানে শামিয়ানা টাঙ্গাইয়া দরবার সজ্জিত হইয়াছে। বেলা দশটার সময় দরবার। ৯টা বাজিলে পর, একখানি ঠিকা গাড়ী আনাইয়া সুবোধ-বাবু দরবারে উপস্থিত হইলেন। পয়সা বাঁচাইবার জন্য গাড়ীখানি বিদায় করিয়া দিলেন; পদব্রজেই গৃহে ফিরিবেন।

দরবারে লোকসংখ্যা অত্যন্ত অল্প। রাজা ও জমিদারের মধ্যে দুই তিন জন মাত্র উপস্থিত আছেন। বাকী সমস্তই গভর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারী—ডেপুটি, মুন্সেফ প্রভৃতি। স্থান পূরণ করিবার জন্য কাছারির আমলা-গণকেও নিমন্ত্রণ কার্ড দেওয়া হইয়াছে। ইহাতে গরীব আমলারা বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। তাহা-দের অল্প বেতন, কোন ক্রমে দিনের দিন কাটাইয়া দেয়। কাছারি যাইবার জন্য একসুট মাত্র পোষাক আছে, তাহা দরবারের উপযুক্ত নহে। অনেকে চোগা ও চাপকান চাহিয়া চিন্তিয়া সংগ্রহ করিয়াছে। যাহারা পারে নাই, তাহারা কাছারিরই সেই ছিন্ন চাপকান, মলিন শামলা এবং তালি দেওয়া জুতা পরিয়া আসিয়াছে—না আসিলে চাকরি যায়। ডেপুটি, মুন্সেফ, আমলা প্রভৃতি সরকারী চাকর ছাড়া, হিন্দুই বল আর মুসলমানই বল, বে-সরকারী লোক অত্যন্তই অল্পসংখ্যক। আঞ্জুমান-ই-ইস্লামিয়ার জন পনেরো মুসলমান সভ্য উপস্থিত হইয়াছেন।

ক্রমে শুভ্রকেশ প্রসন্নবদন ফুলার সাহেব দরবারে প্রবেশ করিলেন। সকলে নীরবে দণ্ডায়মান হইল। আঞ্জুমান ই-ইস্লামিয়ার অভিনন্দনপত্র পঠিত হইল। ফুলার সাহেব প্রথমে ইংরাজিতে ও পরে উর্দ্দু ভাষায় বক্তৃতা করিলেন। তাহার পর "ইণ্ট্রোডক্সনের" পালা।

ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব একে একে বড় বড় লোকগণকে লাট সাহেবের নিকট উপস্থিত করিলেন। সুবোধ-বাবুও সাহস পূর্ব্বক ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব তাঁহাকেও লাট সাহেবের নিকট পরিচয় করিয়া দিলেন। ফুলার সাহেব সুবোধের সহিত করমর্দ্দন করিয়া বলিলেন, "তুমিই কি আসিবার সময় পথে আমাকে সেলাম করিয়াছিলে?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"তোমার গৃহ বেশ সাজানো হইয়াছিল। আমি তোমার সুরুচির প্রশংসা করি। তুমি উকীল?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"উকীলেরা ভারি রাজদ্রোহী—আমি তাহাদের উপর অত্যন্ত চটিয়াছি। তুমি দেখিতেছি সুরেন্দ্র ব্যানার্জ্জির ইঙ্গিতে বাঁদরনাচ নাচিতে সম্মত হও নাই।"

"আমি লোকের কথায় নিজ কর্ত্তব্য বিস্মৃত হই না হুজুর।"

"বেশ। তুমি বৈকালে সার্কিট হাউসে আমার সঙ্গে প্রাইভেট ইণ্টারভিউ করিতে আসিও।"—বলিয়া ফুলার সাহেব সুবোধকে বিদায় দিলেন। পরে অন্য-লোক "ইণ্ট্রোডিউস" হইল।

ক্রমে দরবার ভঙ্গ হইল। সুবোধ বাহির হইয়া আসিতেছিলেন; এমন সময় ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব তাড়া-তাড়ি আসিয়া, পকেট হইতে একখানি প্রাইভেট ইণ্টারভিউর নামহীন কার্ড বাহির করিয়া, সুবোধকে দিলেন। বলিলেন,—"তোমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন; His Honour স্বয়ং তোমাকে আহ্বান করিয়াছেন। যথাসময়ে উপস্থিত হইও।"

সুবোধ 'যে আজ্ঞে' বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

হঠাৎ এ কি হইল? গত পরশ্বদিন জগৎপ্রসন্ন ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিল—"দরবারের কার্ড পাবে? প্রাইভেট ইণ্টারভিউ করতে নিমন্ত্রণ হবে?"—সবই ত হইল। এখন গভর্ণমেণ্ট প্লীডারিটাই কি ফস্কাইয়া যাইবে? আশ্চর্য্য! যাহা স্বপ্নাতীত ছিল, সে সমস্তই ঘটিয়া যাইতেছে। তবে কি সুদিন উপস্থিত হইল? এত দিনের পর কি গ্রহদশা খণ্ডিত হইল?

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে, ধীরে ধীরে সুবোধ-চন্দ্র গৃহাভিমুখে পদচালনা করিলেন।

বাড়ীর কাছাকাছি আসিয়া, রাস্তার অপর পার্শ্বে ক্ষণেক দাঁড়াইয়া স্বকৃত পত্রপুষ্পসজ্জা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। লাট সাহেব সজ্জিতকরণের সুরুচির প্রশংসা করিয়াছেন। অনিমেষ নেত্রে সুবোধবাবু নিজ কীর্ত্তি দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় এক অভাবনীয় বিপদ উপস্থিত হইল।

তিনি যে বাড়ীর সন্নিকটে দাঁড়াইয়া মুগ্ধ-নেত্রে নিজ গৃহশোভা দেখিতেছিলেন, তাহা একজন উকীলের বাড়ী। সেই বাড়ীর কয়জন দুষ্ট বালক, ছাদের

উপর হইতে, এক গামলা গোবর ও কাদা-গোলা জল সুবোধবাবুর মস্তক লক্ষ্য করিয়া ঢালিয়া দিল।

সুবোধচন্দ্র চকিতনেত্রে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। কে বিদ্রূপের স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল—Long live Subodh Babu—Welcome to Pandemonium."

গোবর ও কাদা-গোলা জল তাঁহার শামলা বহিয়া চাপকানে পতিত হইল। চাপকানকে রঞ্জিত করিয়া প্যাণ্টালুনের পদদ্বয় বহিয়া, জুতার মধ্যে প্রবেশ করিল। সুবোধবাবু জুতা চব্ চব্ করিতে করিতে যথাসাধ্য ত্বরিতপদে নিজ গৃহে প্রবেশ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সেই একটিমাত্র পোষাক—তাই গেল নষ্ট হইয়া। এখন কি পরিয়া সুবোধবাবু প্রাইভেট ইণ্টারভিউ করিতে যান?

স্নান আহার করিয়া তিনি অনাথবাবু ডেপুটির বাসায় ছুটিলেন। তাঁহাকে সকল অবস্থা জানাইয়া, একসুট পোষাক ধার চাহিলেন।

ডেপুটিবাবু বলিলেন, "মশায়, আচ্ছা, তা পোষাক না হয় দিচ্চি। কিন্তু আপনার এ কর্ম্মভোগ কেন? আমরা গোলামী কর্‌ছি—আমাদের সবই করতে হয়। কিন্তু আপনার বাড়ী সাজানই বা কেন? দরবারে যাওয়াই বা কেন? প্রাইভেট ইন্টারভিউ কর্‌বার এত আগ্রহ বা কেন?"

সুবোধবাবুর মুখখানি ছোট হইয়া গেল। বলিলেন, "সাহেব নিজে বলেছেন; না গেলে সেটা কি ঠিক হয়?"

ডেপুটিবাবুর হঠাৎ মনে হইল—এ সব কথা এ লোকটাকে বলাই ভাল হয় নাই। এ যদি ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কাছে গিয়া বলিয়া দেয়—তাহা হইলে আমার চাকরি লইয়া টানাটানি হইবে। সুতরাং আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন—"না—তা যাবেন বৈ কি! সাহেব নিজে বলেছেন—অবশ্য আপনার যাওয়া উচিত। বসুন, পোষাকটা নিয়ে আসি।"

প্রাইভেট ইণ্টারভিউ হইয়া গেল—বাজিও পুড়িল। রাত্রি ৯টার সময় শাল মুড়ি দিয়া, সুবোধচন্দ্র জগৎবাবুর গৃহে উপস্থিত হইলেন।

জগৎবাবু তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন, "সাবাস্—সাবাস্।·তুমি যা বল্লে, তাই হ'ল যে। তার পর, লাটসাহেবের কাছে গভর্ণমেণ্ট প্রীডারির কথা তুলেছিলে?"

সুবোধ বলিলেন, "পাগল! তা হ'লে সে সন্দেহ করবে। অতিভক্তি চোরের লক্ষণ। সে সব এখনও দেরী আছে। এখনও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে।"

"এবার কি কর্‌বে?"

"টেলিগ্রামের ফরম আছে?"

"আছে।"

"বের কর দিকিন খানকতক।"

জগৎবাবু টেলিগ্রামের ফরম বাহির করিলেন। সুবোধ বলিলেন—"বেঙ্গলী, অমৃতবাজার আর বন্দে মাতরম্ কাগজে তার পাঠাতে হবে।"

"কিসের তার?"

"আমার কীর্ত্তি।"

"সে হয়ে গেছে। বেঙ্গলীর সংবাদ-দাতা সুকুমারবাবু তোমার নামও লিখে দিয়েছেন। লিখে দিয়েছেন যে, বারের লোকের মধ্যে একমাত্র তুমিই বাড়ী সাজিয়েছিলে আর দরবারে উপস্থিত ছিলে।"

"আর সে গোবরজলের কথাটা?"

"সেটা বোধ হয় লেখেন নি।"

"আরে সেইটেই হ'ল আসল। এই দেখ, আমি টেলিগ্রাম মুসাবিদা ক'রে এনেছি। সুকুমারবাবুর টেলিগ্রামে আমার প্রতি যথেষ্ট গালাগালি নেই। সেইটে বড্ড দরকার। আর গোবরজলের কথাটা আর Welcome to Pandemoniumটা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। ওটা বড় dramatic হয়েছে। সাধারণের কল্পনাকে ভারি উত্তেজিত করবে।"

জগৎবাবু টেলিগ্রাম নকল করিয়া তৎক্ষণাৎ রওনা করিয়া দিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে সুবোধবাবু সেই মাত্র গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে আসিয়াছেন, দেখিলেন, কোতোয়ালি হইতে দুইজন দারোগা আসিয়া উপস্থিত। একজন দারোগা বলিলেন, "মশায়, শুনলাম না কি কা'ল আপনি যখন দরবার থেকে ফিরছিলেন, তখন কে ছাদ থেকে আপনার গায়ে গোবরগোলা জল ফেলেছে?"

"ফেলেছিল বটে।"

"এ কথা সাহেবদের কানে গেছে। পুলিস-সাহেব

আমাদের হুকুম দিয়েছেন, আপনি যদি মোকর্দ্দমা চালাতে ইচ্ছা করেন, তবে আমরা সাক্ষী-প্রমাণ ইত্যাদি সংগ্রহ ক'রে আপনাকে সাহায্য করব। দুঃখের বিষয়, এটা পুলিসগ্রহণীয় মোকর্দ্দমা নয়। হ'লে আমরা কালই সে বাড়ীর ধাড়িবাচ্ছা সবাইকে ধ'রে নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরতাম। আপনি আজ একটা নালিশ ক'রে দিন।"

সুবোধবাবু বলিলেন, "কাউকে ত দেখতে পাইনি, কার নামে নালিশ করব ?"

"ও বাড়ীতে ছেলেপিলে যারা আছে, তাদের নাম আমরা এখনি সংগ্রহ ক'রে দিচ্ছি। আর তাদের বাপ,—উকীল বাবুটি,-তিনি নিশ্চয় ওদের abet করেছেন। তাঁরও নাম লাগিয়ে দিন।"

সুবোধ কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন। শেষে বলিলেন, "পুলিস-সাহেবকে আমার সেলাম জানিয়ে বলবেন, আমি ত কাউকে দেখতে পাইনি, কাউকে সনাক্ত করতে পারব না। অবস্থায় নালিশ করলে কোনও ফল হবে না।"

দারোগা বাবুরা তখন দুঃখিত মনে প্রস্থান করিলেন।

সুবোধবাবু ধূমপান করিতে আরম্ভ করিলেন। ভাবিলেন—যে ছেলেরা আমার মাথায় গোবরজল ঢেলেছিল, তারা আমার আশাতীত উপকার করেছে। খবরটা এতক্ষণ বোধ হয় কলকাতায় বেরিয়ে গেল। সমস্তটা জড়িয়ে এমন একটা হৈ চৈ উপস্থিত হবে যে, আমার কার্য্যসিদ্ধি হ'তে বেশী বিলম্ব হবে না।

বাস্তবিক তাহাই হইল। তিন দিনের মধ্যে দেশময় ঢাঁটা পড়িয়া গেল। ইংরাজি কাগজ হইতে এই সংবাদ নকল করিয়া বাঙ্গালা কাগজের সম্পাদকেরা দীর্ঘ দীর্ঘ গালিপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিলেন। কেহ কেহ লিখিলেন, "এমন স্বদেশদ্রোহীকে অবিলম্বে সমাজচ্যুত করা উচিত।" একজন রসিক লেখক "সুবোধবাবুর পাপমুক্তি" নামক একটি কবিতায় লিখিলেন, গোবরজল অতি পবিত্র জিনিষ, লাট দরবারে ফুলার সাহেবের সহিত করমর্দ্দন করিয়া সুবোধবাবুর যে পাপসঞ্চয় হইয়াছিল, গোবরজলে তাহা ধৌত হইয়া গিয়াছে।—এই উপলক্ষে ইংলিসম্যান প্রভৃতি কাগজেও সুবোধবাবুর নাম উঠিয়া গেল। ইংরাজ সম্পাদকগণ লিখিলেন, পূর্ব্ববঙ্গে বাস্তবিক এখনও বহু বহু রাজভক্ত শিক্ষিত লোক বিদ্যমান আছেন, কেবল বদমায়েস লোকের হস্তে লাঞ্ছনার ভয়ে তাঁহারা নিজ নিজ রাজভক্তি প্রকাশ করিতে সমর্থ হন না। সুবোধবাবুর সৎসাহসের প্রশংসাও বাহির হইল।

এ দিকে দিনাজশাহীতে সুবোধবাবুর গঞ্জনার সীমা রহিল না। বারলাইব্রেরীতে প্রবেশ করিলেই অন্যান্য উকীলগণ তাঁহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া তীব্র মন্তব্য করিতে লাগিলেন। সুবোধবাবুর অনুপস্থিতিকালে একজন উকীল একদিন জগৎবাবুকে বলিলেন, "কি হে, তোমার বন্ধুর মৎলবটা কি? দারোগা হ'তে চায়, না ডেপুটি হ'তে চায়, না কি হ'তে চায়?"

জগৎবাবু রাগিয়া বলিলেন, "আর মশায়, জিজ্ঞাসা করবেন না। ও লোকটার উপর মর্ম্মান্তিক চটে গেছি।"

"তোমার সঙ্গে ওর এত বন্ধুতা—"

"বন্ধুতা! অমন লোককে বন্ধু ব'লে স্বীকার করতে অপমান বোধ হয়।"

"তোমার সঙ্গে কিছু কথাবার্ত্তা হয়েছে? এমনটাই করলে কেন? মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি?"

জগৎবাবু মুখখানা হাঁড়ি করিয়া বলিলেন, "আমি ওর সঙ্গে সেই দিন থেকে কথাবার্ত্তা বন্ধ করেছি।"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

লাট সাহেবের প্রস্থানের এক সপ্তাহ পরে, বারের প্রধান উকীল কিশোরীমোহন বাবুর পুত্রের বিবাহ উপস্থিত হইল। কিশোরী বাবু বৃদ্ধ, অতি ক্ষমাশীল অমায়িক প্রকৃতির লোক। সুবোধকে সকলেই অপদস্থ করিতে আরম্ভ করায়, তিনিই কেবল সুবোধের পক্ষাবলম্বন করিয়া মাঝে মাঝে দুই এক কথা বলিয়া থাকেন। তিনি বলিলেন, "সুবোধ কাযটা যা করেছে, তা অত্যন্ত গর্হিত সন্দেহ নেই। ছেলেমানুষ, না বুঝে ক'রে ফেলেছে। তাই ব'লে কি ওর উপর অমন ক'রে জুলুম করতে আছে! আহা, বেচারি কাগজে যা গালটা খেয়েছে, অন্য লোক হ'লে পাগল হয়ে যেত। যথেষ্ট হয়েছে, আর কেন? আর তোমরা ও কথা উত্থাপন কোরো না।"—ফলতঃ দুই চারি জনের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি সুবোধবাবুকেও বিবাহে নিমন্ত্রণ করিলেন।

সন্ধ্যাকাল। আফিস-কক্ষে বসিয়া সুবোধচন্দ্র

ধূমপান করিতেছিলেন। শালমুড়ি দিয়া জগৎবাবু আসিয়া দর্শন দিলেন।

"এস এস—আর যে দেখাই পাওয়া যায় না। দুটো মনের কথা বলবার ফুরসৎ পাইনে।"

জগৎবাবু বলিলেন, "আর ভাই, ব্যাপারটি যে রকম জমিয়ে তুলেছ, আসতে ভয় করে—পাছে ধরা প'ড়ে যাই। কিন্তু আসল কাযের ত কোনও চিহ্ন দেখছি নে,—কেবল কি গাল খেয়েই মরবে ?"

"আসল কাযই হবে। ভাল করে গোড়া বাঁধি আগে। সবুরে মেওয়া ফলবে হে—মেওয়া ফলবে।"

"কাগজে দেখলাম, ফরিদসিংহের সরকারী উকীলের চাকরি যাবে স্থির হয়েছে। একটা দরখাস্ত ঝেড়ে দাও না।"

"না ভাই—এ খণ্ডপ্রলয়ের পর 'বারে' আর সুবিধে হবে না। হলাম যেন সরকারী উকীল—কিন্তু বার-লাইব্রেরীতে কেউ আর আমার সঙ্গে কথা কবে না। তাতে কি সুখ হবে ?"

"তবে কি করবে ?"

"একটা ডেপুটিগিরি পেলেই ভাল হয়। বাঁধা মাইনে মাস গেলেই। হাকিমী পদটাও লোভনীয়।"

"তবে তাই দরখাস্ত কর না।"

"না, এখন নয়। আর একটু গোড়া বাঁধি দাঁড়াও।"

"আর কি গোড়া বাঁধবে ?"

"একঘরে হ'তে হবে। তোমরা আমায় একঘরে ক'রে দাও ; ব্যস্, আর কিছু চাইনে। তা হ'লেই ডেপুটিগিরি আমার বাঁধা।"

"আমি একলা একঘরে করলে ত হবে না।"

"কিশোরীবাবু ছেলের বিয়েতে নেমন্তন্ন করেছেন।"

"যাচ্ছ নাকি ?"

"অবশ্য।"

"তোমায় নেমন্তন্ন করা নিয়ে প্রথমে লোকে একটু গোলযোগ করেছিল। তার পর কিশোরীবাবু ব'লে কয়ে তাদের থামিয়ে থুমিয়ে দিয়েছেন।"

"ঐ ত মুস্কিল হয়েছে। তুমি এক কায কর। যখন খেতে বসা যাবে, তখন তুমি একটা গোলমাল বাধাও।"

"তার পর ?"

"তার পর আমি উঠে আসব। তার পর লম্বা টেলিগ্রাম কাগজে কাগজে।"

জগৎবাবু বলিলেন, "না হে—অত বাড়াবাড়িতে কায নেই। কাযটাও শক্ত। পারব না।"

"পারতেই হবে। এইটিই আসল—এরি উপর সব নির্ভর করছে। এইটে হ'লেই তখন গভর্ণমেণ্টের কাছে আমার দাবীর জোর হবে।"

অনেক বলা কহার পর জগৎবাবু রাজী হইলেন। এক পেয়ালা চা-পান করিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পরদিন নিমন্ত্রণ-সভায় যথাপরামর্শ কার্য্য হইল। জগৎবাবু উচিত মুহূর্ত্তে বলিলেন, "মহাশয়গণ, আমাকে ক্ষমা করবেন—আমি এ নিমন্ত্রণ-সভায় ভোজন করতে অক্ষম। সুবোধবাবুর মত দেশদ্রোহী ব্যক্তির সঙ্গে একত্র আহার করলে আমার জাতিপাত হবে।"

এই কথা শুনিয়া আরও কয়েকজন বলিল, "আমরাও খাব না।"—বলিয়া তাহারাও উঠিয়া পড়িল।

সুবোধবাবু উঠিয়া বলিলেন, "মশায়—একজনের জন্যে আপনারা এত জন কেন অভুক্ত ফিরে যাবেন ? তার চেয়ে আমিই উঠে যাচ্ছি।"—বলিয়া তিনি বায়ুবেগে বাহির হইয়া পড়িলেন।

এই গোলমালে বৃদ্ধ কিশোরীবাবু বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া, সুবোধের হাত দু'খানি ধরিয়া ফেলিয়া বলিলেন, "ভাই, চ'লে যেও না। এস, তোমায় আলাদা বসিয়ে খাইয়ে দিই।"

সুবোধবাবু তাঁহার হাত ছাড়াইয়া বলিলেন, "এত অপমান সহ্য হয় না।"—বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

বাড়ী আসিয়া, অন্যের বেনামীতে কাগজে কাগজে লম্বা টেলিগ্রাম পাঠাইয়া দিলেন। খবরের কাগজ-মহলে আবার হুলস্থুল বাধিয়া গেল। বাঙ্গালা কাগজের সম্পাদকগণ লিখিলেন, এইরূপ সামাজিক শাসন প্রবর্ত্তন করিয়া দিনাজশাহী যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহা সমস্ত জেলার অনুকরণযোগ্য।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আরও এক সপ্তাহ কাটিয়াছে। আপিস-কক্ষে বসিয়া সুবোধচন্দ্র জগৎবাবুর সহিত বাক্যালাপ করিতেছেন। সম্মুখে অন্ধকার ইংলিশম্যান কাগজ খোলা রহিয়াছে। তাহাতে লেখা আছে—"আমরা বিশ্বস্তসূত্রে

অবগত হইলাম, দিনাজপুরের উকীল বাবু সুবোধচন্দ্র হালদারকে আসাম গভর্ণমেণ্ট ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব্ পুলিসের কর্ম্ম দিতে সম্মত করিয়াছেন। পুলিস বিভাগে এইরূপ আইনজ্ঞ ব্যক্তিগণের প্রবেশই বাঞ্ছনীয়।"

সুবোধ বলিলেন, "তাই ত হে! এ যে ভাবিয়ে তুললে। এত কাণ্ড ক'রে—এত গাল খেয়ে—শেষে পুলিসের চাকরি!"

জগৎবাবু বলিলেন, "গভর্ণমেণ্ট ভাল ভেবেই দিয়েছে। এ আড়াইশো টাকায় আরম্ভ হবে—ডেপুটিগিরি দুশো টাকা বই ত নয়।"

"মাইনেটা মোটা বটে। কিন্তু যে দিনকাল পড়েছে—আমার ত মোটেই কাযটা লোভনীয় মনে হচ্ছে না। দেখ, এই এক মাস জালস্বদেশদ্রোহী সেজেই প্রাণটা ওষ্ঠাগত হয়ে উঠেছে। পুলিসে চাকরি নিলে ত আসল দেশদ্রোহী হ'তে হবে। কোথায় কে বিলিতী নুণ ফেলে দিয়েছে—যাও তাকে ধর। কোথায় কোন্ ছেলে বন্দে মাতরম্ বলছে—মার তার মাথায় রেগুলেশন লাঠি। সে ত ভাই আমি পারব না। তার চেয়ে 'বারে' আমার এ উপবাসই ভাল।"

জগৎবাবু বলিলেন, "দেখ আমার বোধ হয়, ডেপুটিগিরি পেলেই তুমি সন্তুষ্ট জানতে পারলে গভর্ণমেণ্ট তোমায় তাই দিতে চাইত। সেটা গভর্ণমেণ্টকে জানানো ভাল। যাও, শিলঙে গিয়ে না হয় একবার চীফ সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা কর।"

"এখনও সরকারী চিঠিপত্র কিছু পেলাম না, শুধু ইংলিশম্যানের এই প্যারা দেখেই ছুটব?"

"ইংলিশম্যানের ও প্যারা গভর্ণমেণ্টের চিঠিরই সমান।"

তাহাই স্থির হইল। সেই দিন রাত্রেই সুবোধচন্দ্র শিলঙ্ যাত্রা করিলেন।

পর সপ্তাহের আসাম গেজেটেই দেখা গেল, সুবোধবাবু অষ্টম গ্রেডের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন।

সুবোধ বাবু এখন ঢাকায় ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট। সৌভাগ্যবশতঃ এখনও তাঁহাকে কোনও স্বদেশী মোকর্দ্দমা বিচার করিতে হয় নাই। এখন আর তিনি গুড় দিয়া চা-পান করেন না, কাশীপুর কলের উৎকৃষ্ট দেশীয় চিনিই ব্যবহার করেন। আবার আট আনা সেরের তামাকই চলিতেছে।

হাতে হাতে ফল

প্রথম পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা হইয়াছে। সিরাজপুর ষ্টেশনের টেলিগ্রাফ আপিসে বসিয়া, ডাক্তার হরগোবিন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, সিগনালার বাবুকে বলিতেছিলেন, "তা, কিছু ভয় নেই। আমার সঙ্গে একজন লোক দিন, একটা পাউডার আর একটা মিকশ্চার এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি, দুঘণ্টা অন্তর খাওয়াবেন।"

সিগনালার বাবু বলিতেছেন, "আপনার কথা শুনে বড় আশ্বস্ত হলাম। এই একটিমাত্র ছেলে কি না, আমার স্ত্রী ত কেঁদে কেটে অস্থির হয়েছিলেন। আমাদের বড়ই ভয় হয়েছিল।"

এই বলিয়া সিগনালার বাবু দুইটি টাকা ভিজিট এবং একটি আধুলি গাড়ীভাড়া ডাক্তার বাবুর হাতে দিতে চাহিলেন।

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "ও কি? না—না, রাখুন।"

সিগনালার বাবু বলিলেন, "তা হ'লে যে বড়ই অন্যায় হয়!"

"না—না। কিছু অন্যায় হয় না। আপনার ছেলেটিকে আমি আরাম ক'রে দিই; তার পর না হয় একদিন—অমাবস্যে কি পূর্ণিমে দেখে, আমায় নেমন্তন্ন ক'রে ব্রাহ্মণভোজন করিয়ে দেবেন,—তার আর কি?"—বলিয়া ডাক্তার বাবু উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন। গরীব লোকের কাছে ইনি কখনও ভিজিট গ্রহণ করেন না।

এই সময়, বাহিরে প্ল্যাটফর্ম্মে, অনেক লোকের কণ্ঠে বন্দে মাতরম্ ধ্বনি শোনা গেল। ডাক্তার বাবু বলিলেন, "ও কি?"

"কলকাতা থেকে একজন স্বদেশী প্রচারক এসেছিলেন, তাঁকেই বোধ হয় লোকে গাড়ীতে তুলে দিতে এসেছে।"

উভয়েই বাহিরে গেলেন। প্রচারক মহাশয় বিখ্যাত "বীর ভারত" সংবাদপত্রের সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিনয়কৃষ্ণ সেন।

ডাক্তার বাবু সরকারী চাকর হইলেও, অন্যান্য সরকারী চাকরের ন্যায় মনে মনে পূর্ণমাত্রায় স্বদেশী। রাত্রিযোগে দেশী দোকানে গিয়া বস্ত্রাদি খরিদ করিয়া আনেন, লোকে এ প্রকার কানাঘুষা করিয়া থাকে। বিনয় বাবুর সঙ্গে আলাপ করিবার প্রলোভন তিনি সংবরণ করিতে পারিলেন না। দুই চারি মিনিট কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে, ভীমরবে ট্রেণও আসিয়া পড়িল।

উকীল, মোক্তার এবং ছাত্রগণে পরিবৃত হইয়া প্রচারক মহাশয় গাড়ীর দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার নিকট একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর রিটার্ণ টিকিট ছিল। একটি কামরা খুলিয়া যাই প্রবেশ করিতে যাইবেন, অমনি তন্মধ্যস্থিত এক সাহেব বলিল,—"এইও—কালা আদমিকা গাড়ী নেহি হায়।"

প্রচারক মহাশয় বলিলেন, "কেন সাহেব, আমার টাকাগুলোও কি কালা? আমারও দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট আছে।"—বলিয়া তিনি দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

একে হুকুম অমান্য করা, তাহাতে মুখের উপর জবাব, "বাদশাহ্-কা-দোস্ত" আর সহ্য করিতে পারিল না। উঠিয়া সেই ধুতি-কামিজ-রেশমী-চাদরধারী মূর্ত্তিমান্ রাজদ্রোহকে এক ধাক্কা দিয়া প্ল্যাটফর্ম্মে ফেলিয়া দিল। বিনয় বাবু "বীর ভারত" পত্রের সম্পাদক হইলেও, অত্যন্ত কৃশকায় ব্যক্তি। নিজ স্বাস্থ্যবল সমস্তই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পূজা দিয়া প্রমাণস্বরূপ কয়েকখানি কাগজ পাইয়াছিলেন। আর স্থানান্তরে পাইয়াছিলেন একযোড়া সোনার চশমা,—তাহার জন্য স্বতন্ত্র মূল্য দিতে হইয়াছিল। প্ল্যাটফর্ম্মে পড়িয়া তিনি বিশেষ আঘাত প্রাপ্ত হইলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার চশমাখানি চুরমার হইয়া গেল।

ইহা দেখিবামাত্র, তাঁহার সহচরগণ বন্দে মাতরম্ বলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল। দুই তিন জনে সাহেবটাকে টানিয়া বাহির করিয়া, তাহাকে বেদম প্রহার করিতে লাগিল;—কিল, চড়, ঘুঁসি ও লাথি। গোলমাল শুনিয়া গার্ডসাহেব সেই দিকে যাইতেছিলেন, কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাবন করিয়া, (পলায়

করিয়া নহে)—ব্রেকভ্যানে আরোহণ করিলেন। অনেক কষ্টে পার্শ্ববর্ত্তী ভদ্রলোকগণ পড়িয়া সাহেবকে উদ্ধার করিলেন;—তাহার মাথা ফাটিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

ডাক্তার বাবুও গোলমাল শুনিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। সাহেবের অবস্থা দেখিয়া, তাহাকে তিনি চিকিৎসার্থ হাঁসপাতালে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলেন সাহেব সম্মত হইল। ইতিমধ্যে কখন্ বিনয় বাবু গাত্রের ধূলা ঝাড়িয়া মধ্যশ্রেণীতে আরোহণ করিয়া বসিয়াছিলেন;—পরদিন নির্ব্বিঘ্নে কলিকাতায় পৌছিয়া "বীর ভারতে" এক ভীষণ প্রবন্ধ বাহির করিয়া ফেলিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

হরগোবিন্দ বাবু স্থানীয় হাঁসপাতালের সরকারী ডাক্তার। লোকটি বৃদ্ধ হইয়াছেন;—নেটিভ ডাক্তার হইলেও যথেষ্ট প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন। সহরে দুই জন এম-বি, কয়েক জন এল-এম-এস থাকা সত্ত্বেও হরগোবিন্দ বাবুর বিপুল পসার। তাঁহার উপর লোকের যেমন অগাধ বিশ্বাস, তেমন আর কাহারও উপর নহে। প্রাইভেট্ কল্ তাঁহার যথেষ্ট, এমন কি, সময়ে সময় ভদ্রলোক স্নানাহার করিবার পর্য্যন্ত সময় পান না।

হরগোবিন্দ বাবুর দুই পুত্র;—একটির নাম অজয়-চন্দ্র, কলিকাতা রিপন কলেজে বি-এ পড়ে, সম্প্রতি গ্রীষ্মাবকাশে বাড়ী আসিয়াছে। ছোটটির নাম সুশীল; স্থানীয় জেলা-স্কুলের ছাত্র। অজয়ের বিবাহ হইয়াছিল,—গত বৈশাখ মাসে বধূমাতাকেও আনা হইয়াছে।

রাত্রি দশটার পর হরগোবিন্দ বাবু হাঁসপাতাল হইতে ফিরিয়া আসিলেন। অজয় বলিল, "বাবা, সাহেবটা কেমন আছে?"

"ভাল আছে। মাথায় কিছু বেশী আঘাত পেয়েছিল, কিন্তু ভয় নেই। আহা, বেচারীকে বড্ড মেরেছে।"

অজয় বলিল, "তার যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল হয়েছে। শাদা রঙ ব'লে মনে ক'রে যেন লাট। বেশ হয়েছে।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "দেখ, সে অন্যায় করেছিল, তার আর সন্দেহ নেই। কিন্তু একটা লোককে পাঁচ জনে প'ড়ে মারাটা কি রকম বীরত্ব? একে ত ন্যায়যুদ্ধ বলে না!"

অজয় বলিল, "ইংরেজের [illegible] বাঙ্গালীর কখনও ন্যায়যুদ্ধ হ'তে পারে?"

"কেন?"

"সবই যে অন্যায়। দেখুন, এ নিয়ে যদি মোকদ্দমা হয়, তবে হাকিম কি ন্যায়বিচার করবে?"

ডাক্তার বাবু হাসিলেন। বলিলেন, "তোমার যুক্তিটে ত বেশ দেখছি! অন্যে অন্যায় করে, সেই নজিরে আমিও অন্যায় করব?"

অজয় সহসা এ কথার উত্তর দিতে পারিল না। একটু নীরব থাকিয়া বলিল, "দেখুন, এ রকম স্থলে সংখ্যা দ্বারায় ন্যায় অন্যায় স্থির হ'তে পারে না। একজন বাঙ্গালী, সে একজন মানুষ মাত্র। একজন ইংরেজ, সে একাধারে একজন মানুষ, একজন রাজজাতীয় এবং সম্ভবতঃ একজন রাজপুরুষ। সুতরাং একটা ইংরেজ তিনজন বাঙ্গালীর সমান বা তার চেয়েও বেশী। একজন আততায়ী ইংরেজকে তিনজন বাঙ্গালীতে মারলে কোনও দোষ হয় না।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "এ যুক্তির অবতারণা ক'রে তুমি নিজের জাতিকে অপমান করছ। একজন ইংরেজ, সেও একজন মানুষ মাত্র। হ'লই বা সে রাজপুরুষ, হ'লই বা সে রাজজাতীয়। সে রাজপুরুষ এবং রাজজাতীয় ব'লে কি সে গায়ে বেশী জোর পাচ্ছে?"

অজয় বলিল, "গায়ের জোর না থাক্, মনের জোর পাচ্ছে। মনের জোরই গায়ের জোর।"

পুত্রের এ যুক্তির সারবত্তা ডাক্তার বাবুকে স্বীকার করিতে হইল। বলিলেন, "তা ঠিক বটে। মনের জোরই গায়ের জোর। বলং বলং ব্রহ্মবলম্। মনের জোরকে উপলক্ষ ক'রেই শাস্ত্রকার ব্রহ্মবল বলেছেন বোধ হয়। কিন্তু তথাপি কিছুতেই আমি মনে করতে পারিনে, তিনজন বাঙ্গালী না হ'লে একজন ইংরেজের সমকক্ষতা করতে পারবে না। এরূপ ক্ষেত্রে, বাঙ্গালীর দিকেও কি মনের উপর আধিপত্য করবার মত বিশেষ ভাব কিছু নেই? বাঙ্গালী যখন আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করবার জন্যে, অত্যাচার নিবারণের জন্যে, মা-বোনের সম্মান বাঁচাবার জন্যে কোনও অত্যাচারী ইংরেজের প্রতি বলপ্রয়োগ করবে, তখন কি এই ভাব-গুলি থেকে তার বাহুতে বলবৃদ্ধি হবে না?"

এই সময় ভৃত্য আসিয়া বলিল, আহারের স্থান হইয়াছে। পিতা পুত্র তখন ভোজনকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতে,সাহেব-মারা ঘটনা লইয়া রাজপুরুষ-মহলে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব একেবারে আগুন হইয়া উঠিয়াছেন। পুলিসকে হুকুম দিলেন, তিন দিনের মধ্যে আসামী ধরিয়া বিচারার্থ প্রেরণ করিতে হইবে। তদন্তভার কোতোয়ালীর দারোগা বদনচন্দ্র ঘোষের উপর পড়িল। দারোগা বাবু আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, সহরময় ছুটাছুটি করিয়া প্রমাণ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। কয়েকজন ছোকরা দলের উকীল ও মোক্তারকে গেরেপ্তার করিয়া ফেলিলেন। ষণ্ডা ষণ্ডা দেখিয়া কয়েকজন বিদ্যালয়ের বালককেও ধৃত করিলেন।

একদিনেই তদন্ত অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পড়িল। পরদিন ভোর ছয়টার সময়, সেই মাত্র ডাক্তার বাবু শয্যাত্যাগ করিয়া বারান্দায় বসিয়া ধূমপান আরম্ভ করিয়াছেন, ধুতি ও চাদরে সজ্জিত হইয়া, রূপা-বাঁধানো বেতের ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে, হেলিতে দুলিতে দারোগা বদনচন্দ্র বাবু আসিয়া দর্শন দিলেন।

দুই চারিটা বাজে কথার পর দারোগা বাবু বলিলেন, "আর ত মশায় চাকরি থাকে না।"

ডাক্তার বাবু ঔৎসুক্যের সহিত বলিলেন, "কি হয়েছে ?"

"পশু'বার সেই সাহেব-মারা মামলাটা নিয়ে বড়ই বিপদে পড়েছি।"

"কেন? আসামী ত অনেকগুলি ধরেছেন শুনলাম।"--বলিয়া ডাক্তার বাবু একটু ব্যঙ্গসূচক মৃদুহাস্য করিলেন।

দারোগা বাবু তাহা গায়ে না মাখিয়া বলিলেন, "আসামী ত গ্রেপ্তার করেছি, কিন্তু সাক্ষী প্রমাণ ভাল পাওয়া যাচ্চে না।"

"সাক্ষী প্রমাণ নেই ত গ্রেপ্তার করলেন কি ক'রে ?"—বলিয়া ডাক্তার বাবু আবার ঈষৎ বক্রহাস্য করিলেন।

"গ্রেপ্তার ঠিক লোককেই করেছি। ঐ সব ছোঁড়াগুলো বড়ই দুর্দ্দান্ত। এক একটা গুণ্ডা। স্বচক্ষে এমন কত দিন দেখেছি, ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব রাস্তা দিয়ে টম্‌টম্ হাঁকিয়ে যাচ্চেন, ওরা উল্টো দিক থেকে আস্‌ছে; সেলামটা পর্য্যন্ত করলে না।"

"তাই গ্রেপ্তার করেছেন ?"

"না না, তা নয়, ওরাই সাহেবকে মেরেছিল, তাতে আর সন্দেহ নাই। সাক্ষী আছে, কিন্তু মাতব্বর সাক্ষী তেমন পাওয়া যাচ্চে না।"

"তবে মিছে কেন ভদ্রলোকের ছেলেগুলোকে হাজতে পুরে রেখেছেন, ছেড়ে দিন।"

দারোগা বাবু আড়ষ্ট হইয়া বলিলেন, "সর্ব্বনাশ! তা হ'লে কি চাকরি থাকবে? মাঝে আর একটি দিন মাত্র আছে, পশু´ বিচার। এর মধ্যেই সমস্ত প্রমাণাদি সংগ্রহ কর্‌তে হবে। তাই এখন আপনার কাছে আসা।"

ডাক্তার বাবু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "আমার কাছে? আমি কি করব ?"

"আজ্ঞে হেঁহেঁ —আপনি ত সে দিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন শুনলাম,—সাক্ষীটে দিতে হচ্চে।"—বলিয়া দারোগা বাবু সুপ্রচুর দাড়ি গোঁফের মধ্য হইতে দন্তরাজির শুভ্রশোভা বিকাশ করিয়া ডাক্তার বাবুর মুখপানে প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন।

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "আমি সে দিন ষ্টেশনে ছিলাম বটে, কিন্তু ঘটনাস্থলে ছিলাম না—অর্থাৎ যে সময় ঘটনা হয়, সে সময় সেখানে ছিলাম না। মারপিট হয়ে গেলে পর আমি সেখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। সাহেবকে কে মেরেছে, তা আমি কিছুই দেখতে পাইনি।"

দারোগা বাবু যেন কতই বিমর্ষ হইয়া বলিলেন, "তাই ত! বড় মুস্কিল হ'ল যে! আহা, এ কথা যদি আগে জানতাম।"

"কেন, হয়েছে কি ?"

ঘাড়টি নাড়িয়া নাড়িয়া, ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া দারোগা বাবু বলিলেন, "না জেনে বড়ই অন্যায় ক'রে ফেলেছি। আপনাকে বড়ই বিপদগ্রস্ত করেছি।"

"কি, খুলে বলুন না।"

"কা'ল বিকালবেলা ক্লাবঘরে ম্যাজিষ্ট্রেট্‌সাহেব ডেকে পাঠিয়েছিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'দারোগা, কি রকম সাক্ষী প্রমাণ সংগ্রহ হ'ল ?'—আমি বল্লাম,

'হুজুর, একজন কনেষ্টবল, দুজন চৌকিদার এরা ঘটনা দেখেছে, সমস্ত আসামী চিনেছে।'—শুনে সাহেব মহা খাপ্পা হয়ে বল্লেন—'ননসেন্স!—কনেষ্টবল আর চৌকিদার? কোনও ভাল সাক্ষী নেই?'—সাহেবের চোখ রাঙা দেখে ভয়ে বল্লাম, 'হ্যাঁ হুজুর, আছে বৈ কি। সরকারী ডাক্তার হরগোবিন্দ বাবু সেখানে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন, সমস্ত আসামী চিনেছেন।'—সাহেব বল্লেন—'অল্‌রাইট।'—ব'লে টেনিস খেলতে গেলেন।"

ইহা শুনিয়া হরগোবিন্দ বাবু একটু রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "না জেনে শুনে এমন কথা আপনি সাহেবকে বল্লেন কেন?"

"বিলক্ষণ! আমি কি ক'রে জানব মশায়? আপনি সেখানে উপস্থিত, নিজে সাহেবকে হাঁসপাতালে এনেছেন,—আপনি কিছুই দেখেননি, তা আমি জান্‌ব কেমন ক'রে?"

"তবে যান, এখন প্রকৃত কথা সাহেবকে ব'লে আসুন।"

দারোগা বাবু একটু মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন,"তাও কি হয়? এক মুখে দুকথা বল্‌ব কেমন ক'রে? আমার তেমন স্বভাবই নয়।"

"তবে আমি নিজে গিয়ে সাহেবকে বলি।"

দারোগা বাবু উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। শেষে বলিলেন, "আপনি কি ক্ষেপেছেন? ও কথা ব'ল্লে সাহেব বিশ্বাস করবে? মনে করবে, আপনি স্বদেশীর পক্ষ অবলম্বন ক'রে সাক্ষী দিতে অস্বীকার করছেন। আপনারও বিপদ, আমরাও বিপদ। তাতে আবার সাহেবের কানে গেছে আপনি কয়্‌কচ খান, আপনার বাড়ীতে দেশী কাপড় ব্যবহার হয়।"

বিরক্তির সহিত ডাক্তার বাবু বলিলেন, "কয়্‌কচ খাই, দেশী কাপড় পরি ব'লে কি আমি রাজদ্রোহী হেয়ে গেলাম না কি?"

দারোগা বাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আহা আহা, চটেন কেন? আজকাল কি রকম দিনকাল পড়েছে, তা ত দেখছেন। ওরা তাই মনে করে।"

ডাক্তার বাবু ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তবে এখন উপায়? বেশ কাবটি ক'রে বসেছেন যা হোক!"

"উপায় আর কি? সাক্ষী দিতে হবে। বেড়াতে বেড়াতে একবার চলুন না থানার দিকে। আসামীগুলোকে বসিয়ে রেখেছি, দেখবেন। সবগুলোকে কোর্টে সানাক্ত না করতে পারেন, গোটা কতক করলেও হবে। পুলিস ডায়েরি থেকে অন্য অন্য সাক্ষীদের জবানবন্দিগুলোও প'ড়ে আপনাকে শোনাব।"

এই কথা শুনিবামাত্র, ক্রোধে হরগোবিন্দ বাবুর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। হঠাৎ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া, কাঁপিতে কাঁপিতে, ঘাড় বাঁকাইয়া বলিলেন, "কি! যত বড় মুখ, তত বড় কথা। মিথ্যা সাক্ষী দেওয়াবার আর লোক পেলে না? বেরো—দূর হ—এখান থেকে। কোই হায় রে? দে ত বেটাকে কান ধ'রে উঠিয়ে।"

বদনচন্দ্র বাবু উঠিলেন। চাদরখানি গলায় জড়াইতে জড়াইতে বলিলেন, "মশায়, এর ফলভোগ করতে হবে।"

হরগোবিন্দ বাবু গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "যা তোর বাবা ম্যাজিষ্ট্রেট্‌কে বল্ গে যা। যা পারিস্, তা কর্।"

দারোগা বাবু তখন ত্বরিত পদক্ষেপে সেখান হইতে অদৃশ্য হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রাগে তিনটা হইয়া, হাঁপাইতে হাঁপাইতে, দারোগা বাবু থানায় ফিরিয়া আসিলেন। হাফেজ আলি হেড-কনেষ্টবলকে ডাকিয়া বলিলেন, "জমাদার সাহেব, ডাক্তারের ছেলে দুটোর কি নাম জানেন?"

"কোন্ ডাক্তার?"

"হরগোবিন্দ—হরগোবিন্দ। গভর্ণমেণ্টের নিমক খেয়ে যে নিমকহারামী করে।"

"না—তা ত জানি না।"

"শীঘ্র সন্ধান ক'রে আসুন।"

"কেন?"

"তাদের গ্রেপ্তার করতে হবে। সাহেব মারা মোকর্দ্দমায় তারাও ছিল, প্রমাণ পেয়েছি।"

"যে আজ্ঞে।"—বলিয়া জমাদার প্রস্থান করিল। তখন দারোগা বাবু ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত থানার বারান্দায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এত অপমান! চাকরে কান ধরিয়া উঠাইয়া দিবে? দারোগাকে তুই-তোকারি! কেন, হরগোবিন্দ মনে করিয়াছে কি?"

দারোগা বাবু ভাবিতে লাগিলেন—"ছেলে দুটোকে ত এখনি ধ'রে আনছি। কিন্তু ডাক্তারকে আরও জব্দ করতে হবে। ওর নামে একটা মোকর্দ্দমা খাড়া করতে হচ্চে। চোরাই মাল রাখে—ডাক্তার চোরেদের কাছ থেকে অল্প মূল্যে চোরাই মাল কেনে। থানাতল্লাসী ক'রে বাড়ী থেকে রাশি রাশি চোরাই মাল বের ক'রে ফেলব এখন তার কৌশল আছে। হাকিমের বিশ্বাস হবে ত? হবে না আবার? দারোগারা হ'ল ডেপুটি বাবুদের গুরুপুত্তুর! ছেড়ে দেবেন? সাধ্য কি! পুলিস-সাহেবকে দিয়ে এমন লম্বা রোপোর্ট করাব—অমনি ডেপুটি বাছাধনের তিনটি বছর প্রোমোশন ষ্টপ। দারোগার এত খাতির ডেপুটিরা করে কি জন্যে? এই জন্যেই ত! কিন্তু জজ সাহেব যদি আপীলে খালাস দেয়? যদি বলে, এত বড় একটা ডাক্তার, এত টাকা রোজগার করে, সে চোরাই মাল রাখে, এও কি সম্ভব হয়? তার চেয়ে ইয়ে করা যাক্—বরং একটা ঘুষের মামলা দাঁড় করাই। এই যে সে দিন হাঙ্গামার মোকর্দ্দমায় কয়েকটা জখমী পাঠিয়েছিলাম পরীক্ষা করতে, ডাক্তার বাবু 'সামান্য জখম' ব'লে সার্টিফিকেট দিয়েছেন। তারই একটাকে দিয়ে নালিশ করাই যে, তার জখম গুরুতর ছিল, ডাক্তার আসামীদের কাছে তিনশো টাকা ঘুষ নিয়ে 'সামান্য জখম' ব'লে সার্টিফিকেট দিয়েছে। তা হ'লে আর যাবেন কোথা? আমার হুকুমে বেটা নালিশ করবে না? সাধ্য কি!—ধ'রে ১১০ ধারায় চালান ক'রে দেব, সে ভয় রাখে না?"

এই সময় জমাদার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "ডাক্তারের বড় ছেলের নাম অজয়চন্দ্র, ছোট ছেলের নাম সুশীলচন্দ্র।"

দারোগা বাবু তখন কাগজ-কলম লইয়া, কোর্ট বাবুর নিকট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নামে একটি কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল রিপোর্ট লিখিয়া পাঠাইলেন। আমরা নিম্নে তাহার অবিকল প্রতিলিপি প্রকাশ করিলাম।

শ্রীল শ্রীযুত ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর
সমীপেষু—

বিচারপতী!

হুজুরের হুকুম মোতাবেক শাহেব মারা মোকর্দ্দমার তদন্ত করিতে করিতে আর দুই আসামীর নাম প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। অজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও শুশীলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়! ইহাদের পীতা সরকারী ডাক্তার হরগোবীন্দ চট্টোপাধ্যায় হয় অজয়চন্দ্র অতী দুর্দ্দান্ত বেক্তী কলিকাতায় শুরেন্দ্রবাবুর কলেজে অধ্যয়ন করে প্রকাশ তাহারই হুকুমমুত্রে অন্য অন্য আসামীগন শাহেবকে মাইরপীট করিয়াছে দুইজনকে ৫৪ ধারা অনুসারে অদ্য ধৃত করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছী।

২। বিসেস তদন্তে আরও জানিয়াছী উক্ত অজয়চন্দ্র কলিকাতা বীডনস্কোয়ার হাঙ্গামাতে লীপ্ত ছিল সে এখানে আসিয়া একটী লাঠী খেলা সমিতী স্থাপন করিয়াছে তাহাতে স্থানীয় অনেক লোক চাঁদা দেয় ডাক্তারের ছোট পুত্র শুসীলচন্দ্র অল্পবয় হইলেও অত্যন্ত দুষ্ট সে এখানে অনেক বালক লইয়া একটী ঢীল ছোড়া সমিতী স্থাপন করিয়াছে উদ্দেশ্য শাহেব মেম দেখিলেই ঢীল ছুড়িবে।

৩। গোপন অনুসন্ধানে জানিলাম উক্ত ডাক্তারের বাসায় শাহেব মরা রক্তাক্ত লাঠী প্রভৃতি লুকাইত আছে লাঠীখেলা সমিতীর চাঁদার খাতা মেম্বরের তালিকা দৃষ্টে অনেক আসামী আস্কারা হইতে পারে বিধায় প্রার্থনা ফৌঃ কাঃ বিঃ ৯৬ ধারা অনুসারে উক্ত হরগোবীন্দ ডাক্তারের বাটী থানাতল্লাসী করিতে ছার্চ্চ-ওয়ারেণ্ট দিয়া শুবিচার করিতে আগ্যা হয়।

আগ্যাধীন
শ্রীবদনচন্দ্র ঘোষ
এছাই।*

১দফা প্রকাশ থাকে যে উক্ত হরগোবীন্দ ডাক্তার সদেসীর বিসেস পক্ষ দেশী চিনী ও করকচ নবন সর্ব্বোদা আহার করে স্ত্রির বেনামীতে ভারত কটন মীলে ৫পাঁচশত টাকার শেয়াল খরিদ করিয়াছে তাহাতে পুত্রগন আসামী কদাচ সত্য কথা বলিবে না এমতে তাহাকে সাক্ষী করিয়া পাঠাইতে সাহস করি না।

২ দফা আরো প্রকাশ থাকে পরম্পরায় শুনিলাম উক্ত হরগোবীন্দ বলিয়াছে আমী জজ মাজিষ্টরকে গ্রাজ্য করি না।

ইতিমধ্যে জমাদার অজয় ও সুশীলকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিল। কিয়ৎক্ষণ পরে দুই জন উকীল আসিয়া তাহাদিগকে জামিনে মুক্ত করিয়া লইতে চাহিলেন, কিন্তু দারোগা বলিলেন, "সাহেবের হুকুম নাই।"

* S. I.—Sub Inspector.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

উল্লিখিত রিপোর্ট পাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব সার্চ্চ-ওয়ারেণ্ট সহি করিয়া দিলেন। চাপরাসি আসিয়া থানার দারোগা বাবুকে ইহা দিল। সে সময় একজন গোরু চুরির আসামীর সঙ্গে দারোগা বাবুর দরদস্তুর চলিতেছিল। আসামী বলিতেছিল, হাল গোরু বিক্রয় করিয়া দারোগা বাবুর পাণ খাইবার জন্য অনেক কষ্টে একশতটি টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে, তাহাই গ্রহণে তাহাকে মুক্তি দিতে আজ্ঞা হউক। দারোগা বলিতেছেন, দুই শত টাকার এক কাণা কড়ি কমেও কিছুতেই হইবে না। এমন সময় সার্চ্চওয়ারেণ্ট উপস্থিত হইল। দারোগা তখন খুসী হইয়া, একশত টাকা লইয়াই খাতেমা রিপোর্ট দিলেন—"তদন্তে জানা গেল আসামী নির্দ্দোষী বাদীর বাড়ী হইতে উক্ত গোরু পলাইয়া আসামীর গোহালে অনধীকার প্রবেশ করতঃ জাব খাইতেছিল তাদাক্রোসে আসামী উক্ত গোরুকে বাঁধিয়াছিল।"

গোরুচোরকে বিদায় দিয়া বদন বাবু সাবধানে সার্চ্চওয়ারেণ্টখানি পাঠ করিতে লাগিলেন। মুখে হাসি আর ধরে না।

তখন বেলা তিনটা বাজিয়াছে। তাড়াতাড়ি উর্দ্দি পরিধান করিয়া, দশ বারো জন কনেষ্টবল সঙ্গে লইয়া দারোগা বাবু বীরদর্পে ডাক্তার বাবুর বাড়ীর অভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

তল্লাসের সাক্ষী-স্বরূপ দুইজন প্রতিবেশী ভদ্র-লোককে ডাকিয়া, দারোগা ডাক্তারবাবুর দ্বারে উপস্থিত হইয়া হাঁকডাক আরম্ভ করিলেন। হর-গোবিন্দ বাবু বাহির হইয়া আসিলেন। দারোগা তাঁহাকে সার্চ্চওয়ারেণ্ট দেখাইয়া স্ত্রীলোকগণকে স্থানা-ন্তরিত করিতে আদেশ করিলেন।

থানাতল্লাসী আরম্ভ হইল। কনেষ্টবলগণকে দারোগা বলিলেন, "সমস্ত বাক্স-তোরঙ্গ এই উঠানে নিয়ে আয়।"—যেগুলির চাবি ছিল, সেগুলি খুলিয়া, বাকী সমস্ত বাক্স ভাঙ্গিয়া উঠানের মধ্যে ধূলার উপর সমস্ত জিনিষপত্র ঢালিয়া ফেলা হইল। দারোগা বাবু জুতায় ঠোকর মারিয়া মারিয়া, সেগুলা বিক্ষিপ্ত করিয়া "তল্লাস" করিতে লাগিলেন। শাল, আলোয়ান, ঢাকাই শান্তিপুরী শাড়ী, কোট, কামিজ, সেমিজ, [illegible] প্রভৃতি দারোগা বাবুর জুতার ঠোকরে চারিদিকে ছিঁড়িয়া উড়িয়া পড়িতে লাগিল। ডাক্তার বাবুর বধূমাতার বাক্স হইতে, অজয়চন্দ্রের হস্ত-লিখিত এক বাণ্ডিল পত্র বাহির হইল। দারোগা সগর্ব্বে তাহা নিজে পকেটে ভরিলেন। অজয়ের বাক্স হইতে একখানি 'আনন্দমঠ' পুস্তক বাহির হইল,—তাহা দেখিয়া দারোগা বাবু উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠি-লেন। কনেষ্টবলের হাত হইতে অতি সন্তর্পণে তাহা নিজ জিম্মায় লইলেন। পরে কক্ষে কক্ষে প্রবেশ করিয়া, আলমারি সিন্দুক ভাঙ্গিয়া অনেক "তল্লাসী" হইল। ডাক্তার বাবুর প্রেস্ক্রপসন বহি, তিনটা চিঠির ফাইল, বাজার খরচের হিসাব-বহি, সুরেন্দ্রবাবুর বাঁধানো ছবি, বিপিন পাল, লাজপৎ রায় প্রভৃতির ছবিযুক্ত একখানি মাসিকপত্র,—সমস্তই দারোগা বাবু ধৃত করিয়া লইলেন। ঔষধের আলমারি খুলিয়া একস্থান হইতে একটি শাদা বোতল বাহির করিলেন। তাহাতে অর্দ্ধ-বোতলপরিমাণ কি একটা পদার্থ ছিল,—লেবেলে একটা হরিণের চিত্র। বোতলটি লইয়া, কর্কটি খুলিয়া দারোগা বাবু একবার ঘ্রাণ লইলেন। পরে সাক্ষিদ্বয়কে বলিলেন, "ডাক্তার তয়ের লোক।—একটু হবে ?"

সাক্ষী দুইটি বলিলেন, "না মশায় আমরা মদ খাইনে।"

দারোগা বাবু তখন একটি মেজর গ্লাসে খানিক ঢালিয়া, এক মুহূর্ত্তে তাহা নির্জ্জলা পান করিয়া ফেলি-লেন, "এটা কি ? ব্রাণ্ডি বটে ত ?"

সাক্ষিগণ লেবেল পড়িয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, ব্রাণ্ডিই বটে।"

অতঃপর শয্যাগৃহে প্রবেশ করিয়া দারোগা বাবু বলিলেন, "গদি বালিসগুলো কাট্ ত! অনেক সময় বালিসের ভিতর থেকে মাল পাওয়া যায়।"

কনেষ্টবল তখন বাড়ীর সমস্ত বিছানাপত্র লইয়া গিয়া উঠানে গাদা করিল। গদি বালিস একে একে কাটিয়া সমস্ত তূলা বাহির করিয়া ফেলিল। তূলা বাতাসে উড়িয়া পাড়া ছাইয়া গেল। কোনও মাল বাহির হইল না।

এইরূপে থানাতল্লাসী শেষ হইল। দারোগা বাবু তখন কাগজ-কলম লইয়া, দ্রব্যগুলির ফিরিস্তি করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া হঠাৎ বদন বাবু বলিয়া উঠিলেন—"হাঁ, হাঁ,—মাটি আছে কি না দেখ।"

কনেষ্টবলগণ তখন চতুর্দ্দিকে লা অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইল। বাটীর পশ্চিমে ভৃত্য শিউরতনের সম্পত্তি জঃকরপুর জেলা হইতে আনীত উত্তম পাকা বাঁশের দুইটি লাঠি বাহির হইল। সে দুইটি হাতে লইয়া, শমা চক্ষে দিয়া দারোগাবাবু সাবধানে পরীক্ষা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোথাও রক্তচিহ্ন দেখা গেল না। ফিরিস্তিতে লিখিলেন—"বৃহৎ বাঁসের লাঠি দুইটি রক্তের চীর্ণ পূর্ব্বেই ধৌত করিয়া ফেলিয়াছে দেখা যায়।"

ফিরিস্তিতে সাক্ষিগণের সহি লইয়া, হরগোবিন্দ বাবুকে ব্যঙ্গসূচক একটি সেলাম করিয়া, সদলবলে দারোগা প্রস্থান করিলেন।

ডাক্তারবাবু এতক্ষণ পাকশালার বারান্দার একটি কোণে একটি চেয়ারে চুপ করিয়া বসিয়া ছিলেন। —পাকশালার মধ্যে মহিলাগণ আবদ্ধ ছিলেন, তাই ডাক্তার বাবু এক মুহূর্ত্তের জন্যও সে স্থান ত্যাগ করেন নাই।

দারোগা চলিয়া গেলে হরগোবিন্দ বাবু বাহিরে আসিলেন। সাক্ষী দুইজন তখনও সেখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

হরগোবিন্দবাবু গিয়া বলিলেন, "মশায় দেখলেন?"

বাবু দুইটি বলিলেন, "দেখলাম ত।"

"আমার সঙ্গে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে একবার আসতে পারেন?"

একটি বাবু বলিলেন, "কি হবে?"

"একবার সাহেবকে গিয়ে সকল কথা বলি। দেখি এর কোনও বিচার হয় কি না।"

বাবু দুইজন চুপ করিয়া রহিলেন।

হরগোবিন্দবাবু অধীর হইয়া বলিলেন, "কি ন? আসবেন আপনারা?"

একজন বলিলেন, "তার চাইতে এক কায করুন। আপনি নিজে গিয়েই একবার সাহেবকে ব'লে দেখুন। রূপ অবস্থায় আমাদের যাওয়াটা—" অপর বাবুটি বক্তা। তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, "ও সব ছেঁদো কথায় দরকার নেই। মশায়, আমি আসল কথা খুলে বলি। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছে গিয়ে কোনও ফল পাবেন না। আর আমরাও পুলিসের বিরুদ্ধে কোন সাক্ষী টাক্ষী দিতে পারব না। গরীব মানুষ, ছেলেপিলে নিয়ে ঘর করি। দেখলাম ত আপনার প্রতিপত্তি অনেক। আপনি একজন সরকারী চাকর, পদস্থ ব্যক্তি। আপনার উপরেই এমন জুলুমটা করলে—আমাদের ত হাতে হাতকড়ি লাগিয়ে রুলের গুঁতো মারতে মারতে রাস্তা দিয়ে ছড় ছড় ক'রে টেনে নিয়ে যাবে।"

হরগোবিন্দবাবু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তবে থাক্।"

"প্রণাম হই মশায়।"—বলিয়া বাবু দুইটি প্রস্থান করিলেন।

হরগোবিন্দবাবু তখন একাই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠীর দিকে ছুটিলেন। সাহেব সে সময় টেনিসের পোষাক পরিধান করিয়া, র‍্যাকেটখানি হাতে, বাইসিক্লে ক্লাব অভিমুখে যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন। বারান্দায় সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

হরগোবিন্দবাবু সেলাম করিয়া দাঁড়াইলেন।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বাবু?"

"মহাশয়, আজ আমার উপর দারোগা মদনচন্দ্র ঘোষ বড় অত্যাচার করিয়াছে। থানাতল্লাসীর ভাণ করিয়া—"

সাহেব বাধা দিয়া বলিলেন, "আপনার দুই ছেলে সাহেব-মারা মোকর্দ্দমায় আসামী না?"

"আজ্ঞা হাঁ, দারোগা মিথ্যা চক্রান্ত করিয়া তাহাদিগকে আসামী করিয়াছে। অদ্য প্রভাতেই—"

শুনিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া সাহেব চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"How dare you! দুই দিন পরে আমার কাছে আপনার ছেলেদের বিচার, আজ আপনি আমাকে মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে biassed করিয়া দিতে আসিয়াছেন?"

এই কথা বলিয়া, বাইসিক্লে উঠিয়া সাহেব বোঁ করিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

হরগোবিন্দবাবু একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, ধীরে ধীরে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা হইল। অন্তঃপুরের মধ্যে ডাক্তারবাবু স্ত্রীকন্যাগণের নিকট বসিয়া ছিলেন। একে পুত্র দুইটি বিনা কারণে কারারুদ্ধ, তাহার উপর এই অপমান লাঞ্ছনা,—সকলেই আজ বড় বিষণ্ণ।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। এখনও আজ পাকাদির

কোনও বন্দোবস্ত হইতেছে না। কাহারও ক্ষুধা নাই—কেহই কিছু খাইবে না। ডাক্তার বাবুর বড় মাথা ধরিয়াছে। ক্রমে তিনি মেঝের উপর বিছানা পাতিয়া শয়ন করিলেন। কন্যাটি পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। বধূমাতা পাখার বাতাস করিতে লাগিলেন।

এমন সময় বাহিরে কে ডাকিল, "ডাক্তার বাবু—ডাক্তার বাবু।"

ভৃত্য শিউরতন বাহিরে গেল। ফিরিয়া বলিল, "একঠো রোগী আছে—বোলাহাট এসেছে।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "আজ আমার শরীর অসুস্থ। যেতে পারব না বল। অন্য ডাক্তার নিয়ে যাক।"

শিউরতন গিয়া তাহাই বলিল।

অর্দ্ধঘণ্টা কাটিল। আবার কে ডাকিল—"ডাক্তার বাবু—ডাক্তার বাবু।"

শিউরতন আবার আসিয়া বলিল,—"ঐ লোকঠো আবার এসেছে, বলে ডাংদারবাবুর সাথ ভেট না ক'রে হামি যাব না।"

ডাক্তারবাবু বলিলেন, "আমি ত উঠতে পারি নে—আচ্ছা বাবুকে নিয়ে আয়।"

বধূ কন্যা উঠিয়া গেলেন। লোকটি আসিয়া ডাক্তার বাবুকে প্রণাম করিল। বলিল, "বড় বিপদ। আপনি না গেলে নয়।"

"কার ব্যারাম?"

লোকটি চুপ করিয়া রহিল।

"কার ব্যারাম হয়েছে? কি ব্যারাম?"

"সে আর কি বলব! কোন্ মুখেই বা বলি?"

ডাক্তারবাবু একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "আপনি কে?"

"আমি থানার রাইটার কনেষ্টবল। আমার নাম হারাধন সরকার। দারোগা বাবুর বড় ব্যারাম। আজ যে কাণ্ডটা হয়ে গেছে, তার জন্যে তিনি লজ্জায় ম'রে আছেন। তার উপর এই বিপদ।"

"কি ব্যারাম?

"বুকে মাথায় ভয়ানক যন্ত্রণা। আপনি না গেলেই নয়।"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "আমাকে কেন? আর কি ... ...?"

বাহির করিয়া ডাক্তার বাবুর পায়ের কাছে রাখিয়া দিলেন—বলিলেন, "দয়া করুন।"

টাকা দেখিয়া ডাক্তার বাবু জ্বলিয়া উঠিলেন। একটু উঠিয়া বসিয়া বলিলেন, "টাকার লোভ দেখাতে এসেছেন? সকলেই কি পুলিসের মত অর্থপিশাচ?—লক্ষ টাকা দিলেও আমি যাব না! উঠুন—আপনার পথ দেখুন।"

টাকাগুলি উঠাইয়া লইয়া, অধোবদনে মুন্সী বাবু প্রস্থান করিলেন। বধূ, কন্যা প্রভৃতি আবার আসিয়া তাঁহার শুশ্রূষায় মনোনিবেশ করিলেন।

রাত্রি নয়টা বাজিল। গৃহিণী বলিলেন, "একটু গরম দুধ এনে দেব?"—ডাক্তারবাবু বলিলেন, "দাও।"

গৃহিণী পাকশালায় প্রবেশ করিয়া দুধ গরম করিতে লাগিলেন। এমন সময় খিড়কী দরজায় একখানি গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল।

পরক্ষণেই ঝির সহিত একটি যুবতী প্রবেশ করিলেন। যুবতীটি বলিলেন, "গিন্নীমা কোথায়?"

"কে গা তোমরা?"

ঝি বলিল, "উনি বদন দারোগার পরিবার।—" সঙ্গে সঙ্গে যুবতীটি গৃহিণীর পদযুগল জড়াইয়া ধরিলেন।

গৃহিণী পা ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, "কেন—কেন?"

যুবতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "মা, আমার স্বামীর প্রাণ যায়। আমার হাতের নোয়া যাতে বজায় থাকে তা করুন।"

গৃহিণী বলিলেন, "এমন ব্যারাম?"

"হ্যাঁ মা। ডাক্তারবাবু বলেছেন অন্য ডাক্তার কেন নিয়ে যায় না। তা মা,—তাঁর ব্যারাম ত ডাক্তারে বুঝবে না, ত বাঁচাবে কেমন ক'রে? এইখা[নে] কি খেয়ে গেছেন, সেই থেকে এমন হয়েছে।"

গৃহিণী বলিলেন, "এখানে কি খেলেন? এখানে কিছু খান নি।"

যুবতী বলিলেন, "আমায় একবার ডাক্তার ব[াবুর] কাছে নিয়ে চলুন। তিনি আমার বাপ—এ[খন] আমার লজ্জা নেই।"

গৃহিণী ইঁহাকে হরগোবিন্দবাবুর কাছে [লইয়া] গেলেন। যুবতী ডাক্তারবাবুর পা জড়াইয়া ধ[রিয়া] বলিলেন, "বাবা, আমায় রক্ষা করুন।"

যুবতী তখন বলিলেন, "তিনি বল্‌ছিলেন, থানা-তল্লাসী করবার সময় ওষুধের আলমারিতে একটা ব্রাণ্ডির বোতল ছিল, ব্রাণ্ডি মনে ক'রে তিনি এক চুমুক খেয়েছিলেন। এখন তাঁর সন্দেহ হচ্চে, সেটা ব্রাণ্ডি নয়, কোনও বিষ-টিষ।"

এ কথা শুনিয়া ডাক্তার বাবু বলিলেন, "ওষুধের আলমারিতে ব্রাণ্ডির বোতল?"

শুনিবামাত্র ডাক্তার বাবুর মুখ শুষ্ক হইল। তিনি যুবতীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনি কি গাড়ীতে এসেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"তবে আমি ঐ গাড়ীতে থানায় চল্লাম। আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। গাড়ী ফিরে এলে আপনি যাবেন।"

যুবতী উঠিয়া দাঁড়াইয়া, সজলনেত্রে বলিলেন, "বাবা, আমার কপালের সিঁদুর থাকবে ত?"

ডাক্তার বাবু বলিলেন, "সে ঈশ্বরের হাত মা।" —বলিয়া তিনি ঔষধ ও যন্ত্রাদি লইয়া কয়েক মুহূর্ত্তের মধ্যেই নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

সারারাত্রি জাগিয়া ডাক্তারবাবু চিকিৎসা করিলেন। সে যাত্রা দারোগা রক্ষা পাইল।

যথাসময়ে সাহেব-মারা মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি হইয়া গেল। প্রমাণাভাবে অজয় ও সুশীল খালাস পাইল। অন্য সকলের ছয় মাস করিয়া কারাদণ্ডের হুকুম হইল।

খালাস

প্রথম পরিচ্ছেদ

বড়দিনের ছুটী হইয়াছে, নগেন্দ্র বাবু কলিকাতায় শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন।

নগেন্দ্রবাবু পূর্ব্ববঙ্গের একজন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্। তিনি সম্প্রতি ফরিদসিংহ জেলার সদরে বদলি হইয়াছেন। পূর্ব্বস্থান হইতে বদলি হইবার সময় স্বীয় স্ত্রী-পুত্রকে কলিকাতায় রাখিয়া যান; বড়দিনের ছুটীতে তাহাদিগকে লইতে আসিয়াছেন।

এবার কলিকাতায় বড় ধুম। জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন। শিল্প-প্রদর্শনী ত পূর্ব্বাবধিই খুলিয়াছে।

নগেন্দ্রবাবুর শ্বশুরালয় ভবানীপুরে। তাঁহার শ্বশুর মহাশয় পেন্সনপ্রাপ্ত সব-জজ। তাঁহার তিনটি শ্যালক আছেন। একজন হাইকোর্টের উকীল। একজন গভর্ণমেণ্ট আপিসে কেরাণীগিরি করেন। অপরটি তাদৃশ কিছু করেন না, সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিয়া বেড়ান।

নগেন্দ্র বাবুর বয়ঃক্রম সাতাইস বৎসর। এই পাঁচ বৎসর ডেপুটি হইয়াছেন। ইনি এম-এ, পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিলেন, বিদ্যাবুদ্ধি যথেষ্ট আছে, সে জন্য ইহার শালী-শালাজগণ ইঁহাকে নিঃসঙ্কোচে 'ঘটিরাম' বলিয়া ডাকেন। মূর্খ ডেপুটির নামই দীনবন্ধু 'ঘটিরাম' রাখিয়াছিলেন। খোঁড়াকে খোঁড়া—কাণাকে কাণা বলিলেই তাহাদের রাগের বা দুঃখের কারণ হয়। পদ-চক্ষুবিশিষ্ট ব্যক্তি তাহা পরিহাস বলিয়াই গণ্য করে। নগেন্দ্রবাবুও ঘটিরাম সম্ভাষিত হইলে রাগ করিতেন না।

কন্‌গ্রেস্ অধিবেশনের পূর্ব্বদিন। ডেপুটিবাবু চা-পান করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার ছোট শ্যালক ও শ্যালিকাগণ তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া গল্প করিতেছে।

গিরীন্দ্রনাথ বলিল, "ফরিদসিংহে এখন আর কোনও হাঙ্গামা আছে না কি?"

"হাঙ্গামা হুজ্জৎ এখন আর কিছু নেই।"

"মন্দ চল্‌ছে না। তবে ফরিদসিংহে যাবার আগে কাগজে যে রকমটা পড়্‌তাম, তেমন ত কৈ দেখিনে।"

সত্যেন্দ্র বলিল, "তা ত হবারই কথা। বরাবর সমান তেজটা থাকে না। এই কলকাতাতেই প্রথমে যে রকম দেখেছিলাম—"

ডেপুটিবাবু বলিলেন, "তোমাদের কলকাতার চেয়ে ফরিদসিংহে স্বদেশী ঢের বেশী চলছে। প্রকাশ্য-ভাবে সেখানে একখানি বিলাতী কাপড় কেনে কার সাধ্য! এক এক লাঠি কাঁধে ছেলেরা রাস্তায় পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে।"

ছোট শ্যালক বলিল, "জাতীয় বিদ্যালয়ের ছেলেরা?"

"অধিকাংশই তাই। অন্য ইস্কুলের ছেলেরাও আছে।"

"মাষ্টারেরা কিছু বলে না?"

"হাল ছেড়ে দিয়েছে।"

"পুলিস?"

"পুলিসকে তারা থোড়াই কেয়ার করে। বৈকালে বাজারে বেড়াতে বেড়াতে দেখেছি, পুলিস ঘুরছে, আর ছেলেরা বল্‌ছে—'এ জি এ জি সিপাহী, দেখো হাম পিকেট করতা হায়'—আর পিকেটিং করছে।"

ইহা শুনিয়া সকলেই হাসিতে লাগিলেন। সত্যেন্দ্র বলিল, "আচ্ছা নগেনবাবু, আপনি ফরিদসিংহে গি[illegible] এবার খোকা'কে জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি ক'রে দেবেন?

নগেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, "আরে সর্ব্বনাশ[illegible] চাকরি যাবে।"

"চাকরি না গেলে আপনি দিতেন [illegible]

"নিশ্চয়ই। তার আর কথা আ[illegible]

গিরীন্দ্র বলিল, "এমন চাকরি [illegible]ার ত[illegible] ব[illegible]

"খাব কি?" [illegible]আমার বাপ—এ [illegible]

"কেন, আপনার ত ল লে[illegible] ওকালতীটে পাস ক'রে দিবি[illegible]বিন্দবাবুর কাছে [illegible] কোর্টে বেরুতে আরম্ভ কর[illegible]বাবুর পা জড়াইয়া ধ[illegible]

"আর কি বুড়ো[illegible] রক্ষা করুন।"

ইন্দুমতী বলিল, "ফিরিঙ্গির চাকরি ছাড়বেন না তাই বলুন। আচ্ছা, আপনি বলুন ত, আপনি স্বদেশীর স্বপক্ষে না বিপক্ষে?"

"স্বপক্ষে। এই দেখ না, পঞ্চাশ টাকার দেশী কাপড়-চোপড় কিনে এনেছি, নিয়ে যাব ব'লে।"

"কেন, সেখানে দেশী কাপড় পাওয়া যায় না না কি?"

"যায়, কিন্তু দাম বেশী।"

সত্যেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "বুঝতে পারিস্‌নে ইন্দু? সেখানে কিনলে পাছে সাহেবেরা জানতে পারে, এই ভয়ে এখান থেকে কিনে নিয়ে যাচ্চেন।"

নগেন্দ্রবাবু হাসিয়া বলিলেন, "তাতেই বা ক্ষতি কি? লুকিয়ে পুণ্য কর্ম্ম করতে কি কোন হানি আছে?"

"তা নেই। তবে প্রকাশ্যে যেন পাপ করবেন না।'

এই সময় বাহিরে সমবেত কণ্ঠে সঙ্গীতধ্বনি শুনা গেল। সকলে বলিল, "ঐ 'মাতৃপূজক সমিতি' কন্‌গ্রেসের জন্যে ভিক্ষা করতে এসেছে।"

সকলে বাহিরে গিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, প্রায় পঞ্চাশ জন যুবক ও বালক, মাথায় পীতবর্ণ পাগড়ি, কেহ বা খোল বাজাইতেছে, কেহ বা মন্দিরা বাজাইতেছে, কাহারও হস্তে 'বন্দেমাতরম্' অঙ্কিত ধ্বজা, একজনের হস্তে একটি বৃহৎ থালা, তাহাতে অনেক টাকা পয়সা রহিয়াছে, সকলে সমস্বরে গান করিতেছে—

কে কোথা আছিস্ জনমভূমির
ভকত সন্তান,
মা'র পূজা হবে, আয় নিয়ে আয়
কে কি করিবি দান।
কার আছে সোনা, কার আছে রূপা
অঞ্জলি ভরিয়া আন,
ওভাই এমন সুদিন, কবে আর পাবি
দিয়ে নে ভরিয়ে প্রাণ।
[illegible]র বেশী নাই, দিক্ সে কিঞ্চিৎ
ছেড়ে লাজ অপমান,
[illegible] কিছু নাই, সে দিক্ কেবল
ব্যথিত হৃদয়খান।

[illegible] কলেই কেহ টাকা, কেহ আধুলি, কেহ [illegible] উপর দিতে লাগিলেন। নগেন্দ্রবাবু [illegible]র নোট থালায় রাখিয়া দিলেন।

নোটখানি দেখিয়া, খাতা পেন্সিলধারী একজন যুবক আসিয়া বলিল, "মশায়ের নাম?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "নাম দরকার কি?"

"পাঁচ টাকার বেশী হ'লে নাম লিখে নেওয়ার নিয়ম আছে।"

"তবে লিখুন 'জনৈক বন্ধু'।"

সত্যেন্দ্র বলিল, "ওহে, লেখ, 'জনৈক ডেপুটি'। ইনি পূর্ব্ববঙ্গের একটি ডেপুটি।"

গিরীন্দ্রবাবু বলিলেন "না, না। 'জনৈক বন্ধু' ব'লেই লিখে নাও।"

যুবকগণ তাহাই লিখিয়া লইয়া, গান গাহিতে গাহিতে প্রস্থান করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যা হইয়াছে। ফরিদসিংহ বাজারের রাস্তায় কতিপয় বিদ্যালয়ের বালক পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছিল। দেখিল, একটি সওদাগরের দোকান হইতে এক ব্যক্তি এক টিন বিস্কুট হাতে করিয়া বাহির হইল।

দেখিবামাত্র ছেলেরা তাহার সঙ্গ লইল। একজন বলিল, "ওহে, কি রকম বিস্কুট কিনলে দেখি?"

লোকটি বিস্কুটের বাক্স দেখাইল।

ছেলেরা বলিল, "ছি ছি, এ যে বিলাতী।"

"কাহে বাবু, বিলাতী তো আচ্ছা হায়!"

"তুমি হিন্দু না মুসলমান?"

"মুসলমান।"

একজন ছেলে বলিল, "বিলাতী চীজ হারাম হায়।"

লোকটি বলিল, "তোবা তোবা। ঐসা বাত মৎ বোলিয়ে বাবু।"

"কত দাম নিলে?"

"দেড় রূপিয়া।"

"অ্যা— দেড় টাকা! এর চেয়ে ভাল ভাল দেশী বিস্কুটের টিন এক টাকায় পাওয়া যায়।"

লোকটা সাহেবের চাপরাশি। তাহার মনিব একজন চা-কর, সম্প্রতি আসাম হইতে আসিয়া ডাকবাঙ্গালায় অবস্থান করিতেছেন। সে ভাবিল, সাহেব ত আমায় বিস্কুটের জন্য দেড় টাকাই দিয়াছে, এক টাকায় যদি ইহা অপেক্ষা ভাল বিস্কুট পাওয়া যায়,

আর আট গণ্ডা পয়সা লাভ। মন্দ কি? তাই জিজ্ঞাসা করিল, "সচ্ বাত বাবু?"

ছেলেরা একটু উৎসাহিত হইয়া বলিল, "হাঁ, সত্য বৈকি। চল তোমাকে দেশী বিস্কুটের টিন দেখাই। এস, এ টিনটা ফিরে দিবে এস।"

চারি পাঁচ জন বালক সেই চাপরাসিকে লইয়া সওদাগরের দোকানে গেল। কিন্তু সওদাগর টিন ফিরাইয়া লইতে কিছুতেই রাজি হইল না। সে বলিল, "একে স্বদেশীর জালায় বিলাতী টিন আর বিক্রয় হয় না। মাল পড়িয়া পচিতেছে। একটা যদি বিক্রয় করিয়াছি ত উহা আর কোনক্রমেই ফিরিয়া লইব না।"

তখন বালকেরা দোকানের বাহিরে আসিয়া নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল, তাহারা নিজ ব্যয়ে এক টিন বিস্কুট কিনিয়া দিবে। চাপরাসিকে বলিল, "দেখ, তোমার ও টিন আমাদের দাও। আমরা এক টিন দেশী বিস্কুট তোমাকে কিনিয়া দিতেছি।"

চাপরাসিকে স্বদেশী দোকানে লইয়া গিয়া বালকেরা তাহাকে এক টিন দেশী বিস্কুট কিনিয়া দিল।

চাপরাসি বলিল, "বাবু, ইস্কা তো দাম এক রূপিয়া। হামারা বাকী আট আনা পয়সা?"

ছাত্রেরা দোকানে বলিল, "আট আনা পয়সা দিন ত। দেড় টাকাই আমাদের নামে লিখে রাখুন, কাল দিয়ে যাব।"—আট আনা লইয়া বালকেরা চাপরাসিকে দিল।

চাপরাসি পয়সাগুলি পকেটে রাখিয়া বলিল, "বাবু, আচ্ছা বিস্কুট তো?"

"বহুৎ আচ্ছা। থাকে দেখো। আউর কভি বিলাতী বিস্কুট মৎ খাও। হারাম হায়।"

"তোবা তোবা"—বলিয়া চাপরাসি ডাকবাঙ্গলা অভিমুখে রওনা হইল।

ছেলেরা বলিল, "ভাই, এ টিনটাকে 'বন্দেমাতরম্' করা যাক এস।" বলিয়া টিন খুলিয়া, বিস্কুটগুলা রাজপথে ছড়াইয়া দিল। তখন সকলে 'বন্দেমাতরম্' এবং 'বিদেশী বাণিজ্যে কর পদাঘাত' গান করিতে করিতে বিস্কুটের উপর নৃত্য করিতে লাগিল। দুই এক মিনিটেই সমস্ত বিস্কুট চূর্ণ হইয়া রাজপথের সেই অংশ শুভ্র করিয়া ফেলিল। একজন খালি টিনটাকে পদাঘাতে তালতোবড়া করিয়া, এক লাথিতে রাস্তার পার্শ্বস্থিত ড্রেণে ফেলিয়া দিল। তখন সকলে আপন

চাপরাসি অল্প দূর হইতে এ সমস্ত ব্যাপারই দেখিল। আসাম হইতে নূতন আসিয়াছিল, কিছুই বুঝিতে পারিল না। পথচারী একজনকে জিজ্ঞাসা করিল, "বাবুলোগ পাগল হুয়া না ক্যা?"

সে বলিল, "বন্দেমাতরম্ হইয়া অবধি লেড়কা-লোক কাহাকেও বিলাতী জিনিষ কিনিতে দেয় না।"

"কেয়া বোলতা হায়? বন্দুক মারম্?"

"নেই নেই, বন্দেমাতরম্।"

"উ ক্যা হায়?"

"ক্যা জানে ভাই। একঠো গালি হোগা। সাহেব লোগকো দেখনেসেই আজকাল লেড়কালোগ ঐ বাৎ বোলতা হায়।"

———

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নগদ আট আনা পয়সা 'লভ্য' করিয়া চাপরাসি প্রফুল্ল মনে ডাকবাঙ্গলায় প্রত্যাবর্তন করিল। দেখিল, সাহেব বারান্দায় পায়চরী করিয়া বেড়াইতেছেন।

চাপরাসিকে দেখিয়া, অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেঁও এত্তা দেরী কিয়া?"—বলিয়া বিস্কুটের টিন হাতে করিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। "হিন্দু বিস্কুট" দেখিয়াই তৎক্ষণাৎ সেই টিন চাপরাসির মস্তক লক্ষ্য করিয়া সজোরে ছুড়িয়া মারিলেন। চাপরাসি বারান্দার প্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিল, মার খাইয়া নিম্নে পড়িয়া গেল। টিনের আঘাতে কপাল কাটিয়া রক্তপাত হইল।

সাহেব, চাপরাসির পতনে দৃক্‌পাত না করিয়া বলিলেন, "ড্যাম শূয়ারকা বাচ্চা—ইয়া দেশী বি[illegible] কাহে লায়া?"

চাপরাসি ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া বারা[illegible] আসিল। বলিল, "হুজুর—হাম বিলাতী বিস্কুট প[illegible] লিয়া থা। লেকেন—"

"ক্যা হুয়া?"

"লেকিন ইস্কুলকা লেড়কালোক"—চা[illegible] আনা পয়সার মায়া পরিত্যাগ করিয়া বলি[illegible] ছিল যে, বালকগণের প্ররোচনায় দেশীয় বি[illegible] শুনিয়া তাহাই লইয়াছে। কিন্তু সাহে[illegible] হইয়া, বাধা দিয়া বলিলেন,—"ইস্কুলকে[illegible] বন্দেমাতরম? ছিন লিয়া?"

গো[illegible] ধন? ন[illegible] বিনাশ[illegible] ডাক[illegible] বাব[illegible] বাপ—এ স[illegible] বুর কাছে লা[illegible] পা জড়াইয়া ধ[illegible] রুন।"

এতক্ষণে চাপরাসিপুঙ্গব অকূল সমুদ্রের কূল পাইল। বলিল, "হাঁ হুজুর, ছিন্ লিয়া?"

"কাহেকো দিয়া?"

"হুজুর, উওলোগ বিশ পঁচিশ আদমি—হাম একেলা কেয়া করে?"

সাহেব বুঝিলেন, সংবাদপত্রে যাহা পাঠ করিয়া থাকেন, হুবহু তাহাই ঘটিয়াছে। বলিলেন,—"ইউ ড্যাম্ কাউয়ার্ড, পুলিসকো কাহে নেই বোলায়া?"

চাপরাসি বলিল,—"হাম পুলিস পুলিস বোলকে বহুৎ চিল্লায়া হুজুর। লেকিন কোই কানেটিবিল নেহি আয়া। লেড়কালোক, বিস্কুট তোড়কে রাস্তামে ছিটায় দিয়া, আউর 'বন্দুক মারো' না ক্যা বোলকে সব বিস্কুট পয়েরসে চুর চুর কর দিয়া। হাম ক্যা করে, হুজুরকা চা ঠাণ্ডা হো যাতা হায়, হামারা পাস আপনা একঠো রুপিয়া থা, তো ঐ একঠো দেশী বকস্ লে লিয়া। এক রুপিয়ামে তো বিলাতী টিন দেতা নেই গরীব-পরবর।"

সাহেব বলিলেন, "আচ্ছা, হাম ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকা পাস্ আভি যাতা। লেড়কা লোককে হাম জেহেলমে ভেজেগা।" বলিয়া টুপী লইয়া ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে চা-কর সাহেব ক্লাব অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, জজ সাহেব, পুলিস সাহেব প্রভৃতি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। কয়েকজন মেম সাহেবও ছিলেন। জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব বিলিয়ার্ড খেলিতেছিলেন। জয়েণ্ট সাহেব, পুলিস সাহেব ও তাঁহাদের মেমদ্বয় তাস খেলিতেছিলেন। সাহেবেরা হুইস্কিপেগ এবং মেম সাহেবেরা তাম্বূল্ পান করিতেছিলেন।

চা-কর সাহেব নিজ কার্ড ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে পাঠাইয়া দেওয়া মাত্র তাঁহার আহ্বান হইল। তিনি প্রবেশ করিয়াই বলিলেন, "Very sorry to intrude"—তাহার পর সকল কথা খুলিয়া বলিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব শুনিয়া আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিলেন। পুলিস সাহেব বলিলেন, "I say—this is serious."

পুলিস সাহেব বলিলেন, "আমি এখনই যাইতেছি।" বলিয়া তাসের হাত ডাক্তার সাহেবকে দিয়া বাহির হইলেন। আর্দালিকে বলিলেন, "কোতোয়ালী দারোগাকো আভি ডাকবাঙ্গলামে আনে কহো।"

সাহেবদ্বয় তখন ডাকবাঙ্গালায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চা-কর বলিলেন, "T'is really ver good of you to take so much trouble."

পুলিস সাহেব বলিলেন, "দিন দিন 'বন্দেমাতরম্' নিউসেন্স অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে। ইহা নিশ্চয়ই জাতীয় বিদ্যালয়ের ছেলেদের কায।"

চা-কর সাহেব বলিলেন, "While we wait for your Daroga, may I offer you a peg?"

"Thanks, I don't mind."

বোতল, গেলাস ও সোডাওয়াটার বাহির হইল। হাভানা চুরুট বাহির হইল। দুই জনে দেশের বর্ত্তমান অবস্থা, বাঙ্গালীর বে-আদবী, গভর্ণমেণ্টের শিথিলতা, বিলাতে "শ্বেত বাবু"গণের স্বদেশদ্রোহিতা সম্বন্ধে আলাপ করিতে লাগিলেন।

ক্রমে দারোগা কসিমুল্লা আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

পুলিস সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "দারোগা, আজ বাজারমে দাঙ্গা হুয়া জান্তা?"

"হাঁ হুজুর, আভি খবর মিলা।"

"ক্যা action লিয়া?"

"হুজুর, ফরিয়াদীকা তল্লাসমে জমাদার মোতায়েন কিয়া।"

"ফরিয়াদী হিঁহা হায়, ইতলা লিখ লেও।"

"যো হুকুম হুজুর"—বলিয়া দারোগা চাপরাসিকে লইয়া বারান্দায় গেল। আলোকাদি সংগ্রহ করিয়া এজেহার লিখিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, মনিবকে যেমন বলিয়াছিল, চাপরাসি দারোগাকেও সেইরূপ বলিল। লিখিতে লিখিতে দারোগা জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথাও জখম আছে?"

সাহেবের প্রহারে তাহার কপাল যে জখম হইয়াছিল, চাপরাসি তাহাই দেখাইয়া দিল।

চা-কর সাহেব ইহা দেখিয়া মনে মনে হাসিয়া ভাবিলেন—"ড্যাম্ নেটিভগণ এইরূপ মিথ্যাবাদীই বটে!"—দারোগা লিখিয়া লইল—"বাদী কপালে জখম ও কাপড়ে রক্তের দাগ দেখাইল।"

এজেহার গ্রহণ শেষ হইলে পুলিস সাহেব হুকুম দিলেন, আজ রাত্রেই যেমন করিয়া পার, আসামী গ্রেপ্তার করিতে হইবে। রাত্রে জামিন চাহিলে জামিন দিবে না।"—হুকুম দিয়া, চা-করকে শুভরাত্রি ইচ্ছা করিয়া পুলিস সাহেব প্রস্থান করিলেন।

দারোগা চা-কর সাহেবকে বলিল, "হুজুর, আপনার এই চাপরাসিকে আসামী সনাক্ত করিবার জন্য একটু ছুটী দিতে হইবে।"

"All right. চাপরাসি যাও। দারোগা সাথ আসামী দেখ্‌লাও।"

চাপরাসি বলিল, "হুজুর, অনেক ছেলে, তাহাতে রাত্রি হইয়াছিল। চিনিতে পারিব কি ?"

সাহেব রাগিয়া বলিলেন, "শূয়ার, নেহি পচানে সকো, হাম তুমকো ডিস্‌মিস্ করেগা।"

"বহুৎ খুব হুজুর"—বলিয়া চাপরাসি প্রস্থান করিল।

দারোগা তাহার সহিত, আর কোনও অনুসন্ধান মাত্র না করিয়া, একেবারে জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে গিয়া উপস্থিত হইল। শিক্ষকেরা তখন কেহ ছিলেন না। ছাত্রেরাও অনেকে অনুপস্থিত ছিল। একটি ঘরে চারি পাঁচটি ছেলে প্রদীপ জ্বালিয়া পাঠ মুখস্থ করিতেছিল, তাহাদেরই মধ্যে তিন জনকে চাপরাসি অম্লানবদনে সনাক্ত করিয়া দিল। দারোগা তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিল।

বলা বাহুল্য, এই বালকগণের মধ্যে কেহ কিছু জানিত না। বালকত্রয় বলিল, "দারোগা সাহেব, আমাদের কেন গ্রেপ্তার করিতেছ ? আমরা কি করিয়াছি ?"

দারোগা বলিল, "কি করিয়াছ তাহা আদালতেই মালুম হইবে।"—বলিয়া দারোগা তিন জন কনেষ্টবলের জিম্মায় তাহাদিগকে থানায় পাঠাইয়া দিল।

তাহার পর দারোগা চাপরাসিকে হাঁসপাতালে লইয়া গিয়া সরকারী ডাক্তারের দ্বারায় তাহার জখম পরীক্ষা করাইয়া সার্টিফিকেট লেখাইয়া লইল। শেষে বলিল, "থানায় চল।"

"কেন ?"

"আসামী চিনিবার জন্য।"

"আসামী ত চিনিয়া দিলাম।"

"আরে না না, ছেলেদের ভাল করিয়া চিনিয়া রাখিবে এস। কাল কোনও ডেপুটি বাবু আসিবে ; অন্যান্য ছেলেদের সঙ্গে তাহাদের মিশাইয়া দাঁড় করাইয়া দিবে। তখন তোমায় আসামী চিনিয়া বাহির করিতে হইবে। না পারিলে, মোকর্দ্দমা ফাঁসিয়া যাইবে, চালান হইবে না। থানায় এস, ভাল করিয়া সেই তিন জনকে চিনিয়া রাখ।"

"দেরী হইলে সাহেব গোসা হইবে যে।"

"যাও, সাহেবের কাছে ছুটী লইয়া আইস ?"

চাপরাসি গিয়া সাহেবের কাছে সকল কথা বলিয়া ছুটী চাহিল। সাহেব ছুটী দিলেন ; এবং মনে মনে বলিলেন—"ড্যাম্ নেটিভ্ পুলিস্ এই রকম dishonestই বটে !"

দারোগা তখন, বাজার ও অন্যত্র হইতে আরও তিন দারিজন লোক এবং সেই সওদাগরকে সাক্ষী স্বরূপ ডাকাইয়া আনিল। পুলিসের শাসনে, তাহারা যাহা দেখিয়াছে তাহা, এবং যাহা দেখে নাই তাহাও সাক্ষ্য দিতে স্বীকৃত হইল। অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত থানায় বসিয়া বালকত্রয়কে চিনিয়াও লইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এই মোকর্দ্দমার বিচারভার পড়িল ডেপুটি নগেন্দ্রবাবুর উপর।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ডেপুটি বাবু কাছারি হইতে ফিরিয়া জলযোগাদি অন্তে, অন্তঃপুরের বারান্দায় বসিয়া আরাম করিতেছেন।

নগেন্দ্র বাবুর গৃহিণী বিংশতিবর্ষীয়া যুবতী। তাঁহার নাম চারুশীলা।

চারুশীলা আসিয়া পতির পার্শ্বে উপবেশন করিলেন ; বলিলেন, "আজ মনটা এমন ভার ভার দেখ্‌ছি কেন ?"

নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "না,—এমন কিছু নয়।"

গৃহিণী কিন্তু শুনিলেন না। পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। শেষে ডেপুটি বাবু বলিলেন, "ছেলেদের মামলাটা, এত লোক থাকতে, আমার ঘাড়েই চাপিয়েছে।"

চারুশীলা বলিলেন, "তোমার কাছে হবে ? সে ভালই হ'ল। আমার বরং ভাবনা ছিল।"

"কি ভাবনা ?"

"যে, কার কাছে বা মোকর্দ্দমাটা পড়ে, [illegible] সাহেবদের খুসী কর্‌বার জন্যে অবিচার ক'রে [illegible] তিনটিকে জেলেই পাঠাবে। তোমার কাছে [illegible] আমি নিশ্চিন্ত হলাম।"

তাঁহার স্বাধীনচিত্ততার স্ত্রীর এই সরল বি[illegible] ডেপুটিবাবু মনে মনে একটু হাসিলেন। বলি[illegible]

"যদি প্রমাণ হয়, তা হ'লে ত ছেলেদের সাজা দিতে হবে। আমি ত আর অবিচার ক'রে তাদের খালাস দিতে পারব না।"

চারুশীলা বলিলেন, "ছি, অবিচার কেন করবে! যদি বাস্তবিক প্রমাণ হয়, ওরা আমার আপনার ছেলে হ'লেও আমি খালাস দিতে বলতাম না। কিন্তু আমি যে রকম শুনলাম, ছেলেদের ত কিছু দোষ নেই।"

"কোথায় শুনলে?"

"এই সে দিন মুন্সেফ বাবুর বাড়ীতে বউভাতের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম, সেখানে অনেকে বল্লেন যে, ছেলেরা চাপরাসিকে রাজি ক'রে, তার কাছ থেকে বিলিতী বিস্কুটের টিন কিনে নিয়েছে; নিয়ে ভেঙ্গেছে। কেড়েও নেয় নি, মারেও নি। তা ছাড়া, যে তিন জন ছেলেকে পুলিস ধরেছে, তারা মোটে সেখানে ছিল না, কিছুই জানে না।"

ডেপুটি বাবু একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "এ সব প্রমাণ হয়, তবে না!"

"খুব প্রমাণ হবে। কত লোকে দেখেছে, কত লোকে জানে।"

"প্রমাণ হয় ত ভালই।"

"আর যদি প্রমাণ না হয়, কিছু জরিমানা ক'রে ছেড়ে দিও। আহা ছেলেমানুষ, না বুঝে যদি একটা অন্যায় কায ক'রেই থাকে, তবে কি তাদের জেলে দেবে, যেমন অন্য কয়েক যায়গায় হয়েছে?"

কিন্তু ডেপুটি বাবুর মনের বিষণ্ণতা দূর হইল না। এই সময় আর্দ্দালি আসিয়া একখানি পত্র দিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব লিখিয়াছেন, কল্য প্রাতে ৮টার সময় ডেপুটি বাবু যেন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

পরদিন যথাসময়ে, পোষাক পরিয়া নগেন্দ্র বাবু সাহেব-ভবনে উপস্থিত হইলেন। আরও কয়েক ব্যক্তি দর্শনার্থী হইয়া বাহিরে বারান্দায় একখানি বেঞ্চির উপর বসিয়া অপেক্ষা করিতেছেন। নগেন্দ্র বাবু কার্ড পাঠাইয়া দিলেন। এক মিনিট পরে চাপরাসি আসিয়া তাঁহাকে আপিসকক্ষে লইয়া গিয়া বসাইল ও বলিল, "সাহেব ছোট হাজরী খাইতেছেন, এখনই আসিবেন।"

সাহেব আসিয়া করমর্দ্দন করিয়া নগেন্দ্র বাবুকে বসাইলেন। বলিলেন, "এখন টাউনের অবস্থা কিরূপ?"

"এখন স্বাভাবিক অবস্থাই ত দেখা যায়।"

"স্বদেশীওয়ালাদের মধ্যে বিশেষ কোনও উত্তেজনা নাই?"

"কৈ, তেমন ত কিছুই দেখি না।"

"This Swadeshi is a damned rot; নগেন্দ্র বাবু, আপনি স্বদেশী সম্বন্ধে কি মনে করেন?"

"আজ্ঞে—"

"যথার্থ স্বদেশী - অর্থাৎ দেশের শিল্পোন্নতির যথার্থ চেষ্টা—সে খুব ভাল। তাহার প্রতি আমাদের সকলেরই সহানুভূতি আছে। কিন্তু এই হল্লা, কাপড় পোড়ান, এ সব কি?"

নগেন্দ্র বাবু অপরাধীর মত বলিলেন, "ওগুলো ভাল নয়।"

"By the way—সেই বিস্কিটের মোকর্দ্দমাটা আপনার ফাইলে আছে না?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

"উঃ—ছেলেদের কি স্পর্দ্ধা! গরীব চাপরাসিকে মারিয়া কপাল ফাটাইয়া দিয়াছে। বিস্কিটগুলা রাস্তায় ছড়াইয়া তাহার উপর পৈশাচিক নৃত্য করিয়াছে। এ সব ছেলে এখন হইতে যদি কঠিন শিক্ষা প্রাপ্ত না হয়, তবে বড় হইলে ইহারা চোর-ডাকাত হইয়া উঠিবে। ইহাদের বিশেষ শিক্ষা হওয়া আবশ্যক।"

নগেন্দ্র বাবু মেঝের কার্পেটের উপর দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া নীরব রহিলেন।

সাহেব বলিলেন, "নগেন্দ্র বাবু, ফরিদসিং কিরূপ স্থান মনে হইতেছে? আমি ত দেখিতেছি, এখানে সমস্তই বড় দুর্ম্মূল্য।"

কথোপকথনের বিষয় পরিবর্ত্তনে নগেন্দ্র বাবু খুসী হইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ মহাশয়, সব জিনিষই এখানে বড় দুর্ম্মূল্য। দুধ চারি আনা করিয়া সের।"

"আমি যখন ভাগলপুরে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলাম, সেখানে টাকায় ছয়টা করিয়া বড় বড় মুর্গী পাওয়া যাইত। এখানে এক টাকায় আড়াইটা তিনটার বেশী পাওয়া যায় না। সেখানে দশ টাকায় বাবুর্চ্চি, বেয়ারা প্রভৃতি পাইতাম। এখানে পনেরো টাকা দিতে হয়।"

"হাঁ সাহেব। চাকর-বাকরও এখানে বড় মহার্ঘ। আমাদের অল্প বেতন, কিছুতেই সঙ্কুলান করিতে পারি না।"

"আপনি এখন কোন্ গ্রেডে আছেন?"

"আড়াই শত।"

"কত দিন?"

"প্রায় তিন বৎসর।"

"তি—ন—বৎ—স—র। Shame!' T'is a downright shame! আমি আপনার Service Book দেখিয়া তিন শত টাকার গ্রেডে উন্নতির জন্য শীঘ্রই কমিশনার সাহেবকে লিখিব।"

নগেন্দ্র বাবু অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইয়া সাহেবকে ধন্যবাদ দিলেন। ক্রমে সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "Well Nagendra Babu, I won't detain you longer"—বলিয়া স্বীয় হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলেন।

যাইবার সময় বলিলেন, "স্বদেশী সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ পাইলেই আমাকে আসিয়া জানাইবেন। This Swadashi must be stamped out—at any cost."

বেতনবৃদ্ধির সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হইয়া নগেন্দ্রবাবু বলিলেন, "হাঁ হুজুর! আমার যথাসাধ্য আমি করিব।"

বাহিরে যাহারা পূর্ব্বাবধি দর্শনার্থী হইয়া বসিয়াছিল, তাহাদের প্রতি গর্ব্বিত দৃষ্টিপাত করিয়া নগেন্দ্র বাবু গাড়ীতে উঠিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ধার্য্য দিনে বালকত্রয়ের বিচার আরম্ভ হইল। যে দিন তাহারা গ্রেপ্তার হয়, তাহার পরদিন কয়েকটি প্রধান উকীল বাবু জামিন হইয়া তাহাদিগকে ছাড়াইয়া লইয়াছিলেন। তাঁহারাই নিজ অর্থব্যয়ে, নিজ বহুমূল্য সময় নষ্ট করিয়া, মোকর্দ্দমার তদ্বির ও পরিচালনা করিতেছেন।

চাপরাসি পূর্ব্ব-উক্তিই বজায় রাখিল। জেরায় তাহাকে আসামীর উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন, সাহেব তাহাকে বিস্কুটের টিন ছুড়িয়া মারিয়া কপালে রক্তপাত করিয়াছে কি না। সে অস্বীকার করিল। বলিল, কিল-চড় মারায় ছেলেরাই ও জখম উৎপন্ন করিয়াছে।

চা-কর সাহেবও, ড্যাম-নেটিভের পদানুসরণ করিয়া, বিস্কুটের টিন ছুড়িয়া মারা সাফ্ অস্বীকার করিলেন।

বাজারের কয়েকজন লোক, পথে বিস্কুট ভাঙ্গা সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিল, কিন্তু আসামীকে সনাক্ত করিতে পারিল না। ভাঙ্গা বিস্কুটের টিনটা এবং ধূলিমিশ্রিত বিস্কুটের গুঁড়া কাগজে করিয়া পুলিস কর্ত্তৃক 'এগ্‌জিবিট' হইল।

সওদাগর আসামীত্রয়কে সনাক্ত করিয়া বলিল, ইহারা এবং অপর কয়েকজন, চাপরাসির সহিত বিস্কুটের টিন ফিরাইয়া দিতে আসিয়াছিল। বাবুরা বাহির হইয়া গেলে, কিঞ্চিৎ পরে দূর হইতে মুহুর্মুহুঃ "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি শুনিয়াছিল। জেরায় বলিল, ইস্কুলের ছেলেরা তাহার দোকানের নিকট পিকেট্ করিয়া তাহার অনেক ক্ষতি করিয়াছে বটে, কিন্তু তজ্জন্য ছেলেদের উপর তাহার কোনও রাগ বা শত্রুতা নাই।

হাঁসপাতালের ডাক্তার বলিলেন, "কপালের জখম কোনও শাণিত কঠিন বস্তুর দ্বারা হইয়াছে।" জেরায় বলিলেন, "চড়-কিল দ্বারা ওরূপ জখম হওয়া অসম্ভব।"

বাদীর সাক্ষী শেষ হইলে সাফাই সাক্ষীর জন্য দিন ধার্য্য হইল।

স্বদেশী দোকানের কর্ম্মচারী আসিয়া প্রকৃত ঘটনা বলিল। আরও বলিল, যে ছাত্রগণ দোকানে আসিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ডকে কেহ নাই।

একজন ডাক্তার বলিলেন, তিনি পথ দিয়া যাইতেছিলেন, চাপরাসি স্বেচ্ছায় বিলাতী বিস্কুটের টিন ছেলেদের দিয়াছে দেখিয়াছেন। দেশী বিস্কুট কিনিবার জন্য ছাত্রদের সঙ্গে সে স্বদেশী দোকানে গিয়াছে, তাহা দেখিয়াছেন। পুলিসের জেরায় ডাক্তার বাবু স্বীকার করিলেন যে, স্বদেশী দোকানে তাঁহার দুই শত টাকা শেয়ার আছে এবং তিনি নিজে একজন পাকা স্বদেশী।

ডাকবাংলার খানসামা আসিয়া সাক্ষ্য দিল। চা-কর সাহেব যে চাপরাসিকে টিন ছুড়িয়া মারিয়াছেন, তাহা সে বলিল। সেই টিনে কপাল কাটিয়া জখম হইয়াছে; বাজার হইতে যখন আসে, তখন জখম ছিল না। পুলিসের জেরায় খানসামা স্বীকার করিল যে, উকীল বাবুগণ মাঝে মাঝে তাহার নিকট ভৃত্য পাঠাইয়া মুর্গীর রোষ্ট, কাটলেট্ প্রভৃতি, ফরমাইস দেন। সন্ধ্যার পর একটু গা-ঢাকা হইলেই ভৃত্যগণ আসিয়া সে সব খাদ্য লইয়া যায়। তাহাতে মাসে মাসে তাহার কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন হইয়া থাকে।

মোকর্দ্দমা শেষ হইল। হুকুম হইল, সপ্তাহ পরে রায় বাহির হইবে।

ইতিমধ্যে দেখা গেল, ডেপুটি বাবু তিন দিন

ধড়া-চূড়া বাঁধিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সেলাম করিতে গেলেন। লোকে কানাকানি করিতে লাগিল।

রায়ের দিন আদালতগৃহ লোকে লোকারণ্য। বিস্তর ইস্কুলের বালক আসিয়াছে। অন্যান্য লোকও আসিয়াছে।

রায় বাহির হইল। আসামীগণ সকলেই দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে। প্রত্যেকের তিন মাস করিয়া সশ্রম কারাদণ্ড এবং পঞ্চাশ টাকা করিয়া জরিমানা।

রায় শুনিয়া ছেলের দল 'বন্দে মাতরম্' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। পুলিস অনেক কষ্টে গোল থামাইয়া বালকগণকে আদালত গৃহ হইতে অপসৃত করিয়া দিল।

আসামী পক্ষের প্রধান উকীল কালীকান্ত বাবু রায় চাহিয়া পাঠ করিলেন। বিচারক লিখিয়াছেন, বাদীর সাক্ষিগণের উক্তিতে অনেক স্থলে অনৈক্য দেখা যায় বটে. কিন্তু সে সকল 'minor discrepancies' —উহাতে বরং এই প্রমাণ হয় যে, সাক্ষীরা শিখানো নহে। সত্য বটে, কোন কোনও সাক্ষী বলিয়াছে, হাঙ্গামার সময় পনেরো কুড়ি জন ছেলে ছিল, আবার কেহ কেহ বলিয়াছে, পঞ্চাশ ষাট জন ছিল. কিন্তু কেহই গণনা করিয়া দেখে নাই, অনুমানে ভুল হওয়া আশ্চর্য্য নহে। বাদী বলিয়াছে, ছেলেরা চড়-চাপড় মারিয়া তাহার কপালে ক্ষত করিয়াছে, কিন্তু ডাক্তার বলিতেছেন, কোন কঠিন শাণিত দ্রব্যে ঐ ক্ষত হইয়াছে, চড়-চাপড়ে হইতে পারে না। ইহার উপর আসামীর উকীল বিশেষ জোর দিয়া বলিতেছেন যে, ঘটনা মিথ্যা। কিন্তু আমার বিবেচনায় ঐ সময়ে বাদী এত ভীত ও বিমূঢ় হইয়াছিল যে, তাহাকে বালকেরা ঠিক কি প্রকারে আঘাত করিয়াছে, তাহা স্মরণ রাখা তাহার পক্ষে অসম্ভব। সাফাই সাক্ষিগণের সমস্ত কথাই যে মিথ্যা, তাহাতে কোনও সংশয় নাই। সকলেই তথাকথিত স্বদেশীর দল। উকীল বলিয়াছেন, ডাকবাংলার খানসামা নিরপেক্ষ সাক্ষী, উহার কথা মিথ্যা হইতে পারে না। কিন্তু জেরায় দেখা যাইতেছে, খানসামা উকীল বাবুগণের বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি। সে বারোমাসের খরিদ্দারকে চটাইয়া আসাম হইতে আগত সাহেবের পক্ষাবলম্বন করিয়া সত্য বলিতে পারে না। ইত্যাদি।

উকীল বাবু রায়ের নকল বাহির করিয়া লইয়া জজ সাহেবের নিকট আপীল দায়ের করিয়া, জামিনের হুকুম লইলেন।

এই সংবাদ শ্রবণমাত্রে বালকগণ ভীষণ রবে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি করিয়া উঠিল। কোথা হইতে একখানা গাড়ী আনিয়া, তাহাতে বালকত্রয়কে বসাইয়া, ঘোড়া খুলিয়া নিজেরা গাড়ী টানিয়া সহরময় ঘুরিয়া বেড়াইল এবং সমস্বরে গাহিতে লাগিল —

ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে,
মোদের বাঁধন ততই টুটবে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সে দিন ডেপুটি বাবু ক্ষুণ্ণমনে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। চোর যেন চুরি করিয়া ফিরিল। খুনী যেন খুন করিয়া আসিয়াছে! ডেপুটি বাবুর চক্ষু অবনত, মুখ কালিমাময়।

গৃহে আসিয়া দেখিলেন, চারুশীলা মুখখানি বিমর্ষ করিয়া চুপ করিয়া বারান্দার কোণে বসিয়া আছেন। ডেপুটি বাবু বুঝিলেন, এ বিমর্ষতার কারণ কি।

বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিয়া, স্ত্রীর নিকট অগ্রসর হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো, অমন ক'রে ব'সে কেন?"

চারুশীলা নিরুত্তর।

"কি হয়েছে?"

"মাথাটা ধরেছে।"

"মাথা ধরেছে? কখন্ ধর্‌ল? এস দেখি, রুমালে একটু ওডিকলোন ভিজিয়ে মাথায় বেঁধে দিই। এখনই সেরে যাবে।"

চারুশীলা স্বামীর দিকে না চাহিয়া বলিলেন, "থাক, দরকার নেই।"

ভাবগতিক দেখিয়া নগেন্দ্র বাবু সরিয়া গেলেন।

দাসী তাঁহার চা ও জলখাবার আনিয়া দিল। অন্যদিন গৃহিণী এ সময় উপস্থিত থাকিতেন, আজ তিনি অনুপস্থিত। নগেন্দ্র বাবু জলখাবার খাইতে গেলেন, কিন্তু তাহা গলা দিয়া যেন নামিতে চাহে না। বুকের ভিতরটা কে যেন পাথর বোঝাই করিয়া দিয়াছে। জলখাবার ফেলিয়া রাখিয়া, কেবল চাটুকু নিঃশেষে পান করিলেন।

তাহার পর অনেকক্ষণ ধরিয়া ধূমপান করিলেন। শেষে উঠিয়া, অপরাধীর মত আবার স্ত্রীর নিকট গেলেন। তিনি তখনও সেইরূপ ভাবেই বসিয়া আছেন।

ধীরে ধীরে বলিলেন, "মাথাটা একটু সার্‌ল ?"

চারুশীলা সঙ্কেতে জানাইলেন, সারে নাই।

নগেন বাবু তাঁহার হাতটি ধরিয়া বলিলেন, "এস এস, উঠে এস। আজ একটা ভাল খবর আছে, বল্‌ব মনে ক'রে কত আমোদ ক'রে এলাম, আর তুমি রাগ ক'রে ব'সে রইলে।"

স্বামীর আগ্রহাতিশয্যে চারুশীলা উঠিয়া আসিলেন। নগেন বাবু বলিলেন, "আজ সাহেব আমার পঞ্চাশ টাকা বেতনবৃদ্ধির জন্যে কমিশনর সাহেবকে অনুরোধ-পত্র লিখেছেন।"

এ কথা শুনিয়া, চারুশীলার চক্ষুযুগল দিয়া প্রবলবেগে অশ্রু বহিল।

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন, "ও কি, চোখের জল ফেল কেন ?"—বলিয়া এক হাতে স্ত্রীর হাতটি ধরিয়া, অন্য হাতে চোখের জল মুছাইতে চেষ্টা করিলেন।

চারুশীলা হাত ছাড়াইয়া লইয়া বলিলেন, "ওগো, আজ আমায় মাফ কর। আজ আমার কাছে এস না, কোনও কথা বোলো না।"—বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

নগেন্দ্র বাবু বাহিরে বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। আর একবার তামাকের হুকুম করিলেন। ধূমপান করিতে করিতে তাঁহার মানসিক অশান্তি আরও বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, যে দিন কর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সে দিন কি ছিলেন, আর আজ কি হইয়াছেন। আজ চারুশীলা তাঁহাকে কাছে আসিতে, কথা কহিতে বারণ করিয়াছে। আজ তিনি পতিত, কলঙ্কিত। পবিত্র বিচারাসনে বসিয়া, জানিয়া শুনিয়া, আজ তিনি অবিচার করিয়া আসিয়াছেন। আজই কি প্রথম ?—কিসের জন্য ? কেবল দগ্ধোদরের জন্য। বহুবর্ষব্যাপী শিক্ষা-সাধনার ফল, ধর্ম্মবুদ্ধি, বিবেক, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা,—শুধু দগ্ধোদরের জন্য ভাসাইয়া দিয়াছেন। ছি ছি! পূর্ব্বকালে অর্দ্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত ডেপুটিরা ঘুষ লইত। তাহাদের মার্জ্জনা ছিল। সুশিক্ষাভিমানী নগেন্দ্র বাবু গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পদবৃদ্ধিস্বরূপ ঘুষ লইয়া বিচারাসন কলঙ্কিত করিয়াছেন। তাঁহার কি মার্জ্জনা আছে ?

ডেপুটি বাবু এই সকল কথা মনে মনে চিন্তা করিয়া, অনুতাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। শেষে অস্থির হইয়া, উঠিয়া পড়িলেন। চাদর লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলেন। অন্ধকার অন্ধকার পথ খুঁজিয়া সেই পথগুলিতে অনেকক্ষণ বেড়াইলেন।

সারারাত্রি ভাল নিদ্রা হইল না।

পরদিন কাছারি বন্ধ ছিল। প্রভাতে উঠিয়া ভৃত্যকে বলিলেন, "আজ মফস্বল যাইব।"—সকালে আহারাদি করিয়া প্রস্তুত হইলেন।

ইহা শুনিয়া চারুশীলা আসিলেন। স্বামীর মুখপানে চাহিয়া তাঁহার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিলেন। বুঝিয়া সতীর মন করুণায় দ্রবীভূত হইল। কাছে আসিয়া বলিলেন, "কবে ফিরবে ?"

"কা'ল সকালেই ফির্‌ব।"

"দেরী কোরো না।"

"কেন, দেরী হ'লে তো[illegible] দুঃখ কি ?"

স্বামীর এই অভিমানবাক্যে চারুশীলার কোমল হৃদয় ব্যথিত হইল। তিনি স্বামীর বক্ষে মুখ লুকাইয়া নীরবে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন।

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন, "ও কি—ও কি ? শান্ত হও। এখনি কেউ এসে পড়বে।"

কিন্তু চারুশীলার দুঃখ দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল।

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন, "তোমার এ দুঃখ আমি আর দেখতে পারিনে। যা হবার, তা হয়ে গেছে। এখন কি কর্‌লে তুমি সুখী হও, বল।"

চারুশীলা স্বামিবক্ষ হইতে মুখ অপসৃত করিয়া বলিলেন, "আমায় একটি ভিক্ষা দেবে ?"

"কি, বল।"

"এ চাকরি ছাড়। যে চাকরি বজায় রাখবার জন্যে অধর্ম্ম করতে হয়, সে চাকরিতে কায কি ? আমি তোমার তিনশো টাকা চাইনে। আমি এ ধনদৌলত, সোনা-রূপো চাইনে। তুমি যদি মাষ্টারি করেও আমায় মাসে পঞ্চাশ টাকা এনে দাও, আমি তাতেই সংসার চালিয়ে নেব।"

এ কথা শুনিয়া ডেপুটি বাবু এক মুহূর্ত্ত মাত্র ভাবিয়া বলিলেন, "তাই হবে।"

বাহিরে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ট্রেণের সময় সন্নিকট। ডেপুটি বাবু বলিলেন, "তাই হবে। তুমি কেঁদ না।"—বলিয়া পত্নীকে সস্নেহে চুম্বন করিয়া বাহিরে আসিলেন।

* * *

পরদিন প্রভাতে চাপরাসি ডাক লইয়া আসিল।

ডেপুটি বাবু তখনও মফস্বল হইতে ফেরেন নাই। চারুশীলা দেখিলেন, কয়েকখানি চিঠির সঙ্গে এক বোঝা সংবাদপত্র। এত সংবাদপত্র কোনও দিন আসে না। একখানি খুলিয়া দেখিলেন, "সন্ধ্যা" পত্রিকা। 'ফরিদসিংহে ঘটিরামলীলা' নামক একটি প্রবন্ধ রহিয়াছে—তাহার চারি পার্শ্বে লাল কালীর রেখাঙ্কিত। ছাত্রদের মোকর্দ্দমার উল্লেখ করিয়া "সন্ধ্যা" তাহার নিজস্ব অপভাষায় নগেন্দ্র বাবুকে ভয়ঙ্কর গালি দিয়াছে। সমস্ত প্রবন্ধ পাঠ করিবার ধৈর্য্য চারুশীলার রহিল না। অপর একখানি পত্রিকা খুলিয়া দেখিলেন, তাহাও ঐ তারিখের "সন্ধ্যা"—ঐ প্রবন্ধ লাল পেন্সিল দ্বারা রেখাঙ্কিত। এইরূপ গণিয়া দেখিলেন, ভিন্ন ভিন্ন প্যাকেটে ভিন্ন ব্যক্তি সেই তারিখের সতেরোখানা "সন্ধ্যা" কলিকাতা হইতে সকৌতুকে নগেন্দ্র বাবুর নামে পাঠাইয়া দিয়াছে। পাছে স্বামীর দৃষ্টিপথে পতিত হয়, এই আশঙ্কায় সমস্ত "সন্ধ্যা"গুলি চারুশীলা লইয়া জ্বলন্ত চুল্লীমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন।

বেলা ৯টার সময় ডেপুটি বাবু ফিরিলেন এবং তাড়াতাড়ি আহারাদি করিয়া কাছারি গেলেন।

চারুশীলা পুত্রকে বলিলেন, "আজ ইস্কুলে গেলিনে ?"

"না, আজ যাব না।"

"কেন, ছুটী আছে না কি ?"

"না।"

"তবে ?"

"ইস্কুলে গেলে ছেলেরা আমায়—" বলিয়া আর বলিতে পারিল না। তার চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যেই পথে ঘাটে অন্যান্য বালকেরা তাহাকে অপমান করিয়াছে।

চারুশীলা বুঝিলেন। বলিলেন, "আচ্ছা, তবে থাক্। আমারও একটু কায আছে।"

দ্বিপ্রহরে গাড়ী ডাকিয়া, পুত্রকে সঙ্গে লইয়া তিনি বাহির হইলেন। কালীকান্ত বাবু উকীলের বাড়ী গিয়া তাঁহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

সে দিন সেখানে আরও দুই তিনটি উকীলের স্ত্রী সমবেত হইয়াছিলেন। চারুশীলাকে দেখিয়া অন্যান্য মহিলারা কোনও কথা বলিলেন না, মুখ ভার করিয়া রহিলেন। কালীকান্ত বাবুর স্ত্রী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। কিন্তু সে অভ্যর্থনা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের মত সাদর নহে।

চারুশীলা বসিয়া, অন্যান্য কথার পর ছেলেদের মোকর্দ্দমার কথা তুলিলেন।

একটি মহিলা বলিলেন, "ওটা বড়ই দুঃখের বিষয় হয়েছে।"

কালীকান্ত বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "আপীলে বোধ হয় টিক্‌বে না ওঁরা বলছিলেন।"

একজন বলিলেন, "তবে যদি স্বদেশী মোকর্দ্দমা ব'লে সাহেবেরা অবিচার করে।"

চারুশীলা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপীলের দিন কবে হয়েছে জানেন ?"

"কবে ঠিক বল্‌তে পারিনে। শীঘ্রই হবে।"

"ছেলেরা কলকাতা থেকে কোনও ভাল ব্যারিষ্টার নিয়ে আসুক।"

"সে অনেক টাকা খরচ। ছেলেরা কোথায় পাবে ? এঁরাই কর্‌বেন এখন।"

চারুশীলা অবনত মস্তকে বলিলেন—"টাকা আমি দেব।"

এ কথায় সকলে একটু বিস্মিত হইলেন। কালীকান্ত বাবুর স্ত্রী বলিলেন, "আপনি দেবেন কেন ?"

চারুশীলার মনে যাহা ছিল, মুখে তাহা ব্যক্ত করিলেন না। করিলে তাহা পতিনিন্দার মত শুনায়। কিন্তু তাঁহার চক্ষু দুইটি জলপূর্ণ হইয়া আসিল। বলিলেন, "আপনারা এই মোকর্দ্দমায় ছেলেদের সাহায্যের জন্যে কত টাকা ব্যয়, কত ত্যাগস্বীকার করছেন। আমি কি এর জন্যে কিছু ত্যাগস্বীকার করবার অধিকারী নই ? আমি এই এক যোড়া বালা আর এক যোড়া অনন্ত এনেছি। এ বেচলে হাজার টাকার উপর হবে। এই টাকা দিয়ে কলকাতা থেকে ছেলেদের আপীলের দিন কোন ভাল ব্যারিষ্টার আনাবার বন্দোবস্ত করুন। আমার মনে একটু শান্তি যাতে পাই, তার উপায় করুন!"—ইহা বলিতে বলিতে চারুশীলার গণ্ড বহিয়া অশ্রু ঝরিল।

কালীকান্ত বাবুর স্ত্রী গহনাগুলি লইলেন। বলিলেন, "আচ্ছা, উনি বাড়ী আসুন, ওঁকে বলবো।"

এই ঘটনায় অন্যান্য মহিলাগণের মনও দ্রবীভূত হইল। তাঁহারা তখন চারুশীলার সঙ্গে হাসিমুখে আলাপ করিতে লাগিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ছেলেদের আপীল শেষ হইয়া গিয়াছে। কলিকাতা হইতে বড় ব্যারিষ্টার আনা হইয়াছিল, কিন্তু কিছু হইল না। জজ সাহেব আপীল ডিস্‌মিস্ করিলেন। ছেলেরা জেলে গিয়াছে। হাইকোর্টে মোশনের বন্দোবস্ত হইতেছে।

এ দিকে নগেন্দ্র বাবুর স্ত্রী যে গহনা বিক্রয় করিয়া ছেলেদের সাহায্য করিয়াছেন, তাহা সহরময় রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কানেও এ কথা উঠিয়াছে। শুনিয়া অবধি তিনি নগেন্দ্র বাবুর উপর বড় কঠোর আচরণ করিতেছেন। ইতিমধ্যে একদিন কার্য্যোপলক্ষে সাহেব খাস-কামরায় নগেন্দ্রবাবুকে তলব করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ববারের মত তাঁহাকে বসিতে অনুরোধ করেন নাই। আমলার মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া এবার সাহেবকে কাষ বুঝাইয়া দিতে হইয়াছিল।

কয়েক দিন পরে নগেন্দ্র বাবুর একটা রায়, জজ সাহেব উল্টাইয়া দিলেন। এই উপলক্ষে, নগেন্দ্র বাবুর দোষ না থাকিলেও, কার্য্যে ভুল ধরিয়া আমলাগণের সমক্ষেই নগেন্দ্র বাবুকে সাহেব অভদ্রভাবে কটূক্তি করিলেন।

নগেন্দ্রবাবু কর্ম্মত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুতই হইয়াছেন। কলিকাতায় গিয়া আইন পরীক্ষা দিয়া, ওকালতী করিবেন। মাঝে মাঝে স্বামি-স্ত্রীতে এ বিষয়ে জল্পনা-কল্পনা হইয়া থাকে। মাসখানেকের মধ্যেই কর্ম্মত্যাগ করিবেন, ইহাই আপাততঃ স্থির হইয়াছে।

জজ সাহেব কর্ত্তৃক ছেলেদের আপীল ডিস্‌মিসের দুই এক দিন পরে, ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব তাঁহাকে কুঠিতে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। পূর্ব্বে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মাঝে মাঝে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবকে সেলাম করিতে যাইতেন, ইদানীং আর যান নাই।

সে দিন প্রভাত পোষাক পরিয়া, গাড়ী করিয়া, নগেন্দ্রবাবু সাহেবের কুঠিতে উপস্থিত হইলেন। নিজ কার্ড পাঠাইয়া দিলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের রীতি ছিল, হাকিম কিংবা বড় জমিদার আসিলে আপিস-কামরায় তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করাইতেন; চুনাপুঁটি দরের লোক আসিলে তাহাদিগকে বারান্দায় বেঞ্চে বসিয়া থাকিতে হইত। আজ চাপরাসি ফিরিয়া, তাঁহাকে আপিস-কামরায় না লইয়া গিয়া, সেই বেঞ্চিতে বসিতে অনুরোধ করিল।

সেখানে কয়েকজন 'চুনাপুঁটি' পূর্ব্ব হইতেই বসিয়াছিল। তাহাদের সহিত একাসনে না বসিয়া, নগেন্দ্র বাবু পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বুঝিলেন, সাহেব তাঁহাকে ইচ্ছা করিয়া অপমান করিতেছে।

কিয়ৎক্ষণ বেড়াইবার পর, ভিতর হইতে একজন চাপরাসি ছুটিয়া বাহির হইয়া বলিল, "বাবু, জুতাকা আওয়াজ মৎ কীজিয়ে, সাহেব গোস্‌সা হোতা হায়। বেঞ্চপর বৈঠিয়ে।"

দন্তে ওষ্ঠ দংশন করিয়া নগেন্দ্র বাবু বেঞ্চে উপবেশন করিলেন। 'চুনাপুঁটি'গণ তাঁহাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে একটু সরিয়া বসিল।

ইতিমধ্যে আরও দুই জন সেলামার্থী আসিয়া বেঞ্চে বসিল। নগেন্দ্র বাবু রুমাল বাহির করিয়া মুহুর্মুহু কপালের ঘাম মুছিতে লাগিলেন। ক্রোধে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল।

ক্রমে সাহেব ছোটহাজরী সারিয়া আপিস-কামরায় আসিলেন। প্রথমে ডাকিয়া পাঠাইলেন—নগেন্দ্র বাবুকে নয়। যাঁহারা নগেন্দ্র বাবুর পূর্ব্বে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের একে একে ডাক পড়িল। যাঁহারা পরে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও ডাক পড়িল। শেষে নগেন্দ্র বাবু একা বেঞ্চে অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন।

এই সময়টা তাঁহার যে কিরূপ ভাবে কাটিয়াছিল তাহা তিনিই জানেন এবং তাঁহার ইষ্টদেবতাই জানেন। এই সময়ের মধ্যে নগেন্দ্র বাবু দন্তে দন্ত দৃঢ়বদ্ধ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন, একমাস পরে নহে,—অদ্যই।

অবশেষে নগেন্দ্র বাবুর ডাক পড়িল। তিনি ক্রোধে মাতালের মত টলিতে টলিতে, সাহেবের কামরায় প্রবেশ করিলেন।

অন্য দিনের মত, সাহেব আজ উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিলেন না।

"গুড্ মর্ণিং সার।"

"গুড্ মর্ণিং বাবু।"

"বাবু!"—অন্য দিন হইলে সাহেব বলিতেন নগেন্দ্র বাবু। সাহেব বিলক্ষণ জানিতেন, শুধু "বাবু" বলিয়া সম্ভাষিত হইলে পদস্থ বাঙ্গালী অপমান বোধ করে।

নগেন্দ্র বাবু ইহাও লক্ষ্য করিলেন। কিন্তু তাঁহার

েন কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইয়াছিল, এই আঘাতে কোন নূতন বেদনা অনুভব করিল না।

সাহেব চুরুট মুখে করিয়া বলিলেন, "সহরে এখন স্বদেশীর অবস্থা কিরূপ?"

নগেন্দ্র বাবু বলিলেন, "ভালই।"

"শুনিয়া সুখী হইলাম। ইহা বিস্কিট-মোকদ্দমার কঠিন শাস্তির সুফল।"

নগেন্দ্র বাবু মনে মনে একটু হাসিলেন। বলিলেন, "আপনি বোধ হয় আমার কথাটা ভুল বুঝিয়াছেন। ভালই—অর্থাৎ স্বদেশীর পক্ষে ভালই, গভর্ণমেণ্টের পক্ষে নয়। সেই মোকর্দ্দমার পর হইতে লোকের স্বদেশীপণ দৃঢ়তর হইয়াছে।"

সাহেব যেন একটু আশ্চর্য্য হইয়া নগেন্দ্র বাবুর মুখপানে চাহিলেন। বলিলেন, "তবে 'ভালই' কেন বলিলেন? আপনি কি একজন স্বদেশী না কি?"

নগেন্দ্র বাবু গর্ব্বিতভাবে বলিলেন, "স্বদেশী আন্দোলন হইয়া অবধি, এক পয়সার বিলাতী দ্রব্য আমার গৃহে আসে নাই।"

সাহেবের মুখ ও কর্ণ ক্রোধে লাল হইয়া উঠিল। তিনি জানিতেন যে, অনেক সরকারী কর্ম্মচারী লুকাইয়া লুকাইয়া স্বদেশীয়তা রক্ষা করে, কিন্তু সাহেবের সাক্ষাতে এমন করিয়া দর্প ত কেহ করে না! তিনি বুঝিলেন যে, এই উদ্ধতা প্রকাশ করিয়া নগেন্দ্র বাবু সম্প্রাপ্ত অপমানের প্রতিশোধ লইতেছেন। সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে, এই নীতির অনুসরণ করিয়া সাহেব বলিলেন, "হাঁ, আমি শুনিয়াছি, বাঙ্গালী মহিলারা স্বদেশী বিষয়ে পুরুষগণের অপেক্ষাও দৃঢ়তর।"—বলিয়া সাহেব একটু হাসির ভাণ করিলেন। একটু পরেই বলিলেন—"By the way—শুনিলাম না কি আপনার স্ত্রী ঐ মোকর্দ্দমার আপীলে হাজার টাকা দিয়া ছেলেদের সাহায্য করিয়াছেন? ইহা সত্য না কি?"

"সত্য। হাইকোর্টে মোশন হইবে, তাহার খরচও বহন করিতে আমার স্ত্রী প্রস্তুত হইয়াছেন।"

সাহেব নিজ ধৈর্য্য আর রক্ষা করিতে পারিলেন না। আবার তাঁহার মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। বলিলেন, "এটা কি গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ নয়?"

নগেন্দ্র বাবু অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "সম্ভবতঃ, কিন্তু ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আমার স্ত্রী গভর্ণমেণ্টের চাকর নহেন।"

ক্রোধের সহিত বিস্ময়ের ভাবও সাহেবের মনে আধিপত্য করিতে লাগিল। তিনি এত দিন চাকরি করিতেছেন, এ প্রকার তেজের কথা ত বাঙ্গালীর মুখে অদ্যাবধি শুনেন নাই! সাহেব বুঝিলেন, আজ নগেন্দ্র বাবু তাঁহাকে অপমান করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। আচ্ছা, তাহার অমোঘ ঔষধও সাহেবের কাছে আছে। তাহা প্রয়োগ করিলে, চাকরিগত-প্রাণ বাঙ্গালী এখনই নতজানু হইয়া সাহেবের ক্ষমা ভিক্ষা করিবে।

এই ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "সে কথা যাউক। আজ যে জন্য আপনাকে ডাকিয়াছি, তাহা বলি। সম্প্রতি আপনার কাযকর্ম্মে অত্যন্ত শিথিলতা দেখা যাইতেছে। আপনি যদি এখনই সাবধান না হন, তবে আপনার বেতনবৃদ্ধির অনুরোধপত্র আমাকে ত প্রত্যাহার করিতে হইবেই, হয় ত আপনাকে ডিগ্রেড্ করিতেও বাধ্য হইতে পারি।"

এই কথা বলিয়া সাহেব নগেন্দ্র বাবুর মুখের পানে সাগ্রহে দৃষ্টিপাত করিলেন—ঔষধ ধরিল কি না। বাবুর মুখ নিশ্চয়ই ভয়ে বিবর্ণ হইয়া যাইবে এবং তিনি ক্ষমাপ্রাপ্তির জন্য আকুল হইয়া উঠিবেন।

কিন্তু তাহা হইল না। নগেন্দ্র বাবুর মুখে, অল্পে অল্পে, একটু ঘৃণামিশ্রিত হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "তাহা স্বচ্ছন্দে আপনি করিতে পারেন। কারণ, উহাতে আমার কোনই ক্ষতি হইবে না।"

সাহেব অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন, "তাহার অর্থ কি?"

"আমি স্থির করিয়াছি, কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিব। অদ্যই অফিসে আমার কর্ম্মত্যাগপত্র আপনার হস্তগত হইবে। আমাকে মাসান্তে যাহাতে বিদায় দিতে পারেন, বিলম্ব না হয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক সে চেষ্টা করিলে অত্যন্ত বাধিত হইব।"

শুনিয়া, সাহেব যেন আকাশ হইতে পড়িলেন। বাঙ্গালী! বাঙ্গালী হইয়া এত বড় চাকরিটা এক কথায় ছাড়িতে উদ্যত হইয়াছে?

নগেন্দ্র বাবু পকেট হইতে ঘড়ি খুলিয়া দেখিলেন। দেখিয়া দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "আমি আর আপনার সময় নষ্ট করিব না। গুড্ মর্ণিং।"

সাহেব অন্যমনস্ক হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন—"গুড্ মর্ণিং।"

● ● ●

একমাস কাটিল। আজ নগেন্দ্র বাবুর চাকরির শেষ দিন। বিকালবেলা দেখা গেল, তাঁহার এজ-লাসের বাহিরে বহুসংখ্যক ইস্কুলের বালক সমবেত হইয়াছে। অনেকের হাতে "বন্দে মাতরম্ ধ্বজা।"

তিনি বাহির হইবামাত্র বালকেরা তাঁহাকে পুষ্প-মাল্যে বিভূষিত করিল। একখানা ফেটন্ গাড়ী আনিয়াছিল। তাহাতে নগেন্দ্র বাবুকে আরোহণ করিতে অনুরোধ করিল।

কিন্তু নগেন্দ্র বাবু সম্মত হইলেন না।

বালকেরা জিদ করিতে লাগিল। বলিল, ঘোড়া খুলিয়া আজ তাঁহাকে তাহারা টানিয়া লইয়া যাইবে।

পথ দিয়া একজন গ্রাম্য ও একজন নাগরিক নিরক্ষর লোক যাইতেছিল। ব্যাপারখানা বুঝিতে না পারিয়া গ্রাম্য ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করিল—"একি বাহে? বাবুর সাদি না কি?"

নাগরিক ব্যক্তি উত্তর করিল—"আমার পছন্দ হয়, বাবুর জ্যাল্ হইছিল, আজ খালাস হইছে। আজকাল দেহি বাবুদের জ্যাল্ থেহে খালাস্ হইলে এই রকমডা করে।"

এ দিকে, বালকেরা নগেন্দ্র বাবুকে টানিবার জন্য বিস্তর পীড়াপীড়ি করিল, কিন্তু নগেন্দ্র বাবু কিছুতেই রাজি হইলেন না; অন্য দিনের মতই পদব্রজে গৃহে প্রত্যাবর্ত্ত করিলেন।

দুইমাস-ব্যাপী বিচ্ছেদের পরে আজ স্বামি-স্ত্রী মধ্যে পুনর্ম্মিলন সংঘটিত হইল।

মুক্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ

লণ্ডনে একটি বিদ্যুৎ-আলোকিত কক্ষে একজন বঙ্গীয় যুবক একাকী বসিয়াছিল।

কক্ষটি অনতিপ্রশস্ত। মধ্যস্থলে একটা টেবিল, তাহা গৈরিক বর্ণের "বেজ" কাপড়ে আবৃত। চারি পাশে চারিখানি চেয়ার রহিয়াছে। কিছু দূরে জানালার কাছে একটি সোফা। দেওয়ালের কাছে একস্থানে একটি পুস্তকের আলমারি. তাহার মধ্যে ডাক্তারি শাস্ত্রের অনেকগুলি পুস্তক সারিবদ্ধ রহিয়াছে। আলমারির মাথায় থানকতক "ডেলি-নিউজ" সংবাদপত্র এবং কয়েকখানা সচিত্র মাসিকপত্র গোছান আছে। অপর পার্শ্বে দেওয়ালে অগ্নিকুণ্ডের কয়লাগুলি ধিকি ধিকি জ্বলিতেছে। কুণ্ডের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধে ম্যাণ্টেল্-পিস্—তাহার মধ্যস্থলে একটি ঘড়ী। দুই পার্শ্বে কয়েকখানি ফোটোগ্রাফ ও টুকিটাকি সৌখীন দ্রব্য সাজান আছে। ফোটোগ্রাফের মূর্ত্তিগুলি অধিকাংশই সেই দেশীয়। বাকীগুলির একখানিতে একটি বঙ্গীয় যুবতীর মুখ রহিয়াছে।

যুবকটির নাম চারুচন্দ্র চৌধুরী। সে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সম্প্রতি লণ্ডনে আসিয়াছে; আই-এম্-এস্ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। এই বাড়ীটি লণ্ডনের কেন্‌সিংটন নামক অংশে অবস্থিত। চারু পূর্ব্বে অনেকবার এই বাড়ীতে আসিয়া বাসা করিয়াছে।

টেবিলের নিকটে একখান চেয়ারে চারু উপবিষ্ট। তাহার মুখে একটি পাইপ্, হস্তে একখানি সবুজরঙের সান্ধ্য-সংবাদপত্র। কিন্তু সংবাদের প্রতি চারুর বিশেষ মনোযোগ দেখা যাইতেছিল না। সে মুহুর্মুহুঃ ঘড়ীর পানে চাহিতেছিল।

তাহার কারণও ছিল। আজ শনিবার, শেষ ডিলিভারিতে ভারতবর্ষীয় ডাক আসিবার কথা আছে। ব্রিণ্ডিসি হইতে যে দিন. যে সময় ডাকগাড়ী এবার লণ্ডনাভিমুখে রওনা হইয়াছে, তাহাতে ঘণ্টা হিসাব করিয়া, আজ শেষ ডিলিভারিতে পত্রবণ্টন হয় কি না হয়, ইহা সংশয়ের বিষয়। আজ না আসিলে আর সোমবার প্রভাতের পূর্ব্বে পত্র পাওয়া যাইবে না, কারণ, সভ্য-জগতের মধ্যে লণ্ডনই একমাত্র স্থান—যেখানে রবিবারে চিঠি বিলি হয় না।

পৌনে দশটা হইল। তখন দূরের গৃহদ্বারগুলিতে ডাক্‌ওয়ালার "নক্"—খট্ খট্ শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল। শব্দ ক্রমে নিকট হইতে নিকটে আসিতেছে। ক্রমে সেই বাড়ীর দরজাতেও শব্দ হইল। চারু নিশ্বাস বন্ধ করিয়া দাসীর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

দাসী আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া দুয়ারে আঘাত করিল। বলিল, "ভিতরে আসিতে পারি মহাশয়?"

"এস।"

দরজা খুলিয়া ঈডিথ প্রবেশ করিল। তাহার হস্তে একটি ট্রে, সেটি পত্র, প্যাকেট্ ও পার্শ্বেলে পরিপূর্ণ। সেগুলি সে চারুর সম্মুখে সন্তর্পণে নামাইয়া রাখিতে লাগিল।

চারু তাহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল, "Good night, Edith."

"Good night Sir"—বলিয়া দাসী প্রস্থান করিল।

চারু তখন পত্রগুলি একে এক পাঠ করিল। তাহার মধ্যে একখানিতে এইরূপ লেখা ছিল :—

"কলিকাতা।

প্রিয় চারু,

এ মেলে তোমার পাস হওয়ার সংবাদ পাইয়া যে কি সুখী হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। তুমি এডিনবরা ছাড়িবার সময় লণ্ডনের ঠিকানা দাও-নাই। টমাস্ কুকের কেয়ারে পাঠাইলে পাছে পত্র পৌঁছিতে দেরী হয়, তাই আমি আন্দাজ করিয়া কেনসিংটনে তোমার পূর্ব্বঠিকানাতেই পত্র দিলাম। জানি, তুমি সেখানে স্থান পাইলে অন্য কোথাও যাইবে না। অহো, পোলাওয়ের কি মহিমা! তোমার কারি-পোলাও

প্রভৃতি রন্ধনে নিপুণা ল্যাণ্ডলেডির জন্য কিছু মশলা আজ পার্শেল করিয়া পাঠাইলাম।

তোমার পত্র যখন আসিল, তোমার দাদা তখন কাছারিতে ছিলেন। তাই খোকাকে ধরিয়া আনিয়া তাহাকেই শুভসংবাদটা বলিলাম। শুনিয়া কিন্তু সে মোটেই প্রসন্ন হইল না। কেবল মাথা নাড়িয়া নাড়িয়া বলিতে লাগিল, 'আমি ওষুধ খাব না।' তাহার বিশ্বাস, বাড়ীতে ডাক্তার হইলে প্রত্যহই তাহাকে ঔষধ খাইতে হইবে।

তোমার শেষ পরীক্ষাটা হইয়া গেলে বাঁচা যায় বাবু। ঘরের ছেলে শীঘ্র ঘরে ফিরিয়া এস। আমি তোমার জন্য একটি ক'নে ঠিক করিতেছি।

ভাল কথা—নির্ম্মল'র বিবাহ হইয়া গিয়াছে, তাহা তোমায় পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। তাহার বরটি যে বিলাত চলিল। নরেন এই মেলেই যাইতেছে। তাহার শাশুড়ী আমাকে বলিলেন, 'চারুকে লেখ, সে যেন ষ্টেশন থেকে তাকে নামিয়ে নিয়ে যায়। বাসা-টাসা ঠিক ক'রে দেয়। একটু দেখে শোনে।' নরেন মার্শেল্স্ হইয়া যাইতেছে; সুতরাং প— পৌঁছিবার পরদিন সে লণ্ডনে পৌঁছিবে। ডোভারে নামিয়াই তোমায় টেলিগ্রাম করিয়া দিবে। ছেলেটি যদিও বি-এ ক্লাসে পড়িতেছিল, তবু সে অত্যন্ত নিরীহ, কিছু বোকা-সোকা রকমের। বিবাহের পূর্ব্বে আমাদের এ সমাজে কখনও মিশে নাই—একটু থতমত ভাবটা। বেচারি নিতান্তই হিন্দুঘরের মা-মাসী-পিসীর অঞ্চলের নিধি। লণ্ডনে হারাইয়া না যায়, দেখিও।

তোমার দাদাকে রোজ বলিতেছি, 'কেবল ব্যারি-ষ্টারি করিয়া টাকা জমাইয়া কি হইবে, চারু সেখানে থাকিতে থাকিতে আমায় একবার বিলাত দেখাইয়া আনিবে চল।' তা তোমার দাদা রাজি হন না। চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী। তাঁহার গুড়গুড়ি টাই কাল হইয়াছে। বলিলেই বলেন, 'এ গুড়গুড়িটে-নিয়ে বিলেত যাই কি ক'রে? ফেলেও ত যেতে পারিনে।'—তোমার নূতন ডাক্তারি বিদ্যা খাটা-ইয়া, গুড়গুড়িতে তামাক খাওয়া মহাদোষ এই বলিয়া, খুব ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে একটা পত্র লিখিতে পার? তিনি গুড়গুড়ি পরিত্যাগ না করিলে আমার বিলাত দেখার কোনও আশা নাই।

আমরা সকলে ভাল আছি। আজ তবে আসি।

তোমার স্নেহের
বউদিদি।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাতে প্রাতরাশের পর ঈডিথ্ যখন টেবিল পরিষ্কার করিতেছিল, চারু তাহাকে বলিল, "মিসেস্ জোন্সকে গিয়া জিজ্ঞাসা কর, তিনি কয়েক মিনিটের জন্য আসিয়া আমার সঙ্গে কথা কহিতে পারেন কি?"

মিসেস্ জোন্স চারুর ল্যাণ্ডলেডি। কিয়ৎক্ষণ পরে মধ্যবয়স্কা, কিঞ্চিৎ স্থূলাঙ্গী, হাস্যমুখী মিসেস্ জোন্স আসিয়া চারুকে শুভপ্রভাত ইচ্ছা করিয়া দাঁড়াইল।

চারু বলিল, "মিসেস্ জোন্স, এ বাড়ীতে আর কোনও ভাড়া দিবার কক্ষ আছে কি? একটি শয়ন-কক্ষ ও একটি বসিবার কক্ষ দিতে পার?"

"বসিবার কক্ষ ত নাই মিষ্টার চৌধুরী। কেবল একটি শয়নকক্ষ আছে। ঐ যে সে দিন ডাব্লিন হইতে আইরিশ দম্পতী কন্যাসহ আসিলেন কি না, তাই একটি বসিবার কক্ষকে শয়নকক্ষে পরি— করিতে হইয়াছে। সুইট্ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।"

"আইরিশ দম্পতী? তাঁহারা কত দিন থাকি-বেন?"

"এখন অনেক দিন থাকিবেন, কিন্তু মেয়েটি এক সপ্তাহ পরে ইস্কুলে চলিয়া যাইবে।"

"তবে এক সপ্তাহ পরে একটি বসিবার কক্ষও দিতে পার?"

"তা পারি বটে। কিন্তু দুই সপ্তাহ পর হইতে ও দুইটি কক্ষও বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে। যিনি আসিবেন, তিনি স্থায়ী লোক, ছুটিতে সমুদ্রতীরে গিয়াছেন।"

তবে ঐ শয়ন-কক্ষটিই দুই সপ্তাহের জন্য দাও। একটি বন্ধু আজ ভারতবর্ষ হইতে পৌঁছিবেন। আমার বসিবার ঘরই দুই জনে ব্যবহার করিব এখন।"

"ধন্যবাদ মিষ্টার চৌধুরী। আমি যদি স্থায়িভাবে আপনার বন্ধুকে রাখিতে পারিতাম, তবে অত্যন্ত সুখী হইতাম। কিন্তু উপায় নাই।"

"ঐ শয়ন-কক্ষ ও বোর্ডিং সপ্তাহে কত লাগিবে মিসেস্ জোন্স ?"

"পঁচিশ শিলিং।"

"বেশ, তবে তুমি সে কক্ষের জানালা খুলিয়া বিছানাপত্র ঠিক করিয়া রাখ। আজ ডিনারের পূর্ব্বে আমার বন্ধু আসিবেন।"

চারুকে ধন্যবাদ দিয়া মিসেস্ জোন্স চলিয়া যাইতেছিল, চারু তাহাকে ডাকিয়া বলিল, "আর শুন মিসেস্ জোন্স, ভারতবর্ষ হইতে আমার বউদিদি এই পোলাওয়ের মশলা পাঠাইয়া দিয়াছেন, লইয়া যাও।"

পার্শেলটি লইয়া—"Oh how good of her, how kind of her"—বলিতে বলিতে মিসেস্ জোন্স হাস্যমুখে প্রস্থান করিল।

বৈকালে চারু যখন চা পান করিতেছিল, তখন ডোভার হইতে নরেনের টেলিগ্রাম পৌঁছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে Brus-এ আরোহণ করিয়া, "চেয়ারিং ক্রশ" ষ্টেশন অভিমুখে যাত্রা করিল।

ছয়টার সময় ডোভার ট্রেন আসিয়া পৌঁছিল। নরেনকে খুঁজিয়া লইতে বেশী বিলম্ব হইল না।

প্রথমেই নরেন বলিল, "দেখুন, ডোভারে আমার জিনিষপত্র ব্রেকভ্যানে দিলাম। কিন্তু কোনও রসিদ দিলে না। এখন সেগুলো কি দেখিয়ে ছাড়িয়ে নিই ?"

চারু বলিল, "না, এখানে রসিদ-টসিদ অত প্রচলিত নেই, চলুন ব্রেকভ্যানের কাছে, আপনার জিনিষ কোন্‌গুলো দেখিয়ে দিলেই পোর্টার (মুটে) গাড়ীতে তুলে দেবে এখন।"

নরেন বিস্মিত হইয়া বলিল, "বটে! ডোভারে [illegible] টিকে টেলিগ্রাম করলাম, তারও রসিদ দিলে না। [illegible]রিবারে, আমার ছটা পেনিই আত্মসাৎ ক'রে নিলে [illegible]াল ক'[illegible]

[illegible]ারতবর্ষীয় হাসিয়া বলিল, "না, ওরকম হয় না।"—[illegible]alue [illegible]লিতে ইহারা ব্রেকভ্যানের কাছে উপস্থিত

"তবে [illegible]জিনিষ লইয়া, হ্যান্‌সমে উঠিয়া চারু গাড়োয়ানকে [illegible]পরিবারে স্বাড়ীর ঠিকানা বলিয়া দিল। গাড়ী লণ্ডনের

চারু চে[illegible]-উপর-রবার-গলাইয়া ঢালা রাস্তা দিয়া [illegible]াগামী কল্যাটল।

[illegible]। চারু [illegible]থাবার্ত্তা কহিয়া, পথপার্শ্বস্থ দৃশ্যাদি দেখা-[illegible] অপেক্ষা নরেনের চিত্তবিনোদন করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। এই ট্রাফালগার স্কোয়ার, ঐ নেলসন্‌-কলম উর্দ্ধে উঠিয়াছে, ঐ একটু দূরে ন্যাশন্যাল গ্যালারি দেখা যাইতেছে, এই রাস্তায় His Majesty's Theatre, সেখানে প্রসিদ্ধ অভিনেতা Beerbohm Tree অভিনয় করেন, এইবার পিকাডিলি দিয়া যাইতেছি, ঐ হাইড পার্ক—ইত্যাদি বলিতে বলিতে গাড়ী আসিয়া বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইল।

ঈডিথের সাহায্যে, জিনিষপত্রসহ নরেনকে তাহার শয়ন-কক্ষে তুলিয়া দিয়া, চারু বলিল, "এখনও সাতটা বাজেনি। আপনি বেশ পরিবর্ত্তন করুন। সাড়ে সাতটায় ডিনার।"

নরেন বলিল, "দেখুন মিষ্টার চৌধুরী, আমার একটি অনুরোধ রাখতে হবে।"

চারু কিঞ্চিৎ কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলুন দেখি ?"

অত্যন্ত বিনয়ের সহিত নরেন বলিল, "আমাকে, 'আপনি' 'মশাই' বলবেন না। আমাকে নিজের ছোট ভাইটি ব'লে মনে করবেন, স্নেহ করবেন,—আমিও আপনাকে দাদার মতন ভক্তি-সম্মান করব।"

চারুর পাঁচ বৎসরকার বিলাতী শিক্ষায়, নরেনের এই উক্তিটি অসহনীয় 'ন্যাকামি' বলিয়া মনে হইল এবং তাহার অত্যন্ত হাসি পাইল। কিন্তু সেই বিলাতী শিক্ষার বশেই মনের ভাব সম্পূর্ণ গোপন করিয়া বলিল, "তথাস্তু, তুমি প্রস্তুত হও। দাসী এখনই দরজার বাইরে গরম জল রেখে যাবে।"

সাড়ে সাতটার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, নরেন প্রস্তুত হইয়াছে কি না দেখিবার জন্য, চারু তাহার দুয়ারে গিয়া আঘাত করিল। নরেন তাড়াতাড়ি আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। তাহার মুখে একটি সিগারেট ছিল, চারুকে দেখিয়াই সেটি ফেলিয়া দিল।

নরেন তখন হাত-মুখ ধুইয়া, বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া প্রস্তুত। চারু ভিতরে গিয়া বসিয়া, কক্ষখানির চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিল, "ঘর পছন্দ হয়েছে ?"

নরেন একটু সমস্যায় পড়িয়া গেল। এ ঘর পছন্দ হওয়া উচিত কি উচিত নয়, এই দ্বিধায় পড়িয়া সাবধানে বলিল, "মন্দ কি।"

চারু বলিল, "হ্যাঁ। আমিও দুই একবার এসে এ ঘরে বাস করেছি। আর কিছুতে আমার আপত্তি নেই, কেবল এই wall-paperএর designটা বড়

aggressive—ওটা আমি ভারি অপছন্দ করি। আমি মিসেস্ জোন্সকে বলেওছিলাম, কিন্তু এ সব অশিক্ষিত ল্যাণ্ডলেডিকে বোঝান শক্ত। কিংবা হয় ত বদ্‌লাতে খরচ হবে ব'লে বুঝতে চায় না।"

নরেন দেওয়ালের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। ভাবিল—"কেন, বেশ ত লতা-পাতা আঁকা রয়েছে; মন্দটা কি?"—ইহাও মনে হইল,—আর একটু হইলেই ত সে বলিতেছিল 'সুন্দর ঘরটি'—তাহা হইলে চারু তাহাকে মনে মনে কি জানোয়ারই ঠাওরাইত! খুব রক্ষা হইয়াছে।

অন্য কথা পড়িল। সে সমুদয়ই বিলাতী আচার-ব্যবহার-সম্বন্ধীয় কথা। এক সময় নরেন জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা দাদা, ঐ যে ঝিটা আছে, ওকে ডাক্‌তে হ'লে কি ব'লে ডাকব?"

"ওর নাম ঈডিথ।"

"মিস্ ঈডিথ ব'লে ডাকব, না শুধু ঈডিথ বলব।"

"শুধু ঈডিথ বল্‌বে।"—বলিয়াই একটু পরে চারু বলিল, "যেন মনে কোরো না, তাচ্ছীল্য করা হ'লেবে 'মিস'টা বাদ দেওয়া হয়। তা মোটেই নয়। এখনও অনেক সেকালকার chivalrous spiritএর বৃদ্ধ দেখা যায়, যাঁরা পথে ঘাটে ঝির সঙ্গে হঠাৎ দেখা হ'লে টুপী স্পর্শ ক'রে থাকেন। ও রকম দেখা হ'লে, কোন একটা pleasant remark করাই নিয়ম। তুমি যে ঝিকে দেখেও, তাকে notice না ক'রে চ'লে যাবে, তা ভয়ানক অভদ্রতা। 'Fine afternoon, Edith.'—'Isn't it, Sir?' ব'লে সে চ'লে যাবে এখন। তোমার যদি একটু বেশী বয়স হয়ে থাকে, তবে পরিহাস ক'রে এমন কথাও বল্‌তে পরে—'Going to meet your young man, Edith!' সে হয় ত বলবে—'Ain't got no young man, Sir.' ব'লে হেসে চ'লে যাবে।"

এইরূপ কথাবার্তা কহিতে কহিতে ডিনারের সময় হইল। নরেনকে সঙ্গে করিয়া চারু নিজের বসিবার কক্ষে লইয়া চলিল। পথে নরেন বলিল, "দেখুন, এই থ্যাঙ্কিউটা বল্‌তে সব সময় মনে থাকে না। এই ঈডিথ গরম জল দিয়ে গেল, থ্যাঙ্কিউটা বলতে ভুলে গেলাম। চ'লে গেলে পর মনে হ'ল। হয় ত কি জানোয়ারই মনে কর্‌লে।"

চারু বলিল, "কিছু ভয় নেই। এখানে 'poor foreigner'এর সাতখুন মাফ। এরা বিদেশী মাত্রকেই অত্যন্ত কৃপার চক্ষে দেখে থাকে—তা শাদা আদমি কালা আদমি নেই।"

ডিনারের পর, চারু নরেনকে হুইস্কি দিতে চাহিল, কিন্তু নরেন লইল না।

চারু বলিল, "খাও না বুঝি, সে ভালই।"

নরেন গম্ভীরভাবে বলিল, "না, আসবার সময় প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছি, ও সব স্পর্শ করব না।"

চারু নিজের গ্লাসে একটু হুইস্কি ও সোডা ঢালিতে ঢালিতে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কার কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছ?"

নরেন লজ্জায় চুপ করিয়া রহিল। চারু তাহার পাইপটি পরিষ্কার করিতে করিতে একটি গানের এক চরণ সুর করিয়া বলিল—"He is married—He is married."

পাইপ ভরিতে ভরিতে, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বেকার দেখা, নির্ম্মলার সেই বালিকা মূর্ত্তি, ইস্কুলের গাড়ীতে চড়িয়া সেই লক্ষ্মীটির মত পড়িতে যাওয়া, বাড়ী ফিরিয়া ছোট ভাইদের সঙ্গে পশ্চাতের বাগানে সেই ফুটবল খেলা করা চারুর মনে পড়িল। মনে মনে হাসিয়া সে ভাবিল, "তারই এখন এত প্রতাপ!"

কিয়ৎক্ষণ কথাবার্তার পর ঈডিথ প্রবেশ করিয়া নরেনকে বলিল, "আপনার বাক্সর চাবিগুলি কি পাইতে পারি মহাশয়?"

শুনিয়া নরেন একটু বিস্মিত হইয়া, বাঙ্গালায় চারুকে জিজ্ঞাসা করিল, "চাবি চায় কেন?"

চারু বলিল, "তোমার বাক্স থেকে কাপড়-চোপড় বের ক'রে wardrobeএ সাজিয়ে রাখবে। খালি বাক্স সব box-roomএ নিয়ে গিয়ে জমা ক'রে রাখবে।"

"কেন, তোরঙ্গেই আমার কাপড় আপনার ..."

"না না। শয়নঘরে কি তোরঙ্গ ভাবলাম ... হইতে ক'রে রাখা হয়? তাতে সৌন্দর্য্যহ বুঝি।" ... ঝিনি

ঈডিথ চাবি লইয়া চলিয়া ... চারু সমুদ্রতীরে

কোথায় নরেনের থাকা ... বলিতে ...

উঠিল। নরেন বলিল, "... হইল। ... জন্ত দাও

মেস থাকে, সে রকম এখানে ... মানকে বাড়। আমার

"না।" ... সেই কাঠে ...

"তবে এখানে থাক্‌বার ... দ্রুতবেগে ... হাসিতাে

চারু বলিল, "তিন রক... পথে ... অত্যন্ত সুখ

এক তুমি কোনও ... পরিবারে ... চারু ...

ভদ্রপরিবারের মধ্যে থাক্তে পাওয়ার সুযোগ দুর্লভ। তাঁরা নিজের বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে যথেষ্ট সুপারিশ না পেলে রাখেন না। তুমি তাঁদের স্ত্রী পুত্র কন্যার সঙ্গে ঠিক তাদের একজন হয়ে বাস করবে, তুমি যে ভাল লোক, তা তাঁরা না জান্‌লে তোমায় রাখবেন কেন? কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে কেউ কেউ পরিবারে ঢুকতে চেষ্টা করেছে। ঢুকে, দেখে তারা নিম্নশ্রেণীর লোক, দু'এক সপ্তাহ থেকে পালিয়ে আসে। দ্বিতীয়তঃ, তুমি কোন বোর্ডিং হাউসে থাক্‌তে পার, কিন্তু সেখানে, অনেক সময় অবাঞ্ছনীয় লোকের সঙ্গে মিশতে বাধ্য হ'তে হয়। তৃতীয়তঃ, রুম্‌সে থাকতে পার,—এই আমি যেমন আছি। এই একটা ধর মস্ত বাড়ী রয়েছে, এর একজন ল্যাণ্ডলেডি আছে, সেই বাড়ীর কর্ত্রী। এই আমি একটা শয়নঘর, একটা বসবার ঘর নিয়ে আছি,—এমন আরও চ'চার জন আছে—তাদের সঙ্গে আমার কোনই সম্বন্ধ নেই, তাদের আমি চিনিও না। আমার বসবার ঘরে ল্যাণ্ডলেডি আমায় খাবার দিয়ে যায়। আমি হপ্তায় হপ্তায় ওকে পঁয়ত্রিশ শিলিং ক'রে ফেলে দিয়ে খালাস।"

"এ তিন রকমে খরচের বিভিন্নতা কি?"

"তা বড় নেই। এই রকমই খরচ। তবে এর চেয়ে ভাল ষ্টাইলে থাক্‌লে আরও পাঁচ সাত শিলিং বেশী লাগতে পারে। একটু কম ষ্টাইলে থাকলে দু পাঁচ শিলিং কমেও হ'তে পারে।"

"আপনি আমায় কোন্ রকম থাক্‌তে উপদেশ দেন?"

"যদি ভদ্রপরিবারে স্থান পাও, তবে সেই খুব বাঞ্ছনীয়। আমি এই পাঁচ বৎসরের প্রায় তিন বৎসর ভিন্ন ভিন্ন পরিবারে বাস ক'রে কাটিয়েছি। পরিবারে বাস না করলে, ওদের সামাজিক রীতি-নীতি ভাল ক'রে শিক্ষা করা যায় না। আমাদের মত ভারতবর্ষীয়দের পক্ষে তার একটা মস্ত educative value আছে।"

"তবে দাদা, অনুগ্রহ ক'রে আমাকে কোনও ভদ্র-পরিবারে স্থান ক'রে দেবেন।"

চারু চেষ্টা করিতে স্বীকৃত হইল। আপাততঃ আগামী কল্য তাহাকে "ইনে" গিয়া ভর্ত্তি হইতে হ। চারু হিসাব করিয়া দেখিল, ভর্ত্তি হইবার ...া অপেক্ষা নরেন পঞ্চাশ পাউণ্ড অধিক আনিয়াছে, বলিল, "আচ্ছা, ঐ টাকা থেকে গোটা দুই তিন স্যুট তৈরি করিয়ে নাও—বাকী টাকা ব্যাঙ্কে রেখে দিও এখন।"

নরেন্দ্র বলিল, "দাদা, কলকাতার এই স্যুটে যত দিন চলে চলুক না। মিথ্যা টাকা খরচ ক'রে কি হবে?"

চারু বলিল, "সে ভাল কথা।"

রাত্রি দশটার পর চারুকে 'শুভরাত্রি' ইচ্ছা করিয়া নরেন শয়ন করিতে গেল। গিয়া দেখিল, তাহার বাক্স তোরঙ্গ সমস্ত অন্তর্হিত। ওয়ার্ড-রোব খুলিয়া দেখিল, তাহার কামিজগুলি একস্থানে, স্যুটগুলি একস্থানে, রুমালগুলি একটা ছোট দেরাজে, অন্য একটাতে তাহার নেকটাইগুলি, আর একটাতে তাহার কলারগুলি—এইরূপ সুশৃঙ্খলায় সজ্জিত। আলোকের নিকট, কালো বনাতে সোনালি কায করা বস্ত্রে আচ্ছাদিত একটি টেবিল। তাহার উপর নরনের রাইটিং কেশটি, চিঠির কাগজ, খামগুলি রক্ষিত। ম্যাণ্টেল্‌-প্লেসের উপর দেখিল, তাহার স্ত্রীর ও অন্যান্য ফোটো-গ্রাফগুলি সাজান, দুই পাশে দুইটি শুভ্র-"ভাজে" দুই গুচ্ছ শুভ্রবর্ণ নার্সিসস্ ফুল। বিছানার কাছে একটি টীপয়,—তাহার উপর বাতিদানে একটি নূতন মোম-বাতি। তাহার সিগারেটের বাক্সটি বাহির করিয়া সেখানে রাখা হইয়াছে। দস্তার উপর পিত্তলের কায করা একটি অ্যাশ-ট্রে কোথা হইতে আনিয়া রাখিয়া গিয়াছে। তাহার চিরুনী, বুরুষ প্রভৃতি দ্রব্যগুলি ড্রেসিং টেবিলের উপর সজ্জিত।

নরেন দেখিয়া শুনিয়া, তখন সেই ছোট টেবিলের কাছে বসিয়া, স্ত্রীকে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিল। সে প্রতিজ্ঞা করিয়া আসিয়াছিল, প্রত্যহ রাত্রে শয়ন করিবার পূর্ব্বে স্ত্রীকে একখানি করিয়া পত্র লিখিবে, মেল্-ডে আসিলে সাতখানি চিঠি লেফাফায় ভরিয়া একত্র রওনা করিয়া দিবে।

চারু শুনিলে ভাবিত—"সেই নির্ম্মলার এত প্রতাপ!"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ছয় মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। আবার আজ, কেন্‌সিংটনের সেই কক্ষটিতে বসিয়া চারু ভারতবর্ষীয়

ডাক পাইল। এবার শনিবার প্রভাতে ডাক আসিয়াছে। প্রাতরাশের সঙ্গে চারু চিঠি পাইল।

তাহার বউদিদির পত্রখানি এইরূপ :—

"কলিকাতা।

ভাই চারু,

তোমার পরীক্ষা নিকট হইয়া আসিতেছে। বোধ হয় অত্যন্ত ব্যস্ত আছ। শরীরের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া পরিশ্রম করিও। তুমি নিজে ডাক্তার, তোমায় বলাই বাহুল্য।

একটা বড় মজা হইয়াছে জান? তোমার দাদাকে রাজি করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন—'এখন আমরা গেলে চারুর পড়া-শুনোর ব্যাঘাত হবে। তার পরীক্ষাটা হয়ে যাক, তখন যাওয়া যাবে।' দুই মাস পরে তোমার পরীক্ষা শেষ হইবে, আমরা দেড় মাস পরে যাত্রা করিব,—তাহা হইলে ঠিক তোমার পরীক্ষার পরে গিয়া পৌঁছিব।

নির্ম্মলা বেচারির বড় অসুখ। মাসখানেক হইতে ভুগিতেছে। আজ শুনিতেছি, অসুখ খুব বাড়িয়াছে। এ মেলে সে সংবাদ পাইয়া নরেন বেচারি বোধ হয় খুব চিন্তিত হইবে। আহা, তুমি যদি সময় পাও, তাহার সঙ্গে দেখা করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিও।

বেশী বড় চিঠি লিখিলাম না। তোমার সময় নাই, পড়িবে কখন্? এখন তবে আসি।

তোমার স্নেহের

বউদিদি।"

পত্রখানি শেষ করিয়া চারু ভাবিতে লাগিল। নরেনের সঙ্গে অনেক দিন দেখা হয় নাই। মাসখানেক পূর্ব্বে সে একবার টাকা ধার করিতে আসিয়াছিল,—তাহার পর হইতে আর কোনও সংবাদই পায় নাই।

নরেন এখন বেজ্‌ওয়াটারে রুম্‌সে থাকে। সেখানে মাস দুই তিন আছে। মিস্ ম্যানিংয়ের * সাহায্যে চারু তাহাকে প্রথম একটি ভদ্রপরিবারে স্থান করিয়া দিয়াছিল, প্রথম সেখানে থাকিয়া নরেন খুব সন্তুষ্ট ছিল। ক্রমে যখন সে বেজ্‌ওয়াটারের দলে মিশিতে আরম্ভ করিল, তখন একটু একটু করিয়া তাহার চক্ষু ফুটিতে লাগিল। সে দেখিল, তাহার যে সকল বন্ধুরা রুম্‌সে থাকে, তাহারা বেশ থাকে। তাহাদিগকে প্রত্যহ প্রভাতে ঠিক সাড়ে আটটার সময় পোষাক পরিয়া প্রস্তুত হইয়া প্রাতরাশে নামিয়া আসিতে হয় না। দশটা, এগারটা, যখন খুসী শয্যাত্যাগ করিয়া ল্যাণ্ডলেডিকে প্রাতরাশ আনিতে হুকুম করিলেই হইল। রাত্রিবসনের উপর ড্রেসিং গাউন চড়াইয়া ব্রেকফাষ্ট খাইয়া বেলা তিনটা চারিটার সময় পোষাক পরিতে আরম্ভ করিলেও কোন ক্ষতি হয় না। সন্ধ্যাবেলা যত ইচ্ছা বন্ধু লইয়া যেরূপ ইচ্ছা আড্ডা দেওয়া যাইতে পারে,—এবং অন্যত্র আড্ডা দিয়া যত রাত্রে খুসী ফিরিয়া আসিতে কোনও বিঘ্ন নাই। তাই নরেন চারি মাস কাল হ্যালাম পরিবারের মধ্যে বাস করিয়া বেজ্‌ওয়াটারে আসিয়া রুম্‌স লইয়াছে।

অনেক বৎসর হইতে লণ্ডনের বেজ্‌ওয়াটার অংশটিই অধিকাংশ ভারতবর্ষীয় ছাত্রদের বাসের স্থান। বেজ্‌ওয়াটারে "আর্টেজিয়ান্" নামক একটি "পাব্‌লিক হাউস্" বা পানালয় আছে। যদি কখনও ভারতবর্ষী ছাত্রেরা বেজ্‌ওয়াটার হইতে উঠিয়া অন্যত্র যায়, ত ঐ "আর্টেজিয়ানের" স্বত্বাধিকারিগণকে দেউলি হইতে হইবে। তবে সর্ব্বত্র যেমন 'সম্মানিত ব্যতিক্র থাকে, বেজ্‌ওয়াটারেও সেরূপ আছে। কর্ত্তব্য বো ইহা আমি এ স্থানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

চারু সে দিন বৈকালে নরেনের সহিত সাক্ষা করিতে গেল। টল্‌বট্‌ রোডে যে বাড়ীতে নরে থাকিত, তাহার সম্মুখে পৌঁছিয়া দেখিল, নরেনে দ্বিতলের বসিবার কক্ষটির জানালা অল্প খোলা রহিয়া —এবং তাহার মধ্যে হইতে পিয়ানো ও সঙ্গীতের শ এবং হাসির গর্‌রা বাহির হইতেছে। গানের এ পদটি নরেনের কণ্ঠস্বরে শুনা গেল—

There once was a black bird gay.
A splendid fellow was he;
And though he went out every da
He always came home to tea,-
To tea—to tea—to te

সঙ্গে সঙ্গে খুব একটা হাসির ফোয়ারাও ছুটিল।

* অনেকে অবগত না থাকিতে পারেন, মিস্ ম্যানিং ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণের জননীস্বরূপা ছিলেন—তবে অনেক ছাত্র তাঁহার উপদেশ বা ভর্ৎসনার ভয়ে তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিত। ভারতবর্ষীয় ছাত্রদের মঙ্গলার্থ এই বর্ষীয়সী মাননীয়া মহিলার যত্ন ও উদ্যম অসাধারণ ছিল। বিপদে আপদে তাঁহার শরণাপন্ন হইলেই তিনি উদ্ধার করিয়া দিতেন। ভারতবর্ষীয় ছাত্রগণের দুর্ভাগ্যবশতঃ এই মহিলা এখন পরলোকে।—লেখক।

চারু দাঁড়াইয়া একটু চিন্তা করিল। পুত্রীর পীড়ার জন্য নরেনের মনে যে বিশেষ একটা দুশ্চিন্তার আবির্ভাব হইয়াছে, তাহা তাহার ঠিক ধারণা হইল না। একবার ভাবিল, ফিরিয়া যাই। আবার কি ভাবিয়া দরজায় আঘাত করিল।

সে কক্ষে চারু যখন প্রবেশ করিল, তখন শুধু পিয়ানো চলিতেছে, গান বন্ধ হইয়াছে। তাহাকে দেখিয়াই নরেন পিয়ানো ছাড়িয়া উঠিয়া বলিল,—"Hello—Hello—here's ab'ack-bird come to tea. How d'ye do birdie?"

পাইপ মুখে, হুইস্কির গ্লাস পার্শ্বে—সেন, বসু, ব্যানার্জি প্রভৃতি আরও চারি পাঁচ জন লোক বসিয়া ছিল, তাহারা সকলেই বলিয়া উঠিল—"Hello Chow—hello."

একজন বলিল, "Black-birdকে একটু হুইস্কি দাও—চায়ে উহার গলা শানাইবে না।"

নরেন চারুর পানে চাহিয়া বলিল, "Have a drop, old chap?"

চারু এই প্রথম দেখিল, নরেন হুইস্কি পান করিতেছে। বলিল, "না—ধন্যবাদ।"

একজন বলিল—"Is he a damned T—T?"

নরেন বলিল, "Give the devil his due—he isn't that.—Do have a 'wee little drappie,' as the Scotch say—just to keep us company, Chow."

চারু বলিল, "না,—ধন্যবাদ। আমি ডিনারের পূর্ব্বে পান করি না।"

একজন বলিল, "What a good little boy!"

অপর একজন বলিল, "Are you married?"

নরেন বলিল, "Heaven forbid!"

সেন বলিল, "Then why the devil are you so 'tic'l'r?"

ব্যানার্জ্জি বলিল, "His mamma will be cross."

একজন গান ধরিল—

He is his mammie's ae bairn,
"With unco folk he's weary, sir."

খুব একটা হাসি পড়িয়া গেল।

এইরূপ কিছুক্ষণ চলিলে পর একজন উঠিয়া বলিল, "I must be off, boys."

একজন বলিল, "Why in such a darned hurry?"

ব্যানার্জ্জি বলিল, "Perhaps he's got an appointment to meet his girl."

পাইপ মুখে, বসু অস্পষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "Which of em?"

দস্তানা পরিতে পরিতে গমনোন্মুখ ব্যক্তি বলিল, "Oh shut up. I'm not like you fellows. One at a time is my motto."

সকলে হা হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে একে একে সকলেই উঠিয়া গেল। তখন চারু ও নরেন কেবল একাকী রহিল। বাঙ্গালায় কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল।

চারু জিজ্ঞাসা করিল, "বাড়ীর খপর পেলে?"

নরেন বলিল, "এখনই?"

"কেন, এবার Caledonia জাহাজে ডাক এসেছে, জান না?"

"Caledoniaতে না কি? তবে এবার শীগ্‌গির পাওয়া যাবে। আজ রাত্রে কিংবা কা'ল শনিবার সকালে চিঠি পাওয়া যেতে পারে।"

চারু বলিল, "কা'ল শনিবার সকালে? কেন, আজ কি তুমি শুক্রবার ব'লে মনে কর্‌ছ না কি?"

নরেন বলিল, "কেন, আজই ত শুক্রবার। আমি ঐ দেশের চিঠি লিখ্‌তে আরম্ভ করেছিলাম—ওরা এল—এখনই শেষ ক'রে ছ'টার মধ্যে ডাকে পাঠাব।"

মনের বিরক্তি মনে চাপিয়া চারু বলিল, "আজ শুক্রবার নয়, আজ শনিবার। আজ সকালে আমি দেশের চিঠি পেয়েছি।"—এই বলিয়া উঠিয়া, কিয়দ্দূরে সোফার উপর হইতে অপঠিত দৈনিক সংবাদপত্রখানি আনিয়া সেদিনকার বার ও তারিখ নরেনকে দেখাইয়া দিল।

নরেন বলিল, "তবে এবার মেল মিস্ কর্‌লাম!"

চারু নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। নরেন বলিল, "আমার চিঠিগুলো বোধ হয় হ্যালামদের ওখানে এসে প'ড়ে আছে। তাঁরা রিডাইরেক্ট ক'রে দেবেন, সন্ধ্যাবেলা পাব বোধ হয়।"

চারুর মনে পড়িল, নরেন প্রথম প্রথম যখন হ্যালামদের বাড়ী গিয়াছিল, কয়েক সপ্তাহ যাবৎ তাহারই কেয়ারে নরেনের চিঠিপত্র আসিত।—...ল, সাধু সংবাদপত্র দেখিয়া ডাক পৌঁছিবার সময় ব...

করিয়া, চারুর কাছে আসিয়া চিঠির জন্য ধরণা দিয়া বসিয়া থাকিত। তখনকার দিনে, প্রতি মেল-ডে আসিলে, সাতখানি করিয়া চিঠি তাহার স্ত্রীকে পাঠাইবার কথাও মনে পড়িল।

কিন্তু চারু কিছুই বলিল না। কি অধিকারে সে তাহাকে তিরস্কার করিবে? নরেন তাহার আত্মীয় নহে, বিশেষ বন্ধুত্বও তাহার সহিত জন্মে নাই। কি অধিকারে সে তাহার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিবে?

কিয়ৎক্ষণ পরে চারু উঠিল।

নরেন অনেকক্ষণ নির্ব্বাক ছিল। এইবার বলিল, "চৌধুরী—আমার একটা কথা রাখতে হবে।"

"কি?"

"এ সব কথা বাড়ীতে লিখ না কাউকে।"

"কি সব কথা?"

"এই হুইস্কি-টুইস্কির কথা।"

চারু একটু শ্লেষ করিয়া বলিল, "কেন, তাতে আর দোষ কি? আমিও ত হুইস্কি খাই—আমার বাড়ীর সকলেই জানেন।"

নরেন বলিল, "ও কথা ছেড়ে দাও। তুমি ভারি রাগ করেছ। For Heavens sake চৌ, আমায় মাফ কর।"

চারু এবার তাহার সুযোগ বুঝিল। বলিল, "বাড়ীতে লিখব না, এ প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে তুমি আমায় একটি প্রতিশ্রুতি দিতে পার?"

"কি বল?"

"বেজওয়াটার ছাড়, দলটি ছাড়, আবার হ্যালাম্‌দের ওখানে যাও।"

"আচ্ছা—তা ছাড়ব।"

"এখনই। এই সপ্তাহে ল্যাণ্ডলেডিকে নোটিস্ দাও।"

নরেন বলিল, "Damn it—ল্যাণ্ডলেডির কাছে যে আট দশ পাউণ্ড বাকী প'ড়ে গেছে—সে শোধ ক'রে ত নোটিস্ দেব!"

"কেন, তোমার সে ব্যাঙ্কের পঞ্চাশ পাউণ্ড কোথা গেল?"

"Bless my soul—স অনেক দিন গেছে।"

চারু কিয়ৎক্ষণ পরে বলিল, "আচ্ছা, তুমি নোটিস্ পত্র দাও, আমি তোমায় দশ পাউণ্ড ধার দেব।"

শেষের দুই সঙ্গে সঙ্গে নরেন নীচে অবধি নামিয়া আসিল। দরজার বাহিরে গিয়া বলিল, "লিখবে না ত চৌ?"

"না।"

"Honour bright?"

"Honour bright"—বলিয়া চারু নরেনের করমর্দ্দন করিয়া প্রস্থান করিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নরেন হ্যালাম্‌দের ওখানে গেল বটে, কিন্তু পূর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিতে পারিল না। বাঁধাবাঁধি নিয়মের মধ্যে বাস করিতে তাহার বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু চারুর ভয়ে বেজওয়াটারে ফিরিয়া রুমস্ লইতেও সাহস করিল না।

একদিন মিসেস্ হ্যালাম্‌কে সে বলিল, "আজ কয়েকটি বন্ধুর সঙ্গে থিয়েটারে যাইবার বন্দোবস্ত আছে, আজ ফিরিতে একটু দেরী হইবে।"

মিসেস্ হ্যালাম্ বলিলেন, "আচ্ছা বেশ; আমি দুয়ারে চাবি দিব না। হলে মোমবাতি জ্বালাইয়া রাখিব।"

এখানে বিলাতী দুয়ারের সম্বন্ধে একটু টীকা আবশ্যক। সেখানে সদর দরজা সর্ব্বদা বন্ধ থাকে। দরজায় দুইটি করিয়া চাবিকল থাকে। একটি কল খুলিতে হইলে, ভিতর হইতে হাতে টানিয়া খোলা যায়, কিন্তু বাহির হইতে খুলিতে হইলে চাবি ভিন্ন তাহা খুলে না। বাড়ীর প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত লোকের কাছে একটি করিয়া সেই চাবি থাকে। তাহার নাম 'ল্যাচ-কী'। তুমি বাড়ীর লোক, বেড়াইয়া আসিলে, তোমার পকেটে যদি 'ল্যাচ-কী' থাকে, তাহার দ্বারা তুমি কল খুলিয়া দুয়ার খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে পার। যদি 'ল্যাচ-কী' না লইয়া গিয়া থাক, তবে তোমায় 'নক' করিতে হইবে, কিংবা বৈদ্যুতিক ঘণ্টার বোতাম টিপিতে হইবে, দাসী আসিয়া দরজা খুলিয়া দিবে। দ্বিতীয় যে আর একটি চাবিকল আছে, তাহা কেবল মাত্র ভিতরদিকের কল, বাহির হইতে তাহা খুলিবার উপায় নাই। এ কলটি সমস্ত দিন খোলা থাকে, গৃহস্থ শয়ন করিতে যাইবার সময় ইহা বন্ধ করিয়া দেয়। সেটি বন্ধ থাকিলে, তুমি রাত্রে ফিরিয়া আর 'ল্যাচ-কী'র সাহায্যে দুয়ার খুলিতে পারিবে না।

নরেন সন্ধ্যার সময় বাহির হইয়া গেল। লণ্ডনের সমস্ত থিয়েটার যদিও রাত্রি সাড়ে এগারোটার মধ্যেই বন্ধ হইয়া যায়, তথাপি নরেনের ফিরিতে দুইটা বাজিয়া গেল। হলে প্রবেশ করিয়া, মোমবাতিটির পানে সে একটু বিরক্তির সহিত চাহিয়া রহিল।

বিলাতী গৃহস্থালীর বন্দোবস্তে এই মোমবাতিটি ভয়ানক জিনিষ। যদি কেহ বাহিরে থাকে, সে কখন্ ফিরিয়াছে, মোমবাতিটি তাহার মূক সাক্ষী। পরদিন প্রভাতে সেই মোমবাতিটি কতখানি পুড়িয়াছে দেখিয়া গৃহিণী হিসাব করিয়া লইতে পারেন, তুমি কা'ল কত রাত্রে গৃহে ফিরিয়াছিলে। সেই মোমবাতিটা সরাইয়া, হিসাব করিয়া অপর একটা সেখানে বসাইয়া মিথ্যা-সাক্ষীর সৃষ্টি করা যাইতে পারে বটে—কিন্তু ধরা পড়িবার ভয় আছে। দুয়ার খুলিবার শব্দটুকু, সিঁড়ি বহিয়া তোমার শয্যাকক্ষে যাওয়ার শব্দটুকু গৃহিণীকে জাগাইতে পারে। পরদিন তোমার মিথ্যাসাক্ষী ধরা পড়িয়া যাইবে। সে দেশে যে যাই বদমায়েস হউক, মিথ্যাবাদী বা sneak বলিয়া সহজে ধরা পড়িতে কেহ চাহে না।

অত রাত্রে ফিরিবার সঙ্গত কারণাভাব—নরেন মনে করিল, পরদিন বোধ হয় হ্যালাম্-পরিবারের মুখে অপ্রসন্নতার চিহ্ন দেখিতে পাইবে। কিন্তু প্রাতরাশের সময় কাহারও, বিশেষতঃ মিসেস্ হ্যালামের মুখে সেরূপ কোনও চিহ্ন দেখিতে পাইল না। মিসেস্ হ্যালাম অন্যান্য দিনেও যেমন তাহার সঙ্গে—এবং সকলেরই সঙ্গে—হাস্যকৌতুকের ভাবে ব্যবহার করেন, আজও তাহাই করিলেন। সন্ধ্যাবেলা ডিনারের পর সে সকলের সঙ্গে ড্রয়িংরুমে সারা সন্ধ্যা গীতবাদ্য ও আমোদ-আলাপে কাটাইল, তখনও মিসেস্ হ্যালাম্ পূর্ব্ববৎ। ক্রমে রাত্রি সাড়ে দশটা বাজিল। একে একে সকলে শয়ন করিতে গেল। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে নরেন একাকী হইলে, সেই মুহূর্ত্তেই তাহার প্রতি মিসেস হ্যালামের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল।

নরেন অগ্রসর হইয়া, নত হইয়া বলিল, "শুভরাত্রি, মিসেস্ হ্যালাম্।"

মিসেস্ হ্যালাম্ একটু রুক্ষস্বরে বলিলেন, "শুভ-রাত্রি। তোমার বোধ হয় খুব ঘুম পাইয়াছে মিষ্টার ঘোষ। গতরাত্রে বেশী ঘুমাইবার অবসর তুমি ত পাও নাই।"

শয়নকক্ষে গিয়া, নরেন এই নীরব ভর্ৎসনাটি হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতে লাগিল। মনে মনে তাহার অনুশোচনা উপস্থিত হইল। স্থির করিল, আর না, এবার অবধি জীবনের গতি অন্য পথে ফিরাইবে, পূর্ব্বের মত স্ত্রীকে প্রত্যহ একখানি পত্র লিখিবে, খরচপত্র বুঝিয়া সুঝিয়া করিবে,—ভাল হইবে।

সপ্তাহখানেক ভাল হইয়া রহিল। টেম্পলে আইনের লেক্‌চার শুনিতে যাইতে লাগিল, লাইব্রেরিতে গিয়া পড়িতে লাগিল, ডিনারের পর ড্রয়িংরুমেই থাকিত। কিন্তু এক সপ্তাহেই তাহার ক্লান্তি বোধ হইল। আমোদের নেশা আবার তাহাকে ঘিরিয়া ধরিল। আবার সেই দলের ঘূর্ণাবর্ত্তে গিয়া পড়িল—নিজেকে সামলাইতে পারিল না।

একদিন—সে দিন শুক্রবার—প্রাতরাশের পর টেম্পলে যাইবার সময় মিসেস্ হ্যালাম্‌কে বলিল, "আজ আমি টেম্পলেই ডিনার খাইব। পরে আর্লস্-কোর্ট এগজিবিশন্ দেখিতে যাইবার ইচ্ছা আছে।"

মিসেস্ হ্যালাম্ বলিলেন, "বেশ। ট্রেণে ফিরিবে কি? না ক্যাব লইয়া আসিবে?"

নরেন বলিল, "না, ট্রেণেই ফিরিব। পাঁচ পেনির স্থানে আড়াই শিলিং খরচ করিব কেন?"

মিসেস্ হ্যালাম্ বলিলেন, "আচ্ছা, তোমায় টাইম্ টেবেল দেখিয়া বলিয়া দিতেছি, শেষ ট্রেণ কখন্।" বলিয়া মিসেস্ হ্যালাম্ টাইম্ টেবেল আনিয়া উল্টাইয়া দেখিতে লাগিলেন। বলিলেন, "এ দিকের শেষ ট্রেণ ১১টা ৩৭ মিনিটে ছাড়িবে, ১২টা ৫ মিনিটে এখানে পৌঁছিবে।"

নরেন তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া, সময়টা টুকিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

টেম্পলে যখন ডিনার শেষ হইল, তখন সন্ধ্যা সাতটা। অপর দুই জন যুবকের সহিত সে টেম্পল ষ্টেশন হইতে আর্লস্‌কোর্ট যাত্রা করিল।

প্রতি বৎসরের মধ্যে ছয় সাত মাস ধরিয়া আর্লস্-কোর্টে স্থায়িভাবে এগজিবিশন্ হইয়া থাকে। ইহা কৃষি বা শিল্প বা পশ্বাদির এগজিবিশন্ নহে। ইহা প্রধানতঃ আমোদের এগজিবিশন্। প্রতিদিন বেলা ১১টা হইতে রাত্রি সাড়ে এগারটা অবধি খোলা থাকে। রাত্রেই জমক বেশী। তখন সহস্র সহস্র বিদ্যুৎ-আলোক জ্বলিয়া উঠে। লণ্ডনের সর্ব্বস্থান হইতে রেলগাড়ী সহস্র সহস্র নরনারী বোঝাই করিয়া আনিয়া এই আমোদের সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। ধনী আসে, দরিদ্র আসে, পণ্ডিত আসে, মূর্খ আসে, সাধু

আসে, অসাধু আসে, পাদ্রী আসে, নাস্তিকও আসে। যাহার যেরূপ রুচি, যাহার যেরূপ প্রবৃত্তি, সে সেই-রূপ আমোদ বাছিয়া লইতে পারে।

নরেনের সাথী দুইটির নাম রায় এবং চাটার্জ্জি। ইহারা পৌঁছিয়া নানা আমোদে যোগ দিয়া বেড়াইতে লাগিল। পানশালায় প্রবেশ করিয়া মধ্যে মধ্যে তৃষ্ণা-নিবারণও চলিতেছে। ক্রমে রাত্রি দশটা বাজিল।

একস্থানে একটা বৃহৎ কৃত্রিম "লেক" আছে, তাহার তট বেষ্টন করিয়া শ্বেত, পীত, নীল, লোহিত অসংখ্য অসংখ্য বিদ্যুৎ-আলোক জ্বলিতেছে। সেই আলোকচ্ছটা জলে পড়িয়া জল ঝল্‌মলায়মান। লেকের এক প্রান্তে water-chuteএর তীব্র আমোদ চলিতেছে। তীর হইতে অনেকটা উচ্চ করিয়া একটা বেদী নির্ম্মিত আছে। সেই বেদীর উপরিভাগ হইতে জল পর্য্যন্ত ঢালুভাবে গাঁথা। সেই ঢালুস্থানের উপর দুই সেট্ রেল পাতা আছে। চক্রযুক্ত বোটে মানুষ বসাইয়া বেদী হইতে সেই রেলের উপর ছাড়িয়া দিতেছে। বোট নামিতে নামিতে প্রতি মুহূর্ত্তে গতি-বল সংগ্রহ করিয়া প্রচণ্ডবেগে জলের উপর আসিয়া পড়িতেছে। বোট জল স্পর্শ করিয়া প্রথম কয়েক মুহূর্ত্ত জলের উপর দিয়া বায়ুর উপর দিয়া নাচিয়া নাচিয়া তীরবৎ বেগে অনেক দূরে গিয়া পড়িতেছে—তাহার পর আরও অনেক দুর জলের উপর দিয়া ছুটিয়া যাইতেছে। গতিবেগ প্রশমিত হইলে বোটকে তীরে লাগাইয়া লোক নামাইয়া দিতেছে। আবার সেই বোট কলের সাহায্যে বেদীর উপর উঠিতেছে—আবার লোক-বোঝাই হইয়া নামিতেছে। এইরূপ বহুসংখ্যক বোট। এক মিনিট অন্তর একখানা করিয়া নামিতেছে এবং আরোহী স্ত্রীলোকগণের ভয়োল্লাসমিশ্রিত তীব্র চীৎকারে যেন নৈশবায়ু শাণিত তরবারি দ্বারা মুহুর্মুহুঃ খণ্ডবিখণ্ড হইতেছে।

যুবকত্রয় water-chute অভিমুখে অগ্রসর হইল। কিয়দ্দূরে কয়েকটা যুবতী, লেকের রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া হাস্য-পরিহাস করিতেছিল। রায় বলিল, "Let's pick up some of these girls."

চাটার্জ্জি বলিল, "Let's. একা একা ওয়াটার-শুটে কোনও fun নাই। Let's go and speak to them."

নরেন বলিল, "ননসেন্স। উহারা যদি ভাল মেয়ে হয়?"

রায় বলিল, "Oh, they are game. ওদের পোষাক দেখ্‌ছ না?"

নরেন বলিল, "না না।"

"Just for a lark"—বলিয়া চাটার্জ্জি তাহাদের নিকট গিয়া হ্যাট্ উত্তোলন করিয়া বলিল "Good evening."

"Good evening. How d'ye do?"—বলিয়া তাহারা হাসিয়া এ উহার গায়ে গলিয়া পড়িতে লাগিল।

রায় বলিল, "Been on the wate[r] chute?"

তাহাদের মধ্যে ...জন বলিল, "Not th[is] evening."

"Come along then"—বলিয়া রায় চাটার্জ্জি দুইটা যুবতীকে আহ্বান করিল। ন[রেন] হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

চাটার্জ্জি নরেনের পিঠ চাপড়াইয়া তাহাদিগ[কে] বলিল, "Won't one of you girls come wi[th] my shy little friend?"

একজন অল্পবয়স্কা অগ্রসর হইয়া বলিল, "I [will] have him"—বলিয়া সে নরেনের কাছে আসি[ল]। "Trot along, my beauty"—বলিয়া নরেন[কে] টানিয়া লইল।

রায় ও চাটার্জ্জি নিজ নিজ সঙ্গিনীর বাহুর স[হিত] বাহু সংবদ্ধ করিয়া চলিয়াছে। পশ্চাতে নরেন, তা[হার] সঙ্গিনীর পার্শ্বে পার্শ্বে চলিয়াছে মাত্র।

এক এক শিলিং দিয়া টিকিট কিনিয়া স[কলে] ভিতরে প্রবেশ করিল। ইহাদের সম্মুখে বিস্তর লো[ক]। পুলিস দুই দুই করিয়া ভীড়কে সারিবদ্ধ ক[রিয়া] দিতেছে। উপর হইতে যেমন একখানি করিয়া [বোট] নামিতেছে, সম্মুখ খালি হইতেছে, অমনই পশ্চা[তের] লোক একটু একটু করিয়া অগ্রসর হইতেছে। ন[রেন] ও তাহার সঙ্গিনী, দলের অপর যুগলদ্বয়ের পশ্[চাতে] পড়িয়াছিল। যে বোটে নরেনের উঠিবার [পালা] আসিল, তাহার সঙ্গীরা তাহার দুই বোট পূর্ব্বে না[মিয়া] গিয়াছে।

বোট লম্বা ধরণের, তাহাতে অনেক সা[রি]। প্রত্যেক সারিতে দুই-দুই জনের বসিবার স্থান। ই[হারা] দুইজনে বোটে উঠিল। এখনই বোট নামিবে।

নরেনের সঙ্গিনী বলিল, "আম... বড় ... পা...

করিতেছে। আমার বাহু তোমার বাহুতে বদ্ধ করিয়া লও।"—নরেন তাহাই করিল।

'Sit tight'—বলিয়া বোট নামাইয়া দিল।

কয়েক মিনিট পরে ইহারা যখন তীরে অবতরণ করিল, তখন দলের বন্ধুরা হারাইয়া গিয়াছে। নরেন একটু খুঁজিল। তাহার সঙ্গিনী বলিল, "তাহাদের জন্য কি ভারি কাতর হইয়াছ?"

নরেন বলিল, "না।"

"আমিও না।"

তখন দুই জনে বাহুসংবদ্ধভাবে ভীড় ছাড়িয়া চলিল।

নরেন জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কি?"

"ক্লারা ব্রুক্‌স্।"

ক্লারা বলিল, "দেখ, ওয়াটার-শুট আমার মোটেই সহ্য হয় না। আমি ভারি নার্ভস্। আমার বুক দুড়্ দুড়্ করিতেছে।"

"তবে আসিলে কেন?"

আরক্তিম ওষ্ঠ দুখানি ফুলাইয়া, কাঁদ কাঁদ স্বরে ক্লারা বলিল, "Oh how cruel of you! তোমারই সঙ্গলাভের জন্য।"

নরেন দেখিল, বাস্তবিকই তাহার গা কাঁপিতেছে। বলিল, "চল, গিয়া কিছু পান করা যাউক। তাহা হইলে তুমি সুস্থ হইবে।"

"চল।"

দুই জনে তখন কথা কহিতে কহিতে, একটি উচ্চ-শ্রেণীর পানশালার অভিমুখে অগ্রসর হইল। এ পান-শালাটি একটি খোলা হলের মত, তাহার ভিতর বহু-সংখ্যক ছোট ছোট টেবিলের কাছে বসিয়া অনেক নর-নারী পান করিতেছে। সম্মুখের খানিকটা স্থান খোলা,—একটু গানের মত। সেখানে আকাশের নিম্নে এখানে ওখানে অনেকগুলি ক্ষুদ্র গোলাকার মার্ব্বলমণ্ডিত টেবিল পাতা। ক্লারা ও নরেন একটু নিভৃতে, অল্পালোক অন্বেষণ করিয়া বসিল। ওয়েটার আসিয়া হুকুমের প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া রহিল।

নরেন বলিল, "কি হুকুম করিব?"

"ব্র্যাণ্ডি ও সোডা।"

নরেন দুই গ্লাস ব্র্যাণ্ডি আনিতে আদেশ করিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে ওয়েটার রৌপ্যনির্ম্মিত ট্রের উপর দুই গ্লাস ব্র্যাণ্ডি এবং বিলখানি হাজির করিল। নরেন মূল্য দিয়া তাহাকে বিদায় করিয়া দিল।

দুই জনে পান করিতে করিতে অনেক গল্প করিতে লাগিল। মেয়েটি কৃশাঙ্গী—দেখিলে বড় দুর্ব্বল বলিয়া মনে হয়। তাহার সোনারঙের চুলগুলি গুচ্ছে গুচ্ছে পড়িয়া কপালটির কিয়দংশ ঢাকিয়াছে। মদিরার আমেয় মোহ নরেনের মস্তিষ্কে যত প্রবেশ করিতে লাগিল, ততই তাহার সঙ্গিনীর নীল চক্ষু দুইটি তাহার কাছে সুন্দরতর মনে হইতে লাগিল। তাহার গ্রীবা-ভঙ্গি, তাহার কণ্ঠস্বর যেন বড় মিষ্ট লাগিতে লাগিল।

দুই জনেরই পানপাত্র নিঃশেষিত। নরেন বলিল, "আর এক গ্লাস করিয়া হুকুম করিব?"

ক্লারা বলিল, "আমি আর চাহি না। আমি এক গ্লাসের বেশী stand করিতে পারি না। আর তুমি?"

নরেন বলিল, "দেখি হিসাব করিয়া। টেম্পলে ডিনারে বোধ হয় তিন গ্লাস শ্যাম্পেন খাইয়াছি। এখানে আসিয়া কয় গ্লাস হুইস্কি খাইয়াছি, ঠিক মনে নাই।"—বলিয়া নরেন ওয়েটারকে ডাকিয়া নিজের জন্য আর এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি আনিতে হুকুম করিল।

সে গ্লাস যখন অর্দ্ধমাত্র শেষ হইয়াছে,—তখন কিয়-দ্দূরে এক ব্যক্তি হাঁকিয়া গেল—Half past eleven, ladies and gentlemen, closing time."

নরেন ঘড়ি খুলিয়া দেখিল, তিন মিনিট মাত্র বাকী আছে।

গ্লাস ফেলিয়া, ক্লারাকে লইয়া, ফটকের দিকে অগ্র-সর হইল। বাহির হইয়া, ভীড় অতিক্রম করিলে ক্লারা তাহাকে বলিল, "What a pity you couldn't finish your drink. My rooms are quite close by—and I've got such a nice bottle of brandy. Won't you look in and have a drop?"

নরেন বলিল, "না—ধন্যবাদ, আমায় শেষ ট্রেণে ঘরে ফিরিতে হইবে।"

ক্লারা তথাপি বলিল, "What an awful baby you are! Will mamma be cross if you stay out late? Come along, you silly dear!"

নরেনের মস্তিষ্কে শয়তানের তাণ্ডব নৃত্য চলিতেছে—তবু সে নিজেকে সংবরণ করিয়া বলিল, "এখনই আমায় যাইতে হইবে। আজ আমায় ক্ষমা কর ক্লারা।"—বলিয়া নরেন তাহার হস্তে একটি হাফ ক্রাউন গুঁজিয়া দিল।

ক্লারা বলিল, "কা'ল তবে এগজিবিশনে আসিবে?"

"আসিব।"

"আজ যেখানে দেখা হইয়াছিল, কা'ল ঠিক সেখানে গাড়ি ৮টার সময় আসিবে ?"

"আসিব ।"

নিজ হস্ত প্রসারণ করিয়া ক্লারা বলিল, "Good night —Pleasant dreams."

"Then I must dream of you, Clara, Good night."—বলিয়া নরেন ট্রেণ ধরিতে গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রাত্রে বাড়ী ফিরিয়া নরেন দেখিল, তাহার নামীয় কয়েকখানা পত্র রহিয়াছে। তখন তাহার নেশা খুব প্রবল। সেগুলিকে পাঠ করিবার অবস্থা তখন তাহার নহে। চিঠিগুলি পকেটে ফেলিয়া, দরজায় চাবি দিয়া মোমবাতিটি লইয়া সে সাবধানে শয়ন করিতে গেল।

শয়ন করিয়া যতক্ষণ জাগিয়া রহিল, ক্লারার মুখ কেবলই তাহার মনে পড়িতে লাগিল। সত্বর বাড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া এক একবার আপশোষও হইতে লাগিল। ভাবিল, কা'ল আবার নিশ্চয় যাইবে —নিশ্চয়—নিশ্চয়।

পরদিন প্রভাতে নরেন জাগিয়া দেখিল, তাহার শরীর বড় অসুস্থ, শয্যাত্যাগ করিবার শক্তি নাই। দাসী বাহিরে মুখ ধুইবার গরম জল রাখিয়া "নক্" করিয়া গেল, তাহা শুনিয়া আবার নরেন ঘুমাইয়া পড়িল। ক্রমে সাড়ে ৮টার সময় প্রাতরাশের ঘণ্টা পড়িলে আবার সে জাগিয়া উঠিল, কিন্তু উঠিবার ক্ষমতা নাই।

কিয়ৎক্ষণ পরে দাসী আসিয়া বাহির হইতে বলিল, "Blease Mr. Ghose, মিসেস্ হালাম্ জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইলেন, আপনি কি প্রাতরাশে নামিবেন না ?"

নরেন ক্ষীণস্বরে বলিল, "নেলি, তাঁহাকে বল গিয়া, আমার দেহ অসুস্থ। যেন দয়া করিয়া এক পেয়ালা চা এবং কিঞ্চিৎ প্রাতরাশ আমার পাঠাইয়া দেন।"

কয়েক মিনিট পরে দাসী আবার আসিয়া বাহির হইতে বলিল, "আপনার অসুখ শুনিয়া মিসেস্ হালাম্ দুঃখিত হইয়াছেন। আপনার প্রাতরাশ আমি এই বাহিরে রাখিয়া চলিলাম।"

দাসী নামিয়া গেল। কোনওক্রমে নরেন উঠিয়া, দুয়ার খুলিয়া প্রাতরাশের ট্রে টানিয়া লইল। বিছানার কাছে টীপয়ের উপর তাহা রাখিল। কিছু খাদ্য এবং গরম চা-টার সাহায্যে নরেন কিছু সুস্থবো করিতে লাগিল।

সাড়ে নয়টার সময় দুয়ারে আবার টোকা পড়ি May I come in Ghose ?"—বৃদ্ধ মিষ্টা হালামের কণ্ঠস্বর।

"Come in."

মিষ্টার হালাম্ প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "তোমা না কি অসুখ করিয়াছে ? কি অসুখ ?"

"Very kind of you to come an enquire, Mr Hallam, এমন কিছু অসুখ নাই একটু run down মত অনুভব করিতেছি।"

অসুখটা যে কি, মিষ্টার হালামের বুঝিতে বা রহিল না। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "Ga young dog! can see what you ha been up to."—পরে একটু গম্ভীরভাবে বলিলে Bad, very bad."

বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন ; শেষে বলিলে "ঘুমাও।"—বলিয়া দুয়ার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন

নরেন আবার ঘুমাইয়া পড়িল। বেলা বারট সময় ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিল, তখনও দেহ অত্যন্ত দুর্ব কিন্তু মস্তিষ্ক অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে।

একে একে তাহার গত রাত্রের ঘটনাগুলি ম পড়িল। মনে পড়িয়া শরীর যেন শিহরিয়া উঠি ভাবিল—"কি করিতে বসিয়াছিলাম ! আমি ত চূড়া অধঃপতনের সীমারেখা হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি !" লণ্ডনে যে দিন পৌঁছিয়াছিল, সেই দিন হইতে অদ্য বধি সমস্ত ঘটনা, নিজের সমস্ত কার্য্যকলাপ, এ একে মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিল। তাহ হৃদয় অনুশোচনার বৃশ্চিকদংশনে যেন জর্জ্জরিত হই উঠিল। নিজের ভূতজীবনের কথা স্মরণ করি করিতে সহসা নির্ম্মলার মুখখানি মনে পড়িল। বি য়ের দিনের তাহার সেই অশ্রুসিক্ত কোমল মুখখানি সেই বিদায়ের ক্ষণে যদি কোনও দেবতা তাহাকে তাহ ভবিষ্যজীবনের এই দৃশ্যগুলি দেখাইয়া দিত, তবে বিলাতে আসিতই না। নিজের উপর তখন তাহ কি অগাধ বিশ্বাস ছিল ! সে বিশ্বাস চূর্ণ-বিচূর্ণ হই গিয়াছে। আজ এখনও নিজের দুর্ব্বলতা, অপরাধ স্মরণ করিয়া তাহার মরিতে ইচ্ছা করিতে লাগি বিছানায় মুখ লুকাইয়া নরেন অনেকক্ষণ ধরিয়া অ বিসর্জ্জন করিল। নির্ম্মলাকে ভাবিতে ভাবিতে হঠ

রাত্রের সেই পত্রগুলির কথা স্মরণ হইল। সে ত ভারতবর্ষীয় ডাক। উঠিয়া কোটের পকেট হইতে গুলি বাহির করিয়া আনিল। কৈ, এবার ত লার পত্র নাই। তাহার শ্বশুরবাড়ীর কাহারও নাই। এ কি হইল? তবে নির্ম্মলার পীড়া কি হইয়াছে—তাই নির্ম্মলা পত্র লিখিতে পারে নাই? লা আজ দুই মাস পীড়িত, কিন্তু চিঠি ত কোনও লই বন্ধ যায় নাই। যেমন করিয়া হউক, অন্ততঃ এক লাইনও সে লিখিয়া দিয়াছে। তবে কি র্ম্মলা বাঁচিয়া নাই? নিজের প্রতি ধিক্কারে মনে ল—"যদি তাহা হয়, তবেই আমার উপযুক্ত শাস্তি।" আবার বিছানায় মুখ লুকাইয়া নরেন অশ্রুপাত রিল। কিন্তু তাহার অন্তরাত্মা কিছুতেই নির্ম্মলার ত্যু-কল্পনা করিতে চাহিল না। সে আশা করিতে াগিল, চিঠির গোল হইয়া থাকিবে, আগামী মেলে র্ম্মলার দুইখানি চিঠি আসিয়া পৌঁছিবে। ক্রমে র্ব্বলতাবশতঃ তাহার চিন্তা করিবার শক্তিও বিলুপ্ত ইল। আবার সে ঘুমাইয়া পড়িল।

ঘণ্টাখানেক পরে ঘুম ভাঙ্গিয়া শুনিল—দাসী য়ারে ধাক্কা দিতেছে।—"মহাশয়, আপনার জন্য এক-ানি টেলিগ্রাম আসিয়াছে।"

নরেন বলিল, "নেলি, দুয়ার একটু ফাঁক করিয়া ভিতরে ফেলিয়া দাও।"—দাসী তাহাই করিয়া চলিয়া গেল।

নরেন টেলিগ্রাম খুলিয়া দেখিল, চারুর নিকট হইতে আসিয়াছে, সে জিজ্ঞাসা করিতেছে, আজ সন্ধ্যাবেলা নরেন গিয়া Hotel Cecilএ তাহার সহিত ডিনার খাইতে পারে কি না।

টেলিগ্রাম পড়িয়া নরেন ভাবিল, তবে নির্ম্মলা সম্বন্ধে আশঙ্কা নাই। মন্দ সংবাদ কিছু থাকিলে, চারু তাহার বাড়ীর চিঠিতে জানিতে পারিত এবং তাহাকে ভোজের উৎসবে নিমন্ত্রণ করিত না।

নিজের প্রতি বিরাগ আবার তাহার মনে উথলিয়া উঠিল। ভাবিল, "এখন আমার শরীরের উপর অ্যাল্‌কহলের শেষ ফল, অবসাদের প্রভাব বর্ত্তমান। এই অবসন্ন অবস্থায় আমার মনে অনুতাপ প্রভৃতি যাহা উদিত হইয়াছে, আমার শোণিত আবার স্বাভাবিক সবলতা প্রাপ্ত হইলে তাহা টিকিবে কি? হয় ত আবার এ ভুলিব, প্রলোভনের আকর্ষণে পড়িব, অধঃ-পতনের সোপান অবতরণ করিতে আরম্ভ করিব। এখন আমার এরূপ অবস্থা; কিন্তু সন্ধ্যাবেলা আবার যে আর্‌লস্‌কোর্টে ছুটিব না, তাহা কে বলিতে পারে? নিজের প্রতি আমার আর তিলমাত্র বিশ্বাস নাই, শ্রদ্ধা নাই। আমার আর মুক্তি নাই, মুক্তি নাই।"—আবার সে কিয়ৎক্ষণের জন্য বিছানায় মুখ লুকাইল।

চিন্তা করিয়া দেখিল, এই যে চারু আমায় ডিনারে নিমন্ত্রণ করিয়াছে, এটা বড় পরিত্রাণ। আমি এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া টেলিগ্রাম করিব। সেখানে গেলে, আজ আর্‌লস্‌কোর্টে যাইবার পথ বন্ধ হইয়া যাইবে। আজি-কার মত অন্ততঃ পরিত্রাণ হইবে। তাহাই লাভ।

এই ভাবিয়া নরেন স্নান করিতে গেল। স্নানান্তে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া চারুকে টেলিগ্রাম পাঠাইল।

সন্ধ্যাবেলা হোটেল সেসিলের একটি কক্ষে চারু, তাহার দাদা ও বউদিদি এবং নির্ম্মলা বসিয়া ছিলেন। বউদিদি বলিলেন, "চারু, আমার চিঠি তুমি কখন্ পেলে? মার্‌সেল্‌স্ দিয়ে আমার চিঠি তুমি একদিন আগে পাবে ব'লে তাড়াতাড়ি খালি দু ছত্র লিখে দিয়েছিলাম।"

চারু বলিল, "আমি আপনার চিঠি কা'ল রাত্রে পেলাম।"

"নির্ম্মলা আমাদের সঙ্গে আস্‌ছে, তা ঘুণাক্ষরেও নরেনকে জানাওনি ত? আগে ত কিছু ঠিক ছিল না। ছাড়বার দুই এক দিন আগে নির্ম্মলার মা এসে বল্লেন, 'ডাক্তার বল্‌ছে, সমুদ্রযাত্রায় নির্ম্মলার শরীরে খুব উপ-কার হ'বে, তা তুমি ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও।' নরেনকে একটা খুব pleasant surprise দেবার জন্যে নির্ম্মলাকে বারণ ক'রে দিলাম, 'তুই নরেনকে কিছু লিখিস্ নে।' তোমাকেও তাই লিখলাম, কিছু নরেনকে যেন বোলো না। কেবল কৌশলে তাকে নিয়ে এস।"

চারু ঘড়ি খুলিয়া বলিল, "আর ত দেরী নাই। সাতটা বেজেছে। এখনই নরেন এসে হাজির হবে।"

বউদিদি বলিলেন, "এ মেলে নির্ম্মলার চিঠি না পেয়ে, আহা, বেচারি হয় ত কত ভেবেছে। তা এখনই তার সকল কষ্টের ক্ষতিপূরণ হয়ে যাবে।"

বাহিরে পদশব্দ শুনা গেল। ফুট্‌ম্যান দুয়ার খুলিয়া, নত হইয়া বলিল—"মিষ্টার ঘোষ।"

চারু, নির্ম্মলার হাতখানি ধরিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল। নরেন প্রবেশ করিবামাত্র অগ্রসর হইয়া, নত করিয়া স্মিতমুখে বলিল—

"Allow me to introduce, Mr. Ghose—Mrs. Ghose."

ফুলের মূল্য

প্রথম পরিচ্ছেদ

লণ্ডন নগরের স্থানে স্থানে নিরামিষ ভোজনশালা আছে। আমি একদিন ন্যাশন্যাল গ্যালারিতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ছবি দেখিয়া নিজেকে অত্যন্ত ক্লান্ত করিয়া ফেলিলাম। ক্রমে একটা বাজিল, অত্যন্ত ক্ষুধাও অনুভব করিতে লাগিলাম। সেখান হইতে অনতিদূরে, সেণ্ট মার্টিন্স লেনে এইরূপ একটি ভোজনশালা আছে,—মৃদুমন্দ পদক্ষেপে তথায় গিয়া প্রবেশ করিলাম।

তখনও লণ্ডনের ভোজনশালাগুলিতে লাঞ্চের জন্য বহুলোকসমাগম আরম্ভ হয় নাই। হলে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, দুই চারিটিমাত্র ক্ষুধাতুর এখানে ওখানে বিক্ষিপ্তভাবে বসিয়া আছে। আমি গিয়া একটি টেবিলের সম্মুখে বসিয়া, দৈনিক সংবাদপত্রখানি উঠাইয়া লইলাম। নম্রমুখী ওয়েট্রেস্ আসিয়া দাঁড়াইয়া হুকুমের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

আমি সংবাদপত্র হইতে চক্ষু উঠাইয়া খাদ্যতালিকা হাতে লইয়া আবশ্যকমত অর্ডার দিলাম। "ধন্যবাদ, মহাশয়" বলিয়া ক্ষিপ্রগামিনী ওয়েট্রেস্ নিঃশব্দে অন্তর্হিত হইল।

এই মুহূর্ত্তে, আমার নিকট হইতে অল্প দূরে আর একখানি টেবিলের প্রতি আমার নজর পড়িল। দেখিলাম, সেখানে একটি ইংরাজ-বালিকা বসিয়া আছে। তাহার পানে চাহিবামাত্র, সে আমার মুখ হইতে নিজ দৃষ্টি অন্যত্র ফিরাইয়া লইল। অবাক হইয়া সে আমাকে দেখিতেছিল।

ইহাতে বিশেষ কোন নূতনত্ব নাই, কারণ, শ্বেতদ্বীপে, আমাদের চমৎকার দেহবর্ণটির প্রভাবে জনসাধারণ সর্ব্বত্রই মোহিত হইয়া থাকে, এবং মনোযোগের অংশ প্রাপ্যের কিঞ্চিৎ অধিক মাত্রাতেই আমরা লাভ করি।

বালিকাটির বয়স ত্রয়োদশ কিংবা চতুর্দ্দশ বৎসর হইবে। তাহার পোষাক যেন কিছু দরিদ্রতাব্যঞ্জক। চুলগুলি অজস্রধারায় পিঠের উপর পড়িয়াছে। বালিকার চক্ষু দুইটি বৃহৎ, যেন একটু বিষণ্ণতাযুক্ত। সে জানিতে না পারে, এমনভাবে আমি মাঝে মাঝে তাহার পানে চাহিতে লাগিলাম। আমার খাদ্যদ্রব্যাদি আসিবার কিয়ৎক্ষণ পরেই সে আহার সমাধা করিয়া উঠিল। ওয়েট্রেস্ আসিয়া তাহার বিলখানি তাহাকে লিখিয়া দিল। বাহির হইবার দরজার নিকট আপিস আছে, সেখানে বিলখানি ও মূল্য দিয়া যাইতে হয়।

বালিকা উঠিলে, আমার দৃষ্টিও তাহাকে অনুসরণ করিল। স্বস্থানে বসিয়াই আমি দেখিলাম, বালিকা তাহার মূল্য প্রদান করিয়া, কর্ম্মচারিণীকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিতেছে—"Please Miss, ঐ যে ভদ্রলোকটি, উনি কি ভারতবর্ষীয়?"

"আমার তাহাই অনুমান হয়।"

"উনি কি সর্ব্বদাই এখানে আসেন?"

"বোধ হয় না। আর কখনও দেখিয়াছি বলিয়া ত স্মরণ নাই।"

"ধন্যবাদ"—বলিয়া মেয়েটি আমার দিকে ফিরিয়া, আর একবার চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া বাহির হইয়া গেল।

এইবার কিন্তু আমি বিস্মিত হইলাম। কেন? ব্যাপার কি? আমার সম্বন্ধে তাহার এই কৌতূহল দেখিয়া, তাহার সম্বন্ধেও আমার অত্যন্ত কৌতূহল উপস্থিত হইল। আহার শেষ হইলে ওয়েট্রেসকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ঐ যে মেয়েটি ওখানে বসিয়াছিল, তাহাকে তুমি জান?"

"না মহাশয়, আমি ত বিশেষ জানি না, তবে প্রতি শনিবারে এখানে লাঞ্চ খাইয়া থাকে, তাহা লক্ষ্য করিয়াছি।"

"শনিবার ছাড়া অন্য কোনও বারে আসে না?"

"না, আর ত কখনও দেখি না।"

"ও যে কে, তাহা তুমি কিছু অনুমান করিতে পার?"

"বোধ করি কোনও দোকানে কর্ম্ম করে।"

"কেন বল দেখি?"

"হয় ত সামান্য কিছু উপার্জ্জন করে, অল্প বিত্তোক

খাইবার পয়সা কুলায় না, শনিবারে সাপ্তাহিক বেতন পায়, তাই একদিন আসে।"

কথাটা আমার মনে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বালিকাটির সম্বন্ধে কৌতূহল আমার মন হইতে দূর হইল না। এমন করিয়া আমার সংবাদ লইল কেন? ভিতরে এমন কি রহস্য আছে, যাহার জন্য আমার সম্বন্ধে উহার এত ঔৎসুক্য? তাহার সেই দারিদ্র্যক্লিষ্ট, চিন্তাপূর্ণ, বিষাদভরা মূর্ত্তি আমার মনে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। আহা, কে বালিকা? আমার দ্বারায় তাহার কি কোনও উপকার হওয়ার সম্ভাবনা আছে? রবিবার দিন লণ্ডনের সমস্ত দোকান-পাট বন্ধ। সোমবার দিন প্রাতরাশের পর আমি বালিকার অনুসন্ধানে বাহির হইলাম। সেণ্ট মার্টিন্স লেনের কাছাকাছি রাস্তাগুলিতে, বিশেষতঃ ষ্ট্র্যাণ্ডে অনেক দোকান অন্বেষণ করিলাম, কিন্তু কোথাও তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। কোনও একটা দোকানে প্রবেশ করিলে, অন্ততঃ কিছু না কিছু ক্রয় করিতে হয়। * অনাবশ্যক নেকটাই, রুমাল, কলারের বোতাম, পেন্‌সিল, ছবি পোষ্টকার্ড প্রভৃতি আমার ওভারকোটের পকেটে স্তূপাকার হইয়া উঠিল, কিন্তু কোথাও বালিকার সন্ধান পাইলাম না।

* ইহা কেবলমাত্র চক্ষুলজ্জার খাতিরে নহে, কতকটা দয়াধর্ম্মের অনুরোধেও বটে। লণ্ডনের প্রত্যেক বড় বড় দোকানে পুরুষ Shop-walkers আছে। তাহাদের কর্ত্তব্য, খরিদ্দারকে যথাবিভাগে পৌঁছাইয়া দেওয়া এবং সাধারণভাবে কাযকর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ করা। যদি কোনও খরিদ্দার কোনও বিভাগ হইতে জিনিষ দেখিয়া, কিছু না কিনিয়া ফিরিয়া যায়, তবে তৎক্ষণাৎ সেই Shop-walkers দোকানের ম্যানেজারের নিকট রিপোর্ট করিয়া দিয়া থাকে,—Miss অমুকের বিভাগ হইতে একজন ক্রেতা ফিরিয়া গিয়াছে।" এইরূপ রিপোর্ট হইলে সেই কর্ম্মচারিণীর কৈফিয়ৎ তলব হয়। প্রথম প্রথম সাবধান করিয়া দেওয়া হয়, বারংবার এইরূপ রিপোর্ট হইলে জরিমানা হয়, কর্ম্মচ্যুতিও হইতে পারে। এই সকল Shop-girls অত্যন্ত সামান্য বেতনে কর্ম্ম করিয়া থাকে। জিনিষ অপছন্দ হইলেও, তাহাদের চক্ষুর মিনতি উপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসা দুঃসাধ্য।—লেখক।

সপ্তাহ কাটিয়া গেল, শনিবার আসিল। আমি আবার সেই নিরামিষ ভোজনাগারে উপস্থিত হইলাম। প্রবেশ করিয়া দেখি, সেই টেবিলে বালিকা ভোজনে বসিয়াছে। আমি সেই টেবিলের নিকটে গিয়া, তাহার সম্মুখের চেয়ারখানি দখল করিয়া বলিলাম—"Good afternoon."

বালিকা সঙ্কোচের সহিত বলিল—"Good afternoon, sir."

একটি আধটি কথা দিয়া আরম্ভ করিয়া, আমি ক্রমে জমাইয়া তুলিতে লাগিলাম। বালিকা এক সময় জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি ভারতবর্ষীয়?"

"হাঁ।"

"আমায় ক্ষমা করিবেন,—আপনি কি নিরামিষ-ভোজী?"

উত্তর না দিয়া বলিলাম, "কেন বল দেখি?"

"আমি শুনিয়াছি, ভারতবর্ষীয় লোকেরা অধিকাংশই নিরামিষ ভোজন করে।"

"তুমি ভারতবর্ষসম্বন্ধীয় কথা কেমন করিয়া জানিলে?"

"আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভারতবর্ষে সৈন্য হইয়া গিয়াছেন।"

আমি তখন উত্তর করিলাম, "আমি প্রকৃত নিরামিষভোজী নহি; তবে মাঝে মাঝে আমি নিরামিষ ভোজন করিতে ভালবাসি বটে।"

শুনিয়া বালিকা যেন কিঞ্চিৎ নিরাশ হইল।

জানিলাম, এই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছাড়া বালিকার আর কোনও পুরুষ অভিভাবক নাই। ন্যাস্বেথে বৃদ্ধা বিধবা মাতার সহিত সে বাস করে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার দাদার নিকট হইতে পত্রাদি পাও?"

"না, অনেক দিন কোনও পত্রাদি পাই নাই। সেই জন্য আমার মা অত্যন্ত চিন্তিত আছেন। তাঁহাকে লোকে বলে, ভারতবর্ষ সর্প, ব্যাঘ্র ও জ্বররোগে পরিপূর্ণ। তাই তিনি আশঙ্কা করিতেছেন, আমার ভ্রাতার কোনওরূপ অমঙ্গল ঘটিয়া থাকিবে। সত্যই কি ভারতবর্ষ সর্প, ব্যাঘ্র ও জ্বররোগে পরিপূর্ণ মহাশয়?"

আমি একটু হাসিলাম। বলিলাম, "না। তাহা হইলে কি মানুষ সেখানে বাস করিতে পারিত?"

বালিকা একটি সুগুরুকমের দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। বলিল, "মা বলেন, যদি কোনও ভারতবাসীর সাক্ষাৎ

পাই, তবে সকল কথা জিজ্ঞাসা করি।"—বলিয়া, অনুনয়পূর্ণ নেত্রে আমার পানে চাহিল।

আমি তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিলাম। বাড়ীতে মা'র কাছে লইয়া যাইবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিতে তাহার সাহস হইতেছে না; অথচ ইচ্ছা, আমি একবার যাই।

এই দীন,বিরহকাতর জননীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আমার অত্যন্ত আগ্রহ হইল। দরিদ্রের কুটীরের সাক্ষাৎ পরিচয়লাভের অবসর আমার কখনও ঘটে নাই। দেখিয়া আসিব, এ দেশে তাহারা কিরূপভাবে জীবন অতিবাহিত করে, কিরূপভাবে চিন্তা করে?"

বালিকাকে বলিলাম, "চল না,—আমাকে তোমাদের বাড়ী লইয়া যাইবে? তোমার মা'র নিকট আমায় পরিচিত করিয়া দিবে?"

এ প্রস্তাবে বালিকার দুইটি চক্ষু দিয়া যেন কৃতজ্ঞতা উছলিয়া উঠিল। বলিল, "Thank you ever so much,—it would be so kind of you! এখন আসিতে পারিবেন কি?"

"আহ্লাদের সহিত।"

"আপনার কোন কার্য্যের ক্ষতি হইবে না ত?"

"না – না, মোটেই না। আজ অপরাহ্নে আমার সময় সম্পূর্ণ আমার নিজের।"

শুনিয়া বালিকা পুলকিত হইল। আহার সমাধা করিয়া আমরা দুই জনে উঠিলাম। পথে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নামটি কি জানিতে পারি?"

"আমার নাম অ্যালিস্ মার্গারেট্ ক্লিফর্ড।" রঙ্গ করিয়া বলিলাম,—"ওঃ কো—তুমিই Alice in Wonderland-এর অ্যালিস্ বুঝি?"

বিস্ময়ে বালিকা চক্ষু স্থির করিয়া রহিল। জিজ্ঞাসা করিল, "সে কি?"

আমি একটু অপ্রতিভ হইলাম। মনে করিলাম, এমন কোনও ইংরাজ বালিকা নাই, যে Alice in Wonderland নামক সেই অদ্বিতীয় শিশুরঞ্জন পুস্তকখানি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে নাই।

বলিলাম, "সে একখানি চমৎকার বহি আছে। পড় নাই?"

"না, আমি ত পড়ি নাই।"

বলিলাম, "তোমার মাতা যদি আমায় অনুমতি করেন, তবে আমি তোমাকে সে বহি একখানি উপহার দিব।"

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে, সেণ্ট মার্টিন্স চার্চ্চের পাশ দিয়া চেয়ারিং ক্রশ ষ্টেশনের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলাম। ষ্ট্র্যাণ্ড দিয়া হুহু করিয়া বৃহদাকার দ্বিতল অমনিবস্‌গুলি উভয় দিকে ছুটিয়া যাইতেছে। ক্যাবেরও সংখ্যা নাই। টেলিগ্রাফ অফিসের সম্মুখে ফুটপাথে দাঁড়াইয়া বালিকাকে বলিলাম, "এস, আমরা এইখানেই ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার বসের জন্য অপেক্ষা করি।"

বালিকা বলিল, "চলিয়া যাইতে আপনার আপত্তি আছে কি?"

আমি বলিলাম, "কিছুমাত্র না। কিন্তু তোমার কষ্ট হইবে না?"

"না, আমি ত রোজই চলিয়া বাড়ী যাই।"

কোথায় সে কর্ম্ম করে, এইবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ পাইলাম। ইংরাজি হিসাবে এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করাটা নিয়ম নহে, কিন্তু সকল নিয়মেরই ফাঁকি আছে কি না। যেমন, রেলগাড়ীতে উঠিয়া, সহযাত্রীকে, "কোথায় যাইতেছেন মহাশয়?" জিজ্ঞাসা করা ভয়ানক পাপ, তবে, "অধিকদূর যাইবেন কি?" ইহা জিজ্ঞাসা করিতে দোষ নাই। সহযাত্রী ইচ্ছা করিলে বলিতে পারে, "আমি অমুক স্থান অবধি যাইব।" ইচ্ছা না করিলে বলিতে পারে, "না, এমন বেশী দূর নয়।" আমার প্রশ্নেরও উত্তর দেওয়া হইল, তাহার পর্দাও বজায় রহিল। সেই হিসাবে আমি বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ দিকে তুমি প্রায়ই আস বুঝি?"

বালিকা বলিল, "হাঁ, আমি সিভিল সার্ভিস ষ্টোর্সে টাইপ রাইটারের কাব করি। রোজ সন্ধ্যাবেলা বাড়ী যাই। আজ শনিবার বলিয়া শীঘ্র ছুটি পাইয়াছি।"

আমি তাহাকে বলিলাম, "চল, ষ্ট্র্যাণ্ড দিয়া না গিয়া এম্‌ব্যাঙ্কমেণ্ট দিয়া যাওয়া যাউক। ভীড় কম।"—বলিয়া, তাহার বাহুধারণ করিয়া সাবধানতার সহিত রাস্তা পার করিয়া দিলাম।

টেম্‌স্ নদীর উত্তর কূল দিয়া এম্‌ব্যাঙ্কমেণ্ট নামক রাস্তা গিয়াছে। চলিতে চলিতে বলিলাম, "তুমি কি সচরাচর এই রাস্তা দিয়াই যাও?"

বালিকা বলিল, "না, এ রাস্তায় যদিও ভীড় কম, তথাপি ময়লা কাপড় পরা লোকের সংখ্যা অধিক।

আমি তাই ষ্ট্র্যাণ্ড এবং হোয়াইট হল দিয়াই বাড়ী যাই।”

আমি মনে মনে এই অশিক্ষিতা দরিদ্রা বালিকার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলাম। ইংরাজ জাতির সৌন্দর্য্য-প্রিয়তার নিকট আমার আত্মপরাজয় ইহাই প্রথমবার নহে।

কথোপকথনে আমরা ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার ব্রিজের নিকট-বর্ত্তী হইলাম। আমি বলিলাম, “তোমাকে কি অ্যালিস বলিয়া ডাকিব, না মিস্ ক্লিফর্ড বলিব?”

মৃদু হাসিয়া বালিকা বলিল, “আমি ত এখনও যথেষ্ট বড় হই নাই। আমাকে যাহা ইচ্ছা বলিয়া ডাকিতে পারেন। লোকে আমাকে ম্যাগি বলিয়া ডাকে।”

“তুমি কি বড় হইবার জন্য উৎকণ্ঠিত?”

“হ্যাঁ।”

“কেন বল দেখি?”

“বড় হইলে আমি কর্ম্ম করিয়া অধিক উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইব। আমার মা বৃদ্ধ হইয়াছেন।”

“তুমি যে কর্ম্ম কর, তাহা তোমার মনঃপূত?”

“না। আমার কর্ম্ম বড় যন্ত্রের মত। আমি এমন কর্ম্ম করিতে চাহি, যাহাতে আমার মস্তিষ্ক-চালনা করিতে হয়। যেমন সেক্রেটারির কায।”

হাউসেস্ অব পার্লামেণ্টের নিকট পুলিস-প্রহরী পদচারণা করিতেছে। তাহা দক্ষিণে রাখিয়া, ওয়েষ্টমিন্‌ষ্টার ব্রিজ পার হইয়া, আমরা ল্যাম্বেথে গিয়া পড়িলাম। ইহা দরিদ্রের পল্লী। ম্যাগি বলিল, “আমি যদি কখনও সেক্রেটারি হইতে পারি, তবে মাকে এ পাড়া হইতে স্থানান্তরিত করিয়া অন্যত্র লইয়া যাইব।”

ছোটলোকের ভীড় অতিক্রম করিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, “তোমার প্রথম নামটি ছাড়াইয়া দ্বিতীয় নামটি তোমার ডাক নাম হইল কেন?”

ম্যাগি বলিল, “আমার মা'র প্রথম নামও অ্যালিস্, তাই আমার পিতা আমার দ্বিতীয় নামটিই সংক্ষিপ্ত করিয়া ডাকিতেন।”

“তোমার পিতা তোমাকে ম্যাগি বলিতেন, না ম্যাগসি বলিয়া ডাকিতেন?”

“যখন আদর করিয়া ডাকিতেন, তখন ম্যাগসি বলিয়াই ডাকিতেন। আপনি কি করিয়া জানিলেন?”

সহাস্তে করিয়া বলিলাম, “হাঁ, হাঁ, আমরা ভারত-বর্ষীয় কি না, আমাদের যাদুবিদ্যা ও ভূত ভবিষ্যৎ অনেক বিষয় জানা আছে।”

বালিকা বলিল, “তাহা আমি শুনিয়াছি।”

বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, “বটে! কি শুনিয়াছ?”

“শুনিয়াছি, ভারতবর্ষে অনেক লোক আছে, যাহারা অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন। তাহাদিগকে ইয়োগী (Yogi) বলে। কিন্তু আপনি ত ইয়োগী নহেন।”

“কেমন করিয়া জানিলে ম্যাগি, আমি ইয়োগী নহি?”

“ইয়োগীগণ মাংস ভক্ষণ করে না।”

“তাই বুঝি তুমি প্রথমেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি নিরামিষভোজী কি না?”

বালিকা উত্তর না দিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিল।

ক্রমে আমরা একটি সঙ্কীর্ণ গৃহদ্বারের নিকট পৌঁছিলাম। পকেট হইতে ম্যাচ কী বাহির করিয়া ম্যাগি দরজা খুলিয়া ফেলিল। ভিতরে প্রবেশ করিয়া আমাকে বলিল, “আসুন।”

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

আমি প্রবেশ করিলে ম্যাগি দরজা বন্ধ করিয়া দিল। সিঁড়ির নিকট গিয়া একটু উচ্চস্বরে বলিল, “মা, তুমি কোথা?”

নিম্ন হইতে শব্দ আসিল, “আমি রান্নাঘরে রহি-য়াছি বাছা, নামিয়া আইস।”

এখানে বলা আবশ্যক, লণ্ডনের রাজপথগুলি ভূমি হইতে উচ্চ হইয়া থাকে। রান্নাঘর প্রায়ই রাস্তার সমতলতা হইতে নিম্নে হয়।

মা'র স্বর শুনিয়া, আমার প্রতি চাহিয়া ম্যাগি বলিল, “Do you mind?”

আমি বলিলাম, “Not in the least, চল।”

সিঁড়ি দিয়া বালিকার সঙ্গে আমি তাহাদের রান্না-ঘরে নামিয়া গেলাম। দুয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া ম্যাগি বলিল, “মা, একটি ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোক তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।”

বৃদ্ধা আগ্রহ সহকারে বলিলেন, "কে তিনি ?"

আমি ম্যাগির পশ্চাৎ পশ্চাৎ সস্মিত মুখে প্রবেশ করিলাম। বালিকা পরস্পর পরিচয় করাইয়া দিল —"ইনি মিষ্টার গুপ্ত। ইনি আমার মা।"

"How do you do ?"—বলিয়া আমি কর-প্রসারণ করিয়া দিলাম।

মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, "ক্ষমা করিবেন। আমার হাত ভাল নয়।" বলিয়া নিজ হস্ত প্রসারণ করিয়া দেখাইলেন,তাহাতে ময়দা লাগিয়া রহিয়াছে। বলিলেন, "আজ শনিবার, তাই কেক্ প্রস্তুত করিতেছি। সন্ধ্যা-বেলা লোক আসিয়া ইহা কিনিয়া লইয়া যাইবে, রাত্রে রাজপথে ইহা বিক্রয় হইবে। এইরূপ করিয়া কষ্টে আমরা জীবিকা নির্ব্বাহ করি।"

দরিদ্রপল্লীতে শনিবার রাত্রিটা মহোৎসবের ব্যাপার। পথে পথে আলোকময় ঠেলা গাড়ীতে করিয়া অসংখ্য লোক পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। রাজপথে এই সন্ধ্যায় ভীড় সকল দিন অপেক্ষা অধিক। শনিবারেই দরিদ্রগণের একটু খরচপত্র করিবার দিন, কারণ, সেই দিনই তাহারা সাপ্তাহিক বেতন পাইয়া থাকে।

ড্রেসারের* উপর ময়দা, চার্ব্বি, কিস্‌মিস, ডিম্ব প্রভৃতি কেক প্রস্তুতের উপকরণগুলি সজ্জিত রহি-য়াছে। টিনের আধারে সদ্য পক্ব কয়েকটি কেকও রহিয়াছে।

মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, "গরীব মানুষের পাক-শালায় বসা কি আপনার প্রীতিকর হইবে ? আমার কার্য্য প্রায় শেষ হইয়াছে। ম্যাগি, তুই ইঁহাকে বসিবার ঘরে লইয়া যা। আমি এখনই আসিতেছি।"

আমি বলিলাম,"না না, আমি এখানে বেশ বসিতে পারিব। আপনি বেশ কেক্ তৈয়ারী করিতেছেন ত !"

মিসেস্ ক্লিফর্ড সস্মিতমুখে আমাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

ম্যাগি বলিল, "মা বেশ টফি তৈয়ারি করেন। খাইয়া দেখিবেন ?"

আমি আহ্লাদের সহিত সম্মতি জানাইলাম। ম্যাগি একটা কবার্ড খুলিয়া একটি টিনের কৌটাপূর্ণ টফি আনিয়া হাজির করিল। আমি কয়েকটি খাইয়া সুখ্যাতি করিতে লাগিলাম।

কেক্ তৈয়ারি করিতে করিতে মিসেস্ ক্লিফর্ড জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভারতবর্ষ কিরূপ দেশ মহাশয় ?"

"সুন্দর দেশ।"

"বাস করিবার পক্ষে নিরাপদ কি ?"

"নিরাপদ বৈ কি। তবে এ দেশের মত ঠাণ্ডা নহে, কিছু গরম দেশ।"

"সেখানে নাকি সর্প ও ব্যাঘ্র অত্যন্ত অধিক ? তাহারা মানুষকে বিনাশ করে না ?"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "ও সব কথা বিশ্বাস করিবেন না। সর্প ও ব্যাঘ্র জঙ্গলে থাকে, তাহারা লোকালয়ে আসে না। দৈবাৎ লোকালয়ে আসিলে তাহারা বিনষ্ট হয়।"

"আর জ্বর ?"

"জ্বর ভারতবর্ষে কোথাও কোথাও একটু বেশী বটে—সর্ব্বত্র নহে, এবং সব সময়েও নহে।"

"আমার পুত্র পঞ্জাবে আছে। সে সৈনিক-পুরুষ। পঞ্জাব কেমন স্থান মহাশয় ?"

"পঞ্জাব উত্তম স্থান। সেখানে জ্বর কম। স্বাস্থ্য খুব ভাল।"

মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, "আপনি শুনিয়া সুখী হইলাম।"

তাঁহার কেক্ তৈয়ারী শেষ হইল। কন্যাকে বলিলেন, "ম্যাগি, তুই মিষ্টার গুপ্তকে উপরে লইয়া যা। আমি হাত ধুইয়া চা প্রস্তুত করিয়া আনিতেছি।

ম্যাগি অগ্রে অগ্রে, আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহাদের বসিবার ঘরটিতে প্রবেশ করিলাম। আসবাব-পত্র অতি সামান্য এবং অল্পমূল্য। মেঝের উপর কার্পেটখানি বহু পুরাতন হইয়া গিয়াছে, স্থানে স্থানে ছিন্ন, কিন্তু সমস্তই অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন।

ম্যাগি কক্ষে আসিয়া পর্দ্দাগুলি সরাইয়া, জানালা-গুলি খুলিয়া দিল। একটি কাচে আবৃত পুস্তকের কেস ছিল, আমি দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিতে লাগিলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরে মিসেস্ ক্লিফর্ড চায়ের ট্রে হাতে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার অঙ্গ হইতে রন্ধনশালার সমস্ত চিহ্ন অন্তর্হিত। চা পান করিতে করিতে আমি ভারতবর্ষের গল্প করিতে লাগিলাম।

মিসেস্ ক্লিফর্ড তাঁহার পুত্রের একখানি ফোটো-গ্রাফ দেখাইলেন। ইহা ভারতবর্ষযাত্রার পূর্ব্বে তোলা হইয়াছিল। তাঁহার পুত্রের নাম ফ্রান্সিস্ অথবা ফ্রাঙ্ক। ম্যাগি একখানি ছবির বই বাহির

---

* রান্নাঘরের টেবিলের নাম ড্রেসার।—লেখক।

করিল। তাহার জন্মদিন উপলক্ষে তাহার দাদা এখানি পাঠাইয়া দিয়াছেন। ইহাতে সিমলা-শৈলের অনেকগুলি অট্টালিকা এবং স্বাভাবিক দৃশ্যের ছবি রহিয়াছে। ভিতরের পৃষ্ঠায় লেখা আছে—"To Maggie on her birthday, from her loving brother Frank."

মিসেস্ ক্লিফর্ড বলিলেন, "ম্যাগি, সেই আংটিটা মিষ্টার গুপ্তকে দেখা না।"

আমি বলিলাম, "তোমার দাদা পাঠাইয়াছেন না কি? কৈ ম্যাগি, কি রকম আংটী দেখি?"

ম্যাগি বলিল, "সে একটি যাদুযুক্ত অঙ্গুরীয়। একজন ইয়োগী সেটি ফ্রাঙ্ককে দিয়াছিল।" বলিয়া আংটী বাহির করিয়া দিল। আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি ইহা হইতে ভূত ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন?"

Crystal gazing নামক একটা ব্যাপারের কথা অনেক দিন হইতে শুনিয়াছিলাম। দেখিলাম, আংটীতে একটি স্ফটিক বসান রহিয়াছে। হাতে করিয়া সেটি দেখিতে লাগিলাম।

মিসেস্ ক্লিফর্ড বলিলেন, "ফ্রাঙ্ক ওটি পাঠাইবার সময় লিখিয়াছিল, সংযতমনে ঐ স্ফটিকের পানে চাহিয়া দূরবর্ত্তী যে কোনও মানুষের বিষয়ে চিন্তা করিবে, তাহার সমস্ত কার্য্যকলাপ দেখিতে পাওয়া যাইবে। ইয়োগী ফ্রাঙ্ককে এই কথা বলিয়াছিল। বহুদিন ফ্রাঙ্কের কোনও সংবাদ না পাইয়া, আমি ও ম্যাগি অনেকবার উহার প্রতি দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া চিন্তা করিয়াছি, কিন্তু কোনও ফল হয় নাই। আপনি একবার দেখুন না। আপনি হিন্দু, আপনি সফল হইতে পারেন।"

দেখিলাম, কুসংস্কার শুধু ভারতবর্ষেই আবদ্ধ নহে। অথচ ইহা যে কিছুই নয়, একটা পিতলের আংটী এবং এক টুকরা সাধারণ কাচমাত্র, তাহাও এই জননী ভগিনীকে বলিতে মন সরিল না। তাহারা মনে করিয়া রাখিয়াছে, তাহাদের ফ্রাঙ্ক সেই বহুদূর স্বপ্নবৎ ভারতবর্ষ হইতে একটি অভিনব অত্যাশ্চর্য্য দ্রব্য তাহাদিগকে পাঠাইয়া দিয়াছে, সে বিশ্বাসটুকু ভাঙ্গিয়া দিই কি প্রকারে?

মিসেস ক্লিফর্ড ও ম্যাগির আগ্রহ দর্শনে, অঙ্গুরীয়টি হাতে লইয়া স্ফটিকের প্রতি অনেকক্ষণ দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া রহিলাম। অবশেষে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলাম, "কৈ, আমি ত কিছু দেখিলাম না।"

মাতা, কন্যা উভয়েই একটু দুঃখিত হইল। বিষয়ান্তরের প্রতি তাহাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করিবার জন্য বলিলাম, "ঐ যে একটি বেহালা রহিয়াছে দেখিতেছি, ওটি তোমার বুঝি ম্যাগি?"

মিসেস ক্লিফর্ড বলিলেন, "হাঁ। ম্যাগি বেশ বাজাইতে পারে। একটা কিছু বাজাইয়া শুনাইয়া দে না ম্যাগি।"

ম্যাগি তাহার মাতার প্রতি রোষকটাক্ষ করিয়া বলিল,—Oh, Mother!"

আমি বলিলাম, "ম্যাগি, একটা বাজাও না। আমি বেহালা শুনিতে বড় ভালবাসি। দেশে আমার একটি বোন আছে, সেও তোমারই মত এত বড় হইবে, সে আমায় বেহালা বাজাইয়া শুনাইত।"

ম্যাগি বলিল, "আমি যেরূপ বাজাই, তাহা মোটেই শুনিবার উপযুক্ত নহে।"

আমার পীড়াপীড়িতে শেষে ম্যাগি বাজাইতে স্বীকৃত হইল। বলিল, "আমার ভাণ্ডারে অধিক কিছুই নাই। কি শুনিবেন?"

"আমি ফরমাস করিব? আচ্ছা, তাহা হইলে তোমার music-case লইয়া এস—কি কি আছে দেখি।"

ম্যাগি একটি কালো চামড়ার নির্ম্মিত পুরাতন মিউজিক-কেস বাহির করিল। খুলিয়া দেখিলাম, তাহার মধ্যে অধিকাংশ স্বরলিপিই অকিঞ্চিৎকর, যথা, "Goodbye Dolly Grey", "Honeysuckle and the Bee" প্রভৃতি। কয়েকটি রহিয়াছে যাহা যথার্থ ভাল জিনিষ, যদিও ফ্যাসান হিসাবে বহু পুরাতন হইয়া গিয়াছে—যথা,—"Annie Laurie," "Robin Adair," "The Last Rose of Summer" ইত্যাদি। দেখিলাম, কয়েকটি স্কচ গানও রহিয়াছে। আমি স্কচ গানের বড়ই পক্ষপাতী। তাই "Blue-bells of Scotland" নামক স্বরলিপিটি বাছিয়া আমি ম্যাগির হস্তে দিলাম।

ম্যাগি বেহালায় বাজাইতে লাগিল, আমি মনে মনে সুর করিয়া গানটি গাহিতে লাগিলাম—

"Oh where—and oh where—is my
Highland laddie gone!"

বাজান শেষ হইলে, ম্যাগিকে ধন্যবাদ দিয়া আমি অনেক প্রশংসা করিতে লাগিলাম। মিসেস্ ক্লিফর্ড বলিলেন, "ম্যাগি কখনও উপযুক্ত শিক্ষালাভের সুযোগ

পায় নাই। যাহা শিখিয়াছে তাহা নিজের যত্নে শিখিয়াছে মাত্র। যদি কখনও আমাদের অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়, তবে উহাকে lessons লওয়াইবার বন্দোবস্ত করিব।"

কথাবার্ত্তা শেষ হইলে বলিলাম, "ম্যাগি, আর কিছু বাজাও না।"

এখন ম্যাগির সঙ্কোচ তিরোহিত হইয়াছে। বলিল, "কি বাজাইব, নির্দ্দেশ করুন।"

আমি তাহার স্বরলিপিগুলির মধ্যে খুঁজিতে লাগিলাম। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল গান সৌখীন সমাজে আদৃত, তাহার কোনটিই দেখিতে পাইলাম না। বুঝিলাম, সে সকল গানের প্রতিধ্বনি এখনও এ দরিদ্র পল্লীতে প্রবেশ করে নাই।

খুঁজিতে খুঁজিতে হঠাৎ একটি যথার্থ উচ্চশ্রেণীর স্বরলিপি হাতে পাইলাম। এটি Gounod-কর্ত্তৃক বিরচিত Faust-নামক Opera হইতে Flower song গান—হাতে তুলিয়া অনুরোধ করিলাম. "এইটি বাজাও।"

ম্যাগি বাজাইল। শেষ হইলে, আমি কিয়ৎক্ষণ বিস্ময়ে মৌন হইয়া রহিলাম। Culture নামক জিনিষটা ইউরোপীয় সমাজের কত নিম্নস্তর অবধি প্রবেশ করিয়াছে, ইহাই আমার বিস্ময়ের বিষয়। ম্যাগি এই কঠিন স্বরলিপিটিও সুন্দর বাজাইল—অথচ সে একটি নিম্নশ্রেণীর বালিকামাত্র। ভাবিলাম, কলিকাতার কোনও দিগ্‌গজ ব্যারিষ্টার বা প্রসিদ্ধ সিভিলিয়ানের এই বয়সের কন্যা, গুনোর ফাউষ্ট হইতে একটি সঙ্গীত যদি এমন সুন্দরভাবে বাজাইতে পারিত, তবে সমাজে ধন্য ধন্য পড়িয়া যাইত।

ম্যাগিকে ধন্যবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এটিও কি তুমি নিজে শিখিয়াছ?"

"না। এটি আমি নিজে নিজে শিখিতে পারি নাই। আমাদের গির্জ্জার মিনিষ্টারের কন্যার নিকট আমি এটি শিখিয়াছি। আপনি কখনও এ অপেরা শুনিয়াছেন?"

আমি বলিলাম, "না। আমি অপেরায় কখনও ফাউষ্ট শুনি নাই। তবে গইটের ফাউষ্টের ইংরাজি অনুবাদ, লাইসীয়মে অভিনয় দেখিয়াছি বটে।"

"লাইসীয়মে? যেখানে আর্ভিং অভিনয় করেন?"

"হাঁ। তুমি কখনও আর্ভিংএর অভিনয় দেখিয়াছ?"

ম্যাগি দুঃখিতভাবে বলিল, "না, আমি কোন ওয়েষ্ট-এণ্ড থিয়েটরে কখনও যাই নাই। আর্ভিংকে কখনও দেখি নাই। ছবির দোকানের জানালায় তাঁহার ফোটোগ্রাফ্ দেখিয়াছি মাত্র।"

"এখন আর্ভিং লাইসীয়মে Merchant of Venice অভিনয় করিতেছেন। মিসেস্ ক্লিফর্ড আর তুমি যদি একদিন এস, তবে আমি অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত তোমাদিগকে লইয়া যাই।"

মিসেস্ ক্লিফর্ড ধন্যবাদের সহিত সম্মতি জানাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি সান্ধ্য-অভিনয় দেখিতে ইচ্ছা করেন, না অপরাহ্ণের অভিনয়?"

এখানে লণ্ডনের থিয়েটর সম্বন্ধে একটু টীকা আবশ্যক। কলিকাতার থিয়েটরের মত, আজ অমুক নাটকের অভিনয়ে "হৈ হৈ শব্দ রৈ রৈ কাণ্ড,"—কা'ল নাটকান্তরে "হাসির হর্‌রা, গানের গর্‌রা, আমোদের ফোয়ারা" উপস্থিত হয় না। প্রথমতঃ, সেখানে থিয়েটরে প্রতি রাত্রেই অভিনয় হইয়া থাকে (রবিবার ছাড়া)। ইহা ব্যতীত কোনও থিয়েটরে শনিবারে, কোনটাতে বা বুধবারে, কোনটাতে বা শনি ও বুধ উভয় বারেই "ম্যাটিনে" অর্থাৎ অপরাহ্ণ-অভিনয়ও হইয়া থাকে। একটি নাটক কোনও থিয়েটরে আরম্ভ হইলে, প্রতিদিন, তাহারই অভিনয় হয়। যত দিন অবধি দর্শকের অভাব না ঘটে, তত দিন পর্য্যন্ত এইরূপ চলে। এইরূপে কোনও নাটক মাস বা ছয় মাস —বা লোকপ্রিয় Musical comedy হইলে এমন কি দুই তিন বৎসর অবধি অবিচ্ছেদে অভিনীত হইতে থাকে।

মিসেস্ ক্লিফর্ড বলিলেন, "আমার শরীর ভাল নহে। অপরাহ্ণ-অভিনয়ই সুবিধা। এক শনিবারে, ম্যাগির ছুটীর পর একত্র যাওয়া যাইতে পারে।"

আমি বলিলাম, "উত্তম। সোমবার দিন গিয়া, সামনের যে শনিবারের জন্য পাই, সেই শনিবারের টিকিট কিনিয়া রাখিয়া আপনাকে তারিখ জানাইব।"

ম্যাগি বলিল, "কিন্তু মিষ্টার গুপ্ত, আপনি যেন অধিক মূল্যের টিকিট কিনিবেন না। তাহা যদি কেনেন, তবে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইব।"

আমি বলিলাম, "না, অধিক মূল্যের টিকিট কিনিব কেন? আপার সার্কেলের টিকিট কিনিব এখন। আমি ত আর একজন ভারতবর্ষীয় রাজা নহি!—ভাল কথা, Merchant of Venice পড়িয়াছ?"

"মূল নাটক পড়ি নাই। স্কুলে আমাদের পাঠ্য-পুস্তকে Lamb's Tales হইতে গল্পাংশ কতকটা উদ্ধৃত ছিল। তাহাই পড়িয়াছি।"

"আচ্ছা, আমি তোমায় মূল নাটক একখানি পাঠাইয়া দিব। বেশ করিয়া পড়িয়া রাখিও। তাহা হইলে অভিনয় বুঝিবার সুবিধা হইবে।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। আমি ইহাদিগের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।

সোমবার দিন বেলা দশটার সময় লাইসীয়মের বক্স-অফিসে গিয়া কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আগামী শনিবার অপরাহ্ণ-অভিনয়ের জন্য আমাকে তিনখানা আপার সার্কেলের টিকিট দিতে পারেন?"

কর্ম্মচারী বলিল, "না মহাশয়, এখন সামনের দুই শনিবার দিতে পারি না। সমস্ত আসন বিক্রয় হইয়া গিয়াছে।"

"তৃতীয় শনিবার?"

"সে দিন দিতে পারি।"—বলিয়া সে ব্যক্তি, সেই তারিখ অঙ্কিত একটি প্ল্যান বাহির করিল। দেখিলাম, সে তারিখেও আপার সার্কেলের অনেক আসন বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। সেই সেই আসনের নম্বরগুলি নীল পেন্সিল দিয়া কাটা রহিয়াছে।

প্ল্যানখানি হাতে লইয়া, খালি আসনগুলি হইতে বাছিয়া, পরস্পর সংলগ্ন তিনটি আসন পছন্দ করিয়া, তাহার নম্বর কর্ম্মচারীকে বলিয়া দিলাম। সেই নম্বর-যুক্ত তিনখানি টিকিট ক্রয় করিয়া, বার শিলিং মূল্য দিয়া চলিয়া আসিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

তিন মাস কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে আরও কয়েকবার ম্যাগির সহিত গিয়া তাহার মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছি। মধ্যে ম্যাগিকে একদিন জু-গার্ডেনে লইয়া গিয়াছিলাম। সেখানে Indian Rajah নামক হস্তীর পৃষ্ঠে, অন্যান্য বালক-বালিকার সহিত ম্যাগিও আরোহণ করিয়াছিল। হাতী চড়িয়া তাহার খুসীর আর সীমা নাই।

এখনও পর্য্যন্ত কিন্তু তাহার ভ্রাতার কোনও সংবাদ আসে নাই। একদিন মিসেস্ ক্লিফর্ডের অনুরোধক্রমে ইণ্ডিয়া আপিসে গিয়া সংবাদ লইলাম। শুনিলাম, যে রেজিমেণ্টে ফ্রাঙ্ক আছে, তাহা এখন সীমান্ত-প্রদেশ যুদ্ধে নিযুক্ত। এই কথা শুনিয়া অবধি মিসেস্ ক্লিফর্ড অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন।

একদিন প্রভাতে ম্যাগির নিকট হইতে একখানি পোষ্টকার্ড পাইলাম, সে লিখিয়াছে—

"প্রিয় মিষ্টার গুপ্ত,

আমার মা অত্যন্ত পীড়িত। আমি আজ এক সপ্তাহকাল কর্ম্মস্থানে যাইতে পারি নাই। আপনি যদি দয়া করিয়া একবার আসেন, তবে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইব।

ম্যাগি।"

আমি যে পরিবারে বাস করিতাম, তাঁহাদিগের নিকট পূর্ব্বেই ম্যাগি ও তাহার জননী সম্বন্ধে গল্প করিয়াছিলাম। আজ প্রাতরাশের সময় টেবিলে এই সংবাদ উল্লেখ করিলাম।

গৃহিণী আমাকে বলিলেন, "তুমি যখন যাইবে, সঙ্গে কিছু অর্থ লইয়া যাইও। মেয়েটি এক সপ্তাহ কর্ম্ম করে নাই, বেতনও পায় নাই। তাহারা বোধ হয় অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়াছে।"

প্রাতরাশের পর, আমি কিছু টাকা সঙ্গে লইয়া ল্যাম্বেথ যাত্রা করিলাম। তাহাদের বাড়ীতে পৌঁছিয়া দরজায় ঘা দিলাম। ম্যাগি আসিয়া দুয়ার খুলিয়া দিল।

তাহার চেহারা অত্যন্ত খারাপ হইয়া গিয়াছে। চক্ষু কোটরগত। আমাকে দেখিয়াই বলিল, "Oh, thank you Mr. Gupta. It is so kind—"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "ম্যাগি, তোমার মা কেমন আছেন?"

ম্যাগি বলিল, "মা এখন নিদ্রিত। তিনি অত্যন্ত পীড়িত। ডাক্তার বলিয়াছে, ফ্রাঙ্কের সংবাদ না পাইয়া, দুশ্চিন্তায় পীড়া এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে। হয় ত তিনি বাঁচিবেন না।"

আমি ম্যাগিকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলাম। নিজের রুমাল দিয়া তাহার চক্ষু মুছাইয়া দিলাম।

ম্যাগি একটু সুস্থ হইয়া বলিল, "আপনার নিকট আমার একটি ভিক্ষা আছে।"

আমি বলিলাম, "কি ম্যাগি?"

"বসিবার ঘরে আসুন, বলিব।"

পাছে আমাদের পদশব্দে পীড়িতা বৃদ্ধা জাগরিত হন, তাই আমরা সাবধানে বসিবার কক্ষে গিয়া

প্রবেশ করিলাম। মাঝখানে দাঁড়াইয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি ম্যাগি?"

ম্যাগি আমার মুখের পানে আকুল নেত্রে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিল, আমি প্রতীক্ষা করিলাম। শেষে ম্যাগি কিছু না বলিয়া, দুই হস্তে মুখ ঢাকিয়া নীরবে ক্রন্দন করিতে লাগিল।

আমি বড় বিপদে পড়িলাম। এ বালিকাকে আমি কি বলিয়া সান্ত্বনা দিই?—ইহার ভ্রাতা সীমান্ত-সমরে, জীবিত কি মৃত, তাহা ভগবান্ই জানেন। পৃথিবীতে একমাত্র সম্বল মাতা। সেই মাতা চলিয়া গেলে, ইহার দশা কি হইবে? এই যৌবনোন্মুখী বালিকা এই লণ্ডনে দাঁড়াইবে কোথা?

আমি জোর করিয়া ম্যাগির মুখ হইতে তাহার হস্তাবরণ খুলিয়া দিলাম। বলিলাম, "ম্যাগি, কি বলিবে বল। আমার দ্বারা যদি তোমার কিছুমাত্র উপকার হয়, তাহা করিতে আমি পরাঙ্মুখ হইব না।"

ম্যাগি বলিল, "মিঃ গুপ্ত, আমি যাহা প্রস্তাব করিব, তাহা শুনিয়া আপনি কি ভাবিবেন, জানি না। তাহা যদি অত্যন্ত গর্হিত হয়, তবে আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

"কি? কি প্রস্তাব?"

"গত কল্য সারাদিন মা খালি বলিয়াছেন, মিষ্টার গুপ্ত আসিয়া যদি সেই স্ফটিকের প্রতি কিয়ৎক্ষণ দৃষ্টি করেন, তবে হয় ত ফ্রাঙ্কের কোনও সংবাদ বলিতে পারেন। তিনি ত হিন্দু বটেন।—আমি তাই আপনাকে আসিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলাম।"

"তুমি যদি ইচ্ছা কর, সে অঙ্গুরীয় লইয়া এস,—আমি অবশ্যই পুনর্ব্বার চেষ্টা করিয়া দেখিব।"

ম্যাগি আকুল স্বরে বলিল, "কিন্তু এবারও যদি নিষ্ফল হয়?"

আমি ম্যাগির মনের ভাব বুঝিলাম। বুঝিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলাম।

ম্যাগি বলিল, "মিষ্টার গুপ্ত, আমি পুস্তকে পড়িয়াছি, হিন্দুজাতি অত্যন্ত সত্যপরায়ণ। আপনি যদি স্ফটিক অবলোকন করিবার পর মাকে কেবলমাত্র বলেন, ফ্রাঙ্ক ভাল আছে, জীবিত আছে—তাহা হইলে কি নিতান্ত মিথ্যা হইবে? বড় অন্যায় হইবে?"

এই কথা বলিতে বলিতে বালিকার চক্ষু দিয়া ঝরঝর ধারায় জল পড়িতে লাগিল।

আমি কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিলাম। মনে মনে ভাবিলাম, আমি পুণ্যাত্মা নহি—এ জীবনে আমি অনেক পাপ করিয়াছি। আজ এই পাপটিও করিব। এইটিই আমার সর্ব্বাপেক্ষা লঘু পাপ হইবে।

প্রকাশ্যে বলিলাম, "ম্যাগি, তুমি চুপ কর, কাঁদিও না। কৈ সে অঙ্গুরীয়, দাও, একবার ভাল করিয়া দেখি। যদি কিছু দেখিতে না পাই, তবে তুমি যেরূপ বলিতেছ, সেইরূপই করিব। তাহা যদি অন্যায় হয়, ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করিবেন।"

ম্যাগি আমাকে অঙ্গুরীয় আনিয়া দিল। আমি সেটি হাতে লইয়া তাহাকে বলিলাম, "যাও তুমি দেখ তোমার মা জাগিয়াছেন কি না।"

প্রায় পনেরো মিনিট পরে ম্যাগি ফিরিয়া আসিল। বলিল, "মা জাগিয়াছেন। আপনার আগমন-সংবাদও তাঁহাকে দিয়াছি।"

"আমি এখন গিয়া তাঁহাকে দেখিতে পারি?"

"আসুন।"

বৃদ্ধার রোগশয্যার নিকট উপস্থিত হইলাম। আমার হস্তে তখনও সেই অঙ্গুরীয়। তাঁহাকে সুপ্রভাত জানাইয়া বলিলাম—"মিসেস্ ক্লিফর্ড, আপনার পুত্র ভাল আছে, জীবিত আছে।"

এই কথা শুনিবামাত্র বৃদ্ধা তাঁহার উপাধান হইতে মস্তক কিঞ্চিৎ উত্তোলন করিলেন। বলিলেন, "আপনি স্ফটিকে ইহা দেখিলেন কি?"

আমি অসঙ্কোচে বলিলাম, "হাঁ মিসেস্ ক্লিফর্ড, আমি স্ফটিকেই ইহা দেখিলাম।"

বৃদ্ধার মস্তক আবার উপাধানের সহিত মিলিত হইল। তাঁহার চক্ষুযুগল হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি শুধু অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন, "God bless you—God b ess you."

* * * *

মিসেস্ ক্লিফর্ড সে যাত্রা আরোগ্যলাভ করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আমার দেশে ফিরিয়া আসিবার সময় ঘনাইয়া আসিল। একবার ইচ্ছা হইল, ল্যাম্বেথে গিয়া ম্যাগি ও তাহার জননীর নিকট বিদায়-গ্রহণ করিয়া আসি। কিন্তু সে পরিবার এখন শোকসন্তপ্ত। সীমান্ত-যুদ্ধে ফ্রাঙ্ক নিহত হইয়াছে। মাসখানেক হইল, কালো

বর্ডার দেওয়া চিঠিতে ম্যাগিই এ সংবাদ আমাকে লিখিয়াছে। হিসাব করিয়া দেখিলাম, যে সময় আমি মিসেস্ ক্লিফর্ডকে বসিয়াছিলাম, তাঁহার পুত্র ভাল আছে, জীবিত আছে,—তার পূর্ব্বেই ফ্রাঙ্কের মৃত্যু হইয়াছে। এই সকল কারণে মিসেস্ ক্লিফর্ডের নিকট আমার আর মুখ দেখাইতে লজ্জা করিতে লাগিল। তাই আমি একখানি পত্র লিখিয়া, ম্যাগি ও তাহার মাতার নিকট বিদায়বার্ত্তা জানাইলাম।

ক্রমে লণ্ডনে আমার শেষ রজনী প্রভাত হইল। আমি অদ্য দেশযাত্রা করিব। পরিবারস্থ সকলের সঙ্গে প্রাতরাশে বসিয়াছি, এমন সময় বহির্দ্বারে শব্দ উত্থিত হইল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পরে দাসী আসিয়া বলিল, "Please Mr. Gupta, মিস্ ক্লিফর্ড আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন।"

আমার প্রাতরাশ তখনও শেষ হয় নাই। বুঝিলাম, ম্যাগি আমার নিকট বিদায়গ্রহণ করিতে আসিয়াছে। পাছে তাহার কর্ম্মস্থানে যাইতে বিলম্ব হইয়া যায়, তাই আমি তখনই গৃহকর্ত্রীর অনুমতি লইয়া টেবিল ছাড়িয়া উঠিলাম। হলে গিয়া দেখিলাম, কৃষ্ণবর্ণ পরিচ্ছদে দেহ আবৃত করিয়া ম্যাগি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

নিকটেই পারিবারিক লাইব্রেরী ছিল, তাহার মধ্যে ম্যাগিকে লইয়া গিয়া বসাইলাম।

ম্যাগি বলিল, "আপনি আজ চলিলেন ?"

"হাঁ ম্যাগি, আজই আমার যাত্রা করিবার দিন।"

"দেশে পৌঁছিতে আপনার কয়দিন লাগিবে ?"

"দুই সপ্তাহের কিঞ্চিৎ অধিক লাগিবে।"

"কোন্ স্থানে আপনি থাকিবেন ?"

"আমি পঞ্জাব সিভিল সার্ভিসে প্রবেশ করিয়াছি। কোন্ স্থানে আমাকে থাকিতে হইবে, সেখানে না পৌঁছিলে জানা যাইবে না।"

"সেখান হইতে সীমান্ত কি অনেক দূর ?"

"না, অধিক দূর নহে।"

"দেরা-গাজীখাঁর নিকট ফোর্ট মন্‌রোতে ফ্রাঙ্কের সমাধি আছে।"—কথাগুলি বলিতে বলিতে বালিকার চক্ষু দুইটি ছলছল করিল।

বলিলাম, "আমি যখন ও'দিকে যাইব, তখন অবশ্যই তোমার ভ্রাতার সমাধি দর্শন করিয়া, তোমায় পত্র লিখিব।"

ম্যাগি বলিল, "কিন্তু আপনার কষ্ট ও অসুবিধা হইবে না ?"

"কি কষ্ট ? কি অসুবিধা ? আমি যেখানে থাকিব, সেখান হইতে দেরা-গাজীখাঁ ত অধিক দূর হইবে না। আমি নিশ্চয়ই একবার সুবিধামত গিয়া, তোমায় পরে সব জানাইব।"

ম্যাগির মুখখানি কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে আমাকে ধন্যবাদ দিল,—তাহার কণ্ঠ রুদ্ধপ্রায়। নিজের পকেট হইতে একটি শিলিং বাহির করিয়া, আমার সম্মুখে টেবিলের উপর রাখিয়া বলিল, "আপনি যখন যাইবেন, তখন অনুগ্রহ করিয়া এক শিলিং দিয়া কিছু ফুল ক্রয় করিয়া, আমার ভ্রাতার সমাধির উপর সাজাইয়া আসিবেন।"

ভাবের আবেগে আমি চক্ষু নত করিয়া রহিলাম। ভাবিলাম, বালিকার এই বহু কষ্টার্জ্জিত শিলিংটি ফিরাইয়া দিই। বলি, আমাদের দেশে ফুল যেখানে-সেখানে অজস্র পরিমাণে পাওয়া যায়, পয়সা দিয়া কিনিতে হয় না।

কিন্তু আবার ভাবিলাম, এই যে ত্যাগের সুখটুকু, ইহা হইতে বালিকাকে বঞ্চিত করি কেন ? এই যে বহু শ্রমলব্ধ শিলিংটি, ইহার দ্বারা বালিকা যেটুকু সুখ, স্বচ্ছন্দতা ক্রয় করিতে পারিত, প্রেমের নামে সে স্বেচ্ছ ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছে। সে ত্যাগের টুকু মহামূল্য—সে সুখটুকু লাভ করিলে উহার, বিরহতপ্ত হৃদয় কিয়ৎপরিমাণে শীতল হইবে। তাই হইতে বালিকাকে বঞ্চিত করিয়া ফল কি ?—এই ভাবিয়া, আমি সেই শিলিংটি উঠাইয়া লইলাম।

বলিলাম, "ম্যাগি, আমি এই শিলিং দিয়া ফুল কিনিয়া, তোমার ভ্রাতার সমাধির উপর সাজাইয়া দিব।"

ম্যাগি উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল, "আমি আর আপনাকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব ? আমার কর্ম্মস্থানে যাইবার বেলা হইল। Good bye,—পত্রাদি যেন পাই।"

আমি উঠিয়া ম্যাগির হস্তখানি নিজহস্তে লইলাম। বলিলাম—"Good bye Maggie - God bless you";—বলিয়া তাহার হাতখানি স্বীয় ওষ্ঠের নিকট তুলিয়া তাহাতে একটি চুম্বন করিলাম।

ম্যাগি চলিয়া গেল।

চক্ষের দুই ফোঁটা জল রুমালে মুছিয়া, বাক্স-তোরঙ্গ গোছাইতে উপরে উঠিয়া গেলাম।

পুনর্মূষিক

প্রথম পরিচ্ছেদ

গ্রীষ্মকাল। বারীন্দ্রনাথের সান্ধ্যভোজন শেষ হইয়া গিয়াছে—আটটা বাজিয়াছে—কিন্তু এখনও লণ্ডনে সুস্পষ্ট দিবালোক। জুন মাসে রাত্রি নয়টার পূর্ব্বে অন্ধকার হয় না।

বারীন্দ্রনাথ বেজ্‌ওয়াটারে থাকিত, আইন পড়িত—অন্ততঃ আইন পড়িবার জন্যই তাহার খুড়া মহাশয় তাহাকে বিলাতে পাঠাইয়াছিলেন। সে দুই বৎসর আসিয়াছে,—কিন্তু এখনও কোনও পুস্তকাদি ক্রয় করিবার কিংবা আইনের বক্তৃতা শুনিবার সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে নাই। সম্প্রতি সে একটি ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। এবার দেশ হইতে টাকা আসিলেই সে দুই একখানি আইনের বহি ক্রয় করিবে এবং গ্রীষ্মের বন্ধের পর টার্ম আরম্ভ হইলেই রীতিমত লেকচর শুনিতে যাইবে। অধিক কি, আজ দুই সপ্তাহ কোনও থিয়েটরে যায় নাই—গত রবিবার মিস্ ম্যানিংয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কহিয়াছে।

ল্যাণ্ডলেডি আসিয়া টেবিল পরিষ্কার করিতে লাগিল। সিগারেট মুখে বারীন্দ্র বলিল—

"মিসেস্ ব্রাউন!"

"কি মহাশয়?"

"আমাকে দশ শিলিং ধার দিতে পার?"

এপ্রন্-বস্ত্রে হাত মুছিতে মুছিতে মিসেস্ ব্রাউন বলিল, "দশ শিলিং? মিষ্টার চাটার্জ্জি, আমি বড় দুঃখিত হইলাম। আমার কাছে ত নাই। তিন সপ্তাহ আপনার বিল বাকী পড়িয়া গিয়াছে—সেই জন্য আমাকে অনেক কষ্টে চালাইতে হইতেছে। দুধ-ওয়ালা দাম লইতে আসিয়াছিল, তিনবার ফিরাইয়া দিয়াছি। মাংসবিক্রেতাকে—"

বারীন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, "মিসেস্ ব্রাউন!"

"মহাশয়?"

"ও সব আমাকে বলিয়া কোন ফল আছে কি? দেখ, আগামী সপ্তাহে দেশ হইতে আমার টাকা আসিবে। কুড়ি পাউণ্ড আসিবে, এক আধ টাকা নয়। তোমার বিশ্বাস না হয়, এই দেখ আমার বাড়ীর চিঠি।"

বলিয়া, পকেট হইতে একখানা বাঙ্গালা চিঠি বাহির করিয়া বারীন্দ্র সগর্ব্বে মিসেস্ ব্রাউনের সম্মুখে ফেলিয়া দিল। তাহার পর মুখ টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল।

মিসেস্ ব্রাউন পত্রখানা লইয়া আলোকের নিকট ধরিয়া, উলটিয়া পালটিয়া দুই মিনিট কাল নিরীক্ষণ করিল। শেষে বলিল, "এ কোন্ ভাষা মহাশয়?"

"কোন্ ভাষা কি? বাঙ্গালা—বাঙ্গালা—পড়িতে পারিতেছ না?"

"বাঙ্গালা? Dear me!—তা,আমি কি বাঙ্গালা জানি মহাশয়?"

"বাঙ্গালা জান না?"

"না মিষ্টার চাটার্জ্জি।"

"I see—আমি মনে করিতাম, তুমি বাঙ্গালা জান বুঝি। আচ্ছা, সেই স্থানটা তোমায় অনুবাদ করিয়া শুনাইতেছি।"

বলিয়া বারীন্দ্র উঠিয়া ল্যাণ্ডলেডির নিকট গেল। পত্রখানি হাতে লইয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি করিয়া বলিল,—

"এই দেখ—এই লেখা রহিয়াছে—'এখানে অত্যন্ত গরম পাড়য়াছে। বরফের সের এক টাকা করিয়া।'—দেখিতেছ ত?"

মিসেস্ ব্রাউন সংশয়ের সহিত বলিল, "দেখিতেছি বটে।"

বারীন্দ্র বলিল,"ইহার অনুবাদ—I am sending you twenty pounds next week—দেখ, এখন বিশ্বাস হইল ত? যাও, তোমার কাছে না থাকে, তোমার স্বামীর নিকট হইতে ধার করিয়া আনিয়া দাও। আগামী সপ্তাহে দিব্য একখানি ভারি গোছের চেক পাইবে।"

মিসেস্ ব্রাউন কিঞ্চিৎ চিন্তা করিল। শেষে বলিল, "এখনই চাই কি? কা'ল সকালে দিলে হইবে না?"

বারীন্দ্র প্রবলভাবে মস্তক নাড়িয়া বলিল, "The

idea! দেখ, আজ রাত্রি নয়টার সময় মিস ম্যানিংয়ের Soireeতে আমার নিমন্ত্রণ আছে। আমি কি সান্ধ্য-বেশ পরিয়া, সাধারণ লোকের মত অম্নিবসে আরোহণ করিয়া যাইব? আমার ক্যাব চাই।"

"কোথায় যাইবেন মহাশয়?"

"মিস্ ম্যানিংয়ের 'Soiree'তে। 'Soiree' কাহাকে বলে জান?"

"কখনও শুনি নাই ত।"

"ঈভনিংপার্টি শুনিয়াছ? সেই তাই। ফরাসী ভাষায় 'সোয়ারি' বলে।"

সবিস্ময়ে মিসেস্ ব্রাউন বলিল, "Dear me!"

"যাও যাও যাও। আমি ততক্ষণ সান্ধ্যবেশ পরিধান করিয়া আসি।"

"আচ্ছা যাই।"

"আর, আমার এই বসিবার ঘরে খানকতক বিস্কুট আর একটু হুইস্কি রাখিয়া দিও। সেখানে সুন্দরী মহিলাগণের সহিত প্রেমালাপ করিয়া আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া আসিব। আমার অত্যন্ত ক্ষুধা পাইবে; বুঝিলে?"

"আচ্ছা, রাখিয়া দিব এখন।"

মিসেস্ ব্রাউন অন্তর্হিত হইয়া গেল। বারীন্দ্রও গুণগুণ স্বরে গান করিতে করিতে, সান্ধ্যবেশ পরিধান করিবার জন্য নিজ শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রাত্রি নয়টার পর বারীন্দ্রনাথের ক্যাব্ আসিয়া ইম্পীরিয়ল ইনষ্টিট্যুটের সম্মুখে দাঁড়াইল।

ইহা একটি প্রকাণ্ড বৃহৎ অট্টালিকা। ইহার বহু বিভাগ আছে, অনেক হল আছে। "জাহাঙ্গীর হলে" মিস্ ম্যানিংয়ের সান্ধ্যমিলন-সভা সমবেত। মিস্ ম্যানিং মাঝে মাঝে এইরূপ মিলন-সভা আহ্বান করিয়া থাকেন। লণ্ডন-প্রবাসী সকল ভারতবর্ষীয়গণেরই নিমন্ত্রণ হয়। বহুসংখ্যক ভারতহিতৈষী তদ্দেশবাসী পুরুষ ও মহিলারও নিমন্ত্রণ হইয়া থাকে। কিছু আমোদ-প্রমোদেরও বন্দোবস্ত থাকে। এই সভার উদ্দেশ্য, ভারতবর্ষীয়গণের সহিত তথাকার বিশিষ্ট সমাজের পরিচয়সাধন করিয়া দেওয়া।

ক্যাব্ হইতে অবতরণ করিয়া বারীন্দ্রনাথ উপরে উঠিয়া গেল। সিঁড়ি হইতেই আলোকের উচ্ছ্বাস তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। নর-নারীর মৃদু-আলাপের গুঞ্জনধ্বনিও তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। ভিতরে গিয়া দেখিল, সেই সুপ্রশস্ত হল বহুজনাকীর্ণ। মহিলাগণের পরিচ্ছদের পারিপাট্য নয়নলোভনীয়। দেখিল, একস্থানে একজন ভারতবর্ষীয় মহারাজা, প্রাচ্যবেশে সুসজ্জিত হইয়া কয়েকটি পুরুষ ও মহিলার সহিত সদালাপ করিতেছেন। অন্যত্র, ভারতবর্ষের একজন অবসর-প্রাপ্ত লেফটেনান্ট গভর্ণর, একটি পার্শী ভদ্রলোকও তাঁহার স্ত্রীর সহিত হাস্যালাপে নিযুক্ত। অধিকাংশ লোকই দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছেন—ইতস্ততঃ পদচারণা করিয়াও বেড়াইতেছেন। এখানে ওখানে কয়েকখানি মখমলমণ্ডিত দীর্ঘাসনও রহিয়াছে—কেহ কেহ সেখানে গিয়াও বসিতেছেন।

বারীন্দ্র প্রবেশ করিয়া প্রথমে মিস্ ম্যানিংকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। কিয়ৎপরে, হলের এক স্থানে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া, তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। মিস্ ম্যানিংয়ের পরিধানে একটি কৃষ্ণবর্ণ মহার্ঘ পরিচ্ছদ। তাঁহার মুখমণ্ডল প্রশান্ত, প্রফুল্ল ও হাস্যোদ্ভাসিত। তাঁহার শুক্ল কেশগুচ্ছ বিদ্যুতের আলোকে অপূর্ব্ব শোভাযুক্ত।

বারীন্দ্রের সহিত করমর্দ্দন করিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি আসিয়াছ দেখিয়া সুখী হইয়াছি।" আরও দুই চারিটি এইরূপ স্নেহগর্ভ সম্ভাষণ করিয়া তিনি বারীন্দ্রকে কয়েকটি পুরুষ ও মহিলার সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন।

বারীন্দ্র দাঁড়াইয়া তাঁহাদের সঙ্গে কয়েক মিনিট আলাপ করিল। এমন সময় হলের এক প্রান্তে বেহালার শব্দ উত্থিত হইল। একজন ইংরাজ মহিলা, স্যর এড্উইন্ আর্ণল্ড রচিত একটি ভারতবর্ষীয় কবিতার অনুবাদ সুরসংযোগে গান করিলেন।

ইতস্ততঃ পদচারণা করিতে করিতে বারীন্দ্র দেখিল, তাহার একটি বন্ধু, ভুবনচন্দ্র দত্ত, একজন বর্ষীয়সী ইংরাজ মহিলার সহিত আলাপ করিতেছে। বারীন্দ্রকে দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ তাহাকে মহিলাটির নিকট পরিচিত করিয়া দিল. "মিষ্টার চাটার্জ্জি—মিস্ টেম্পল্।"

মিস্ টেম্পল্ একটি দীর্ঘাসনে বসিয়া ছিলেন। তিনি বারীন্দ্রকে বলিলেন, "আসুন,—আমার কাছে উপবেশন করুন।"

বারীন্দ্র উপবেশন করিয়া বলিল, "আপনি কতক্ষণ আসিয়াছেন ?"

"আমি আসিয়াছি আধ ঘণ্টা হইবে। আপনার নামটি কি, ভাল শুনিতে পাইলাম না।"

বারীন্দ্র বলিল, "আমার নাম চাটার্জ্জি।"

"চাটার্জ্জি ? চাটার্জ্জি ? চ্যাটোপাড়িয়া ? আপনি ব্রাহ্মণ ?"

"তাহাই বটে। আপনি সব জানেন দেখিতেছি।" —বলিয়া বারীন্দ্রনাথ হাস্য করিল।

মিস্ টেম্পল্ তাহার কৌতুকহাস্য মোটেই লক্ষ্য না করিয়া, স্বীয় যুগ্ম হস্ত প্রাচ্যভাবে ললাটের নিকট উত্তোলন করিয়া বলিলেন, "নমস্কার।"

হাসিতে হাসিতে বারীন্দ্রনাথও বলিল, "নমস্কার—নমস্কার। আপনি এ সব শিখলেন কোথা ?"

ভুবন দত্ত বলিল, "মিস্ টেম্পল্ যে সম্প্রতি ভারত-ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন।"

বারীন্দ্র বলিল, "Oh, how inter sting ! কত দিন আপনি ভারতবর্ষে ছিলেন ?"

"ছয় মাস।"

"আপনার এই সময় আমোদে কাটিয়াছিল ত ?"

বৃদ্ধা গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আমি আমোদ করিতে যাই নাই। শিক্ষা করিতে গিয়াছিলাম।"

মিস্ টেম্পলের এই ভাব দেখিয়া ও এই কথা শুনিয়া বারীন্দ্র মনে মনে কিঞ্চিৎ কৌতুক অনুভব করিল। কিন্তু মৌখিক গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া বলিল, "আমি শুনিয়া সুখী হইলাম। এ দেশের অধিকাংশ লোকেই আমোদের উদ্দেশে ভারতভ্রমণ করিতে যান। ভারতবর্ষের বহুসহস্র বৎসরের জ্ঞান-গরিমার সন্ধান তাঁহারা পান না।"

মিস্ টেম্পল্ বলিলেন, "আপনি যথার্থ বলিয়াছেন। আমার সৌভাগ্যবশতঃ দুই চারিটি মহাত্মার সহিত সেখানে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা তাঁহাদের মুখে শুনিয়া আমি ধন্য হইয়া আসিয়াছি।"

বারীন্দ্র পরম ধার্ম্মিক সাজিয়া বলিল, "হিন্দুধর্ম্ম জগতের শীর্ষস্থানীয় ধর্ম্ম। হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃত সাহিত্য—এই দুইটি আমাদের চিরগৌরবের বিষয়।"

মিস্ টেম্পল্ বলিলেন, "আপনি কি সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছেন ?"

"সামান্য।"

"আমি সংস্কৃত শ্লোক শুনিয়াছি। সে ধ্বনি যেমন মধুর, তেমনই গম্ভীর। আপনি দুই একটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করুন না।"

বারীন্দ্র বলিল, "আচ্ছা, শ্রবণ করুন—

কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু ॥"

বলিয়া বারীন্দ্র নিস্তব্ধ হইল।

মিস্ টেম্পল্ বলিলেন, "কি সুন্দর! কি সুন্দর! মিঃ চাটার্জ্জি, এ শ্লোকটি কি কোনও ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে আবৃত্তি করিলেন ?"

বারীন্দ্র তাহার সঙ্গী ভুবন দত্তের প্রতি চাহিয়া, একটু হাস্য করিয়া বলিল, "ঠিক ধর্ম্মগ্রন্থ বলিতে পারি না। ইহা দর্শনশাস্ত্রসম্বন্ধীয় একটি গ্রন্থের প্রথম শ্লোক।"

মিস্ টেম্পল্ উৎসাহিত হইয়া বলিলেন, "বটে! বটে! এ শ্লোকের ভাবার্থটি কি ?"

পূর্ব্ববৎ গম্ভীরভাবে বারীন্দ্র বলিল, "ইহার ভাবার্থটি অত্যন্ত দুরূহ। এক কথায় বুঝাইয়া বলা অসম্ভব। তবে আত্মার অবিনশ্বরত্ব-প্রতিপাদক দুই একটি যুক্তি ইহাতে আছে।"

"গ্রন্থখানির নাম কি মিষ্টার চাটার্জ্জি ?"

"মেঘদূত।"

মিস্ টেম্পল্ তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "মেঘা ডুটা ? By কালিডাসা ?"

কথা কয়েকটি শুনিবামাত্র বারীন্দ্রের মুখ শুকাইয়া গেল। সে মনে মনে প্রমাদ গণিল। ভাবিল, তবে বোধ হয় মিস্ টেম্পল্ সংস্কৃতে অভিজ্ঞা—মেঘদূত কোনও সময়ে পাঠ করিয়া থাকিবেন—তাহার সকল চালাকি ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

অবস্থা দেখিয়া বারীন্দ্রকে একা ফেলিয়া ভুবন দত্ত চট করিয়া সরিয়া পড়িল।

এ দিকে তৎক্ষণাৎ উত্তর না দিলেই নয়। বারীন্দ্র বলিল, "হাঁ, কালিদাস প্রণীত মেঘদূতই বটে।"

মিস্ টেম্পল্ বলিলেন, "আহা, আমি যদি সংস্কৃত জানিতাম! ঐ গ্রন্থ যদি পাঠ করিতে পারিতাম!"

শুনিয়া বারীন্দ্র হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বুঝিল, বিপদাশঙ্কা অমূলক।

মিস্ টেম্পল্ বলিতে লাগিলেন, "আমি মনে করিতাম, মেঘদূত একখানি কাব্যগ্রন্থ।"

বারীন্দ্র উৎসাহের সহিত বলিল, "হাঁ মিস্ টেম্পল্, উহা কাব্যগ্রন্থও বটে। উচ্চ অঙ্গের কাব্যমাত্রই দর্শন। আর সুন্দর দার্শনিকতত্ত্বমাত্রই কবিতা।"

এই সময় হলের অপর প্রান্তে টুং টাং করিয়া পিয়ানো বাজিয়া উঠিল। একটি ভদ্রলোক গান ধরিলেন।

গান শেষ হইলে বারীন্দ্র মিস্ টেম্পলকে বলিল, "আপনাকে বড় ক্লান্ত দেখাইতেছে। আপনাকে কিছু পানীয় আনিয়া দিব কি?"

মিস্ টেম্পল্ বলিলেন, "চলুন, আমি আপনার সঙ্গেই যাইতেছি।"

বারীন্দ্র স্বীয় বাহুতে তাঁহার বাহু সংবদ্ধ করিয়া, যে কক্ষে জলযোগের ব্যবস্থা ছিল, সেখানে লইয়া গেল।

সেখানে কতিপয় মহিলা চা, কাফি প্রভৃতি পান করিতেছেন। তাঁহাদের সহচর পুরুষগণ তাঁহাদের সেবায় ব্যস্ত।

বারীন্দ্র মিস্ টেম্পল্‌কে একটি আসনে উপবেশন করাইয়া বলিল, "আপনাকে কি আনিয়া দিব? চা না কাফি?"

মিস্ টেম্পল্ বলিলেন, "বড় গরম। ঠাণ্ডা কিছু আনিয়া দিন।"

"ক্লারেট্ কপ্?"*

"না না। উহাতে মাদকদ্রব্য মিশ্রিত আছে। আমি ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া অবধি আর ও সব স্পর্শ করি না।"

মনে মনে হাসিয়া প্রকাশ্যে বারীন্দ্র বলিল, "তবে একটু হোম্ মেড্ লেমনেড?"†

"ধন্যবাদ।"

মিস্ টেম্পলকে শীতল করিয়া, বারীন্দ্র তাঁহাকে পুনশ্চ হলে ফিরাইয়া আনিল। মিস্ টেম্পল বলিলেন, "আজ রাত্রি হইয়াছে, আমি গৃহে চলিলাম। আপনার সহিত আলাপ করিয়া সুখী হইলাম। আপনি মাঝে মাঝে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন। এই লউন্ আমার কার্ড।"

বারীন্দ্র তাঁহাকে ধন্যবাদ জানাইয়া, নিজের কার্ড একখানি দিল। বলিল, "আপনি কি একা আসিয়াছেন?"

"হাঁ।"

"আমি নীচে আপনাকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া আসিতে পারি কি?"

"না—ধন্যবাদ। আপনি কষ্ট করিবেন না।"

"কষ্ট কি? আমার তাহা অত্যন্ত আনন্দের কারণ হইবে।"

"বহু ধন্যবাদ। আচ্ছা, তবে আসুন।"

বারীন্দ্র ভাবিয়াছিল, একটা ভাড়াটিয়া ক্যাব ডাকিয়া মিস্ টেম্পলকে উঠাইয়া দিবে। অবতরণ করিয়া রাস্তায় পৌঁছিয়া দেখিল, একটি প্রকাণ্ড নিজস্ব জুড়ীগাড়ী মিস্ টেম্পলের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। দেখিয়া বারীন্দ্রের মন বিস্ময়ে ও সম্ভ্রমে আপ্লুত হইয়া উঠিল, কারণ, লণ্ডনে যে সে লোক এরূপ গাড়ী ব্যবহার করিতে সমর্থ হয় না।

গাড়ীতে উঠিবার সময় মিস্ টেম্পল্ বলিলেন, "কা'ল অপরাহ্নে আপনার কোথাও কোন কায আছে কি?"

"না।"

"তবে কা'ল আসিয়া আমার সহিত চা পান করিবেন?"

"ধন্যবাদ। অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত।"

বারীন্দ্রকে শুভরাত্রি ইচ্ছা করিয়া মিস্ টেম্পল্ গাড়ীতে উঠিলেন, নিমেষের মধ্যে গাড়ী অদৃশ্য হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রাতরাশের পর বারীন্দ্রের ল্যাণ্ডলেডি তাহাকে বলিল, "গত রাত্রে সেখানে আপনার আনন্দে কাটিয়াছিল ত মহাশয়?"

একটু মজা করিবার অভিপ্রায়ে, বারীন্দ্র একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "হাঁ মিসেস্ ব্রাউন।"

ল্যাণ্ডলেডি বলিল, "অমন নিশ্বাস ফেলিলেন যে?"

ভণ্ডামি করিয়া বারীন্দ্র বলিল, "মিসেস্ ব্রাউন্, আমার অবস্থা বড় সঙ্কটাপন্ন।"

"কেন, কি হইয়াছে?"

"গত রাত্রে আমি প্রেমে পড়িয়া গিয়াছি।"

ল্যাণ্ডলেডি উচ্চহাস্য করিল। বলিল, "কাল

---

* ক্লারেটমিশ্রিত এক প্রকার সরবতের নাম Claret cup.

† গ্যাসবিহীন লেমনেডের নাম Home made Lemonda.

ভাল, সে ত সুখের কথা। মেয়েটি কি অত্যন্ত সুন্দরী ?"

"হাঁ মিসেস্ ব্রাউন, মারাত্মক রকম সুন্দরী।"

"How interesting ! বলুন মহাশয়, সব কথা আমাকে বলুন।"

"কি বলিব ? কথা খুঁজিয়া পাই না।"

মিসেস্ ব্রাউন মৃদুহাস্য করিয়া বলিল, "প্রথম প্রণয়ের সময় ঐরূপই হয় বটে।"

বারীন্দ্র চেয়ারে উচ্চ হইয়া বসিয়া বলিল, "মিসেস্ ব্রাউন, তোমার সঙ্গে কেহ কখনও প্রেমে পড়িয়াছিল ?"

মিসেস্ ব্রাউন রুষ্ট হইয়া বলিল, "কেন মহাশয় ? আমি কি কাহারও প্রণয় উদ্রেক করিবার উপযুক্ত নহি ?"

"না না, তা বলিতেছি না। শুধু জিজ্ঞাসা করিতেছি, রাগ কর কেন ?"

"কেহ যদি আমার সঙ্গে প্রণয়ে পড়ে নাই, তবে আমার বিবাহ হইল কেমন করিয়া মহাশয় ?"

"তাও ত বটে। তুমি যে বিবাহিতা রমণী, আমি তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। তোমায় দেখিলে ত গিন্নীবান্নী বলিয়া মনে হয় না।"

মনে মনে খুসী হইয়া মিসেস্ ব্রাউন বলিল, "আপনি যথার্থ বলিয়াছেন। আমাকে কেহ কেহ বলে বটে যে, আমার আসল বয়স অপেক্ষা আমাকে অনেক ছোট দেখায়। আচ্ছা—আমার বয়স কত আপনি বলুন ত।"

মিসেস্ ব্রাউনের বয়স যে পঞ্চাৎ বর্ষের উপরে উঠিয়াছে, সে বিষয়ে কোনও দর্শকের ভ্রান্তি হইবারই সম্ভাবনা নাই। বারীন্দ্র রঙ্গ দেখিবার জন্য বলিল, "কত ? ত্রিশ ?"

মিসেস্ ব্রাউনের মুখ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বলিল, "না, কিছু বেশী হইয়াছে। আপনার প্রণয়িনীর নাম কি মহাশয় ?"

"মিস্ টেম্পল্ ?"

"আপনার প্রতি তাঁহার কিরূপ ভাব ?"

"কি জানি, তাহা ত বলিতে পারি না ; তবে তিনি আজ আমায় চা-পান করিতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।"

"বেশ বেশ। I wish you a happy afternoon."—বলিয়া ল্যাণ্ডলেডি প্রস্থান করিল।

পাইপ মুখে করিয়া বারীন্দ্র ভাবিতে লাগিল। গতকল্য তাহার মেঘদূতের শ্লোক লইয়া কি বিপদ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া হাসি পাইল। আর যাহাই হউক, মিস্ টেম্পল্ লোকটি যথেষ্ট অদ্ভুত বটে। আজ ঘণ্টা দুই আগে বাহির হইয়া, ব্রিটিশ মিউজিয়ম হইতে গোটাকতক "আসল" ধর্ম্মশাস্ত্রের সংস্কৃত শ্লোক মুখস্থ করিয়া লইয়া যাইবে। যোগশাস্ত্র সম্বন্ধেও দুই চারিটা বোল সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়া মিস্ টেম্পল্কে অভিভূত করিয়া ফেলিবে।

বেলা চারিটা বাজিলে, ব্রিটিশ মিউজিয়ম হইতে বাহির হইয়া, ক্যাব লইয়া বারীন্দ্র মিস্ টেম্পলের গৃহে উপস্থিত হইল। বাড়ীটি পোর্টল্যাণ্ড প্লেসে অবস্থিত। এখানে অনেক ধনবান্ ব্যক্তি বাস করেন।

বারীন্দ্র ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিয়া কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিল। ক্রমে মিস্ টেম্পল্ প্রবেশ করিয়া প্রাচ্য প্রথায় তাহাকে অভিবাদন করিলেন।

মিস্ টেম্পল্ বসিয়া বলিলেন, "দেওয়ালে ঐ ছবিখানি দেখিতেছেন ? উনি আমার গুরু।"

বারীন্দ্র দেখিল, মুদিতনেত্রে যোগাসনস্থ অর্দ্ধনগ্নকলেবর একটি বাঙ্গালী মূর্ত্তি। নিম্নে ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষায় লেখা রহিয়াছে—"স্বামী যোগানন্দ।"

যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে কথা পাড়িয়া, নিজ সদ্য-উপার্জ্জিত বিদ্যা প্রকাশ করিয়া বারীন্দ্র মিস্ টেম্পল্কে চমৎকৃত করিয়া দিল। শেষে জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি স্বামীজীর নিকট যোগশাস্ত্র সম্বন্ধে কোনও উপদেশ লইয়াছেন কি ?"

"না, কারণ, অভ্যাস করিবার অধিকার আমার এখন নাই। স্বামীজী বলিয়াছেন, তিন বৎসর কাল নিরামিষ ভোজন করিয়া শুদ্ধাচারে থাকিয়া আমার ভারতবর্ষে গেলে, আমাকে তিনি শিখাইবেন। তিনি আমাকে প্রত্যহ গঙ্গাজল পান করিতে বলিয়াছিলেন—কিন্তু এখানে পাইব কোথায় ? আমি অত্যন্ত বিশুদ্ধ ও পরিষ্কৃত জল এখানে পান করিয়া থাকি, তাহাতে কোনও আধ্যাত্মিক অপকার না হইতে পারে।"

বারীন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিল, "গঙ্গাজলের মাহাত্ম্য অতি অসাধারণ। আপনি Mark Twainএর More Tramps Abroad পুস্তক পাঠ করিয়াছেন ?"

"না।"

"সে পুস্তকে Mark Twain ভারতবর্ষে নিজের ভ্রমণ বর্ণনা করিয়াছেন। বারাণসীতে একটি ইউরোপীয়

সিভিল সার্জ্জনের সহিত তাঁহার দেখা হইয়াছিল। ডাক্তার সাহেব Mark Twainকে গঙ্গাজল সম্বন্ধীয় একটি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বিষয় বলিয়াছিলেন, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়জনক।"

মিস্ টেম্পল্ কৌতূহলে উদ্‌গ্রীব হইয়া বলিলেন, "কি রকম?"

"লেখা আছে, ঐ ডাক্তার এক সময়ে একটা পাত্রে গঙ্গাজল ও অন্য পাত্রে কূপজল লইয়া একটা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। প্রত্যেক পাত্রের মধ্যে কিছু কিছু কলেরার জীবাণু নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন। ৪৮ ঘণ্টা পরে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন, গঙ্গাজলে নিক্ষিপ্ত সমস্ত জীবাণু মরিয়া গিয়াছে, কূপজলের জীবাণুগুলি বহু সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হইয়া উঠিয়াছে।"

ইহা শুনিয়া মিস্ টেম্পল্ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। আরও দুই চারিটা সংস্কৃত শ্লোক এবং গল্প বলিয়া বারীন্দ্র তাঁহাকে একেবারে আত্মহারা করিয়া ফেলিল।

ছয়টা বাজিল, বারীন্দ্র বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য উঠিল। মিস্ টেম্পল্ বলিলেন, "আগামী শনিবার সন্ধ্যায় আপনার কোনও কার্য্য আছে কি?"

"না।"

"তবে, সে দিন আসিয়া আমার সঙ্গে ডিনার খাইবেন?"

"ধন্যবাদ। অত্যন্ত আহ্লাদের সহিত আসিব।"

"আমি কিন্তু নিরামিষভোজী। আপনি মাংসভোজন করেন?"

"করি বটে।"

"তবে ত আপনার কষ্ট হইবে।"

"না মিস্ টেম্পল্, আমার কোন কষ্ট হইবে না। আমার হিন্দুসংস্কার নিরামিষ ভোজনেই পক্ষপাতী। তবে এ দেশে আসিয়া স্বাস্থ্যের অনুরোধে মাংসভোজন করিতে হয়।"

মিস্ টেম্পল্ উত্তেজিতভাবে বলিলেন, "ভুল। মহাভুল। মাংসভোজন না করিলে এ দেশে স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না, ইহা একটি কুসংস্কার মাত্র। এই দেখুন, আমি ভারতবর্ষ হইতে ফিরিয়া অবধি আজ ছয় মাসকাল নিরামিষ ভোজন করিতেছি। আমার কি স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়াছে?"

বারীন্দ্র বিস্ময়ের ভাণ করিয়া কহিল, "বলেন কি! তবে আমিও এবার অবধি নিরামিষ ভোজন করিব। তাহাই আমার তৃপ্তিজনক।"

মিস্ টেম্পল্ শুনিয়া খুসী হইলেন। বলিলেন, "শনিবার ৭টায় সময় আসিবেন।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শনিবার আসিল। বারীন্দ্র সান্ধ্যবেশ পরিধান করিয়া প্রস্তুত হইল, তাহার ল্যাণ্ডলেডি আসিয়া বলিল, "মিষ্টার চাটার্জ্জি, আজ কি আপনি বাহিরে ডিনার খাইবেন না কি? আমায় ত পূর্ব্বে বলেন নাই।"

বারীন্দ্র বলিল, "মিসেস্ ব্রাউন, আমি বলিতে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছিলাম। আমার মন অত্যন্ত চঞ্চল ছিল।"

ল্যাণ্ডলেডি বলিল, "প্রেমে পড়িলে মানুষের ঐ রকমই হয়। আপনার প্রণয়িনীর গৃহে নিমন্ত্রণ বুঝি?"

"হাঁ মিসেস্ ব্রাউন। নহিলে দেখিতেছ না, এত সাবধানতার সহিত বেশবিন্যাস করিব কেন? আমাকে দেখিতে কেমন দেখাইতেছে বল দেখি?"

মিসেস্ ব্রাউন বলিল, "Stunning. আপনি যদি আজ প্রোপোজ্ করেন, তবে তিনি প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবেন না।"

"মিসেস্ ব্রাউন, কি বলিয়া প্রোপোজ্ করিতে হয়, আমাকে শিখাইয়া দিতে পার? আচ্ছা, তুমি যখন মিষ্টার ব্রাউনকে প্রোপোজ্ করিয়াছিলে, কি বলিয়াছিলে?"

এই কথায় অগ্নিশর্ম্মা হইয়া মিসেস্ ব্রাউন বলিল, "মহাশয়! মহাশয়! প্রোপোজ্ করিয়াছিলাম কি আমি?"

ঈষৎ হাস্য করিয়া বারীন্দ্র বলিল, "তবে কে?"

"স্ত্রীলোক কখন প্রোপোজ্ করে? মিষ্টার ব্রাউন আমাকে প্রোপোজ্ করিয়াছিলেন।"

বারীন্দ্র বলিল, "I see—আমি মনে করিয়াছিলাম, তুমিই বুঝি করিয়াছিলে। আচ্ছা, তিনি কি বলিয়াছিলেন?"

"শুনিবেন? আচ্ছা তবে বলি।"—বলিয়া মিসেস্ ব্রাউন জানালার নিকট একটি সোফায় উপবেশন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিল।—

"একদিন আমরা হাইড্ পার্কে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। একটি গাছতলায় দুইখানি চেয়ার ছিল, আমরা দুই জনে সেখানে বসিয়া গল্প করিতেছিলাম।"—

বাধা দিয়া বারীন্দ্র বলিল, "হাইড্ পার্কে—একাকী একটি যুবক বন্ধুর সঙ্গে—তুমি বেড়াইতে গিয়াছিলে? বিনা chaperone এ? তোমার পিতামাতা জানিতেন?"

হাসিয়া ল্যাণ্ডলেডি বলিল, "না, আমার পিতামাতা জানিতে পারেন নাই। তাঁহারা অত্যন্ত কড়া ছিলেন। এমন কি, engaged হইবার পরেও, বিনা শ্যাপেরোনে আমাদিগকে বাহির হইতে দিতেন না।"

"তবে তুমি লুকাইয়া গিয়াছিলে?"

মৃদু হাস্য করিয়া মিসেস্ ব্রাউন বলিল, "হাঁ মহাশয়!"

দুই হস্ত উপরে উঠাইয়া বারীন্দ্র বলিল, Holy Moses! Oh, naughty Mrs. Brown! I am shocked."

বারীন্দ্রের ভাব দেখিয়া প্রৌঢ়া ল্যাণ্ডলেডি কিয়ৎক্ষণ হাস্য করিল। পরে বলিল, "আচ্ছা, আপনি যদি অত shocked হইয়া থাকেন, তবে আর বলিব না।"

"না, বল। আমি শিখিয়া যাই।"

মিসেস্ ব্রাউন বলিতে লাগিল, "গল্প করিতে করিতে ক্রমে সন্ধ্যা হইল। আমি বাড়ী ফিরিবার জন্য উঠিলাম। মিষ্টার ব্রাউন বলিলেন, 'ব'স ব'স, একটা কথা আছে।' বসিলে বলিলেন, 'মেরি, আমাকে তুমি বিবাহ করিবে?' আমি ত প্রথমে কিছুতেই রাজি হই না। শেষে তিনি ঘাসের উপর হাঁটু পাতিয়া বসিয়া বলিলেন, 'মেরি, তুমি যদি আমায় বিবাহ না কর, তবে আমি সৈন্য হইয়া বিদেশে চলিয়া যাইব, এবং যুদ্ধ করিয়া মরিব'।"

বারীন্দ্র বলিল, "কি সর্ব্বনাশ! তখন তুমি কি করিলে?"

"কি আর করি মহাশয়, বাধ্য হইয়া সম্মতি দিলাম।"

বারীন্দ্র বলিল, "আহা! আমার প্রণয়িনী কি তোমারি মত কোমলহৃদয়া হইবেন? আমি তাঁহাকে বলিব, তুমি যদি আমায় বিবাহ না কর, তবে আমি ব্যারিষ্টার হইয়া কলিকাতা যাইব এবং তথায় বার-লাইব্রেরিতে বসিয়া অনশনে প্রাণত্যাগ করিব।"

* * * *

পোর্টল্যাণ্ড প্লেসে ডিনারের পর বারীন্দ্রের পক্ষে একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটিল।

মিস্ টেম্পলের সুসজ্জিত ড্রয়িংরুমে বারীন্দ্র বসিয়া আছে। আজ এই বৃদ্ধার মুখমণ্ডল কিছু চিন্তাযুক্ত।

দাসী আসিয়া কাফি দিয়া গেল। কাফি পান করিতে করিতে মিস্ টেম্পল্ বলিলেন, "আজ কয়েক দিন হইতে আমার মনে একটা চিন্তা প্রবেশ করিয়াছে। আমি আপনাকে কয়েকটি ব্যক্তিগত প্রশ্ন যদি জিজ্ঞাসা করি, তবে আপনি ক্ষমা করিবেন কি?"

বারীন্দ্র একটু সাবধানতার সহিত বলিল, "যদি কোন আপত্তিজনক প্রশ্ন না থাকে, তবে অবশ্যই আমি আহ্লাদের সহিত উত্তর দিব।"

মিস্ টেম্পল্ কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আপনার পিতামাতা জীবিত নাই, ইহা পূর্ব্বেই আপনি বলিয়াছেন। আপনি কি বিবাহিত?"

"না।"

"আপনার এখানকার ব্যয় কে বহন করেন?"

"আমার পিতৃব্য আমার খরচ দেন।"

"আইন ব্যবসায়ের প্রতি আপনার বিশেষ অনুরাগ আছে?"

"না।"

"এ কয়দিন আপনার সহিত আলাপ করিয়া বুঝিয়াছি, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আপনার প্রবল অনুরাগ।"

বারীন্দ্র মনে মনে হাস্য করিল।

মিস্ টেম্পল্ বলিয়া যাইতে লাগিলেন, "দেখুন, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আমার যথেষ্ট ভক্তি। এই ধর্ম্ম আমি য়ুরোপে প্রচার করিতে বাসনা করি। আমার বিস্তর অর্থ আছে। আমি সেই জন্য আজ আপনার নিকট একটি প্রস্তাব করিব। এই উদ্দেশ্যে আমি আপনার সহায়তা চাই। আমি একজন শিক্ষিত হিন্দু-যুবককে পোষ্যপুত্রস্বরূপ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনি হইবেন?"

বারীন্দ্র নিরুত্তর রহিল।

মিস্ টেম্পল্ বলিলেন, "এখনই আপনার উত্তর আমি চাহি না। আপনি ভালরূপ চিন্তা করিয়া আমায় উত্তর দিবেন। যদি স্বীকার করেন, তবে আপনাকে অনন্যকর্ম্মা হইয়া, প্রথমে হিন্দুশাস্ত্র ও ইউরোপীয় ভাষাগুলি ভাল করিয়া শিক্ষা করিতে হইবে। দুই তিন বৎসর পরে, আপনাকে লইয়া আমি য়ুরোপে হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে বাহির হইব।"

বারীন্দ্র বলিল, "আমি চিন্তা করিয়া পরে আপনাকে উত্তর দিব।"

মিস্ টেম্পল্ বলিলেন, "আমার আর কেহ নাই। আমার সমস্ত ধনের উত্তরাধিকারী আপনি হইবেন। আমি যত দিন বাঁচিয়া থাকিব, আপনার সমস্ত ব্যয় আমি নির্ব্বাহ করিব, এবং সপ্তাহে দশ গিনি করিয়া আপনাকে পকেট খরচ দিব। আপনাকে কঠোর অধ্যয়নে রত হইতে হইবে, এবং শুদ্ধাচারী হিন্দুর ন্যায় থাকিতে হইবে।"

বারীন্দ্রের মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া উঠিল। বলিল, "আচ্ছা, এক সপ্তাহের পরে আপনাকে উত্তর দিব।"—বলিয়া, সে রাত্রির মত বিদায় গ্রহণ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তিন মাস কাটিয়াছে। বারীন্দ্র মিস্ টেম্পলের পোষ্যপুত্র হইয়া তাঁহার গৃহে বাস করিতেছে। তাহার নাম এখন "বারীন্দ্রনাথ চাটার্জ্জি টেম্পল্।"

বারীন্দ্র এক হিসাবে বেশ সুখে আছে। পূর্ব্বে তাহার টাকাকড়ির অত্যন্ত টানাটানি ছিল, এখন আর তাহা নাই। বণ্ড ষ্ট্রীট ভিন্ন অন্য কোথাও এখন আর সে স্যুট তৈয়ারী করায় না। অম্নিবসে আরোহণ কথা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছে। উৎকৃষ্ট হাভানা ভিন্ন অন্য চুরুট মুখে করে না। বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করিয়া যখন থিয়েটরে যায়, তখন তিন চারি গিনি মূল্যে প্রায়ই বক্স লইয়া থাকে।

কিন্তু তাহার অসুবিধা, আহারে ও অধ্যয়নে। সে যখন ভণ্ডামি করিয়া বলিয়াছিল, তাহার হিন্দুসংস্কার নিরামিষ খাদ্যেরই পক্ষপাতী, তখন ভাবে নাই যে, তাহার হিন্দুজিহ্বা একদিন এরূপভাবে দণ্ডিত হইবে। নিরামিষ খাদ্য রসনায় তৃপ্তিদায়ক করিতে হইলে বিশেষ নিপুণতার আবশ্যক। সে নিপুণতা ইংরাজ রাঁধুনীর নাই। মিস্ টেম্পলের টেবিলে দুগ্ধমিশ্রিত 'হোয়াইট্ সস্' আবৃত যে সকল নিরামিষ খাদ্য উপস্থিত হয়, তাহা প্রায়ই অখাদ্য।—বারীন্দ্রের দ্বিতীয় অসুবিধা,—তাহার আলস্যচর্চ্চার অবসর একেবারেই নাই। সপ্তাহে তাহাকে দুই দিন ফরাসী ও দুই দিন জর্ম্মণ ভাষা অধ্যয়ন করিতে হয়; তাহার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছে। তাহা ছাড়া মিস্ টেম্পল্ স্বয়ংও পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন সপ্তাহে যে দুই দিন ব্রিটিশ্ মিউজিয়মে গিয়া হিন্দু-শাস্ত্র চর্চ্চা করিবার কথা, সেই দুই দিনই তাহার আরামে কাটে। ব্রিটিশ্ মিউজিয়মে গিয়া মনোরম উপন্যাসাদি সে পাঠ করে। অথবা সেখানে না গিয়া অন্য কোথাও বেড়াইতে যায়।

তিন মাস কাল মিস্ টেম্পলের সহিত বাস করিয়া, অর্থের স্বচ্ছলতা সত্বেও বারীন্দ্র একটু ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। নূতন নূতন এই বৃদ্ধার সঙ্গ তাহার কৌতুকজনক মনে হইত। কিন্তু কৌতুক রসটা এমনই জিনিষ, একটু পুরাতন হইলেই বিস্বাদ হইয়া পড়ে। ডিনারের পর যে সন্ধ্যাগুলি তাহার মিস্ টেম্পলের সহিত কাটাইতে হইত, তাহা কষ্টে কাটিতে লাগিল। এই জন্য সে প্রায়ই থিয়েটরে যাইত। মিস্ টেম্পল্ তাহাতে মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হইতেন বটে, কিন্তু প্রকাশ্য বাধা দিতেন না। তবে জাতিচ্যুতির ভয়ে তাহাকে বাহিরে ডিনার খাইতে দিতেন না, বাড়ীতেই বারীন্দ্রকে ডিনার খাইয়া বাহির হইতে হইত।

আজ লণ্ডনে বড় ধুম। ঐতিহাসিক পুরাতন "গেয়েটি থিয়েটর" ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়া হইয়াছে। আজ রাত্রে "নিউ গেয়েটি থিয়েটর" প্রথম খুলিবে। "অর্কিড" নামক একটি গীতিনাট্য প্রথম অভিনীত হইবে। বারীন্দ্র বহুপূর্ব্ব হইতে একটি বক্স লইয়া রাখিয়াছিল।

অভিনয় আরম্ভ হইলে দেখা গেল, বারীন্দ্রের বক্সে তাহার তিন জন বন্ধু সমবেত। একটি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত ভুবন দত্ত, অপর দুইটি, পুরুষ নহে। তাহাদের বেশে জমক আছে, কিন্তু পারিপাট্য (refinement) নাই। তাহাদের ভাষায় মাধুর্য্য আছে, কিন্তু শালীনতা নাই। স্ত্রীলোক হইলেও, মহিলা বলিয়া তাহাদিগকে ভ্রম করিবার কা[illegible] সম্ভাবনা অল্প।

তিন ঘণ্টা অভিনয়ের পর নাটক [illegible]
ইহারা তখন বাহির হইয়া রাস্তার ফুটপাথে [illegible]
বারীন্দ্র প্রস্তাব করিল—"Let's go and [illegible]
some supper at the Troc."

'Troc' অর্থাৎ Trocodero, লণ্ডনের একটি উচ্চশ্রেণীর ভোজনালয়। ট্রকোডেরোতে ভোজন করা সৌখীনতার একটি বিশেষ লক্ষণ। থিয়েটরফেরৎ ধনশালী ব্যক্তিরা সেখানে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া গৃহে বা ক্লাবে যান। এই লোভনীয় প্রস্তাব শুনিয়া একজন যুবতী বলিল, "You are a dear."

অন্য একজন বলিল—"I like their

champagnes awf'ly।" গাড়ী লইয়া ইহারা ট্রকোডেরোতে উপস্থিত হইল। পূর্ব্ব হইতে একটি টেবিল বারীন্দ্র রিজার্ভ করিয়া রাখিয়াছিল। সেখানে গিয়া চারিজনে উপবেশন করিল।

মূল্যবান্ রৌপ্য-পাত্রে ভরিয়া বিবিধ খাদ্য আসিল। বরফের বাল্‌তিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত শ্যাম্পেনের বোতল আসিল। সান্ধ্যবেশধারী ওয়ে-টারগণ নিঃশব্দসঞ্চারে ভোক্তাগণের সেবায় তৎপর। মহিলাগণের পরিচ্ছদের শোভায় ভোজনশালা ঝল্‌মলায়মান। উপরে অদৃশ্য স্থানে যন্ত্রিগণ বসিয়া বিবিধ বাদ্যযন্ত্রালাপ করিতেছে। পুরুষ ও রমণীগণের অবিশ্রাম গল্পের গুঞ্জনধ্বনি, মুহুর্মুহুঃ হাস্য ও শ্যাম্পেনের কর্ক খুলিবার শব্দ বাদ্যযন্ত্রধ্বনির সহিত মিলিয়া স্থানটিকে উৎসবময় করিয়া তুলিয়াছে।

এ দিকে ইহাদের পানাহার ও হাস্যামোদ চলিতে লাগিল। হলের অপর প্রান্তে, ইহাদের অদৃশ্যে দুইটি বর্ষীয়সী মহিলা আসিয়া প্রবেশ করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে একজন মিস্ টেম্পল্।

তাঁহারা বসিয়া, দুই পেয়ালা কাফি আনিতে হুকুম করিলেন। কাফি পান করিতে করিতে গল্প করিতে লাগিলেন। মিস্ টেম্পল্ তাঁহার সঙ্গিনীকে বলিলেন, "অদ্যকার এ কন্‌সার্টে আপনাদের অনাথাশ্রমের জন্য কত টাকা উঠিল?"

অন্য মহিলাটি বলিলেন, "অনেকগুলি আসনই পূর্ণ হইয়াছিল। বোধ হয়, দুই শত গিনির উপরে উঠিয়া থাকিবে।"

"সকল যন্ত্রিগণই বেশ সুন্দর বাজাইয়াছিলেন, বিশেষতঃ যিনি শোপেঁয়া (Chopin) হইতে কয়েকটি [illegible]াইলেন, তিনি [illegible] দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। খুব কা[illegible] ভাল লাগিয়াছে।"

বারীন্[illegible]নি ত আসিতেন না, আমিই ত আপনাকে করিতে[illegible] আনিলাম।"

কাফি পান করিতে করিতে মিস্ টেম্পল্ বলিলেন, আমি আপনাদের এ কনসার্টের জন্য টিকিট কিনিয়া রাখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আজ যে ইহা হইবে, তাহা মোটেই আমার স্মরণ ছিল না। আপনি না গেলে আমার আসা হইত না।"

কাফি পান শেষ করিয়া ইঁহারা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এমন সময় হলের অপর প্রান্তে মিস্ টেম্পলের দৃষ্টি পড়িল।

কয়েক মুহূর্ত্ত বদ্ধদৃষ্টি হইয়া সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া, শেষে তিনি পকেট হইতে নিজ চশমাখানি বাহির করিয়া চক্ষে লাগাইলেন।

যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার বার্দ্ধক্যরেখাঙ্কিত মুখমণ্ডল, প্রলয়ের আকাশের মত গম্ভীর হইয়া উঠিল। সঙ্গিনীকে বলিলেন, "আমায় এক মিনিটের জন্য ক্ষমা করিবেন, আমি আসিতেছি।"

বলিয়া তিনি মৃদুমৃদু পদক্ষেপে হলের অপর প্রান্তে গিয়া, বারীন্দ্রের অত্যন্ত নিকটে দাঁড়াইলেন। কিন্তু তাহা নিমেষমাত্রকালের জন্য।

তাঁহাকে দেখিয়াই বারীন্দ্র ত্রস্ত হইয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"Good evening." তাহার সম্মুখে প্লেটে নিষিদ্ধ খাদ্য, পার্শ্বে ফেনমণ্ডিত তরল স্বর্ণের ন্যায় মদিরা এবং আপত্তিজনক নারীমূর্ত্তি।

"Good evening. Don't let me interrupt you"—বলিয়াই মিস্ টেম্পল্ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

* * *

সেই রাত্রে বারীন্দ্র যখন গৃহে ফিরিল, তাহার পূর্ব্বেই মিস্ টেম্পল্ শয়ন করিতে গি[illegible]ছেন।

সমস্ত রাত্রি সে অনিদ্রায় কাটা[illegible]।

পরদিন প্রভাতে প্রাতরা[illegible] সময় শুনিল, মিস্ টেম্পল্ তখনও শয্যাত্যাগ [illegible]ন নাই,—তাঁহার শরীর অসুস্থ।

বেলা দুইটা বাজিলে, লাঞ্চ খাইবার জন্য ভোজন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া শুনিল, মিস্ টেম্পল্ তখনও শয্যাত্যাগ করেন নাই।

একাকী নীরবে সে লাঞ্চ খাইল। উঠিবার সময় দাসী একখানি পত্র আনিয়া বারীন্দ্রের হাতে দিল। মিস্ টেম্পলের হস্তাক্ষর।

তাহাতে লেখা আছে :—

"কা'ল রাত্রে যাহা দেখিলাম, তাহাতে মর্ম্মাহত হইয়াছি। তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ অদ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। আমি আর তোমার মুখ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি না। অদ্য তুমি এ বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া যাইবে। তিন মাসে তোমার যে সময়ের ক্ষতি হইয়াছে, তার পূরণস্বরূপ এই পত্রমধ্যে তোমায় একশত পাউণ্ডের একখানা চেক দিলাম।

এড্‌না টেম্পল্।"

জিনিষপত্র গোছাইয়া, ক্যাব ডাকিয়া সন্ধ্যার মধ্যে বারীন্দ্র বেজওয়াটারে ফিরিয়া আসিল।

প্রবাসিনী

প্রথম পরিচ্ছেদ

জুন মাস। বালসূর্য্যের কনকরশ্মিতে লণ্ডন নগর উদ্ভাসিত। পথে পথে পুষ্প-বালিকারা রাশি রাশি ফুল বিক্রয় করিতেছে। একখানি ফোর হুইলারে চড়িয়া, মালপত্র সহ দুই জন বঙ্গীয় যুবক টেমস্ নদীর একটি জেটিতে উপনীত হইল। অদ্য বেলা বারোটার সময় এই ঘাট হইতে এডিনবরা অভিমুখে একখানি জাহাজ ছাড়িবে। যুবক দুইটি গ্রীষ্মাবকাশে তথায় বে ইতে যাইতেছে।

একজনের নাম হেমচন্দ্র দত্ত। সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিভাশালী ছাত্র ছিল। বিলাতে আসিয়া কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চ সম্মানের সহিত উপাধিলাভ করিয়া, গত বৎসর সিভিল সার্ভিস্ পরীক্ষাতেও কৃতকার্য্য হইয়াছে। আগামী নভেম্বর মাসে দেশে ফিরিবে। অপর যুবকটির নাম অতুলচন্দ্র মিত্র। সে ধনীর সন্তান। আজ ছয় বৎসর বিলাতে আছে—এখনও পাস-টাস বিশেষ কিছুই করিতে পারে নাই। দেশ হইতে আসিবার সময় ইহার অভিভাবকেরা বলিয়া দিয়াছিলেন, বিলাতে পৌঁছিয়া সিভিল সার্ভিসের জন্যও চেষ্টা করিবে, বারেও নাম লেখাইবে। সিভিল সার্ভিসে কৃতকার্য্য হও, উত্তম; না হও, ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিবে। অতুলচন্দ্র বিলাতে আসিয়া সিভিল সার্ভিসের জন্য "চেষ্টা' করিতে লাগিল, কিন্তু আজিকালি করিয়া বারে ভর্ত্তি হওয়া আর হইল না। বারে ভর্ত্তি হইবার প্রবেশিক ফী দেড় সহস্র পরিমাণ রজতমুদ্রারূপ পক্ষিশাবক যাহা আনিয়াছিল, ইতিমধ্যে ক্রমে তাহাদের পক্ষোদ্ভেদ হওয়াতে সেগুলি উড়িয়া গেল। তিন বৎসর অতীত হইল। অতুলচন্দ্র উপর্য্যুপরি দুইবার সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ফেল করিল। তাহার পিতামাতা লিখিলেন, তবে এইবার ব্যারিষ্টারির সনন্দ লইয়া শীঘ্র ফিরিয়া আইস। তখন অতুল বাড়ীতে লিখিতে বাধ্য হইল, ব্যারিষ্টারির জন্ত এখনও ভর্ত্তি হওয়াও হয় নাই। টাকা চাই।—ব্যারিষ্টারি পড়াও তিন বৎসর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এখনও পরীক্ষাদি দিবার কোনই আয়োজন অতুলচন্দ্র করিয়া উঠিতে পারে নাই। সে বলে, লণ্ডন বড়ই চিত্তবিক্ষেপকর। তাই খানকতক চক্‌চকে নূতন বহি কিনিয়া লইয়া, দুই মাসের জন্ত এডিনবরায় যাইতেছে। সেখানে নির্জ্জনে ভাল করিয়া পাঠ অভ্যাস করিবে, এই মহৎ সঙ্কল্প এখন তাহার মনে জাগরূক।

গাড়ীখানি জেটির কাছে পৌঁছিল। দুই জনে নামিয়া, মুটিয়ার সাহায্যে জিনিষপত্রগুলি জাহাজে তুলিল। নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট ক্যাবিনে জিনিষ গোছাইয়া উভয়ে উপরে ডেকে গেল। তখন বেলা দশটা মাত্র। আরোহী অতি অল্পসংখ্যক আসিয়াছে। অনেকে জিনিষপত্র অগ্রিম জাহাজে পাঠাইয়া দিয়াছে, নিজেরা যথাসময়ে আসিবে।

যুবক দুই জন সিগারেট মুখে করিয়া ডেকের উপর ইতস্তত: পরিক্রমণ করিতে লাগিল। হঠাৎ একস্থানে স্তূপীকৃত কতকগুলি বাক্স-পেঁটারার মাঝে, একটা জিনিষ হেমের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। অতুল সে সময়ে কিয়দ্দূরে, জাহাজের রেলিং ধরিয়া যাত্রিগণের আগমন নিরীক্ষণ করিতেছিল। হেম ডাকিয়া বলিল—"ওহে অতুল, দেখ দেখ।"

অতুল উৎসুক হইয়া নিকটে আসিল। হেম দেখাইল, একটি তোরঙ্গের আঙটায় লেবেল বাঁধা রহিয়াছে, তাহাতে লেখা আছে—"Miss Roy."

অতুল বলিল, "মিস্ রায় কে বিলেতে এসেছেন, আমি ত ঠিক করতে পারছিনে?"

হেম বলিল, "আমিও ত শুনিনি।"

তখন দুই জনে কলিকাতাস্থ রায়-পরিবারগণের একে একে নামোল্লেখ করিয়া আন্দাজ করিতে লাগিল, কিন্তু কোনও কূলকিনারা পাইল না। …দুটে …ষ্টার।

অতুল বলিল, "চল, একবার সমল … নও ডেকে আ… দেখি, মানুষটা কি রকম।" … বসিয়াছিল, সেখপেক্ষা

হেম বলিল, "এত লোকে … সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টি … পারবে?"

অতুল বলিল, "শত শত … হেম তৎক্ষণাৎ চেয়ার

একটি পদ্ম যদি ফুটে থাকে, তবে কি তাকে বেছে বের করা শক্ত ?”

হেম হাসিয়া বলিল, “কি অবিচার ! এমন সুন্দর সুন্দর ইংরেজের মেয়েরা হ’ল কুমুদ-কহ্লার, আর তোমার বাঙ্গালীর মেয়ে হ’ল পদ্ম ?”

“নিশ্চয়। ‘কোথায় এমন মধু বিনা বঙ্গ-কুসুমে।’ রবি ঠাকুরের ব্রজাঙ্গনা কাব্যে না কিসে পড়েছিলাম।”

হেম অতুলের পিঠ চাপড়াইয়া বলিল, “ধন্য তোমার বাঙ্গালাসাহিত্যজ্ঞান ! ধন্য তোমার স্বজাতি-প্রীতি !”

অতুল বলিল, “চল, একটু খুঁজে দেখা যাক্।” দুই জনে তখন জাহাজের নানা স্থানে খুঁজিল. কিন্তু একখানি সুস্নিগ্ধ, সলজ্জ, শ্যামবর্ণ মুখ কোথাও দেখা গেল না। দুই জনে হতাশ হইয়া আবার ডেকে ফিরিয়া আসিল।

হঠাৎ অতুল বলিল, “দেখ, একটা জিনিষ বড় ভুল হয়ে গেছে।”

“কি ?”

“এক বোতল ব্রাণ্ডি আনা হয় নি। দুই চার ডোজ্ নির্জ্জলা ব্রাণ্ডি সমুদ্রপীড়ার অতি উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক। জাহাজে পাওয়া যাবে বোধ হয়, দেখি।”—বলিয়া অতুল অদৃশ্য হইল।

কিয়ৎক্ষণ কাটিল। অতুল আর আসে না দেখিয়া হেমচন্দ্র তাহার উদ্দেশ্যে নিম্নে অবতরণ করিল। অতুলের ক্যাবিনে গিয়া দেখিল, দ্বার বন্ধ। আঙ্গুলের গাঁট দিয়া বারকতক হেম দরজায় ঘা মারিল। ভিতর হইতে অতুল বলিল—“Come in.”

হেম দ্বার খুলিয়া দেখিল, অতুল বসিয়া আছে, নিকটে খোলা ব্রাণ্ডির বোতল,—গেলাস হাতে করিয়া অতুল প্রতিষেধক সেবন করিতেছে।

অতুল বলিল, “Just in good time—এস, একটু খাও।”

হেম চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়া বলিল, “না, তুমি খাও। আমি খাব না।”

আ।৲“কেন ?”

রাখিয়াছিলাম ৺ কখনও খাই যে খাব ?”

মোটেই আমার স্মরণ Don’t be so girlis৷ Hem

আমার আসা হইত ন। একটু খেলে তোমার জাত

কাফি পান শেষ ং সুরাং পিবেৎ’—এ কথা শাস্ত্রেই

এমন সময় হলের অপর

পড়িল।

হেম হাসিয়া বলিল, “কোন্ শাস্ত্রে পড়লে? কালিদাসের বৈরাগ্যশতকে, না জয়দেবের রামায়ণে ?”

রামায়ণ যদি পড়তে ত জানতে পারতে, সীতা রাম—তাঁরাও—মদ বল্‌ব না, কথাটা শুনতে খারাপ —আসব পান করতেন।”

“তা তুমিও আসব পান কর, আমি যাই।”

“যাবে কোথা ? ব’স না। বসলেও কি তোমার জাত যাবে ? নাও, একটা সিগারেট ধরাও।”

হেম উপবেশন করিল। সিগারেটের বাক্স হেমের সম্মুখে ধরিয়া অতুল গাহিল—

“এস সখা, কাছে বোস,
বসিতে কি আছে দোষ ?
তুমি যারে ভালবাসো—

By Jove—ভুলেই যাচ্ছিলাম। মিস্ রায়ের কোনও পাত্তা পেলে ?”

“না।”

অতুল এক আউন্স পরিমা[illegible] প্রতিষেধক পান করিয়া বলিল—“দেখ হেম, আ[illegible] বোধ হচ্চে. এই মিস্ রায়ের সঙ্গে দেখা হলেই অ[illegible] প্রেমে প’ড়ে যাব।”

হেম কৃত্রিম রোষ প্রকাশ [illegible]য়া বলিল, “খপদ্দার। আমি প্রেমে প’ড়ে যাব ব’লে আগেই ঠিক ক’রে রেখেছি।”

অতুল বলিল, “তা হতেই পারে না, আমি পড়বো।”

“বাঃ, আমি প্রথম আবিষ্কার করলাম তাঁর লাগেজ।”

“তাই ব’লে কি তোমার অধিকার জন্মে গেল না কি ? তা হ’লে যে কুলীটা তোরঙ্গ এনেছে, তারই ত দাবী সব চেয়ে বেশী হয়।”

“সে ত আর উমেদার নয়, যারা উমেদার, তাদের মধ্যে কার অধিকার বেশী দেখ। আমি লাগেজ অবিষ্কার করেছি, তুমি কি করেছ ?”

অতুল বলিল, “মিস্ রায় নিশ্চয়ই আমাকে পছন্দ করবেন।”

হেম বলিল, “নিশ্চয়ই না। আমাকে পছন্দ করবেন।”

অতুল নিজ গুম্ফপ্রান্তদ্বয় মুচড়াইয়া বলিল, “দেখ দেখি আমার কেমন গোঁফ।”

হেম খাপ হইতে সোনার চশমা বাহির করিয়া পরিয়া বলিল, “দেখ দেখি আমার কেমন চশমা।”

"All right—let's have a toss up"—বলিয়া অতুল পকেট হইতে একটা পেনি বাহির করিল। "Heads, I win—tails, you lose" বলিয়া পেনিটা তর্জ্জনীর উপর রাখিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলির সাহায্যে সজোরে উৎক্ষিপ্ত করিয়া দিল। পেনি মেঝেতে আসিয়া পড়িল। অতুল তখন ঝুঁকিয়া দেখিয়া বলিল—"Tails you lose—যাক্—আমারই জিৎ হয়েছে।"*

হেম কৃত্রিম দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "আচ্ছা, তবে তুমিই তাকে বিয়ে কোরো।"

এমন সময়ে জাহাজ ছাড়িবার ঘণ্টা বাজিল। উভয়ে বাহির হইয়া ডেকের উপর আরোহণ করিল। সেখানে অনেক নর-নারী একত্র ছিল, কিন্তু কোন শ্যামাঙ্গীর দর্শন পাওয়া গেল না। জাহাজ ছাড়িয়া দিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

একটা বাজিয়াছে। লণ্ডনের নগরসীমা বহুক্ষণ অতিক্রম করিয়া জাহাজ এখন দুই পার্শ্বে যব ও সর্ষপের ক্ষেত্র রাখিয়া সাগরাভিমুখে ছুটিয়াছে। ক্রমেই নদীর প্রসারবৃদ্ধি হইতেছে। ঘণ্টাখানেক পরেই জাহাজ সাগরসঙ্গমে উপস্থিত হইবে।

যাত্রিগণ পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতেছে—"Are you a good sailor?"—অর্থাৎ আপনি সমুদ্রপীড়ায় সহজে আক্রান্ত হন না ত? এমন সময় ঢং ঢং করিয়া মধ্যাহ্ন-ভোজনের ঘণ্টা বাজিল।

অতুল ও হেম দুই জনে ভোজনকক্ষে নামিয়া গেল। একটু নিরিবিলি খুঁজিয়া দুই জনে স্থান গ্রহণ করিয়াছে, এমন সময়ে দুইটি মহিলা প্রবেশ করিলেন। একটির বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি; অপরটি বিংশতিবর্ষীয়া হইবেন। যিনি বর্ষীয়সী, তিনি ইংরাজললনা সন্দেহ নাই,—কিন্তু যিনি যুবতী, তাঁহার সম্বন্ধে সন্দেহ। তাঁহার গাত্রবর্ণ ইংরাজদিগের মত অত শাদা ধব্‌ধবে নহে—যেন ইতালীয় বা স্পেনদেশীয়গণের মত। চুল কালো।

অতুল ও হেমের নিকট দিয়াই ইঁহারা চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় অতুল দেখিল, বর্ষীয়সী মহিলাটির হস্তে স্বর্ণকঙ্কণ, তাহাতে বঙ্গদেশীয় শিল্পকরের কারুকার্য্য অভ্রান্তরূপে বর্ত্তমান। অতুল ও হেমের মধ্যে পরস্পর চোখে চোখে টেলিগ্রাফ হইয়া গেল।

ইঁহারা চলিয়া গেলে হেম বলিল—"ঐ মেয়েটি মিস্ রায় ন'ন ত?"

"আমার ত তাই সন্দেহ হয়। কিন্তু বাঙ্গালীর মেয়ের গায়ের রঙ কি অত পরিষ্কার হয়? এ ত প্রায় য়ুরোপীয়দের মত—শুধু তাদের মত চোখ ঝল্‌সানো শাদা নয়, দিব্য স্নিগ্ধ গৌরকান্তি।"

"কি জানি। কিন্তু আর একটা সন্দেহের বিষয় রয়েছে। বাঙ্গালীর মেয়েরা ত কখনও বিলাতে গাউন প'রে আসেন না,—শাড়ী প'রে আসেন।"

"আমার বোধ হয়, অনেক দিন এ দেশে আছেন।"

"য়ুরোপীয় মহিলাটি বোধ হয় মিস্ রায়ের গভর্ণেস (শিক্ষয়িত্রী) হ'তে পারেন।"

"ওঁর হাতে বাঙ্গালা বালাটি লক্ষ্য করেছিলে?"

"করেছিলাম। মিস্ রায় উপহার দিয়ে থাক্‌বেন, আশ্চর্য্য কি?"

অতুল ও হেম এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে আহার সমাধা করিল। মাঝে মাঝে কক্ষের অপর প্রান্তে, অনুমিত মিস্ রায়ের প্রতিও দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে।

আহার সমাধা হইলে দুই জনে ডেকে উঠিয়া দুইটি বৃহৎ চুরুট ধরাইল। ঐ দূরে সমুদ্র দেখা যাইতেছে,—তাহার তরঙ্গায়িত সুনীল দেহময় শুভ্র ফেনপুঞ্জ নৃত্য করিতেছে। দুইখানি ডেক-চেয়ারে বসিয়া একদৃষ্টে দুই জনে তাহাই দেখিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে পূর্ব্বোক্ত মহিলা দুই জনও ডেকে আসিয়া পৌঁছিলেন। অতুল ও হেম যেখানে বসিয়াছিল, সেখানেই দাঁড়াইয়া তাঁহারা দূরস্থিত সমুদ্রের প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অতুল ও হেম তৎক্ষণাৎ চেয়ার

---

* পেনির যে দিকে ইংলণ্ডরাজ্যলক্ষ্মী ব্রিটানিয়ার মূর্ত্তি অঙ্কিত থাকে, তাহা heads এবং যে দিকে সলাঙ্গুল সিংহ ও ইউনিকর্ণের মূর্ত্তি আছে, সেই উল্টা দিকটাকে tails বলে। তর্কস্থলে একজন heads, অপর জন tails গ্রহণ করিয়া উপরি-উক্ত মত পেনি ফেলিয়া দেয়।—মাটীতে পড়িয়া যাহার দিকটা উঁচু হইয়া থাকে, তাহারই জয়। এখানে অতুল রঙ্গ করিয়া উভয় দিকটাই নিজে গ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং তাহার জয় অবশ্যম্ভাবী। ইহা একটি পুরাতন পরিহাস। বাঙ্গালাতেও এরূপ একটা পরিহাস আছে—"দাদা, হয় আমি নেমন্তন্ন খেতে যাই, তুমি ঠাকুরপুজো কর; নয় তুমি ঠাকুরপুজো কর, আমি নেমন্তন্ন খেতে যাই।"

ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া বলিল—"Wont you take these chairs, ladies ?"

প্রবীণা বলিলেন, "না—না—বসুন। আপনাদের কেন আমরা বঞ্চিত করিব ?"

অতুল বলিল, "চেয়ারের অভাব কি ? আপনারা বসুন, আমরা অন্য চেয়ার আনিয়া বসিতেছি।"

"বহু ধন্যবাদ"—বলিয়া মহিলা দুই জন উপবেশন করিলেন। একস্থানে জাহাজের অনেক চেয়ার গাদা করা ছিল, অতুল চট্ করিয়া তাহার মধ্যে হইতে দুই-খানি টানিয়া আনিল।

প্রবীণা বলিলেন, "আপনারা কি এই প্রথম এডিনবরায় যাইতেছেন ?"

অতুল বলিল, "এই প্রথম। আর আপনারা ?"

"আমরা ত এডিনবরারই লোক। আমার মেয়ে লীলা লণ্ডনে কেন্‌সিংটন্ কলেজ অব্ মিউজিকে পড়িতেছিল, এ বৎসর পাঠ সাঙ্গ হইল, তাই আমি উহাকে লইতে আসিয়াছিলাম।"

"ইনিই আপনার কন্যা বুঝি ?"

"হ্যাঁ, আমার আরও একটি কন্যা, একটি পুত্র আছে। তাহারা এডিনবরাতে। আমার ছেলেটি য়ুনিভার্সিটিতে প্রোফেসার। আপনারা ইংলণ্ডে কত দিন আসিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি ?"

"আমার ছয় বৎসর হইল। আর আমার বন্ধু মিষ্টার দত্ত চারি বৎসর আসিয়াছেন।"

শুনিয়া মহিলাটি বলিলেন, "দত্ত!—আপনি কি বাঙ্গালী ? আপনারা দুই জনেই কি বাঙ্গালী ?"

হেম বলিল, "আমরা দুই জনেই বাঙ্গালী। ইঁহার নাম মিষ্টার মিত্র।"

"I am so glad—কলিকাতায় আমাদের অনেক আত্মীয়-বন্ধু আছেন। আমার স্বামী বাঙ্গালী ছিলেন।"

হেম ও অতুল যুগপৎ বলিয়া উঠিল, "বটে! বলেন কি! তবে আপনাকে আমাদের স্বজাতীয়া বলিয়া দাবী করিতে পারি।"

"অন্ততঃ আমার কন্যা লীলাকে পারেন। ও কলিকাতাতেই জন্মিয়াছিল। আমার স্বামী এডিনবরায় ...ন ডাক্তারি পড়িতেন, সেই সময় আমাকে বিবাহ ...রয়াছিলেন। তাহার পর পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া ...মাকে কলিকাতায় লইয়া যান। সেখানে আমরা ...াচ বৎসর ছিলাম। তাহার পর তাঁহার মৃত্যু ...য়।"—বলিয়া মিসেস্ রায় চক্ষু আনত করিলেন।

কথা ফিরাইবার জন্য মিস্ রায় বলিলেন, "আপনারা কি good sailors ?"

অতুল বলিল, "সমুদ্র শান্ত থাকিলে আমি অসাধারণ good sailor—আর, আমার বন্ধুও তাই।"

এ কথা শুনিয়া সকলেই হাস্য করিয়া উঠিলেন। হেম বলিল, "আপনি কেমন ?"

"আমিও আপনাদেরই মত। মা খুব good sailor—নয় মা ?"

মিসেস্ রায় বলিলেন, "না—না—গর্ব্ব করিতে নাই। ইহা আমি বারংবার দেখিয়াছি, সমুদ্রযাত্রার পূর্ব্বে যে নিজকে good sailor বলিয়া দর্প করে, সেই প্রথমে পড়ে। তবে এ পথটা তেমন তরঙ্গসঙ্কুল নহে। যখন The Wash এর কাছাকাছি পৌছিব, তখন ঢেউ একটু বেশী হইবে বটে। কিন্তু সে পথটুকু পার হইতে ঘণ্টা দুই লাগিবে।"

এই প্রকার নানা কথোপকথনে সন্ধ্যা সমাগত হইল। রাত্রি-ভোজনের জন্য প্রস্তুত হইতে সকলে উঠিলেন। মিসেস্ রায় বলিলেন, "আমরা যেখানে খাইতে বসি, আপনারাও সেই টেবিলে আসিয়া যোগদান করুন না ?"

হেম ও অতুল বলিল, "ধন্যবাদ। সে ত আমাদের পক্ষে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হইবে।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন প্রভাতে প্রাতরাশের পর জাহাজ The Washএর সম্মুখীন হইল। জাহাজ যাই দুলিতে আরম্ভ করিল, অমনি যাত্রিগণ একে একে রণে ভঙ্গ দিয়া ক্যাবিনে গিয়া সটান শুইয়া পড়িলেন। ডেকের উপর চলা দুষ্কর। সিঁড়ি দিয়া নামা দুষ্কর। যথেষ্ট 'প্রতিষেধক' সেবন করা সত্ত্বেও অতুল আগেই কাৎ হইয়াছে। ক্রমে হেমও পড়িল। কেবল দুই চারি জন ইংরাজ পুরুষ তখনও ডেকের উপর বিচরণ করিতে লাগিলেন।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের সময় টেবিলের অনেক আসনই শূন্য।

বেলা চারিটা বাজিলে জাহাজ যখন ইয়র্কশায়ারের সম্মুখীন হইল, তখন জাহাজের দোলানী বন্ধ হইল।

যাত্রিগণ একে একে ডেকে আসিয়া দর্শন দিতে লাগিলেন। সকলেই যেন কত দিনের রোগশয্যা হইতে উঠিয়াছেন। রায়-জায়া ও কন্যা, হস্তে উপন্যাস ও কুশনাদি লইয়া ক্যাবিন হইতে বাহির হইলেন। হেম ও অতুল তাহা দেখিয়া তাঁহাদের বোঝা নিজেরা বহন করিয়া, ডেকে লইয়া গিয়া, চেয়ার ভাল যায়গায় রাখিয়া ইঁহাদের বসাইয়া দিল। সমুদ্রের তাজা হাওয়ায় ক্রমে ইঁহারা সুস্থতা লাভ করিতে লাগিলেন। ক্রমে মুখে হাসি ফুটিল—কথা বাহির হইল।

চায়ের ঘণ্টা হইলে হেম ও অতুল বলিল, "আপনারা নামিবার কষ্ট করিবেন না। আপনাদের চা প্রভৃতি আমরা আনিয়া দিতেছি।"

মিস্ রায় বলিলেন, "I am famishing, Get me plenty of bread and butter, please, Mr. Mitra, and some fruit."

অতুল বলিল,"All right,bread and butter Miss, * you shall have them."

মিস্ রায় বলিলেন, "I am not a bread and butter miss."

অতুল বলিল, "Yes, you are."

"No I aint"—বলিয়া মিস্ রায় অতুলকে হস্তস্থিত উপন্যাসখানির দ্বারায় আঘাত করিলেন।

নীচে গিয়া হেম বলিল, "কি হে! এরই মধ্যে বেশ জমিয়ে তুলেছ!"

অতুল নিজ গুম্ফপ্রান্ত দুই হস্তে মুচড়িয়া বলিল, "কেবল এই গোঁফ যোড়াটির গুণে দাদা।"

গ্রীষ্মকালে "রাত্রি" নয়টা পর্য্যন্ত দিবালোক থাকে। অন্ধকার হইবার পূর্ব্বে জাহাজ বন্দরে পৌছিবার কথা। কিন্তু Wash পার হইতে দুই ঘণ্টার স্থানে চারি ঘণ্টা বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। রাত্রি হইলে জাহাজকে বন্দরে ঢুকিতে দিবে না; প্রভাত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। রাত্রিসমাগমের পূর্ব্বে পৌছে কি না পৌছে, এই বলিয়া যাত্রিগণ জল্পনা-কল্পনা করিতে লাগিলেন।

যখন দূরে তীরভূমি দেখা গেল, তখন অন্ধকার হয় হয়। ক্রমে রাত্রি আসিল। লীথ্ বন্দরের আলোকমালা দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল। কল্য প্রভাতে ভিন্ন জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিতে পাইবে না।

রাত্রি কাটিল। প্রভাতে উঠিয়া যাত্রিগণ প্রাতরাশ সমাধা করিলেন। মিসেস্ রায় বিদায়ের প্রাক্কালে অতুল ও হেমকে বলিলেন, "আপনারা কোথায় থাকিবেন?"

"আপাততঃ কোনও হোটেলে উঠিব। তাহার পর রুম্‌স্ খুঁজিয়া লইব।"

"আমাদের ওখানে মাঝে মাঝে আপনাদিগকে দেখিতে পাইলে সুখী হইব। এই লউন আমাদের ঠিকানা। এ কার্ডে At Home on Saturday evenings লেখা আছে বলিয়া শনিবার অবধি অপেক্ষা করিবেন না। যে দিন ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা আসিবেন।"—বলিয়া হেম ও অতুলকে একখানি করিয়া কার্ড দিলেন।"

লীথ্ বন্দর হইতে রেলপথে এডিনবরায় যাইতে হয়। বস্তুতঃ লীথ্ এডিনবরারই উপনগর মাত্র। জাহাজ হইতে নামিয়া, রেলপথে কয়েক মিনিটে ইঁহারা এডিনবরায় পৌছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

একটি মাস কাটিয়া গিয়াছে। মার্চ্চমণ্ট রোডের একটি বাড়ীতে রুম্‌স্ লইয়া হেম ও অতুল বাস করিতেছে। রায়-পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠতা ইহাদের খুব বাড়িয়া গিয়াছে—বিশেষতঃ হেমের। নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণ প্রায়ই হয়।

আজ রবিবার। বেলা সাড়ে দশটার সময়, রাত্রিবসনের উপর ড্রেসিং গাউন পরিয়া অতুল নিজ শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইয়া আসিল। বসিবার কক্ষে গিয়া দাসীর জন্য ঘণ্টা বাজাইল।

দাসী আসিলে অতুল জিজ্ঞাসা করিল, "মিষ্টার দত্ত কি প্রাতরাশ শেষ করিয়াছেন?"

"হাঁ মহাশয়, তিনি আজ অন্য দিনের অপেক্ষা শীঘ্রই প্রাতরাশ শেষ করিয়া কোথায় বাহির হইয়াছেন।"

---

* অল্পবয়স্কা যুবতীকে পরিহাস করিয়া Bread and butter Miss বলা হয়। বালকবালিকাগণকে রুটি মাখনই বেশী খাইতে দেওয়া হয়, মাংসাদি কম, ইহা হইতেই এ পরিহাসের উৎপত্তি।

এমন সময় নিকটস্থ গির্জ্জায় ঢং ঢং করিয়া শব্দ হইতে লাগিল। অতুল বলিল, "আজ রবিবার বুঝি,—গির্জ্জার ঘণ্টা বাজিতেছে।"

দাসী বলিল, "হাঁ মহাশয়, আজ রবিবার। এ বাড়ীর সকলেই গির্জ্জায় গিয়াছেন। আপনার প্রাতরাশ শেষ হয় নাই বলিয়া আমি শুধু আছি।"

"ওঃ—আমার জন্য তুমি গির্জ্জায় যাইতে পাও নাই? আমি বড় দুঃখিত হইলাম। আচ্ছা, আমার খাবার দিয়া তুমি যাও—অপেক্ষা করিতে হইবে না।"

"ধন্যবাদ মহাশয়,"—বলিয়া ঝি একটি ট্রে ভরিয়া প্রাতরাশের দ্রব্যসম্ভার আনিয়া দিল। সেগুলি টেবিলে সাজাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

অতুলের মুখে সিগারেট। খাদ্যের নিকট চেয়ার সরাইয়া আনিয়া এক পেয়ালা চা ঢালিয়া লইল। অন্যমনে অল্প অল্প করিয়া চাটুকু পান করিতে লাগিল।

আপন মনে অতুল বলিতে লাগিল, "আর কিছু নয়, হেম গির্জ্জায় গিয়াছে। গত রবিবারেও গিয়েছিল। হঠাৎ তার এমন ধর্ম্মে মতি হ'ল কি ক'রে? Cherchez la femme—বুঝেছি—কুমারী লীলার 'প্রেয়ার বুক' বহন করবার লোভেই ভায়া রাতারাতি এমন ধার্ম্মিক হয়ে উঠেছেন।"

এক পেয়ালা চা শেষ হইল। খাবারের বিবিধ পাত্রগুলির ঢাকা খুলিয়া খুলিয়া অতুল দেখিতে লাগিল। শেষে দুইটি ডিম্ব মাত্র গ্রহণ করিয়া তাহাই খাইল। কল্য রাত্রে থিয়েটরের পর কোথায় গিয়াছিল, তিনটার সময় বাড়ী ফিরিয়াছে—সেই জন্য শরীর কিছু খারাপ,—খাইতে ইচ্ছা নাই।

আর এক পেয়ালা চা খাইয়া অতুল টেবিল ছাড়িয়া উঠিল। নূতন সিগারেট ধরাইয়া, জানালার কাছে চেয়ার টানিয়া বসিয়া হেম সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিল।

পূর্ব্ববর্ত্তী কয়েকটি ঘটনা স্মরণ করিয়া অতুল সিদ্ধান্ত করিল, হেম যে লীলার সহিত প্রেমে পড়িয়াছে, তাহার আর কোনও সন্দেহ নাই। আর লীলা?—লীলাও যে হেমের অনুরাগিণী, ইহাও অতুল বেশ স্পষ্ট বুঝিতে পারিয়াছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে অস্ফুটস্বরে অতুল বলিয়া উঠিল—"What the devil does he mean by it? Will he marry the girl?"

ভাবিল—হেম যেরূপ শীতলপ্রকৃতি ও হিসাবী লোক, ও যে নিছক্ প্রেমের জন্য বিবাহ করিতে রাজী হইবে, ইহা ত বিশ্বাস হয় না। Love in a cottage উহার কোষ্ঠীতে লেখা নাই। সিভিল সার্ভিস পাশ করিয়াছে, দেশে ফিরিয়া গেলে বিলাতফেরৎ-সমাজে হুলস্থূল পড়িয়া যাইবে। বিবাহযোগ্যা কন্যাগণের মাতারা আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিবেন। নীলামের ডাকে সর্ব্বোচ্চ দরে হেম নিজেকে বিক্রয় করিবে। কোনও ধনকুবেরের একটি কালো মেয়ে এবং পাঁচ অঙ্কের একখানি চেক, হেম বিবাহ করিবে। বেচারি মিস্ রায়—আমি বাস্তবিক তোমার জন্য দুঃখিত। সুন্দরী মিস্ রায়, সুগায়িকা, সুশিক্ষিতা কোমলহৃদয়া মিস্ রায়—তোমার সবই ভাল, কিন্তু তুমি দরিদ্র বিধবার মেয়ে। তোমার হৃদয় ভালবাসায় পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু তোমার মা'র ক্যাশ-বাক্সটি শূন্য। কোন আশা করিও না—কোন আশা করিও না।

এগারোটা বাজিল। অতুল তখন ভাবিল—"যাক্ গে পরের চিন্তা ক'রে কি হবে, নিজের চিন্তা কিছু করা যাক।"—মনে পড়িল, এডিনবরায় দুই মাস নিরিবিলিতে আইন অধ্যয়ন করিবে বলিয়া খানকতক বহি কিনিয়া আনিয়াছিল, সেগুলির এখনও পাতা কাটাও হয় নাই। উঠিয়া গিয়া বহিগুলি তোরঙ্গ হইতে বাহির করিয়া আনিল। সেগুলি নাড়িতে চাড়িতে লাগিল এবং ভাবিল—আজ পাতা কাটিয়া অধ্যয়ন আরম্ভ করিয়া দিই।" তাহার পর হঠাৎ মনে হইল—"আজ যে রবিবার—অনধ্যায়। যদিও আমি খৃষ্টান নহি—তথাপি যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ—ওগুলো মানিয়াই চলা ভাল। আজ থাক্—শরীরটাও ভাল নাই। বিদ্যারম্ভে গুরুঃ শ্রেষ্ঠঃ—একেবারে বৃহস্পতিবার দিন আরম্ভ করা যাইবে।"—সরস্বতী আবার তোরঙ্গ-রূপ জেলে "রিম্যাণ্ডেড" হইলেন।

বারোটা বাজিল। বসিয়া বসিয়া আর ভাল লাগিল না। পাড়ার গির্জ্জায় উপাসনা শেষ হইয়া গিয়াছে। পথে দলে দলে নর-নারী, বালক-বালিকা তাহাদের পোষাকী কাপড় করিয়া গির্জ্জা হইতে বাড়ী ফিরিতেছে। অতুল উঠিয়া, বেশ পরিধান করিয়া বেড়াইতে বাহির হইল। নগরের মধ্যস্থলে প্রিন্সেস্ গার্ডেন্স্ নামক বিস্তীর্ণ মনোহর উদ্যান আছে,—সেইখানে গিয়া বায়ুসেবন করিতে লাগিল। কিয়ৎপরে গাছের ছায়ায় একটি বেঞ্চিতে বসিয়া সিগারেট ধরাইল।

এমন সময় দেখা গেল, কিছু দূরে মিস্ রায়কে লইয়া হেমচন্দ্র আসিতেছে। অতুল অপেক্ষা করিল, ক্রমে ইঁহারা নিকটে আসিলেন। তখন অতুল দাঁড়াইয়া মিস্ রায়ের প্রতি টুপী উত্তোলন করিল। সুপ্রভাত জ্ঞাপন করিয়া বলিল, "আপনারা কি গির্জ্জায় ফেরৎ না কি ?"

হেম বলিল, "হাঁ। গির্জ্জায় গরমে মিস রায় মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়াছিলেন। তাই উপাসনান্তে ইঁহাকে একটু শীতল বায়ু সেবন করাইতে আনিয়াছি।"

অতুল বলিল, "শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। এখন আপনি কেমন আছেন মিস্ রায় ?"

লীলা বলিলেন, "ধন্যবাদ, এখন বেশ আছি। আপনি কখনও গির্জ্জায় যান না বুঝি ?"

অতুল বলিল, "গির্জ্জায় ? হাঁ, যাই বৈ কি। প্রতি বৎসর ক্রিস্‌মাস্‌ডের দিন যাই।"

মিস্ রায় হাসিয়া বলিলেন, "যাহারা রবিবারে দুই বেলা গির্জ্জায় যায় না, একবার মাত্র যায়, গ্ল্যাড্‌ষ্টন্ তাহাদিগকে শ্লেষ করিয়া oncer বলিয়াছিলেন। আপনি দেখিতেছি once-a-yearer."

অতুল বলিল, "আত্মার পরিত্রাণের জন্যই ত গির্জ্জায় যাওয়া ? তা, আমার আত্মা আছে কি না, সে বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ, মিস্ রায়। তাই গির্জ্জায় যাওয়ার চাড় হয় না।"

লীলা বলিলেন, "আপনার আত্মা পরহস্তগত নয় ত ?"

"তাহা হইলেও ত বুঝিতাম, যেখানে হউক কোথাও আছে। যাহাদের আত্মা পরহস্তগত, তাহারা ত নিয়মিতরূপেই গির্জ্জায় যায় দেখিতে পাই।" —বলিয়া অতুল হেমচন্দ্রের দিকে বক্র দৃষ্টিপাত করিল। হেম যেন তাহা শুনিয়াও শুনিল না। কুমারী লীলার গণ্ডস্থল, কর্ণমূল পর্য্যন্ত রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু এক মুহূর্ত্তেই তিনি আত্মসংবরণ করিয়া লইলেন। বলিলেন, "এখানে দাঁড়াইয়া কি হইবে,—আসুন না, একটু বেড়ান যাক্।"

অতুল উভয়ের মুখপানে সস্মিতভাবে দৃষ্টিপাত করিল। পরে হেমের দিকে চাহিয়া দুষ্টামি করিয়া বলিল, "Thanks—but shall I not be intruding ?"

হেম বলিল, "অবশ্যই না।"

তিন জনে নানা কথোপকথন করিতে করিতে উদ্যানে ভ্রমণ করিতে লাগিল। হেম ও অতুল দুই দিকে—মিস্ রায় মধ্যস্থলে। ভারতবর্ষের অনেক কথা হইতে লাগিল। অতুল বলিল, "মিস্ রায়, ভারতবর্ষ আপনার দেখিতে ইচ্ছা করে না ?"

"করে না আবার ? খুব করে। ছেলেবেলায় আমি কলিকাতায় ছিলাম, তাহাই ছায়াবৎ আমার স্মরণ হয়। আমি ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য—নদী, বন, পাহাড় এ সব কিছুই দেখি নাই। সেই সব আমার দেখিতে ইচ্ছা করে। আচ্ছা, ভারতবর্ষের কি ফুল ভাল, গোটা কতক নাম করুন না।"

অতুল বলিল, "বেলা, যূঁই, গন্ধরাজ, বকুল, টগর—"

হেম বলিল, "কুমুদ, কহ্লার, পদ্ম, কেতকী, কামিনী—"

মিস্ রায় বলিলেন, "কামিনী ? সে কি রকম ফুল ?"

অতুল বলিল, "ছোট শাদা ফুল, রাত্রে ফুটে, গন্ধটুকু বড় মৃদু—অথচ বড় মিষ্ট—তাই ইহার নাম কামিনী অর্থাৎ lady-flower."

লীলা বলিলেন, "Lady-flower ? কি সুন্দর নাম! আচ্ছা, মিষ্টার মিত্র, এ দেশের ও আমাদের দেশের ফুলের মধ্যে প্রভেদ কি ?"

অতুল বলিল, "আপনার কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বে, আমার অন্তরের ধন্যবাদ গ্রহণ করুন, যে হেতু, আপনি ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া উল্লেখ করিলেন।"

লীলা বলিলেন, "নিশ্চয়ই। আমার পিতা বাঙ্গালী। আমার নিজের জন্ম ভারতবর্ষে। আমি সে দেশকে স্বদেশ বলিয়া মনে করিব না ত কোন্ দেশকে করিব ? আমি ত প্রবাসিনী।"

অতুল বলিল, "প্রার্থনা করি, ভারতবর্ষের দুহিতাকে একদিন ভারতবর্ষে দেখিয়া সুখী হইব।"—হেমের দিকে ফিরিয়া বলিল, "তুমি আমার সহিত এ প্রার্থনায় যোগদান কর না হেম ?"

হেম বলিল, "অবশ্য।"—কিন্তু তাহার স্বরটা অতুলের মত হাস্যবিকসিত নহে—যেন অপরাধীর মত।

অতুল বলিল, "আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন—এ দেশীয় ও ভারতবর্ষীয় ফুলের তফাৎ কি। এ দেশীয় ফুল অধিকাংশই চটক্‌দার, কিন্তু গন্ধশূন্য। ভারতবর্ষীয় ফুল দেখিতে তত বাহারে না হউক—কিন্তু সৌরভে

ভরপূর। তেমন মিষ্ট গন্ধ এ দেশে কোনও ফুলে নাই।"

মিস্ রায় বলিলেন, "কেন, ভায়োলেট্স—লিলিজ অব দি ভ্যালি?"

"আমাদের মনে ধরে না। আপনি একবার ভারতবর্ষীয় ফুল আঘ্রাণ করিলে আপনারও মনে ধরিবে না।"

এই সময় কুমারী রায় ঘড়ি খুলিয়া বলিলেন, "একটা বাজিয়াছে।" আমাদের গৃহে আজ মধ্যাহ্ন-ভোজন করিতে মিষ্টার দত্ত প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। মিষ্টার মিত্র,—আপনাকেও অনুরোধ করিবার জন্য মা এখানে নাই, সেজন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি, আপনিও যদি আসেন, তবে মা অত্যন্ত খুসী হইবেন।"

অতুল বলিল, "বহু ধন্যবাদ মিস্ রায়—কিন্তু অদ্য আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে।"

হেম বলিল, "এস না। আহারাদির পর বৈকালে মিলিয়া বেশ জটলা করা যাইবে। মিস্ রায় গাহিবেন।"

মিস্ রায় বলিলেন, "মিষ্টার মিত্র আমার গান মোটে পছন্দ করেন না।"

অতুল বলিল, "পছন্দ করি কি না, হেমকে জিজ্ঞাসা করুন—কিন্তু—"

কৃত্রিম অভিমানে ঠোঁট ফুলাইয়া লীলা বলিলেন, "পছন্দ করেন—'কিন্তু'। আপনার কিন্তু-ওয়ালা পছন্দ আমি চাই না—যান।"

অতুল বলিল, "আপনার গানে কিন্তু নয়। কিন্তু আজ রবিবার। আপনারা ভয়ঙ্কর ধার্ম্মিক পরিবার। রবিবারে তাস খেলেন না, ধর্ম্ম-সঙ্গীত ভিন্ন অন্য কিছু গাওয়া পাপ মনে করেন। আমার কেমন কু-অভ্যাস, ধর্ম্মসঙ্গীত শুনিলেই আমার হাই উঠিতে থাকে। রবিবার নয় এমন একদিন আসিয়া, আপনার গান শুনিব। বার্ণস্-রচিত গুটিকতক প্রেমের সঙ্গীত অনুগ্রহ করিয়া গাহিবেন। ইংরাজি এবং স্কচ সুরে কি আশ্চর্য্য প্রভেদ! ইংরাজি সুরের সঙ্গে বাঙ্গালা সুর কিছুই মেলে না। কিন্তু স্কচ সুরগুলি শুনিলে বাঙ্গালা রাগিণী মনে পড়ে। বার্ণসের গানে আমি মুগ্ধ হইয়া যাই।"

লীলা বলিলেন, "বার্ণসের কোন্ কোন্ গান আপনি বেশী ভালবাসেন?"

"কোন্‌টার নাম করিব? অনেক আছে সেইটি—

Ye banks and braes o' bonnie Doon

কি সুন্দর সুর—ঠিক যেন বাঙ্গালার মত।"

হেম বলিল, "জানেন মিস্ রায়, আমাদের দেশের একজন কবি, ঠিক এই সুরে এই ভাবের একটি বাঙ্গালা গান রচনা করিয়াছেন।"

মিস্ রায় বলিলেন, "কি গানটি, বলুন না।"

"আপনি ত বাঙ্গালা বুঝিবেন না।"

"তবু কথাগুলি শুনি।"

হেম মৃদুস্বরে গুন্ গুন্ করিয়া গাহিল —

"ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহে কিবা মৃদু বায়;
তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে বহিয়ে যায়।
পিক কিবা কুঞ্জে কুঞ্জে কুহু কুহু কুহু গায়,—
না জানি কিসের লাগি প্রাণ করে হায় হায়।" *

বার্ণসের চিরপরিচিত সুর। শুনিয়া মিসেস্ রায় থাকিতে পারিলেন না—গুন্ গুন্ করিয়া হেমের সহিত সুর দিতে লাগিলেন।

গান শেষ হইলে অতুল বলিল, "Avaunt, ye sinners!—রবিবারে আপনারা প্রেমের গান গাহিলেন?"—বলিয়া প্রচুর হাস্য করিয়া, টুপী তুলিয়া অতুল বিদায় গ্রহণ করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আরও এক মাস অতীত হইয়াছে। সন্ধ্যার অনতিপূর্ব্বে অতুল ও হেম বেশ পরিধান করিয়া বাহির হইল। আজ মিসেস্ রায় তাহাদের নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। দুই মাস এডিনবরা বাসের পর, আগামী কল্য বেলা দশটার গাড়ীতে ইহারা লণ্ডন-যাত্রা করিবে। তাই আজ সন্ধ্যায় বিদায়-ভোজ।

সে দিন অন্য আর কেহ নিমন্ত্রিত ব্যক্তি ছিল না। মিসেস্ রায়ের পুত্র এবং অপর কন্যাটিও স্থানান্তরে।

আহারের পর সকলে আসিয়া ড্রয়িং রুমে বসিলেন। রায়-গৃহিণী বলিলেন, "মিষ্টার দত্ত, কলিকাতায় আমাদের যে আত্মীয় আছেন, তাঁহাদের শিশুদিগের

---

* শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত।

জন্য কিছু উলের জিনিষ তৈয়ারী করিয়াছি। আপনাকে যদি একটি পার্শ্বেলে করিয়া সেইগুলি দিই, আপনি লইয়া গিয়া তাঁহাদের দিতে পারেন না ?"

"অবশ্যই পারি। অতি আহ্লাদের সহিত।"

"আপনার কোন অসুবিধা হইবে না ত ?"

"কিছুমাত্র না।"

"আপনি কোন্ মাসে লণ্ডন হইতে গৃহযাত্রা করিবেন ?"

"নভেম্বর মাসে।"

"তবে ত আর তিন মাস আছে। গৃহ-যাত্রার পূর্ব্বে আর কি একবার এডিনবরায় আসিবেন না ?"

"ইচ্ছা আছে। এই দুই মাসে আপনারা আমাকে যে পরিমাণ আদর-যত্ন করিয়াছেন, বিদায়ের পূর্ব্বে যদি একবার দেখা না করিয়া যাই, তাহা হইলে অকৃতজ্ঞতার কায হইবে।

মিসেস্ রায় বলিলেন, "Very good of you to think so."

কুমারী লীলা আজ সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় হইতে আনন্দ যেন আজ কোথায় অন্তর্হিত। মাঝে মাঝে হাসিতেছেন বটে, কিন্তু বেশ বুঝা যায়, তাহা চেষ্টাকৃত হাসি।

অতুল বলিল, "আজ মিস্ রায়ের গুটিকতক বাছা বাছা গান আমরা শুনিয়া যাইব।"

মিস্ রায় বলিলেন, "বেশ, কিন্তু আপনাকেও আজ গাহিতে হইবে।"

"যে গাহে, তাকে বলুন। হেম গাহিবে।"

"উনি ত গাহিবেনই। কিন্তু আজ আপনার গান না শুনিয়া ছাড়িতেছি না।"

কুমারী লীলা পিয়ানোয় বসিলেন। একটি—দুইটি—তিনটি—অনেকগুলি গান হইল। তখন হেম একটি বাঙ্গালা গান গাহিল।

অতুল বলিল, "মিস্ রায়, আপনার Bonnie Prince Charlie গানটি একবার শুনিব।"

ইংরাজের ইতিহাসে যিনি Young Pretender নামে অভিহিত, স্কটল্যাণ্ডে তাঁহার নাম আজিও Bonnie Prince Charlie. এখনও সে দেশে লক্ষ লক্ষ লোক আছে, যাহারা মনে করে, Prince Charlieই তাহাদের প্রকৃত রাজা ছিলেন ;—এখন তাঁহার বংশধর যদি কোথাও থাকেন, তবে তিনিই স্কটল্যাণ্ড-সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী। এখনও

প্রত্যহ ধ্রিয়া যেন মধুর রাগিণীখানি,
উপত্যকা-ভূমি সুধাস্বরে তানলয়ে গীত।
সম্বন্ধে শত শত গমি হে মোর প্রেয়সী বালা,
মিস্ রায় পিয়ানোর কত যে গভীর !
গাহিলেন, তাহার রা না শুকাবে যত দিন,
শেষে ধুয়া আছে— প্রেম রবে স্থির।
Charlie's my darl নাহি যাবে শুকাইয়া,
my darling. িবে গিরি ;
মিস্ রায় সুন্দরভাবে ধ্বনির রহিবে রহিবে স্থির,
মিশাইয়া দিয়া গানটি গাহিতেছিলেন।
কলির রাস্তা শেষ হইল, অনুচ্চ-পরিহাস থি কিছু দিন,
হেমকে বলিল, "I say Hem, woul
like to be Charlie ?" হেম চুপি চুপি ল যাই—
"Shut up"—কুমারী রায় শুনিতে পান,
অবশ্যই অতুলের অভিপ্রেত ছিল না। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্ত্তে পিয়ানোর উপর হইতে দৃষ্টি তুলিয়া অনতিদূরে উপবিষ্ট ইহাদের পানে চাহিলেন এবং তাঁহার মুখখানি লাল হইয়া উঠিল। তিনি সহসা গান বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে অতুল বড়ই অপ্রতিভ হইল। হেম বলিল, "থামিলেন যে ?"

মিস্ রায় বলিলেন, "তিনটা verse (কলি) ত গাহিলাম, আর কেন ?"

হেম ও অতুল বাকীটুকু শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। তখন মিস্ রায় হাসিয়া আবার গাহিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ব্বের মত আর হইল না। গানে সে প্রাণসঞ্চার আর করিতে পারিলেন না। যেন সুরলয়টুকু বজায় রাখিয়া গ্রামোফোন বাজিয়া গেল।

গান শেষ করিয়া মিস্ রায় বলিলেন, "মিষ্টার মিত্র, আজ আপনাকে গাহিতেই হইবে। কিছুতেই ছাড়িব না।"

অতুল বুঝিল, এইমাত্র কৃত-অপরাধ মিস্ রায় ক্ষমা করিয়াছেন। মনে অত্যন্ত আরাম পাইয়া বলিল, "কি গান গাহিব ?"

হেম বলিল, "তোমার একটা হাসির গান গাও না।"

"হাসির গান ? শুনিয়া আপনারা হাসেন যদি ?"

কুমারী লীলা বলিলেন, "হাসিব বৈ কি। হাসির গানে হাসিব না ?"

অতুল বলিল, "তার চেয়ে বরং একটা করুণরসের

ভরপুর। তেমন মিষ্ট গন্ধ এ দেশে কোন সহ্য করিতে নাই।" .নের জন্য নহে,

মিস্ রায় বলিলেন, "কেন, ভায়োপনারা হাসিতে-অব দি ভ্যালি?" .রের—করুণরসের গান

"আমাদের মনে ধরে না।

ভারতবর্ষীয় ফুল আঘ্রাণ করিলে আশা করি, আপনি নিজে না।" .হেন!"

এই সময় কুমারী রায় ত্যাগ করিয়া অতুল বলিল, "হাঁ বাজিয়াছে।" আমাদেরও একজন নিরাশ-প্রণয়ী! একদিন করিতে মিষ্টার দত্ত একটি বাগানে, আমি আমার হৃদয়ের —আপনাকেও সা একজন বালিকাকে অর্পণ করিয়া-নাই, সেজন্য সে, নিষ্ঠুর উপেক্ষার সহিত তাহা প্রত্যা-জানি, আপকরিয়া চলিয়া গেল। সেই অবধি আমার জীবন হইবেন। নতুল্য হইয়া গিয়াছে।"

কুমারী রায় বলিলেন, "তাই ত! এ ঘটনা কোথায় ঘটিল? এখানে, না লণ্ডনে?"

"এখানেও নয়, লণ্ডনেও নয়। দেশে,—দেশে মিস্ রায়। আমার বয়স তখন দশ বৎসর—তাহার বয়স সাত।"—বলিয়া যেন অশ্রুরোধ করিবার জন্য অতুল চক্ষে রুমাল দিল।

শুনিয়া সকলের মহা হাসি। কুমারী রায় বলি-লেন, "রুমালখানি নিংড়াইয়া ফেলুন—নিংড়াইয়া ফেলুন; ওখানি চোখের জলে অত্যন্ত ভিজিয়া উঠিয়াছে।"

অতুল শুষ্ক রুমালখানি লইয়া সজোরে নিংড়াইতে আরম্ভ করিল।

মিসেস্ রায় বলিলেন, "কৈ, মিষ্টার মিত্রের গান হইল কৈ? গল্পে গল্পে আসল কথা ভুলিয়া যাইতেছি।"

লীলা বলিলেন, "হাঁ, মিষ্টার মিত্র এইবার গান।"

অতুল তখন পিয়ানোর নিকট বসিয়া যে গানটি গাহিল, তাহার ভাবানুবাদ এই :—

কহিল নায়ক তিতি অশ্রুনীরে,—
বিদায়—বিদায়—বালা;
আর না আসিবে এ অভাগা জন
জানাতে হৃদয়-জ্বালা।
কতদিনকার আশালতা মোর
ছিন্ন হইল আজি;
শুকাইয়া গেল, ফুটেছিল যত
বাসনা-কুসুম-রাজি।
এমন কোমল তনুখানি তব,
এমন মধুর হাসি;
কে জানিত ছিল হৃদয়ে তোমার
কেবল গরল-রাশি!
আজি হ'তে মোর জীবন হইল
দগ্ধ সাহারা প্রায়—
অটুট যাতনা চিরনিশি দিন
কেমনে সহিব হায়!
কহিল নায়িকা— এ ঘোর যাতনা
রহিবে না নিরবধি,
সর্ব্বরোগ-হর বীচামের পিল
খাও কিছু দিন যদি।

গান শুনিয়া মহিলাদের হাসি আর থামে না। কুমারী লীলা বলিতে লাগিলেন, "Dear, oh dear! Oh,—I never!—just fancy her prescribing Beecham's pills for her lover—of all things in the world!"

হাসির তরঙ্গ থামিলে হেম বলিল, "একবার একটা গির্জ্জার লোকেদের সঙ্গে, বীচাম কোম্পানী কি চাতুরী খেলিয়াছিল, জানেন না বুঝি?"

মহিলারা বলিলেন, "না,—কি হইয়াছিল?"

"কোনও পল্লীগ্রামে একটি dissenting chapel ছিল,—তাহারা উপাসনাপ্রণালী ও সঙ্গীতা-দিতে প্রচলিত প্রথা অবলম্বন করিত না। তাহাদের নিজের মনের মত একখানি ধর্ম্মসঙ্গীতের বহিও ছাপানো ছিল। উপাসনার সময় লোকের হাতে হাতে সেই বহি প্রতি রবিবারে দেওয়া হইত। কালক্রমে বহিগুলি ছিঁড়িয়া গেল, কিন্তু সে গির্জ্জার এমন সঙ্গতি ছিল না যে, বহিখানি পুনর্মুদ্রিত করিয়া লয়। ইহা শুনিয়া বীচাম কোম্পানী বলিল—'আমরা ছাপাইয়া দিতেছি, কিন্তু বহিতে আমাদের ঔষধের বিজ্ঞাপন একটু আধটু দিয়া দিব।' গির্জ্জার কর্ত্তৃপক্ষ ডীকন্‌গণ ভাবিলেন, মলাটে কি শেষ পৃষ্ঠায় যদি উহাদের একটু বিজ্ঞাপনই থাকে, তাহাতে ক্ষতিটা কি?—বিশেষ যখন বিনামূল্যে পাওয়া যাইতেছে। তাঁহারা ধন্যবাদের সহিত সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। বহি ছাপিয়া আসিল। প্রথম দিন উপাসনার সময় সেই বহি হইতে একটি ধর্ম্মসঙ্গীত হইতেছে। উপাসকগণ সমস্বরে। কয়ারের সহিত যোগদা

করিয়াছেন। যীশু খৃষ্টের মহিমা গান হইতে হইতে, হঠাৎ গানের শেষ কলিতে বীচামের পিলের গুণানুবাদ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। গান থামিয়া গেল। গির্জ্জা-সুদ্ধ লোক অবাক্। তখন দেখা গেল, বহিখানিতে প্রত্যেক সঙ্গীতের শেষে, পিলের প্রশংসাপূর্ণ একটি নবরচিত কলি তাহারা যুড়িয়া দিয়াছে।"

আবার হাসি পড়িয়া গেল। আরও দুই একটি গান হইলে, মিসেস্ রায় বলিলেন, "মিষ্টার মিত্র, আমায় একটু অনুগ্রহ করিবেন?"

"বলুন। আমি আপনার আজ্ঞাবহ।"

"মিষ্টার দত্তের হাতে কলিকাতায় যে জিনিষ পাঠাইব, তাহা নীচে ভোজন-কক্ষে রহিয়াছে। সেগুলি প্যাক করিতে আমায় সাহায্য করিবেন?"

"অতি আনন্দের সহিত। চলুন।"

"চলুন। মিষ্টার দত্ত নিশ্চয়ই আমাদিগকে আধ-ঘণ্টার জন্য ক্ষমা করিবেন। লীলা, তুমি দুই একটা গানটান শুনাইয়া মিষ্টার দত্তকে ততক্ষণ entertian কর।"—বলিয়া দুই জনে বাহির হইয়া গেলেন।

হেমের সহিত একা হইবামাত্র, লীলার হাসি গল্প কোথায় উড়িয়া গেল। তিনি নীরবে অবনতমস্তকে গানের বহিখানির পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। হেম তাঁহাকে কোনও কথা বলিলে তিনি ঘাড় নাড়িয়া বা একাক্ষরযুক্ত শব্দে উত্তর দিতে লাগিলেন।

কুমারীর এই ভাবান্তর দেখিয়া হেম বলিল, "আপনি আজ গান গাহিয়া বড় শ্রান্ত হইয়াছেন। বাস্তবিক, আমরা বড় স্বার্থপর। নিজেদের আনন্দের জন্য আপনাকে কষ্ট দিয়াছি।"

লীলা একটু ক্ষীণ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "আপনি আর দুই একটি গান গাহিয়া অন্যকে আনন্দ বিতরণ করুন, তাহা হইলে আপনার আত্মগ্লানি কমিয়া যাইবে।"

হেম বলিল, "কি গান গাহিব? বাঙ্গালা না ইংরাজি?"

"বাঙ্গালা আমি কি বুঝিব? ইংরাজি গান।"

হেম তখন পিয়ানোর কাছে বসিয়া বার্ণস্ রচিত "My love is like a red red rose" নামক বিখ্যাত গানটি গাহিল। আমরা নিম্নে তাহার একটি বঙ্গানুবাদ প্রদান করিলাম।—

আমার সে প্রিয়তমা লোহিত গোলাপ যেন,
নবীন বসন্তে বিকসিত;
আমার সে প্রিয়া যেন মধুর রাগিণীখানি,
সুধাস্বরে তানলয়ে গীত।
কত যে সুন্দরী তুমি হে মোর প্রেয়সী বালা,
প্রেম মোর কত যে গভীর!
সকল সিন্ধুর জল না শুকাবে যত দিন,
তত দিন প্রেম রবে স্থির।
যত দিন সিন্ধুজল নাহি যাবে শুকাইয়া,
রৌদ্রতাপে না গলিবে গিরি;
তত দিন এই প্রেম রহিবে রহিবে স্থির,
শত শত জন্মান্তর ঘিরি।
বিদায় এখন তবে দেহ সখি কিছু দিন,
হে আমার একমাত্র প্রিয়া;—
সহস্র যোজন পথ দূরে যদি চ'লে যাই—
তবু—তবু—আসিব ফিরিয়া।

গানের শেষ দুইটি চরণ—হেম বারংবার গাহিতে লাগিল—

Sae fare thee weel, my only love,
And fare thee weel awhile;
And I shall come again, my love,
Though it were ten thousand mile,
Though it were ten thousand mile,
my love,
Though it were ten thousand mile—
And I shall come again, my love,
Though it were ten thousand mile.

বার্ণসের সুর যেন কাঁদিয়া কাঁদিয়া কক্ষময় লুটাইতে লাগিল।

গান শেষ হইলে হেম দেখিল, মিস্ রায় জানালার নিকটে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া আছেন। হেম ধীরে ধীরে তাঁহার নিকট গিয়া বলিল, "আপনার কি বেশী গরম বোধ হইতেছে?"

"না, বেশ জ্যোৎস্না উঠিয়াছে, তাই একটু দেখিতেছি।"

হেম বলিল, "এ কি আর জ্যোৎস্না! যদি জ্যোৎস্না কোথাও উঠে ত ভারতবর্ষে। সে জ্যোৎস্না আপনার দেখিতে ইচ্ছা করে না?"

মিস্ রায় বলিলেন, "করে বৈ কি!"

হেম বলিল, "মিস্ রায়, অনেক দিন হইতে আপনাকে একটি কথা বলিব বলিব মনে করিতেছি—কিন্তু

বলিতে পারি নাই। আমি যে দিন হইতে আপনাকে দেখিয়াছি, সেই দিন হইতেই ভালবাসিয়াছি। আমি আপনাকে কত ভালবাসিয়াছি, তাহা আপনি জানেন না। আমার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকে আপনি স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন কি? আজ আমার হৃদয় আপনার পদপ্রান্তে রাখিলাম—আপনি কি প্রত্যাখ্যান করিবেন?"

মিস রায় জানালা ধরিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। হেম বুঝিল, তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে। তখন সে তাঁহার কটিদেশে হস্ত বেষ্টন করিয়া, তাঁহাকে নিকটে টানিয়া লইল। মিস্ রায় নিজ অশ্রুসিক্ত মুখখানি হেমের স্কন্ধে স্থাপন করিলেন। হেম বলিল—"মিস্ রায়—লীলা—বল, আমায় সুখী করিবে? ভারতবর্ষের দুহিতাকে ভারতবর্ষে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার সৌভাগ্য কি আমাকে দিবে না? বল—হাঁ। বল—বল।"

অশ্রুসিক্ত স্বরে লীলা বলিলেন, "হাঁ।"

হেম তখন লীলার মুখখানি তুলিয়া সযত্নে অশ্রু মুছাইয়া দিল। তাহার পর, প্রিয়ার অধরবৃন্ত হইতে প্রণয়ের প্রথম কুসুম নিজ অধর দ্বারা চয়ন করিয়া লইল।

অর্দ্ধ ঘণ্টা কাটিল। বাহিরে পদশব্দ শুনা গেল। দ্বার খুলিয়া মিসেস্ রায় ও অতুল প্রবেশ করিলেন।

হেম, লীলার সহিত বাহুসংবদ্ধ হইয়া হাস্যমুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বলিল, "মিসেস্ রায়, অদ্য আপনার কন্যা আমাকে পতিরূপে গ্রহণ করিতে স্বীকৃতা হইয়াছেন। আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন।"

এ কথা শুনিয়া রায়-গৃহিণী কয়েক মুহূর্ত্তকাল নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, চক্ষু জলভারাক্রান্ত হইয়া আসিল।

অতুল শুনিয়াই দুই হাত ছুড়িয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিল—"Dont—dont Mrs. Roy—dont bless them. Stop thief—fire—murder—"

অতুলের রঙ্গভঙ্গের বিষয় সকলে অবগত ছিলেন। মিসেস্ রায় হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে? ব্যাপার কি?"

অতুল উত্তেজিত স্বরে বলিল, "মিসেস রায়, ঐ হেমকেই জিজ্ঞাসা করুন। জাহাজ ছাড়িবার আগেই toss up হইয়াছিল—আমিই জিতিয়াছিলাম। আমারই অধিকার মিস্ রায়কে বিবাহ করিবার। বলুক হেম।"

হেম ও লীলা মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

মিসেস্ রায় বলিলেন, "কিন্তু তুমি ত লীলাকে woo কর নাই। যে woo করিয়াছে, সে win করিয়াছে।"

অতুল ঘাড় বাঁকাইয়া, গালের উপর একটি অঙ্গুলি স্থাপন করিয়া চিন্তা করিয়া কহিল, "সে কথা ঠিক। ঐটা আমার বড়ই ভুল হইয়া গিয়াছে। কথামালার খরগোস ও কচ্ছপের গল্প হইল আর কি! ঘুমাইয়া পড়িয়া আমি হারিয়া গেলাম। আচ্ছা, তবে হেমেরই জিৎ। All right, good luck to you Hem, old chap. My best, my very bestest congratulations"—বলিয়া হেমের হাত ধরিয়া ভয়ানক ঝাঁকি দিতে লাগিল।

দশ হাজার মাইল নহে—চারি শত মাইল অতিক্রম করিয়া হেম দুই মাস পরে আবার লণ্ডন হইতে এডিনবরায় ফিরিয়া আসিল। শুভদিনে শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। বলা বাহুল্য, অতুলই "মিতবর" হইয়াছিল।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

(১৩১৬, জ্যৈষ্ঠের "প্রবাসী" হইতে উদ্ধৃত)

ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর

আপনার বৈশাখের পত্রিকাখানিতে "প্রত্যাবর্ত্তন" উপন্যাসটি পাঠ করিয়া আমি পরম প্রীতিলাভ করিয়াছি। আমাদের দেশের একালকার এই অদ্ভুত উল্টা-সভ্যতার উহা একটি সুন্দর দর্পণ—ফটোগ্রাফ বলিলে আরও ঠিক হয়।

সম্মানাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিরচিত ঐ উপন্যাসটির প্রথম পরিচ্ছেদের নাম একাদশীতত্ত্ব। এই ক্ষুদ্র নামটিতে মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভিতরের নিগূঢ় কথাটি আমার চক্ষের সামনে প্রত্যক্ষবৎ দেখা দিতেছে। একাদশী যে পদার্থটা কি, তাহা দেশশুদ্ধ লোক সবাই জানে, বিশেষতঃ আমাদের দেশের বিধবা রমণীরা বিশেষরূপে তাহার মর্ম্ম অবগত আছেন। একাদশী যে কি, তাহাই সবাই জানে, কিন্তু একাদশীতত্ত্ব যে কি, তাহা মূর্খলোকের ধ্যানের অগোচর; তাহা আমাদের দেশের নূতন শাস্ত্রকারগণের নূতন আবিষ্কার। যেমন কাল এবং যেমন দেশ, তাহার তেমনই তত্ত্ব। প্রবাদই আছে, "হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র মন্ত্রী।" পূর্ব্বতন কালে আমাদের দেশের অন্বেষ্য তত্ত্ব ছিল—আত্মতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব ইত্যাদি; অধুনাতন পাশ্চাত্য দেশের অন্বেষ্য তত্ত্ব—উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ক্রমবিকাশ-তত্ত্ব ইত্যাদি। কিন্তু ও-সকল তত্ত্ব আমাদের দেশের অভিনব শ্রেণীর উঠন্ত পণ্ডিতমণ্ডলীর গ্রাহ্যের মধ্যেই আসে না;—ও-সকল সারতত্ত্ব ইঁহাদের নিকটে ছারতত্ত্ব, যেহেতু, grapes are sour! ইঁহাদের উচ্চ দৃষ্টিতে বারোয়ারিতত্ত্ব, শিখাধারণতত্ত্ব, একাদশীতত্ত্ব, এই সকল তত্ত্বই তত্ত্ব। এই সকল নূতন তত্ত্বের আবিষ্কর্ত্তারা শেষে যখন প্যাঁচে পড়েন, তখন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া পাশ্চাত্য বিজ্ঞানতত্ত্বের দোহাই দিতে অগত্যা বাধ্য হন; তার সাক্ষী:—

রামনিধি বাবু বলিলেন, -"আচ্ছা, শরীরের রস শুকিয়ে নেওয়াই যদি দরকার, তবে ফলমূল খেলে রস শুকোয়, আর পাঁউরুটি, গলদাচিংড়ি তাজায় শুকোয় না, এর মানে কি? আমার ত পাঁউরুটির চেয়ে ফলমূলই বেশী ভিজে মনে হয়।"

কার্ত্তিক বাবু বলিলেন, "ওটা চিকিৎসা-শাস্ত্রের কথা। মেডিক্যাল্ কলেজে ঢুকে চিকিৎসা-শাস্ত্রের যখন চর্চ্চা করব, তখন নিশ্চয়ই এরও একটা কারণ বের ক'রে ফেলব, দেখে নেবেন।"

কার্ত্তিক বাবুকে আমি বলি এই যে, তিনি মেডিক্যাল কলেজে ঢুকিয়া যখন প্রোফেসার সাহেবকে দৈহিক স্বাস্থ্যরক্ষার সদ্ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করিবেন, তখন প্রোফেসার সাহেব তাঁহাকে বলিবেন—"লঘুপাক পোষ্টাই সামগ্রী যথাপরিমাণে যথাসময়ে ভোজন, যথা পরিমাণে যথাসময়ে নিদ্রা, যথাপরিমাণে যথাসময়ে চিত্তবিনোদন এবং ব্যায়ামাদি—এই সকল ব্রত অনুষ্ঠান কর—তাহা হইলেই তোমার শরীর যথেষ্ট সুস্থ এবং সবল হইবে; একাদশী করিতে হইবে না"—এটা তিনি দেখে নেবেন আর যদি দেশী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে সুবিজ্ঞ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিবেন,—"স্বাস্থ্যলাভের উপায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রিয়শিষ্য অর্জ্জুনকে যাহা উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাই সর্ব্বথা অবলম্বনীয়। ভগবদ্গীতায় স্পষ্ট লেখা আছে—'যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু. যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা,'—উপযুক্ত আহার-বিহার, উপযুক্ত কর্ম্মচেষ্টা, উপযুক্ত নিদ্রা, জাগরণ,ইহাই স্বাস্থ্যরক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়; একাদশী করিতে হইবে না" -এটাও তিনি দেখে নেবেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ভট্টাচার্য্য-সংবাদ। সেক্সপিয়রের সাইলক্ যেমন প্রকৃত প্রস্তাবেই ইহুদী, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ভট্টাচার্য্য তেমনই প্রকৃত প্রস্তাবেই ভট্টাচার্য্য। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শাস্ত্রমতে যাম্‌নাই রক্ষাই চিত্তশুদ্ধির সোপান। কিন্তু যোগশাস্ত্রের মতে চিত্তপ্রসাদের সোপান আর একতর সামগ্রী—যথা মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা—ইহাই চিত্তপ্রসাদের সোপান। মৈত্রী কি? না, পরের সুখে সুখী হওয়া; করুণা কি? না, পরের দুঃখে দুঃখিত হওয়া; মুদিতা

কি ? না, পরের অনুষ্ঠিত সৎকার্য্যে অনুমোদন, উপেক্ষা কি ? না, পরের অনুষ্ঠিত অসৎকর্ম্মের প্রতি উপেক্ষা অর্থাৎ পাপীর প্রতি পাপাচরণ না করা। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আচরণে মৈত্রীর বিশেষ কোন চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না ; তিনি গ্রামস্থ ধোপার শ্রীবৃদ্ধিতে সুখী হওয়া দূরে থাকুক—অন্তর্জ্বালায় জ্বলিতেছেন ; আবার বেচারী রামনিধি বাবুর দুঃখে দুঃখ হওয়া দূরে থাকুক —"যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল" বলিয়া আহ্লাদে গদগদ। সৎকার্য্যের অনুমোদন করা দূরে থাকুক—রাম বাবু বিদ্যা শিক্ষা করিতেছেন, ইহা তাঁহার দুচক্ষের বিষ। অসৎকার্য্যের প্রতি উপেক্ষা করা দূরে থাকুক, রামনিধি বাবু যে আত্মগোপন করিয়াছেন, তাহার প্রতিফল দিবার জন্য তিনি লালায়িত। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কোন্ ধর্ম্মটা হিন্দুধর্ম্ম ? ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শাস্ত্রানুমোদিত পরশ্রীদর্শনজনিত অন্তর্দাহটা হিন্দুধর্ম্ম, না যোগশাস্ত্রের অনুমোদিত মৈত্রী-করুণাদির সাধনাটা হিন্দুধর্ম্ম ? যাঁহারা তেলেজলে মিশাইয়া নূতন শাস্ত্রানুযায়ী নূতন হিন্দুধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিবার বৃথা চেষ্টায় অহর্নিশি ব্যাপৃত, তাঁহাদের মতে দুইই হিন্দুধর্ম্ম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—আইন প্রসঙ্গ। আইনের রাজবল যদি শক্ত বাঁধ না হইত, তাহা হইলে আমাদের দেশ ঈর্ষাদ্বেষ-জনিত দলাদলি এবং তাহার আনুষঙ্গিক ভ্রান্ত, প্রমত্ত এবং মূঢ় কার্য্য সকলের স্রোতে দেশময় কিরূপ উচ্ছৃঙ্খল ভাব ধারণ করিত, এই পরিচ্ছেদে তাহা সুন্দর সপ্রমাণ করা হইয়াছে ; আর সেই সঙ্গে এক্ষণকার বিদ্যালয়ের বালকদিগের যে কিরূপ ধর্ম্মশিক্ষা হয়, তাহাও ইঙ্গিতচ্ছলে বলা হইয়াছে। যোগশাস্ত্রের মতে যদি মৈত্রীকরুণাদির সাধন ধর্ম্মের প্রকৃষ্ট সোপান হয়, আর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শাস্ত্রানুসারে পরশ্রীকাতরতা, বিপন্ন ব্যক্তির উপর অত্যাচার অর্থাৎ মড়ার উপরে খাঁড়ার ঘা, এবং আইন শক্ত জিনিষ বলিয়া আইনের সংঘর্ষ হইতে ব্রহ্মণ্যদেবকে দূরে সরাইয়া রাখা, এইগুলিই হিন্দুধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ বলিয়া প্রতিপাদিত হয়, তবে কে এমন ধর্ম্মজ্ঞানবর্জ্জিত যে, যোগশাস্ত্রের উপদেশানুযায়ী আচারব্যবহারগুলিকে খৃষ্টান ধর্ম্মের কোটায় নিক্ষেপ করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শাস্ত্রানুযায়ী অধম আচারব্যবহারগুলিকে সেরা হিন্দুধর্ম্ম বলিয়া বক্ষ পাতিয়া আলিঙ্গন করিবে—দুগ্ধ দিয়া কেউটে সাপ পোষণ করিবে ? কিন্তু দুঃখের কথা কি আর বলিব, আমাদের দেশের অনেকানেক অর্দ্ধশিক্ষিত লোক তাহাই করেন। বিশেষতঃ আমাদের দেশের বিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর বালকেরা উচ্চ অঙ্গের হিন্দুশাস্ত্রের কোন ধারই ধারেন না ; তাঁহাদের মতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের শাস্ত্রই পরাকাষ্ঠা হিন্দুশাস্ত্র। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথা শুনিয়া কাযেই রামনিধি বাবুর সহবাসী বালকেরা তাঁহার বিরুদ্ধে খেপিয়া উঠিল। তাহাদের যদি কিঞ্চিৎমাত্রও ধর্ম্মজ্ঞান থাকিত, তবে রামনিধি বাবুর জাতীয় হীনাবস্থার প্রতি তাহাদের বৈরিতার পরিবর্ত্তে দয়ারই উদ্রেক হইত ; আর, তাহা হইলে, রামনিধি বাবুর কাটা ঘায়ে নুণের ছিটা না দিয়া, আপনাদের মধ্যে চুপি চুপি মন্ত্রণা করিয়া এরূপ একটা সুব্যবস্থা করিত, যাহাতে আপনাদের সামাজিক পদবীরও লাঘব না হয়, অথচ রামনিধি বাবুরও মনে আঘাত না লাগে। তাঁহারা যদি কাযের লোক হইতেন, তবে তাহাই করিতেন। কিন্তু তাঁহারা কা[illegible]কার্য্যজ্ঞানশূন্য ; এই জন্য বীরত্ব প্রকাশের আর [illegible]া পাইলেন না—যে ব্যক্তি জাতীয় হীনাবস্থার মর্ম্মবেদনায় অন্তরে মরিয়া রহিয়াছে, তাহারই উপরে যত তাঁহাদের বীরত্বের গর্ব্ব আস্ফালন—অথচ রাজ্যের আইন কণ্ঠস্থ করিয়াও পুলিসের ভয়ে জড়সড়। বালকদিগের জ্ঞান-শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম্মশিক্ষা যে কিরূপ অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়, তাহা ইহা অপেক্ষা স্পষ্টাক্ষরে দেখানো যাইতে পারে না।

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে রামনিধি বাবু বিপদে পড়িয়া ইংরাজিতে যাহাকে বলে "from the frying pan to the fire" সেইরূপ এক ফাঁদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া আর এক ফাঁদে পা দিয়া চারিদিক কিরূপ অন্ধকার দেখিয়াছিলেন, তাহাই আনুপূর্ব্বিক যথাবিহিতক্রমে বিবৃত করা হইয়াছে ; আর সেই সঙ্গে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হিন্দুধর্ম্ম যে অধর্ম্মপ্রধান ভণ্ডামিরই আর এক নাম, তাহাও দেখানো হইয়াছে বিলক্ষণ। উপন্যাসটির শেষাংশ পাঠ করিয়া আমার মনে হইল যে, যাঁহারা মিষ্টর অমুক সাহেব বলিয়া সম্ভাষিত হওয়াকে পরম পুরুষার্থ মনে করেন, তাঁহাদের বুদ্ধি মনের কি অন্ধকারাচ্ছন্ন শোচনীয় অবস্থা !

মরুভূমির মাঝখানে ফলপুষ্পশোভিত উপবন দেখিয়া শ্রান্ত ক্লান্ত পরিব্রাজক যেরূপ তৃপ্তিসুখ অনুভব করে, প্রভাত বাবুর উপন্যাসটি পাঠ করিয়া আমি সেইরূপ সুখানুভব করিলাম। অনেকানেক উপন্যাস

অনভিজ্ঞ বালকদিগের পঠদ্দশায় তাহাদের চক্ষে ধূলি-মুষ্টি প্রদান করিয়া তাহাদের একগুণ অন্ধতাকে দশগুণ করিয়া তোলে। এ উপন্যাসটি পাঠ করিলে যাহার চক্ষু আছে, তাহার চক্ষু ফুটিবে, তাহাতে আর সন্দেহ-মাত্র নাই ;—তবে, যাহার চক্ষু নাই, তাহার নিকটে দিনও যা, রাত্রিও তা, সবই সমান। লেখক মহাশয় যদি আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন, তবে "প্রত্যাবর্ত্তন" নামটির পরিবর্ত্তে আর একটি নাম যাহা আমার মনে উদিত হইয়াছে, তাহা বলিতে কোন হানি নাই—তাহা এই :—"ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর" অর্থাৎ বাঙ্গালীটোলায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও যেমন, আর, ইংরাজটোলার পাদরী সাহেবও তেম্নি—এ বলে আমায় দ্যাখ,—ও বলে আমায় দ্যাখ!

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিলাত-ভ্রমণ

দ্বিতীয় খণ্ড

ষ্ট্র্যাট্‌ফর্ড-অন্‌-এভ্‌নে একবেলা

অনেক দিন হইতে পরামর্শ হইয়াছিল, আজ আমরা ষ্ট্র্যাট্‌ফর্ড অন্‌-এভ্‌ন্‌ দেখিতে যাইব। আমরা দলটি বড় ক্ষুদ্র নহি,—শত্রুর মুখে ছাই দিয়া অর্দ্ধডজন নর-নারী।

প্রাতরাশের পর আমরা পুরুষরা ধুমপান করিতে লাগিলাম ;—মেয়েরা পথের উপযোগী খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত হইলেন। বেলা ১১টা ৫০ মিনিটে আমাদের ট্রেণ ছাড়িবে.—পথে পূরা তিন ঘণ্টা ; স্নতরাং গাড়ীতেই আমাদের মধ্যাহ্নভোজন সমাধা করিতে হইবে। মাংস,. ডিম্ব, স্যাণ্ডুয়িচ্‌,—সুইস্‌ রোল্‌,- চেরি, ষ্ট্রবেরি, 'ডেভন্‌-শেয়ার্‌ ক্রীম্‌,' ইত্যাদি ইত্যাদি, দুই প্রকার পানীয় (জলটা ধরিলে তিন প্রকার) *—দেখিতে দেখিতে আমাদের হ্যাম্পারটি পূর্ণ হইয়া উঠিল ; পথে অপর দুর্দ্দৈব যাহাই ঘটুক্‌, ক্ষুৎপিপাসায় প্রাণবিয়োগের আর কোনই সম্ভাবনা রহিল না।

আয়োজন শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেণেরও সময় উপস্থিত হইল। আমরা ছয়জনে প্যাডিংটন্‌ ষ্টেশনে গিয়া গাড়ীতে উঠিলাম। যথাসময়ে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

পাঠকের কল্পনাশক্তির সাহায্যকল্পে, আমার সঙ্গীদের একটি 'সংক্ষিপ্ত বর্ণনা' দেওয়া আবশ্যক। পুরুষ আমরা দুই জন মাত্র,—কিন্তু 'ladies first।' মিস্‌ অ, ইনিই বলিতে গেলে আমাদের পথপ্রদর্শিকা। ইনি পূর্ব্বে কয়েকবার ষ্ট্র্যাট্‌ফর্ডে গিয়াছেন,—কখনও বা রেলে,—কখনও বা বাইসিক্লে। মিস্‌ অ—কথায় বার্ত্তায় অত্যন্ত পটীয়সী,—সাহিত্যরসগ্রাহিণী,—এবং স্বয়ং ইংরাজি ও জর্ম্মণ পত্রাদিতে প্রবন্ধও লিখিয়া থাকেন। মিস্‌ ডি—, ইনি কথা বেশী কহেন না,—কিন্তু গভীর কৌতূহলের সহিত সকল জিনিষের আলোচনায় যত্নবতী। মুখখানি সদাই হাসি হাসি। দুই বোন্‌ মিস্‌ শ— ; বড়টি অত্যন্ত ক্ষীণপ্রাণ,—অসহায় লতাটির মত। ছোটটি ঠিক ইহার বিপরীত. উৎসাহে উদ্যমে পরিপূর্ণ। কোথাও যাইতে হইলে ইনিই সর্ব্বাগ্রে প্রস্তুত হইয়া 'হলে' অপেক্ষা করিয়া থাকেন, —কিছু দেখিতে গেলে,—আর পাঁচ জনে যাহা দেখিয়া আসিয়াছে, ইনি তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক দেখিয়া আসিয়া লোককে চমৎকৃত করিয়া দেন। ইনিই আমাদের দলের সর্ব্বকনিষ্ঠা।—পুরুষপক্ষে, মিষ্টর ব—, ইনি একটি চশমাধারী যুবক,—কিঞ্চিৎ কৌতুক-প্রিয়। লোকটি—যাহাকে বলে jolly good fellow,—এবং জীবনের প্রতিবিন্দুটিতে যেখানে একটু আমোদ আছে,—সমস্ত নিষ্কাশিত করিয়া লইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

ষ্টেশন ছাড়িয়া, গাড়ী অনেক দূর পর্য্যন্ত লণ্ডনের নগরসীমা অতিক্রম করিতে পারিল না। যখন লণ্ডনের জনতা ও কোলাহল ও ধূমোদ্গার পশ্চাতে ফেলিয়া আমরা বাহিরের বিশুদ্ধ মুক্তবায়ুতে প্রবেশ করিলাম,—যখন অগণ্য গৃহসারির পরিবর্ত্তে দুই পার্শ্বে সবুজ মাঠ দেখা গেল,—তখন আমাদের জীবাত্মা যেন বলিয়া উঠিল—বাঁচিলাম।

পথে তিন ঘণ্টা সংবাদপত্র ও সচিত্র মাসিক পত্র পড়িয়া, প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া গল্প করিয়া কাটিয়া গেল। ভোজনব্যাপারে নিতান্ত অল্প সময় যায় নাই। আমাদের পরস্পরের স্বাস্থ্যপান করিবার পর, আমি

---

* ১৯ বৎসর পূর্ব্বে, "ভারতী" পত্রিকায় এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে, "সঞ্জীবনী" ইহার সমালোচনা উপলক্ষে লিখিয়াছিলেন, "প্রভাত বাবু লিখিয়াছেন, দুই প্রকার পানীয় জলটা ধরিলে তিন প্রকার। আশা করি, ঐ দুই প্রকারের কোনওটা মদ্য নহে।" উনিশ বৎসর পরে পুস্তকাকারে ইহা প্রকাশকালে স্বীকার করিতেছি, আর পানীয় দুইটা মদাই ছিল বটে।

মিস্ অ.—র নাম প্রস্তাব করিলাম—"Our Guide Philosopher and Friend."

যখন গাড়ী ষ্ট্রাট্ফর্ডে আসিয়া থামিল, তখন তিনটা বাজিয়া গিয়াছে।

সে দিন বেশ রৌদ্র—গ্রীষ্মটাও একটু প্রবল ছিল। মেয়েদের অনাবশ্যক গাত্রবস্ত্রাদি এবং খাবারের হ্যাম্পর্ ক্লোক্‌রুমে রাখিয়া আমরা বাহির হইয়া পড়িলাম।

কিন্তু প্রথমেই একটা নিরাশা,—এত নূতন অট্টালিকা কেন? আমি প্রাচীনতার অন্বেষণে আসিয়াছি;—আমি শেক্ষপীয়রের ষ্ট্র্যাট্ফর্ড দেখিব,—তিন শত বৎসরের পুরাতন একখানি গ্রাম,—যাহার প্রত্যেক বৃক্ষ, প্রত্যেক প্রস্তর আমাকে শেক্ষপীয়রের সংবাদ বলিতে পারিবে! গ্রামে প্রবেশমাত্র এই একালের গৃহগুলি যেন আমার দুইটি চক্ষুকে সজোরে আসিয়া আঘাত করিল।

গ্রামখানি ক্ষুদ্র,—ষ্টেশন পরিত্যাগের পাঁচ মিনিট পরেই হেন্‌লি ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিলাম। এই হেন্‌লি ষ্ট্রীটেই শেক্ষপীয়রের জন্মগৃহ। পথমাত্রকে আমরা রাজপথ বলিয়া থাকি। হয় ত ইহাকে কবিপথ বলিলে অন্যায় হইবে না।

পথে প্রবেশ করিবার এক মিনিট পরেই শেক্ষপীয়রের গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। হাঁ,—এই বাড়ীখান পুরাতন বটে! আর, এই বাড়ীই বটে,—দেশে থাকিতেও, চিত্রে এই বাড়ীখানি শতবার দর্শন করিয়াছি।

বাড়ীটির উপরিভাগ সেকালের প্রথা অনুসারে নির্ম্মিত। সম্মুখে তিনটি "গেব্‌ল্",—প্রত্যেক গেব্লের মাঝখানে একটি করিয়া ক্ষুদ্র জানালা। বাড়ীটি দুই তালা। বহির্ভাগ "চূণবালি ধরান"—কালক্রমে প্রায় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আসিয়াছে। স্থানে স্থানে কাষ্ঠের পঞ্জর দিয়া দৃঢ়ীকৃত। কাষ্ঠও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে। প্রবেশের দ্বারটি বাড়ীর মধ্যভাগে নহে,—বাড়ীর ডাহিনদিক ঘেঁসিয়া। দ্বারটি বেশী উচ্চ নহে, মাথাটি হয় ত একটু নীচু করিয়া ঢুকিতে হয়।

মিষ্টর ব—একটু পশ্চাতে পড়িয়াছিলেন। আমাদের নিকট আসিয়া চশমাটি চক্ষে লাগাইয়া, গৃহখানির প্রতি নেত্রপাত করিয়া বলিলেন—"Wasn't it good of him to be born in this poky little hole."—কি আশ্চর্য্য! লোকটার মনে কি ভক্তিরসের লেশমাত্র নাই?—ইনি যদি আমাদের ভারতবর্ষে জন্মিতেন, তবে নিশ্চয় বলিতে পারি, ইনি দেবতা ব্রাহ্মণ মানিতেন না এবং গুরুপুরোহিতকে "ওল্ড ফুল" উপাধিতে ভূষিত করিতেন।

সে দিন আমাদের মত অনেক যাত্রী দর্শনার্থী; বস্তুতঃ, আমরা যে ট্রেণে আসিয়াছি, তাহা একখানি Excursion Train; ট্রেণসুদ্ধ সকলেই দর্শনার্থী। অনেক লোকের সঙ্গে আমরাও প্রবেশ করিলাম। এক সিলিং দিয়া দুইখানি টিকিট কিনিলাম,—একখানি জন্মকক্ষের জন্য, একখানি মিউজিয়ম ও পুস্তকাগারের জন্য।

যে কক্ষটিতে আমরা প্রথমে প্রবেশ করিলাম—অর্থাৎ যেখানে টিকিট ক্রয় করিলাম, সেটি না কি পূর্ব্বে রন্ধনশালা ছিল। এই কক্ষটির মধ্যে প্রবেশ করিলে, সম্মুখে একটি এবং দক্ষিণ হস্তে একটি দুয়ার দেখা যায়। সম্মুখের দুয়ারটি পার হইলে, বসিবার ঘর। এই কক্ষের কোণে একটি সিঁড়ি আছে, তাহা দিয়া জন্মকক্ষে উঠিতে হয়। রান্নাঘরের অপর দুয়ারটি পার হইলে, পরে পরে দুইটি কক্ষ, সে দুইটি মিউজিয়ম। মিউজিয়মের প্রথম কক্ষটির প্রান্তে সিঁড়ি আছে, তাহা দিয়া উঠিলে উপরে লাইব্রেরির দুইটি কক্ষ পাওয়া যায়।

আমরা দেখিলাম, জনস্রোত [illegible]ন্মকক্ষের প্রতি ধাবিত হইতেছে; সুতরাং পরা[illegible] করিলাম, এই বেলা মিউজিয়ম ও লাইব্রেরি [illegible]টু নিরিবিলিতে দেখিয়া লই,—পরে জন্মকক্ষে যাওয়া যাইবে। মিউজিয়মে শেক্ষপীয়রের জীবনকালের অনেক দ্রব্য সংরক্ষিত আছে। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ওয়াসিংটন্ আর্ভিং এই মিউজিয়ম দেখিয়া তাঁহার "স্কচবুকে" বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সেখানে তিনি কতকগুলি জালদ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছেন,—যথা শেক্ষপীয়রের হরিণমারা বন্দুক প্রভৃতি; সে সকল এখন স্থানান্তরিত হইয়াছে। যে সমস্ত দ্রব্য সংশয়ের ছায়ামুক্ত, তাহাই কেবল এখন রক্ষিত আছে। বিষয় হস্তান্তর সম্বন্ধীয় দলিলপত্র, W. S. অঙ্কিত একটি অঙ্গুরীয়,—কয়েকখানি পুস্তকের প্রথম সংস্করণ, সেকালের থিয়েটারের প্রোগ্রাম প্রভৃতি। একখণ্ড কাষ্ঠ আছে, ইহা শেক্ষপীয়রের স্বহস্ত-প্রোথিত মলবেরি বৃক্ষ হইতে কর্ত্তিত। একটি কোণে একটি পুরাতন ডেস্ক আছে। প্রবাদ, ইহা পাঠশালায় বালক শেক্ষপীয়র কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইত। আর্ভিং যখন ষ্ট্র্যাট্‌ফর্ড দেখিয়াছিলেন, তখন ইহা স্থানীয় 'গ্রামার স্কুলে' সংরক্ষিত ছিল। সে

স্থান হইতে আনিয়া এখন ইহা মিউজিয়মে রক্ষিত হইয়াছে। ডেস্কটির অবস্থা অতীব শোচনীয়। প্রথমতঃ ইহা দেখিতে অত্যন্ত স্থূল, যেন "ঘরে তৈরি-করা" গোছ। তাহার পর ইহার পায়াটায়া অধিকাংশই লোপ পাইয়াছে;—ইহা যখন স্কুলে ছিল, তখন ইহাকে শেক্ষপীয়রের ডেস্ক জানিয়া, দর্শকগণ ইহার কাষ্ঠ একটু একটু কাটিয়া গৃহে লইয়া যাইত। ইহার সর্ব্বাঙ্গে বালকগণের নাম খোদাই করা;—কিন্তু অনেকক্ষণ ধরিয়া অন্বেষণ করিলাম, W. S. খুঁজিয়া পাইলাম না। হয় ত বালক শেক্ষপীয়র ভাবিয়াছিলেন,—অমর হইবার এই পন্থা অবলম্বন না করিলেও তাঁহার চলিবে।

মিউজিয়মের উপর যে দুইটি কক্ষ,তাহা লাইব্রেরি। এখানে শেক্ষপীয়রের গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে বহুসংখ্যক পুস্তক সংগৃহীত আছে। ভিত্তিগাত্রে সে কালের খোদিত অনেক চিত্রাদি। একটি বৃদ্ধা এই কক্ষদ্বয়ের দর্শয়িত্রী-স্বরূপ নিযুক্ত। তাহাকে দেখিয়া, আর্ভিং-বর্ণিত "garrulous old lady"-টির কথা মনে পড়িল। এই বৃদ্ধা হয় ত সেই বৃদ্ধারই বংশধরী!

দ্বিতীয় কক্ষটিতে একটি ওক-কাষ্ঠনির্ম্মিত পুরাতন চেয়ার রক্ষিত। কথিত আছে, ইহাতে শেক্ষপীয়র উপবেশন করিতেন। দর্শকগণ এই চেয়ারটিতে ইচ্ছা করিলে একবার বসিতে পায়। আমার সঙ্গিগণ একে একে সকলেই একবার বসিয়া লইলেন। আমি এ দিকে কতকগুলি পুস্তক দেখিতেছিলাম, ফিরিয়া দেখিলাম, মিষ্টর ব—চেয়ারখানিতে বসিয়া রহিয়াছেন। জিজ্ঞাসা করিলাম—"কি রকম মনে হচ্ছে?" ব বলিলেন—মনে হচ্ছে, আমি হ্যামলেট্।"—বলিয়াই, ফর্বস্ রবর্টসনের * অনুকরণে আরম্ভ করিলেন,—"To be, or, not to be, hat is the question. মিষ্টর ব—উঠিলে, ছোট মিস্ শ তথায় উপবেশন করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তুমি কে গো? জুলিয়েট্ না মিরাণ্ডা?"

মিস্ শ অত্যন্ত গম্ভীরভাবে বলিলেন—"আমি লেডি ম্যাক্‌বেথ্।"

সর্ব্বনাশ!

এ কক্ষ দেখিয়া, অপর সকলে প্রথম কক্ষটিতে ফিরিলেন। আমি তখনও কতকগুলি পুস্তক দেখিতেছিলাম। পূর্ব্বকথিত বৃদ্ধাটি ধীরে ধীরে আমার কাছে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল।

"মশায়,—আপনি চেয়ারটিতে একবার বসেছেন কি?"

"না।"

"ও চেয়ারটিতে দর্শকদের আমরা বসতে দিই।"

আমি কেবলমাত্র বলিলাম—"ওঃ!"—বলিয়া আমি অন্য পুস্তক দেখিতে লাগিলাম।

কিন্তু বৃদ্ধা ছাড়িবার পাত্রী নহে।—"মশায়, আপনি একবার বসবেন না?"

আমি তাহার মুখের পানে কিঞ্চিৎ দৃষ্টি করিয়া বলিলাম—"না।"

"সকলেই বসে কিন্তু।"—দেখিলাম, বৃদ্ধার আগ্রহ প্রবল। আর,—আমি বসিতেছি না বলিয়া, তাহার মনে কিঞ্চিৎ ক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছে। তখন একটু হাসিয়া তাহাকে বলিলাম—"দেখ, আমি এ চেয়ারে বসব না। আমি শুধু টুপী খুলে এ চেয়ারকে সসম্মান অভিবাদন করছি।"

বৃদ্ধা কি ভাবিল বলিতে পারি না। ভাবিল, হয় ত "পৌত্তলিক" জাতিগণের চরিত্রই স্বতন্ত্র!

লাইব্রেরিতে লোক আসিতে আরম্ভ করিতেছে দেখিয়া আমরা সকলে নামিয়া গেলাম। মিউজিয়ম পার হইয়া, "রান্নাঘর" পার হইয়া, "বসিবার ঘরে" উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, এই কক্ষ তখনও লোকে লোকারণ্য। যেখানে জন্মকক্ষে উঠিবার সিঁড়ি, সেখানে প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে। কুড়িজন করিয়া লোক গণিয়া উপরে উঠিতে দিতেছে। তাহারা নামিয়া আসিলে তবে আবার কুড়িজনকে উঠিতে দিতেছে। আমরা সেই জনতার মধ্যে দাঁড়াইয়া আমাদের পালা প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

জানালা দিয়া বাটীর পশ্চাতে একখানি বাগান দেখা যাইতে লাগিল। এই বাগানে শেক্ষপীয়রের গ্রন্থে উল্লিখিত সমস্ত বৃক্ষলতাদি জন্মাইবার চেষ্টা করা হইয়া থাকে।

বিলম্ব দেখিয়া, জনতায় গ্রীষ্মে, ব—অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। বলিলেন—"চল, যাওয়া যাক্—কি হবে জন্মকক্ষ দেখে? এই রকমই একটা ঘর ত? বোঝাই যাচ্চে। চল, পালান যাক্।"

---

* বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চে, ফর্বস্ রবর্টসনের আসন, সর্ হেনরি আর্ভিংয়ের নিম্নেই। তাঁহার হ্যামলেট-অভিনয় লোকপ্রসিদ্ধ।

আমি ব—র মুখপানে কৃটাক্ষ করিলাম। বলিলাম—"কি জন্যে এসেছ ?"

অনভ্যাপেষিত ব—ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন—"আমি কি তোমার শেক্ষপীয়র দেখ্‌তে এসেছি ? আমি এসেছি একটু ফাঁকা হাওয়ায় বেড়াতে।"

আমি রাগ করিয়া বলিলাম—"তুমি গিয়ে ফাঁকা হাওয়ায় বেড়াতে পার। আমি না দেখে যাচ্চিনে।"

ব—আমাকে Sentimental ass" বলিয়া গালি দিয়া, "গোঁজ" হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইবার সাধ্যও তাহার হইল না। যথাসময়ে হোঁচটে পড়িয়া "গঙ্গালাভও" হইয়া গেল।

আমরা সিঁড়ি উঠিয়া, জন্মকক্ষে প্রবেশ করিলাম। এ কক্ষটিতে পুরাতন দুই চারিটি আসবাবমাত্র রক্ষিত আছে—তাহা ছাড়া, ইহা একবারে খালি। বোধ হয়, কর্তৃপক্ষগণ ইচ্ছা করিয়াই ইহাকে খালি রাখিয়াছেন—অন্যান্য দ্রব্যাদি থাকিলে দর্শকচিত্তকে অযথা উদ্‌ভ্রান্ত করিবে মাত্র।

কক্ষের চারিটি দেওয়াল দর্শকের নাম স্বাক্ষরে পরিপূর্ণ। দূর হইতে দেখিলে মাকড়সার জালের মত মনে হয়। এ সকল স্বাক্ষরই পুরাতন। যখন দেওয়াল পূর্ণ হইয়া গেল,—তিল রাখিবার স্থানও যখন আর রহিল না, কর্তৃপক্ষগণ তখন নাম লেখার বিরুদ্ধে নিয়ম ঘোষণা করিলেন। "দর্শকের পুস্তক" আছে—তাহাতেই নাম লিখিয়া এখনকার যাত্রিগণ মনঃক্ষোভ নিবারণ করিয়া থাকেন।

জানালার কাচে হীরক দিয়া বহুসংখ্যক নাম খোদিত আছে। তাহার মধ্যে সর্ ওয়াল্টার স্কট, বায়রণ ও ওয়াসিংটন্ আর্ভিংয়ের নাম দেখা গেল।

যখন রেল ছিল না,—তখনও প্রত্যহ এই কক্ষদর্শন করিবার জন্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র হইতে ভক্তসমাগম হইত। তখন এখনকার মত ভিড় হইত না। তখন অনেকে রক্ষকগণকে পারিতোষিক দিয়া, এক রাত্রি এই কক্ষে শয়ন করিয়া যাইত।

কত লোক এই কক্ষে প্রবেশ করিবামাত্র ঝর ঝর করিয়া অশ্রুত্যাগ করিয়াছে। কত লোক প্রবেশমাত্র নতজানু হইয়া এই কক্ষের মেঝেকে চুম্বন করিয়াছে।

অগ্নিস্থানের উপরিভাগে ওক-নির্ম্মিত "ম্যান্টেল্‌পিস্।" তাহার একটি কোণ কাটা।—ইহা একটি আমেরিকান্ মহিলার কীর্ত্তি। সে বহুবৎসরের কথা, তখন রেল খোলে নাই। দুইটি আমেরিকান্ মহিলা ষ্ট্রাট্‌ফর্ড দেখিতে আসিয়াছিলেন। দর্শয়িত্রী দুই জনকে উপরে দেখাইতে আনিল। একজন একটা ছুতা করিয়া দর্শয়িত্রীকে নিম্নে লইয়া গেলেন। যিনি কক্ষে রহিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ বস্ত্রমধ্যে লুক্কায়িত একটি ক্ষুদ্র করাৎ বাহির করিয়া, ক্ষিপ্রহস্তে উক্ত কোণটি কাটিয়া লইলেন।—সেই অবধি রক্ষকগণ সাবধান হইয়াছে,—আর কাহাকেও সে কক্ষে একাকী রাখিয়া যায় না।

এই কক্ষটি "রান্নাঘরের" উপরিস্থিত। "বসিবার ঘরের" উপরিস্থিত কক্ষের নাম "চিত্রকক্ষ।" এটি পূর্ব্বে বালক শেক্ষপীয়রের শয়ন-কক্ষ ছিল।

আমরা অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। নিম্নে কত লোক অপেক্ষা করিয়া আছে। আমাদিগকে অবতরণ করিতে হইল।

এই গৃহ হইতে বাহির হইয়া ভাবিতে লাগিলাম,—হ্যালিওয়েলকে ধন্যবাদ,—আর একটু হইলেই,—এ গৃহদর্শন আমার ভাগ্যে ঘটিত না। আর একটু হইলেই,—ইংলণ্ড হইতে এই গৃহ বিদায়লাভ করিয়াছিল। ধ্বংস হইতে বলিতেছি না,—ইংলণ্ড হইতে অদৃশ্য হইত। আমেরিকান্‌গণ দিব্য যোগাড়যন্ত্রটি করিয়া তুলিয়াছিল। শেক্ষপীয়রের মৃত্যুর পরে এই গৃহ তাঁহার একটি ভগিনীর সম্পত্তি হয়। সে অবধি এই সম্পত্তি সেই ভগিনীর বংশধরগণের হস্তে থাকে। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ইহা বিক্রয়ার্থ বিজ্ঞাপিত হয়। ইহা শুনিয়া আমেরিকানগণ পরামর্শ করিল,—"আমরা ইহা ক্রয় করিয়া,—সমস্ত উঠাইয়া জাহাজে করিয়া নিউইয়র্কে লইয়া আসিব।"—এই সংবাদ পাইবামাত্র বিখ্যাত শেক্ষপীরীয় টীকাকার হ্যালিওয়েল্ উদ্যোক্তা হইয়া, চাঁদা তুলিয়া, এই গৃহ কিনিয়া ফেলেন। *

হেন্‌লি ষ্ট্রীট্ ছাড়িয়া আমরা ক্রমে ব্রিজ ষ্ট্রীটে পড়িলাম। এভন্ নদীর নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলাম। নদীতীরে একটি নবনির্ম্মিত অট্টালিকা। ইহার নাম "মেমোরিয়ল্ থিয়েটর"—শেক্ষপীয়রের স্মরণার্থ পঁয়ত্রিশ বৎসর হইল ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কবিবরের জন্মসপ্তাহে প্রতিবৎসর এখানে তাঁহার নাটকের

* সম্প্রতি আমেরিকানগণ, Dickens কর্তৃক অমরীকৃত "Old Curiosity Shop" নামক লণ্ডনের পুরাতন দোকানটা কিনিয়া ফেলিয়াছে। সমস্ত উপাড়িয়া লইয়া আমেরিকায় গিয়া তাহা পুঁতিবার বন্দোবস্ত করিতে এখন তাহারা ব্যস্ত আছে।

অভিনয় ও অন্যান্য উৎসব হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া একটি চিত্রশালা ও লাইব্রেরি আছে। চিত্রশালায় শেক্ষপীয়রের ছবি,—বিখ্যাত শেক্ষপীরীয় অভিনেতৃগণের ছবি, এবং শেক্ষপীয়রের নাটকের গল্পের চিত্রাবলী রক্ষিত আছে। লাইব্রেরিতে শেক্ষপীয়রের গ্রন্থের যত প্রকার সংস্করণ হইয়াছে, তৎসমুদয় সংগৃহীত আছে। তাহা ছাড়া, পৃথিবীর অন্যান্য ভাষায় শেক্ষপীয়রের যত অনুবাদ হইয়াছে, তাহাও সংগৃহীত আছে। এই লাইব্রেরিতে রক্ষিত বাঙ্গালায় শেক্ষপীয়রের একটি তালিকা নিম্নে দিলাম।

Tempest ঝটিকা, ৩ ভাগ। প্রকৃতি নাটক। নলিনী-বসন্ত।

Macbeth—কর্ণবীর। রুদ্রপাল নাটক।

Merchant of Venice—সুরলতা নাটক।

Comedy of Errors—ভ্রান্তিবিলাস।

Midsummer Nights Dream—শরৎশশী নাটক।

Hamlet—অমরসিংহ।

Twelfth Night—সুশীলা চন্দ্রকেতু।

Cymbeline—কুসুমকুমারী নাটক। সুশীলা বীরসিংহ নাটক।

Alls Well That Ends Well—ভিষক্‌দুহিতা উপন্যাস।

Romeo and Juliet—রোমিও জুলিয়েট উপন্যাস।

শেক্ষপীয়রের গল্প প্রথম ভাগ।*

মেমোরিয়ল্‌ থিয়েটর দেখিয়া নদীর তীরে তীরে আমরা হোলি ট্রিনিটি চর্চ্চ দেখিতে অগ্রসর হইলাম। এই মন্দিরের অভ্যন্তরে শেক্ষপীয়রের সমাধি আছে।

নদীটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র। আমাদের দেশে কোনও নদী এত ক্ষুদ্র হইলে ভূগোলে বা মানচিত্রে স্থান পায় না।

নদীর উভয়তীর বৃক্ষসারির দ্বারা ছায়াবৃত। আমরা ছায়ায় ছায়ায় ক্রমে চর্চ্চের নিকট উপস্থিত হইলাম। অঙ্গনে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একটি স্থানে ঘাসের মধ্যে বিস্তর "ডেজি" ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। আমরা অনেকগুলি ফুল চয়ন করিয়া লইলাম।

মন্দিরদ্বারে আসিয়া দেখি,—উপাসনা আরম্ভ হইবার সময় উপস্থিত। এখন কোনও যাত্রী প্রবেশ করিয়া বেড়াইয়া বেড়াইতে পারিবে না। এক ঘণ্টা পরে আসিতে হইবে।

সুতরাং আমাদিগকে ফিরিতে হইল।

চর্চ্চ হইতে বাহির হইয়া একটুকু আসিয়াই প্রসিদ্ধ উপন্যাসলেখিকা মেরি করেলির গৃহ দেখিতে পাইলাম। গৃহখানি নূতন, কিন্তু পুরাতনের ছাঁচে নির্ম্মিত। মেরি করেলি এই নিভৃত গ্রামে বসিয়া নির্জ্জনে সাহিত্যসেবা করিয়া থাকেন। ষ্ট্র্যাট্‌ফর্ড তাঁহার জন্মস্থান নহে। তিনি কয়েকবৎসর হইতে স্বেচ্ছাক্রমে এই তীর্থবাস করিয়াছেন। তাঁহার গৃহের জানালাগুলি লাল পর্দ্দা দিয়া আবৃত। সেই একটি পর্দ্দার অন্তরালে বসিয়া হয় ত তিনি সেই মুহূর্ত্তেই লেখনীচালনায় ব্যাপৃত ছিলেন। কি লিখিতেছিলেন? সেই ক্ষুদ্র গৃহটিতে বসিয়া তিনি যাহা লিখিতেছিলেন, তাহা বোধ হয়, অচিরকালমধ্যেই সমস্ত পৃথিবীর উপর ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে।*

কিয়দ্দূর আসিয়া "গ্রামার স্কুল" দর্শন করিলাম। এই পাঠশালায় বালক শেক্ষপীয়র শিক্ষালাভ করেন। ইহা এখনও একটি পাঠশালা,—ষ্ট্র্যাট্‌ফর্ডবাসী বালকগণ প্রত্যহ বহি-শেলেট্‌ লইয়া এখানে পড়িতে আসে। বর্ত্তমান ইংলণ্ডের উদীয়মান কবি, "পাওলো ও ফ্রাঞ্চেস্কা" প্রভৃতি প্রণেতা ষ্টিভ্‌ন্‌ ফিলিপস্‌ও এই পাঠশালায় ক খ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

আর কিছু দূরে আসিয়া একটি বাগান দেখিলাম,—ইহার নাম "নিউ প্লেস।" এইখানে একটি বাড়ী ছিল,—মধ্যবয়সে শেক্ষপীয়র তাহা নিজ বসবাসের জন্য

* এই তালিকা দেখিলে বুঝা যায়, সংগ্রহ সম্পূর্ণ নহে। শেক্ষপীয়রের অনুবাদ আরও অনেক বাঙ্গালা গ্রন্থ দেখিয়াছি। যদি কোনও গ্রন্থকার বা তাঁহার বংশধরগণ স্বীয় অথবা পূর্ব্বপুরুষরচিত শেক্ষপীয়রের অনুবাদ এই তালিকায় না দেখিতে পান,—তবে তিনি সে পুস্তক—"To the Librarinan, Shakespere Memorial Theatre Stratford on Avon"—এই ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন। গ্রন্থের মলাটে ইংরাজী অক্ষরে গ্রন্থের নাম, কোন্‌ গ্রন্থের অনুবাদ, উহার নাম ইত্যাদি লিখিয়া দেওয়া আবশ্যক, কারণ, লাইব্রেরিতে বঙ্গভাষাভিজ্ঞ কেহ আছেন বলিয়া বোধ হয় না।

* এই ভাগ্যবতী ললনার শেষ উপন্যাস "Temporal Power" প্রথম সংস্করণে একলক্ষ বিংশতিসহস্র খণ্ড মুদ্রিত হইয়াছিল। এখনও এক বৎসর হয় হয় নাই,—ইতিমধ্যেই দ্বিতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ।

ক্রয় করেন। সেই বাড়ীতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সেই বাড়ীর পশ্চাতেই তাঁহার স্বহস্তপ্রোথিত মলবেরি বৃক্ষটি ছিল,—যাহার একখণ্ড কাষ্ঠ জন্মগৃহের মিউজিয়মে আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি।

বাড়ীটি কোথায়?—না, আমেরিকানরা উপাড়িয়া লইয়া যায় নাই। তাহার ইতিহাস বলিতেছি, শুনুন।

শেক্ষপীয়রের মৃত্যুর পর এই গৃহ তাঁহার বংশধরগণের হস্তে থাকে। ১৭৫৩ সালে ইহা বিক্রয় হইয়া যায়। রেভারেণ্ড এফ., গ্যাষ্ট্রেল নামক একজন ধার্ম্মিক ব্যক্তি বাড়ীটি ক্রয় করিয়া, তাহাতে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন।

কিন্তু শেক্ষপীয়র-প্রোথিত সেই মলবেরি বৃক্ষটিই তাঁহার কাল হইল। তাঁহার (অশুভ গৃহপ্রবেশের পরদিনই, পৃথিবীর কোন্ অংশ হইতে জানি না, এক ব্যক্তি আসিয়া বলিল—"ঠাকুর, প্রণাম হই।"

"জয় হোক্। কি চাও বাপু?"

"আজ্ঞে, সেই মলবেরি গাছটি একবার দেখতে এসেছি।"

"গাছ দেখ্‌বে? বেশ ত, এস।"

কিন্তু গাছ দেখান একদিনেই শেষ হইল না। দিনের পর দিন ক্রমাগত যাত্রী আসিয়া বলিতে লাগিল,—"আজ্ঞে, গাছটি একবার দেখতে পাই কি?"—তাহারা শুধু গাছটি দেখিয়াই ক্ষান্ত হইত না,—গাছটির জীবনচরিত সম্বন্ধে বেচারি গ্যাষ্ট্রেল্‌কে সহস্র প্রশ্ন করিত। ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মেজাজে আর কত সহে? একদিন মহা বিরক্ত হইয়া,—রাগের মাথায়,—গ্যাষ্ট্রেল্ তাঁহার ভৃত্যগণকে বলিলেন—"ওরে, নিয়ে আয় ত একটা কুড়ুল। ফ্যাল গাছ কেটে। গাছের জ্বালায় কি আমি দেশত্যাগী হব?"

দেখিতে দেখিতে বৃক্ষ ভূমিসাৎ হইয়া গেল।*

কিন্তু গ্যাষ্ট্রেলের জ্বালা কমিল না,—বাড়িয়া গেল। গ্রামের লোক এই সংবাদ শুনিয়া আগুন হইয়া উঠিল। পথে বাহির হইলে তাঁহার গায়ে তাহারা ধূলা দিতে লাগিল। শেষে গ্যাষ্ট্রেল্‌কে দেশত্যাগীই হইতে হইল, গ্রাম হইতে পলায়ন করিয়া তবে তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন।

গ্রাম ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু বাড়ীটি তাঁহারই রহিল। বিক্রয় করিলে মাথা নীচু করা হয়; সুতরাং, বাড়ী তিনি বিক্রয় করিতে পারিলেন না। অথচ রীতিমত ট্যাক্স গণিয়া যাইতে হইল। কয়েক বৎসর পরে একদিন চটিয়া মটিয়া তিনি বলিয়া উঠিলেন—"বাড়ীতে থাকতেও পাব না, টেক্‌শোও গুণে মরব! ফ্যাল বাড়ী ভেঙ্গে।"

পাড়াপ্রতিবেশীরা আসিয়া হাঁ হাঁ করিয়া পড়িল। তাহারা বলিল—"এ বাড়ী ভেঙ্গ না। আমরা কিনব।"

গ্যাষ্ট্রেল্ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া বলিলেন—"আমি বেচব না।"

"না বেচ না বেচবে;—কিন্তু বাড়ী ভাঙ্গতে পাবে না।"

গ্যাষ্ট্রেল্ বলিলেন—"তোমরা কে হে বাপু! এ বাড়ী আমার—খুশী আমি ভা[illegible] আমার ছাগল, আমি লেজের দিকে কাটব। তোমাদের কি?"

বাড়ী রক্ষা পাইল না। তাহাকে টুকরা টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া তবে গ্যাষ্ট্রেল্ নিশ্চিন্ত হইলেন।

নিউপ্লেস বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমরা কিঞ্চিৎ বেড়াইলাম। তথা হইতে বাহির হইয়া পরামর্শ করা গেল,—চা-পান করিয়া আবার গির্জ্জার অভিমুখে যাওয়া যাউক।

---

* এই বৃক্ষটি ষ্ট্রাটফর্ডবাসী একজন ঘড়িমেরামতকারী তৎক্ষণাৎ কিনিয়া লয়। সে সেই কাষ্ঠ হইতে ছোট বড় বহুসংখ্যক নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া, কয়েক বৎসর ধরিয়া ধনী যাত্রিগণের নিকট উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিয়াছিল। কালক্রমে সেই সমস্ত দ্রব্য পৃথিবীর নানা স্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছে।

আর্ভিং তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধে বলিয়াছেন—"পৃথিবীর অনেক স্থানেই ত শুনা যায়, সেই মলবেরি কাঠের টুকরা আছে—সে সকল কখনই যথার্থ হইতে পারে না, অংশত জাল।" ঘড়িমেরামতকারীর এই ব্যবসায়বুদ্ধিটুকুর সংবাদ আর্ভিং পাইয়াছিলেন কি না জানি না, পাইলে হয় ত বুঝিতে পারিতেন, একটি মলবেরি বৃক্ষের অংশ পৃথিবীময় কি করিয়া ছড়াইয়া পড়িল। আমি এই বৃত্তান্ত ব্রিটিশ মিউজিয়মে একখানি পুরাতন পুস্তকে পাঠ করিয়াছি। পুস্তকখানির নাম "Stratford Upon Avon Guide," published by Whittaker & Co. London. পুস্তকখানিতে তারিখ নাই। তবে তাহাতে ১৮৩৭ সালের কথা লিখিত আছে—সুতরাং তাহা ঐ তারিখের পর মুদ্রিত। ইহা আর্ভিংয়ের প্রবন্ধরচনার অন্ততঃ ১৭ বৎসর পরে প্রকাশিত। ব্রিটিশ মিউজিয়মের ছাপ দেখিয়া জানিতে পারিলাম, পুস্তকখানি তথায় ১৮৫০ সালে সংগৃহীত হইয়াছিল।

রৌদ্রে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমরা সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। চায়ের স্থানে গিয়া,—একে একে আমরা সাবান-জলের রীতিমত সদ্ব্যবহার করিয়া চা-পান করিতে বসিলাম।

ছোট মিস্‌ শ—সর্ব্বপ্রথমে চা-পান সমাধা করিয়া বলিলেন—"চল।" আমরা একটু ত্বরা করিয়া শেষ করিলাম। মিস্‌ অ—বলিলেন—"আমি ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি—তোমরা দেখে এস,—আমি ততক্ষণ এই-খানে থাকি।"

তাহা শুনিয়া মিষ্টর ব—বলিলেন—"আমিও থাকি।"

আমি বলিলাম—"কি আশ্চর্য্য! তুমি যাবে না? মিস্‌ অ—অনেকবার দেখেছেন না হয়,—তুমি ত কখনও দেখ নি! এস এস।"

পাষণ্ড লোকটা একটুক্‌রা কেক্‌ মুখের নিকট ধারণ করিয়া অনায়াসে বলিল,—"আরে কি হবে সমাধি দেখে? আচ্ছা পাগল! ততক্ষণ আমরা নদীতে বোট্‌ নিয়ে একটু বেড়াই গে।"

কথা হইল, আমরা সমাধি দেখিয়া ফেরিঘাটে যাইব,—তাঁহারাও সেইখানে আসিবেন। তখন সকলে মিলিয়া ষ্টেশনে ফেরা যাইবে।

আমি মিস্‌ ডি—ও ছুটি মিস্‌ শ—কে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। অল্পক্ষণেই চর্চ্চের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

চর্চ্চটি বহু পুরাতন—নর্ম্মাণদের আমলের। ভিতরে প্রবেশ করিয়া প্রথমেই দেখিলাম, একটি গ্লাসকেসের মধ্যে দুইখানি সেকালের প্যারিশ্‌ রেজিষ্টর খোলা রহিয়াছে। একখানি দীক্ষার (Baptism) এবং একখানি সমাধির। প্রথমখানিতে রাম, শ্যাম, হরির সহিত নবজাত শেক্ষপীয়রের দীক্ষা ও নামকরণের তারিখ লিপিবদ্ধ রহিয়াছে:—

1564

April 26. Gulielmus Filius Johannes Shakspere—অর্থাৎ অমুক অমুকে মাসি অমুকে দিবসে John Shakespeareএর নবকুমারের দীক্ষা ও 'William' নামকরণ হইল।

অপর পুস্তকখানিতে পৃষ্ঠাভরা বিস্মৃতগণের সমাধি তারিখের সহিত রহিয়াছে:—

1616.

April 25. Will Shakspere, gent.—ডিউকও নহেন, আর্লও নহেন, লর্ডও নহেন, কেবলমাত্র জেণ্টল্‌ম্যান—একটি মধ্যবিত্ত লোক।

ইহা দেখিয়া আমরা ভিতরের দিকে অগ্রসর হইলাম। পুরাতন ফাউণ্ট—অর্থাৎ প্রস্তরনির্ম্মিত পবিত্র জলাধার, যেখানে শিশু শেক্ষপীয়রকে নামকরণের পূর্ব্বে স্নান করান হইয়াছিল,—তাহা রক্ষিত আছে, তাহা এখন ভাঙ্গা,—জল ঢালিলে গড়াইয়া পড়ে। এখনকার শিশুগণকে তাহাতে আর স্নান করান হয় না।

মন্দিরের শেষসীমায় "চান্সেল।" বামদিকে, কিঞ্চিৎ উচ্চে, শেক্ষপীয়রের একটি প্রস্তরমূর্ত্তি রক্ষিত আছে। জেরার্ড জন্‌সন্‌ নামক একজন ভাস্কর শেক্ষপীয়রের জীবিতকালে ইহা প্রস্তুত করে। কবিবরের মৃত্যুর পর এটি এখানে আনিয়া বসান হয়। তাহার নিম্নে খোদিত আছে:—

Jvdicio pylivm, Genio Socratem, arte Maronem
Terra tegit, popvlvs Mæret, Olympvs habet,
Stay passenger,* why goest thov by so fast,
Read, if thov cans't, whom enviovs death hath plas
Within this monvment, Shakespeare, with whome
Qvick natvre dide; whose name doth deck ys. tombe
Far more than cost, sich all ye writt,
Leaves living art bvt page to serve his witt,
Obut ano Doi 1616; Ætatis 53, die 22, AP.

এই প্রতিমূর্ত্তির নিম্নে, মেঝের উপর, চত্বরাকৃতি অনেকগুলি সমাধি। প্রথমটি কবিবরের স্ত্রীর; দ্বিতীয়টি তাঁহার নিজের, তৎপরের গুলি কন্যা, জামাতা প্রভৃতি পরিবারবর্গের।

* পাঠকগণ, মাইকেলের সমাধির-উপর "দাঁড়াও পথিক-বর" স্মরণ করুন।

আমি শেক্সপীয়রের সমাধির উপর আমার দৃষ্টি বদ্ধ করিয়া নত মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

প্রস্তরফলকটির উপর নিম্নলিখিত কয়েকটি পংক্তি খোদিত রহিয়াছে :—

Good Frend For Jesvs Sake Forbeare
To Digg The Dvst Enclosed Heare
Blese Be Ye Man Yt Spares Thes Stones
And Cvrst Be He Yt Moves My Bones,

এই কয়েকটি পংক্তি লইয়া বহুকালাবধি পণ্ডিতগণের মধ্যে বাদানুবাদ চলিয়াছিল। কেহ কেহ এই কবিতাকে doggerel আখ্যা দিতে ত্রুটি করেন নাই। ভুবনবিজয়ী কবির সমাধির উপর এ কি অপরূপ কবিতা। তাঁহারা বলিতেন, শেক্সপীয়রের মৃত্যুর পর, কোনও গ্রাম্য কবি এই "উচ্চদরের" কবিতাটি "ভণিয়া" দেন,—কেবল কতকগুলা বাজে শব্দের অক্ষরসমষ্টি।

কিন্তু বিশ বৎসর হইতে এই বাদানুবাদ কতকটা নিরস্ত হইয়াছে। অক্সফর্ডের বডলিয়ন্ লাইব্রেরিতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে লিখিত একখানি চিঠি আবিষ্কৃত হইয়াছে। অক্সফর্ডের একটি ছাত্র ষ্ট্র্যাট্‌ফর্ড দর্শন করিয়া তাঁহার বন্ধুকে চিঠিতে বর্ণনা লিখিতেছেন। তাঁহার পত্রের মর্ম্ম এই,—"গির্জ্জার একটি স্থানে একটি ঘর আছে, তাহার মধ্যে রাশি রাশি মনুষ্যাস্থি। এই অস্থিগুলি পুরাতন কবর খুঁড়িয়া বাহির করা। (গির্জ্জা ও তাহার অঙ্গনে স্থান পরিমিত। শত শত বৎসর ধরিয়া সমস্ত কবর যদি যথাস্থানে থাকিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে নবাগত শবের জন্য আর স্থান থাকে না। সেই কারণে বহু শতাব্দী ধরিয়া এই গির্জ্জার প্রথা যে, কবর খুব পুরাতন হইলে তাহা খুঁড়িয়া হাড় তুলিয়া রাখা হয়।) পাছে শেক্সপীয়রের হাড় ভবিষ্যতে কেহ এইরূপ খুঁড়িয়া স্থানান্তরিত করে, এই আশঙ্কায় কবিবর জীবিতকালে স্বীয় সমাধির জন্য এই অভিশাপ রচনা করিয়া যান। খননকারী ইতর ব্যক্তিরা যাহাতে বুঝিতে পারে, এই অভিপ্রায়েই কবিচূড়ামণি ওরূপ করিয়া রচনা করিয়াছিলেন।*"

অক্সফর্ডের ছাত্র পত্রে এই যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আসলে সত্য হউক বা মিথ্যা হউক,—সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে ষ্ট্র্যাট্‌ফর্ডের জনশ্রুতির যে ইহা অবিকল বর্ণনা, তাহার আর সন্দেহ নাই। কবিবরের মৃত্যুর পর তখন ৮০ বৎসর মাত্র অতীত হইয়াছে। তাঁহার বংশধরেরা গ্রামেই তখন বাস করিতেছেন। সুতরাং ইহা সত্য হইবারই সম্ভাবনা।—মৃতের অস্থি খনন করার সম্বন্ধে শেক্সপীয়রের যে কিরূপ আপত্তি ছিল, তাহার প্রমাণ হ্যামলেট্ এবং রোমিও ও জুলিয়েট্ গ্রন্থে আছে।

কবিবরের সমাধির সমক্ষে কিছুক্ষণ নতনেত্রে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, সঙ্গে যে "ডেজি"ফুল ছিল,—তাহাই কয়েকটি দিয়া পূজা করিয়া আমরা বিদায় লইলাম।

* * *

* সিড্‌নি লি তাঁহার নব-প্রকাশিত শেক্সপীয়রের জীবনচরিতে, অক্সফর্ড ছাত্রের এই পত্রোল্লেখ করিতে গিয়া একটু ভুল করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, এই পত্রের একটি প্রতিলিপি ১৮৮৪ সালে "লণ্ডনে প্রকাশিত হইয়াছে।" তাহা ঠিক নহে। এই পত্র আবিষ্কৃত হইবার পর হ্যালিওয়েল্ বন্ধুসমাজে বিতরণের জন্য ব্রাইটন্ নগরে ৫০ খানি 'privately' মুদ্রিত করেন, তাহা ১৮৮৪ সালেই বটে। এই প্রকাশখানির একখানি তিনি ব্রিটিশ্ মিউজিয়মে দান করেন। আমি ব্রিটিশ্ মিউজিয়মের তালিকা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিয়াছি। Act of Parliament অনুসারে United Kingdomএ প্রকাশিত প্রত্যেক গ্রন্থ বা কাগজ ব্রিটিশ্ মিউজিয়ম একখানি পা যা থাকেন। ঐ পত্র যদি প্রকাশিত হ ত, তবে ব্রিটিশ্ জিয়মে আর একখানি থাকিত।

আমি ব্রিটিশ মিউজিয়মের সেই পুস্তক হইতে উক্ত পত্রের আবশ্যক অংশটুকু নকল করিয়া আনিয়াছি। তাহা এইরূপ :—"Dear Neddy......There is in this church a place which they call the bone house a repository of all bones they dig up, which are so many that they would load a great number of waggons. The poet, being willing to preserve his bones unmoved and haveing to do with clerks and sextons for the most part a very ignorant sort of people. he descends to the meanest of their capacitys and disrobes himself of that art which none of his contemporaries wore in greater perfection."

Extact from a letter written by William Hall of Queen's College. Oxford to Edward Thwaites (the wellknown Anglo-Saxon scholar) Undated. But supp osed from extraneous evidence, to have been written about December 1974.

আমরা চারিজনে ফেরিঘাটে যখন আসিলাম, তখন ৭টা বাজিতে আর ২০ মিনিট মাত্র আছে;—৭টার সময় গাড়ী ছাড়িবে। কিন্তু তাহারা কোথায়?—মিস্ অ—এবং ব—র ত কোন চিহ্নই দেখা যাইতেছে না! তবে কি তাহারা আমাদের বিলম্ব দেখিয়া ষ্টেশন অভিমুখে অগ্রবর্ত্তী হইয়াছে?

মিস্ ডি—বলিলেন—"এরূপ অবস্থায় ষ্টেশনই যথার্থ সম্মিলনস্থান সুতরাং ষ্টেশনে গিয়া দেখা যাউক।"

ষ্টেশনে আসিলাম, তাহারা কৈ? ওপারে ট্রেণ প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে;—এঞ্জিন হইতে ব্রেক-ভ্যান পর্য্যন্ত খুঁজিলাম তাহারা কোথায়?

তখন আমরা চারি জনে গাড়ীতে উঠিলাম। সাতটা বাজিতে আর পাঁচ মিনিট মাত্র বাকী—আর দুই মিনিট—আর এক মিনিট মাত্র আছে। ঐ তাহারা আসিল। ওপারের প্ল্যাটফর্ম্মে তাহাদিগকে দেখিতে পাইলাম। তাহারা চঞ্চলনেত্রে আমাদিগকে খুঁজিতেছে!

ইচ্ছা হইল, জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া, দুই হাত সজোরে নাড়িয়া সপ্তমে বলি, "আরে শীগ্‌গির এস, শীগ্‌গির এস"—কিন্তু মনে পড়িল, ইহা ভারতবর্ষ নহে—য়ুরোপ। সুতরাং শিশ দিয়া তাহাদিগকে সঙ্কেত করিলাম মাত্র।

কিন্তু তাহারা পৌছিবার পূর্ব্বে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। আমাদের দেশের মত এ দেশে সমারোহ করিয়া 'ছাড়িবার ঘণ্টা' পড়ে না যথাসময় হইলে নিঃশব্দে গাড়ীটি ছাড়িয়া যায়। গাড়ী চলিতে লাগিল। যখন ব্রিজের সিঁড়ির কাছে আসিলাম, তখন দেখিলাম ব—মহাশয় গজেন্দ্রগমনে নামিতেছেন।

মনে মনে বলিলাম—যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল! ব—তুমি আমাদের শেক্ষপীয়রকে তাচ্ছীল্য করিয়াছিলে।—বেশ হইয়াছে—বেশ হইয়াছে!

উত্তেজনা কতকটা প্রশমিত হইলে,—বন্ধুবিচ্ছেদ-শোকে আমরা অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া, কেবল হাসিতে লাগিলাম। সেই গভীর শোকের মধ্যেও, তাহাদের অংশের খাদ্যদ্রব্যগুলি বাধ্য হইয়া আমাদিগকেই শেষ করিতে হইল।—ক্রমে যখন আমরা অক্সফর্ড পার হইলাম,—আকাশে চন্দ্র উঠিল,—তখন শোকভরে আমি আমার সঙ্গিনীগণকে গান গাহিতে অনুরোধ করিলাম। সে কামরায় আমরা ভিন্ন আর কেহই ছিল না—সুতরাং আমাদের শোকচর্চ্চার কোনও ব্যাঘাত ঘটে নাই।

পরের গাড়ীতে তাঁহারা আসিয়া পৌছিলেন।—বলিলেন—গাড়ী 'মিস' হইল দেখিয়া আবার তাঁহারা নদীতে ফিরিয়া গিয়া বোট্ লইয়া একটু সান্ধ্যবায়ু সেবন করিয়াছিলেন। আমরা যতক্ষণ তাঁহাদের জন্য শোকে বিলাপ করিতেছিলাম,—তাঁহারা ততক্ষণ এইরূপে কালাতিপাত করিয়াছেন!—সেটা কি তাঁহাদের উচিত হইয়াছিল?

অ্যাবট্‌সফোর্ড

এডিনবরা, ১৯০২।

প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র, জানালার কাছে গিয়া, পর্দ্দা তুলিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলাম। জানালার নিম্নে রাজপথ, দুই একটি গোপবালা দুগ্ধের পাত্র হস্তে লইয়া ক্ষিপ্রগতিতে অদৃশ্য হইল। পথের পর একটি বিস্তীর্ণ ময়দান।* তাহার প্রান্তে তরু-শ্রেণী, তাহার পর গৃহপুঞ্জ। কিয়দ্দূরে "কাস্‌ল্ হিল্" উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান,—তাহার চূড়ায় এডিনবরা-দুর্গ। যদিও তখন বেলা ৮টা, তথাপি কোথাও সূর্য্যদেবের কোনও চিহ্ন নাই। আকাশে অল্প মেঘ,—বাতাসে কিঞ্চিৎ কুয়াসা। অস্ফুটস্বরে বলিলাম—"যাক্,—বাঁচা গেল।"

গৃহবাসী পাঠকগণ আমার এ মন্তব্যের অর্থ বোধ হয় বুঝিতে পারিবেন না—সুতরাং কিঞ্চিৎ টীকা আবশ্যক। আমি যে হঠাৎ উঠিয়া জানালা খুলিলাম,—দৃশ্য দেখিবার অভিপ্রায়ে খুলি নাই।—শুধু দেখিবার জন্য,—আকাশ কেমন আছে। আজ আমরা পঞ্চবন্ধু মিলিয়া, প্রাতরাশের পর অ্যাবট্‌স্-ফোর্ড যাত্রা করিব—সুতরাং প্রথমেই আকাশের সংবাদ লইতে হইল। এ দেশে, কোথাও যাইতে আসিতে হইলে,—বিশেষতঃ যদি প্রমোদভ্রমণ হয়,—তাহা হইলে প্রধান চিন্তা, সে দিন আকাশ কেমন থাকিবে। যদি রৌদ্র উঠে, তাহা হইলে ত কথাই নাই—সৌভাগ্যের চরমসীমা। রৌদ্র যদি নাও উঠে,—বৃষ্টিটা বন্ধ থাকিলেই যথেষ্ট। আকাশের অঙ্গে বৃষ্টি হইবার আশু সম্ভাবনা না দেখিয়া, আশ্বস্ত হইয়া

* স্কটের উপন্যাস-পাঠকেরা, "Fortunes of Nigel" গ্রন্থে এই Meadows-এর বর্ণনা পাঠ করিয়াছেন।

বলিলাম "বাঁচা গেল।" রবিবাবুর মতে, পূর্ব্বে পঞ্চশর যখন গোটা ছিলেন,—তখন তিনি যে স্থানে থাকিতেন, সেই স্থানেরই প্রাণিগণ বিপন্ন হইত। মহাদেব মদনকে ভস্ম করিয়া, তাঁহাকে বিশ্বময় ছড়াইয়া দিলেন। বর্ষা ঋতুটা আমাদের দেশে বর্ষের একদেশে সম্পূর্ণভাবে বিরাজ করে; কিন্তু এ দেশে জানি না, কোন্ মহাদেব মদনকে না পাইয়া, তদীয় প্রিয় ভৃত্য বর্ষাকে চূর্ণ করিয়া বর্ষময় ছড়াইয়া দিয়াছেন।

বেলা দশটার সময় আমরা পঞ্চবন্ধু এডিনব্রা সহরের Waverley ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। আমরা গাড়ীর যে কামরায় প্রবেশ করিলাম,—তাহাতে একজন "নেটিভ" বসিয়া ছিল। পঞ্চজন কৃষ্ণমূর্ত্তির যুগপৎ আবির্ভাব দর্শনে, সে ব্যক্তি চট করিয়া সরিয়া পড়িল। আমরা হাস্যকৌতুকে ও পাইপের ধূমে কক্ষখানি ভরিয়া ফেলিলাম। ক্রমে গাড়ী ছাড়িল। কাস্‌ল্ হিলের পাদদেশ দিয়া, প্রিন্সেস্ গার্ডেন দক্ষিণে রাখিয়া আমরা এডিনব্রার সীমা পার হইলাম। নগরটি ক্ষুদ্র,—কলিকাতা অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র—নগরসীমা অতিক্রম করিতে বিলম্ব হইল না।

নগরের পর—মাঠ, নদী ও পর্ব্বত। মাঝে মাঝে পর্ব্বতচূড়ায় একটি পুরাতন দুর্গ দেখা যায়। কয়েকটি ষ্টেশন অতিক্রম করিলাম—যাহার নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় রক্তের অক্ষরে লেখা আছে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্কট্‌ল্যাণ্ডে এত রক্তপাত হইয়া গিয়াছে যে, কিছু দূর ভ্রমণ করিতে হইলে এরূপ স্থান অতিক্রম করা অনিবার্য্য।

এক ঘণ্টা পরে আমাদের গাড়ী মেল্‌রোজ ষ্টেশনে আসিয়া থামিল। অ্যাবট্‌স্‌ফোর্ড যাইতে হইলে মেলরোজে নামিতে হয়। মেলরোজ একটি পুরাতন স্থান। নগরও নয়,—গ্রামও নয়,—এই দুইয়ের মাঝামাঝি। মেলরোজে দ্রষ্টব্য জিনিষ ইহার পুরাতন অ্যাবি। আমরা স্থির করিলাম, অ্যাবট্‌স্‌ফোর্ড দেখিয়া আসিয়া, মেলরোজ অ্যাবি দেখিব।

ষ্টেশনের বাহিরে আসিয়া দেখা গেল, অ্যাবট্‌স্‌ফোর্ড-যাত্রীদের লইয়া যাইবার এবং ফিরাইয়া আনিবার জন্য একখানি শারাবাঁ (Chara-banc) দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। কেহ কেহ বলিলেন, শারাবাঁতে ওঠা যাউক। আমি বলিলাম, না, পদব্রজে যাইতে হইবে; প্রথমতঃ শারাবাঁ লইলে একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ফিরিতে হইবে, যথেচ্ছামত দেখিয়া শুনিয়া বেড়াইতে পাওয়া যাইবে না। দ্বিতীয়তঃ পদব্রজে যাওয়ায় যে নিজস্ব একটা বিশেষ আমোদ আছে, তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। দুই মত—সুতরাং ভোট লইবার আবশ্যকতা উপস্থিত হইল। ফলে, পদব্রজে যাওয়াই স্থির হইল। পথ জিজ্ঞাসা করিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম।

মেলরোজ গ্রাম বা নগর ছাড়াইয়া আমরা মাঠে আসিয়া পড়িলাম। আমাদের হস্তে Pearson's Guide,—তাহার নির্দ্দেশ অনুসারে যাইতে লাগিলাম। একস্থানে পৌছিলে তাহার পর লেখা আছে, টেলিগ্রাফের তার যে দিকে গিয়াছে, সেই দিকে যাইতে হইবে। ডার্ণিক গ্রাম বামে রাখিয়া টেলিগ্রাফের তার ধরিয়া আমরা চলিলাম। দুই ধারে শস্যক্ষেত্র, পথটি নীচু, দুই ধারে বেড়া, তাহার গায়ে থিস্‌ল্ ও অন্যান্য বনফুল ফুটিয়াছে। ক্রমে দূরে Eildon Hills-এর চূড়াত্রয় দেখা যাইতে লাগিল। অ্যাবট্‌স্‌ফোর্ড গৃহের ছবিতে পশ্চাদ্‌ভাগে সচরাচর যে পর্ব্বতমালা দেখা যায়, তাহাই Eildon Hills। স্কট্ নানা স্থানে এই ত্রিচূড় পর্ব্বতের বর্ণনা করিয়াছেন। এই পর্ব্বতে আরোহণ করা স্কটের একটি প্রিয়কার্য্য ছিল। একবার তিনি বলিয়াছিলেন, "এই পর্ব্বতের চূড়ায় দাঁড়াইয়া আমি ৪৩টি স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারি, যাহা যুদ্ধে ও কাব্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছে।"

পথে কিয়দ্দূর যাইতে যাইতেই, একস্থানে একটি কাষ্ঠফলকে লেখা দেখিলাম—To Abbotsford House। পথ হইতে গৃহের অগ্রভাগটি দেখা গেল মাত্র। বাকী অংশ বাগানের গাছপালায় আবৃত। সরু পথটি ধরিয়া সঙ্কেত অনুসারে আমরা যাইতে লাগিলাম। অনুমানে বোধ হইল, গৃহের পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে আমরা প্রবেশ করিতেছি। শেষে দেখিলাম, তাহাই বটে। গৃহের সম্মুখভাগ টুইড্ নদীর উপর, তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবার অবসর ঘটে নাই। ষ্টেশন হইতে আসিবার রাস্তা, গৃহের পশ্চাদ্‌ভাগ দিয়া গিয়াছে। বলা বাহুল্য, যখন এ গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল, তখন ষ্টেশনও ছিল না এবং সম্ভবতঃ ষ্টেশন হইতে এ পথও ছিল না।

যাইতে যাইতে আরও দুই একটি স্থানে কাষ্ঠফলক দেখিলাম। তদনুসারে ক্রমে একটি ক্ষুদ্র কক্ষে উপস্থিত হইলাম। যে ভৃত্য দর্শকগণকে বাড়ীটি দেখায়, সে তখন এক দল দর্শককে লইয়া ভিতরে গিয়াছিল। আমাদের একটু অপেক্ষা করিতে হইল। এই কক্ষে

ট্ সম্বন্ধীয় অনেক বিক্রেয় পদার্থ রহিয়াছে। ছবি, পাষ্টকার্ড, ছবির বহি, ফোটোগ্রাফ,—নানাপ্রকার ার্টানে ক্ষুদ্রাকারে বাঁধা স্কটের কাব্যাদি ;—একজন ীলোক এ সব বিক্রয় করিতেছে।

যাঁহারা স্কটের জীবনী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা এই গৃহের জন্মবৃত্তান্ত অবগত আছেন, তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তাঁহারা জানেন, এই গৃহের প্রতি স্কটের অনুরাগ কিরূপ প্রবল ছিল। মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে শেষবার যখন প্রবাস হইতে ফিরিয়া স্কট্ গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তখন বারংবার বলিতে থাকেন —“আমি অনেক দেখিয়াছি, কিন্তু আমার গৃহের মত কিছুই দেখি নাই।”*

আমরা যাহা দেখিলাম, তাহার বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে একটি কথা বলিয়া রাখি। এ গৃহের অধিকারিণী এখন অনরেবল্ মিসেস্ ম্যাক্সওয়েল্ স্কট্। ইনি স্কটের প্রদৌহিত্রী। সোফায়া ছাড়া, স্কটের অপর সকল পুত্রকন্যা নিঃসন্তান অবস্থায় মরিয়া যান। স্কটের জীবনীলেখক লক্‌হার্ট, সোফায়ার পাণিগ্রহণ করেন। শার্লট নামে ইঁহাদের এক কন্যা জন্মে। অনরেবল্ মিসেস্ ম্যাক্সওয়েল স্কট্ এই শার্লটের কন্যা। ইনি বিধবা, স্বীয় পুত্রকন্যা লইয়া এখন অ্যাবট্‌স্‌ফোর্ড গৃহে বাস করিতেছেন। সুতরাং গৃহটির সর্ব্বত্র দর্শকগণের অধিগম্য নহে। যে কক্ষগুলি অধিগম্য, তাহারই বর্ণনা নিম্নে করিতেছি।

কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর, দ্বারবান্ পূর্ব্বাগত দর্শকগণকে লইয়া ফিরিয়া আসিল। আমরা তখন প্রত্যেকে এক শিলিং করিয়া প্রাবেশিক দিয়া, তাহার সহিত ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

প্রথমেই বামদিকে একটি অনতিপ্রশস্ত সিঁড়ি দেখা গেল। প্রত্যেক ধাপের মধ্যস্থানগুলি খইয়া রহিয়াছে। উঠিতে উঠিতে আমার মনে হইতে লাগিল, —ঠিক যে প্রস্তরগুলির উপর চরণ রাখিয়া সাহিত্য-সম্রাট্ স্কট্ সহস্রবার উঠিয়াছেন নামিয়াছেন,—সেই বহু সম্মানিত প্রস্তরগুলিরই উপর আজ ক্ষণেকের জন্য এ কোন্ দীনহীন সাহিত্যসেবীর পদস্পর্শ হইতেছে।

প্রথমে আমরা যে কক্ষে নীত হইলাম, সেটি স্কটের লিপিমন্দির (study) ছিল। এডিনব্রা পরিত্যাগের পর স্কটের অধিকাংশ রচনাই এই কক্ষে সম্পন্ন হইয়াছে। কালো চামড়ায় মোড়া একটি মোটা-সোটা আর্ম্ম চেয়ার, একটি দেরাজযুক্ত ডেস্কের সম্মুখে রাখা রহিয়াছে। এই চেয়ারে বসিয়া, এই ডেস্কে স্কট্ লিখিতেন। বামে বৃহৎ জানালা, তাহা গৃহসংলগ্ন বাগানের উপর খুলিয়াছে। লিখিতে লিখিতে শ্রান্ত হইলে এই বাগানের সবুজে বোধ করি স্কট্ চক্ষুকে নিমগ্ন করিতেন। কক্ষটি ক্ষুদ্র, তিন দিকের দেওয়ালে, মেঝে হইতে ceiling পর্য্যন্ত পুস্তকের আলমারি। উপরের আলমারিগুলি পৌঁছিবার জন্য, দেওয়ালের মাঝখান দিয়া একটি সঙ্কীর্ণ বারান্দার মত চলিয়া গিয়াছে। সিঁড়ি দিয়া এই বারান্দায় ওঠা যায়। এই বারান্দার শেষে একটি ক্ষুদ্র দুয়ার আছে। সেই পথে স্কটের শয়নকক্ষে পৌঁছান যায়। কল্পনায় যেন দেখিলাম, এই কক্ষে বসিয়া অনেক রাত্রি অবধি স্কট্ লিখিতেছিলেন। লেখা শেষ হইলে. টেবিলের বাতি নিবাইবার পূর্ব্বে, একটি মোমবাতি জ্বালিয়া লইলেন। তখন টেবিলের বাতিটি নিবাইয়া, মোমবাতির আধারটি হাতে করিয়া, সিঁড়ি দিয়া সেই বারান্দায় উঠিলেন। সমস্ত বারান্দাটি অতিক্রম করিয়া, সেই দুয়ারটি খুলিয়া শয়নকক্ষে উঠিয়া গেলেন।

লক্‌হার্ট যখন প্রথম এডিনব্রায় স্কটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান, তখন স্কট্‌কে এই ডেস্কটির সম্মুখে উপবিষ্ট দেখিয়াছিলেন। স্কট্ জীবনীতে তিনি তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। এই ঘটনার চতুর্দ্দশ বৎসর পরে, স্কটের উইল্ সন্ধান করিবার জন্য লক্‌হার্ট এই ডেস্কটি খুলিয়াছেন, সে ঘটনারও বর্ণনা তিনি জীবনীতে করিয়াছেন। সে বর্ণনাটির মধ্যে স্কটের হৃদয়ের এমন একটি স্নেহসিক্ততার পরিচয় পাওয়া যায়! তাহার অনুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিলাম :—

“সমাধির পরদিন সন্ধ্যায় তাঁহার ডেস্ক খুলিয়া আমরা দেখিলাম, সম্মুখেই একটি স্থানে কয়েকটি ছোট ছোট জিনিষ সারিবদ্ধ করা রহিয়াছে, এমন ভাবে সেগুলি সজ্জিত যে, প্রতিদিন প্রভাতে ডেস্কটি খুলিবামাত্র জিনিষগুলি চক্ষু আকর্ষণ করে। জিনিষগুলির তালিকা :—কয়েকটি সেকালের কৌটা, যাহা স্কট্‌জননী বেশবিন্যাসের টেবিলে ব্যবহার করিতেন; একটি রূপার বাতিদান (ব্যারিষ্টার হইয়া যে প্রথম পাঁ গিনি ফি পাইয়াছিলেন, তাহা হইতেই স্কট্ মাতাকে এ

* “I have seen much” he kept saying, “but nothing like my ain house.” Lockhart's Life Vol. X. P. 299.

ক্ষুদ্র উপহারটি কিনিয়া দেন*) ; কতকগুলি কাগজের মোড়ক (স্কটের যে সকল ভাইভগিনীগুলি শৈশবেই মা'র কোল শূন্য করিয়া যায়,—তাহাদের চুল এই মোড়কগুলিতে রক্ষিত আছে ; উপরে মাতার হস্তাক্ষরে তাহাদের নাম লেখা) ; একটি নস্যের ডিবা (ইহা স্কটের পিতা ব্যবহার করিতেন) ইত্যাদি।

এই কক্ষের পার্শ্বে একটি ক্ষুদ্র কক্ষ, তাহার মধ্য দিয়া লাইব্রেরিতে প্রবেশ করিলাম। ইহা একটি প্রশস্ত কক্ষ। এখানে বিংশতি সহস্র পুস্তক রক্ষিত আছে। এই কক্ষের কিয়দংশ আসবাব চতুর্থ জর্জের প্রদত্ত উপহার। পুস্তক ও এই উপহারগুলি ছাড়া আরও অনেক ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য পদার্থ এ কক্ষে সঞ্চিত আছে। বৃহৎ জানালার কাছে একটি সো-কেশ আছে। তাহাতে অনেক দ্রব্য সঞ্চিত, কতকগুলির নাম করিতেছি :—নেপোলিয়নের ব্লটিংবুক* (ইহার মলাটে মধ্যস্থলে লতাপতার মধ্যে রেশমে N, অক্ষরটি অঙ্কিত আছে) ; নেপোলিয়নের কলমদানী* ; মেরি কুইন্ অব্ স্কটসের শীল, তাঁহার পরিচ্ছদের ছিন্নাংশ, হস্তিদন্ত-খচিত একটি ক্রশ (যাহা তিনি শিরশ্ছেদের সময় পরিধান করিয়াছিলেন) ; 'বনি প্রিন্স চার্লি'র কেশ ; নেলসন্ ও ওয়েলিংটনের কেশ ; কবি বার্ণসের পানপাত্র ; স্কটের বাল্যকালে ব্যবহারের ছুরী-কাঁটা ; ডাকাইত রব রয়ের পার্স ; হেলেন ম্যাক্‌গ্রেগরের ব্রোচ প্রভৃতি। দেওয়ালের একস্থানে একটি বৃহৎ চিত্র লম্বিত আছে—তাহাতে সৈনিক বেশে স্কটের পুত্র এবং তাঁহার অশ্বের মূর্ত্তি অঙ্কিত।

ইহার পর 'ড্রয়িংরুম।' স্কটের ব্যবহারকালে এ কক্ষটি যেরূপ ভাবে সজ্জিত ছিল, এখনও অবিকল সেইরূপ রাখা আছে। দেওয়ালের চিত্রাঙ্কিত কাগজ পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করা হয় নাই। লকহার্টের জীবন-চরিতের পাঠকগণ এই কক্ষের বর্ণনা বিশেষরূপেই অবগত আছেন। তখন রেল ছিল না,—রাজধানী হইতে বহুদূরে এই বিজনেও, স্কটের যশে আকৃষ্ট হইয়া এত অতিথির আবির্ভাব হইত যে, সময়ে সময়ে এই সুবৃহৎ বাসভবনেও লেডি স্কট্ কোথায় স্থান সঙ্কুলান করিবেন ভাবিয়া ব্যাকুল হইতেন। সে সকল দিনে এই ড্রয়িংরুম কত না প্রমোদের রঙ্গভূমি হইয়াছিল। —এই কক্ষে কয়েকখানি মূল্যবান্ ও উৎকৃষ্ট ছবি আছে। বিখ্যাত মূর্ত্তিচিত্রকর রেবর্ণ-অঙ্কিত স্কটের ছবি, স্যাক্সন্-অঙ্কিত লেডি স্কটের ছবি, ওয়াট্‌সন্-অঙ্কিত স্কটজননীর ছবি প্রভৃতি।

ইহার পার্শ্বে অস্ত্রাগার (Armoury)। এখানে নানা সময়ের নানা দেশের অস্ত্রাদি সজ্জিত আছে,—বঙ্গভাষায় তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব। শুধু কয়েকটি ঐতিহাসিক অস্ত্রের নাম করিব। ওয়াটার্‌লু যুদ্ধের পর নেপোলিয়নের অঙ্গ হইতে যে এক যোড়া পিস্তল গৃহীত হইয়াছিল, তাহা রহিয়াছে। তাহা ভিন্ন, 'বনি প্রিন্স চার্লি'র মৃগয়া-ছুরিকা, প্রথম জেমসের মৃগয়াকালীন পানাধার ; প্রথম চার্লস কর্ত্তৃক মণ্টরোজকে প্রদত্ত তরবারি ; লখ্‌লেভেন দুর্গের চাবি (পাঠকগণ Abbot উপন্যাস স্মরণ করুন) ; স্কট্ স্বয়ং যখন Edinburgh Light Dragoon দলভুক্ত ছিলেন, সে সময়ে তাঁহার ব্যবহারের বন্দুক, তরবারি প্রভৃতি ; রবরয়ের তরবারি ও অন্যান্য অস্ত্রাদি আছে। ইহা ছাড়া, ওয়াটার্লু-ক্ষেত্রে প্রাপ্ত একটি সৈন্যের Memo book এবং কলোডেন যুদ্ধের পর রণক্ষেত্রে পতিত একজন মৃত হাইল্যাণ্ডার সৈন্যের পকেটে প্রাপ্ত এক টুকরা oat cake রক্ষিত আছে।*

শেষ প্রবেশ-দালান (Entrance Hall)। এই দালানে, অন্যান্য নানা দ্রব্যের মধ্যে, একটি গ্লাসকেসে, স্কট্ মৃত্যুর পূর্ব্বে যে সকল বস্ত্রাদি ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষিত আছে। খাকী রঙের পাৎলুন, ডোরা-কাটা ওয়েষ্ট কোট, গভীর সবুজ রঙের একটি কোট, তাহার বোতামগুলি পিত্তলনির্ম্মিত, একটি ধূসরবর্ণ বীবরলোমাবৃত হ্যাট্ (ইহার আকারটি প্রায়

* Waterloo যুদ্ধের পর ইংরেজসেনা কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত।

* কলোডেন যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রিন্স চার্লস্ (বা ইংরাজদের মতে Young Pretender)এর সৈন্যগণ কিরূপ ক্ষুধাকাতর হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে এই oat cake-টুকুর করুণ ইতিহাস কল্পনা করা যায়। "Chamber's History of Rebellion in Scotland" গ্রন্থে বর্ণিত আছে, প্রিন্স চার্লস্ যখন কলোডেন্ হাউসে পৌছিলেন, তখন তিনি স্বয়ং এক টুকরা রুটি এবং একটু মদ্য ছাড়া আর কিছু পাইলেন না। সৈন্যগণের ক্ষুধাকাতরতা অবগত হইয়া হুকুম দেন, "পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম লুঠ করিয়া খাদ্য সংগ্রহ কর।" তাঁহার আদেশ অনুসারে খাদ্য সংগ্রহ করা হইল, কিন্তু পাক শেষ হইবার পূর্ব্বেই যুদ্ধারম্ভ হয় ;—সৈন্যগণ আহার করিবার অবকাশ পায় নাই।

বর্ত্তমানকালের টপ হ্যাটের মত) এবং এক যোড়া জুতা। জুতা যোড়াটি দেখিতে প্রায় একালেরই মত; বেশ ঝক্ ঝক্ করিতেছে; অনুমান করিলাম, মাঝে মাঝে বুরুষ করা হইয়া থাকে। পার্শ্বেই একটি কক্ষে, কাচের আল্‌মারির ভিতর স্কটের কতকগুলি ছড়ি এবং ধূমপানের নানা আকারের পাইপ দেখিলাম।

এই গৃহের কোনও স্থানে একটি ভোজন-কক্ষ (dining room) আছে—যেখানে স্কট্ জীবনের শেষ সময়টুকু অতিবাহিত করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, অ্যাবট্‌স্‌ফোর্ডের বর্ত্তমান অধিকারিণী, সে কক্ষটি সাধারণের জন্য উন্মুক্ত রাখেন না। লক্‌হার্টের গ্রন্থে স্কটের শেষ সময়ের বর্ণনাটি এতই করুণোদ্দীপক যে, সেই কক্ষটি দেখিবার বড়ই আকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু তাহা পূর্ণ হইল না। আমাদের পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা সে বর্ণনা পড়েন নাই, তাঁহাদের জন্য একটি অনুবাদ নিম্নে প্রকাশ করিতেছি।

লক্‌হার্ট লিখিতেছেন—"১৭ই সেপ্টেম্বর প্রভাতে আমি যখন বেশ পরিধান করিতেছিলাম, নিকল্‌সন্ আমার কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিল, তাহার প্রভুর সজ্ঞান অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে এবং তিনি আমাকে এখনি দেখিতে চাহেন, আমি গিয়া দেখিলাম, তিনি সম্পূর্ণ আত্মস্থ—যদিও একান্ত দুর্ব্বল। তাঁহার চক্ষুযুগল পরিষ্কার ও শান্ত, ডিলিরিয়মের অগ্নি সম্পূর্ণ নির্ব্বাপিত। আমাকে দেখিয়া তিনি বলিলেন—'লক্‌হার্ট, হয় ত এক মিনিটের অধিক কথা কহিতে পারিব না। বৎস, সদাচারপরায়ণ ধার্ম্মিক হও, সৎকর্ম্মশীল হও। আমার অবস্থায় যখন উপস্থিত হইবে, তখন আর কিছুই তোমাকে সান্ত্বনা দিতে পারিবে না।' তিনি থামিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'সোফায়া ও অ্যানকে ডাকিয়া পাঠাইব কি?' তিনি বলিলেন—'না। তাহাদিগকে উঠাইও না। তাহারা সারা রাত জাগিয়াছে। ঈশ্বর তোমাদের সকলকে আশীর্ব্বাদ করুন।' বলিয়া তিনি আবার প্রশান্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। ইহার পর আর তিনি সংবিতের চিহ্ন প্রকাশ করেন নাই—শুধু বোধ হয়, এক মুহূর্ত্ত ছাড়া—যখন তাঁহার পুত্রেরা আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।

* * *

"২১শে সেপ্টেম্বর বেলা দেড়টার সময় তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়। সে দিনটি অত্যন্ত পরিষ্কার ছিল। বেশ গরম ছিল।—এমন কি, সমস্ত জানালা খুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। সে দিন চতুর্দ্দিক এত নিস্তব্ধ যে, টুইড্-তীরে নুড়ীগুলির উপর ঢেউয়ের আঘাত-শব্দটুকু পর্য্যন্ত শুনা যাইতেছিল। শেষ মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে আমরা সকলে বিছানার চতুর্দ্দিকে নতজানু হইয়া বসিলাম। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র তাঁহার মুদ্রিত নেত্রযুগল চুম্বন করিল।"

অ্যাবট্‌স্‌ফোর্ডদর্শন শেষ করিয়া আমরা বাহিরে আসিলাম। তখন হঠাৎ আমার মনে হইল, খানকতক ছবি, পোষ্টকার্ড কিনিয়া আনিলে হইত। সুতরাং আমি আবার অ্যাবট্‌স্‌ফোর্ডে ফিরিয়া গেলাম—সঙ্গিগণকে বলিলাম, তাঁহারা অগ্রসর হউন, আমি শীঘ্রই আবার তাঁহাদের ধরিব। কিন্তু ঘটনাবশতঃ ফিরিতে আমার বিলম্ব হইয়া গেল; আবার যখন বাহিরে আসিলাম, ততক্ষণ বন্ধুরা অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমি একাকী মেলরোজের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। এক স্থানে আসিয়া পথ দুই দিকে বিভক্ত হইল, আসিবার সময় ভাল করিয়া পথ চিনিয়া আসি নাই, কিঞ্চিৎ দ্বিধায় পড়িয়া গেলাম। পথ এমন নির্জ্জন যে, কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া লইব, সে উপায়ও নাই। তখন উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম, টেলিগ্রাফের তার, দুইটি পথের একটি দিয়া চলিয়া গিয়াছে। মনে মনে বলিলাম, ঠিক হইয়াছে, গাইড বহিতে এই তার ধরিয়াই যাইতে বলিয়াছে কি না। সুতরাং সে পথই অবলম্বন করিলাম। বলা বাহুল্য, ভুল করিলাম। কয়েকখানি গ্রামে গ্রামে পর্য্যটন করিয়া যখন মেলরোজে উপনীত হইলাম, তখন বেলা আড়াইটা, বন্ধুগণের কোথাও উদ্দেশ নাই। ক্ষুধায় অস্থির। বন্ধু-অন্বেষণ বন্ধ রাখিয়া, কিঞ্চিৎ আহারের অন্বেষণে ব্যাপৃত হইলাম। যে হোটেলে প্রবেশ করিলাম, সেখানকার ওয়েট্রেস্ বলিল, কিয়ৎ পূর্ব্বে অপর কয়েকটি ভারতবর্ষীয় ভদ্রলোক এখানে আসিয়া আমাকে অন্বেষণ করিয়া গিয়াছেন। অনুমান করিলাম, ষ্টেশনে গেলেই তাঁহাদের সাক্ষাৎ পাইব। ভোজনান্তে ষ্টেশনে গিয়া তাঁহাদের দেখা পাইলাম। তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত দেরী যে?" আমি গম্ভীরভাবে বলিলাম, "একটা সর্টকট্ নিয়ে আসা গেল।" পরে বলিলাম, অনেক গ্রামট্রাম দেখিয়া আসিতে বিলম্ব হইয়া গেল। এ বয়সে হারাইয়া যাওয়ার কথাটা আর কেমন করিয়া স্বীকার করি!

তখন বেলা ৩টা বাজিয়া গিয়াছে। বন্ধুরা ইতি-মধ্যে মেল্‌রোজ অ্যাবি দেখিয়া লইয়াছেন। তিনটা মিনিটে এডিন্‌ব্রায় ফিরিয়া আসিবার একটি ট্রেণ আছে, বন্ধুরা তাহাতেই ফিরিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। ইহার পরের ষ্টেশনে—এডিন্‌ব্রার উল্টাদিকে নামিলে ড্রাইব্রায় যাওয়া যায়। ড্রাইব্রা অ্যাবিতে স্কটের সমাধি আছে। সে দিন সন্ধ্যাকালে এডিন্‌ব্রার একটা নাট্যশালায় হাইল্যাণ্ড-নৃত্য হইবার কথা ছিল, আমরা পরামর্শ করিয়াছিলাম, সময়মত ফিরিয়া সেটা দেখিতে যাইব। এখন অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইল—ড্রাইব্রা দেখিতে গেলে সেটা দেখা হয় না—সেটা দেখিতে গেলে ড্রাইব্রা বাদ দিতে হয়। বন্ধুরা নৃত্য দর্শন করিতে বিশেষ উৎসুক ছিলেন, তাঁহারা এডিনব্রায় ফিরিলেন। আমি একাকী ট্রেণের অপেক্ষায় ষ্টেশনে বসিয়া রহিলাম।

ট্রেণে কয়েক মিনিট মাত্র; যখন St. Boswell's এ নামিলাম, তখন চারিটা বাজিল। ষ্টেশন হইতে ড্রাইব্রা অ্যাবি এক ক্রোশ পথ। পথ জিজ্ঞাসা করিয়া ক্ষিপ্রপদে অগ্রসর হইলাম। টুইডের উপর একটা সেতু আছে, তাহা পার হইয়া ড্রাইব্রায় যাইতে হইবে, ইহা আমার গাইড বুকে লেখা ছিল। ক্রমে টুইডের তীরে আসিয়া পৌছিলাম। নদীটি অতি ক্ষুদ্র। প্রস্থে ভবানীপুর ও আলিপুরের মধ্যবর্ত্তী আদিগঙ্গার অপেক্ষা অধিক বেশী হইবে না। গভীরতা নাই বলিলেই হয়। একটি ছাগলও অনায়াসে অনেক স্থানে হাঁটিয়া পার হইয়া যাইতে পারে। সেতুর নিকট আসিয়া দেখিলাম, নোটিস্ টাঙ্গানো রহিয়াছে "সেতুটি বড় ক্ষীণ একত্র দশ জনের অধিক ইহার উপর আরোহণ করিবে না।" যখন "সেতুর" মাঝামাঝি উপস্থিত হইলাম, তখন উক্ত যন্ত্রটি এরূপ দুলিতে লাগিল যে, ভাবিলাম, অদৃষ্টে কি শেষে টুইড্‌প্রাপ্তি আছে না কি?

যাহা হউক, নির্ব্বিঘ্নে ত পার হওয়া গেল। সেখান হইতে দশ মিনিটের মধ্যেই অ্যাবিতে পৌছিলাম। ইহা একটি বহু পুরাতন মন্দির;—অষ্টম হেন্‌রির সময় হইতেই ভগ্নাবশেষ স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। চতুর্দ্দিকের স্থান বেশ প্রশস্ত;—জঙ্গলের ত। ভিতরে প্রবেশ করিয়া, স্কটের সমাধি অন্বেষণ রিতে লাগিলাম। একটি জীর্ণ "আইল" আছে t. Mary's Aisle), তাহা দুই ভাগে বিভক্ত। ভাগের রেলিংগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র—তাহাতে কতিপয় অজ্ঞাত ব্যক্তির সমাধি আছে। অন্তভাগের রেলিংগুলি উচ্চ,—তাহার ভিতরে স্কট ও তাঁহার পত্নী,—তাঁহাদের জ্যেষ্ঠপুত্র, এবং জামাতা লক্‌হার্টের সমাধি রহিয়াছে। আমি রেলিংয়ের নিকট দাঁড়াইয়া মস্তক অনাবৃত করিলাম। এই ভাবে কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। পরে কাগজ-পেন্সিল বাহির করিয়া, সমাধির উপরের লেখাগুলি নকল করিয়া লইলাম। স্কটের স্ত্রীর সমাধিটিই আমার নিকট হইতে সর্ব্বাপেক্ষা দূরে ছিল। অন্ধকার হইয়া আসিতেছিল;—দূরের সে লেখাগুলি ভাল দেখা যাইতেছিল না। আরও দুই একটি যাত্রী—তাহারা রেলিংয়ে আরোহণ করিয়া পড়িতে লাগিল,—কিন্তু অমার হিন্দুসংস্কার আমাকে সে পবিত্র স্থানে পদস্পর্শ করিতে নিষেধ করিল। আমি কষ্টে, চক্ষু সঙ্কুচিত করিয়া, বিলম্বে তাহা পাঠ করিলাম। সে সমাধিগুলির অবস্থান এবং লিখিতাংশ নিম্নে প্রদান করিতেছি :—

Dame Margaret Carpenter Wife of Sir Walter Scott of Abbots Ford, Baronet Died at Abbotsford May 15, A. D. 1826.
Sir Walter Scott, Baronet Died September 21, A. D. 1832.

Lieutenant Colonel Sir Walter Scott of Abbotsford, Second Baronet. Died at Sea 8 February 1887 Aged 45 Years. His Widow placed this Stone over his Grave.

Here at the Feet of Walter Scott Lie the Mortal Remains of John Gibson Lockhart His Son-in-law Biographer and Friend Born 14 June 1794 Died 25 Nov. 1854.

লেখা শেষ হইলে, ভারতবর্ষে স্বটভক্ত বন্ধুগণকে উপহার পাঠাইবার জন্ত, এই সমাধি হইতে কিছু স্মরণ-চিহ্নের অনুসন্ধান করিলাম। রেলিংয়ের নিম্নে সবুজ ঘাস জন্মিয়াছিল। সেই ঘাস কতকগুলি উৎপাটন করিয়া লইলাম। সেগুলি যত্ন করিয়া একটি থামে ভরিয়া রাখিলাম।*

সন্ধ্যা হইয়া আসিল; আকাশের আলোক ক্রমে ক্ষীণ ক্ষীণতর হইল। সবুজ গাছপালা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিতে লাগিল। সমাধিমঞ্চ আমি বারত্রয় প্রদক্ষিণ করিয়া, মৃদুপদে ষ্টেশনে ফিরিয়া আসিলাম।

— — —

রমেশচন্দ্র-স্মৃতি

রমেশচন্দ্রের প্রতিভার সহিত আমার প্রথম পরিচয়, যখন আমি একাদশ বৎসরের বালক। তৎপূর্ব্বে আমি একখানিমাত্র উপন্যাস পাঠ করিয়াছি—তাহা আনন্দমঠ। কোথা হইতে জানি না, বাড়ীতে একখানি ছেঁড়া "জীবনসন্ধ্যা" আসিয়া পড়িয়াছিল। তাহার সম্মুখভাগের খানকতক পৃষ্ঠা ছিল না। শেষের দিকটারও সেই অবস্থা। যে অংশটুকু অবশিষ্ট ছিল—তাহাই আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়াছিলাম। দ্বিপ্রহর রজনীর গভীর অন্ধকারে, কেবল তারকালোকে নিস্তব্ধ কানন ও তমসাচ্ছন্ন পর্ব্বতপথ দিয়া তেজসিংহ নাহারামগরো গহ্বরে চারণী দেবীর নিকট আপনার ললাট-লিখন জানিতে গমন করিতেছেন—সর্ব্বাপেক্ষা এই দৃশ্যটিই আমার তরুণহৃদয়কে মথিত ও কম্পিত করিত। কি ভয়ঙ্কর সেই গহ্বর—

"অন্ধকার গহ্বরে প্রবেশ করিয়া তেজসিংহ ক্ষণেক নিস্তব্ধে দণ্ডায়মান রহিলেন। গহ্বরের ভিতর আলোক নাই, শব্দ নাই, কেবল বোধ হইতেছে যেন, পর্ব্বতগর্ভস্থ একটি জলপ্রপাতের স্তিমিত শব্দ শ্রুত হইতেছে। তেজসিংহ সেই অন্ধকারে দণ্ডায়মান থাকিয়া সেই অনন্ত শব্দ শুনিতে লাগিলেন।"

তাহার পর, যখন চারণীদেবী দর্শন দিলেন, তাঁহার মূর্ত্তিই বা কি বিস্ময়কর!

"কতক্ষণ পরে গহ্বরের অভ্যন্তরে একটি দীপশিখা দেখা যাইল। ক্রমে আলোক নিকটে আসিল। দীর্ঘ-কায়া, শুক্লকেশী চারণীদেবী তেজসিংহের নিকট দণ্ডায়-মান হইলেন ও অঙ্গুলিনির্দ্দেশপূর্ব্বক তেজসিংহকে একটি ব্যাঘ্রচর্ম্মের উপর বসিতে আদেশ করিলেন।............ চারণীদেবীর বয়ঃক্রম অশীতি বর্ষেরও অধিক হইবে। শরীর শীর্ণ, দীর্ঘ ও তেজঃপূর্ণ; মস্তকের সমস্ত কেশ শুক্ল, ললাট চিন্তারেখায় অঙ্কিত, নয়নদ্বয় স্থির ও দৃষ্টিহীন, সময়ে সময়ে সেই স্থির নেত্র ঊর্দ্ধদিকে চাহিত, সমস্ত শরীর নিশ্চেষ্ট হইত, তখন বোধ হইত যেন, চারণীদেবী এ জগতে থাকিতেন না, যেন এ জগৎ তাঁহার নিকট অন্ধকারময় হইলেও সেই দৃষ্টিহীন নয়ন-ভবিষ্যৎ-জগৎ বিদীর্ণ করিতে পারিত, ক্ষুদ্র নশ্বর মানব-জাতি সম্বন্ধে বিধির লিখন পাঠ করিতে পারিত।"

ইহা ছাড়া চন্দ্রালোকিত উদ্যানে পুষ্পকুমারী এবং হ্রদতটে ভীলবালার চিত্রও আমার মানসপটে প্রত্যক্ষবৎ মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল। ভীলবালার কেন যে দুঃখ, তাহা সে বয়সে বুঝিতে পারিতাম না—কিন্তু তাহার বেদনাটি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতাম। তাহার সেই দুঃখের গানগুলি আমার কণ্ঠস্থ হইয়া গিয়াছিল। "জীবন-সন্ধ্যা"র পরবর্ত্তী সংস্করণগুলিতে দত্ত মহাশয় সে গানগুলি বাদ দিয়াছিলেন—তাহার স্থানে গদ্যে একটা করিয়া অন্বয় বসাইয়া দিয়াছিলেন। বিলাতে তাঁহার সহিত দেখা হইলে কথাপ্রসঙ্গে আমি এ জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলাম। দত্ত মহাশয় বলিলেন—"সেগুলিতে তেমন কবিত্ব কিছু ছিল না।" আমি সবিনয়ে প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম—"দেখুন, কোন্ বাল্যকালে আমি সেগুলি পড়েছিলাম, এখনও ভুলতে পারিনি।" বলিয়া আবৃত্তি করিলাম—

"বন্যফুলের পুষ্পমালা কে লভিতে চায়?
ভীলবালার পুষ্পমালা ভূমেতে লুটায়!
উদ্যানে সুগন্ধ ফুল দেখে ধায় অলিকুল
গন্ধশূন্য বন্যফুল ভূমিতে লুটায়।"

ইহার পরবর্ত্তী সংস্করণে গানগুলি পুনঃসন্নিবিষ্ট হইয়াছে দেখিয়াছি।

"জীবন-সন্ধ্যা" প্রসঙ্গে এই সময় দত্ত মহাশয়কে আর একটি কথা বলিয়াছিলাম, তাহা শুনিয়া তিনি বড়

* দুঃখের বিষয়, আমার অভিপ্রায় সফল হয় নাই। ঘাসভরা থামটি এডিনবরায় আমার লিখিবার টেবিলের উপর রাখিয়াছিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে একদিন আমাদের দাসীটি টেবিল ঝাড়িতে নির[illegible]বর্জ্জনা মনে করিয়া ঘাসগুলি আগুনে ফেলিয়া দিয়াছিল।

হাসিয়াছিলেন। বলিয়াছিলাম—"আপনি একস্থানে লিখেছেন, অহিফেনের রক্তপুষ্প—আমি বাল্যকাল হ'তে বেহারে—আফিম-ক্ষেত বিস্তর দেখেছি—কিন্তু কখনও শাদা ছাড়া অন্য রঙের ফুল দেখিনি। মনে করতাম, দত্ত-সাহেবের মস্ত একটা ভুল ধরা গেছে। অনেক দিন পর একজন বৃদ্ধ পশ্চিমী ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনেছিলাম—কালে-ভদ্রে আফিমের ক্ষেতে এক আধটা লালফুলও জন্মে।"

আমার বিলাত-যাত্রা করিবার পূর্ব্বে কলিকাতার কোনও বিখ্যাত বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার, আমার হাতে দত্ত মহাশয়ের নামে একখানি অনুরোধপত্র দিয়াছিলেন। তাহাতে লেখা ছিল, তিনি যেন অনুগ্রহ করিয়া আমায় ভর্ত্তি হইতে সাহায্য করেন।

ইহার পর দুই বৎসর দত্ত মহাশয় লণ্ডনে ছিলেন। মাঝে মাঝে আমি তাঁহার কাছে যাইতাম,—কিন্তু তিনি সর্ব্বদাই ব্যস্ত, এই জন্য তাঁহার সময় অধিক নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিতাম না।

তখন আমি নূতন নূতন গ্রন্থকার পদবীতে সমারূঢ় হইয়াছি। কয়েকমাস পূর্ব্বে আমার প্রথম গ্রন্থ "নবকথা" বাহির হইয়াছে। একদিন প্রভাতে একখানি "নবকথা" লইয়া দত্ত মহাশয়কে উপহার দিয়া আসিলাম। আমি কখনই কাহাকেও আমার গ্রন্থ দিয়া "কেমন লাগলো" জিজ্ঞাসা করি না—দত্ত মহাশয়কেও তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করি নাই। কিছুদিন পরে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিয়াছিলেন—"আপনি সুন্দর বাঙ্গালা লেখেন ত!" ইহার অধিক আর কিছু বলেন নাই—কোনও বিশেষ গল্পের উল্লেখ করেন নাই—আমিও কখনও আমার পুস্তকের প্রসঙ্গ উত্থাপন করি নাই। তিনি যে আমার সমস্ত বহিখানি পড়িবার কখনও সময় পাইয়াছেন, এমন আমার বিশ্বাস হয় না—হয় ত দুই একটা গল্প পড়িয়া থাকিবেন।

"ভারতী"র তদানীন্তন সম্পাদিকা শ্রীমতী সরলা দেবী মহাশয়ার অনুরোধে আমি গিয়া দত্ত মহাশয়কে প্রবন্ধের জন্য ধরিলাম। তিনি বলিলেন—"বাঙ্গালা লেখা বহুকাল ছেড়ে দিয়েছি।"

আমি বলিলাম—"বাঃ—সে ত হবে না। আপনি আর যাই ছাড়ুন—বাঙ্গালা লেখা ছাড়তে পাবেন না।"

তিনি বলিলেন—"কি লিখি ?"

সেই সময় শ্রীগোপাল বসু মল্লিকের ফেলোশিপের লেকচার-সংবলিত, একখানি হিন্দু-দর্শনের বহি বাহির হইয়াছিল। সেই বহিখানি আমি হাতে করিয়া লইয়া গিয়াছিলাম। বলিলাম—"এইটের সমালোচনা-সূত্রে হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখুন।"

তিনি বলিলেন—"আচ্ছা, বইখানা পড়ি। অমুক দিন তুমি এস। আমি ব'লে যাব, তুমি লিখে যাবে—নয় ত আমি লিখলে বড়ই দেরী হয়ে যাবে।"

আমি আহ্লাদের সহিত সম্মতি জানাইলাম। যথাদিনে গিয়া উপস্থিত হইয়া গণেশবৃত্তি অবলম্বন করিলাম। বোধ হয়, আরও দুই তিন দিন যাইতে হইয়াছিল। "ভারতী"র দুই সংখ্যায় সে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল।

"সংসার" ও "সমাজ" পুস্তকদ্বয়ের অনুবাদ করিবার সময় দত্ত মহাশয় বলিয়াছিলেন—"আমার সমস্ত বাঙ্গালা উপন্যাস একে একে তর্জ্জমা ক'রে ফেলব।" নিষ্ঠুর কাল তাঁহার সে অভিলাষ চরিতার্থ করিবার অবসর দিল না। বাকী চারিখানি উপন্যাসের মধ্যে কেবল "মাধবীকঙ্কণ"খানি "The Slave-girl of Agra" নামে অনূদিত হইয়াছে।

ইহার পর দত্ত মহাশয় Economic History of British India আরম্ভ করিলেন। একদিন বৈকালে তাঁহার নিকট গিয়া দেখি বিস্তর ব্লু-বুক লইয়া ভদ্রলোক ব্যতিব্যস্ত। আমাকে বলিলেন—"এই আড়াইশো ভলুম ব্লুবুক কিনেছি। পেন্সন থেকে টাকাগুলি দিতে হয়েছে। এতে স্থানে স্থানে যে সব জিনিষ আছে, চমৎকার। আমাদের দেশের যে সমস্ত ইতিহাস আছে, তা শুধু রাজা আর যুদ্ধের ইতিহাস। দেশের অবস্থা কি ছিল, কি হ'ল, তার কোনও ইতিহাস নেই। সেই রকম ইতিহাস একখানা লিখব ব'লে বইগুলো কিনেছি। এ বড় rare collection—আমি মরবার সময় এ বইগুলো এমন কোনও একটা সাধারণ পাঠাগারে দিয়ে যাব, যারা এর মর্য্যাদা বুঝে যত্নে রাখবে—আর দেশের লোকও অবাধে পড়তে পাবে।"

আমি যখন দত্ত মহাশয়ের নিকট যাইতাম, প্রায়ই প্রাতরাশের পর বেলা ৯টার সময় যাইতাম, কারণ বৈকালের দিকে অনেক সময় তিনি বাড়ী থাকিতেন না। ইহার পর যখন গিয়াছি, তখনই দেখিয়াছি, তিনি স্তূপাকার ব্লুবুক ও অন্যান্য পুস্তক লইয়া বসিয়া লিখিতেছেন। একদিন বলিলাম,—"ভারতী আপিস থেকে ত ভারি তাগাদা আসছে—এবার একটা রাজনৈতিক প্রবন্ধ দিতে হ'বে।"